এক

জানুয়ারির শেষে প্রথম বরফ গলতে শুরু করার পরে চেরিবাগান থেকে সুগন্ধ ওঠে। দুপুরবেলা যেখানে ছায়া থাকে (আর যদি রোদের তেজ থাকে) তাহলে চেরি ছালের মৃদু ঝাপসা গন্ধের সঙ্গে মিশে যায় গলা বরফের ফিকে আর্দ্রতা, বরফ ও আগের শরৎকালের মরা পাতার তলা থেকে সদ্য বেরিয়ে আসতে থাকা মাটির ঝাঁঝালো ও সনাতন গন্ধ।

হালকা মৃদু সুগন্ধ বাগানের ওপরে ঝুলে থাকে যতোক্ষণ-না নীল সন্ধ্যা নামে, যতোক্ষণ-না চাঁদের সবুজ শৃঙ্গ ন্যাড়া ডালগুলোর ভেতর দিয়ে ঠেলে ওঠে, যতোক্ষণ-না পুরুষ্টু হয়ে ওঠা খরগোশগুলো বেরিয়ে আসে আর বরফের ওপরে ফুট ফুট দাগ ছড়িয়ে দেয়।…

আর স্তেপভূমির পাহাড় থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে তুষার-ঝলসানো সোমরাজের চাপা নিশ্বাস, অবসিত দিনের গন্ধ ও শব্দ। তারপরে স্তেপের ঘাসের ওপর দিয়ে, কলাইয়ের গাছের ওপর দিয়ে, ফসলের নাড়ায় শুকিয়ে থাকা পাতার ওপর দিয়ে, পুবদিক থেকে রাত্রি আসে পাঁশুটে মাদী নেকড়ের মতো পেছনে স্তেপের ওপরে আঁধার-ঘনানো লম্বা ছায়ার ছোপ ফেলতে ফেলতে।

১৯৩০ সালে জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় দেখা গেল স্তেপভূমি থেকে গ্রেমিয়াচি লগ যাবার রাস্তা ধরে একজন ঘোড়সওয়ার চলেছে। খালের কাছে এসে সে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, ঘোড়াটা ক্লান্ত, তার কুঁচকির কাছে পুরু তুষারের প্রলেপ পড়েছে। ঘোড়া থেকে নামল সে। ক্ষয়ে আসা চাঁদ বাগানের কালো স্তূপের ওপরে অনেক উঁচুতে ঝুলে আছে। ঝাঁক ঝাঁক পপ্‌লার ছড়িয়ে আছে সরু রাস্তা বরাবর। রাস্তাটা অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। খালের অপর দিকে কোথায় যেন একটা কুকুর চিৎকার করছে, একটা বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। ঘোড়-সওয়ার সেই তুষারমাখা বাতাস লোভীর মতো তার নাকের মধ্যে দিয়ে টেনে নিল, ধীরেসুস্থে দস্তানা খুলল হাত থেকে, একটা সিগারেট ধরাল, জিনের পেটি আরো শক্ত করে বেঁধে নিল, কাপড়ের নিচে আঙুল ঢুকিয়ে অনুভব

করল ঘোড়ার গরম ও ঘামে-ভেজা পিঠ, তারপরে প্রকাণ্ড শরীরটাকে বাঁকি দিয়ে চমৎকারভাবে চেপে বসল জিনের ওপরে। খালটা অগভীর, শীতকালেও তার জল জমে বরফ হয়নি, ঘোড়ায় চেপে সেই নালা পার হতে লাগল সে। নুড়ি-বিছানো খালের তলদেশে ঘোড়ার খুরের ঠোকর লেগে ফাঁকা আওয়াজ উঠছে। জল খাবার জন্তে ঘোড়াটা মাথা নিচু করল। কিন্তু অশ্বারোহী ঘোড়ার পেটের কাছে পায়ের ঠোকর দিয়ে চাগিয়ে তুলল তাকে। ঘোড়ার পেটের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল যেন, তারপরে কষ্টেসৃষ্টে খাড়াই পাড়ের ওপরে উঠে এল।

মানুষের গলার স্বর আর স্লেজ চলার কিঁচ কিঁচ আওয়াজ কানে যেতে অশ্বারোহী আবার রাশ টেনে ধরল। ঘোড়ার কানেও শব্দ গিয়েছে, তার কান খাড়া, শব্দের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কসাকী জিনের রুপোর গলবন্ধ আর চড়া পালিশ দেওয়া খোব্‌নার ওপরে হঠাৎ চাঁদের আলোর একটা টুকরো পড়তেই সে-দুটো রাস্তার অন্ধকারে চকচক করে উঠল। অশ্বারোহী তার হাতের রাশ খোব্‌নার ওপরে ফেলে দিল, আর উটের লোমের তৈরী কসাক টুপির যে ঢাকনাটি এতক্ষণ তার কাঁধের ওপরে ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে ছিল সেটি তাড়াতাড়ি মাথার ওপরে তুলে দিয়ে মুখটাকে ঢেকে ফেলল। তারপরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল দুলকি চালে। স্লেজ গাড়িটা পার হয়ে যাবার পরে আবার ঘোড়াকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল, কিন্তু মাথা থেকে টুপির ঢাকনাটা সরাল না।

ঘোড়া চালিয়ে গ্রামের ভেতরে অনেকখানি চলে আসার পরে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওগো ভালোমানুষের মেয়ে, ইয়াকভ অস্ত্রোভনভ কোথায় থাকে বলতে পারো?'

'ইয়াকভ লুকিচের কথা জিজ্ঞেস করছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওই যে তার বাড়ি, ওই ওখানে, টালি দেওয়া ছাদ, পপলার গাছটা ছাড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। ধন্যবাদ।'

টালির ছাদের বড়ো কুটিরটার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল সে, সদর দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল ঘোড়াটাকে, তারপরে চাবুকের হাতলটা দিয়ে জানলার ওপরে আস্তে টোকা দিতে দিতে ডাকল, 'কই হে, ইয়াকভ লুকিচ, আছ নাকি, একবারটি বাইরে এসো তো।

বাড়ির মালিক অলিন্দে বেরিয়ে এল, টুপিহীন মাথা, কোটের বোতাম খোলা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আগন্তুককে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'কে বটে গো?' সাদা হয়ে আসা গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমাকে চিনতে পারছ, লুকিচ? আজকের রাতটা আমি তোমার এখানে থাকতে চাই। ঘোড়াটাকে কোথায় রাখি বলো তো, যাতে একটু গরমে থাকতে পারে?'

'না গো কমরেডমশাই, সেটি হবার নয়। তোমাকে ঠাঁই দিতে পারব না। তুমি তো আর জেলা কমিটি থেকে আসো নি, নয় কি? কিংবা, তুমি বিভাগ থেকে? তবে একটা কথা …তোমার গলার স্বর আগে যেন শুনেছি মনে হচ্ছে।'

পরিষ্কার কামানো আগন্তুকের মুখে ঠোঁটছুটো একটা হাসিতে কুঁচকে উঠল, মাথা থেকে টুপির ঢাকনাটা ফেলে দিল সে।

'পোলোভ্‌ৎসেভকে মনে পড়ে?'

ইয়াকভ লুকিচের চোখে হঠাৎ আতঙ্ক দেখা দিল, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল সে, তারপরে ফিসফিস করে বলল, 'হুজুর! আপনি এখানে এলেন কি করে? ক্যাপ্‌টেন সা'ব! আপনার ঘোড়াটার ব্যবস্থা এক্ষুনি করে দিচ্ছি। আস্তাবলে…কত বছর পরে দেখা হল বলুন তো…'

'অত চেঁচিয়ে কথা বোলো না! হ্যাঁ, অনেক কাল পরে…ঘোড়ার কাপড় আছে তোমার? বাড়িতে বাইরের লোক কেউ নেই তো?'

আগন্তুক তার ঘোড়ার রাশ বাড়ির মালিকের হাতে ছেড়ে দিল। অপরিচিত হাতের ছোঁয়া মানতে ঘোড়াটা আলস্য দেখাচ্ছে, মাথাটা ঠেলে দিয়েছে পেছন দিকে, পেছনের পা-ছুটো ক্লান্তির সঙ্গে টেনে টেনে চলেছে। এমনিভাবে আস্তাবল পর্যন্ত হেঁটে এল, কাঠের মেঝের ওপরে। তার খুরের ঠোক্কর লেগে জোর শব্দ হল, তারপরে অপর একটি ঘোড়ার গন্ধ টের পেতেই নাক দিয়ে আওয়াজ করে উঠল। অপরিচিত হাত মুখবন্ধনী স্পর্শ করল, সুপটু আঙুলগুলো সযত্নে মুক্ত করে নিল বিস্বাদ লোহার টুকরো থেকে ঘা-হওয়া মাড়ি, ঘোড়াটা তখন আনন্দের সঙ্গে ঘাসের আঁটির দিকে মুখ নামিয়েছে।

'আমি ওর পেটি আলগা করে দিয়েছি। জিন পরা অবস্থাতেই ও খানিকক্ষণ

থাকুক, ঠাণ্ডা হোক আরেকটু, তারপরে ওর জিন খুলে নেব।' এই বলে বাড়ির মালিক যত্নের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠের ওপরে ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ঘোড়ার কাপড়টা বিছিয়ে দিল। জিনে হাত দিয়ে সে আগেই বুঝে নিয়েছে সেটি কতখানি আঁটা, রেকাব কতখানি আলগা। এ থেকে অনুমান করে নিয়েছে, আগন্তুক বহু দূর থেকে আসছে এবং সারা দিনে অনেকখানি পথ ঘোড়ায় চেপে পার হয়েছে।

'ইয়াকভ লুকিচ, দেবার মতো কিছু দানা হবে কি ?'

'হবে, সামান্য। আমি ওকে খাওয়াচ্ছি আর জল দিচ্ছি। এবারে আপনি বাড়ির ভেতরে চলুন। এখন আপনাকে কি বলে ডাকব জানি না, যাই বলুন। আমরা তো সেই পুরনো দিনেরই লোক। কিন্তু এখন সেটা, যে কোনো কারণেই হোক, বেমানান।' খানিকটা যেন ক্ষমা চাইবার মতো করে সে হাসল, যদিও সে জনত তার হাসি চোখে পড়া সম্ভব নয়।

'আমার নাম আর পদবী ধরেই তুমি ডেকো। ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই ?' এই বলে আগন্তুকই প্রথম আত্মাবরণ ছেড়ে বেরিয়ে এল

'কখনো ভুলতে পারি ! জার্মান যুদ্ধের সারাটা কাল আমরা এক সঙ্গে পার হয়েছি। আর তারপরে সেই অন্য যুদ্ধ···আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, আপনার কথা আমি প্রায়ই ভেবেছি। সেই নোভোরোসিস্ক-এ আমরা যখন আলাদা হয়ে গেলাম, তারপর থেকে আপনার কোনো খবরই আর পাইনি। ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় কসাকদের সঙ্গে তুরস্কে পাড়ি দিয়েছেন।'

রান্নাঘরটা বেশ গরম, দুজনে ঢুকল সেখানে। আগন্তুক তার মাথা থেকে ঢাকনা ও-সাদা ভেড়ার চামড়ার টুপি খুলে ফেলল। দেখা গেল তার মাথাটা প্রকাণ্ড আর চ্যাটালো, মাথার চুল পাতলা ও সাদাটে। নেকড়ের মতো প্রকট ভুরুর তলা থেকে তাকিয়ে ঘরের চারদিকটা একবার চকিতে দেখে নিল সে। তার ক্ষুদে ক্ষুদে হালকা নীল চোখের কোণে অস্পষ্ট একটু হাসি ফুটে ছিল, চোখের গভীর গর্তের মধ্যে সেই হাসিটুকু বড়ো বেশিরকম ঝিকিয়ে উঠল। তাই নিয়েই মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল ঘরের মধ্যে উপস্থিত দুই স্ত্রীলোককে—একজন বাড়ির গিন্নী, অপরজন তার ছেলের বৌ।

'ভালো তো ?'

'প্রভুর দয়া', অপেক্ষাকৃত বয়স্ক স্ত্রীলোকটি জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে স্বামীর

দিকে তাকাল, যেন বলতে চাইছে, 'এ তুমি কাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলে, এর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে?'

'খাবার দাও!' তার স্বামী সংক্ষেপে জবাব দিল, তারপরে আগন্তুককে ডেকে এনে বসাল সেরা ঘরেরটেবিলে।

স্ত্রীলোক দুটির সামনে বাঁধাকপির ঝোল আর শুয়োরের মাংস যতোক্ষণ খাচ্ছিল আগন্তুক শুধু কথা বলল আবহাওয়া ও সহকর্মীদের সম্পর্কে। তার চোয়াল প্রকাণ্ড, মনে হয় যেন পাথর থেকে কুঁদে তৈরি করা, নাড়তে কষ্ট হয়। খাবার চিবোচ্ছে আস্তে আস্তে, ক্লান্তির সঙ্গে—সারাদিন কাজের পরে গোয়ালে এসে ক্লান্ত বলদ যেমনটি করে। খাওয়া শেষ হতেই সে উঠে দাঁড়াল, ধুলোভরা কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করল, তারপর পরনের শ্রীহীন আঁটো জামাটা থেকে টোকা দিয়ে দিয়ে খাবারের গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'ইয়াকভ লুকিচ, খাওয়াটি বড়ো ভালো হয়েছে, অনেক ধন্যবাদ। এবারে এসো একটু কথা বলা যাক।'

বাড়ির মালিকের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে গিন্নী ও তার ছেলের বৌ তাড়াতাড়ি টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

দুই

জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারি মানুষটি চোখে ভালো দেখতে পায় না, একটু জবুথবু গোছের। আড়চোখে দাভিদভের দিকে তাকিয়ে ডেসকের সামনে সে বসে আছে। চোখদুটো কোঁচকাতে কোঁচকাতে এমন অবস্থা হয়েছে যে চোখের নিচে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে থলের মতো ফুলো ভাঁজ। এবার সে দাভিদভের চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

জানলার বাইরে টেলিগ্রাফের তারে বাতাস শিস দিচ্ছে। বেড়ার সঙ্গে মাপা দড়িতে বাঁধা রয়েছে একটা ঘোড়া, তার অসমান শিরদাঁড়ার ওপরে অদ্ভুতভাবে লাফঝাঁপ দিচ্ছে একটা ছাতার পাখি, কিসে যেন ঠোকরাচ্ছে। বতাসের ঝাপটা এসে লাগছে লেজের নিচে আর পাখিটা ডানা ঝাপটিয়ে উঠছে, আবার স্থির হয়ে বসছে সেই দুর্বল চেহারার সম্পূর্ণ নির্বিকার ঘোড়াটার পিঠের ওপরে আর তীব্র লোভী চোখে বিজয়ীর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে। গ্রামের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে ছুটে যাচ্ছে টুকরো টুকরো ছেঁড়া মেঘ। কখনো কখনো রোদ্দুরের এককালি বাঁকা রশ্মি নিচের দিকে ঝলক দিয়ে উঠছে, গ্রীষ্মের নীল নিয়ে ঝকঝক করে উঠছে একটুকরো আকাশ, আর তখন—জানলার ঠিক বাইরেই যাকে দেখা যাচ্ছে—সেই বাঁক-নেওয়া ডন নদী, ওপারের জঙ্গল, দূরের পাহাড়, পাহাড়ের ওপরে দিগন্তে ফুটে ওঠা ছোট একটি হাওয়া-কল—সব মিশিয়ে হয়ে উঠছে রূপরেখার এক মর্মস্পর্শী কমনীয়তা।

'আপনি তাহলে অসুখের জন্যে রোস্তভে আটকে গিয়েছিলেন—তাই দেরি হল? যাই হোক, পঁচিশহাজারীদের* অন্য আটজন তিনদিন আগেই এসে গিয়েছে। তাদের নিয়ে আমরা একটা সভা করেছি। যৌথখামারের প্রতিনিধিরা তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে।' সেক্রেটারি চিন্তান্বিতভাবে ঠোঁট কামড়াতে লাগল, 'এখন আমরা একটু শক্ত অবস্থার মধ্যেই আছি। সারা জেলায়

*১৯২৯-৩০ সালে যৌথখামার সংগঠিত করার কাজে সাহায্য করার জন্য পার্টি মস্কো, লেনিনগ্রাদ কিয়েভ ও অন্যান্য শহর থেকে পঁচিশহাজার শিল্প-শ্রমিককে গ্রামে পাঠিয়েছিল—অ

যৌথীকরণ হয়েছে মাত্র ১৪'৮ শতাংশ। আমাদের এই সমিতিগুলো প্রধানত একসঙ্গে জমির কাজ করার জন্তে। অবস্থাপন্ন কিছু কুলাক-গোষ্ঠী এখনো দানাশস্ত সরবরাহে পিছিয়ে আছে। আমাদের এখানে লোক দরকার। খুব বেশি দরকার। যৌথখামারগুলো থেকে আমরা তেতাল্লিশজন কাজের লোকের জন্তে দরখাস্ত পেয়েছি। আর এখন পেলাম মাত্র আপনাদের ন-জনকে।' ফুলো ফুলো চোখের পাতার নিচ দিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে দাভিদভের দিকে তাকিয়ে রইল সে। সেই চাউনির মধ্যে কিছু নতুনত্ব ছিল, যেন সে জানবেই জানবে দাভিদভ কী ধরনের মানুষ।

'তাহলে কমরেড, আপনি হচ্ছেন মেকানিক? খুব ভালো! পুতিলভ কারখানায় কি অনেক দিন কাজ করছেন? একটা সিগারেট নিন।'

'সৈন্যদল থেকে ছাড়া পাবার পর থেকে যদি ধরি, ন-বছর।' সিগারেট নেবার জন্তে দাভিদভ হাত বাড়াল। দাভিদভের কবজির ওপরে হালকা নীল উল্কির চিহ্ন চোখে পড়ে গেল সেক্রেটারির, মুচকি হাসি ফুটে উঠল তার ঝোলা ঠোঁটের কোণে।

'দেশের গৌরব ও আনন্দ—তাই না? নৌবাহিনীতে ছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'নোঙর দেখেই বুঝেছি।'

'আমার তখন অল্প বয়েস···অল্প বয়েস এবং কাঁচা। এখন আর এটা ওঠানো যায় না।' দাভিদভ বিরক্ত হয়ে জামার আস্তিন নামিয়ে নিল, ভাবল, 'তোমার দেখছি যে-সব জিনিসে কিছু যায় আসে না সেদিকে কড়া নজর। কিন্তু দানাশস্যের সরবরাহের ব্যাপারে কড়া হতে পেরেছ বলে মনে হয় না!'

সেক্রেটারি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার অস্বাস্থ্যসূচক ফোলা মুখে এতক্ষণ যে আতিথেয়তার ফাঁকা হাসি ফুটে ছিল সেটি আচমকা মুছে ফেলল একেবারে।

'কমরেড, জেলা কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে আজই আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। সর্বাত্মক যৌথীকরণের জন্তে প্রচার চালাবেন আপনি। আঞ্চলিক কমিটির সর্বশেষ নির্দেশ কি আপনি পড়েছেন? আপনি জানেন? তাহলে তো ভালোই, চলে যান গ্রেমিয়াচি গ্রাম সোভিয়েতে। বিশ্রাম করবেন পরে, এখন আর সময় নেই। আমাদের লক্ষ্য শতকরা একশো-ভাগ যৌথীকরণ। ওখানে ওদের একটা ছোট্ট সংগঠন আছে, কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে বিশাল যৌথখামার। একটা প্রচার-দল গড়ে তুলতে পারলেই সেটা আমরা আপনার

কাছে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আপাতত আপনি নিজেই চলে যান। কুলাকরা যাতে বাড়তে না পারে সেদিকে সতর্ক হবেন আর তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলবেন যৌথখামার। গরিব ও মাঝারি চাষীদের সবক'টা বাড়ি যেন অবশ্যই যোগ দেয়! আরো কিছুকাল পরে একটা জোট‌বাঁধা বীজশাখা গড়ে তুলতে পারেন যেখান থেকে বসন্তকালে বীজবপনের কাজ যৌথভাবে হতে পারবে। সতর্কভাবে এ-কাজে হাত দেবেন। মাঝারি চাষীদের গায়ে যেন হাত না পড়ে! গ্রেমিয়াচির পার্টি গোষ্ঠীতে তিনজন কমিউনিস্ট আছে। গোষ্ঠীর সেক্রেটারি ও গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান—দুজনেই ভালো লোক, আগেকার রেড পার্টিজানে ছিল,' এই বলে আবার ঠোঁট কামড়াতে লাগল, তারপরে বলল, 'তার ফলে অবস্থাটা যা দাঁড়ায় আর কি। বুঝতে পারলেন তো? রাজনীতিতে তেমন পাকা নয়, ভুলভাল করে ফেলতে পারে। যদি অসুবিধেয় পড়েন তাহলে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। হ্যাঁ, খুবই দুঃখের কথা যে ওখানে এখনো টেলিফোন হয়নি, ব্যাপারটা খুবই খারাপ! আরো একটা কথা, ওখানকার গোষ্ঠীর সেক্রেটারি লাল পতাকা অর্ডার পেয়েছে, একটু একগুঁয়ে ধরনের, অনেক খোঁচা আছে আর সেগুলো সবই ধারালো।'

সেক্রেটারি তার ব্রীফকেসের ওপরে আঙুলের টোকা দিতে লাগল। তারপরে দাভিদভকে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'একটু সবুর করুন, আরো কিছু কথা আছে। ঘোড়সওয়ার পিয়ন দিয়ে রোজ আমাদের কাছে রিপোর্ট পাঠা-বেন। ওখানকার ছেলেদের নিয়ে এমন কিছু করুন যাতে ওরা তুখোড় হয়ে ওঠে। এবারে চলে যান, আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করুন, তারপরে রওনা হয়ে পড়ুন। আমি ওদের বলে দেব আপনাকে যেন জেলা কমিটির ঘোড়া দেওয়া হয়। আপনার লক্ষ্য হবে শতকরা একশো-ভাগ যৌথীকরণ। শতকরা হিসেব দিয়ে আমরা আপনাদের কাজের বিচার করব। আমরা সৃষ্টি করব বিশাল এক যৌথখামার। তার মধ্যে থাকবে আঠারোটি গ্রাম-সোভিয়েত। একটা কৃষিক্ষেত্রের লাল পুতিলভ কারখানা!' বলেই হাসল, যেন তুলনাটা খুব লাগসই হয়েছে।

'কুলাকদের সম্পর্কে সাবধানে চলা নিয়ে আপনি কিছু কথা বলেছিলেন। আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন?' দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

পিঠ-চাপড়ানো হাসি হেসে সেক্রেটারি বলল, 'হ্যাঁ বলব। এমন কিছু কুলাক আছে যারা যতোখানি দানাশস্য চাওয়া হয়েছে দিয়ে দেয়। আবার এমন কিছু কুলাক আছে যারা কিছুতেই দেয় না। দ্বিতীয় দলের বেলাতেই ব্যাপারটা সহজ।

ওদের জন্যে ফৌজদারী বিধির ১০৭ নং ধারা, বাস্, আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু প্রথম দলের বেলায় ব্যাপারটা খানিকটা গোলমেলে। আচ্ছা, আপনি বলুন তো, এই প্রথম দলের সঙ্গে কি-ভাবে আপনি চলবেন?'

দাভিদভ একমুহূর্ত চিন্তা করল।

'আমি ওদের ওপরে আরো বাড়তি দাবি চাপাব।'

'বাঃ, বাঃ, চমৎকার, কী কথাই বললেন! না, কমরেড, না, ওতে কাজ হবে না। আপনি যদি এমনিভাবে চলেন তাহলে আমাদের কাজ সম্পর্কেই সমস্ত আস্থা নষ্ট করে ফেলবেন আপনি। তখন মাঝারি চাষীরা কী বলবে বলুন তো? ওরা বলবে, 'ও, এই হচ্ছে ওদের আসল চেহারা, এই সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের! ওরা সমস্ত রকমে চাষীদের পিষে ফেলতে চায়।' লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, আমরা যেন চাষীদের মেজাজের ওপরে খুব বেশি মনোযোগ দিই। আর আপনি কিনা 'বাড়তি দাবির' কথা বলছেন! একেবারেই ছেলেমানুষি, বুঝলেন তো?'

'ছেলেমানুষি?' দাভিদভ লাল হয়ে উঠল, 'তাহলে আপনি মনে করেন স্তালিন ভুল করেছেন, তাই তো?'

'এ-ব্যাপারের সঙ্গে স্তালিনের কি সম্পর্ক?'

'মার্কসবাদীদের সম্মেলনে তাঁর ভাষণ আমি পড়েছি। সেই যে, যে-সব মার্কসবাদী, কি যেন বলা হয় তাদের···আঃ, ওই যে, জমির প্রশ্ন নিয়ে যাদের কাজ···ভূ···ভূ···'

'ভূমিবণ্টনবিশারদ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'এক কপি প্রাভদা আনতে বলুন, যাতে বক্তৃতাটা ছাপা হয়েছে।' *

ফাইলরক্ষক কেরানি এক কপি প্রাভদা নিয়ে এল। দাভিদভ আগ্রহের সঙ্গে পত্রিকার ওপরে খুঁটিয়ে চোখ বোলাতে লাগল।

কৌতূহলের হাসি নিয়ে সেক্রেটারি তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

'কমরেড স্তালিন কি বলেন? এই যে। এই দেখুন—'যতোদিন আমরা

---

* যে ভাষণের কথা বলা হচ্ছে তার নাম 'সোভিয়েত ইউনিয়নে ভূমিবণ্টন নীতির সমস্যা সম্পর্কে''। স্তালিন এই ভাষণ দিয়েছিলেন ভূমিবণ্টন-বিশারদ মার্কসবাদীদের সম্মেলনে, ১৯২৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে—অ

সীমিতকরণের নীতির পক্ষে ছিলাম ততোদিন কুলাকদের উচ্ছেদ চালাতে দিতে পারতাম না।...' তারপরে আরো বলেছেন...এই যে শুনুন, 'কিন্তু এখন? এখন ব্যাপারটা অন্যরকম। এখন আমরা কুলাকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় আক্রমণ চালাতে পারি, ওদের প্রতিরোধ ভাঙতে পারি, শ্রেণী হিসেবে ওদের উৎখাত করতে পারি।...শ্রেণী হিসেবে, বুঝেছেন তো? তাহলে কেন ওদের ওপরে বাড়তি খাদ্যশস্যের দাবি চাপাবেন না? কেন আমরা ওদের আরশোলার মতো পিষে শেষ করতে পারি না?"

সেক্রেটারির হাসি মিলিয়ে গেল, মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল তার।

'ওতে বলা হয়েছে, কুলাকদের উচ্ছেদ করার কাজটা করবে গরীব ও মাঝারি চাষীরা, যারা যৌথখামারে যোগ দিয়েছে। তাই নয় কি? পড়ে দেখুন।'

'হুম! মানে...'

'ওসব হুমহুমা ছাড়ুন দিকি!' সেক্রেটারি ধমক দিয়ে উঠল, তার গলার স্বর কাঁপছে। 'কী করতে চাইছেন আপনি? কোনো বাছবিচার না করে প্রত্যেক কুলাকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ। আর এটা আপনি করতে চাইছেন এমন এক জেলায় সেখানে শতকরা চোদ্দ ভাগ মাত্র যৌথীকরণ হয়েছে, যেখানে মাঝারি চাষীরা যৌথখামারে যোগ দেবার কথা সবেমাত্র ভাবতে শুরু করেছে। এমনিভাবে চললে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাটি খসাতে পারবেন। কী সব মানুষকেই পাঠানো হচ্ছে আমাদের কাছে, স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে যাদের কোনো জ্ঞান নেই।' বলতে বলতে নিজেকে সামলে নিল, তারপর আরো শান্তভাবে কথাটা শেষ করল, 'আপনার যা মতামত দেখছি, প্রচুর গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে পারেন।'

'আমি এ-বিষয়ে কিছু জানি না।'

'ভাববেন না! এমনি ব্যবস্থার প্রয়োজন যদি থাকে আর সময় যদি এসে থাকে তাহলে আঞ্চলিক কমিটি সরাসরি আমাদের কাছে নির্দেশ পাঠাবে, 'কুলাকদের ধ্বংস করো!' তারপরে তো আর অপেক্ষা করার দরকার নেই, কোনো সমস্যাও থাকছে না। মিলিশিয়া আছে আপনার হাতে, রাষ্ট্রের পুরো যন্ত্রটি রয়েছে আপনার পক্ষে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা কিছু কিছু কুলাককে শাস্তি দিচ্ছি মাত্র, গণ-আদালতে বিচার করার পরে, ১০৭নং ধারার ভিত্তিতে—সেই সমস্ত কুলাকদের যারা খাদ্যশস্য ধরে রেখেছে।'

'আপনি কি বলতে চান ক্ষেতমজুররা আর গরিব ও মাঝারি চাষীরা কুলাকদের

উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে? কুলাকদের পক্ষে আছে কি তারা? আমাদের কি উচিত নয় কুলাকদের বিরুদ্ধে তাদের চালিত করা?'

সেক্রেটারি একটা ঝটকা মেরে তার ব্রীফকেসের তালাটা বন্ধ করল, তারপরে শুকনো গলায় বলল, 'নেতার ভাষণের যা-খুশি ব্যাখ্যা আপনি করতে পারেন। কিন্তু জেলার দায়িত্ব রয়েছে জেলা কমিটির ওপরে, ব্যক্তিগতভাবে আমার ওপরে। আমরা আপনাকে যে-জায়গায় পাঠাচ্ছি সেখানে গিয়ে শুধু এইটুকু দেখবেন যেন আমাদের লাইন অনুসারে কাজ হয়—আপনি যে লাইন আবিষ্কার করেছেন সেই অনুসারে নয়। আর আমাকে মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে আরও আলোচনা চালাবার সময় আমার নেই। আমার অন্য কাজ আছে।'

সে উঠে দাঁড়াল।

দাভিদভের গালে আবার রক্তের জোয়ার এসেছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'পার্টির লাইন অনুসারেই আমি কাজ করব। তবে আপনার বিষয়েও বলি কমরেড, সাচ্চা শ্রমিকের মতো সোজাসুজি বলি—আপনার লাইন ভুল, রাজনীতিগত ভাবে ভুল, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'আমি যা করি সেটা আমার নিজের দায়িত্ব। আর ওই যে আপনি বললেন—'সাচ্চা শ্রমিকের মতো'—ওসব বুলি একটু সেকেলে হয়ে যায়নি কি?'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিল সেক্রেটারি। ঘরের মধ্যে লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। সংগঠন বিভাগের ম্যানেজারের কাছে যাবার জন্যে দাভিদভ বেরিয়ে পড়ল।

'লোকটা তার ডান পায়েই খোঁড়াচ্ছে, কোনো ভুল নেই।' জেলা কমিটির আপিস থেকে বেরিয়ে আসার পরে সে ভাবতে লাগল, 'ভূমিবণ্টন-বিশারদদের কাছে স্তালিনের সম্পূর্ণ ভাষণটি আমি আরো একবার পড়ব। আমি নিশ্চয়ই ভুল করিনি। না হে না, এত সহজে ছাড়ান্ নেই। এই যে তোমাদের সহ্য করে চলা, এরই জন্যে কুলাকরা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক কমিটিতে শুনেছিলাম তুমি নাকি 'তুখোড় মানুষ', কিন্তু এখানে এসে শুনছি দানাশস্যের সরবরাহে কুলাকরা পিছিয়ে আছে। কুলাকদের বাড়তে না দেওয়া এক কথা, আর কুলাকদের আগাছার মতো শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা সম্পূর্ণ অন্য কথা। জনসাধারণকে পথ দেখাচ্ছ না কেন তোমরা?' এমনিভাবে সে মনে মনে সেক্রেটারির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করে চলল। যেমন হয়ে থাকে, সবচেয়ে জোরালো যুক্তিগুলো তার মাথায় এল ঘটনা ঘটে যাবার পরে। জেলা কমিটিতে উত্তেজনার

মাথায় প্রথম যে প্যান্টা জবাব তার মাথায় এসেছে তাই সে বলে ফেলেছে। তার উচিত ছিল মাথা আরো ঠাণ্ডা রাখা। সে হেঁটে চলল আধা-জমাট থানাখন্দের মধ্যে পা পিছলোতে পিছলোতে, বাজারের এলাকায় গোবরের স্তূপের মধ্যে পা হড়কাতে হড়কাতে।

'আফসোসের কথা যে এত তাড়াতাড়ি আমরা থেমে গেলাম, নইলে তোমাকে আমি কোণঠাসা করে ফেলতাম।' গলা চড়িয়ে কথাগুলো বলেই ফেলেই আচমকা বিরক্তির সঙ্গে থেমে গেল। কেননা তার নজরে পড়েছে যে পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন স্ত্রীলোক মজা পাওয়ার হাসি হাসছে।

'কলাক ও চাষী ভবনে' হাজির হল নিজের ছোট সুটকেসটা নেবার জন্যে। হাসি পেল যখন মনে পড়ল সুটকেসটার মধ্যে আসল মাল বলতে আছে—দু প্রস্থ অন্তর্বাস, একজোড়া মোজা ও একটি স্যুট বাদ দিলে—একটি স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লায়ার, র‍্যাদা, কম্পাস, স্প্যানার ও লেনিনগ্রাদ থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা আরো কতকগুলো সাধারণ যন্ত্র। ভাবল, 'যন্তরগুলোকে দিয়ে এখন কী ভীষণ কাজই না করানো যাবে! ভেবেছিলাম, যাচ্ছি যৌথখামারে, ট্রাক্টর সারাবার জন্যে যন্তরগুলো খুবই কাজে লাগবে। কিন্তু এখানে এসে দেখছি ট্রাক্টরের চিহ্নমাত্র নেই। মনে হচ্ছে আমাকে শুধু পায়ে হেঁটেই গোটা জেলায় ঘুরে বেড়াতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যৌথখামারের কোনো কামারকে যন্তরগুলো উপহার দেব।' মনে মনে এই স্থির করে সুটকেসটা ছুঁড়ে স্লেজগাড়ির মধ্যে ফেলে দিল।

জেলা কমিটির হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াগুলো বেশ জোরে জোরে পা ফেলেই ঝলমলে রঙ করা স্লেজগাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলল। গ্রাম তখনো ছাড়িয়েছে কি ছাড়ায়নি, দাভিদভের হাড়ে পর্যন্ত শীত লেগে গেল। পরনের ভেড়ার চামড়ার জীর্ণ ওভারকোটের কলারটা টেনে ওপরে তুলল, মাথার টুপিটা টেনে নামিয়ে দিল চোখের ওপর পর্যন্ত। তবুও তার কলার ও আস্তিন ভেদ করে ঢুকতে লাগল বাতাস ও শিরশিরে বৃষ্টির ছাট এবং তার শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। বিশেষ করে ঠাণ্ডা লাগতে লাগল তার দুই পায়ে—শহর থেকে যে জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে সে এসেছে তা খুবই হালকা আর পুরনো।

গ্রেমিয়াচি লগের দূরত্ব আঠাশ কিলোমিটার। রাস্তাটা গিয়েছে পাহাড়ের নির্জন শিরা বরাবর, আধা-গলা গোবরে বাদামী, আর পুরোটাই গিরিশিরার ওপর দিয়ে। চারদিকে যতোদূর চোখ যায়, শুধু বরফ আর বরফ—কোথাও পায়ের ছাপ পড়েনি। রাস্তার কিনারের দিকে স্তেপঘাস ও কাঁটাগাছের বরফ-মাখানো

ডগাগুলো কাতরভাবে নুয়ে পড়েছে। তবে গিরিনালার বরফ-তাড়িত ঢালু গায়ে বরফ জমতে পারেনি, একমাত্র সেখানেই দেখা যাচ্ছে আদুড় মাটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্দম-চক্ষু মেলে পলকহীন তাকিয়ে আছে। অন্যদিকে গিরিখাদের তলায় জমাট বেঁধে আছে তুষার ও পাতা ইত্যাদির ভরাট স্তূপ।

স্লেজগাড়ির পেছনদিকটা ধরে থেকে দাভিদভ অনেকক্ষণ ধরে দৌড়ল, যাতে পা-দুটোকে গরম করে তোলা যায় এই চেষ্টায়। তারপরে লাফিয়ে আবার স্লেজ-গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ল, জড়পুটুলি হয়ে বসল আর ঝিমোতে লাগল। কিঁচ কিঁচ আওয়াজ উঠতে লাগল স্লেজের ঠেকনা থেকে, লোহার নাল পরানো ঘোড়ার খুর মড় মড় শব্দে ভেঙে ভেঙে চলল শুকনো বরফ, ডানদিকের ধুরো থেকে মাঝে-মাঝে শোনা যেতে লাগল সামান্য ঝংকার। একসময়ে তুষারমাখা চোখের পাতা ফাঁক করে তাকাতেই দাভিদভের চোখে পড়ে গেল রাস্তা থেকে উড়ে ওঠা একটা দাঁড়কাকের রোদ-লাগা ডানায় নীল বিদ্যুতের ঝলক। তারপরে আবার এক মধুর ঝিমুনিতে চোখের পাতা বুজে এল তার।

ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেল, ঠাণ্ডা যেন সাঁড়াশির মতো বুকের ভেতরটা চেপে ধরেছে। চোখের পাতায় জমা জলে রামধনুর মতো রঙ, তারই মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল ঠাণ্ডা সূর্য, নিস্তব্ধ স্তেপভূমির মহিমান্বিত বিস্তৃতি, দিগন্তে সীসের মতো পাঁশুটে আকাশ আর অদূরে একটা ঢিবির সাদা চূড়োর ওপরে লাল ও গোলাপীতে উদ্ভাসিত একটা শেয়াল। শেয়ালটা মেঠো ইঁদুর শিকার করছে। সে পেছনের দু-পায়ে খাড়া হয়ে ওঠে, শরীরটাকে বাঁকায়, শূন্যে লাফ দেয়, তার-পরে সামনের দুই থাবার ওপরে নেমে আসে, মাটি আঁচড়ায়, চকচকে রুপোলী ধুলোয় মেঘে ঢেকে ফেলে নিজেকে, আর ততোক্ষণ তার লেজটা আগুনের লাল শিখার মতো বরফের ওপরে এলিয়ে পড়ে থাকে।

সন্ধ্যার আগে তারা গ্রেমিয়াচি লগে পৌঁছল। গ্রাম-সোভিয়েতের বড়ো উঠোনে দুটো খালি ঘোড়া-টানা স্লেজ দাঁড়িয়ে। অলিন্দে ধূমপানরত জনা সাতেক কসাকের জটলা। ঘোড়াদুটোর গায়ের লোমে জমে-ওঠা ঘামের ছিটে, সেই অবস্থায় এসে থামল অলিন্দের পাশটিতে।

'নমস্কার ভাইসব! আস্তাবলটা কোন্ দিকে?'

'আপনার ভালো হোক!' একজন বুড়োমতো কসাক সকলের হয়ে জবাব দিল, তারপরে খরগোশের চামড়ার টুপির কাছে হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে আস্তাবল, ওই ওখানে, ওই যার চালাটা খড়ের।'

'চালাও', সহিসকে বলল দাভিদভ, তারপরে লাফিয়ে নেমে পড়ল স্লেজ থেকে—গাঁট্টাগোট্টা আঁটোসাঁটো মানুষটি। একটা দস্তানা দিয়ে গাল ঘষে নিয়ে সেও চলল স্লেজের পেছনে পেছনে। কসাকরাও এগিয়ে এল আস্তাবলের দিকে। তারা একটু অবাক হয়েছে। আগন্তুককে দেখে মনে হয় প্রশাসনের ভার নিয়ে আসা কর্মী, কথা বলে উত্তর-রুশী টানে। তার তো উচিত ছিল সোজা গ্রাম সোভিয়েতের মধ্যে চলে যাওয়া। সে কিনা যাচ্ছে স্লেজের পেছনে পেছনে!

আস্তাবলের দরজা থেকে ভেসে আসছে ঘোড়ার নাদির বাষ্পের উষ্ণ মেঘ। চালক ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। পটু হাতে লাগামগুলো মুক্ত করার কাজ শুরু করে দিল দাভিদভ। কসাকের দল পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। সেই বুড়ো লোকটি, যার গায়ে ছিল সাদা ভেড়ার চামড়ার মেয়েলি জামা, সে তার গোঁফ থেকে বরফের কুঁচি ঝাড়তে ঝাড়তে ধূর্ততাভরা হাসি হেসে বলল, 'সাবধান কমরেড, ঘোড়া যেন লাথি না মারে!'

দাভিদভ তখন সবেমাত্র ঘোড়ার লেজের তলা থেকে চামড়ার পেটিটা খুলেছে, কথাটা শুনে বুড়োর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। নীলচে ঠোঁট ফাঁক করে হাসতেই দেখা গেল তার সামনের একটা দাঁত নেই, বলল, 'দাদু, আমি ছিলাম মেশিনগান চালাবার দলে। ঘোড়া নিয়ে কারবার এই আমার প্রথম নয়!'

'কিন্তু তোমার তো দেখছি একটা দাঁত নেই, ঘোড়ার লাথি খেয়েই দাঁতটা খোয়া গেছে মনে হচ্ছে?' প্রশ্নটা যে করেছে সে দাঁড়কাকের মতো কালো, তার নাকের ফুটো পর্যন্ত কোঁকড়া কোঁকড়া কালো দাড়িতে ঢাকা।

কসাকরা হেসে উঠল, এই নির্দোষ ঠাট্টা তারা উপভোগ করেছে। পটু হাতে ঘোড়ার গলবন্ধটা সরিয়ে দাভিদভও ঠাট্টার জবাবে ঠাট্টা করল:

'না, দাঁতটা খোয়া গেছে আরো অনেক আগে, একটা মাতলামির আসরে। তবে আমার তো মনে হয় দাঁত না-থাকাটা আমার পক্ষে ভালোই হয়েছে। মেয়েরা আর ভয় পাবে না যে আমি ওদের কামড়ে দিতে পারি। তাই না দাদু?'

এই ঠাট্টাও সকলে উপভোগ করল। কৃত্রিম হতাশার ভাব দেখিয়ে মাথা নাড়ল সেই বুড়ো।

কসাকদের হাতে হাতে সিগারেট বিলি করল দাভিদভ, নিজে একটা ধরাল, তারপরে এগিয়ে গেল গ্রাম-সোভিয়েতের দিকে।

'ভেতরে চলে যাও, ওখানে চেয়ারম্যানকে দেখতে পাবে, আমাদের পার্টির সেক্রেটারিও ওখানে আছে।' তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দাভিদভের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বুড়ো বলল।

দুই টানে নিজেদের সিগারেট শেষ করে কসাকরাও চলল তাদের পেছনে পেছনে। একটা ব্যাপারে ওরা খুবই খুশি হয়েছে। এই আগন্তুক জেলা-কেন্দ্র থেকে আসা অন্য অধিকাংশ লোকের মতো নয়। সাধারণত দেখা যায়, জেলা-কেন্দ্র থেকে যারা আসে তারা স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েই কোনোদিকে দৃকপাত না করে, হাতের পোর্টোম্যান্টো চেপে ধরে, তাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়, এবং সোজা গিয়ে ঢোকে গ্রাম-সোভিয়েতে। কিন্তু এই আগন্তুক তা করেনি, বরং ঘোড়ার বল্গা খুলতে চালককে সাহায্য করেছে এবং ঘোড়ার ব্যাপারে যে বেশ পাকা লোক তার প্রমাণ দিয়েছে। ওরা শুধু খুশি নয়, অবাকও হয়েছে।

'ব্যাপারটা আমাদের কাছে বড়োই অদ্ভুত লাগছে', বুড়ো মানুষটা খোলাখুলি স্বীকার করল।

জবাব দেবার সময় পেল না দাভিদভ।

'আরে, ও তো দেখছি কামার!' হতাশার সুরে কথাটা বলেছে হলদে গোঁফওলা এক অল্পবয়সী কসাক আর দাভিদভের হাতের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। দাভিদভের হাতের নখ ও চামড়া অজস্র আঁচড়ে ভরা আর দীর্ঘকাল ধরে ধাতু নিয়ে কাজ করলে যা হয় তেমনি চিটে-ধরা ময়লা।

তার কথার ভুল শুধরে দিয়ে দাভিদভ বলল, 'মেকানিক।' তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কেন গ্রাম-সোভিয়েতে চলেছ?'

'আমাদের আগ্রহ হচ্ছে', সকলের হয়ে জবাব দিল বুড়ো মানুষটি। অলিন্দে ওঠার সিঁড়ির সবচেয়ে নিচের ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে তারা তখন। বুড়ো বলল, 'আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে তুমি কেন এখানে এসেছ? দানাশস্য যোগান দেবার একটা ব্যাপার আছে, আবার যদি তাই নিয়েই হয়...'

'আমি এসেছি যৌথখামারের ব্যাপারে।'

বুড়ো হতাশ হয়ে একটানা একটা আফসোসের আওয়াজ করে উঠল এবং সবার আগে ঘুরে দাঁড়াল অলিন্দের দিক থেকে।

নিচু-ছাদের ঘরটা গুমোট। ভিজে ভেড়ার চামড়া ও কাঠের ছাইয়ের টক-টক গন্ধ চারদিকে। টেবিলের কাছে দাভিদভের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা চ্যাটালো-কাঁধ মানুষ। বাতির পলতেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুলছে। তার খাকি শার্টের ওপরে ঝুলছে 'লাল পতাকার অর্ডার'। দাভিদভের ধারণা হল ইনিই হচ্ছেন গ্রেমিয়াচি পার্টি গোষ্ঠীর সেক্রেটারি।

'আমি জেলা কমিটির প্রতিনিধি। কমরেড, আপনিই কি গোষ্ঠীর সেক্রেটারি?'

'হাঁ, গ্রুপ সেক্রেটারি নাগুলনভ। বসুন কমরেড, সোভিয়েতের চেয়ারম্যান এক্ষুনি এসে পড়বেন।' মুঠি পাকিয়ে দেয়ালে একটা ঘুষি মেরে নাগুলনভ এসে দাঁড়াল দাভিদভের কাছে।

লোকটির চওড়া বুক, হাঁটুর কাছে পা-দুটো বাঁকা ঘোড়সওয়ারদের যেমন হয়ে থাকে। চোখ চলাদো়টে, চোখের মণি অস্বাভাবিক বড়ো আর আলকাতরার মতো কালো। চোখের ওপরে ডানার মতো দুই কালো ভুরু বড়োই কাছাকাছি। পুরুষালির দিক থেকে বিচারে সীমাবদ্ধ অর্থে তাকে সুপুরুষ বলা চলত, যদি-না তার বাজপাখির মতো ক্ষুদে নাকের ফুটো হত ধনুকের মতো বিকটরকমের বাঁকানো যদি-না তার চোখের ওপরে থাকত ম্যাটমেটে একটা পর্দা।

পাশের ঘর থেকে ঢুকল শক্তসমর্থ চেহারার একজন কসাক। ভেড়ার চামড়ার ছাইরঙা বাটি-টুপি তার মাথার পেছনদিকে এঁটে বসানো। তার পরনে সৈনিকের উর্দির কাপড়ের জ্যাকেট, আর দু-ধারে সাদা ফিতে লাগানো কসাক পাৎলুন—যার তলার দিক সাদা পশমের মোজার মধ্যে গোঁজা।

'এই যে এসে গিয়েছে। ইনি আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ, গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান।'

চেয়ারম্যান হাসি-হাসি মুখে তার সোনালী কোঁকড়ানো মোচে তা দিল, তারপরে কেতাদুরস্তভাবে হাত বাড়িয়ে দিল দাভিদভের দিকে।

'আপনি কে? জেলা কমিটির প্রতিনিধি? তাই বলুন। আপনার কাগজ-পত্র কোথায়? মাকার, ওনার কাগজপত্র তুমি দেখেছ তো? আশা করি আপনি এখানে এসেছেন যৌথখামারের ব্যাপারে?' অকপট নিশ্চয়তার সঙ্গে সে দাভিদভকে নিরীক্ষণ করল, তার পরিষ্কার নীল চোখ অস্থিরভাবে পিটপিট করছে। তার মুখ রোদে পোড়া, দাড়ি না-কামানো কপালের ওপরে তেরচাভাবে ফুটে আছে নীল একটা কাটা দাগ—সব মিলিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে অধৈর্য একটা প্রত্যাশা।

টেবিলের সামনে বসল হাভিহত। তাদের কাছে বলল সর্বাত্মক যৌথীকরণের প্রচারে পার্টির সামনে সমস্যাগুলো কী। তারপর প্রস্তাব করল পরের দিন গরিব চাষী ও সক্রিয় পার্টি-কর্মীদের একটি সভা ডাকা হোক।

স্থানীয় পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে নাগুলনভ বলল গ্রেমিয়াচি যৌথ-চাষ সমিতির কথা।

নাগুলনভের কথাগুলো সমান মনোযোগের সঙ্গে শুনেছে রাজমিয়োৎনভ। শুনতে শুনতে একটা-দুটো কথা এখানে-ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর বাদামী লালচে গালের ওপরে রাখা হাতটি একবারেও সরিয়ে নেয়নি।

'তাহলেই দেখুন, যাকে আমরা বলছি যৌথ-চাষ সমিতি, তার বেশি আমাদের এখানে কিছু নেই। আপনাকে আমি এই কথাটা বলে রাখছি কমরেড, যৌথীকরণের নামে এ এক তামাসা ছাড়া কিছু নয়, রাষ্ট্রের পক্ষে পুরোপুরি ক্ষতি।' বলতে বলতে নাগুলনভ চোখে-পড়ার-মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, 'মাত্র আঠারোটি বাড়ি যোগ দিয়েছে এই সমিতিতে—গরিবের মধ্যেও যারা সবচেয়ে গরিব এমনি আঠারোটি বাড়ি। ফল কি হয়েছে? কি আর বলব—শুধুই তামাসা। নিজেদের ধনসম্পত্তি ওরা একত্র করেছে বটে, কিন্তু সে আর কতটুকু। সব মিলিয়ে চারটি মাত্র ঘোড়া আর একজোড়া বলদ—কিন্তু খাওয়াবার লোক একশো-সাতজন। বেঁচে থাকার পক্ষে কী যুক্তি ওদের থাকতে পারে বলুন তো? অবিশ্যি, যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টার কেনার জন্যে ওরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাচ্ছে। ঋণ ওরা নিচ্ছে, কিন্তু এই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা দীর্ঘকাল ওদের হবে না। কেন হবে না আপনাকে বলছি শুনুন। ওদের যদি একটা ট্রাক্টর থাকত তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। কিন্তু কেউ ওদের ট্রাক্টর দেবে না, আর শুধু বলদ দিয়ে চাষ করে বড়োলোক হওয়া যায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা কী জানেন, আপনাকে বলছি শুনুন, ওরা যে নীতি নিয়ে চলছে তা ভুল। যে-ভাবে ওরা রুগ্ন বাছুরের মতো সোভিয়েতের তলা জুড়ে রয়েছে, যে-ভাবে ওরা সবসময়ে দোহন করে চলেছে কিন্তু কিছুই ফলাচ্ছে না, তার জন্যে অনেক আগেই আমি ওদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতাম। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমন কথাও মনে মনে চিন্তা করে: কী যায় আসে, ওরা আমাদের টাকা দিয়েই চলবে, আর ওরা চাইলেও আমাদের দিয়ে টাকা শোধ দেওয়াতে পারবে না, যা আমাদের নেই তা দেব কোথা থেকে। এই মনোভাব নিয়ে চলে বলেই ওদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। আমার কথাটা শুনে রাখুন, এই সমিতি অল্পদিনের মধ্যেই কানাকড়ির মতো

বাতিল হয়ে যাবে। যৌথখামারের মধ্যে সবাইকে একজোট করে তোলা? ওসব কথা শুনতেই ভালো। কলাকয়া বড়ো শক্ত চীজ, আমার কাছ থেকে শুনে রাখুন, ওদের তাড়াতে হবে।'

'আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ কি এই সমিতির সভ্য?' দুজনের ওপরেই চোখ রেখে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'না,' নাগুলনভ জবাব দিল, '১৯২০ সালে আমি একটা কমিউনে যোগ দিয়েছিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই সেই কমিউন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কারণ, স্বার্থপরতা। আমি সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করেছি। সম্পত্তিকে আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না, তাই আমি পাশের গ্রামের একটা কমিউনকে আমার হালবলদ সবই দিয়ে দিয়েছি। কমিউনটা এখনো টিকে আছে, কিন্তু আমার স্ত্রী ও আমি একেবারেই নিঃস্ব। রাজমিয়োৎনভের পক্ষে এমন একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়নি—ও বিপত্নীক, একমাত্র ওর বুড়ো মা এখনো রয়েছে। ও যদি কমিউনে যোগ দিত তাহলে আর কমিউনের শেষ পর্যন্ত ওকে দেখতে হত না। ওরা বলাবলি করত, আমাদের ঘাড়ের ওপরে কেমন একটা বুড়ীকে চাপিয়ে দিয়েছে ভাখ, ওদিকে নিজে কিন্তু ক্ষেতে কাজ করে না, একটা জিপ্‌সি যতোখানি কাজের এই লোক তার বেশি নয়। ব্যাপারটা বড়োই স্পষ্ট। আর আমাদের গোষ্ঠীর যে তৃতীয় সদস্য—এখন সে বাইরে আছে—তার একটি হাত নেই। হাতটি তার খোয়া গিয়েছে মাড়াই-কলে। একহাত নিয়ে এই অবস্থায় সমিতিতে যোগ দিতে ও লজ্জা পায়—ওকে বাদ দিলেও অনেকগুলো মুখে খাদ্যের যোগান দিতে হয় ওদের।'

রাজমিয়োৎনভ সায় জানাল, 'হ্যাঁ আমাদের সমিতি একটু খারাপ অবস্থাতেই আছে। আরকাশ্‌কা লোসেভ হচ্ছে এই সমিতির চেয়ারম্যান। ম্যানেজার হিসেবে অতি বাজে। এমন একটা লোককে কেন যে আমরা বাছাই করেছিলাম! এখানে আমাদের মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে, আমাকে বলতেই হবে। লোকটিকে এই কাজে বসানো আমাদের উচিত হয়নি।'

'কেন নয়?' কুলাক খামারের সম্পত্তির তালিকায় চোখ বুলোতে বুলোতে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

রাজমিয়োৎনভ হাসল, 'এই কারণে যে লোকটার ভেতরে একটা কিছু গণ্ডগোল আছে। যে-ভাবে ও জীবন কাটায় তাতে ওর হওয়া উচিত ছিল ব্যবসাদার। এটা ওর একটা রোগ—হাতের কাছে যা-কিছু পাবে ও হয় বদল

রাখবে নয়তো বিক্রি করে দেবে। সমিতিকে ও একটা ভরাডুবির অবস্থায় এনেছে বলা চলে! চমৎকার ভালো জাতের একটা ষাঁড় ও কিনেছিল— তারপর করল কি, সেটাকে একটা মোটরসাইকেলের সঙ্গে বদল করল। সমিতির সভ্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিয়েছিল—কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেনি। তারপরে আমরা শুধু দেখলাম স্তানিত্সা * থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে ও ফিরে আসছে। সব শুনে আমাদের তো ভিরমি খাবার অবস্থা! যাই হোক, জিনিসটা নিয়ে ও তো ফিরে এল, কিন্তু কেউ জানে না কি-ভাবে ওটা চালাতে হয়। তাহলে অমন জিনিস নিয়ে লাভ কি? কাজটা ঠিক হয়নি, কিন্তু না হেসেও থাকা যায় না। জিনিসটা নিয়ে ওরা একটা বড়ো গ্রামে গেল আর সেখানকার ওয়াকিবহাল লোকেরা বলল, জিনিসটাকে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। মোটরসাইকেলটার কয়েকটা অংশ খোয়া গিয়েছে, আর অংশগুলো তৈরি হতে পারে একমাত্র কারখানায়। সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে যাকে ওদের দরকার সে হচ্ছে ইয়াকভ লুকিচ অস্ত্রোভনভ। এই হচ্ছে একটা মানুষ যার ঘাড়ের ওপরে মাথা আছে। লোক পাঠিয়ে ক্রাস্নোদার থেকে নতুন ধরনের গম আনিয়েছে সে, যে-গম সমস্ত রকমের আবহাওয়া সহ্য করতে পারে। সবসময়ে নিজের ক্ষেতে বাঁধ তুলে বরফ আটকায় আর সেরা ফসল তোলে। ও পালন করেছে সবচেয়ে ভালো জাতের গোরুবলদ। আমরা যখন খাজনার জন্যে ওকে চেপে ধরি ও খানিকটা আপত্তি জানায় বটে, কিন্তু ও হচ্ছে সত্যিকারের ভালো চাষী, ওর সার্টিফিকেট আছে।'

'ও হচ্ছে ঝাঁকের মধ্যে বেয়াদপ হাঁসের মতো, অন্যদের থেকে আলাদা থাকে, নিজের পথ ধরে চলে।' নাগুলনভ মাথা নেড়ে সন্দেহ প্রকাশ করল।

'না, ও তা নয়! ও আমাদেরই একজন। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রাজমিয়োৎনভ বলল।

---

* স্তানিত্সা—বড়ো আকারের কসাক গ্রাম—অ

তিন

ইয়াকভ লুকিচের প্রাক্তন অধিনায়ক অফিসার, ক্যাপটেন পোলোভ্‌ৎসভ, যে-রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেদিন এই দুজন মানুষের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা চলে। ইয়াকভ লুকিচ সম্পর্কে গ্রামের মানুষের ধারণা—লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাবধানী এবং শেয়ালের মতো সতর্ক। কিন্তু এমনকি সেও, গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে যে সংগ্রাম আগুনের ছড়িয়ে পড়ছে, তা থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারেনি। ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত তাকেও টেনে নিয়েছে। সেদিন রাতে ইয়াকভ লুকিচ বিপজ্জনক রকমের ঢালু একটি রাস্তায় পা বাড়াল।

রাতের খাওয়ার পরে ইয়াকভ লুকিচ তামাকের থলি টেনে বার করল, গরম মোজায় ঢাকা পা-দুটো মুড়ে বড়ো সিন্দুকটার ওপরে বসল এবং কথা বলতে শুরু করল। সমস্ত উজাড় করে ঢেলে দিল সে—বছরের পর বছর যে-সব কথা তিক্ততার সঙ্গে তার বুকের মধ্যে জড়ো হয়েছিল।

'আলেকসান্দর আনিসিমোনিচ, বলার আর কী আছে বলুন? জীবনে কিছুমাত্র সুখ নেই, আনন্দ নেই। কসাকরাও চাষবাস করে কিছুটা উন্নতি করছিল, নিজেদের অবস্থা কিছুটা ভালো করছিল। ছাব্বিশ ও সাতাশ সালে খাজনা যা দিতে হত তা দুর্বহ ছিল না। কিন্তু এখন ওরা আবার আমাদের নিংড়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, আপনাদের ওদিকে যৌথীকরণের বিষয়ে কিছু শুনতে পান কি?'

'পাই,' অতিথি সংক্ষেপে জবাব দিল। সে একটা সিগারেটের কাগজে থুতু লাগাচ্ছিল আর মনোযোগী অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল গৃহকর্তার দিকে।

'তাহলে সব জায়গাতে একই রকম দুঃখের অবস্থা, নয় কি? যাই হোক, আমি আমার নিজের কথাই বলব। আমি ফিরে এসেছিলাম কুড়ি সালে, পিছিয়ে আসার পরে। দুটো ঘোড়া আর আমার সম্পত্তি ফেলে এসেছিলাম কৃষ্ণসাগরের ধারে। ফিরে এসেছিলাম শূন্য কুঁড়েঘরে। তারপর থেকে দিনরাত আমি শুধু কাজ করে এসেছি। একেবারে প্রথম যে-বার ফসল ঘরে তুললাম,

ওরা সমস্ত দানাশস্য আমার কাছ থেকে নিয়ে নিল। তারপর থেকে কত-যে অন্যায় আমি সহ্য করেছি তা গোণাগুণতির বাইরে। অবিশ্যি গোণাগুণতি করতে আমি পারি। ওরা যতোবার অন্যায় করে ততোবার একটা করে রসিদ দেয়। কাজেই ভুলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।' ইয়াকভ লুকিচ উঠে দাঁড়াল এবং ছাঁটা গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে আয়নার পেছন থেকে একতাড়া কাগজ টেনে বার করল। 'এই যে, এগুলো হচ্ছে ১৯২১ সালে আমি যা দিয়েছি তার রসিদ। দানাশস্য, মাংস, মাখন, চামড়া, পশম, হাঁসমুরগি। শুধু তাই বা কেন, আস্তো আস্তো ষাঁড় আমি নিয়ে গিয়েছি যোগান দেবার স্টেশনে। আর এই রসিদগুলো হচ্ছে কৃষি-খাজনার ও নিজস্ব করের। আরো রয়েছে বীমার জন্যে।...আমার বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরিয়েছে, তার জন্যে আমি টাকা দিয়েছি। গোয়ালে জ্যান্ত গোরুবাছুর থাকার জন্যে টাকা দিয়েছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই এইসব রসিদের কাগজ এত প্রচুর হবে যে একটা বস্তা ভর্তি হয়ে যাবে তাতে। আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, যেমন করে হোক আমি নিজে বেঁচেছি, জমি থেকে খেয়েছি, নিজের চারপাশের মানুষজনকে খাইয়েছি। অনেক বারই ওরা আমার পিঠ থেকে চামড়া তুলে নিয়েছে, কিন্তু আবার আমি নতুন চামড়া গজিয়েছি। প্রথমে আমি দুটো বলদ পালন করেছিলাম, বড়ো হতে ওদের একটাকে দিয়ে এসেছিলাম সরকারের হাতে মাংসের জন্যে। সে-জায়গায় নতুন বলদ কেনার জন্যে আমার বৌয়ের সেলাইয়ের কল বিক্রি করতে হয়েছিল। কিছুকাল পরে আমার গাইগুলো যে বাচ্চা বিইয়েছিল তা থেকে আরও দু জোড়া পেয়ে গেলাম। কাজেই আমার গিয়ে দাঁড়াল দুটো গাই আর দু-জোড়া হাল-বলদ। ভোট থেকে আমি বঞ্চিত হইনি, আর ওদের খাতায় আমার নাম লেখা আছে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত চাষী হিসেবে।'

'তোমার ঘোড়া আছে?' অতিথি জিজ্ঞেস করল।

'একটু সবুর করুন, ঘোড়া নিয়ে ব্যাপারটা কি হয়েছে তাও আপনাকে বলি। প্রতিবেশীর কাছ থেকে আমি একটা বাচ্চা কিনেছিলাম। বাচ্চাটার মা উঁচুজাতের পুরোদস্তুর ডন ঘোড়া, সারা গাঁয়ে সেই একটিই থেকে গিয়েছিল। ঘোড়াটা বড়ো হয়ে কী সুন্দর যে হল! যথেষ্ট লম্বা নয়, সৈন্যদলের পক্ষে অচল, কিন্তু তার তেজের কাছে কিছু দাঁড়াতে পারত না! জেলা প্রদর্শনীতে এই মাদী ঘোড়াটার জন্যে আমি পুরস্কার পেয়েছিলাম, আর *এই সার্টিফিকেট* যে ঘোড়াটা পুরোদস্তুর খাঁটি জাতের। আর তারপরে আমি সেইসব কৃষিবিদের কথায় কান

দিতে শুরু করি, জমিকে এমনভাবে যত্ন করতে থাকি যেন জমি হচ্ছে রুগ্না স্ত্রীলোক। আমার ক্ষেতের জুটা এই গাঁয়ে সেরা। আমি পেয়ে থাকি সেরা ফসল। আমি বীজের চিকিৎসা করিয়েছিলাম ও ক্ষেতের মধ্যে বরফ ধরে রাখতাম। বসন্তকালের বীজ বপন করতাম একমাত্র সেই জমিতে যাতে লাঙল দেওয়া হয়েছে শরৎকালে। লাঙল দেবার কাজটা সবসময়ে আমিই আগে করিয়ে নিতাম। এক কথায়, আমি হয়ে উঠেছি একজন দক্ষ চাষী এবং জেলা কৃষি বোর্ড থেকে তার জন্যে সার্টিফিকেটও পেয়েছি। ওই দেখুন।'

ইয়াকভ লুকিচ যে দিকে আঙুল বাড়াল সেদিকে তাকিয়ে দেখল অতিথি। সেখানে ধর্মীয় মূর্তি আর ভোরোশিলভের ফটোর মাঝখানে ঝুলছে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সীল করা একটি দলিল।

'হ্যাঁ, ওরা আমাকে ওই সার্টিফিকেটটা দিয়েছে। এমনকি সেই কৃষিবিদ আমার গমের একটা নমুনা কর্তৃপক্ষকে দেখাবার জন্যে রোস্তভে পাঠিয়ে দিয়েছে।' ইয়াকভ লুকিচ গর্বের সঙ্গে বলে চলল, 'গোড়ার দিকে আমি বারো একরের মতো জমিতে চাষ দিতাম। তারপরে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলাম দেখিয়ে দিয়েছিলাম চাষ দেওয়া কাকে বলে—তিরিশ, পঞ্চাশ, এমনকি সত্তর একরে চাষ দিয়েছিলাম। নিজের ছেলে আর বৌয়ের সাহায্য নিয়ে নিজেই সব কাজ করতাম। মাত্র দু-বার সবচেয়ে কাজের সময়ে দিনকয়েকের জন্যে মজুর লাগিয়েছিলাম। তখনকার দিনে সোভিয়েত থেকে আমাদের ওপরে কি হুকুম হত জানেন? যতো বেশি জমিতে পারো চাষ দাও! আর চাষ আমি দিয়েছিলাম বটে। কিন্তু এখন, আলেক্সান্দর আনিসিমোভিচ, আপনি আমার উপকার করেছেন, আমাকে বিশ্বাস করুন—আমার ভয় হচ্ছে! ভয় হচ্ছে এই কারণে যে সত্তর একরে চাষ দিয়েছি বলে ওরা আমাকে চেপে ধরবে এবং আমাকে কুলাক বানিয়ে ছাড়বে। আমাকে লোভে ফেলেছিল আমাদের সোভিয়েতের চেয়ারম্যান, রেড পার্টিজান কমরেড রাজমিয়োৎনভ—যাকে আমরা ডাকি আন্দ্রুশকা। বেটা শয়তান, আমাকে বলত, ইয়াকভ লুকিচ, যতো বেশি জমিতে পারো চাষ দাও, সোভিয়েত গভর্নমেন্টকে সাহায্য করো, সোভিয়েত গভর্নমেন্টের এখন বড়ো বেশি দরকার দানাশস্য। তখনই আমার মনে সন্দেহ ছিল, এখন মনে হচ্ছে ওই সবচেয়ে বেশি জমিতে চাষ দেওয়াটাই আমাকে মোক্ষমভাবে লটকাবে। কী যে করি!'

'লোকে কি এখানে যৌথখামারে যোগ দিচ্ছে?' অতিথি জিজ্ঞেস করল।

সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তুহিন আসনের পাশে, তার হাতদুটো পিঠের পেছনে, প্রকাণ্ড মাথা ও চওড়া কাঁধ দানাশস্যের বস্তার মতো নিরেট।

'যৌথখামার? ওরা এখনো আমাদের ওপরে খুব বেশি চাপ দেয়নি, কিন্তু আগামী কাল গরিব চাষীদের একটা সভা ডাকা হয়েছে। আজ সন্ধেবেলা অন্ধকার হবার একটু আগে ওরা ঘুরতে বেরিয়েছিল এই খবর আমাদের দেবার জন্যে। আমাদের নিজেদের লোকেরাই তো গত খ্রীষ্টমাস থেকে এই নিয়ে অনবরত বলে এসেছে: 'যোগ দাও, যোগ দাও, যোগ দাও!' কিন্তু লোকেরা একেবারেই গ্রাহ্য করেনি, বেমালুম ফিরিয়ে দিয়েছে, একজনও নাম লেখায়নি। নিজের সঙ্গে কে আর শত্রুতা করতে চায় বলুন? মনে হচ্ছে কাল ওরা আরেক বার চেষ্টা করে দেখবে। শোনা যাচ্ছে জেলা থেকে একজন শ্রমিক না কে-যেন আজ সন্ধেবেলা এখানে এসেছে, সে আমাদের সকলকে যৌথখামারে নিয়ে ঢোকাবে। তার মানে, আমরা যে-ভাবে জীবন কাটাই, এই হচ্ছে তার শেষ। তুমি শুধু কাজ করে যাও আর মজুদ করো, যতোক্ষণ-না তোমার হাত কড়ায় ভর্তি হয়ে যায় আর তোমার পিঠ হয়ে যায় কুঁজো। এখানেই শেষ নয়, এখন ওরা চাইছে তোমার যা-কিছু আছে সবই বারোয়ারী গর্তে ঢেলে দাও—গোরুঘোড়া, দানাশস্য, হাঁসমুরগি, এমনকি তোমার ঘরবাড়ি পর্যন্ত, তাই তো মনে হয়! দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা যেন এই রকম: তোমার বৌকে পাঠিয়ে দাও অন্য লোকের কাছে, আর তুমি যাও—তা ছাড়া আর কি! ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন। যৌথখামারে আমি নিয়ে গেলাম একজোড়া হালবলদ (অন্য জোড়া হালবলদ আমি বিক্রি করে দিতে পেরেছি), বাচ্চা সমেত মাদী ঘোড়া, আমি দিয়ে দিলাম আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি ও দানাশস্য, আর অন্য লোকটা দিল তার পোকায় কাটা ছেঁড়াখোঁড়া পাৎলুন। আমি যা দিলাম আর ওই লোকটা যা দিল, সব আমরা একত্র করলাম আর তারপরে লাভের অংশ ভাগাভাগি করে নিতে শুরু করলাম। আপনি কি মনে করেন এতে আমার ওপরে সুবিচার করা হল? এমনও হতে পারে, ওই লোকটা শুধু উনুনের ধারে শুয়ে থেকেছে আর সারাটা দিন শুধু স্বপ্ন দেখেছে যে তার সুদিন আসছে, অন্যদিকে আমি—কিন্তু কি লাভ এসব কথা বলে!' ইয়াকভ লুকিচ তার থলথলে হাতের কিনার দিয়ে গলাটা ঘষে নিল, 'থাক গিয়ে, অনেক কথা বলা হয়ে গিয়েছে। আপনি কেমন আছেন বলুন। আপিসে কাজ করছেন, নাকি ব্যবসা?'

অতিথি ইয়াকভ লুকিচের দিকে এগিয়ে এল, একটা টুলের ওপরে বসল, তারপরে আবার সিগারেট পাকাতে লাগল। তামাকের থলেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে, আর ইয়াকভ লুকিচ তাকিয়ে রইল পোলোভৎসেভের জীর্ণ টিউনিকের খাটো কলারের দিকে। কলারটা কেটে বসেছে তার কণ্ঠমণির নিচে পুরু পিঙ্গল ঘাড়ের ফুলো-ফুলো শিরার মধ্যে।

'লুকিচ, তুমি তো আমার স্কোয়াড্রনেই ছিলে। তোমার মনে আছে, কোথায় যেন, মনে হচ্ছে ইয়েকাতেরিনোদারে, পিছিয়ে আসার সময়ে আমি আমার কসাক সৈনিকদের সঙ্গে সোভিয়েত শাসন সম্পর্কে কথা বলেছিলাম? তোমার মনে আছে, এমনকি তখনই তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলাম, 'তোমরা একটা প্রকাণ্ড ভুল করছ, বুঝেছ? কমিউনিস্টরা তোমাদের দাবিয়ে রাখবে, ভেড়ার শিঙের মতো তোমাদের মোচড়াবে। ব্যাপারটা কী হয়ে গেল তা যখন তোমরা বুঝবে, তখন বড়োই দেরি হয়ে গিয়েছে।" একটুক্ষণ সে চুপ করে রইল, তার ফ্যাপসা নীল চোখের বিন্দুর মতো মণিদুটো আরো ছোট হয়ে গেল যেন, সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'আমি কি ঠিক কথা বলিনি? আমি তো অন্যদের সঙ্গে নোভোরোসিস্ক ছেড়ে চলে যাইনি। যেতে পারিনি। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। দেনিকিন ও মিত্ররা আমাদের ডুবিয়ে দিয়েছিল। আমি রেড আর্মিতে যোগ দিয়েছিলাম, একটি স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক ছিলাম, তারপরে পোল্যাণ্ডের সীমান্তে যাবার পথে···ওরা কমিশন বসিয়েছিল, প্রাক্তন অফিসারদের খতিয়ে দেখার জন্যে একটা ছাঁকুনি কমিশন। ওই কমিশনের রায়ে আমায় অধিনায়কত্ব ঘুচে গেল, আমি গ্রেপ্তার হলাম, আমাকে হাজির করা হল একটা বিপ্লবী বিচারসভার সামনে। ওরা নিশ্চয়ই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলত বা বন্দিশিবিরে পাঠিয়ে দিত। কিসের জন্যে জানো? আমার নিজের স্তানিৎসারই একটা হারামজাদা আমার বিরুদ্ধে খবর দিয়েছিল যে পোদ্‌তিয়োলকভের* প্রাণদণ্ডে আমার অংশ ছিল। ওরা যখন আমাকে বিচার-সভায় নিয়ে যাচ্ছিল তখনই আমি পালাই। অনেক দিন আমি লুকিয়ে ছিলাম, ভুয়ো নাম নিয়ে থাকতাম, তারপরে ১৯২৩ সালে ফিরে গিয়েছিলাম আমার স্তানিৎসায়। আমি এমন একটা বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলাম যাতে কাগজপত্রে লেখানো ছিল যে আমি ছিলাম রেড ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক আর

* ফিয়োদর ইভানোভিচ পোদ্‌তিয়োলকভ ছিলেন বিপ্লবী কসাক নেতা, ডন-তীরের সোভিয়েত বাহিনীর নেতা। ১৯১৮ সালে শ্বেতরক্ষী বাহিনী তাঁকে হত্যা করে।

আমি গিয়ে পড়েছিলাম কিছু ভালোমানুষের মধ্যে। এক কথায়, আমি বেঁচে যাই। গোড়ায় ওরা অবশ্য আমাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল ভন-এর বিশেষ কমিশনের সামনে। কিন্তু ওখান থেকেও আমি কোনোক্রমে পার পেয়ে যাই, তারপরে শিক্ষকতা শুরু করি। অল্প কিছুকাল আগেও আমি শিক্ষকতা করতাম।.... এখন ব্যাপারটা অন্যরকম। এখন আমি একটা কাজে চলেছি উস্ত্-খোপেরস্কায়াতে। তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই, তুমি আমার পুরনো সহযাত্রী।'

'তাহলে আপনি একজন শিক্ষক? আপনি নিশ্চয়ই অনেক পড়াশুনো করেছেন, বই পড়ার বিদ্যে ভালোভাবেই রপ্ত করেছেন। আমাকে বলুন তো, কি হবে এখন? এই যে যৌথখামারের ব্যাপারটা, এ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?'

'শোন তাহলে, নিয়ে যাবে কমিউনিজমে। সত্যিকারের কমিউনিজমে। কার্ল মার্কসের লেখা ও বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' আমি পড়েছি। তুমি কি জান, এই যে যৌথখামারের ব্যাপারটা, কোথায় তার শেষ হবে? প্রথমে হবে যৌথখামার, তারপরে কমিউন—অর্থাৎ, বিষয়সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। ওরা শুধু তোমার বলদ নিয়েই থামবে না, তোমার ছেলেমেয়েদেরও নেবে, তাদের লেখাপড়া শেখাবে রাষ্ট্র। সবকিছুই হয়ে যাবে সাধারণের সম্পত্তি —তোমার বউ, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার ঘরের কাপ ডিশ চামচ। তোমার হয়তো ইচ্ছে হল এক বাটি হাঁসের মাংস আর নুড্‌ল খেতে, কিন্তু ওরা তোমাকে খেতে দেবে ক্বাস। তুমি হয়ে উঠবে জমির সঙ্গে বাঁধা দাস মাত্র।'

'কিন্তু আমি যদি তা না হতে চাই?'

'তুমি কি হতে চাও না-চাও কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না।'

'কী বলছেন আপনি?'

'যা বলছি তাই।'

'ধূর্ত শয়তানের দল!'

'ওরা অবশ্যই তাই। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আমরা কি এই-ভাবেই জীবন কাটিয়ে যেতে পারি?'

'না, পারি না।'

'বেশ, না-ই যদি পারি, আমাদের কিছু করতে হবে, লড়াইয়ে নামতে হবে।'

'আলেক্সান্দর আনিসিমোভিচ! কী বলছেন আপনি! একবার আমরা

লড়াই করতে চেষ্টা করেছিলাম···তা অসম্ভব। আমি তো ভাবতেই পারি না!'

'ভাবতে চেষ্টা করো।' অতিথি তার সঙ্গীর কাছে আরো সরে এল, শক্ত করে আঁটা দরজাটার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে রান্নাঘরের ভেতরে তাকাল। তারপরে হঠাৎ ক্যাকাশে হয়ে গিয়ে আধা-ফিসফিস স্বরে বলল, 'আমি তোমাকে খোলাখুলি বলছি—আমি তোমার ওপরে নির্ভর করছি। আমাদের গ্রামে কসাকরা অভ্যুত্থান করতে চলেছে। ভেবো না এটা একটা সাময়িক উত্তেজনার ঝিলিক মাত্র। মস্কোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, যোগাযোগ আছে সেইসব জেনারেলের সঙ্গে যাঁরা এখন রেড আর্মিতে কাজ করছেন, সেইসব ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যাঁরা এখন কলে-কারখানায় কাজ করছেন, এমনকি যোগাযোগ আছে আরও দূর বিদেশের সঙ্গে। হ্যাঁ! আমরা যদি একসঙ্গে সংগঠিত করি এবং এখুনি অভ্যুত্থান করি তাহলে বসন্তকালের মধ্যে বিদেশী শক্তিদের সাহায্যে ডন মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি নিজের দানাশস্য দিয়ে নিজের জমিতে বীজ বপন করতে পারবে আর তা ভোগ করবে তুমি নিজেই···দাঁড়াও, তোমার কথা পরে বোলো। আমাদের জেলায় আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক প্রচুর আছে, তাদের সবাইকে একজোট করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি উস্ত্-খোপের-স্কায়াতে যাচ্ছি। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে? আমাদের সংগঠনে ইতিমধ্যেই তিনশোরও বেশি প্রাক্তন কসাক এসে গিয়েছে। আমাদের লড়াকু দল আছে দুব্রোভস্কিতে, ভয়স্কোভয়-এ, তুবিয়ানস্কোই-এ, মালি ওলখোভাৎস্কি-তে ও অন্যান্য গ্রামে। গ্রেমিয়াচিতেও এমনি একটি দল গড়ে তুলতে হবে। এবারে তুমি বলো।'

'লোকে তো কোনোটাই চায় না—না এই যৌথখামার, না এই দানাশস্য দিয়ে দিতে বাধ্য হওয়া—ওরা তো গজরাচ্ছে।'

'থামো, থামো। আমরা কথা বলছি লোকের বিষয়ে নয়, তোমার বিষয়ে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। কী বলো?'

'এমন একটা বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে কি করে মত জানানো যায় বলুন? এ তো একেবারে খাঁড়ার নিচে মাথা পেতে দেওয়া।'

'তাহলে ভাবো। হুকুম এলেই আমরা অভ্যুত্থান করব, সমস্ত গ্রামে একযোগে। তোমাদের জেলা-কেন্দ্র আমরা দখল করে নেব। তারপরে একের পর এক ব্যবস্থা করব কৌঁসীদের ও কমিউনিস্টদের—তাদের বাড়িতেই। তারপরে নিজের থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়বে।'

'কী নিয়ে আমরা করব এ-কাজ ?'

'কিছু পেতেই হবে। পুরনো দিনের দু-একটা হাতিয়ার তোমার হাতেও থেকে গিয়েছে, নয় কি ?

'কে জানে...পুরনো একটা বন্দুক কোথাও হয়তো থাকতে পারে...যতোদূর মনে পড়ছে, অষ্ট্রীয় ধাঁচের একটা বন্দুক।'

'আমরা শুধু শুরুটা করে দেব। তারপরে একসপ্তাহের মধ্যেই এখানে এসে হাজির হবে বিদেশী জাহাজ, কামান-বন্দুক সঙ্গে নিয়ে। এমনকি এরোপ্লেনও থাকবে আমাদের। কী বলো ?'

'ক্যাপটেন, আমাকে ভাববার সময় দিন। এক্ষুনি মত জানাবার জন্যে আমার ওপরে চাপ দেবেন না।'

অতিথির মুখ তখনো ফ্যাকাশে, সেই অবস্থাতেই সে কৌচে ঠেস দিয়ে বসল আর ভারী গলায় বলল, 'আমরা তোমাকে যৌথখামারে যোগ দিতে বলছি না, আর আমরা কারও ওপরে জোর করি না। তোমার পথ তুমি নিজেই ঠিক করবে। তবে সাবধান, লুকিচ, তোমার মুখ থেকে বেফাঁস কথা যেন যেন বেরিয়ে না যায়। ছ-ছটা আছে তোমার জন্যে, তারপরে আরো একটা...' একটা ঠুন-ঠুন আওয়াজ বেরিয়ে এল তার পকেট থেকে, আঙুল দিয়ে সে রিভলবারের চাকতি ঘোরাচ্ছে।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বেফাঁস কথা আমি বলি না। আপনি কিন্তু মস্ত ঝুঁকি নিয়েছেন। আপনাকে স্পষ্ট করেই বলি, এ-ধরনের কাজের মধ্যে যাওয়ার কথা ভাবতেই আতঙ্ক জাগে।' একটু থেমে আবার বলতে লাগল, 'ধনীদের যদি দাবিয়ে না রাখত তাহলে, আমার যা ক্ষমতা, এতদিনে আমিই হয়ে উঠতাম গাঁয়ের এক-নম্বর মানুষ। জীবন যদি মুক্ত থাকত তাহলে আমার হয়তো এতদিনে নিজস্ব মোটরগাড়ি হয়ে যেত !' আবার একবার থামল, 'কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে একা যাওয়াটা...ঘাড়ের ওপরে মাথা তাহলে আর আস্তো থাকবে না।'

'একা কেন বলছ ?' তাকে বাধা দিয়ে অতিথি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল।

'না, ওটা আমার কথা বলার একটা ধরন মাত্র। কিন্তু অন্যরা কী করবে ? লোকে কেমনভাবে দেখবে এ-ব্যাপারটাকে ? ওরা কি আমাদের সমর্থন করবে ?

'লোক হচ্ছে ভেড়ার পাল ! ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। এবারে বলো, তুমি কি মনস্থির করেছ ?'

'আমি তো বলেছি, আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ ...'

'আমাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে, তুমি কি মনস্থির করেছ?'

'ফেরার পথ যেখানে নেই সেখানে মনস্থির করতেই হবে। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখার জন্যে আমি একটু সময় চাই। কাল সকালে আমি আপনাকে পাকাপাকি জানাব।'

'আরো কথা আছে, বিশ্বাসী লোকদের দলে টেনে নিয়ে আসতে হবে তোমাকে। সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে যাদের বিক্ষোভ আছে এমন সব মানুষকে খুঁজে বার করো।' এরই মধ্যে পোলোভ্‌ৎসেভ হুকুম দিতে শুরু করেছে।

'জীবন এখন যে-রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে সব মানুষেরই বিক্ষোভ আছে।'

'তোমার ছেলেটি কি রকম?'

'আমরা একাত্ম, আমি যা করি ও তাই করে।'

'কেমন ছেলে সে? বিশ্বাসযোগ্য?'

'সাচ্চা কসাক,' শান্ত গর্বের সঙ্গে গৃহকর্তা জবাব দিল।

সেরা ঘরটিতে চুল্লির ধারে অতিথির জন্যে বিছানা করা হল। জুতো খুলল সে, কিন্তু পোশাক খুলল না। ঠাণ্ডা পালকগন্ধী বালিশে গাল ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হবার আগেই ইয়াকভ লুকিচ তার মাকে জাগিয়ে তুলল, তার মা শোয় বাড়ির পাশে ছোট একটা ঘরে। মা-র কাছে সংক্ষেপে বলল তার প্রাক্তন অধিনায়ক অফিসার কী উদ্দেশ্যে এসেছে। বুড়ী কথাগুলো শুনল তার শিরা-ওঠা বাতে-ধরা পা-দুটো চুল্লির কিনার থেকে নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে আর বুড়ো হলদে কানের পেছনে হাতের তালু বাটির মতো গোল করে ধরে।

হাঁটু মুড়ে বসে ইয়াকভ লুকিচ বলল, 'তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো মা।'

'শোন্ বাছা, ওরা অত্যাচারী, ওদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়া! প্রভু তোকে আশীর্বাদ করবেন! ওরা গির্জে বন্ধ করে দিচ্ছে। ওরা পাদরিদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। ওদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়া!'

সকালবেলা ইয়াকভ লুকিচ তার অতিথির ঘুম ভাঙাল।

'আমার মন তৈরি। আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

বুকপকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পোলোভ্‌ৎসেভ বলল, 'এই কাগজটা পড়ে সই করো।'

ইয়াকভ লুকিচ পড়ল :

ঈশ্বর সহায় ! আমি, গ্রাও ডন বাহিনীর কসাক, এতদ্বারা ডন মুক্তি ইউনিয়নে যোগদান করিতেছি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার সকল সামর্থ্য সহ এবং আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ঘোরতর শত্রু এবং রুশ জনসাধারণের নির্যাতনকারী কমিউনিস্ট বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব। নির্দ্বিধায় আমার অফিসারদের ও ঊর্ধ্বতনদের আদেশ পালন করিব। আমি অঙ্গীকার করিতেছি আমার সমস্ত সম্পত্তি গোঁড়া খ্রীষ্টীয় পিতৃভূমির বেদীতে সমর্পণ করিব। এই উদ্দেশ্যসাধনে আমি প্রস্তুত থাকিলাম।

চার

স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে বত্রিশজন—গ্রেমিয়াচি লগের সক্রিয় কর্মী ও গরিব চাষীরা। সবাই মিলে একজনের মতো হয়ে উঠেছে। দাভিদভকে বক্তা বলা চলে না, কিন্তু গোড়ার দিকে তার কথা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনল। একজন খুবই পাকা গল্প-বলিয়ে যতোখানি মনোযোগ পেতে পারত তার চেয়েও বেশি মনোযোগ পেল সে।

'কমরেডগণ, লেনিনগ্রাদের রেড পুতিলভ কারখানার একজন শ্রমিক আমি। এখানে আপনাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী—যৌথখামার গড়ে তুলতে আপনাদের সাহায্য করার জন্যে, এবং আমাদের রক্ত-চোষা কুলাকদের ধ্বংস করার জন্যে। আমি বেশি কথা বলব না। আপনাদের সকলকে যৌথখামারে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, জমি এবং আপনাদের সমস্ত হাতিয়ার ও গবাদি পশু জাতীয়করণ করতে হবে। যৌথখামারে আপনারা যোগ দেবেন কেন? এই কারণে, কি-ভাবে বলি—এই কারণে যে যে-ভাবে আপনারা এখন বেঁচে আছেন সে-ভাবে বেঁচে থাকা চলে না! দানাশস্য নিয়ে অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে এই কারণে যে কুলাকরা সেগুলো মাটির মধ্যে পচাচ্ছে। দানাশস্যের জন্যে ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। আপনাদের দানাশস্য আপনারা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেবেন, কিন্তু নিজেদের জন্যেই যথেষ্ট দানাশস্য আপনাদের নেই। গরিব ও মাঝারি চাষীদের দানাশস্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব মানুষকে খাওয়ানো যেতে পারে না। আরও দানাশস্যের ফসল চাই। কিন্তু শুধুমাত্র কাঠের লাঙল দিয়ে বা এক-ভাগে আরও বেশি আপনারা ফলাবেন কি করে? আসল কথা হচ্ছে, ট্রাক্টর চাই, একমাত্র ট্রাক্টর দিয়েই ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। আমি জানি না এখানে এই ডন অঞ্চলে শরৎকালে একটা লাঙল দিয়ে কতটা জমি চাষ করা যেতে পারে...'

'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাঠে যদি পড়ে থাকতে পারো তাহলে শীতকালে তিরিশ একরের মতো চাষ দেওয়া যেতে পারে।'

'তিরিশ, হুঁঃ! আর যত্নো মাটি যদি শক্ত হয়।'

'বলছ কি তুমি!' চেরা গলায় একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে উঠল, 'লাঙলের জন্যে চাই তিন বা চার হালের মজবুত বলদ। কোথায় পাবে তোমরা? আমাদের মধ্যে কারও কারও একজোড়া জীব আছে বটে, কিন্তু একেবারেই হাড়-জিরজিরে। কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই চাষ করে এমন বলদ দিয়ে যাদের বাঁট আছে। তবে বড়োলোকদের কথা আলাদা, ওদের পেছনে হাওয়ার জোর আছে।'

একটা মোটা ভারী গলা শোনা গেল, 'ওই নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছে না! তুমি বরং তোমার স্কার্ট মুখে গুঁজে দিয়ে চুপ করে থাকো!'

'এ-বিষয়ে তুমি কতটুকু জানো! তোমার বৌকে শেখাও গিয়ে, আমাকে নয়!'

'ওই যে ট্রাক্টরের কথা বলছ, ওটা দিয়ে কী হয়?'

গোলমাল না-থামা পর্যন্ত দাভিদভ অপেক্ষা করল, তারপরে জবাব দিল, 'ট্রাক্টর যদি থাকে, এই ধরো যে-ধরনের ট্রাক্টর পুতিলভ কারখানায় আমরা তৈরি করি, আর যদি থাকে ভালো অভিজ্ঞ চালক, কাজ যদি হয় দু শিফ্‌টে, তাহলে এই তিরিশ একর জমির চাষ একদিনে হয়ে যেতে পারে।'

কথাটা শুনে সভার সমস্ত লোক একেবারে থ'।

কেউ একজন হকচকিয়ে বলে উঠল, 'ওরে বাবা!'

'এই হচ্ছে কাজের কাজ! এমন একটা ঘোড়া যদি পাওয়া যায় তাহলে তাকে দিয়ে চাষ করাতে আমার আপত্তি নেই।' কে একজন লোলুপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথাটা বলল, কথার শেষে শিস দিয়ে উঠল।

উত্তেজনায় দাভিদভের ঠোঁটদুটো শুকিয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলে চলল, 'আমাদের কারখানায় আমরা আপনাদের জন্যে ট্রাক্টর তৈরি করছি। একজন গরিব বা মাঝারি চাষী তো আর নিজের থেকে ট্রাক্টর কিনতে পারে না, তার পকেট অতখানি ভারী নয়। কাজেই ট্রাক্টর যদি কিনতে হয় তাহলে তাকে জোট বাঁধতে হবে, হাত মেলাতে হবে মজুরদের সঙ্গে, গরিব ও মাঝারি চাষীদের সঙ্গে। কথাটা কি জানেন, ট্রাক্টর এমন একটা যন্ত্র যা ছোট একটুকরো জমিতে লাগলই হয় না। ট্রাক্টরের জন্যে চাই প্রচুর জমি। আর সমিতি যদি ছোট হয় তাহলেও বিশেষ কাজ হয় না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় অনেকটা পাঁঠার দুধ দোয়াবার মতো।'

'আরো কম।' পেছন থেকে ভারী একটা গলা গমগম করে বেজে উঠল।

কথার মাঝে এই বাধা গায়ে না মেখে দাভিদভ বলে চলল, 'তাহলে আমরা কী করব? পার্টি পরিকল্পনা করেছে পুরোপুরি যৌথীকরণের। যাতে আপনারা ট্রাক্টরের নাগাল পেতে পারেন এবং আপনাদের এই গরিব অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। মারা যাবার আগে কমরেড লেনিন কী বলেছিলেন? গরিবী থেকে মেহনতী চাষীর একমাত্র মুক্তির পথ হচ্ছে যৌথখামার।" নইলে তার আর মুক্তি নেই। রক্তচোষা কুলাক তার সমস্ত রক্ত শুষে নেবে। এই পথেই আপনাদের চলতে হবে, যে-পথ আপনাদের দেখানো হয়েছে—খুব নিশ্চিতভাবেই দেখানো হয়েছে। শ্রমিকদের সঙ্গে একজোট হয়ে যৌথখামারীরা মোকাবিলা করবে সমস্ত কুলাক আর জনগণের শত্রুদের সঙ্গে। আপনাদের খাঁটি কথা বলছি আমি। এবার আমি আপনাদের সমিতি সম্পর্কে কিছু বলব। এ যা হয়েছে তা হালকা কামানের চেয়ে বেশি কিছু নয়—একটু যেন পলকা। তাই এটার ব্যাপার-স্যাপার মোটেই কিছু ভালো নয়। আপনারা যতোটুকু যেতে পেরেছেন তা এই পর্যন্তই—একেবারেই যেতে পারেননি! পুরোপুরি ক্ষতি হয়ে গিয়েছে! কিন্তু এই সমিতিকে আমাদের করে তুলতে হবে যৌথখামার। সেটা হোক শিরদাঁড়া আর শিরদাঁড়ার চারপাশে বেড়ে উঠবে মাঝারি চাষীরা…'

'থামো, থামো, আমার কিছু বলার আছে!' দিয়োমকা উশাকভ উঠে দাঁড়িয়েছে, তার চুল সোনালী, মুখে ফুট-ফুট দাগ, ট্যারা চোখ। একসময়ে সে সমিতির সভ্য হয়েছিল।

'কিছু বলতে হলে অনুমতি নিতে হয়।' চড়া গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল নাগুলনভ। টেবিলের সামনে দাভিদভ ও রাজমিয়োৎনভের পাশে সে বসেছিল।

'আমার যা বলার আছে বিনা অনুমতিতেই বলব।' দিয়োমকা পালটা জবাব দিল আর এমনভাবে ট্যারা চোখে তাকিয়ে রইল যে মনে হতে পারে সে একই সঙ্গে মঞ্চের দিকে ও সমাবেশের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, আমাদের যে-সব ক্ষতি পোয়াতে হয়েছিল, যার জন্যে সোভিয়েত গভর্নমেন্টের কাছে আমরা বোঝা হয়ে উঠেছিলাম, তা কি জন্যে? আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, ঋণ তহবিল ভেঙে খাওয়া পোকার মতো জীবন যে আমরা কাটিয়েছিলাম সেটা কার জন্যে? আমাদের সমিতির সভাপতির জন্যে—লাভের কারবারী আরকাশ্কার জন্যে!"

'তুমি তো বেহদ্দ প্রতিক্রিয়াশীলের মতো মিথ্যে বলে চলেছ!' একটা কর্কশ গলার চিৎকার শোনা গেল ঘরের পেছন থেকে। তারপরে দেখা গেল, কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আরকাশকা মঞ্চের দিকে আসছে।

'আমি তা প্রমাণ করব,' দিয়োমকা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, তার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে নাকের ডগার ওপরে। ওদিকে রাজমিয়োৎনভ টেবিলের ওপরে তার চ্যাটালো হাতের ঘুষি মারছিল। তাকে ভ্রূক্ষেপ না করে দিয়োমকা ফিরে দাঁড়াল আরকাশকার দিকে। 'ভেবো না তুমি পার পেয়ে যাবে! আমাদের সমিতিটা যে নষ্ট হয়ে গেল তার কারণ কী? এই নয় যে আমরা সংখ্যায় কিছু কমতি ছিলাম। সমিতিটা নষ্ট হল তোমার লাভের কারবার চালাবার জন্যে। আর আমাকে তুমি বলছ কিনা বেহদ্দ প্রতিক্রিয়াশীল। আমিও পালটা দিতে পারি, বেশ কড়া ও গরমভাবেই। কাউকে কিছু না বলে একটা ষাঁড়ের বদলে একটা মোটরবাইক তুমি নাওনি? নিয়েছ! কার মাথায় এসেছিল যে সবচেয়ে বেশি ডিম পাড়ে যে-সব মুরগি সেগুলোর বদলে...'

'তুমি আবার মিথ্যেকথা বলছ!' কথার মধ্যে কথা ঢুকিয়ে দিয়ে আরকাশকা নিজেকে বাঁচাতে চাইল।

'কে আমাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করিয়েছিল যে তিনটে ভেড়া আর একটা বকনা বাছুরের বদলে একটা মেশিনগানের শকট নেওয়া হোক? তুমি হচ্ছ একটা ব্যবসাদার, তার বেশি কিছু নও!' জয়ের উল্লাস নিয়ে দিয়োমকা বলে চলল।

'ভদ্রভাবে কথা বলো তোমরা! লড়াইয়ের সময়ে মোরগরা যেমন করে তেমনি ঠোকাঠুকি লাগিয়েছ দুজনে!' নাগুলনভ প্রতিবাদ করল। উত্তেজনায় তার গালে রক্ত উঠে এসেছে, আর মাংসপেশীগুলো কুঁচকে গিয়েছে।

'আমি কিছু বলতে চাই,' আরকাশকা বলল। ঠেলেঠুলে পথ করে নিয়ে সে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপরে কথা শুরু করার জন্যে তৈরি হতে গিয়ে সে যখন নিজের সোনালী দাড়িতে হাত চালাচ্ছে, দাভিদভ তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল, 'আগে আমার কথা শেষ করে নিই। দয়া করে এখন আমাকে বাধা দেবেন না। তাহলে, কমরেডগণ, যে-কথা বলছিলাম, একমাত্র যৌথখামারের মধ্যে দিয়েই আমরা পারি...'

'আমাদের কাছে প্রচার চালাবার কোনো দরকার নেই! যৌথখামারে

আমরা আসব, মনেপ্রাণেই আসব!' দাভিদভকে বাধা দিয়ে কথাটা বলেছে রেড পার্টিজান পাভেল লুবিশ্‌কিন। দরজার সবচেয়ে কাছে সে বসেছিল।

'যৌথখামার নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই!'

'আমরা যদি একজোট হই তাহলে সবকিছু করতে পারি।'

'কিন্তু যৌথ খামারকে ঠিকভাবে চালাতে হবে।'

লুবিশ্‌কিন নিজেই সমস্ত চেঁচামেচি ডুবিয়ে দিল। চেয়ার ছেড়ে উঠেছে সে, থমথমে কালো টুপিটা খুলে ফেলেছে মাথা থেকে, আর দরজার সামনে প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধদুটো নিয়ে সবার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি তো বড়ো অদ্ভুত মানুষ দেখছি, সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের হয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছ কিনা আমাদের কাছে! যুদ্ধের সময়ে এই যৌথখামারকে এখানে দাঁড় করিয়েছি তো আমরাই, এই আমরাই তো কাঁধ লাগিয়েছি যৌথখামার যাতে ভেঙে না পড়ে। যৌথখামার যে কী জিনিস তা আমরা জানি, আর যৌথখামারে আমরা যোগও দেব। আমাদের যন্ত্র দাও!' কড়া-পড়া একটা হাত সে বাড়িয়ে ধরল, 'ট্রাকটর জিনিসটা খুবই চমৎকার, সবাই জানে। কিন্তু তোমরা, শ্রমিকরা, যথেষ্ট ট্রাকটর তৈরি করতে পারছ না। তোমাদের বিরুদ্ধে এই আমাদের বলার কথা! এমন কিছু নেই যা আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি, এই হয়েছে মুশকিল। এমনও হতে পারে, যৌথখামারে যোগ না দিয়ে এক হাতে বলদ তাড়িয়ে চলেছি আর অন্য হাতে চোখের জল মুছছি। যৌথখামারের ব্যাপারটা শুরু হবার আগে আমি এমনকি ভেবেছিলাম কালিনিনকে একটা চিঠি লিখি। তাদের বলি, দানাশস্যের চাষী এই আমরা যাতে যা-হোক একটা নতুন জীবন শুরু করতে পারি সেজন্যে আমাদের সাহায্য করা হোক। কি আর বলব, গোড়ার বছরগুলিতে যা চলছিল তা ঠিক পুরনো আমলের মতো। খাজনা দাও আর নিজে যা ভালো বোঝ করে যাও। তাহলে রুশী কমিউনিস্ট পার্টি আছে কি জন্যে? আমি জানি আমরা ক্ষমতা পেয়েছি, কিন্তু তাতে হলটা কি? সেই তো পুরনো কালেই ফিরে যাওয়া—লাঙল যা দিয়ে টানা হবে সেটা যদি থাকে তাহলে লাঙলের পিছু পিছু চলো। কিন্তু লাঙল টানাবার ব্যবস্থা যাদের নেই তাদের কী হবে? তারা কি গির্জার দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াবে? নাকি অপেক্ষা করে থাকবে কখন পর্যটকরা আসে আর মোটা কাঠের ছুঁচ দিয়ে তাদের পকেটে ফোঁড় চালাবে? ধনীরা খুশিমতো জমি ভাড়া করতে পারে, মজুর খাটাতে পারে। এই কি বিপ্লবের করার কথা ছিল? তোমরা বিপ্লবের চোখ বেঁধে দিয়েছ! আমরা

যখন বলি, 'আমরা কি-জন্যে লড়াই করেছিলাম?' তখন ওই মাতব্বররা, যারা কোনোদিন নাক দিয়ে রেশমাত্র বারুদের ধোঁয়া টানেনি, তারাই আমাদের বিদ্রূপ করে আর তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে যতো সব খেঙরকী বদমায়েশ হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। না, আমাদের জ্ঞান দেবার কোনো দরকার নেই। ভালো ভালো কথা অনেক শুনেছি। তুমি আমাদের ধারে বা দানাশস্যের জামিনে অস্ত্র দাও দিকি— ঘোড়ায় টানা লাঙল নয়, সত্যিকারের যন্ত্র! তুমি ওই যে ট্রাকটরের কথা বললে, তেমনি একটা ট্রাকটর আমাদের দাও। দেখ তোমরা, এটা যে আমি পেয়েছি তা কি জন্যে?' বেঞ্চির ওপরে যারা বসেছিল তাদের হাঁটুর ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে সে চলে এল টেবিলের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে পরনের শার্টটা টেনে তুলল ওপরে, একসঙ্গে জড়ো করে চিবুকের নিচে ধরে রাখল। আর তখন দেখা গেল তার বাদামী পেট আর পাঁজরার ওপর দিয়ে দুটো ভয়ংকর কাটা-চিহ্ন। আবার বলল, 'ক্যাডেটদের কাছ থেকে এই যে উপহার আমি পেয়েছি সেটা কি জন্যে?'

'নির্লজ্জ বেহায়া, শয়তানের ঝাড়, এর চেয়ে পাৎলুনটা একেবারে খুলে দাঁড়ালেই হত!' বিধবা আনিসিয়া বসে ছিল দিয়োমকা উশাকভের পাশে, রুষ্ট চেরা গলায় চিৎকার করে উঠেছে সে।

'তাই বুঝি চাও তুমি?' দিয়োমকা ঘৃণার সঙ্গে টেরা চোখে তাকিয়েছে আনিসিয়ার দিকে।

'তুমি চুপ করে থাকো আনিসিয়া! একজন মেহনতী মানুষের কাছে শরীরের ক্ষত দেখাতে আমি লজ্জা পাই না। ও দেখুক! আমরা এখন যে-ভাবে বেঁচে আছি সেই জীবনই যদি চলতে থাকে তাহলে এই হতভাগা মানুষটার এমন কিছু থাকে না যা দিয়ে এই ক্ষতচিহ্ন ঢাকা পড়তে পারে। আমার এই পাৎলুন নামেই পাৎলুন। দিনের বেলা এই পাৎলুন পরে কোনো মেয়ের পাশ দিয়ে আমি হেঁটে যেতে পারি না—তাহলে সেই মেয়েটি আতঙ্কে কাঠ হয়ে যাবে।'

ঘরের পেছন দিক থেকে হো-হো হাসি আর উচ্চ কলরব শোনা গেল। কিন্তু লুবিশকিন সারা ঘরের ওপর দিয়ে কড়া দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছে। আবার সব চুপচাপ, শুধু শোনা যাচ্ছে জ্বলন্ত বাতির পলতে থেকে অস্পষ্ট চিড়বিড় আওয়াজ।

'আমি ভাবি, ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করতে গিয়েছিলাম কি এজন্যে যে ধনীরা যাতে আবার আমার চেয়ে ভালোভাবে জীবন কাটাতে পারে? ধনীরা যাতে খেতে পারে সমস্ত মিঠাইমণ্ডা, আর আমার জন্যে থাকে শুধু রুটি-পেঁয়াজ?

তাই না, কমরেড গ্রিকিরশাই ? তুমি আমাকে চোখ টিপো না বাকার ! আমি বছরে মাত্র একবারই মুখ খুলি, তাই যা-খুশি বলে যেতে পারি ।'

'বলে যাও,' দাভিদভ তাকে ইসারা করল ।

'হ্যাঁ, বলছি । এ বছর আমি সাত একর গমের চাষ দিয়েছিলাম । ঘরে আমার আছে তিনটি বাচ্চা, একটি বিকলাঙ্গ বোন ও রুগ্না স্ত্রী । রাজমিয়োৎনভ, তুমি বলো, পরিকল্পনা মাফিক আমার যতোটা গম দেবার কথা ছিল তা আমি পুরোপুরি দিয়েছি কিনা ?'

'দিয়েছ । কিন্তু এই নিয়ে এত সোরগোল কেন ।'

'সোরগোল আমি তুলবই ! এবারে বলি, ওই যে কুলাকটা, নাকখোয়া ক্রল…'

'আবার কেন !' নাগুলনভ টেবিলের ওপরে ঘুঁষি মারল ।

'নাকখোয়া ক্রল কি তার যতোটা দেবার দিয়েছে ? না, দেয়নি । দিয়েছে কি ?'

'কিন্তু তাকে তো আদালতে জরিমানা করা হয়েছে আর দানাশস্য নেওয়া হয়েছে ।' বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ । তার চোখদুটো চকচক করছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লুবিশকিনের কথা শুনে সে খুশি ।

জেলা কমিটির সেক্রেটারির কথা মনে পড়ল দাভিদভের, ভাবল, 'ওহে মাথামোটা বাদশা, তোমার এখানে থাকা উচিত ছিল ।'

'আর এ-বছর আবার ওর কাছে আমাদের হাঁটু গেড়ে বলতে হবে—বসন্তকালে যখন ও আসবে মজুর খাটাবার জন্যে আমাদের ভাড়া করতে ।' এই বলে লুবিশকিন তার কালো টুপিটা দাভিদভের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল, 'যৌথখামারের কথা আমার কাছে বলতে আসাই বা কেন ? আগে কুলাকদের চিট করো, তখন আমরা যোগ দেব । আমাদের যদি দিতে পারো ওদের যন্ত্র ওদের বলদ ওদের ক্ষমতা, তাহলেই আমাদের আর ওদের মধ্যে সমতা আসবে । কিন্তু এখন শুধু শোনা যাচ্ছে 'কুলাকদের ধ্বংস করো' এই নিয়ে কথা আর কথা । কিন্তু কুলাকদের বাড়বৃদ্ধি প্রতি বছরে হয়েই চলেছে, যেমন বাড়ে ডাঁটুইগাছ, বাড়তে বাড়তে সূর্যকে আড়াল করে দেয় ।'

'ক্রলের সম্পত্তি আমরা যদি পাই তাহলে আরকাশ্‌কা করবে কি, তার বদলে একটা এরোপ্লেন নিয়ে আসবে ।' কথার মাঝখানে দিয়োমকা বলে বসল ।

'হা-হা-হা-হা !'

'ও ঠিক তাই করবে !'

'তোমরা দেখ নাম করে অপমান করা হচ্ছে!' আরকাশকা চিৎকার করে উঠল।

'চুপ, চুপ, কিছু শুনতে পাচ্ছি না!'

'চুপ করতে পারো না নাকি, শয়তানরা!'

'চুপ, চুপ!'

অনেক চেষ্টা করে দাভিদভ কিছুটা শান্তি ফিরিয়ে আনল।

'এ তো আমাদের পার্টির নীতি। যে দরজা খোলা রয়েছে সেই দরজায় টোকা দেবার দরকারটা কী! শ্রেণী হিসেবেই কুলাককে ধ্বংস করতে হবে, কুলাকের সম্পত্তি দিয়ে দিতে হবে যৌথখামারকে—এ তো হবেই। কমরেড রেড পার্টিজান, তোমার টুপিটা যে টেবিলের তলায় ছুঁড়ে ফেললে তার কোনো দরকার ছিল না। তোমার মাথার জন্যে ওটার প্রয়োজন এখনো তোমার আছে। এখন থেকে জমি বন্দোবস্ত নেওয়া আর মজুর খাটানো আর চলতে পারে না! কুলাকদের সহ্য করতে হয়েছে, কেননা আমরা গরিব। দানাশস্য যৌথখামারা যতোটা দিতে পারত তার চেয়ে বেশি দিতে পারত কুলাক। কিন্তু এখন ব্যাপারট অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছে। কমরেড স্তালিন সমস্ত কিছু নির্ভুলভাবে খতিয়ে দেখেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের জীবন থেকে কুলাককে যেন হটিয়ে দেওয়া হয়! যৌথখামারকে দিয়ে দাও তার সম্পত্তি।...তোমরা এতক্ষণ যন্ত্রের জন্যে চেঁচামেচি লাগিয়েছিলে...তাহলে শোন, যৌথখামারগুলো যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্যে তাদের পঞ্চাশ কোটি রুবল দেওয়া হচ্ছে! কেমন লাগছে শুনে? আগে শোননি কথাটা? তাহলে এখন আর তোমাদের দুশ্চিন্তা কিসের? প্রথমে তোমাদের তৈরি করতে হবে একটি যৌথখামার, যন্ত্রের ভাবনা আসবে তারপরে। তোমরা চাইছ আগেই একটা বল্‌গা কিনতে, তারপরে সেই বল্‌গা পরাবার জন্যে একটা ঘোড়া। হাসছ কেন? ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে!'

'পেছনকে সামনে করে তুলতে চাইছে লুবিশকিন!

'হো-হো!'

'আমরা কিন্তু মনেপ্রাণে যৌথখামারের পক্ষে!'

'ওই যে বল্‌গার কথা বলল, কথাটা একেবারে ঠিক বলেছে।'

'যদি চাও তো আজ রাত থেকেই শুরু করে দিই!'

'এখনই আমাদের নামগুলো লিখে নাও দিকি!'

'আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো, কুলাকদের গুঁড়িয়ে দিই।'

নাগুলনভ প্রস্তাব করল, 'যারা যারা যৌথখামারে যোগ দিতে চাও, হাত তোলো।'

হাতগুলো গোণা হলে দেখা গেল যৌথখামারের পক্ষে তেত্রিশটি হাত উঠেছে। কেউ একজন উত্তেজনার বশে দুটি হাতই তুলে ফেলেছে।

ঘরের ভেতরে প্রচণ্ড গরম আর গুমোট। অসহ্য মনে হওয়াতে দাভিদভ ওভারকোট ও জ্যাকেট খুলে ফেলেছে। শার্টের কলারের বোতামটাও খুলে ফেলল, তারপরে হাসিমুখে অপেক্ষা করতে লাগল কখন উত্তেজনা কমে।

'রাজনীতির দিক থেকে তোমরা সকলে খুবই সচেতন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা কি মনে কর, যৌথখামারে যোগ দেওয়াতেই ব্যাপারটা চুকে গেল, আর কিছু করার নেই? না, এইটুকু করলেই সব করা হয় না! তোমরা, গরিব মানুষেরা, তোমরাই সোভিয়েত ক্ষমতার প্রধান নির্ভর। তোমরাই সবুজ শাঁস, যৌথখামারে তোমাদের যোগ দিতেই হবে। আর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে দোদুল্যমান মাঝারি চাষীদেরও।'

'সে যদি আসতে না চায় তাহলে তাকে টেনে আনবে কি করে? কী ভাব তাকে, সে কি একটা বলদ যে জোয়াল পরিয়ে টানলেই যে দিকে খুশি নিয়ে যাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল লাভের কারবারী আরকাশকা।

'ওকে বোঝাও, বুঝিয়ে রাজী করাও! আমাদের আদর্শের জন্যে যোদ্ধা যদি তুমি হও, আর যদি অপরকে টলাতে না পারো, তাহলে কেমন ধরনের যোদ্ধা হলে তুমি? কাল একটা সভা হবে। তুমি নিজে এই সভার পক্ষে মত জানিয়ে যাও, আর তোমার প্রতিবেশী মাঝারি চাষীকে রাজী করাও সেও যেন আসে। এবারে আমরা কুলাকদের নিয়ে আলোচনা শুরু করব। উত্তর ককেসাস অঞ্চল থেকে ওদের নির্বাসন দিয়ে আমরা কি প্রস্তাব পাশ করব, নাকি অন্য কিছু?'

'রাজী!'

'শেকড় থেকে উপড়ে ফেল ওদের!'

'আমি হলে শেকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতাম,' মন্তব্যে সাড়া দিল দাভিদভ, তারপরে রাজমিয়োৎনভকে বলল, 'কুলাকদের তালিকাটা পড়ুন তো। দেরি না করে আমরা এই সভা থেকেই অনুমোদন করিয়ে নিই।'

ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করে দাভিদভের হাতে দিল আন্দ্রেই।

'ফ্রল দামাস্কভ। এই প্রোলেতারীয় শাস্তি কি ওর প্রাপ্য?'

পলকের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে হাত উঠে গেল। কিন্তু হাতগুলো গুণতে গিয়ে দাভিদভের কাছে ধরা পড়ল একজনের হাত ওঠেনি।

'তোমার মত নেই?' ঘামে ভেজা দুই ভুরু কপালে তুলে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'মত আমি দিতে চাই না।' সংক্ষেপে জবাব দিল একজন কসাক, চেহারায় শান্তশিষ্ট ও সাধারণ।

'কেন চাও না?' দাভিদভ জানতে চাইল।

'চাই না এ-কারণে যে সে আমার প্রতিবেশী আর তার কাছ থেকে অনেক উপকার আমি পেয়েছি। তার বিরুদ্ধে আমি হাত তুলতে পারি না।'

'এখুনি সভা থেকে বেরিয়ে যাও!' নাগুলনভ হুকুম দিল, এমনভাবে লাফিয়ে উঠেছে যেন রেকাবের ওপরে রয়েছে, গলার স্বর কাঁপছে।

'না, ওতে কাজ হবে না কমরেড নাগুলনভ!' দাভিদভ কড়া গলায় বাধা দিল, 'আপনি যাবেন না, কমরেড! আপনার কথাটা বুঝিয়ে বলুন। আপনি কি মনে করেন—দামাস্কভ কুলাক? না, কুলাক নয়?'

'আমি ওসব বুঝি না। আমি মুখ্যু মানুষ, আমি এই সভা থেকে বাইরে থাকতে চাই।'

'তা হয় না, আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ওই লোকটির কাছ থেকে আপনি কী উপকার পেয়েছেন।'

'সে আমাকে বরাবর সাহায্য করে এসেছে। আমাকে বলদ ধার দিয়েছে, আমাকে বীজ দিয়েছে···সব রকমের জিনিস দিয়েছে। কিন্তু আমি সরকারের বিরুদ্ধে নই, আমি সরকারের পক্ষে।'

'ও কি তোমাকে ওর হয়ে মুরুব্বি দাঁড়াতে বলেছে? ও কি তোমাকে টাকা দিয়ে বা ফসল দিয়ে ঘুষ দিয়েছে? স্বীকার করতে দোষ নেই, ভয় পেয়ো না!' কথার মাঝখানে রাজমিয়োৎনভ বলে উঠল, 'আমাদের কাছে বলো ও তোমাকে কী দেবে বলেছে।' কথাটা বলে মানুষটার জন্যে ও নিজের স্থূল প্রশ্নগুলোর জন্যে লজ্জায় বিব্রতভাবে হাসল রাজমিয়োৎনভ।

'সে যে আমাকে কিছু দেবে বলেছে এমন তো নাও হতে পারে। তোমরা কি করে জানলে?'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ, তিখোফেই। নিজেকে তুমি বিক্রি করে দিয়েছ। তার মানে তুমি নিজেই এখন কুলাকদের পা-চাটা হয়ে গিয়েছ।' বেঞ্চিতে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে উঠেছে।

'আমার নামে যা-খুশি তোমরা বলতে পার, সেটা তোমাদের ব্যাপার।'

মানুষটার গলার কাছে যেন একটা ছুরি ধরে আছে এমনিভাবে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক করে বলো, তুমি সোভিয়েত শক্তির পক্ষে, না কুলাকদের পক্ষে? গরিব মানুষদের শ্রেণীকে লজ্জায় ফেলো না। এই সভাকে খোলাখুলি জানিয়ে দাও তুমি কোন্‌দিকে আছ।'

'ওকে নিয়ে তোমরা সময় নষ্ট করছ কেন!' রাগে ও ঘৃণায় লুবিশকিন ফেটে পড়ল, 'ওকে এক বোতল ভদ্‌কা দিয়ে, একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে, যা-হোক কিছু দিয়ে কিনে নেওয়া যায়। তিমোফেই, তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে।'

শেষপর্যন্ত সেই মানুষটি, যে ভোট দিতে চায়নি, সেই তিমোফেই বোর্শচভ মুখের ওপরে জোর করে একটা বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে জবাব দিল, 'আমি সরকারের পক্ষে, আমাকে তোমরা সন্দেহ করছ কেন? ভালো করে না জানার জন্যে আমি ভুল করে ফেলেছিলাম।' দ্বিতীয় বার ভোট নেবার সময়ে সে হাত তুলল, স্পষ্টতই অনিচ্ছার সঙ্গে।

দাভিদভ তার প্যাডের কাগজে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখে রাখল, 'তিমোফেই বোর্শচভ, শ্রেণী-শত্রুদের প্রভাবে। ওকে নিয়ে বসতে হবে।'

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আরও চারটি কুলাক-বাড়ি অনুমোদিত হল।

কিন্তু দাভিদভ যখন 'তিৎ বোরোদিন' নামটি পড়ে জিজ্ঞেস করল 'কে কে পক্ষে আছ?' সভায় দেখা দিল একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

'সবাই চুপ করে কেন? ব্যাপারটা কি?' বসে থাকা মানুষগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে গেল দাভিদভ, কারও দৃষ্টি তার দিকে নেই। তখন সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল নাগুলনভের ওপরে।

'মানে, ব্যাপারটা এই রকম,' নাগুলনভ আমতা আমতা করে বলতে লাগল, 'এই বোরোদিন, আমরা যাকে ডাকি আমাদের ধরন অনুযায়ী তিতোক, সে ১৯১৮ সালে আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় রেডগার্ডে যোগ দিয়েছিল। সে গরিব ঘরের মানুষ, বেশ ভালোভাবেই লড়াই করেছিল। যুদ্ধে সে আহত হয়েছে, আর বৈপ্লবিক কাজকর্মের জন্যে সম্মানলাভ করেছে—একটা রুপোর ঘড়ি। তারপরে কমরেড, সে যে আমাদের প্রাণে কি-ভাবে দাগা দিয়েছিল তা কি আপনি বুঝতে পারবেন? ঘরে ফিরে এসে সে তার চাষের কাজে একেবারে একটা শকুনির মতো দাঁত কামড়ে রইল। আমরা ওকে সাবধান করতে লাগলাম, কিন্তু ও কিছুই শুনল

না, বড়োলোক হতে শুরু করল। দিনরাত্তির কাজ করত, চুলদাড়ি পর্যন্ত কাটত না, আর কি শীত কি গ্রীষ্ম—একটা মাত্র ক্যানভাসের পাৎলুন পরে কাটিয়ে দিত। বলদ সমেত তিনটে হালের মালিক হল সে, আর ভারী ভারী ওজন তুলতে গিয়ে শরীরের শিরা ছিঁড়ে ফেলল। তবুও তার যেন আরো চাই, আরো চাই! তখন সে মজুর খাটাতে শুরু করল, একসঙ্গে দু-তিনজন করে। একটা হাওয়া-কল কিনে বসল, তারপরে কিনল পাঁচ-অশ্বশক্তির একটা বাষ্পীয় ইঞ্জিন, শুরু করে দিল একটা অয়েল-প্রেস। তারপরে শুরু করে দিল গবাদি পশুর ব্যবসা। নিজের খাওয়ার ব্যাপারে যেমন কৃপণ ছিল, তেমনি মজুরদেরও না খাইয়ে রাখত—যদিও সেই মজুররা তার জন্যে দিনে কুড়িঘণ্টা করে পরিশ্রম করত আর রাত্তিরবেলাও বার পাঁচেক উঠত ঘোড়া ও গোরুমোষের তদারক করার জন্যে। আমরা ওকে একাধিকবার পার্টি গ্রুপ ও সোভিয়েতের সামনে হাজির করলাম, ওকে ধিক্কার জানালাম। বললাম, 'তিৎ, এসব ছেড়ে দাও। আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় সোভিয়েত শক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না! এজন্যে তুমি নিজেও তো হোয়াইটদের বিরুদ্ধে ফ্রন্টে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছ...'' নাগুলনভ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তার দু-হাত ছড়িয়ে দিল, 'একটা লোকের মাথায় যদি শয়তান ভর করে তাহলে আর কিছু করার থাকে না। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম বিষয়সম্পত্তি ওকে শেষ করে দিচ্ছে! আমরা আবার ওকে ডেকে পাঠালাম, ওকে মনে করিয়ে দিলাম আমরা কি-ভাবে একসঙ্গে লড়াই করেছি, একসঙ্গে কষ্টভোগ করেছি। আমরা ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমরা ওকে এই বলে শাসালাম যে ও যদি আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ও যদি বুর্জোয়া হয়ে যায়, তাহলে আমরা ওকে দলেপিষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব—বিশ্ববিপ্লবের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকব না।'

'সংক্ষেপে বলো,' অধৈর্য হয়ে দাভিদভ বলল।

নাগুলনভের গলা কাঁপতে লাগল ও আরো শান্ত হয়ে গেল।

'এসব কথা সংক্ষেপে বলা যায় না। এর মধ্যে যে যন্ত্রণা আছে তাতে রক্ত হিম হয়ে যায়। যাই হোক, সে, অর্থাৎ তিতোক, আমাদের জবাব দিত, 'সোভিয়েত সরকারের হুকুম আমি মেনে চলছি, আমি আমার চাষের এলাকা বাড়াচ্ছি। আর আমি যে মজুর খাটাই তার মধ্যে বেআইনী কিছু নেই—আমার বৌ রুগী। আমি কিছুই ছিলাম না, আমি সবকিছুই হয়েছি। আমি

পেয়েছি সবকিছু, আর এইজন্যেই তো আমি লড়াই করেছিলাম।' আরও বলত, 'সোভিয়েতের ক্ষমতা তোমাদের ওপরে নির্ভর করে না। আমি তো ওদের চিবোবার মতো কিছু খাদ্য নিজের হাতে দিয়েছি, আর তোমরা তো শুধু কাগজ নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই করোনি। তোমাদের আমি তোয়াক্কা করি না।' আমরা ওর কাছে যুদ্ধের কথা তুলতাম, বলতাম কত দুঃখকষ্ট আমরা একসঙ্গে সহ্য করেছি সেইসব কথা। শুনে কখনো কখনো ওর চোখে জল আসত। কিন্তু সেই চোখের জলকে ও মোটেই আমল দিত না, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মনটাকে শক্ত করে তুলত। বলত, 'অতীতের কথা অতীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে।' আমরা ওর ভোটের অধিকার কেড়ে নিলাম। ও তখন পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করল, চিঠি লিখল জেলার কাছে ও মস্কোতে। কিন্তু আমি যে-ভাবে ব্যাপারটাকে বুঝেছি, ওইসব কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাথায় কিছু পুরনো বিপ্লবী আছেন. তাঁরা বোঝেন যে একবার যদি কোনো মানুষ বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায় তো সে শত্রু—তাকে কিছুতেই করুণা করা চলে না।'

'আরেকটু সংক্ষেপে বলা যায় না?'

'এই আমি শেষ করছি। তাঁরাও ওকে ওর ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেননি। এখনো ও একই অবস্থায় আছে। মজুরদের পাওনা ও মিটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু…'

'বেশ তো, সমস্যাটা তাহলে কি?' তীব্র দৃষ্টিতে নাগুলনভের দিকে তাকাল দাভিদভ। কিন্তু নাগুলনভ তার রোদ ঝলসানো ছোট ছোট লোমওলা চোখের পাতা নামিয়ে চোখ ঢেকে ফেলেছিল, বলল, 'এই কারণেই সভা চুপচাপ। আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছিলাম ওই সমস্ত গৌরবমণ্ডিত দিনগুলিতে কী ধরনের মানুষ ছিল এখন কুলাক হয়ে যাওয়া এই তিৎ বোরোদিন।'

দাভিদভ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল, কালো হয়ে উঠল তার মুখখানা, 'এই সমস্ত করুণ কাহিনী কেন আপনি বলে চলেছেন? এক সময়ে সে পার্টিজান ছিল—সেটা অবশ্য তার পক্ষে সম্মানের। এখন সে কুলাক হয়ে গিয়েছে—অতএব শত্রু। শত্রুকে অবশ্যই চূর্ণ করতে হবে! এত আলোচনা করার কী আছে?'

'ওকে আমি করুণা করছি তা নয়। যা নয় তার জন্যে আমাকে দোষ দেবেন না কমরেড!'

'বোরোদিনকে উৎখাত করার পক্ষে কে আছ?' বেঞ্চিতে বসা মানুষগুলোর ওপরে দাভিদভ চোখ বুলিয়ে গেল।

হাত উঠতে লাগল, একটি একটি করে, অনিশ্চিতভাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত উঠল।

সভা শেষ হবার পরে নাগুসনভ তার সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে দাভিদভকে আমন্ত্রণ জানাল।

'আর আগামী কাল আমরা আপনার জন্যে থাকার জায়গা ঠিক করে দেব।' গ্রাম সোভিয়েত থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে অন্ধকার অলিন্দে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে নাগুসনভ বলল।

মুড়মুড়ে বরফের ওপর দিয়ে একসঙ্গে হাঁটতে লাগল দুজনে। পরনের আধা-ঝুল কোটটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে ধীরস্বরে নাগুলনভ বলতে লাগল:

'কমরেড, সমস্ত চাষের সম্পত্তি আমরা যৌথখামারের মধ্যে নিয়ে নিতে চলেছি, একথা শোনার পর থেকে আমি আরো সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারছি। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই সম্পত্তির ওপরে আমার ঘৃণা থেকে গিয়েছে। সম্পত্তিই হচ্ছে সমস্ত অনিষ্টের মূল। আমাদের দুই প্রাজ্ঞ কমরেড, মার্কস ও এঙ্গেলস, ঠিক কথা বলে গিয়েছেন। এমনকি সোভিয়েত আমলেও লোকে খাবারের ডাবনার সামনে শুয়োরের মতো কড়াকাড়ি লাগিয়েছে, মারামারি ও ঠেলাঠেলি করছে—সবকিছুর মূলে ওই অভিশপ্ত রোগ! আগেকার অবস্থা কেমন ছিল, সেই পুরনো আমলে? ভাবতেও ভয় হয়! আমার বাবা ছিলেন স্বচ্ছল কসাক, চারটি হালের বলদ ও পাঁচটি ঘোড়া ছিল তাঁর। বিশাল এক এলাকা জুড়ে আমরা চাষ করতাম, দেড়শো থেকে দুশো থেকে আড়াইশো একর পর্যন্ত জমি। আমাদের পরিবারটি ছিল বৃহৎ এবং আমরা সকলে কাজ করতাম। নিজেরাই করতাম সমস্ত কিছু। ভাবুন একবার ব্যাপারখানা, আমার তিন ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল। একটি ঘটনা আজও আমার মনে আছে, আর এই ঘটনার জন্যেই সম্পত্তির ওপরে আমার মন বিষিয়ে যায়। একদিন আমাদের প্রতিবেশীর একটা শুয়োর আমাদের বাড়ির উঠোনের বাগানে ঢুকে পড়ে কয়েক সারি আলু নষ্ট করে দেয়। আমার মা ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে যায়, পাত্র থেকে একহাতা ফুটন্ত জল তুলে নিয়ে আমাকে বলে, মাকার, তুই শুয়োরটাকে তাড়া দিয়ে বার করে দে তো, আমি গেটের সামনে আছি। আমার বয়েস তখন মাত্র বারো। যেমন বলা তেমনি কাজ। হতচ্ছাড়া শুয়োরটাকে আমি তো তাড়া দিয়ে বার করে দিলাম। মা ছুটে গিয়ে শুয়োরটার গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে দিল, শেষকালে শুয়োরটার গায়ের লোমগুলো থেকে পর্যন্ত ধোঁয়া বেরুতে লাগল। পরে শুয়োরটা মারা যায়। এই নিয়ে আমাদের প্রতিবেশীর আমাদের ওপরে প্রচণ্ড একটা রাগ ছিল। এক সপ্তাহ

পরে মাঠের মধ্যে আমাদের তেইশটা মড়াই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাবা জানতেন কাজটা কার। তিনি এতই রেগে গিয়েছিলেন যে এই নিয়ে মামলা করেছিলেন। দুজনের মধ্যে এমন একটা বিবাদ বেধে গেল যে একে অপরের উপস্থিতি পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। পেটে যদি সামান্য একটু মদ পড়ত তাহলে তো নির্ঘাৎ মারামারি লেগে যেত। এমনি চলল প্রায় পাঁচ বছর ধরে। তারপরে একটি মৃত্যু ঘটল। প্রোভটাইড উৎসবের সময়ে খুন হয়ে গেল আমাদের প্রতিবেশীর ছেলে, ঝাড়াই-ঘরের মধ্যে। কে যেন ছেলেটার বুকের মধ্যে দিয়ে উকনঠেঙ্গা চালিয়ে দিয়েছে। দু-একটা ব্যাপার থেকে আমার কিন্তু ধারণা হল কাণ্ডটা আমার ভাইদের। খুনের তদন্ত হল কিন্তু খুনীদের ধরতে পারা গেল না। সরকারীভাবে বলা হল ছেলেটি মারা গিয়েছে মাতালদের কোন্দলে। এই ঘটনার পরে আমি বাবার কাছ থেকে চলে আসি আর মজুরগিরি করতে শুরু করি। তারপরে যুদ্ধে যাই। সেখানে মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় পড়তে হয় যখন জার্মানদের ভারী গোলা এসে পড়তে থাকে আর চারদিকের মাটি কালো ধোঁয়া হয়ে আকাশে ওঠে। তখন মনের মধ্যে এই চিন্তা ওঠে, 'এই নরকের মধ্যে আমি জীবন কাটাচ্ছি কার জন্যে, কার সম্পত্তি রক্ষা করতে?' মাঝে মাঝে এমনই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হতে থাকে যে ইচ্ছে হয় একটা পেরেক হয়ে যাই—যাতে একেবারে মাথা পর্যন্ত মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে থাকতে পারি। ভয়ংকর, অতি ভয়ংকর সেই অবস্থা! গ্যাসের একটা দমক আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় আর তাতে আমার শরীর বিষাক্ত হয়ে পড়ে। এখনো আমি যদি সামান্য একটু পাহাড়ে উঠি, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আর মাথার মধ্যে রক্ত ছুটে যায়—বুঝতে পারি না আবার নিচে নামতে পারব কিনা। যাই হোক, ফ্রন্টে থাকার সময়ে দু-একজন প্রাজ্ঞ লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়, তাঁদের কাছে কিছু কথা শুনি এবং বলশেভিক হয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি। আর তারপরে গৃহযুদ্ধের সময়ে আমি শুয়োরগুলোকে একেবারে কচুকাটা করেছিলাম—কোন দয়া দেখাইনি! কাস্তোরনায়াতে আমার সামনেই একটা গোলা ফাটার জন্যে আমার স্নায়ু বিকল হয়ে যায়। তখন থেকেই মাঝে মাঝে আমি মূর্ছা যেতে শুরু করি। তবে এখন এই পদকটি,' এই বলে নাগুলনভ তার প্রকাণ্ড হাতের তালুটা সম্মান-ভূষণের ওপরে রাখল, তার গলার স্বরে ফুটে উঠল অদ্ভুত এক উষ্ণতা, 'এই পদকটি আবার আমার বুকে বল আনে। আমার তখন মনে হতে থাকে কমরেড, আমি যেন আবার সেই গৃহযুদ্ধের দিনগুলিতে, সেই ফ্রন্টলাইনে ফিরে গিয়েছি। আমাদের

অবশ্যই ভালো করে শেকড় গাড়তে হবে, যৌথখামারের মধ্যে সবাইকে টেনে আনতে হবে। বিশ্ব-বিপ্লবের আরো কাছাকাছি যেতে হবে!'

'তিৎ বোরোদিনকে আপনি ভালো করে চেনেন?' হাঁটতে হাঁটতে চিন্তাগ্রস্ত—ভাবে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'চিনি বৈকি, ভালো করেই চিনি। আমরা ছিলাম বন্ধু, কিন্তু ওর ওই সম্পত্তির ওপরে প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকার দরুন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ১৯২০ সালে ও আর আমি দোনেৎস অঞ্চলের একটি জেলায় কুলাক-বিদ্রোহ দমন করেছিলাম। সেখানে ছিল অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দল ও স্পেশাল ডিউটির একটি দল। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকে ঘায়েল হয়েছিল গ্রামের বাইরে যেতে গিয়ে। সেদিন রাতে তিতোক কুঁড়েতে ফিরে এল একটা পুঁটুলি হাতে নিয়ে। পুঁটুলিটা ঝাড়া দিতেই মেঝের ওপরে পড়ল কুপিয়ে কেটে নেওয়া আটটা পা। কে যেন চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি কি উন্মাদ হলে নাকি! এগুলো এখান থেকে সরিয়ে নাও!' কিন্তু তিতোক তাকে বলে, 'এই নরকের কীটগুলো আর কখনোই বিদ্রোহ করবে না। কিন্তু আমি এদিকে চারজোড়া বুটজুতো পেয়ে যাচ্ছি। আমি আমার বাড়ির সবাইকে পায়ে পরার মতো কিছু দিতে পারব।' চুল্লির আগুনে গরম করে সে পাগুলো থেকে বরফ ঝরিয়ে ফেলল, তারপরে বুটগুলো পা থেকে খুলতে শুরু করল। জুতোগুলো টেনে খোলার আগে হাতের তলোয়ার দিয়ে জুতোর সেলাই কাটল। তারপরে খালি পা-গুলোকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা খড়ের গাদার নিচে ঠেলে দিল। ফিরে এসে বলে, 'ওগুলোকে কবর দিয়ে এলাম।' আমরা যদি তখন ব্যাপারটা জানতে পারতাম তাহলে ওখানেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলতাম। কিন্তু ওর কমরেডরা ব্যাপারটা ফাঁস করেনি। পরে আমি নিজে ওকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। ও বলেছে, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। জুতোগুলো বরফে এমন জমাট বেঁধে গিয়েছিল যে আমি টেনে খুলতে পারিনি। তাই আমার তলোয়ার দিয়ে কেটে বার করেছি। আমি তো মুচী, তাই, অমন ভালো ভালো জুতো মাটিতে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে দেখে খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার নিজেরই খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে এমনকি রাত্তিরবেলা ঘুম ভেঙে যায়, আর আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে বলি, আমাকে দেয়ালের দিকে শুতে দাও, কেননা বাইরের দিকে শুতে আমার ভয় করে। এই যে, আমরা এসে গিয়েছি।' নাগুলনভ উঠোনে ঢুকে গেল, তারপরে ঘটাং করে আওয়াজ তুলে দরজার তালা খুলল।

পাঁচ

আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভকে সৈন্যদলে পাঠানো হয়েছিল ১৯১৩ সালে। সে সময়ের নিয়ম অনুযায়ী তার উচিত ছিল ডিউটি করার জন্যে নিজের ঘোড়ায় চেপে হাজির হওয়া। কিন্তু তার তখন এমন টাকা ছিল না যা দিয়ে, কসাকদের যেমন উর্দি পরতে হয়, এমনকি তেমন একটি উর্দিও কিনতে পারত—ঘোড়ার কথা বাদই দেওয়া যাক। তার বাবা তার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন শুধু তার ঠাকুরদার তলোয়ারটি, একটা পুরনো ফাটাছেঁড়া খাপের মধ্যে। কী নির্মম হীনতা তাকে সহ্য করতে হয়েছিল সেকথা আন্দ্রেই কখনো ভুলবে না। গ্রামের একটি সভায় বৃদ্ধরা স্থির করে সাধারণের খরচে তাকে সৈন্যদলে পাঠানো হবে। তারা তাকে কিনে দেয় শস্তাদামের একটি তামাটে ছ্যাকরা ঘোড়া, একটি জিন, দুটি স্থূলকোট, দুটি পাৎলুন ও একজোড়া জুতো। বৃদ্ধরা আন্দ্রেইকে বলে, 'আন্দ্রুশা, বারোয়ারী খরচে আমরা তোমাকে পাঠাচ্ছি। আমাদের এই দয়ার কথা ভুলো না, গ্রামের মুখ রেখো, উত্তমরূপে জারের সেবা কোরো!'

কিন্তু পাল্লা দিয়ে যখন দৌড় হত তখন ধনী কসাকদের ছেলেরা তীরের মতো ছুটত কোরোলকোভস্কির আস্তাবল থেকে আনা ফৌজী ঘোড়ায় কিংবা প্রোভালিয়ে থেকে আনা উত্তমরূপে পালিত ঘোড়ায় চেপে, তাদের ঘোড়ার জিন ও বল্গা হত রুপোয় খোদাই করা, তাদের পরনে থাকত সর্বাধুনিক ফ্যাশনের উর্দি। স্থানীয় পরিষদ আন্দ্রেইর জমির খানিকটা অংশ অধিকার করে নিয়েছিল এবং আন্দ্রেই যে-সময়টায় অন্যদের সম্পত্তি ও স্বচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন রক্ষা করার জন্যে ফ্রন্টে বীরত্ব দেখাচ্ছিল তখন পরিষদ আন্দ্রেইর সেই জমি ভাড়া দিয়ে দেয়। জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্দ্রেই তিনটি সেণ্ট জর্জ ক্রস লাভ করে। এই "ক্রসের" টাকা আন্দ্রেই পাঠিয়ে দেয় তার বাড়িতে, বৌ ও মায়ের কাছে। এই টাকাটা পেয়েছিল বলেই বৃদ্ধা ও তার পুত্রবধূ বেঁচে থাকতে পেরেছিল—বৃদ্ধার খিন্ন ও ক্লিষ্ট জীবনে এইটুকুই বরং অনেক দেরিতে পাওয়া সান্ত্বনা।

শরৎকালে, যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ, আন্দ্রেইর স্ত্রী শস্য মাড়াইয়ের কাজ নিয়েছিল

এবং কিছু টাকা বাঁচিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ফ্রন্টে চলে এসেছিল। কয়েকটা দিন ছিল সেখানে (আন্দ্রেই ছিল ১১শ ডন কসাক বাহিনীতে এবং এই বাহিনী তখন বিশ্রাম নিচ্ছিল) এবং স্বামীর আলিঙ্গনে থেকেছিল। রাত-গুলো কেটেছিল গ্রীষ্মের আকাশে বিদ্যুৎচমকের মতো। কিন্তু ডানায় ভর দেওয়া পাখিকে কিংবা স্ত্রীলোকের ক্ষুধার্ত কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে খুব কি বেশি সময় লাগে? চোখে নতুন আলো নিয়ে সে দেশে ফিরে আসে। তারপরে সময় হলে পরে, চিৎকার না করে, চোখের জল না ফেলে, যেন ঘটনাক্রমে হয়ে যাচ্ছে এমনিভাবে,একেবারে চষা মাঠের মাঝখানে, একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়—দেখতে আন্দ্রেইর মতো।

১৯১৮ সালে অল্পসময়ের জন্যে গ্রেমিয়াচি লগে ফিরে এসেছিল আন্দ্রেই। বেশি দিন গ্রামে থাকেনি। গোলাঘরের খসে-পড়া কড়ি ও বরগাগুলো সারিয়েছিল, চার কি পাঁচ একর জমি চাষ করেছিল, তারপরে পুরো একটা দিন কাটিয়েছিল নিজের বাচ্চা ছেলের সঙ্গে খেলা করে। বাচ্চাকে বসিয়েছিল সৈনিকের জীবনের গন্ধে ভরপুর নিজের মোটাসোটা কাঁধের ওপরে, অলিন্দে বাচ্চার সঙ্গে ছুটোছুটি করেছিল আর হেসেছিল। কিন্তু তার বৌ লক্ষ করেছিল, তার ঝকঝকে কিন্তু যেন ক্রুদ্ধ চোখদুটোর কোণে জল জমে উঠছে। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বৌ জিজ্ঞেস করে, 'আন্দ্রুশা, তুমি কি চলে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ, কাল। আমার জন্যে কিছু খাবার তৈরি করে দিয়ো।'

পরদিন সকালে আন্দ্রেইর বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছিল মাকার নাগুলনভ, চৌকিদার লুবিশকিন, তিৎ বোরোদিন ও ফ্রন্ট থেকে আসা আরো আটজন কসাক। অল্প আস্তরণ পড়া ঘোড়াগুলো তাদের শক্ত করে বাঁধা জিনের ওপরে সওয়ারদের নিয়ে হাওয়াকল পার হয়ে চলে গিয়েছিল, তাদের গ্রীষ্মে পরানো খুর থেকে বসন্তের যে হালকা ধুলো উঠেছিল তা পাক খেয়ে খেয়ে বহুক্ষণ ধরে ভেসে বেড়িয়েছিল।

সেদিন গ্রেমিয়াচি লগের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গিয়েছিল ঝাঁকে ঝাঁকে কালো জলামুরগি ও বুনোহাঁস—বসন্তের জলের ওপর দিয়ে, স্তেপভূমির ওপর দিয়ে, বিশাল নীল জগৎ পেরিয়ে, উঁচু বাতাসে দ্রুতগতিতে।

কামেনস্কায়াতে আন্দ্রেইকে পেছনে রেখে তার কমরেডরা চলে যায়। ভোরোশিলভের একটি ইউনিটের সঙ্গে সে মোরোজোভস্কায়ার ওপর দিয়ে জারিৎ-সিনের দিকে এগিয়ে চলে। আরো তিনমাস পরে আন্দ্রেইকে দেখা যায় হাত-

বোমার টুকরোর সামান্য আহত হয়ে ক্রিভায়া মুক্‌গার ফিল্ড-হাসপাতালে শুয়ে থাকতে। এই সময়ে ঘটনাক্রমে গ্রামের একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তার কাছ থেকে শোনে যে পোদ্‌তিয়োলকভের বাহিনীর পরাজয়ের পরে গ্রেমিয়াচি লগের শ্বেত কসাকরা আন্দ্রেইর ওপরে, রেডদের সঙ্গে তার যোগ দেওয়ার জন্যে, প্রতিহিংসা নিয়েছে। জংলী রঙ্গ করেছে তার বৌয়ের সঙ্গে আর সারা গ্রামের মানুষ সেটা জেনে গিয়েছে। এই ভয়ংকর লজ্জা সহ্য করতে না পেরে ইয়েভদোকিয়া আত্মহত্যা করেছে।

...তুষারঝরা দিন। ডিসেম্বরের শেষ। গ্রেমিয়াচি লগ। ঘরবাড়ি, গোলাঘর, বেড়া, গাছ, সবই তুষারঢাকা। দূরের পাহাড়ের ওপারে লড়াই। জেনারেল গুসেল্‌শ্‌চিকভের কামানের গুমগুম গর্জন।

সন্ধ্যার দিকে একটা ফেনা-ওঠা ঘোড়ার পিঠে চেপে আন্দ্রেই গ্রামে ঢুকেছিল। সেদিনের কথা এমনকি এখনো তার মনে পড়ে। শুধু একবার চোখ বুঁজলেই সমস্ত স্মৃতি ভিড় করে দাঁড়ায়। সদরের কিঁচকিঁচ শব্দ। হাঁপাতে হাঁপাতে আন্দ্রেই শ্রান্ত ক্লান্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে আসে উঠোনের মধ্যে। তার মা খালিমাথায় ছুটে বেরিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে।

আর তারপরে কিভাবেই-না আন্দ্রেইর কানে বিদ্ধ হয় মায়ের শোকার্ত বিলাপ!

'ওরে, বাছা আমার! ও তো চিরকালের জন্যে চোখ বুঁজেছে!'

মনে হচ্ছিল আন্দ্রেই যেন পরের বাড়ির উঠোনে এসেছে। বারান্দার খুঁটির সঙ্গে লাগামটা বেঁধে রেখে সে ঘরের ভেতরে ঢোকে। চোখ গর্তে ঢোকানো, মড়ার চোখের মতো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শূন্য ঘরটাকে, শূন্য দোলনাটাকে।

'ছেলেটা কোথায়?'

অ্যাপ্রনে মুখ ঢাকা দিয়ে অল্প কয়েক গাছি পাকা চুল সমেত মাথা নাড়ায় তার মা।

কী বলতে চায় তার মা, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

'ছোট্ট সোনাকে আমি বাঁচাতে পারিনি। ইয়েভদোকিয়া যাবার পরে দু হপ্তার মধ্যেই...গলার অসুখ।'

'তোমার কান্না থামাও। আমি যদি একটু...যদি একটু কাঁদতে পারতাম! ইয়েভদোকিয়ার গায়ে কে হাত দিয়েছিল?'

'মাড়াই-ঘরে ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আনিকেই বেজিয়াৎকিন। চাবুক মারতে মারতে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিল...তারপরে অন্তরের ডেকে এনেছিল... তলোয়ারের খাপ দিয়ে মারতে মারতে ওর সারা শরীরে কালশিটে পড়িয়ে দিয়েছিল। কালো হয়ে গিয়েছিল ওর সারা শরীর। শুধু ওর চোখ দুটো...

'লোকটা কি এখন বাড়িতে আছে?'

'ওরা যখন পিছু হটে তখন সেও চলে চলে গিয়েছে।'

'ওর পরিবারের কেউ বাড়িতে আছে?'

'ওর বৌ আর বুড়ো বাপ। আন্দ্রুশা ওদের শাস্তি দিয়ো না! ওর পাপের জন্যে ওদের দোষ দেওয়া চলে না।'

'বটে! তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি!'

আন্দ্রেইর মুখখানা কালো হয়ে ওঠে আর তার দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলে ব্লুসকোট, টিউনিকের কলার ও তার নিচের শার্ট। খোলা বুকের পাঁজর লোহার জলের পাত্রের ওপরে চেপে ধরে সে জল খায়, পাত্রের লোহার কিনারের ওপরে দাঁত কিড়মিড় করে। তারপরে উঠে দাঁড়ায় এবং চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে;

'মা, মরবার আগে ও কি আমার জন্যে কিছু খবর রেখে গিয়েছে?'

মা গিয়ে ঘরের কোণে খোঁজাখুঁজি করে আর ঠাকুরের মূর্তির পেছন থেকে বার করে আনে একটুকরো হলদে হয়ে যাওয়া কাগজ। আন্দ্রেই যেন শুনতে পায় তার মৃতা স্ত্রী কথা বলছে: আন্দ্রুশা প্রিয়তম! শয়তানগুলো আমাকে নোংরা করে দিয়েছে। আমাকে নিয়ে, তোমার ওপরে আমার ভালোবাসা নিয়ে ওরা রঙ্গ করেছে। তোমাকে আর কোনোদিনও এই মুখ দেখাব না, এই জগতের কোনো কিছুকে নয়। একটা নোংরা অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকতে আমার বিবেকে বাধছে। আন্দ্রুশা আমার, সবচেয়ে প্রিয় ফুল আমার! রাত্তিরবেলা আমি ঘুমোতে পারি না, চোখের জলে আমার বালিশ ভিজে যায়। আমাদের ভালোবাসার কথা মনে পড়ে, অন্য জগতে গিয়েও মনে রাখব। আর এখন আমার শুধু একটাই দুঃখ রয়ে গেল—তোমার জন্যে আর ছোট খোকার জন্যে, আর এই এইজন্যে যে আমাদের জীবন ও আমাদের ভালোবাসার আয়ু ছিল এতই কম। তুমি আরেকটিকে ঘরে এনো, লক্ষীটি, সে আমাদের ছোটখোকাকে যত্ন করবে। তুমিও কোরো, আমাদের এই অনাথ খোকা। মাকে বোলো আমার স্কার্ট আর

শাল আর ব্লাউজ যেন আমার বোনকে দিয়ে দেয়। আমার বোন বিয়ের কনে, ওগুলো তার দরকার।'

কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আন্দ্রেই হাজির হয় দেভিয়াৎকিনের বাড়িতে, ঘোড়া থেকে নামে, খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করে নেয়, সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যায়। আন্দ্রেইকে দেখে আনিকেই দেভিয়াৎকিনের বাবা—লম্বা, পাকাচুল এক বুড়ো—বুকের ওপরে ক্রসচিহ্ন আঁকে আর ঠাকুরের সামনে গিয়ে নতজানু হয়।

'আন্দ্রেই স্তেপানিচ!' বুড়ো শুধু এই কথাটুকুই বলতে পারে আর তারপরে আন্দ্রেইর পায়ের কাছে মাথা নামায়, টাক-পড়া গোলাপী মাথার তালু সে আর মেঝে থেকে তোলে না।

'তোমার ছেলের জন্যে তোমাকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে!' বুড়োর পাকা দাড়ি বাঁ-হাতে মুঠো করে ধরে আন্দ্রেই, লাথি মেরে দরজা খোলে, তারপরে বুড়োকে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনে।

চুল্লির ধারে বুড়ী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। কিন্তু বুড়ীর ছেলের বৌ—আনিকেইর বৌ—তার ছেলেমেয়েগুলোকে এক ঝটকায় জড়ো করে ফেলে (তার ছেলেমেয়ে ছ'টি), তারপরে কাঁদতে কাঁদতে অলিন্দে ছুটে বেরিয়ে আসে। আন্দ্রেই তখন পেছনদিকে ঘাড় বাঁকিয়ে বুড়োর গলার ওপরে তলোয়ার তুলেছে, তাকে দেখাচ্ছে বাতাসে জীর্ণ হওয়া স্তেপভূমির হাড়ের মতো ফ্যাকাশে। এমনি সময়ে শিকনি-পড়া মুখ নিয়ে একদঙ্গল বাচ্চা ট্যা-ভ্যাঁ করতে করতে তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

'খুন করো! সবকটাকে খুন করো! ওগুলো সব আনিকেইর ছানাপোনা! আমাকে খুন করো!' চিৎকার করতে করতে আনিকেইর বৌ আন্দ্রেইর কাছে চলে আসে, তার ব্লাউজের বোতাম খোলা, শুকনো চিমড়ে দুটো মেনা ঝুলঝুল করে দুলছে। আর বাচ্চাগুলো তার পায়ের কাছে ভিড় করে আসে। আন্দ্রেই টলতে টলতে সরে আসে, পাগলের মতো চারদিকে তাকায়, তলোয়ারটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, বেসামাল পা ফেলে ঘোড়ার কাছে চলে আসে। আনন্দে আর স্বস্তিতে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো লোকটা আন্দ্রেইর পিছু পিছু সদর পর্যন্ত চলে আসে, চেষ্টা করে আন্দ্রেইর জিনের রেকাবে চুম্বন করতে। কিন্তু আন্দ্রেই প্রচণ্ড বিরক্তিতে ঝাঁকুনি দিয়ে পা সরিয়ে নেয় এবং ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'তোমার কপাল ভালো! ওই বাচ্চাগুলোর জন্যে!'

ঘরে ফিরে তিনদিন ধরে সে ঘরে চোলাই করা মদ টেনে চলে, মাতাল হয়ে গিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদে, দ্বিতীয় রাতে সেই গোলাঘরটায় আগুন ধরিয়ে দেয় যেখানে ইয়েভদোকিয়া গলায় দড়ি দিয়েছিল, তারপরে চতুর্থ দিনে ফোলা-ফোলা বীভৎস মুখ নিয়ে শান্তভাবে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়। ছেলের মাথা বুকের ওপরে চেপে ধরার সময়ে মায়ের এই প্রথম নজরে পড়ে যে ছেলের মাথার সোনালী চুলের গুচ্ছের মধ্যে স্তেপের শুকনো ঘাসের মতো সাদা ছিটে লেগেছে।

দু-বছর পরে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে আন্দ্রেই গ্রেমিয়াচিতে ফিরে আসে। একবছর সে ডনের ঊর্ধ্ব-অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় একটি দানাশস্য-আদায়কারী দলের সঙ্গে, তারপরে চাষ-আবাদে ফিরে আসে। মা তাকে বিয়ে করতে বলে, জবাবে চুপ করে থাকে সে। কিন্তু একদিন মা একেবারে নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে।

'বিয়ে করে ফেল, আন্দ্রুশা! আমি আর বেশিদিন হাঁড়িকলসি তুলতে পারব না। যে কোনো মেয়ে তোকে বিয়ে করতে চাইবে। তুই আমাকে বল, কার কাছে ঘটক পাঠাব।'

'মা, আমার কাছে বিয়ের কথা তুমি বলতে এসো না, বিয়ে আমি করব না।'

'ওই তোর এক কথা! নিজের দিকে তাকিয়ে দেখিস তো, তোর মাথার চুলে এরই মধ্যে পাক ধরেছে। কবে আর মনস্থির করবি? নাকি সমস্ত চুল পেকে সাদা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাস? মায়ের কথা তো আর ভাবিস নে! কোথায় আমি ভাবলাম যে নাতিপুতি মানুষ করব। দুটো ছাগলের গা থেকে যথেষ্ট পশম আমি তুলতে পেরেছি। ভাবছিলাম বাচ্চাদের জন্যে দুটো মোজা বুনি। বাচ্চাদের ধোয়ানো-মোছানো চান-করানো, এই তো কাজ হওয়া উচিত ছিল আমার এখন। এই বয়েসে আর কি গোরুর দুধ দুইতে পারি, বড্ডোই কষ্ট হয়—আঙুলগুলো বশে আনতে পারি না।' তারপরে কাঁদতে শুরু করে, 'কাকে তোর পছন্দ আমি জানি না, আমি আর কি করে জানব! শুধু গোমড়ানি আর বুকুনি! হতচ্ছাড়া ছেলে, একটা কিছু বলবি তো!'

টুপিটা তুলে নিয়ে আন্দ্রেই নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু বুড়ী তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সব সময়েই এই নিয়ে তার কথাবার্তা হয়, ফিসফিসানি ও শলা-পরামর্শ চলে।

আন্দ্রেই গম্ভীরমুখে জোরের সঙ্গে বলে, 'এই বাড়িতে ইয়েভদোকিয়ার পরে আর কাউকে আমি পেতে চাই না।'

অল্পদিনের মধ্যেই মায়ের রাগ গিয়ে পড়ে মৃতা পুত্রবধূর ওপরে।

'ওই সাপিনী ওকে তুক করেছে', আটচালায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়, কিংবা সন্ধেবেলা যাদের সঙ্গে গোল হয়ে বসে সেই বুড়ীদের কাছে কথাটা বলে সে। 'ও তো গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল, কিন্তু এখন দেখছি ছেলেটার জীবনও নিতে চলেছে। অন্য কাউকে ও ঘরে আনবে না। কিন্তু আমার কথা ভাবো দিকি। হায় গো হায়, অন্যদের নাতি-নাতনীদের দেখি আর আমার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আর সব বুড়োমানুষ তাদের বুড়োবয়সে কত-না আনন্দ কত-না আরাম পায়, কিন্তু আমার অবস্থা দেখ দিকি, ঠিক যেন নালার কাঠবেড়ালির মতো।'

সে-বছর আন্দ্রেই মারিনাকে পেয়ে যায়। মারিনা হচ্ছে জারের সৈন্যবাহিনীতে অশ্বারোহী সার্জেন্ট মিখাইল পোয়ারকভের বিধবা, মিখাইল পোয়ারকভ নোভোচেরকাস্‌ক-এ নিহত হয়েছে। মারিনার বয়স সেই শরতে চল্লিশ ছুঁয়েছে, কিন্তু তার তেজী গোলগাল শরীরে ও ঘোর গায়ের রঙে তখনো স্তেপভূমির মনোরম সৌন্দর্য থেকে গিয়েছে।

মাসটা অক্টোবর, মারিনার ঘর নলখাগড়া দিয়ে ছেয়ে দেয় আন্দ্রেই। সন্ধের ঠিক আগে মারিনা তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নেয়, নিপুণভাবে টেবিল সাজায়, তার সামনে রাখে একপ্লেট বোর্শ্‌চ, তার হাঁটুর ওপরে পরিষ্কার একটা কাপড় বিছিয়ে দেয়, আর নিজে বসে টেবিলের অন্যদিকে দৃঢ় ধারালো চিবুক হাতের ওপরে রেখে। আন্দ্রেই একবার আড়চোখে তাকায় চকচকে কালো চুলের ভারী গুচ্ছ সমেত মারিনার গর্বিত মুখের দিকে। মারিনার মাথার চুল ঘন, কিন্তু দেখে মনে হয় ঘোড়ার কেশরের মতো খসখসে। কিন্তু তার ছোট ছোট কানদুটোকে ঘিরে সেই চুল ছেলেমানুষী অবুঝপনায় মোলায়েমভাবে পাক খেয়েছে। মারিনা তার লম্বা কালো ঈষৎ হেলানো চোখের পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আন্দ্রেইর দিকে।

'আরেকটু দিই?' মারিনা জিজ্ঞেস করে।

'বলছ যখন দাও আরেকটু।' আন্দ্রেই রাজী হয়, তারপরে সোনালী গোঁফ হাত দিয়ে মোছে।

বোর্শ্‌চ-এর মধ্যে আবার যখন চামচ ঢোকাতে যাচ্ছে, মারিনা আবার গিয়ে বসেছে উল্টো দিকে, তার দিকে তাকিয়ে আছে সতর্ক ও প্রত্যাশী চোখে, এমন

সময়ে আন্দ্রেইয়ের নজরে পড়ে যায় মারিনার ভরাট গ্রীবায় নীল একটা শিরা দপ্ দপ করছে। যে কোনো কারণেই হোক, এটা চোখে পড়ার পরে আন্দ্রেই বিব্রত হয়ে পড়ে এবং হাতের চামচ নামিয়ে রাখে।

'কী হল?' চোখের ভুরু তুলে মারিনা জিজ্ঞেস করে।

'অনেক খেয়েছি, আর না। তোমার ঘর ছাইবার জন্যে সকাল নাগাদ আবার আসব।'

মারিনা টেবিলটা ঘুরে এসে দাঁড়ায়। দৃঢ় ও ঘনসংবদ্ধ দাঁতগুলো একটু একটু করে মেলে ধরে হাসে, তারপরে আন্দ্রেইয়ের পিঠের ওপরে প্রকাণ্ড নরম বুক চেপে ধরে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, 'রাতটা থাকবে না গো?'

'তা পারি থাকতে।' কী বলবে বুঝতে না পেরে এইটুকুই মাত্র বলতে পারে আন্দ্রেই।

আর লোকটার বোকামির শাস্তি দেবার জন্যেই যেন মারিনা তার গোলগাল শরীরটা আনত করে।

'অনেক ধন্যবাদ, মহানুভব মহাশয়। এই গরিব বিধবা কৃতার্থ হল। আমি কিনা পাপিষ্ঠা, তাই ভয় করছিলাম মহাশয় হয়তো প্রত্যাখ্যান করবেন।'

ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দেয় মারিনা, অন্ধকারেই বিছানা পাতে, সামনের দরজায় ছিটকিনি তুলে দেয়, আর তারপরে খানিকটা অবজ্ঞা ও একটু যেন বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'ওহে কসাক, তোমার মধ্যে একটা বদখৎ দাগ থেকে গিয়েছে। রুশী ঝালাইকরের তৈরী তুমি।'

'কী বলতে চাও তুমি?' আন্দ্রেই রাগের সঙ্গে বলে ওঠে, পায়ের জুতো খুলতে গিয়েও খোলে না।

'তুমি মানুষটা অন্য আরও অনেকের মতোই। তোমার চোখের দৃষ্টিতে বেশ সাহস আছে। কিন্তু মেয়েমানুষকে তুমি ভয় পাও। অথচ শোনা যায় তুমি নাকি যুদ্ধের সময়ে মেডেল পেয়েছ!' মারিনার কথা জড়ানো, চুল খুলে দেবার পরে চুলের পিনগুলো সে দাঁতে ধরে আছে। 'আমার মিশা, তাকে মনে আছে তোমার? তুমি আমার সমান উঁচু, কিন্তু সে ছিল আমার চেয়ে একটু খাটো। আর কী তার বুকের পাটা, সেজন্যেই ওকে এত ভালোবাসতাম। সরাইখানায় একটা দৈত্যের সঙ্গেও সমানে লড়াই চালাত—নাক দিয়ে যদি রক্ত পড়ে, তবুও; সারা শরীরে যদি কালশিটে পড়ে যায়, তবুও। হয়তো এই কারণেই ও খুন হল। ও জানত আমি কেন ওকে ভালোবাসতাম···' মারিনা গর্বের সঙ্গে বলে।

আন্দ্রেইর মনে পড়ে, মারিনার স্বামী সম্পর্কে গ্রামের কসাকদের কাছে শোনা গল্প। মারিনার স্বামী যে-বাহিনীতে ছিল গ্রামের এই কসাকরাও ছিল সেই একই বাহিনীতে। মারিনার স্বামীর মৃত্যু তারা দেখেছে। একদিন অনুসন্ধানী রোঁদে বেরিয়ে মারিনার স্বামী তার সৈন্যদলকে নিয়ে ফেলেছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ বড়ো লালফৌজের একটি দলের বিরুদ্ধে। লালফৌজের দল হালকা একটা মেশিনগানের সাহায্যে তাদের হটিয়ে দিয়েছিল, খুন করেছিল চারজন কসাককে, আর মিখাইল পোয়ারকভকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকড়াও করতে চেয়েছিল। কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে, কাঁধের ওপর দিয়ে গুলি চালিয়ে সে তার অনুসরণকারীদের মধ্যে তিনজনকে হত্যা করেছিল, তারপরে সৈন্যবাহিনীর সেরা কসরতী অশ্বারোহীর সমস্ত দক্ষতা নিয়ে অর্ধ-চক্রাকারে ফিরতে শুরু করেছিল। হয়তো পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তার ঘোড়া একটা গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তার ফলে ঘোড়ার সওয়ারেরও পা ভাঙে। এইভাবেই দুঃসাহসী সার্জেন্টের জীবন শেষ।

পোয়ারকভের মৃত্যুর ঘটনা মনে পড়তে আন্দ্রেই হাসে।

মারিনা বিছানায় ঢোকে, ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে আন্দ্রেইর কাছে নিবিড় হয়ে আসে। আধঘণ্টা পরে পুরনো থেমে-যাওয়া কথায় জের টেনে আবার বলতে থাকে, 'মিশাকে ভালোবাসতাম তার সাহসের জন্যে, কিন্তু তোমাকে…এমনিই।' বলতে বলতে জ্বালা-ধরা ছোট কানটা চেপে ধরে আন্দ্রেইর বুকের ওপরে। আর আবছা আলোয় আন্দ্রেইর মনে হতে থাকে, তেজী তরুণ ঘোটকীর মতো মারিনার চোখ ঝকঝক করছে ও বিদ্রোহে জ্বলছে।

ভোর হবার ঠিক আগে মারিনা জিজ্ঞেস করে :

'ঘর-ছাওয়া শেষ করতে তুমি কি কাল আসবে?'

'নিশ্চয়ই আসব।' আন্দ্রেই অবাক হয়ে বলে।

'ওই নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।'

'কেন নয়?'

'তুমি কি মনে করো ঘর ছাইতে তুমি জান? এ-কাজ বুড়ো শচুকার তোমার চেয়ে ভালো করবে।' এই বলে মারিনা জোরে হেসে ওঠে, আমি তোমাকে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এ-কাজ করতে বলেছিলাম। নইলে আর কোন্ উপায়ে তোমাকে আমি এখানে নিয়ে আসতাম বলো? এজন্যে আমাকে দামও দিতে হল কম নয়। ছাদটা আবার সম্পূর্ণ নতুন করে ছাইতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই।'

দু দিন পরে বুড়ো শ্চুকার ছাদটা নতুন করে ছেয়ে দিয়ে যায়। আর আন্দ্রেইর কাজ যে কত খারাপ সে কথা জানিয়ে বাড়ির কর্ত্রীর কাছে যথেষ্ট রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করে।

তারপর থেকে আন্দ্রেই প্রতি রাতে মারিনার কাছে আসতে শুরু করে। তার চেয়ে দশবছরের বড়ো এই নারীর ভালোবাসা মিষ্টি মনে হতে থাকে তার কাছে—যেমন মিষ্টি প্রথম তুষারের ছোঁয়াচ লাগা শীতকালের বুনো আপেল।

অল্পকালের মধ্যেই দুজনের এই সম্পর্কের কথা গ্রামে জানাজানি হয়ে যায়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে ব্যাপারটাকে। আন্দ্রেইর মা কাঁদে আর পড়শীদের কাছে অনুযোগ জানায়, 'কী লজ্জা, মাগো! শেষকালে কিনা একটা বুড়ীর সঙ্গে গিয়ে জুটল!' কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সে ব্যাপারটাকে মেনে নেয়, আর কোনো অভিযোগ করে না। পাশের বাড়ির মেয়ে যে নিয়ুর্কার সঙ্গে আন্দ্রেই কখনো কখনো ঠাট্টাতামাশা ও খুনসুটি চালিয়েছে সে কিছুদিন আন্দ্রেইকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু শরৎকালে একদিন কাঠ কাটতে গিয়ে আন্দ্রেইর সামনাসামনি পড়ে যেতে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

'তাহলে একটা বুড়ী তোমাকে বেঁধে ফেলল', হাসিমুখে বলে সে, তার ঠোঁট কাঁপছে, তার চোখের পাতায় চিকচিক করছে যে জল সেটা গোপন করার কোনো চেষ্টাই তার নেই।

'এত শক্ত করে বেঁধেছে যে দম বন্ধ হয়ে আসছে', আন্দ্রেই চেষ্টা করে ঠাট্টা করে কথাটা উড়িয়ে দিতে।

'আরো কম বয়সের কাউকে পেলে না বুঝি?' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিয়ুর্কা জিজ্ঞেস করে।

'কিন্তু আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, এই আমি', আন্দ্রেই মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে নিজের পাকা চুল দেখায়।

'আর আমি, আমি একটা বোকা, তাই পাকাচুল মানুষটাকেও ভালো-বেসেছিলাম। ঠিক আছে, এই তাহলে শেষ!' মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে দূরে চলে যায়।

মাকার নাগুলনভ অল্পকথায় বলে, 'এতে আমার সায় নেই, আন্দ্রেই। ওই মেয়েমানুষ তোমাকে সার্জেণ্ট বানিয়ে তুলবে, তোমাকে এক ক্ষুদে সম্পত্তির মালিক করে ছাড়বে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম, এটুকুও বুঝতে পার না?'

'তাহলে বাপু, ঠিকঠাক ওকে বিয়েই করে ফেল', মনের এক উদার মুহূর্তে মা হঠাৎ মত দিয়ে ফেলে, 'ও-ই আসুক আমার বৌমা হয়ে।'

'কী হবে', আন্দ্রেই এড়িয়ে যাওয়া গোছের জবাব দেয়।

মারিনাকে দেখে মনে হয় তার বয়স কুড়ি বছর কমে গিয়েছে। রাত্তিরবেলা সে আন্দ্রেইর কাছে আসে তার ঈষৎ হেলানো চোখে শান্ত একটা দীপ্তি নিয়ে, তাকে জড়িয়ে ধরে একজন পুরুষমানুষের জোর নিয়ে, আর সকাল না হওয়া পর্যন্ত তার ফোলা ফোলা নিটোল গালের উজ্জ্বল ঝলক অম্লান থাকে। টুকরোটাকরা সিল্কের কাপড় জোড়া লাগিয়ে সে আন্দ্রেইর জন্যে তামাকের থলে সেলাই করে দেয়, অনুগত চোখে আন্দ্রেইর প্রতিটি চালচলন লক্ষ করে, আন্দ্রেইকে খুশি করার জন্যে যথাসাধ্য সবকিছু করে, আর তখনই তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে অতিশয় একটা ঈর্ষা ও আন্দ্রেইকে হারাবার ভয়। তখন সে সভাসমিতিতে যেতে শুরু করে, শুধু এইটুকু দেখার জন্যে যে সভায় উপস্থিত ছুকরিগুলোর সঙ্গে আন্দ্রেই ফষ্টিনষ্টি করে কিনা। এমনও তো হতে পারে, কোনো একটা ছুকরির ওপরে আন্দ্রেইর চোখ থেকে গিয়েছে? এমনি ধরনের অযাচিত রক্ষণাবেক্ষণে গোড়ার দিকে আন্দ্রেই খুবই বিরক্ত হতও মারিনাকে ধমক দিত। কিন্তু তারপরে ব্যাপারটায় সে অভ্যস্ত হয়ে যায়, এবং এমনকি এতে তার পুরুষোচিত গর্ববোধও তৃপ্তিলাভ করে। ভালোবাসার একটা জোয়ারে ভেসে গিয়ে মারিনা তার স্বামীর সমস্ত পোশাক আন্দ্রেইকে দিয়ে বসে। ফলে, যে আন্দ্রেই আগে চলাফেরা করত ঠিক একটা কাকতাড়ুয়ার মতো বেশে, সে-ই এখন নির্লজ্জের মতো উত্তরাধিকারীর ভোগদখল কায়েম করে এবং সার্জেন্টের চওড়া মুড়ির পাৎলুন ও শার্ট গায়ে চড়িয়ে গ্রেমিয়াচির চারদিকে আস্ফালন করে ঘুরে বেড়ায়। জামাটার হাতা ও কলার তার শরীরের পক্ষে স্পষ্টতই আঁটো।

মারিনাকে সে সাহায্য করে ক্ষেতি করে দিয়ে আর শিকার থেকে তার জন্যে নিয়ে আসে একটা খরগোশ বা তিতিরপাখি। কিন্তু মারিনা কখনো নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে না, আন্দ্রেইর মার যেটুকু প্রাপ্য তা থেকে বঞ্চিত করে না তাকে—যদিও আন্দ্রেইর মাকে মনে মনে শত্রুজ্ঞান করে।

ক্ষেতি করার ব্যাপারেও মারিনা যে কম অপারগ তা নয়, পুরুষমানুষের সাহায্য ছাড়াও অনায়াসে তার চলে। কতবার যে রাজমিস্ত্রোৎনভ গোপন আনন্দ নিয়ে লক্ষ করেছে লাল লতানে আগাছা জড়ানো তিনপুড গম মারিনা বেলচা দিয়ে তুলছে, ফসল কাটার যন্ত্রের ওপরে বসে ঝনঝন করে চলা ফলাগুলোর

তলা থেকে মোটা মোটা দানাওলা বার্লির তাল ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। পুরুষোচিত ক্ষিপ্রতা ও শক্তি মারিনার প্রচুর আছে। এমনকি ঘোড়ার লাগাম পরায় পুরুষের মতো ধরনে—গলবন্ধের কিনারে পা দিয়ে চেপে ধরে চামড়ার ফিতে আঁট করার জন্যে টান দেয়।

যতোই দিন যেতে থাকে মারিনার প্রতি তার অনুভূতি পরিণত ও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। প্রথম স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু সেই স্মৃতির সঙ্গে আগেকার মতো তীব্র ব্যথা আর থাকে না। তবে কখনো-সখনো আনিকেই দেভিয়াৎকিনের বড়ো ছেলে, যে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ফ্যাকাশে হয়ে যায়—বাপ ও ছেলের মধ্যে চেহারার মিল বড়োই চোখে পড়ার মতো।

এতসবের পরে তার আছে কাজ, রুটির জন্যে লড়াই, প্রতিদিনের চক্র—যা একটু একটু করে তিক্ততা ও ঘৃণা দূর করে দেয় আর ব্যথাটা কমতে কমতে আবছা একটা টনটনানিতে এসে দাঁড়ায়। এমনি টনটনানি মাঝে মাঝে সে অনুভব করে তার কপালের কাটাচিহ্নে, যেটা সে লাভ করেছে একজন মাগিয়ার অফিসারের তলোয়ার থেকে।

•

সভা শেষ হবার পরে আন্দ্রেই সোজা চলে গেল মারিনার বাড়িতে। মারিনা উলে সুতো কাটতে কাটতে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিচু সিলিঙের ঘর, তার মধ্যে চুল্লির আগুন প্রচণ্ডভাবে জ্বলছে, আর ঘুমন্ত গুণগুণ আওয়াজ তুলছে সুতো কাটার কলের চাকা। কোঁকড়ানো লোমওলা একটা তিড়বিড়ে ছোট ছাগল তার ছোট ছোট খুরের খটখট আওয়াজ তুলে মাটির মেঝের ওপরে ছুটো-ছুটি করছে আর চেষ্টা করছে বিছানার ওপরে লাফিয়ে উঠতে।

রাজমিয়োৎনভ বিরক্ত হয়ে চোখ ঘোঁচ করল, 'তোমার ওই কল একটু-ক্ষণের জন্যে থামাও তো দিকি!'

প্যাডেল থেকে ছুঁচলো চটিতে গলানো তার পা সরিয়ে নিল মারিনা আর ঘোড়ার পাছার মতো চওড়া তার চমৎকার পিঠটা বেঁকিয়ে আলস্যের সঙ্গে আড়-মোড়া ভাঙল।

'মিটিঙে কী হল?'

'কাল থেকে আমরা কুলাকদের নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করার কাজে লাগছি।'

'সত্যি তাই?'

'গোটা মিটিং, গাঁয়ের প্রত্যেকটি গরিব মানুষ, আজ সন্ধেবেলা যৌথখামারে যোগ দিয়েছে।' জ্যাকেট না খুলেই আন্দ্রেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে আর গরম উলের পুঁটুলির মতো বাচ্চাটাকে তুলে নিয়েছে দু-হাতে, 'তোমার দরখাস্তখানা কাল দিয়ে এসো।'

'কিসের দরখাস্ত?' মারিনা অবাক।

'যৌথখামারে যোগ দেবার দরখাস্ত।'

মারিনা ফুঁসে উঠল, সুতো কাটার চরকাটাকে বেমক্কা একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল চুল্লির গায়ে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি? আমি কেন দরখাস্ত দিতে যাব?'

'মারিনা, এই নিয়ে তর্ক তুলো না। তোমাকে যৌথখামারে আসতেই হবে। নইলে আমার সম্পর্কে লোকে কী বলবে বলো। দেখ ওই লোকটাকে, ও অন্যদের যৌথখামারে যোগ দেবার জন্যে টেনে নিয়ে আসে, কিন্তু নিজের মারিনাকে যৌথখামারের বাইরে রেখে দেয়। আমার বিবেক আমাকে কামড়াবে।'

'যৌথখামারে আমি যোগ দেব না, লোকে যাই বলুক না কেন!' মারিনা বিছানার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। মারিনার গায়ের উষ্ণ ঘাম-ঘাম গন্ধ নাকে এল আন্দ্রেইর।

'তাই যদি হয়, মনে রেখ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।'

'আহা, আবার শাসানো হচ্ছে!'

'আমি শাসাচ্ছি না, কিন্তু এ ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়।'

'বেশ, যাও তাহলে! আমি যদি আমার গাইটা ওদের দিয়ে দিই তাহলে আমি খাব কি? তুমি যখন এখানে আস, তুমিও তো কিছু খেতে চাইবে।

'দুধ ভাগ করে নেওয়া হবে!'

'তাহলে মেয়েমানুষও কি ভাগ করে নেওয়া হবে নাকি? এজন্যেই কি তুমি শাসাচ্ছ?'

'এখন আমার উচিত ছিল তোমাকে ধরে ঠেঙানো। কিন্তু যে-কারণেই হোক ওটা এখন আমার ভালো লাগছে না!' বাচ্চাটাকে ধপাস করে মেঝের ওপরে বসিয়ে রেখে আন্দ্রেই হাত বাড়িয়ে তার টুপিটা নিল, তারপরে তার নরম স্কার্ফটা নিজের গলার চারদিকে ঠিক একটা ফাঁসের মতো পেঁচাতে লাগল।

'এই বাজে লোকগুলোর প্রত্যেককে সাধাসাধি করতে হচ্ছে, পায়ে ধরতে হচ্ছে! এমনকি মারিনা পর্যন্ত ঢু মারতে চায়। কালকের সাধারণ সভায় কী যে হবে কে জানে। ওদের যদি সত্যিই বড়ো বেশি কচলাই তাহলে ওরা আমাদের ধরে মার দেবে।' নিজের ঘরের দিকে হন হন করে যেতে যেতে রাগতভাবে কথাগুলো ভাবল সে। সারা রাত ঘুমোতে পারল না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল, দু-বার শুনতে পেল ময়দার লেই পরখ করার জন্যে মা বিছানা ছেড়ে উঠেছে। গোলাঘরে একটা মোরগ শয়তানের মতো জোরালো গলায় চেঁচাচ্ছে। আগামী কাল সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে সংশয় দেখা দিল। আর সন্দেহ জাগল যে দাভিদভের মতো নীরস কাঠখোট্টা একটা লোক (তার কাছে তাই মনে হয়েছে) হয়তো এমন কিছু অসাবধানী কাজ করে বসবে যা মাঝারি চাষীদের করে তুলবে যৌথখামারের বিরোধী। তখন মনে পড়ল দাভিদভের সেই শক্তসমর্থ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, তার দৃঢ়তাব্যঞ্জক আঁটোসাঁটো মুখ, তার মুখের দু-ধারের প্রত্যয়সূচক ভাঁজ, তার চোখের কৌতুকোজ্জ্বল প্রাজ্ঞ ভাব। মনে পড়ল সভায় লুবিশ্‌কিন যখন কথা বলছিল তখন কি ভাবে নাগুলনভের পিঠের আড়ালে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল দাভিদভ, আর লুবিশ্‌কিনের বক্তৃতা চলার সময়ে তার নিশ্বাসের সঙ্গে শুদ্ধ তারুণ্যমণ্ডিত ঝাঁঝ ছড়িয়ে বলেছিল, 'এই কমরেডটি চমৎকার মানুষ, কিন্তু তোমরা ওকে গড়িয়ে যেতে দিয়েছ, তোমরা ওকে শিক্ষা দাওনি, বলো ঠিক কিনা। ওর ওপরে আমাদের নজর দিতে হবে।' কথাগুলো মনে পড়ে যেতেই আন্দ্রেই আনন্দের সঙ্গে সিদ্ধান্ত করল, 'না, এই মানুষটি আমাদের কখনো পথে বসাবে না। এখন থাকছে মাকার—ওকে যে করে হোক সামলে রাখতে হবে। ও যে মেজাজ চড়িয়ে বসে আপেলের গাড়িটা উল্‌টিয়ে দেবে, তা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। ওর লেজের তলা দিয়ে বল্‌গা পরানো চাই, তাহলে আর কোনোকিছু ঠিকঠাক করার দরকার পড়বে না। কী ঠিকঠাক করা? একটা গাড়ি···আবার গাড়ি কেন? মাকার···তিতোক···আগামী কাল···' ঘুম এসে তার মনটাকে অবশ করে দিল। ঘুমিয়ে পড়ল আন্দ্রেই, তার মুখ থেকে আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ল একটা হাসি—পাতা থেকে শিশির গড়িয়ে পড়ার মতো।

ছয়

পরদিন সকালে প্রায় সাতটার সময়ে গ্রাম সোভিয়েতে হাজির হয়ে দাভিদভ দেখল গ্রেমিয়াচির গরিব চাষীদের মধ্যে থেকে চোদ্দজন ইতিমধ্যেই হাজির।

'আমরা তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, সেই ভোর থেকে।' নিজের প্রকাণ্ড তালুর মধ্যে দাভিদভের হাতটা মুড়ে নিয়ে লুবিশ্‌কিন হাসল।

'আমরা শুরু করে দিতে চাই।' শ্‌চুকারদাদু বুঝিয়ে বলল।

দাভিদভ যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিন এই শ্‌চুকারদাদুই মেয়েদের সাদা ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরে দাভিদভের সঙ্গে ঠাট্টা করেছিল। তারপর থেকে সেনিজেকে মনে করে এসেছে দাভিদভের ঘনিষ্ঠ পরিচিত জন, এবং অন্যদের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে দাভিদভকে সে ডাকে বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গতার সঙ্গে। সকালবেলা দাভিদভ এসে পৌঁছবার আগে সে বলেছিল, 'আমি আর দাভিদভ যেমনটি ঠিক করব সব-কিছুই ঠিক তেমনটি হবে। গত পরশুদিন আমরা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছি, সে ও আমি। খুব যে গুরুগম্ভীর আলোচনা করছিলাম তা অবশ্য নয়। বেশির ভাগ সময়েই কথা হচ্ছিল যৌথখামার তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে। ঠাট্টা তামাশা লোকটা ভালোবাসে, যেমন আমি বাসি।'

পরনের সাদা কোটটা দেখে শ্‌চুকারকে চিনতে পারল দাভিদভ। যদিও ইচ্ছে করে নয়, কিন্তু রুক্ষভাবে ঘা দিয়ে বসল তাকে, 'এই যে দাদু, তাহলে তুমি? ব্যাপারখানা দেখ, মনে আছে তো, গত পরশুদিন যেই না শুনলে আমি কেন এসেছি, খানিকটা যেন হতাশ হয়ে গেলে। এখন তুমি নিজেই যৌথখামারী হয়ে উঠেছ। ভালোই করেছ!'

'আসলে কি জান, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই চলে গিয়েছিলাম…' দাভিদভের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে শ্‌চুকার বলল।

স্থির হল যে কুলাকদের উৎখাত করার কাজ দুটো দলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রথম দলের হাতে থাকবে গ্রামের উত্তরের অর্ধাংশ, দ্বিতীয় দলের হাতে দক্ষিণের অর্ধাংশ। দাভিদভ চাইল নাগুলনভ প্রথম দলের নেতৃত্বে থাকুক,

কিন্তু নাগুলনভ সরাসরি অসম্মতি জানিয়ে বসল। তখন সবাই এমনভাবে তার দিকে তাকাতে লাগল যে ভীষণ একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়ে নাগুলনভ এক-পাশে ডেকে নিল দাভিদভকে।

'এটা আবার কি-রকমের চাল ?' দাভিদভ শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল।

'আমি বরং দ্বিতীয় দলটার সঙ্গে দক্ষিণের দিকে যাই।'

'তফাৎটা কি ?'

ঠোঁট কামড়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নাগুলনভ বলল, 'মানে, সেটা হল গিয়ে…দূর ছাই, তুমি তো সেই জানতে পারবেই! আমার স্ত্রী…লুশ্‌কা… ও থাকে তিমোফেইর সঙ্গে, কুলাক ফ্রল দামাস্‌কভের ছেলে। আমি ওখানে যেতে চাই না। লোকে কথা তুলবে। আমি দ্বিতীয় দলের সঙ্গে যাব। প্রথম দলের নেতৃত্ব নিক রাজমিয়োৎনভ।'

'তুমি কী বলো তার ঠিক নেই। লোকে কী বলবে তাই নিয়ে কত ভয়।…যাই হোক, আমি জোর করব না। আমার সঙ্গে দ্বিতীয় দলে চলে এসো।'

দাভিদভের হঠাৎ মনে পড়ল সেদিন সকালে নাগুলনভের বৌ যখন তাদের প্রাতরাশ দিচ্ছিল তখন তার রগের ওপরে একটা সবুজ ছোপ দেওয়া হলদে কালশিরে নজরে পড়েছিল। জামার মধ্যে খড়ের আঁটি ঢুকে গেলে যেমন অস্বস্তিতে ঘাড়ঝাড়া দিতে হয় তেমনিভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে আর চোখ খোঁচ করে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল, 'ওর চোখের কাছে ওই কালশিরেটা কি তুমি দিয়েছিলে ? ওর ওপরে মারধোর চালাও নাকি ?'

'না, আমি নই।'

'তাহলে কে ?'

'ওই লোকটা।'

'ওই লোকটা মানে ?'

'তিমোফেই। ফ্রলের ছেলে।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দাভিদভ চুপ, তারপরে রাগতভাবে ফেটে পড়ল, 'দূর ছাই! এসব আমার মাথায় ঢোকে না! চলো যাই, এসব ভাবনার সময় পরে পাওয়া যাবে।'

নাগুলনভ ও দাভিদভ, লুবিশ্‌কিন, শচুকারদাদু ও আরো তিনজন কসাক গ্রাম গোভিয়েত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

'কাকে দিয়ে শুরু করব ?' নাগুলনভের মুখের দিকে না তাকিয়ে দাভিদভ

জিজ্ঞেস করল। একটু আগে দুজনের মধ্যে যে-সব কথা হয়েছে তারপরে দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অপ্রস্তুত বোধ করছে।

'ত্রিতোককে দিয়ে।'

নিঃশব্দে তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। কৌতূহলের সঙ্গে মেয়েরা ঘরের জানলা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তাদের। একদল বাচ্চা পিছু-পিছু আসতে চাইছিল। কিন্তু লুবিশ্‌কিন বেড়া থেকে একটা গাছের ডাল টেনে তুলতেই বাচ্চারা গতিক বুঝে সরে পড়ল। ত্রিতোকের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে নাগুলনভ অনেকটা যেন জনান্তিকে বলল, 'যৌথখামারের পরিচালনা দপ্তরের জন্যে এই বাড়িটা চমৎকার হবে। বাড়িটা বেশ বড়ো। আর গোলাঘরগুলোকে করে তোলা যাবে যৌথখামারের আস্তাবল।'

বাড়িটা প্রকৃতই বড়ো। ত্রিতোক বাড়িটা কিনেছিল ১৯২২ সালের দুর্ভিক্ষের বছরে, পাশের গ্রাম তুবিয়ানস্কোয়-এ। দাম হিসেবে দিয়েছিল একটা দুধ-মরা গাই ও এক হন্দর গম। পরবর্তী কালে পূর্বতন মালিকের গোটা পরিবার মারা যায় এবং এই লজ্জাকর লেনদেনের দায়ে ত্রিতোককে আদালতে উপস্থিত করার জন্যে কেউ থাকে না। তারপরে বাড়িটা সে তুলে নিয়ে এসেছে গ্রেমিয়াচিতে, নতুন ছাদ দিয়েছে, তক্তা দিয়ে শক্তপোক্ত গোলাঘর ও আস্তাবল বানিয়েছে, এবং স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করেছে। ছাদের রঙ-করা কার্নিশ থেকে ঝুলছে অলংকার-পূর্ণ স্লাভোনিক হরফে লেখা একটি সাইনবোর্ড:

টি কে বোরোদিন খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৩

কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাড়িটা খুঁটিয়ে লক্ষ করল দাভিদভ। সদর দিয়ে প্রথমে ঢুকল নাগুলনভ। গেট আটকাবার আংটাটা তুলতেই ক্লিক করে যে আওয়াজ হয়েছে তাতেই গোলাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে নেকড়ে-রঙের বিশাল এক গ্রেহাউণ্ড। ঘেউ-ঘেউ করেনি, সামনের দিকে লাফ দিয়েছে আর পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখে পড়ছে তার সাদা লোমে ঢাকা পেটটা। বকলসে টান পড়তেই দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তখন ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে গর্জন করে উঠল। তেড়ে আসতে লাগল ফুঁসে ফুঁসে আর বারবার ডিগবাজি খেয়ে পড়তে লাগল। বারকয়েক চেষ্টা করল শেকলটা ছিঁড়তে, কিন্তু পারল না। ছুটে ফিরে গেল আস্তাবলের দিকে, উঠোনের ওপর দিয়ে একটা তার টানা ছিল—সেই তারের ওপরে লোহার শেকলের চাকতিগুলো ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল।

'ওই শয়তানটা যদি একবার ধরতে পারে তাহলে আর নিস্তার নেই।' সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বুড়ো শচুকার বিড়বিড় করে বলল। সাবধান হবার জন্তে বেড়ার একেবারে ধার ঘেঁষে সে চলে এসেছে।

দল বেঁধে তারা ঢুকল বাড়ির মধ্যে। পাতলা লম্বা একজন স্ত্রীলোক, তিতোকের বৌ, ডাবনা থেকে একটা বাছুরকে খাওয়াচ্ছিল, রাগ ও সন্দেহ নিয়ে সে অতিথিদের নজর করে দেখল। তাদের সম্ভাষণের জবাবে বিড়বিড় করে যা বলল সেটা শোনাল যেন 'নরকে যা তোরা।'

'তিৎ বাড়ি আছে?' নাগুলনভ জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।' স্ত্রীলোকটি ঝংকার দিয়ে উঠেছে।

'পেরফিলেভনা, তুমি কি জানো আমরা কেন এসেছি? আমরা...' বুড়ো শচুকার বেশ রহস্য করে বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু নাগুলনভ এমন চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাল যে বুড়ো ঢোঁক গিলে থেমে গেল, কাশল একবার, তারপরে একটা বেঞ্চির ওপরে বসে রইল। সাদারঙের কাঁচা ভেড়ার চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে তার বসার ভঙ্গিতে আভিজাত্যের অভাব ছিল না।

'ঘোড়াগুলো বাড়িতে আছে?' নাগুলনভ জিজ্ঞেস করল, বিরূপ অভ্যর্থনা সে যেন গায়ে মাখছে না।

'আছে।'

'আর বলদগুলো?'

'না। তোমরা কেন এসেছ?'

'সেকথা তোমার কাছে...' বুড়ো শচুকার আবার কথা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু লুবিশকিন তার জামার কিনার চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে দরজার কাছে আর রাস্তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বুড়ো আর তার মুখের কথা শেষ করতে পারল না।

'বলদগুলো কোথায়?'

'তিৎ নিয়ে গেছে।'

'কোথায়?'

'আমি তো আগেই বলেছি, জানি না।'

দাভিদভের দিকে চোখের ইশারা করে নাগুলনভ বেরিয়ে এল। শচুকারের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বুড়োর দাড়ির নিচে ঘুষি তুলে বুড়োকে সাবধান করে দিল, 'তোমাকে যদি কথা বলতে বলা হয় তখনই শুধু তুমি কথা বলবে।' তারপরে দাভিদভকে বলল, 'ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না! আমাদের জানতেই হবে বলদগুলোর কি হল। আমার ভয় হচ্ছে, লোকটা হয়তো বলদগুলোকে হাতছাড়া করতে পারে।'

'বলদগুলো ছেড়ে দেওয়া যাক।'

'কী!' নাগুলনভ অবাক হয়ে বলে উঠল, 'গাঁয়ের মধ্যে ওরগুলোই সেরা বলদ। তোমার চেয়েও বেশি লম্বা। এমনটি আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না। তিতোক আর তার বলদগুলোকে খুঁজে বার করতেই হবে আমাদের।'

লুবিশকিন আর সে খানিকক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলল, তারপরে গেল গোয়ালঘরে, সেখান থেকে গোলাঘরের ভেতর দিয়ে ঝাড়াইঘরে। মিনিট পাঁচেক পরে লুবিশকিন একটা লগুড় হাতে নিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল গোলাঘরের মধ্যে আর আস্তাবল থেকে নাগুলনভ বার করে আনল একটা লম্বা বাদামী ঘোড়া। লাগাম পরাল, তারপরে মুঠি পাকিয়ে ঘোড়ার কেশর ধরে লাফিয়ে উঠে পড়ল ঘোড়ার জিনের ওপরে।

'আরে, আরে, করছ কি তুমি মাকার? বলা নেই কওয়া নেই, অপরের ঘোড়া নিয়ে চলেছ?' তিতের বৌ উঠোনে ছুটে এসেছে আর পাছার ওপরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'আমার স্বামী যখন ফিরে আসবে, তাকে আমি বলে দেব। দেখো, মজাখানা কেমন টের পাও!'

'চেঁচিও না! ও যদি বাড়ি থাকত তাহলে মজাখানা আমিই ওকে টের পাওয়াতাম। কমরেড দাভিদভ, এদিকে একবার এসো তো দিকি!'

নাগুলনভের ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গিয়ে দাভিদভ এগিয়ে এল তার কাছে।

'ঝাড়াইঘর থেকে রাস্তা পর্যন্ত বলদের পায়ের টাটকা ছাপ রয়েছে। মনে হচ্ছে তিৎ আগে থেকেই টের পেয়ে গিয়েছিল আমরা আসছি আর তাই বলদগুলোকে বিক্রি করার জন্যে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শ্লেজগাড়িটা এখনো গোলাঘরের নিচে রয়েছে। ওই মেয়েমানুষটা মিথ্যে কথা বলছে! তোমরা যাও, কোচেতভের সঙ্গে ফয়সালা করো। আমি ঘোড়ায় চেপে তুবিয়ানস্কোয় যাচ্ছি। আর কোথায় যাবে ও, ওখানেই গিয়েছে। আমাকে ওই ডালটা দাও তো।'

নাগুলনভ ঘোড়া ছুটিয়ে ঝাড়াইঘরের মেঝে পার হয়ে সোজা বড়োরাস্তায় হাজির হল। সাদা ধুলোর মেঘ উড়ল তার পেছনে। সেই ধুলো চোখ-ধাঁধানো রুপোলী স্ফটিকের মতো ছিটিয়ে পড়ল বেড়ার গায়ে, রাস্তার ধারে ঘাসের ওপরে। বলদগুলোর পায়ের ছাপ আর পাশে পাশে ঘোড়ার খুরের ছাপ চলে গিয়েছে রাস্তা পর্যন্ত, তারপরে আবছা হয়ে গিয়েছে। তুবিয়ানস্কোয়ের দিকে প্রায় দু-শো গজ রাস্তা ঘোড়া ছুটিয়ে গেল নাগুলনভ। রাস্তার বরফ-ঢাকা ছোপগুলোয় সে দেখতে পেল বাতাসতাড়িত গুঁড়োয় খানিকটা চাপা-পড়া একই ধরনের পায়ের ছাপ। তখন নিশ্চিন্ত হতে পারল যে ঠিক দিকেই সে চলেছে এবং ঘোড়ার বেগ কমিয়ে দিল।

মাইলখানেকের কিছু বেশি রাস্তা পার হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ এমন একটা বরফের ছাপ পেল যার ওপরে কোনো পায়ের ছাপ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সাঁ করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেমে পড়ল আর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল বরফের ঝাপটায় ছাপগুলো চাপা পড়েছে কিনা। বরফ নিষ্কলঙ্ক। ছোপের কিনার ঘেঁষে চলে গিয়েছে ছাতারপাখির পায়ের আঁকিবুকি চিহ্ন। নিজেকে অভিশাপ দিয়ে সে আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে ফিরে চলল, এবারে হেঁটে চলার বেগে। আর চারদিকে নজর রাখতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার চোখে পড়ে গেল পায়ের ছাপ। বোঝা যাচ্ছে, সাধারণের পায়ে চলার রাস্তার কাছাকাছি এসে বলদগুলো বড়োরাস্তা থেকে নেমে গিয়েছে। নাগুলনভ এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল যে এটা লক্ষ করেনি। সে অনুমান করতে পারল তিতোক ওই পাহাড় পার হয়ে সোজা গিয়েছে ভইস্কোভই গ্রামের দিকে। ঘোড়ায় ঠিক হয়ে বসে নিয়ে মনে মনে ভাবল, 'নিশ্চয়ই ওর কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।'

পাহাড়ের ওপারে গিরিনালার কাছে এসে বরফের ওপরে গোবর দেখতে পেয়ে থামল। বরফের পাতলা আস্তরণের নিচে টাটকা গোবর। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারের ঠাণ্ডা কুঁদোটা অনুভব করল একবার। তারপরে পায়ে চলার বেগে ঘোড়া চালিয়ে নেমে গেল খাদের মধ্যে। আরো আধ মাইলটাক গিয়েছে তখনই নজরে পড়ল কিছুটা দূরে, একঝাঁক আদুড় ওকগাছের পেছনে, একজন ঘোড়সওয়ার ও জোয়াল-খোলা একজোড়া বলদ। ঘোড়সওয়ারটি জিনের ওপরে কুঁজো হয়ে বসে আছে আর মাঝে মাঝে বলদগুলোর দিকে চাবুক নাচাচ্ছে। দমকে দমকে নীল তামাকের ধোঁয়া ভেসে আসছে তার কাঁধের

ওপর দিয়ে আর নাগুলনভের দিকে ভেসে আসতে আসতে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

'পেছনে ফেরো!'

চমকে-ওঠা ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরল তিতোক, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, থুঃ করে সিগারেটটা ফেলে দিল মুখ থেকে, আস্তে আস্তে একটা চক্কর দিয়ে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল বলদদুটোর সামনে।

'ব্যাপারখানা কী', শান্তভাবে বলল সে, 'কে ওখানে?'

নাগুলনভ ঘোড়ায় চেপে সামনে এল। অপলক ভাবলেশহীন চোখে তিতোক তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছিলে?'

'যাচ্ছিলাম, মাকার, আমার বলদদুটোকে বিক্রি করতে। আমি লুকোতে চাই না।' তিতোক নাক ঝাড়ল, তারপরে হাতের দস্তানা দিয়ে সাবধানে তার মঙ্গোল ধাঁচের লম্বা ঝুলে-পড়া গোঁফ মুছে নিল।

দুজনের কেউ-ই ঘোড়া থেকে নামল না, মুখোমুখি হয়ে বসে রইল। ঘোড়া দুটো মুখ শোঁকাশুঁকি করল আর ঘোঁৎঘোঁৎ তুলল। রোদেজলে পোড় খাওয়া নাগুলনভের মুখখানা হয়ে উঠেছে থমথমে ও রাগী, তিতোককে দেখে মনে হচ্ছে শান্ত ও ঠাণ্ডা।

ঘোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে নাগুলনভ হুকুম দিল, 'বলদদুটোর মুখ ঘুরিয়ে নাও, বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

অল্প খানিকক্ষণ তিতোক ইতস্তত করল। হাতের রাশ নিয়ে খেলা করছে, মাথাটা ঘুমের ভারে ঝুলে পড়েছে বুকের ওপরে, চোখদুটো আধ-বোজা, তার গায়ে ছাইরঙের ঘরে-বোনা জামা, তার মাথা-ঢাকাটি তুলে দেওয়া হয়েছে প্যাচপেচে টুপির ওপরে—সব মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে ঢুলতে-থাকা বাজপাখির মতো। 'যদি জামার তলায় কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে এবারে জামার আঙটা খুলবে,' নিশ্চল তিতোকের ওপরে চোখ রেখে নাগুলনভ ভাবল। তিতোক যেন ঘুম থেকে উঠছে, এমনিভাবে চাবুক নাচাল, আর তখন বলদদুটো ঘরের দিকে ফিরল।

'বলদদুটো আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে, তাই তো? আমাকে উৎখাত করতে চাও, তাই না?' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে তিতোক জিজ্ঞেস

করল। টেনে নামানো মাথা-ঢাকার তলা থেকে তার নীলচে শাদা চোখ নাগুলনভের দিকে জলজল করছে।

'দেখে নাও, কী তোমার পরিণতি! শ্বেতরক্ষী শুয়োরের মতো তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে!' নিজেকে সংযত করতে না পেরে নাগুলনভ চেঁচিয়ে উঠল।

জিনের ওপরে একটু নড়ে বসল তিতোক। পাহাড় পর্যন্ত সারাটা রাস্তা চুপ করে রইল একেবারে। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে নিয়ে তোমরা কী করবে?

'নির্বাসনে দেব। তোমার জামার তলা থেকে ওটা কী বেরিয়ে আছে?'

'একটা বন্দুক।' আড়চোখে নাগুলনভের দিকে একবার তাকিয়ে তার জামা খুলে দিল।

জ্যাকেটের পকেট থেকে হলদে হাড়ের মতো ঠেলে বেরিয়ে আছে করাত দিয়ে ছাঁটা একটা রাইফেলের পারিপাট্যহীন কুঁদো।

'ওটা আমার হাতে দাও,' নাগুলনভ হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তিতোক শান্তভাবে ঠেলে সরিয়ে দিল সেই হাত।

'না, এটা তোমার জন্যে নয়!' এই বলে তিতোক হাসল। বেরিয়ে পড়ল ঝুলে-পড়া গোঁফের নিচে নিকোটিনের ছোপ ধরা একসারি কালো দাঁত। গন্ধগোকুলের মতো ধারালো কিন্তু কৌতুকে চিকচিক করে ওঠা চোখে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল নাগুলনভকে, 'এটা আমি তোমাকে দেব না! তোমরা আমার সম্পত্তি নিয়ে নিচ্ছ, আর এই একটিমাত্র বন্দুক আমার আছে, তাও নিয়ে নিতে চাও? যে লোকটা কুলাক তার অবশ্যই থাকা দরকার করাত দিয়ে ছাঁটা একটা বন্দুক। তুমি তো জান, খবরের কাগজে কুলাককে এইভাবেই দেখানো হয়। করাত দিয়ে ছাঁটা বন্দুক ছাড়া কুলাক হয় না। আমাকে হয়তো রোজকার রুটি উপার্জন করতে হবে এই বন্দুকের সাহায্যে—নাকি, তাই বলো? গাঁয়ের ওই রিপোর্টাররা কী লেখে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

তিতোক হাসছে, মাথা নাড়ছে, কিন্তু লাগাম থেকে হাত সরায়নি। বন্দুকটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে নাগুলনভও আর পীড়াপীড়ি করল না। মনে মনে ভাবল, 'একবার গ্রামে চলো না, তোমাকে টিট করছি।'

'আচ্ছা, এই লোকটা একটা বন্দুক সঙ্গে নিতে গেল কেন, তুমি ভাবছ, আমার তো তাই মনে হয়, মাকার,' তিতোক বলে চলেছে, 'বন্দুক থাকলেই ঝামেলায়

পড়তে হয়। কিন্তু কতকাল ধরে বন্দুকটা আমার কাছে আছে…সেই গৃহযুদ্ধের সময় থেকে। তারপরে পড়ে থাকতে থাকতে ওটায় খানিকটা মরচে ধরে যায়। তাই আমি ওটাকে পরিষ্কার করেছি, তেল দিয়েছি। ভাবলাম, কে জানে এটাই কোনো না কোনোদিন কাজে লেগে যেতে পারে। তারপরে গতকাল শুনলাম যে তোমরা কুলাকদের উৎখাত করতে চলেছ। কিন্তু কখনো ধারণায় আনতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু করে দেবে। তাহলে তো বলদদুটো নিয়ে কাল রাতেই আমি চলে যেতাম।'

'কে তোমাকে বলেছে ?'

'তাই আমি বলি তোমাকে। কানাঘুষো কথা তো কতই শোনা যায়। তাই গত রাতেই আমার বৌ আর আমি ঠিক করলাম বলদদুটোকে নিরাপদ হাতে তুলে দিয়ে আসব। আর বন্দুকটাকে সঙ্গে নিলাম এই ভেবে যে স্তেপের কোথাও বন্দুকটাকে মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখব—যাতে আমার বাড়ির ধারেকাছে বন্দুকটাকে পাওয়া না যায়। কিন্তু বন্দুকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কিছুতেই মন চাইল না। আর ঠিক তখনই তুমি হাজির হলে! তুমি আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলে!' কৌতুকের সঙ্গে চোখ পাকাতে পাকাতে জীবন্ত গলায় তিতোক কথা বলছে আর নিজের মাদী ঘোড়াটাকে ঠেলে দিচ্ছে নাগুলনভের মদ্দা ঘোড়ার গায়ে।

'ঠাট্টাতামাসা পরে কোরো, তিতোক। এখন বরং নিজেকে সামলে চলো।'

'হা-হা! এই তো আমার ঠাট্টাতামাসা শুরু করার সময়। ভালোভাবে জীবন কাটাব, তাই তো লড়াই করেছি, খাঁটি সরকারের পক্ষে থেকেছি। আর এখন কিনা আমারই গলায় থাবা এসে পড়ছে…' তিতোকের গলার স্বর হঠাৎ ভেঙে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর থেকে তিতোকের মুখে আর কথা নেই। ইচ্ছে করে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরছে আর চেষ্টা করছে নাগুলনভকে সামনে এগিয়ে দিতে—যতো সামান্য মাত্রাতেই হোক, ঘোড়ার মাথা বাড়িয়ে দিলে যতোটুকু হয় ততোটুকু হলেও। কিন্তু নাগুলনভ সতর্ক রয়েছে, রাশ টেনে সেও ঘোড়াকে পিছিয়ে নিচ্ছে। বলদদুটো অনেকখানি সামনে এগিয়ে গেল।

'ছুটিয়ে চলো!' থমথমে দৃষ্টিতে তিতোকের দিকে তাকিয়ে নাগুলনভ বলল আর পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা চেপে ধরল। তিতোককে সে

ভালো করেই জানে—এমন আর কাউকে নয়! 'পিছিয়ে যেতে চেষ্টা কোরো না। যদি ভেবে থাকো আমার ওপরে তাক করবে তাহলে ভুলে যাও সেকথা। কারণ সে-সময় তুমি পাবে না।'

'তুমি আজকাল কি-রকম যে ভীতু হয়ে যাচ্ছ!' তিতোক দাঁত বার করে হাসল, তারপর ঘোড়ার গায়ে চাবুক কষিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

সাত

আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনস্ত যখন সদলে ক্রল দামাস্কভের বাড়িতে হাজির হল তখন সেই বাড়িতে দুপুরের খাওয়া চলছে। টেবিলে বসে আছে ক্রল নিজে—ছোটখাটো ক্ষীণজীবী এক বুড়ো মানুষ, গোঁজের মতো আকারের দাড়ি, ফাটা বাম নাসা (মুখের এই বিকৃতি ঘটেছে ছেলেবেলায় আপেল গাছ থেকে পড়ে গিয়ে, তাই তার ডাক নাম নাক খোয়া ক্রল); তার স্ত্রী—মোটাসোটা ভারিক্কী চেহারার বৃদ্ধা; তার ছেলে তিমোফেই—বছর বাইশ বয়সের তরুণ; তার মেয়ে—বিয়ের উপযোগী বয়সের এক কুমারী।

তার মায়ের মতো সুন্দর ও সুগঠিত তিমোফেই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তরুণোচিত নরম গোঁফের নিচে তার টসটসে ঠোঁট মুছে, উদ্ধত ভাসা-ভাসা চোখ-দুটো ঘোঁচ করে, গ্রামের সেরা অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে ও সমস্ত মেয়ের প্রিয়পাত্রের স্বাভাবিক বাহ্বাড়ম্বর দেখিয়ে বিরাট অভ্যর্থনা জানাবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল—'আসুন, আসুন, মাননীয় কর্তাব্যক্তিগণ! বসে পড়ুন!'

'বসার সময় আমাদের নেই,' আন্দ্রেই তার ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করল, 'গ্রামের গরিব চাষীদের সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নাগরিক ক্রল দামাস্কভ—তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে উৎখাত করা হবে এবং তোমার সমস্ত সম্পত্তি ও গবাদি পশু বাজেয়াপ্ত করা হবে। কাজেই তোমাদের খাওয়ার পাট সেরে নাও আর বাড়ির বাইরে চলে যাও। তোমার সম্পত্তির একটা তালিকা আমরা তৈরি করব।'

'এসবের মানে কি?' হাতের চামচ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্রল উঠে দাঁড়াল।

'কুলাক শ্রেণী হিসেবে তোমাকে আমরা ধ্বংস করতে চাই।' দিওম্কা উশাকভ তাকে বুঝিয়ে বলল।

চামড়ার সোলের ফেল্টবুট মচমচিয়ে ক্রল চলে গেল বসার ঘরে, ফিরে এল একটুকরো কাগজ হাতে নিয়ে।

'এই দেখ রসিদ। রাজমিয়োৎনভ, তুমি নিজে এই রসিদে সই করেছ।'

'কিসের রসিদ?'

'আমি যে পুরো পরিমাণ শস্যদানা দিয়েছি তার রসিদ।'

'এ-ব্যাপারের সঙ্গে শস্যদানার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তাহলে আমাকে কেন ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে?'

'তোমাকে তো বলেছি, গরিব চাষীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'এমন কোনো আইন নেই!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল তিমোফেই, 'এ তো একেবারেই ডাকাতি! আমি এক্ষুনি জেলা কমিটির কাছে যাচ্ছি। বাবা, ঘোড়ার জিন কোথায়?'

'জেলা কমিটিতে যদি যেতে হয় তো পায়ে হেঁটে যেতে হবে। তোমাকে আমি ঘোড়া দেব না।' টেবিলের সামনে বসে আন্দ্রেই কাগজ-পেনসিল বার করল।

ফ্রলের কাটা নাক নীল হয়ে গিয়েছে আর তার মাথা কাঁপছে। হঠাৎ সে চিৎপটাং হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। তার ফুলে-ওঠা কালো-হয়ে-যাওয়া জিভ নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত সে প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।

'শু-শু-শুয়োরের বাচ্চারা!...আমার যা-কিছু আছে নিয়ে নে! আমাকে খুন করে ফেল!'

'বাবা, ওঠো ওঠো! যীশুর দোহাই, উঠে পড়ো!' কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি চিৎকার করছে আর বগলের তলা দিয়ে হাত চালিয়ে বাবাকে তুলে ধরতে চাইছে।

ফ্রল নিজেকে সামলে নিল, তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে পা টানতে টানতে গিয়ে বসল একটা বেঞ্চিতে। উদাসভাবে শুনতে লাগল দিয়োমকা উশাকভ এবং ঢ্যাঙা মুখচোরা মিখাইল ইগ্‌নাতিয়োনক হেঁকে হেঁকে রাজমিয়োৎনভকে বলছে:

'একটা পালঙ্ক, লোহার, সাদা মুণ্ডিওলা, একটা পালঙ্কের বিছানা, তিনটি বালিশ, তিনটি কাঠের পালঙ্ক...'

'আলমারি ও তৈজসপত্র। তৈজসপত্র আলাদা আলাদা করে বলার দরকার আছে নাকি? চুলোয় যাক সব!'

'বারোটা চেয়ার, পিঠ সমেত একটা লম্বা চেয়ার। একটা প্রমাণ সাইজের অ্যাকর্ডিয়ন।'

'ওটা তোমরা নিতে পারবে না!' দিয়োমকার হাত থেকে অ্যাকর্ডিয়নটা

ছিনিয়ে নিল ডিয়োমেকই, 'ওহে ট্যারা, খবরদার বলছি সামনে এসো না। সামনে এলে মাথা গুঁড়িয়ে দেব।'

'মাথা গুঁড়িয়ে দেব আমি তোমার, যাতে তোমার মা তোমাকে আর ধুয়ে পরিষ্কার করতে না পারে।' ডিয়োমকা পাল্টা জবাব দিল, 'ওগো গিন্নী, সিন্দুকের চাবিটা আমাকে দাও তো।'

'দিয়ো না মা, কক্ষনো না! ওরা সিন্দুকটা ভাঙুক যদি সেই অধিকার ওদের থেকে থাকে।'

'জিনিসপত্তর ভেঙে খোলার অধিকার কি আমাদের আছে?' মুখচোরা দেমিদ হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল। সবাই জানে চূড়ান্ত প্রয়োজন না ঘটলে এই মানুষটি কথা বলে না। অন্য সমস্ত সময়ে নিঃশব্দে কাজ করে যায়, ছুটির দিনে অন্য কসাকরা রাস্তার মোড়ে যখন জটলা করে সেখানে সে নিঃশব্দে তামাক টেনে চলে, সভাসমিতিতে চুপচাপ বসে থাকে, কচিৎ কখনো কারও প্রশ্নের জবাবে যদি কিছু বলতে বলতে হয় তাহলে অতি-লাজুক হাসি হাসে।

দেমিদের মনে হয়, গোটা এই বিশ্বজগৎ অপ্রয়োজনীয় হট্টগোলে ভরে আছে। জীবনের কানায় কানায় ভরা এই হট্টগোল, এমনকি রাতেও তার বিরাম নেই। এই হট্টগোল থাকার জন্যে নিস্তব্ধতাকে সে শুনতে পায় না। এই হট্টগোল ধ্বংস করে সেই মরমী নিঃশব্দতা যা দিয়ে ভরা থাকে শরৎকালের স্তেপভূমি ও অরণ্য। মানুষের কলরব দেমিদ পছন্দ করে না। সে থাকে একা, গ্রামের প্রান্তে, কঠোর পরিশ্রম করে, গোটা অঞ্চলে সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু ভাগ্য যেন তাকে নিয়ে পরিহাস করে চলেছে, তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে তাকে। পাঁচবছর সে ক্রল দামাস্কভের মজুর, তারপরে বিয়ে করেছে ও নিজস্ব খামার পত্তন করার জন্যে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু গুছিয়ে বসার আগেই বাড়িতে আগুন ধরে। একবছর পরে আরো একবার আগুন লাগতে কয়েকটা পোড়া কাঠ ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অল্প কিছুকাল পরে তার বৌ তাকে ছেড়ে চলে যায়, যাবার আগে তাকে বলে, 'দু-বছর আমি তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি, কিন্তু দুটো কথাও তোমার মুখ থেকে শুনতে পাইনি। তোমার একা থাকাই ভালো! জঙ্গলের ভালুকের সঙ্গে থাকলেও আমার সময় এর চেয়ে ভালো কাটবে। তোমার সঙ্গে যদি বাস করতে হয় তাহলে সেইটুকুই একজন মানুষকে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তো এমনকি নিজের সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করেছি...'

অথচ এই স্ত্রীলোকটি কিন্তু দেমিদের সঙ্গে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম কয়েকটা মাস সে চেঁচিয়েচে আর স্বামীকে এই বলে উত্যক্ত করেছে, 'দেমিদ, লক্ষ্মীটি, আমার সঙ্গে একটু কথা বলো, একটু কথা! অন্ততপক্ষে একটি শব্দ বলো!' কিন্তু দেমিদ শুধু তার শিশুর মতো শব্দহীন হাসি হেসেছে ও লোমশ বুকে আঁচড় কেটেছে। তারপরে যখন বৌয়ের উত্যক্ত করাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন তার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা গাঢ় স্বরে বলে, 'আরে, তুমি তো দেখছি পুরোদস্তুর একটা ছাতারপাখি', আর এই বলে বেরিয়ে যায়। যে কোনো কারণেই হোক, দেমিদ সম্পর্কে লোকে বলাবলি করে যে লোকটা দাম্ভিক ও ধূর্ত, যে ভালো করেই জানে লাভের কড়ি কোন্‌দিকে। তার সম্পর্কে এই ধারণা সম্ভবত এই কারণে যে হট্টগোল থেকে ও গোলমেলে লোক থেকে সারাটা জীবন সে দূরে থেকেছে।

দেমিদের গলার স্বর গমগম করে বেজে উঠতেই আন্দ্রেই যে মুখ তুলে তাকাবে সেটাই স্বাভাবিক।

'অধিকার?' কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে সে এমনভাবে তাকাল মুখ-চোরার দিকে যেন লোকটিকে আগে কখনো দেখেনি, 'অধিকার আমাদের আছে!'

মেঝের ওপর দিয়ে পা টানতে টানতে দেমিদ এগিয়ে গেল। তার পায়ে ছিল ছেঁড়া ভিজে চটি, সেই চটিতে নোংরা হয়ে গেল মেঝেটা। সে গিয়ে ঢুকল বসার ঘরে। হাত দিয়ে দরজা আটক করে দাঁড়িয়েছিল তিমোফেই, সেই হাতটাকে হাসতে হাসতে ঠিক কাঠির মতো ঠেলে সরিয়ে দিল। তার পা ফেলার দাপটে ভয়ংকরভাবে ঝনঝনিয়ে উঠল আলমারিতে রাখা কাপ ও ডিশগুলো। বসার ঘরে ঢুকে সে সিন্দুকটার কাছে গেল। পাছা থেবড়ে বসে নাড়াচাড়া করে দেখল সিন্দুকে লাগানো ভারী তালাটা। মিনিটখানেক পরেই দেখা গেল আঙটা-ভাঙা অবস্থায় তালাটা সিন্দুকের ওপরে পড়ে আছে। লাভের কারবারী আরকাশ্‌কা অকৃত্রিম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মুখচোরার দিকে আর তারিফ করে বলে উঠল, 'এই হচ্ছে একজন মানুষ যার সঙ্গে গায়ের জোর বদল করতে আমি রাজী!'

বসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখে উঠতে পারছে না আন্দ্রেই। বসার ঘর ও শোয়ার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে দিয়োম্‌কা উশাকভ, আরকাশ্‌কা ও তাসিলিসা মাসীর গলা। শেষোক্ত জন আন্দ্রেইর দলে একমাত্র স্ত্রীলোক।

'মেয়েদের শীতের জামা!'

'ভেড়ার চামড়ার পোশাক!'

'ঢাকা সমেত তিন জোড়া নতুন বুটজুতো!'

'চার থান কাপড়।'

'আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ! আরে ভাই, এখানে এত জিনিস রয়েছে যে একটা গাড়িতে ধরবে না। রয়েছে ছাপাই, আর কালো সাটিন, আরো কত-কি...'

বসার ঘরের দিকে যেতে গিয়ে আন্দ্রেই শুনতে পেল অলিন্দের দিক থেকে মা ও মেয়ের বিলাপ ও চিৎকার এবং সেই সঙ্গে ইগ্‌নাতিয়োনকের একটা কিছু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল :

'কী হচ্ছে এখানে?'

বাড়ির বোঁচা-নাক মেয়েটি দরজার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর তার মা চারদিকে দাপাদাপি করছে আর কটর কটর বুলি ছাড়ছে। অন্যদিকে ইগ্‌নাতিয়োনকের মুখটা লাল, মুখে বিব্রত হাসি, সে ওই মেয়েটির স্কার্টের প্রান্ত ধরে টানছে।

'করছ কি তুমি!' কী ঘটছে সেটা না বুঝেই আন্দ্রেই রাগে দিশেহারা হয়ে ইগ্‌নাতিয়োনককে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল। ইগ্‌নাতিয়োনক পিঠের দিকে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে, ছেঁড়া ফেল্টের জুতো পরা লম্বা পা-দুটো ছুঁড়ে দিল শূন্যে। আন্দ্রেই বলল, 'এটা পুরোপুরি রাজনীতির ব্যাপার। আমরা শত্রুকে আক্রমণ করেছি, আর তুমি কিনা তখন কোণায় ঘুপচিতে মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করছ! তুমি কি চাও তোমার বিচার হোক...'

'সবুর, সবুর, একটুখানি শান্ত হও!' সন্ত্রস্ত ইগ্‌নাতিয়োনক ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'এই মেয়েটিকে নিয়ে আমি টানাটানি করছি! দেখ তুমি, ও কী করেছে, পর-পর ন-টা স্কার্ট পরে বসে আছে! আমি চেষ্টা করছিলাম ওকে থামাতে, আর তুমি কিনা এসে আমাকেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে...'

এতক্ষণে আন্দ্রেই টের পেল, বসার ঘরে যখন সব মিলিয়ে হট্টগোল চলছিল তখন কাপড়ের একটা পুঁটুলি নিয়ে মেয়েটি সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং অগুণতি উলের ফ্রক পরে নিতে পেরেছে। এখন সে জবুথবু হয়ে কোণে দাঁড়িয়ে, স্কার্টের প্রান্ত টেনে টেনে নিচে নামাতে চাইছে, পোশাকের বিপুল বোঝার নিচে হয়ে উঠেছে অদ্ভুত ও উদ্ভট এক মূর্তি। খরগোশের চোখের মতো মেয়েটির কান্নাভেজা লাল চোখের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা বোধ করল আন্দ্রেই। দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দিয়ে ইগ্‌নাতিয়োনককে বলল, 'ওকে

আর পোশাক খুলতে বোলো না। ওর গায়ের পোশাক ওর গায়েই থাকুক। কিন্তু পুঁটুলিটা নিয়ে এলো।'

বাড়ির মধ্যে যা-কিছু সম্পত্তি ছিল তার তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

'গোলাঘরের চাবি,' আন্দ্রেই চাইল।

পোড়া গাছের গুঁড়ির মতো কালো ভ্রূ মরিয়া একটা ভঙ্গি করে বলল, 'চাবি নেই।'

'ভাঙো ওটা,' দেমিদকে হুকুম দিল আন্দ্রেই।

দেমিদ গোলাঘরের দিকে বেরিয়ে গেল, যেতে যেতে একটা গাড়ি থেকে লোহার বল্টু টেনে খুলে নিল।

পাঁচ-পাউণ্ডের বিশাল তালাটি জোর করে ভাঙতে হল একটি কুড়ুলের সাহায্যে।

'দেখ, দেখ, দোরের খুঁটিটা যেন গুঁড়িয়ে দিও না! এটা এখন আমাদের গোলাঘর, আস্তে, আস্তে!' হাঁপিয়ে-ওঠা দেমিদের উদ্দেশে বলল উশাকভ।

শুরু হল দানাশস্য ওজন করার কাজ।

'আচ্ছা, আর দেরি করা কেন, বীজ ছড়াবার কাজটা এক্ষুনি শুরু করে দিলেই হয়। ওই তো ওখানে একটা চালুনি রয়েছে।' প্রস্তাব করল ইগ্‌নাতিয়োনক। আনন্দে সে একেবারে বদ্ধ মাতাল।

অন্যরা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছে। তারপরেও আরো অনেক ঠাট্টা-তামাসা চলল। আর তুলাযন্ত্রে ঢালা হতে লাগল অতি চমৎকার সেই ভারী দানাশস্য।

'দানাশস্য আমাদের যেটা দিতে হয় তার জন্যে এ থেকে দু-শো পুড সরিয়ে রাখতে পারি।' কথাটা বলেছে উশাকভ তার হাঁটু পর্যন্ত গমের মধ্যে ডুবিয়ে। শস্যদানাগুলোকে ঠেলে ঠেলে সে পাত্রের কিনারে জড়ো করছে আর তারপরে দু-হাতের মুঠি ভরে তুলে নিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে দিচ্ছে।

'এই হচ্ছে আসল জিনিস!'

'আধা নয়, সমান ওজনের সোনার মতো দামী। তবে খানিকটা অংশ অন্যরকম। মাটির নিচে চাপা ছিল মনে হয়। দেখ না কেমন অংকুর গজিয়েছে।'

লাভের কারবারী আরকাশ্‌কা ও দলের অন্য একটি ছেলে উঠোনে ব্যস্ত

রয়েছে। সোনালী দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আরকাশ্‌কা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে একতাল গোবর আর তার মধ্যে ভুট্টার বীজ।

'ওরা যে কাজ করতে পারে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই! খাচ্ছে ভরাট দানাশস্য! সমিতিতে তো আমরা কখনো সবাইকে যথেষ্ট খড় পর্যন্ত দিতে পারিনি।'

গোলাঘর থেকে ভেসে আসছে উৎসাহভরা গলার স্বর, হাসি, গমের ধুলোর সুরভিত গন্ধ, আর মাঝে মাঝে জোরালো রসালো শপথ। আন্দ্রেই ঘরে ফিরে এল। মা ও মেয়ে একটা থলের মধ্যে তাদের হাঁড়িকুড়ি ও থালাবাসন ভরে নিয়েছে। মোজা পায়ে ক্রস বুকের ওপরে হাত রেখে মড়ার মতো শুয়ে আছে বেঞ্চির ওপরে। তিমোফেই এখন মিইয়ে গিয়েছে, দু-চোখে ঘৃণা নিয়ে সে একবার মুখ তুলে তাকাল এবং তারপরে জানালার দিকে চলে গেল।

বসার ঘরে আন্দ্রেই দেখতে পেল মুখচোরা দেমিদ পাছা থেবড়ে বসে আছে। পায়ে দিয়েছে ক্রসের চামড়ার সোল লাগানো ফেল্টের বুটজুতো। আন্দ্রেইর উপস্থিতি টের পায়নি, মস্ত একটা টিন থেকে বড়ো চামচ দিয়ে মধু তুলে নিচ্ছে আর গপ্‌গপ্‌ করে খাচ্ছে। আনন্দে চোখদুটো বোজা, তার দাড়ি বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে আঠালো হলদে ফোঁটার পর ফোঁটা।

আট

নাগুলনভ ও তিতোক গ্রামে ফিরে এল দুপুরবেলা। তারা যখন ছিল না সেই সময়ে দাভিদভ দুটি কুলাক বাড়ির সম্পত্তির তালিকা করেছে, মালিকদের উৎখাত করেছে, তারপরে আবার ফিরে এসেছে তিতোকের বাড়ির উঠোনে এবং লুবিশ্‌কিনের সাহায্য নিয়ে জ্বালানি রাখার চালাঘরে পাওয়া শস্যদানার মাপ নিয়েছে ও ওজন করেছে। বুড়ো শচুকার পড়ে-থাকা শস্যদানাগুলোকে ভর্তি করছিল ভেড়াকে খাওয়াবার একটা ভাবনার মধ্যে, কিন্তু যেই-না দেখল তিতোক আসছে অমনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এল।

তিতোকের গায়ের জামা হাট করে খোলা, মাথা আদুড়, গটগট করে হেঁটে উঠোনটা পার হয়ে ঝাড়াইঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু নাগুলনভ তার উদ্দেশে হাঁক দিয়ে উঠেছে, 'ওখান থেকে ফিরে এসো, নইলে আমি তোমাকে গোলাঘরে আটক করে রাখব।'

রাগে ও উত্তেজনায় নাগুলনভ ফেটে পড়ছে, তার গালের মাংস দপ্‌দপ করছে, যেমন সাধারণত করে তার চেয়েও জোরে জোরে। কখন এবং কোথায় যে তিতোক তার বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেটা সে নজর রেখে ধরতে পারেনি। ঝাড়াই-ঘরের দিকে যখন ঘোড়ায় চেপে আসছিল, নাগুলনভ বলেছে, 'তোমার বন্দুকটা এবারে দিয়ে দাও দিকি, না দিলে আমরা নিয়ে নেব।'

'যাও, যাও, কি যে ঠাট্টা করো,' তিতোক দাঁত বার করে হেসেছে, 'স্বপ্ন দেখছিলে নাকি।'

জামার নিচে বন্দুকটা ছিল না। ঘোড়ায় চেপে ফিরে গিয়ে বন্দুকটার খোঁজ করে লাভ নেই। ঝোপেঝাড়ে ও গভীর বরফের মধ্যে বন্দুকটা খুঁজে পাওয়া এখন অসম্ভব। নিজের ওপরেই নিজের রাগ হতে লাগল নাগুলনভের, দাভিদভকে বলল কী ঘটেছে। দাভিদভ তিতোককে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছিল, এবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দেখুন মশাই, অস্ত্রটস্ত্র যা আছে দিয়ে দিন। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।'

'কস্মিনকালেও আমার কোনো অস্ত্র ছিল না! এটা হচ্ছে আমার সঙ্গে

নাগুলনভের নিছক একটা শত্রুতা।' খট্টাশের মতো তার চোখদুটোতে ঝিলিক তুলে তিতোক হেসে উঠল।

'বেশ, আপনাকে তাহলে আমাদের গ্রেপ্তার করতে হবে আর জেলায় পাঠাতে হবে।'

'আমাকে গ্রেপ্তার?'

'হ্যাঁ, আপনাকে। কী ভেবেছিলেন আপনি? আপনি পুরনো দিনে কী করেছিলেন সেটা বিবেচনা করব? আপনি শস্যদানা লুকিয়ে রেখেছেন, আর তৈরি করছেন...'

'আমি?' তিতোক হিসিয়ে উঠল, গুঁড়ি মেরে বসল যেন এক্ষুনি ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

এতক্ষণ যে উৎফুল্ল ভাব সে বজায় রেখেছিল, নিজের ওপরে যে নিয়ন্ত্রণ, যে সংযম—তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বেড়ে-চলা যে আক্রোশ সে দমিয়ে রেখেছিল, তার ওপরে দাভিদভের কথাটা এসে পড়েছে ফুলকির মতো। দাভিদভের দিকে এগিয়ে এল সে। আর দাভিদভ যেই-না পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, উঠোনের মাঝখানে রাখা একটা জোয়ালে তার পা বেধে গেল। নিচু হয়ে তিতোক আচমকা একটা লোহার রড টেনে বার করে নিল সেই জোয়াল থেকে। নাগুলনভ ও লুবিশ্‌কিন ছুটে গেল দাভিদভের কাছে বুড়ো শচুকার সঙ্গে সঙ্গে উঠোন থেকে লম্বা ছুট, কিন্তু তার কপাল খারাপ, নিজের জামার প্রান্তে পা বেধে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার আর্ত চিৎকার: 'বাঁচাও! বাঁচাও! খুন! খুন!'

তিতোকের বাঁ-হাতের কবজিটা আঁকড়ে ধরেছে দাভিদভ। কিন্তু তিতোক ডানহাত দিয়ে তাকে ঘা দিল। দাভিদভ টলে উঠেছে, কিন্তু পড়েনি। ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে চোখের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল আর অন্ধ হয়ে গেল সে। তিতোকের কবজি ছেড়ে চোখে হাত দিয়ে টলতে লাগল। দ্বিতীয়বার ঘা এসে পড়তেই ধপাস করে পড়ে গেল বরফের ওপরে। সেই সময়ে লুবিশ্‌কিন এসে কোমরে বেড় দিয়ে তিতোককে পাকড়াও করেছে। লুবিশ্‌কিনের গায়ে জোরও যথেষ্ট, কিন্তু তবুও তাকে ধরে রাখতে পারল না। লুবিশ্‌কিনের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তিতোক ছুটল ঝাড়াইঘরের দিকে। দরজার কাছাকাছি নাগুলনভ ধরে ফেলল তাকে, চুলে-ভরা তার চ্যাপটা মাথার খুলির পেছনদিকে রিভলবারের কুঁদো দিয়ে ঘা মারল।

পরিস্থিতিটাকে আরো ঘোরালো করে তুলল তিতোকের বৌ। সে যখন দেখল লুবিশ্‌কিন ও নাগুলনভ তার স্বামীকে তাড়া করেছে, তখন করল কি, গোলাঘরে গিয়ে চেন খুলে কুকুরটাকে ছেড়ে দিল। গলার লোহার বকলসে ঝন ঝন আওয়াজ তুলে কুকুরটা উঠোনময় দাপাদাপি করতে লাগল। ওদিকে বুড়ো শ্‌চুকার আতঙ্কে চিৎকার করছে, তার ভেড়ার চামড়ার পোশাক মাটিতে লুটোচ্ছে—তাইতে কুকুরটার নজর গেল সেদিকেই আর বুড়ো শ্‌চুকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুড়ো শ্‌চুকার লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে, পাগলের মতো কুকুরটাকে লাথি মারছে, আর চেষ্টা করছে বেড়া থেকে একটা খুঁটি ভেঙে নিতে। এমনি অবস্থায় গজ পাঁচেক টলতে টলতে ঘোরাঘুরি করল। আর হিংস্র কুকুরটা সর্বক্ষণ গজরাচ্ছে ও তার কলারটা কামড়াচ্ছে। শেষকালে, মরিয়া একটা চেষ্টায়, একটা খুঁটি তুলে নিতে পারল। কুকুরটা হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে সরে এল, কিন্তু তার আগে শেষ একটা টান দিয়ে বুড়ো লোকটার জামা পিঠ বরাবর ফালা ফালা করে দিয়ে গেল।

'তোমার রিভলবারটা আমাকে একবার দাও তো, মাকার!' নতুন উৎসাহে শ্‌চুকার গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, তার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে, 'আমার রক্ত গরম থাকতে থাকতে রিভলবারটা একবার দাও দিকি! ওই খেঁকি কুকুরটাকে আমি খুন করব, আর ওর মনিবানীকেও!'

ইতিমধ্যে ওরা ধরাধরি করে দাভিদভকে নিয়ে গিয়েছে ঘরের মধ্যে, মাথার ক্ষতস্থানের চারদিকের চুল ছেঁটে দিয়েছে—ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। উঠোনে দাঁড়িয়ে লুবিশ্‌কিন একটা স্লেজগাড়িতে তিতোকের একজোড়া ঘোড়া যুতছিল। নাগুলভ টেবিলের সামনে বসেছে, দ্রুত হাতে লিখছে :

রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক পুলিসের জেলা প্রতিনিধি কমরেড জাখারচেন্‌কো সমীপেষু

এই সঙ্গে কুলাক বোরোদিন, তিৎ কনস্তান্‌তিনোভিচকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। লোকটা জঘন্য ধরনের প্রতিবিপ্লবী। এই কুলাকের সম্পত্তি যখন নথিবদ্ধ করা হচ্ছিল তখন সে সর্বসমক্ষেই অন্যতম পঁচিশহাজারী কমরেড দাভিদকে আক্রমণ করে বসে এবং লোহার একটা রড দিয়ে তার মাথায় দুবার ঘা মারতে সমর্থ হয়।

উপরন্তু, আমি আরো বলতে চাই আমি নিজের চোখে বোরোদিনের কাছে কশী ধরনের চাছা একটি রাইফেল দেখেছি। কিন্তু সেটা এমন একটা পরিস্থিতিতে,

এমন একটা পাহাড়ের ওপরে যে রক্তপাতের ভয়ে আমি ওটা ওর কাছ থেকে নিতে পারিনি। আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও সেই চাঁছা রাইফেলটা বরফের মধ্যে কোথাও ফেলে দিয়েছে। খুঁজে পাওয়া গেলে ওটা একটা জলজ্যান্ত সাক্ষ্য হিসেবে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

প্রেমিয়াচি পার্টি গ্রুপের সেক্রেটারি,
এবং রক্তপতাকার অর্ডার প্রাপক
এম নাগুলনভ

ভিতোককে স্লেজে তোলা হল। সে জল খেতে চাইল, আর চাইল নাগুলনভ যেন একবার বাইরে আসে।

'কী চাও তুমি?' অলিন্দ থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল নাগুলনভ।

'মাকার! মনে রেখো!' বেঁধে রাখা হাতদুটো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মাতালের মতো চিৎকার করছে ভিতোক, 'মনে রেখো! চলতে চলতে আবার আমরা মুখোমুখি হব। তুমি আমাকে মাড়িয়ে গিয়েছ, পরের বার একই ভাবে তোমাকে আমি মাড়িয়ে যাব। যাই হোক না কেন, তোমাকে আমি খুন করব। আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই শেষ!'

'যাও হে যাও, প্রতিবিপ্লবী কোথাকার!' হাতের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নাগুলনভ ভিতোককে বাতিল করে দিল।

জোর খটখট আওয়াজ তুলে ঘোড়াদুটো ছুটে বেরিয়ে গেল উঠোন থেকে।

নয়

সন্ধের আগে আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ তার দলের গরিব চাষীদের বিদায় করে দিল, উৎখাত-হওয়া গায়েভ-এর উঠোন থেকে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বোঝাই শেষ গাড়ি পাঠিয়ে দিল তিতোকের বাড়ির দিকে, কেননা তিতোকের বাড়িতেই কুলাকদের সমস্ত সম্পত্তি জড়ো করা হচ্ছিল। তারপরে চলে এল গ্রাম সোভিয়েতে। সেদিন সকালে দাভিদভের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল যে রাত্তিরবেলা সাধারণ সভা শুরু হওয়ার একঘণ্টা আগে গ্রাম সোভিয়েতে তারা একটি বৈঠক করবে।

সোভিয়েতের কোণের দিকে ঘরে আলো দেখতে পেয়ে আন্দ্রেই অলিন্দ দিয়ে সেদিকেই চলে এল আর ঠেলে দরজা খুলল। শব্দ শুনে নোটবই থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা তুলে হাসল দাভিদভ।

'এই যে রাজমিয়োৎনভ, বোসো। আমরা হিসেব করছিলাম কুলাকদের কাছ থেকে কী-পরিমাণ শস্যদানা পাওয়া গিয়েছে। তোমার দিকে কেমন হল?'

'মোটামুটি। তোমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে কেন?'

একটা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা নিয়ে নাগুলনভ বাতিটার জন্যে একটা শেড তৈরি করছিল, অনিচ্ছার সঙ্গে সে বলল, 'তিতোকের কাণ্ড। একটা লোহার রড দিয়ে। আমি ওকে জেলা রাজনৈতিক পুলিসের আপিসে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'একটু সবুর করো, ব্যাপারটা তোমাকে বলছি', এই বলে দাভিদভ একটা অ্যাবাকাস ঠেলে দিল টেবিলের ওপারে, 'একশো পনেরো যোগ করো। হয়েছে? একশো আট...'

'আস্তে! আস্তে!' অ্যাবাকাসের ঘুঁটিগুলো সতর্কভাবে ঠেলে দিতে দিতে উদ্বেগের সঙ্গে নাগুলনভ বলল।

আন্দ্রেই তাকাল ওদের দিকে, তার ঠোঁট কাঁপছে। গাঢ় স্বরে বলল, 'আমি আর একাজে নেই।'

'একাজে নেই? কী বলতে চাও তুমি?' অ্যাবাকাসটাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল নাগুলনভ।

'কাউকে উৎখাত করার কাজে আমি আর নেই। অমন ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে আছ কি? মূর্ছা-টুর্ছা যাবে নাকি, অ্যা?'

'তুমি কি নেশা করেছ নাকি?' ক্রুদ্ধ সংকল্পে কঠোর আন্দ্রেইর মুখখানা উদ্বেগ ও মনোযোগ দিয়ে দেখল দাভিদভ, 'ব্যাপারটা কী? কী বলতে চাও তুমি?'

শান্ত ভরাট গলা, সেই শুনে আন্দ্রেই রাগে ফেটে পড়ল, চিৎকার করে বলল, 'আমি এই শিক্ষা পাইনি। আমি···আমি···আমি এমন শিক্ষা পাইনি যে শিশুদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব! ফ্রন্টের লড়াই অন্য ব্যাপার। সেখানে যে কোনো লোককে আমি তলোয়ার দিয়ে কাটতে পারি।···না, একাজ আমি করব না!'

আন্দ্রেইর গলার স্বর ক্রমেই চড়তে লাগল, যেমন চড়ে টান করে বাঁধা তারের শব্দ—যতোক্ষণ-না ছিঁড়ে যাবার মতো অবস্থায় পৌঁছয়। তারপরে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার পরে সেই গলার স্বর নেমে গেল চাপা ফিসফিসানিতে:

'এমনিভাবে আমাদের কাজ করতে হবে নাকি? আমি কী? একটা জল্লাদ? তোমরা কি মনে করো আমার বুকটা পাষাণের। যুদ্ধের সময়ে যতো কিছু সহ্য করেছি সেটাই তো যথেষ্ট।' তার গলার স্বর আবার চড়তে চড়তে চিৎকারে দাঁড়াল, 'গায়েভের ছেলেপুলে এগারোটা! আমরা যখন ওখানে গেলাম, সে কি কান্না বাচ্চাগুলোর। আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল! আমরা ওদের বাড়ি থেকে বার করে দিতে লাগলাম। আমি তো চোখ বুজে ফেলেছিলাম, কান বন্ধ করেছিলাম, আর পালিয়ে এসেছিলাম! বাড়ির মেয়েদের বুকফাটা কান্না চলছিল··· জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে বাড়ির বৌটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল··· বাচ্চাগুলোর····'

'কাঁদো, কাঁদো! তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।' গালের কাঁপুনি-ধরা মাংসপেশীর ওপরে চ্যাটালো হাতটা ঘষতে ঘষতে এবং আন্দ্রেইর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাগুলনভ বলল।

'হ্যাঁ, আমি কাঁদব! হয়তো আমার বাচ্চাটাও···' আন্দ্রেই নিজেকে সামলাতে পারল না, তার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হতে লাগল, টেবিলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল সে।

সবাই নির্বাক।

আস্তে আস্তে দাভিদভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে তার

ব্যাণ্ডেজ না-বাঁধা গালটা হয়ে উঠল ফিকে লাল, আর একটা কান লাল। আন্দ্রেইর কাছে গেল, তার দু-কাঁধে হাত রাখল, আর তারপরে আলতোভাবে তাকে ঘুরিয়ে দিল। কথা বলল নিশ্বাস বন্ধ রেখে, চোখদুটো ভারী হয়ে এঁটে রইল আন্দ্রেইর মুখের ওপরে।

'ওদের জন্যে তোমার মায়া কচ্ছে। ওদের জন্যে তোমার দুঃখু হচ্ছে। আমাদের কি ওরা মায়া করেছিল? আমাদের বাচ্চাদের চোখের জল দেখে আমাদের শত্রুরা কি কেঁদেছিল? ওরা যাদের খুন করেছিল তাদের অনাথ শিশুদের জন্যে কি ওরা কেঁদেছিল? বলো না, কেঁদেছিল কি? কারখানায় একটা ধর্মঘট হবার পরে আমার বাবা ছাঁটাই হয়ে যায়, তারপরে তাকে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। আমরা চারটি ভাইবোন মায়ের কাছে। আমার বয়েস নয়, আমি সবার বড়ো, আমাদের খাওয়া জোটে না, তাই আমার মা…আমার দিকে তাকাও! আমার মা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াত। লোক নিয়ে আসত আমাদের ছোট্ট ঘরের মধ্যে—আমরা থাকতাম একটা কুঠুরির মধ্যে—একটিমাত্র বিছানা অবশিষ্ট ছিল আমাদের। আমরা তাই থাকতাম একটা পর্দার আড়ালে…মেঝের ওপরে। আর তখন আমার বয়েস মাত্র নয়। মাঝে মাঝে লোকগুলো মায়ের কাছে আসত মাতাল অবস্থায়। ছোট বোনগুলোর কান্না বন্ধ করার জন্যে আমি ওদের মুখে হাত চাপা দিয়ে রাখতাম। কেউ কি আমাদের চোখের জল মুছিয়েছিল? শুনছ তো তুমি? আর সকালবেলা আমি সেই নোংরা রুবলটা নিতাম…' দাভিদভ তার কড়া-পড়া হাতটা আন্দ্রেইর মুখের কাছে তুলে আনল এবং ব্যথা দেবার মতো সজোরে দাঁতগুলো ঘষে দিল, 'মায়ের উপার্জন করা রুবলটা আমি নিতাম আর সেই রুবলটা দিয়ে রুটি কিনে আনতাম।' আর আচমকা সে হাতটা মুঠো পাকিয়ে সীসের একটা পিণ্ডের মতো দড়াম করে টেবিলের ওপরে ফেলল আর চিৎকার করে উঠল, 'বলো না! এদের ওপরে মায়া হয়!'

আবার সবাই নির্বাক। নাগুলনভ তার নখ টেবিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যেন একটা চিল নখর বিঁধিয়েছে তার শিকারের গায়ে। আন্দ্রেই কথা বলছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে কষ্টের সঙ্গে নিশ্বাস নিয়ে দাভিদভ বারকয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারি করল, তারপরে আন্দ্রেইর দু-কাঁধে হাত রাখল, তাকে নিয়ে বসল একটা বেঞ্চির ওপরে, ভাঙা-ভাঙা গলায় বলতে লাগল:

'কথাটা কি জান, তুমি মানুষটা বুঝদার নও! দেখ না কেন, চোকামাত্তর চিৎকার জুড়ে দিলে, আমি একাজে নেই…বাচ্চারা…মায়া…কী তুমি বলছ সেটা

একবার ভেবে দেখ। বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলা যাক। কুলাক পরিবারদের উৎখাত করছি বলে তোমার তো কষ্ট হচ্ছে? উৎখাত করছি তো হয়েছেটা কি! উৎখাত করছি এজন্যে যে আমরা যে-জীবন গড়ে তুলতে চাই তাতে যেন ওরা বাধা দিতে না পারে—এসব থেকে মুক্ত এক জীবন···যাতে ভবিষ্যতে আবার না ঘটতে পারে। তুমি হচ্ছ গ্রেমিয়াচির সোভিয়েত শক্তির প্রতিনিধি—তোমাকে কি রাজনীতি শেখাতে হবে?' খুব কষ্টের সঙ্গে সে হাসল, 'হতচ্ছাড়া কুলাক-গুলোকে আমরা নির্বাসন দেব, ওদের পাঠিয়ে দেব সোলোভ্কিতে। এতে তো ওরা খুন হয়ে যাবে না—কি বলো? ওরা যদি কাজ করে তাহলে ওদের খাওয়াব। আর আমরা যখন নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারব তখন আর এই শিশুরা কুলাক শিশু থাকবে না। শ্রমিকশ্রেণী ওদের নতুন শিক্ষা দেবে।' পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করল, কিন্তু তার আঙুলগুলো এতই কাঁপছে যে কিছুক্ষণ সে প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করতে পারল না।

আন্দ্রেই নাগুলনভের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, নাগুলনভের মুখের ওপরে ঘনিয়ে আসছে কেমন একধরনের নিষ্প্রাণতার পর্দা। দাভিদভ অবাক হয়ে দেখল আন্দ্রেই উঠে দাঁড়িয়েছে, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে নাগুলনভও লাফিয়ে উঠে পড়ল, যেন স্প্রিংবোর্ডের ধাক্কা খেয়েছে।

হাতের মুঠি পাকিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় সে হিসিয়ে উঠল, 'শুয়ার! এমনি ভাবেই বুঝি তুমি বিপ্লবের কাজ করতে চাও? ওদের জন্যে দুঃখু হচ্ছে? আমি হলে···বুড়ো, বুড়ী, বাচ্চা, হাজার হাজার এনে দাও না আমাকে—আর আমাকে শুধু একবার বলো যে ওদের খতম করতে হবে···বিপ্লবের খাতিরে···একটা মেশিনগান দিয়েই সেটা আমি করতে পারব···সবক'টাকে!' হঠাৎ সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছে, বড়ো বড়ো বিস্ফারিত চোখের মণিতে ফুটে উঠেছে বিকার, আর ঠোঁটের কোণা দিয়ে ফেনার বুদ্বুদ উঠছে।

'অত চিৎকার করছ কেন হে! বসো না!' উদ্বেগের সঙ্গে দাভিদভ বলল।

একটা চেয়ার উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে আন্দ্রেই ছুটে গেল নাগুলনভের কাছে। নাগুলনভ টলতে টলতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে, তার মাথা পেছনদিকে হেলে পড়েছে, চোখ ঘুরছে, চেরা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'তোমাকে আমি খুন করব!' তারপরে একপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তার বাঁ-হাতটা শূন্যে মুঠি পাকিয়ে তলোয়ারের খাপ খুঁজছে, তার বাঁ-হাতটা অদৃশ্য তলোয়ারের বাঁটের জন্যে অস্থিরভাবে আঁকিবুকি কাটছে।

তার হাত ধরতেই আঁদ্রেই টের পেল মাকারের শরীরের মাংসপেশী শক্ত হয়ে গিয়েছে আর তার পা-ছুটো ইস্পাতের স্পিং-এর মতো টান হয়ে গিয়েছে।

'মূর্ছা গিয়েছে, ওর পা-ছুটো ধরো!' আন্দ্রেই চিৎকার করে দাভিদভকে বলল।

তারা যখন ইস্কুলে এসে পৌছল তার আগেই মিটিং-এর যোগদানকারী মানুষে ইস্কুল ভর্তি। সকলের ঠাঁই হবার পক্ষে জায়গা যথেষ্ট নয়। অলিন্দে ও বারান্দায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষ, স্ত্রী ও মেয়েরা। হাট করে খোলা দরজা থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে গরম হাওয়া ও তামাকের ধোঁয়া।

অলিন্দ দিয়ে যাবার সময়ে নাগুলনভ সবার আগে। তার মুখ ফ্যাকাশে, ফাটা ঠোঁটে জমাট রক্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে সে চলেছে। তার পায়ের নিচে পিষে যাচ্ছে সূর্যমুখীর বিচির খোসা। কসাকরা সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে দেখছে ও তার জন্যে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। দাভিদভকে দেখা যেতেই ফিশফিশানি শুরু হয়ে গেল।

'ওই বুঝি দাভিদভ?' ফুলতোলা শাল গায়ে একটি মেয়ে বেশ উঁচু গলাতেই জিজ্ঞেস করেছে আর বিচিতে ঠাসা একটা রুমাল উঠিয়ে দাভিদভকে দেখিয়েছে।

'ওই যে কোট গায়ে। মানুষটা কিন্তু খুব বিশাল নয়।'

'না, বিশাল নয়। কিন্তু যথেষ্ট শক্তি আছে মনে হয়। ওর ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, পুরস্কার-জেতা ষাঁড়ের মতো। ওকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে বাচ্চার জন্ম দেওয়ার জন্যে।' হেসে হেসে একটি মেয়ে বলেছে আর তার গোল গোল পাঁশুটে চোখছুটো কুঁচকিয়ে দাভিদভের দিকে তাকিয়েছে।

'চ্যাটালো কাঁধ, নাকি বলো? আমি জোর গলায় বলতে পারি, মেয়েদের আদর-সোহাগ করতে পছন্দই করে,' পেনসিলে আঁকা ভুরু তুলে নির্লজ্জার মতো কথাটা বলেছে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন নাতালিয়া।

'মনে হচ্ছে কেউ যেন আগেই ঠুকরে দিয়ে গেছে! মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখতে পাচ্ছ!'

'হয়তো দাঁতের ব্যথার জন্যে!'

'কাণ্ডটা করেছে তিতোক!'

'এই যে মেয়েরা, এ তোমাদের কেমন ব্যবহার! একজন বিদেশীর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করছ! ও কি আমার চেয়েও ভালো নাকি?' হো-হো করে হেসে উঠে একজন বুড়োমতো, চাঁছাছোলা মুখ, কসাক তার লম্বা লম্বা হাতের বেড়

দিয়ে এক দঙ্গল মেয়েকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে এবং দেয়ালের গায়ে চেপে ধরেছে। মেয়েরা একসঙ্গে কলকল করে উঠল এবং মেয়েলি হাতের মুঠি পাকিয়ে কসাকটির পিঠে কিল মেরে চলল।

ক্লাবঘরের দরজার কাছে যখন পৌঁছল ততোক্ষণে দাভিদভ ঘেমে উঠেছে। সূর্যমুখীর বিচি, পেঁয়াজ আর ঘরে ফলানো তামাকের কটু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে ভিড় থেকে। মেয়েরা আর তরুণীরা ছড়াচ্ছে পমেটমের গন্ধ ও বহুকাল সিন্দুকে রেখে দেওয়া পোশাকের গন্ধ। সারা ইস্কুল জুড়ে শোনা যাচ্ছে কথোপকথনের চাপা গুনগুনানি। আর মানুষগুলো নিজেরা চলাফেরা করছে ফুঁশে-ওঠা কালো একটা পিণ্ডে, একঝাঁক মৌমাছির মতো।

'তোমাদের এখানকার মেয়েরা বড়ো রগরগে,' মঞ্চে পৌঁছবার পরে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল দাভিদভ।

মঞ্চের এবড়ো খেবড়ো পাটাতনের ওপরে ইস্কুলের দুটি ডেস্ক পাশাপাশি রাখা আছে। দাভিদভ ও নাগুলনভ সেখানে বসল। সভার কাজ শুরু করল রাজমিয়োৎনভ। অল্প সময়ের মধ্যে একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হয়ে গেল।

'জেলা পার্টি কমিটির প্রতিনিধি কমরেড দাভিদভকে কিছু বলার জন্যে আমি ডাকছি।' রাজমিয়োৎনভের গলায় ঘোষণা শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে এল তীরে আছড়ে পড়া টেউয়ের মতো কথোপকথনের গুঞ্জন।

দাভিদভ উঠে দাঁড়াল, মাথায় জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা ঠিক করে নিল। আধঘণ্টা কথা বলল সে, শেষের দিকে তার গলা ভেঙে গেল একেবারে। সভা নির্বাক। ঘরের ভেতরটা ক্রমেই বেশি বেশি গুমোট হয়ে উঠছে। দুটো বাতির আবছা আলোয় দাভিদভ দেখতে পাচ্ছে সামনের সারিতে বসা মানুষগুলোর মুখ ঘামে চক-চকে, তাদের পেছনে সবকিছুই আধো-অন্ধকারে বিলীন।

দাভিদভের বক্তৃতায় বাধা পড়েনি, কিন্তু যেই না সে শেষ করেছে ও জল খাবার জন্যে গেলাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে, অমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগল তার ওপরে।

'সবকিছুই কি সাধারণের সম্পত্তি করে তোলা হবে?'

'ঘরবাড়ির কী হবে?'

'এই যৌথখামার কি অল্প সময়ের জন্যে, না, চিরকালের জন্যে?'

'যারা নিজেরা নিজেরা চাষ করবে তাদের কী হবে?'

'তাদের জমি নিয়ে নেওয়া হবে না তো—নাকি হবে?'

'আমাদের কি একসঙ্গে খেতে হবে?'

যুক্তিযুক্তরূপে ও বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করল দাভিদভ। আর যখনই প্রশ্নটার সঙ্গে কৃষি-সম্পর্কিত জটিল ব্যাপার জড়িত হয়ে পড়ছে, তাকে সাহায্য করেছে আন্দ্রেই ও নাগুলনভ। যৌথখামারের জন্যে একটি সনদ পাঠ করা হল, কিন্তু তবুও প্রশ্ন থামল না। সবশেষে মাঝের একটি সারি থেকে উঠে দাঁড়াল একজন কসাক, মাথায় শেয়ালের লোমের টুপি, গায়ে কালো ভেড়ার চামড়ার জামা—জামাটা হাট করে খোলা। কিছু বলতে চাইল সে। ঝুলন্ত বাতির আলো বাঁকাভাবে এসে পড়েছে তার টুপির ওপরে, লালচে লোমগুলোতে আগুন ধরে গিয়েছে, তা থেকে যেন ধোঁয়া বার হচ্ছে।

'আমি একজন মাঝারি চাষী। তা মশাইরা আমি আপনাদের একটা কথা বলতে চাই, সাঁচ্চা সাত্যি কথা। যৌথখামারের ব্যাপারটা তো খুবই ভালো, কিন্তু এজন্যে অনেক অনেক ভাবনাচিন্তা করা দরকার! থালার ওপরে সাজিয়ে এটি তোমার হাতে তুলে দেওয়া হবে এমনটি ভেবো না। পার্টির প্রতিনিধি হয়ে যে কমরেডটি এসেছেন তিনি তো বলছেন, এককাট্টা হতে পারলেই নাকি হয়ে গেল, তাহলেই আমাদের অবস্থা ভালো হয়ে যাবে। উনি বলছেন, কমরেড লেনিন নাকি তাই বলেছেন। কিন্তু আমাদের এই প্রতিনিধি কমরেডটি কৃষিকাজের বিষয়ে বড়ো একটা জানেন না। আমার তো মনে হয়, সারাটা জীবন তিনি শ্রমিক থেকেছেন, তাই লাঙলের পিছে কথনো চলেননি। ষাঁড়ের যে এদিক-ওদিক আছে তাও যদি তিনি না জানেন তাতে আমি অবাক হব না। আর এইতেই তাঁর অবস্থাটা হয়েছে এই যে হিসেবটা গোলমাল করে ফেলেছেন। আমি যেমনটি ভাবি সেটা বলি। যৌথখামারে লোক টেনে আনতে হবে এইভাবে: যারা প্রচণ্ড খাটতে পারে আর গাইবলদের মালিক তারা থাকুক একটি যৌথখামারে, গরিবরা অন্য যৌথখামারে, অবস্থাপন্নরা অন্য যৌথখামারে! আর যারা একেবারে কুঁড়ের বাদশা তাদের নির্বাসনে দেওয়া হোক আর তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হোক। সকলকে একদলে এনে একটা দঙ্গল পাকালেই কাজ হয় না। বরং বোকামি করা হয়, অনেকটা সেই গল্পের মতো যাতে হাঁস আর গলদাচিংড়ি আর পাইকমাছ বোঝা বইতে গিয়েছিল। হাঁস চাইল ডানা ঝটপট করে উড়ে যেতে, গলদাচিংড়ি তার ডানা ধরে রইল আর উলটোদিকে হাঁটা দিল, আর পাইকমাছ চাইল সাঁতার কাটতে।'

এই রসিকতায় চাপা একটু হাসি উঠল। পেছন থেকে একটি মেয়ে খিলখিল

করে জোরে হেসে উঠতেই বিরক্ত গলায় ধমক শোনা গেল :

'কে ওখানে, এমন বেসামাল বেয়াদপ! বাইরে চলে যাও!'

শেয়ালের চামড়ার টুপি পরা লোকটি রুমাল দিয়ে কপাল ও ঠোঁট মুছল, তারপরে বলে চলল :

'ঠিকমতো লোক বাছাই করতে হবে, ভালো চাষী যেমন বলদ বাছাই করে। ভালো চাষী বলদের জোড় তৈরি করে একই আকারের ও একই ক্ষমতার বলদদের নিয়ে—নয় কি? কিন্তু অসমান বলদদের নিয়ে যদি জোড় তৈরি করো তাহলে ফলটা কী হয়? যে বলদের ক্ষমতা বেশি সে চাইবে চলতে, যে বলদের ক্ষমতা কম সে চাইবে থামতে—তখন বেশি ক্ষমতার বলদটাও থেমে পড়বে। এমনি একটা জোড় থেকে কোনো কাজ পাওয়া যাবে ভাবো তোমরা? এখানে কমরেডটি বলছেন, গোটা গ্রাম একটি যৌথখামারে থাকা উচিত—কুলাকরা বাদে। তাই যদি হয় তো সেই এক জোয়ালেই বেঁধে দেওয়া হচ্ছে বেশি-জোরী ও কম-জোরী সবাইকেই।'

লুবিশ্‌কিন উঠে দাঁড়াল, ডানার মতো ছড়ানো তার কালো গোঁফে ভয়ংকর মোচড় দিয়ে বক্তার দিকে ফিরল।

'কুজমা, মাঝে মাঝে তোমার কথায় তুমি মধু ঝরাতে পার! আমি যদি মেয়ে-মানুষ হতাম তো জীবনভর তোমার কথা শুনে যেতে পারতাম! (বুদবুদের মতো খানিকটা হাসি।) মিটিংটাকে কি-ভাবে বশে আনতে হয় তা তুমি জানো, যেমন তুমি বশে আনো পাগলা কুজমিচোভাকে!'

এই কথায় বোমা-ফাটার মতো হো-হো হাসি উঠল। আগুনের তীব্র একটা ঝলক সাপের মতো এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেল বাতি থেকে। সভার সমস্ত লোক ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে এবং তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা কৌতুক-জনক অশোভন। এমনকি নাগুলনভকেও দেখা গেল গোঁফে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে। এত হাসির কারণ জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল দাভিদভ, এমন সময়ে আবার শোনা গেল কথাবার্তার সমস্ত গুঞ্জনকে ছাপিয়ে লুবিশ্‌কিনের গলার স্বর :

'গলার স্বরটা তোমার বটে কিন্তু সুরটা অন্যের! ওই ধরনের লোককে পছন্দ করাটা তোমার পক্ষে ভালোই। এটা কি-ভাবে করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই তুমি শিখেছ সেই সময়ে যখন তুমি নাকখোয়া ফ্রলের সঙ্গে মেশিন সমিতিতে ছিলে। গত বছর তোমার ইঞ্জিনটা তোমাকে ছাড়তে হয়েছে। এখন তোমার ফ্রলকে আমরা সাফ করে দিয়েছি, নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ! হ্যাঁ, তোমরা একজোট হয়েছিলে ওই

ক্লের ইঞ্জিনকে ঘিরে। ওটাও ছিল একধরনের যৌথখামার—তফাৎ এই যে ওটা কুলাক যৌথখামার। ঝাড়াইয়ের সময়ে কি-ভাবে আমাদের রক্ত চুষেছিলে তা কি ভুলে গিয়েছ? প্রতি আটে সিকি—তাই না? আবার হয়তো এমনটিই করতে চাইছ ..'

এমন একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে রাজমিয়োৎ-নভকে বেগ পেতে হল। অনেকক্ষণ ধরে বসন্তকালের শিলাপাতের মতো পটপট করে পড়তে লাগল ক্রুদ্ধ সব মন্তব্য:

'নিজেদের জন্যে সমিতি যা করেছে, চমৎকার!'

'ট্রাক্টর দিয়ে কি আর উকুন পিষে মারা যায়!'

'কুলাকরা তোমাকে কব্জা করেছে!'

'দাও না একটু রগ্‌ড়ে!'

'তোমার মাথাটা দিয়ে সূর্যমুখীর ফুল মাড়াই করা চলে!'

পরের বক্তা গরিব মাঝারি চাষী নিকোলাই লুশ্‌নিয়া।

নাগুলনভ তাকে সাবধান করে দিল, 'এখন আর কোনো আলোচনা নয়। কী করতে হবে না-হবে সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি বললেই হল আর কি। এমনও হতে পারে, ঠিক ওই কাজটাই আমি করতে চাই। নাকি, তোমার মতের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলতে দেওয়া হবে না? আমি যা বলতে চাই তা এই, যৌথখামার হচ্ছে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যাপার। তুমি যদি যোগ দিতে চাও, যোগ দাও। যোগ দিতে না চাও, তাকিয়ে থাকতে পার। আমরা চাই তাকিয়ে থাকতে।'

'আমরা মানে কারা?' দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'কেন চাষীরা।'

'বাপু হে, নিজের কথাটাই বলো। এখানে প্রত্যেকেই যা-খুশি বলতে পারে আর নিজের নিজের কথা নিজেরাই বলবে।'

'ঠিক আছে, নিজের কথাও আমি বলতে পারি। আসলে তাই আমি করছি। খানিকটা সময় আমি তাকিয়ে থাকতে চাই আর দেখতে চাই যৌথ-খামারের জীবন কেমন চেহারা নেয়। যদি ভালো হয় তাহলে যৌথখামারে যোগ দেবার জন্যে সই করব। যদি ভালো না হয় তাহলে কেন আর এতে নিজেকে জড়াই? মাছ বোকা হলে তবেই নিজের থেকে জালে ধরা দেয়।'

'ঠিক কথা!'

'আমরা একটু অপেক্ষা করে দেখি !'

'অন্য কেউ এই নতুন জীবন পরখ করে দেখুক !'

'আরে ভাই, চলাই যাক না, অপেক্ষা করার দরকারটা কি ?

'আখভাৎকিন এবারে বলুক। কই হে, মুখ খোলো !'

'ভাইসব, আমি নিজের কথাই বলব। আমি ছিলাম আর ছিল আমার ভাই পিওতর। আমরা তো একসঙ্গেই থাকতাম। কিন্তু আমরা থাকতে পারলাম না। হয় মেয়েরা চুলোচুলি কামড়াকামড়ি লাগিয়ে দিত, এমন কি উকোনঠেঙা দিয়েও ওদের আলাদা করা যেত না, নয়তো পিওতর ও আমি ঝগড়া লাগিয়ে বসতাম। এখন তোমরা চাইছ একটা বাসায় গোটা গাঁয়ের লোককে পুরে দিতে! দেখতে না-দেখতে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। যেই না আমরা বাইরে কাজে বেরুব অমনি লড়াই বেধে যাবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমি বলব, ইভান আমার বলদদুটোকে বড়ো বেশি খাটাচ্ছে। ইভান বলবে, ওর ঘোড়াগুলোকে আমি ঠিকমতো দেখাশোনা করছি না। এমনি চলতে থাকবে আর পুরো একদল ফৌজ সঙ্গে থাকার দরকার পড়বে আমাদের। প্রত্যেকটা লোক রক্তবমি করতে থাকবে। কাজ করবে কেউ বেশি, কেউ কম। আরে ভাই, আমাদের কাজটাই আলাদা, এ তো আর কারখানায় গিয়ে মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। ঠিক আটটি ঘণ্টা কাজ করে যাও, বাস্‌, তোমার ছুটি, ছড়ি বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।'

'তুমি কি কোনোদিন কারখানার ভেতরে গিয়েছ ?'

'না, আমি যাইনি, কমরেড দাভিদভ, কিন্তু আমি জানি।'

'জানো না, শ্রমিকদের সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। কারখানার ভেতরটা যদি কোনোদিন না দেখে থাকো তাহলে তা নিয়ে এত বচন ছাড়া কেন। ছড়ি নিয়ে চলা শ্রমিক—এসব তো কুলাক কথা !'

'ছড়ি থাকুক বা না-থাকুক, কথাটা একই দাঁড়াচ্ছে। কাজ শেষ তো তোমার ছুটি। কিন্তু আমাদের উঠতে হয় সেই অন্ধকার থাকতে লাঙল চালাবার জন্যে। তারপর সারাদিন ঘাম ঝরিয়ে কাজ, দু-পায়ে মুরগির ডিমের মতো বড়ো বড়ো ফোস্‌কা পড়ে যায়, তারপরেও কিন্তু রাত্তিরবেলা বেরুতে হয় বলদগুলোকে চরাবার জন্যে। কেননা, বলদকে যদি না চরাও তাহলে পরদিন সে আর লাঙল টানবে না। যেমন ধরো, যৌথখামারে গিয়ে আমি খুবই খাটলাম, কিন্তু অন্য আরেকজন, ধরো আমাদের কোলিবা, আলের ধারে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। সোভিয়েত

সরকার বলতে পারে গরিবদের মধ্যে কুঁড়ে নেই, যারা একথা বলে তারা কুলাকদের বানানো কথা বলে। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। সারাটা জীবন কোলিবা কাটিয়েছে চুল্লির ওপরে শুয়ে থেকে। সারা গাঁয়ের লোক সেই ঘটনা জানে। একবার শীতের সময়ে নিজের শোবার জায়গা চুল্লির ওপরে যখন আরামে ঘুমোচ্ছিল, পা-দুটো বাড়িয়ে দিয়েছিল দরজার বাইরে। সকালে দেখা গেল তার দুই পা তুষারে ঢেকে গিয়েছে কিন্তু পিঠের পাশে গরম ইট থেকে ছেঁকা লেগেছে। মানুষটা এত কুঁড়ে যে ওঠা দরকার বুঝেও উঠতে পারেনি। এমন মানুষের সঙ্গে আমি কি করে কাজ করি বলো? আমি নেই যৌথখামারে!'

'কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ এবারে বলুক।'

ছাইরঙা কোট পরা একজন কসাক, খুব লম্বা নয়, অনেক সময় নিয়ে মঞ্চের দিকে এল। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ফ্যাকাশে টুপি মাথায়, চারদিকে কসাকদের চিত্রবিচিত্র শিরস্ত্রাণ এবং মেয়েদের শাল ও রুমালের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে টুপিটা চলেছে।

মঞ্চের ওপরে উঠে সে সভাপতিমণ্ডলীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল, তারপরে ধীরেসুস্থে পাৎলুনের পকেটে কি-যেন খুঁজতে লাগল।

'বক্তৃতা লিখে এনেছ বুঝি, পড়বে?' দাঁত বার করে হেসে দিয়োমকা উশাকভ জিজ্ঞেস করল।

'মাথার টুপিটা খোল হে!'

'মুখস্ত বলে যাও না কেন!'

'লোকটা সারাজীবন লিখে লিখেই কাটিয়ে দিল।'

'লেকাপড়া জানা মানুষ যে!'

পকেট থেকে একটা তেলচিটে খাতা বার করল মাইদান্নিকভ, তারপরে লেখায় ভরা পৃষ্ঠাগুলো দ্রুত উলটিয়ে গেল।

'এত অল্পেতেই হেসো না তোমরা, এমন দিন আসতে পারে পারে যখন হাসি একেবারে উলটিয়ে যাবে,' রাগতভাবে সে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, যা নিয়ে বেঁচে থাকি সেটা আমি লিখে রাখি। সেটাই আমি এখন তোমাদের কাছে পড়ব। অনেকে অনেক রকম কথা বলে গেল, কিন্তু কোনোটাই কাজের কথা নয়। জীবন সম্পর্কে তোমাদের যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা নেই...'

দাভিদভ কান খাড়া করল। সামনের সারির মানুষগুলোর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। হলঘরে শোনা যাচ্ছে চাপা গুঞ্জন।

'খেতখামার আমার যা আছে সে হিসেবে আমি মাঝারি চাষী।' যাই-দারিকভ জোরের সঙ্গে বলে চলল, 'গত বছর আমি চাষ দিয়েছিলাম বারো একর জমিতে। আমার অবস্থা তোমরা তো জানোই। বৌ আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার পরিবার। আমার নিজের বলতে আছে একজোড়া বলদ, একটা ঘোড়া আর একটা গাই। আমার সহায় বলো, সম্বল বলো—এই নিয়েই সব। ফসল ঘরে তুলেছিলাম—নব্বুই পুড* গম, আঠারো পুড যব আর তেইশ পুড যই। তার মধ্যে ষাট পুড লাগে আমার নিজের জন্যেই, বাড়ির লোকদের খাওয়াতে। দশ পুড লাগে হাঁসমুরগিকে খেতে দিতে। যই যা পাই সবই ঘোড়াকে খেতে দিতেই খরচ হয়ে যায়। তাহলে সরকারের কাছে বিক্রি করার জন্যে আমার আর থাকে কি? তোমরা বলতে পারো, দু-একটা হাঁসমুরগি বিক্রি করলেই হয়। তাই না হয় করা গেল। দু-একটা হাঁস আর এদিক সেদিক করে আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস বাজারে বিক্রি করে এলাম।' তার চোখের দৃষ্টিতে ব্যথা ফুটে উঠল, গলাটাকে আরো চড়িয়ে বলে চলল, 'এবার হিসেব করো তো দিকি, সব মিলিয়ে যে টাকাটা আমি পেলাম তাই দিয়ে আমার সংসারের সব খরচ চলে কিনা। কেনাকাটি তো আর কম নয়—জুতো, জামাকাপড়, কেরোসিন, দেশলাই, সাবান, আরো কত কি। এমনকি ঘোড়ার পায়ে নাল পরাতে হলেও পয়সা খরচ করতে হয়। কই, তোমাদের মুখে রা নেই কেন! একে কি বাঁচা বলে! ফসল যদি ভালো হয় তাহলেই এই অবস্থা। কিন্তু অজন্মাও তো হতে পারে। তখন আমার কী অবস্থা হবে! কে দেখবে আমাকে! কাজেই তোমরা যে যাই বলো না কেন, যৌথখামারের ওপরেই আমি ভরসা রাখতে চাই। যৌথখামারে গেলে আমার অবস্থা এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে! তোমরা সবাই আসল কথাটা চেপে গিয়েছ। এই হচ্ছে মাঝারি চাষীদের হাল—যেমনটি আমি বললাম। তবুও তোমরা যে কেন যৌথখামারের বিরুদ্ধে যাচ্ছ আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও দলে টানার চেষ্টা করছ—তাও আমি জানি। এক এক করে কারণগুলো বলছি শোন।'

'বেটাদের আচ্ছা করে শুনিয়ে দাওতো তো কোন্দ্রাৎ!' লুবিশ্কিন উল্লাসে ফেটে পড়েছে।

'শোনাব বইকি, একশোবার, হাজারবার শোনাব। তোমরা যৌথখামারের বিরুদ্ধে যাচ্ছ কেন জান? নিজেদেরটা ছাড়া তোমরা আর কিছু দেখতে পাও

* এক পুড প্রায় সাড়ে-ষোল কিলোগ্রাম—অ

না। এটা আমার গাই, এটা আমার কুঁড়ে, এটুকু আমার জমি—এই হচ্ছে তোমাদের একমাত্র ভাবনা। অথচ যা নিয়ে তোমাদের এই আমার-আমার ভাবনা সেগুলো যে মজেহেজে গিয়েছে সেদিকে তোমাদের খেয়াল নেই। কমুনিস্ট পার্টি তোমাদের নতুন জীবনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে কিন্তু তোমরা ব্যাভার-খানা করছ ঠিক চোখকানা বাছুরের মতো। কানা বাছুরকে পালান দিতে চাইলেও যেমন মাথা ঝাঁকায় আর পা ছোঁড়ে—ঠিক তেমনি। কিন্তু একথাটা তোমরা জেনে রেখো যে বাছুরকে যদি বাঁচাতে হয় তো তাকে পালান দিতেই হবে। এইটেই আমার বলার কথা! আমি তো আজ রাত্তিরেই দরখাস্ত লিখতে বসব যে আমি যৌথখামারে যেতে চাই। তোমাদেরও আমি বলি যে তোমরাও যৌথখামারে চলে এসো। তবে, যৌথখামারে যারা আসবে না, তারা যেন অন্যদের বাধা না দেয়!'

রাজমিস্ত্রোৎনভ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাইসব, আমার মনে হয়, সব কথাই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এদিকে রাতও হল, বাতির তেলও ফুরিয়ে এসেছে মনে হয়। এবার তাহলে যৌথখামারের পক্ষে যারা আছ হাত তোলো। বাড়ির কর্তারা হাত তুললেই চলবে।'

দু-শো সতেরোটি পরিবার হাজির ছিল জমায়েতে। হাত উঠল মাত্র সাতষট্টি।

'আর বিরুদ্ধে কারা?'

একটি হাতও উঠল না।

দাভিদভ বলল, 'কই, আপনারা সাড়া দিচ্ছেন না কেন? যৌথখামারে আপনারা আসবেন না? কমরেড মাইদান্নিকভের কথাই তাহলে ঠিক হবে!'

'ব্যাপারটা আমাদের ভালো বোধ হচ্ছে না!' নাকী সুরের মেয়েলী গলায় মন্তব্য শোনা গেল।

'মাইদান্নিকভের কথামতো আমাদের চলতে হবে নাকি!'

'আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারাও এভাবেই জীবন কাটিয়েছে…'

'জোর জবরদস্তি করে কোনো লাভ নেই!'

আস্তে আস্তে সোরগোলটা থামল। হলঘরের পেছনের সারির দিকটা ছিল অন্ধকার, সেখানে শুধু দেখা যাচ্ছিল সিগারেটের আগুন। অন্যদিকের সোরগোল থামলে এই পেছনের সারি থেকে বিদ্বেষভরা গলায় একজনের কাটা-কাটা মন্তব্য শোনা গেল:

'তোমার মতলবটা কি! আমাদের কি ভেড়া পেয়েছ নাকি যে পালে জুড়ে

দিতে চাও! তিতোক একবার তোমার রক্তপাত করে ছেড়েছে—দরকার পড়লে আবারও তাই করা হবে!'

কথাগুলো দাভিদভের গায়ে এসে লাগল চাবুকের মতো। কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারল না। ফাঁক-ফাঁক দাঁতওলা মুখটাকে হাঁ করে থমথমে নিস্তব্ধতায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই ফেটে পড়ল হুংকারে:

'বটে! বটে! আমাদের শত্রুরা এখনো গলা উঁচিয়ে কথা কয় দেখছি! এখনো তোমাদের রক্তের আশ মেটেনি! আরো রক্ত চাও আমার কাছ থেকে! কিন্তু শুনে রাখ কুলাকের বাচ্চারা! তোদের প্রত্যেককে যতোদিন না মাটিতে পুঁততে পারি ততোদিন আমার মরণ নেই! আর রক্ত যদি আমাকে দিতে হয় তো দেব। নিশ্চয়ই দেব। পার্টির জন্যে, আমার পার্টির জন্যে, শরীরের শেষ রক্তবিন্দুও দেব! শুনে রাখ তোরা শুয়োরের বাচ্চা কুলাকরা, শেষ রক্তবিন্দুও দেব!'

নাগুলনভ সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কে কথা বলেছ হে?'

রাজমিয়োৎনভ মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে গেল। পেছনের দিকে মড়মড় শব্দ করে উঠল একটা বেঞ্চি। জনকুড়ি লোক মিটিং থেকে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝের সারিগুলো থেকেও সবাই উঠতে শুরু করেছে। কাঁচ-ভাঙার শব্দ শোনা গেল—কে যেন জানলার একটা শার্সি ভেঙে ফেলেছে। ভাঙা শার্সির ফাঁক দিয়ে তাজা টাটকা বাতাস ঢুকল ঘরের মধ্যে। বাতাসে পাক খেতে লাগল ঘরের ভেতরকার সাদা ধোঁয়া।

'নিশ্চয়ই তিমোফেই! নাকখোয়া ফ্রলের বেটা।'

'বেটাদের ধরে ধরে গাঁয়ের বাইরে চালান করে দাও!'

'না, না, তিমোফেই নয়, আকিম্কা। তুবিয়ানস্কোই থেকে একদল কসাক এসেছে মিটিঙে।'

'হারামজাদারা মিটিঙে এসেছ গণ্ডগোল পাকাবার জন্যে! ঘাড় ধরে ধরে বার করে দিলেই হয়!'

মিটিং শেষ হল মাঝরাতের অনেক পরে। গলা ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত যৌথ-খামারের ভালোমন্দ নিয়ে সবাই তর্কাতর্কি করল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, এমন কি মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়েও একে অপরের বুকে ঘুষি মেরে মেরে নিজের নিজের বক্তব্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল। কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভের একজন আত্মীয় ও পড়শী কোন্দ্রাতের পরনের শার্টটা সামনের দিকে দু-

ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছে। দুজনে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। তাই দেখে কোন্দ্রাৎকে সাহায্য করবার জন্তে দিয়োমকা উশাকভ বেঞ্চির ওপর দিয়ে দিয়ে, বা তখনো যারা বেঞ্চিতে বসেছিল তাদের মাথার ওপর দিয়ে দিয়ে, লাফিয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু দিয়োমকা এসে পৌছবার আগেই দাভিদভ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়ে দিল। তখন আবার দিয়োমকা-ই মাইদান্নিকভকে খোঁচা দিয়ে কথা বলতে ছাড়ল না। বলল, 'বেশ হয়েছে, এবার গিয়ে হিসেব করতে বোসো এই ছেঁড়া শার্টটার জন্তে তোমাকে আরো কত ঘণ্টা লাঙল ঠেলতে হবে!'

'আর তুমি কী হিসেব করবে শুনি? তোমার বৌয়ের কটা নাগর আছে…'

'বাস, বাস, ওসব বদ রসিকতা বন্ধ করো। নইলে আমি তোমাকে মিটিং থেকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করব।'

শুধু মুখচোরা দেমিদ নির্বিবাদে ঘুমিয়ে রইল পেছনের সারির একটা বেঞ্চির নিচে। দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে আর সেই বাতাসের দিকে মাথাটা সে বাড়িয়ে দিয়েছে পশুর মতো। অযথা গোলমালে যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্তে কোটের তলার দিকটা উলটিয়ে দিয়েছে মুখের ওপরে। যে-সব বুড়ী উল আর বোনার কাঠি হাতে নিয়ে মিটিঙে এসেছিল তারা দাঁড়ে-বসা মুরগির মতো ঢুলছে, উলের বল আর বোনার কাঁটা খসে পড়েছে হাত থেকে। অনেকেই চলে গিয়েছে।

আর্কাশ্কা আবারও উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার গলা দিয়ে হাঁসের গলার ঘড়-ঘড় আওয়াজের মতো খানিকটা আওয়াজ বেরিয়ে এল শুধু। যৌথখামারের সমর্থনে ইতিমধ্যেই তার বারকয়েক বলা হয়ে গিয়েছে। হতাশ হয়ে সে নিজের কণ্ঠমণিটায় হাত বোলাতে লাগল। তবুও সে নিজের প্রতাপ জাহির করতে কসুর করল না। যৌথখামারের ভীষণ রকমের বিপক্ষে ছিল নিকোলাই আখভাতকিন। তাকে সে হাতের ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করল পুরোপুরি যৌথখামার হয়ে যাবার পরে তার কী অবস্থা হবে। তামাকের ধোঁয়ায় বাদামী হয়ে যাওয়া একটা বুড়ো আঙুলের নখ সে রাখল আরেকটা বুড়ো আঙুলের নখের ওপরে আর তারপরে প্রচণ্ড চাপ দিল। নিকোলাই থুঃ করে থুতু ফেলল আর তারপরে বিড়বিড় করে কি একটা গালাগালি দিল।

দশ

সভা থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছে কোজ্রাৎ মাইদান্নিকভ। মাথার ওপরে জলজ্বল করছে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঝিকিঝিকি আগুন। চারদিক এত নিথর যে দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে তুষারে মাটি ফাটার আওয়াজ, জমে যাওয়া ডালের খসখসানি। বাড়ি পৌঁছে প্রথমেই গেল গোয়ালঘরে বলদদুটোর কাছে আর সামান্য এক আঁটি খড় জাবার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপরেই যখন মনে পড়ে গেল যে আগামী কাল বলদদুটো চলে যাবে বারোয়ারী গোয়ালঘরে তখন দু-হাত বোঝাই করে প্রচুর খড় তুলে নিল আর বলল :

'এবার তাহলে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার সময় হল। চলো হে টেকো! চারবছর আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, বলদের জন্যে কসাক, আর কসাকের জন্যে বলদ, কিন্তু তাতে কোনো লাভই হয়নি। তোমাকে উপোসী থাকতে হয়েছে আর আমাকে দিতে হয়েছে ধৈর্যের পরীক্ষা। তাই আমি ঠিক করেছি বারোয়ারী জীবনের জন্যে তোমাকে বদল করব। কান খাড়া করে শুনছ কি হে, যেন তুমি আগে থেকেই কিছু একটা জানতে?'

বড়ো বলদটাকে সে একটা লাথি মারল, তার চর্বণরত ভিজে মুখটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে। আর তখন যেই-না বলদের বেগুনী চোখদুটোর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়েছে অমনি মনে পড়ে গেল পাঁচবছর আগে এই বলদটার জন্ম হবার জন্যে সে কি-ভাবে অপেক্ষা করেছিল। তার বুড়ো গাই এতই গোপনে ষাঁড়ের সঙ্গে গিয়ে জুটেছিল যে, না রাখাল, না কোজ্রাৎ, কেউ-ই সেটা দেখেনি। শরৎকালে এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায়নি যে গাইটার পেটে বাচ্চা এসেছে। গাইটার দিকে তাকিয়ে কোজ্রাৎ আতঙ্কের সঙ্গে ভেবেছিল, 'গাইটার আর তাহলে বাচ্চা হল না. চুলোয় যাক!' কিন্তু নভেম্বরের শেষদিকে গাইটা দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, বাচ্চা বিয়োবার মাসখানেক আগে সব বুড়ো গাই যা করে থাকে। সেইসব শীতের রাতে কতদিন কোজ্রাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠেছে, যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে, আর তারপরে কোনো রকমে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে শুধুমাত্র ইজের পরেই ছুটেছে গোয়ালঘরের দিকে—দেখতে যে গাইটা বিয়োচ্ছে কিনা। তখন

ক্ষুধার ছিল কামড়-বসানো, এমনও হতে পারত যে জন্মের পরে মা যখন চেটে চেটে তার বাছুরের গা পরিষ্কার করেছে তারপরে শীতে জমে গিয়েই বাছুরটা মারা পড়ল। শেষদিকে কোন্দ্রাৎ প্রায় ঘুমোতই না বললে গেলে। একদিন সকালে তার বৌ আন্না রোজকার চেয়ে বেশি উৎফুল্ল হয়ে ঘরে ঢোকে এবং বিজয়গর্বে ঘোষণা করে, 'বুড়ীর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আজ রাতেই হবে বলে মনে হয়।'

সেদিন রাতে কোন্দ্রাৎ বিছানায় শুয়েছিল পোশাক না ছেড়ে, আলো না নিবিয়ে। সাত-সাতবার গিয়েছিল গাইটাকে দেখার জন্যে। আটবারের বার যখন দেখতে গিয়েছে তখন প্রায় ভোর। গোয়ালের দরজা খোলার আগেই শুনতে পেয়েছিল বাচ্চা বিয়োবার গভীর যন্ত্রণাকাতর গোঙানি। ক্ষুদে একটা বাছুর, সাদা নাক ও চোয়াল, কোঁচকানো গায়ের চামড়া আগেই চেটে চেটে পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে—বাছুরটা শীতে কাঁপছে আর আঠালো ঠোঁট দিয়ে মায়ের দুধের বাঁট খুঁজছে। বাছুরটাকে দু-হাতে তুলে নিয়েছিল কোন্দ্রাৎ, তারপর কোটের তলার দিকটা দিয়ে বাছুরের গা মুড়তে মুড়তে বাছুরটাকে গরম রাখার জন্যে তার গায়ে নিশ্বাস ফেলেছিল। বাছুরটাকে নিয়ে ছুটেছিল ঘরের দিকে।

'এঁড়ে বাছুর!' আহ্লাদে চিৎকার করে ওঠে।

বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে আন্না বলে, 'প্রভুর দয়া হয়েছে! আমরা যে কত গরিব তা ত্রাণকর্তা দেখেছেন!'

কোন্দ্রাতের সম্বল বলতে ছিল একটা নিকৃষ্ট ঘোড়া, গরিবী যে কী তা সে জানত। তারপরে এই ষাঁড়টা বড়ো হয়ে ওঠে, এবং কি গ্রীষ্মে, কি ঠাণ্ডা শীতে, রাস্তায় ও মাঠে গাড়ি ও লাঙল টেনে টেনে ভালোই কাজ দেয় কোন্দ্রাৎকে।

বলদটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কোন্দ্রাতের গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠল, চোখদুটো জ্বালা করতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে গোয়ালঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সে, কাঁদতে কাঁদতে খানিকটা যেন ভারমুক্ত বোধ করল। বাকিটা রাত বিছানায় কাটাল ধূমপান করতে করতে।

যৌথখামারে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? সবাই কি অনুভব করবে ও বুঝবে, যেমন সে বুঝেছে, এই হচ্ছে একমাত্র পথ, এখন আর ফিরে আসা চলে না? একথা ভাবতে যতো কষ্টই হোক যে যে-পশুগুলো তোমার কুটিরের মাটির দাওয়ার ওপরে তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছে তাদের এখন বারোয়ারীতে দিয়ে দিতে হচ্ছে—তবুও দিতেই হবে। আর ওই যে নিজের সম্পত্তির কথা ভেবে কষ্ট পাওয়ার নীচ ও তুচ্ছ অনুভূতি—সেটা তোমাকে গুঁড়িয়ে দিতেই

হবে। দেখতে হবে সেটা যেন কিছুতেই তোমার বুকের মধ্যে কুরিয়ে কুরিয়ে বাসা না বাঁধতে পারে। নাক-ডাকানো ঘুমে অসাড় বৌয়ের পাশে শুয়ে থেকে কোস্ত্রাৎ এইসব কথা ভাবল আর অন্ধকারের দিকে অন্ধের মতো তাকিয়ে রইল। তারপরে ভাবল, 'কিন্তু ভেড়া ও ছানাগুলোকে নিয়ে কী করা যায়? ওদের জন্যে চাই গরম ঘর ও অনেক সেবাযত্ন। ক্ষুদে ভিখিরিরা যেখানে সবাই প্রায় একই রকম সেখানে বাছাই করা যায় কি-ভাবে? এমনকি ওদের মায়েরাও ওদের আলাদা করে চিনে নিতে পারবে না। গাইগুলোরই বা কী হবে? ওদের আমরা খাওয়াব কি করে? কতগুলোকেই না আমাদের হারাতে হবে! আর অসুবিধের ভয়ে সপ্তাহখানেক না যেতেই অন্যরা যদি সরে পড়ে? তাহলে আমিও গ্রেমিয়াচিকে পেন্নাম জানিয়ে বিদায় নেব। চলে যাব খনিতে। তখন আর বেঁচে থাকার মতো কোনো কিছুই এখানে আমাদের হাতে থাকবে না।'

ভোর হবার আগে তার একটু ঝিমুনি এল। এমনকি ঘুমের মধ্যেও বিষণ্ণ বোধ করল ও কষ্ট পেল। যৌথখামারের ব্যাপারটা কোস্ত্রাতের কাছে সহজে আসেনি। অশ্রু ও রক্ত ঝরিয়ে সে ছিন্ন করেছে তার সম্পত্তির সঙ্গে, তার বলদের সঙ্গে, তার জমির টুকরোর সঙ্গে তার নাড়ীর বন্ধন।...

সকালে উঠে প্রাতরাশ খেল, তারপরে রোদে পোড়া কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়ে বহুক্ষণ কাটাল দরখাস্ত লেখার জন্যে।

গ্রেমিয়াচি কমিউনিস্ট পার্টি দলের
কমরেড মাকার নাগুলনভ সমীপেষু,

আবেদন

আমি, কোস্ত্রাৎ খ্রীস্তোফোরভ মাইদান্নিকভ, মাঝারি চাষী, অনুরোধ জানাই যে আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা এবং আমার সম্পত্তি ও গবাদি পশু সমেত আমাকে যৌথখামারে গ্রহণ করা হউক। আমি চাই নূতন জীবনে আমি যেন প্রবেশ করিতে পারি, কেননা এই নূতন জীবনের সঙ্গে আমার পূর্ণ মতৈক্য আছে।

কে মাইদান্নিকভ

'যোগ দিয়েছ?', বৌ জিজ্ঞেস করল।

'দিয়েছি।'

'গোরুছাগলও নিয়ে যাবে নাকি?'

'এক্ষুনি। তা, তুমি আবার প্যানপ্যানানি লাগালে কেন বলো তো, ঘটে কি কি কিছু নেই তোমার? তোমাকে বোঝাবার জন্যে কম কথা খরচ করতে হয়েছে আমাকে! সবটাই বাজে খরচ হল, তুমি সেই একই কথা আবার শুরু করেছ। তখন তো মত দিয়েছিলে—তাই না?'

'না গো, না, আমার শুধু কষ্ট হচ্ছে গাইটার কথা ভেবে। আমার তো মত আছে। তবে কি জান, বুকের ভেতরটা টনটন করছে, এই আর কি।' ঝাড়নে চোখ মুছতে মুছতে আর মুখে হাসি ফুটিয়ে বৌ বলল।

চার বছরের মেয়ে খ্রিস্তিশ্‌কা, সেও কাঁদতে শুরু করেছে।

গাই ও বলদদুটোকে গোয়ালঘরের বাইরে নিয়ে এল কোন্দ্রাৎ। তারপরে ঘোড়ায় জিন পরাল। সবকটিকে নিয়ে গেল নদীর ধারে জল খাওয়াতে। ফেরার পথে বলদদুটো বাড়ির পথ ধরেছে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা রাগ নিয়ে কোন্দ্রাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পথ রুখে দাঁড়াল, তারপর গ্রাম সোভিয়েতের দিকে বলদদুটোকে ঘুরিয়ে দিল।

মেয়েরা ঠায় জানলায় দাঁড়িয়ে। পুরুষরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, রাস্তায় বেরিয়ে এসে নিজেদের চেহারা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। কোন্দ্রাতের অস্বস্তি হতে লাগল। কিন্তু গ্রাম সোভিয়েতের কাছে রাস্তার মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ে গেল দঙ্গলে দঙ্গলে বলদ ও ঘোড়া ও ভেড়া—ঠিক যেন একটা পশু-মেলা। পরের মোড় থেকে বেরিয়ে এল লুবিশ্‌কিন। সে টেনে নিয়ে আসেছে একটা গাই আর তার পেছনে পেছনে গলায় দড়ি বাঁধা একটা বাছুর।

'এসো একটা কাজ করা যাক। সমস্ত গোরুবাছুরের লেজগুলো একসঙ্গে বেঁধে দিয়ে ওদের এক করে ফেলি।' লুবিশ্‌কিন ঠাট্টা করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে নিজেই হয়ে থাকল থমথমে ও গম্ভীর। গাইটাকে নিয়ে আসতে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে তাকে। কথাটা যে কতখানি সত্যি তা বোঝা যাচ্ছে তার গালে সদ্য হওয়া একটি আঁচড় থেকে।

'তোমাকে আঁচড়াল কে?'

'অস্বীকার করে লাভ নেই—আমার বৌ। গাইটার জন্যে হারামজাদী এটা আমাকে দিয়েছে।' গোঁফের ডগা মুখের মধ্যে পুরে লুবিশ্‌কিন চিবিয়ে চিবিয়ে বলে চলল, 'ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক একটা ট্যাঙ্কের মতো। ওই উঠোনে দাঁড়িয়ে একে অপরকে আমরা যা ঠেঙানি দিয়েছি, পাড়াপড়শীদের জানতে বাকি নেই। ওদের মুখের দিকে আমরা আর কোনোদিন মুখ তুলে তাকাতে পারব না।

ও আমার দিকে খুন্তি নিয়ে তেড়ে এসেছিল। আমি বলি, 'কী কাণ্ড, একজন লাল পার্টিজানকে তুমি মারতে চাও দেখছি, তাই না? তুমি কি ভাবো, ওই সব ফৌজী জেনারেলের সঙ্গে আমি যা করেছি তারপরে তোমাকে চিট করা এতই শক্ত?' চিট আমি ওকে করলাম। বাইরে থেকে যারা আমাদের দেখছিল তাদের কাছে দৃশ্যটা নিশ্চয়ই উপভোগ্য হয়েছে।'

গ্রাম সোভিয়েত থেকে তারা চলে এল ত্রিভোকের উঠোনে। সেদিন সকালে আরো বারোজন মাঝারি চাষী রাতভোর ভাবনাচিন্তা করার পরে আবেদন পেশ করেছে ও গোরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

ভিতরের উঠোনে নাগুলনভ দুজন ছুতোরমিস্ত্রীর সাহায্যে অলডার গাছের ডাল কাটছে—ডাবা বানাবার জন্যে। গ্রেমিয়াচি লগে এই প্রথম বারোয়ারি ডাবা।

এগারো

কোদ্রাৎ শাবল চালাচ্ছে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মাটিতে গর্ত খুঁড়তে বেশ সময় লাগছে তার। গর্ত খোঁড়া হচ্ছে খুঁটি তোলার জন্যে। লুবিশ্‌কিনও চুপচাপ নেই, পাশে দাঁড়িয়ে হাত চালাচ্ছে। লুবিশ্‌কিনের মাথায় কালো ফারের টুপি। কপালের ওপরে নেমে আসা টুপিটাকে দেখাচ্ছে থমথমে একটুকরো মেঘের মতো। মুখটা হাঁ করে প্রচণ্ড বিক্রমে শাবল চালাচ্ছে সে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মাটির টুকরো ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। খামারবাড়ির দেওয়ালে টুকরোগুলো গিয়ে লাগতে শব্দ হচ্ছে ছররার মতো। কিছুক্ষণের মধ্যে ভাবার সারি তৈরি হয়ে গেল। ইতি-মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত একদল লোক বলদের হিসেব খতিয়ে নিয়েছে। ভাবা তৈরি হয়ে যেতেই আটাশ জোড়া বলদ খামারবাড়িতে ঢুকিয়ে আনা হল। পেছনে পেছনে ঢুকল নাগুলনভ। তার গায়ের ঘামে-ভেজা খাকি শার্ট দুই কাঁধের ডানায় লেপ্‌টে রয়েছে।

লুবিশ্‌কিন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'বলিহারি যাই তোমাকে মাকার। শাবল হাতে ধরেছ কি ধরোনি—কিন্তু তোমার গায়ের শার্ট তো দেখছি ভিজে জবজব করছে। তুমি যে খুব একটা কাজের লোক হতে পারবে তা মনে হয় না। কিন্তু তাকিয়ে ত্যাখ তো আমি কেমন কাজ করি। শুধু তাকিয়ে ত্যাখ। হেঁইও! হেঁইও! তিতোকের এই শাবলটা কিন্তু খুবই ভালো! হেঁইও! ওহে মাকার, তুমি বরং তোমার কোটটা গায়ে চড়াও। নইলে ঠাণ্ডা লেগে মরবে যে!'

নাগুলনভ কোটটা কাঁধের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিল। তার গালদুটো রক্তের উচ্ছ্বাসে লাল হয়ে ছিল। আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে যেতে লাগল।

সে বলল, 'বিষাক্ত গ্যাস খেয়েই আমার শরীরের এই হাল। এখন আমি যদি সামান্য একটু পরিশ্রমের কাজ করি বা পাহাড়ে উঠি তাহলেই আমার হাঁপ ধরে যায় আর আমার বুকটা ধড়ফড় করতে শুরু করে। এটাই বুঝি শেষ খুঁটি? বেশ, বেশ! বাঃ, আমাদের খামার-বাড়ির চেহারা খুলে গিয়েছে দেখছি!' নাগুল-নভের চোখদুটো জ্বরো রুগীর মত জ্বলজ্বল করছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে

লাগল লম্বা সার দিয়ে দাঁড় করানো বলদের পালের দিকে। বলদগুলো দাঁড়িয়েছে নতুন-তৈরি জাবার সামনে আর সদ্য-কেটে-আনা কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে বলে জাবাগুলো থেকে সুবাস বেরোচ্ছে।

গাইগুলোকে রাখার জন্যে ওরা যখন উঠোনে জায়গা ঠিক করছিল তখন এসে হাজির হল রাজমিয়োৎনভ ও দিয়োমকা উশাকভ। নাগুলনভকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাজমিয়োৎনভ তার হাতটা চেপে ধরল।

'ভাই মাকার, তুমি তো আমার পুরনো বন্ধু, কাল যা হয়ে গিয়েছে সেজন্যে রাগ কোরো না। বাচ্চাগুলো এমনভাবে কাঁদছিল যে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। আমার নিজের বাচ্চাটার কথা মনে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার গলাটা চেপে ধরেছে…'

'ওহে দয়ার শরীর মহাপুরুষ, আমার তো ইচ্ছে হচ্ছে আমিই তোমার গলাটা চেপে ধরি!'

'তা তুমি বলতে পার! ঠিকই তো! কিন্তু তোমার চোখ দেখে বুঝতে পারছি, তোমার রাগ অনেকটা পড়ে গিয়েছে।'

'বোঝা গিয়েছে হে চপলমতি, তুমি খুব বুঝদার হয়েছ! কিন্তু চলেছ কোথায় শুনি? এখানে এখন গাড়িবোঝাই খড় নিয়ে আসা দরকার। দাভিদভ কোথায়?'

'দাভিদভ রয়েছে সোভিয়েতের আপিসঘরে। ও আর আর্কাশ্‌কা দরখাস্তগুলো বাছাই করছে। আমিও যাই। এখনো একটা কুলাক-বাড়ির সঙ্গে হিসেব চোকানোর কাজ বাকি আছে। সেখানে যেতে হবে আমাকে। সেমিয়োন লাপ্‌শিনভদের কথা বলছি…'

নাগুলনভ হেসে বলল, 'এবারেও ফিরে এসে আগের বারের মতো কাণ্ড শুরু করবে তো!'

'হয়েছে বাবা হয়েছে! আবার সেই একই কথা! আচ্ছা, কাকে সঙ্গে নিয়ে যাই বলো তো? গোটা এলাকাটা যুদ্ধের সময়কার মতো কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। কোথাও গোরুছাগলের পাল, কোথাও খড়ের গাদা, কেউ কেউ আবার বীজ পর্যন্ত নিয়ে আসছে। আমি ওদের ফিরিয়ে দিয়েছি। বীজ আমরা নেব কিনা তা পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে। কই, বললে না তো কাকে সঙ্গে নিয়ে যাব?'

'ওই তো কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ। ওহে কোন্দ্রাৎ, শুনে যাও! চেয়ার-

ম্যানের সঙ্গে একটু যাও তো। ওই কুলাকটাকে উচ্ছেদ করতে হবে। তুমি ভয় পাওনি নিশ্চয়ই? জানো তো, তিয়োফেই বোর্শনভের মতো লোকেরা এ-ধরনের কাজ পছন্দ করে না। কুলাকদের পা-চাটার বেলায় অবশ্য ওদের লজ্জাসরম নেই। কিন্তু কুলাকদের সম্পত্তি যদি আমরা কেড়ে নিতে যাই—যে-সম্পত্তি কুলাকরা চুরি করে ভোগদখল করছে—তাহলেই ওদের বিবেকে বাধে।'

'আমি যাব। কেন যাব না? আলবৎ যাব। এতে আমার পুরোপুরি সায় আছে।'

দিয়োমকা উশাকভও এসে জুটল। একসঙ্গে রওনা হল তিনজনে। কোন্দ্রাতের দিকে তাকিয়ে রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল, 'অমন ভুরু কুঁচকিয়ে আছ কেন? তোমার তো খুশি হওয়া উচিত। দেখছ না গাঁয়ে কেমন সাড়া পড়ে গিয়েছে। বলতে পার, পিঁপড়ের ঢিবিতে যেন খোঁচা লেগেছে—তাই না?'

কোন্দ্রাৎ শুকনো গলায় বলল, 'একটু রয়েসয়ে খুশি হওয়াটাই ভালো। আমার তো মনে হয় এখনো আমাদের অনেক ব্যাপারেই পস্তাতে হবে।'

'কেন?'

'কারণ অনেক ব্যাপারই খুব সহজে করা যাবে না। যেমন বীজ বোনার ব্যাপার বা গোরুছাগলকে দেখাশোনা করার ব্যাপার। কিন্তু এদিকে কী কাণ্ড চলেছে একবার তাকিয়ে ছাখ। কাজ করছে মোটে তিনজন আর জনা বারো বেড়ার নিচে বসে তামাক টানছে।'

'সবাইকেই কাজে লাগাতে হবে। এই তো সবে শুরু। যখন বুঝবে যে কাজ না করলে খাওয়া জুটবে না তখন আর এত ধোঁয়া গিলতে ভালো লাগবে না।'

রাস্তার একটা বাঁকে এসে তারা দেখল যে একটা স্লেজগাড়ি উল্টে গিয়েছে। গাড়ির ঠেকাগুলো ভেঙে যাবার ফলে খড়ের রাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চারদিকে। বলদদুটোকে জোয়াল থেকে খোলা হয়নি। বরফ ফুঁড়ে সবুজ ঘাসের ঝিলিক দেখা দিয়েছে আর সেই ঘাস চিবোচ্ছে বলদদুটো। সঙ্গের জোয়ান-বয়সী লোকটিকে দেখে চেনা গেল যে সে যৌথখামারী সেমিয়ন কুঝেনকভের ছেলে। তার হাতে রয়েছে একটি তিনকাঁটাওলা খন্তা আর নিতান্ত অলসভাবে সে সেই খন্তাটা দিয়ে খড়ের আঁটিগুলোকে নাড়াচাড়া করছে।

'তোমার তো দেখছি বেতো রুগীর মতো হাতে-পায়ে খিল এঁটে গেছে। তোমার মতো বয়েসে আমি অসুরের মতো খাটতে পারতাম। তুমি যে-ভাবে কাজ

করছ—একে কি কাজ করা বলে! খন্তাটা একবার আমার হাতে দাও দিকি।'
যুবকটি দাঁত বার করে হাসছিল—দিয়োমকা উশাকভ তার হাত থেকে খন্তাটা ছিনিয়ে নিল। তারপর প্রচণ্ড বিক্রমে পুরো এক আঁটি খড় তুলে নিল খন্তা দিয়ে।

স্লেজগাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কোন্দ্রাৎ জিজ্ঞেস করল, 'গাড়িটা উল্টিয়ে গেল কি করে?'

'এই ঢালু রাস্তাটা দিয়ে নামতে গিয়ে—যা হয় আর কি।'

'আচ্ছা, ছুটে গিয়ে একটা শাবল আনো দিকি। দোনেৎস্কভদের কাছ থেকে নিয়ে এসো।'

তিনজনে মিলে ধরাধরি করে স্লেজগাড়িটাকে খাড়া করে দাঁড় করাল। ঠেকা-গুলোকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়ে বসাল ঠিকঠিক জায়গায়। তারপরে দিয়োমকা খড়ের আঁটিগুলোকে তুলে দিল স্লেজগাড়ির ওপরে আর একটা আঁচড়া দিয়ে টেনেটুনে আঁটিগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল।

তারপরে সে বলল, 'বাপু হে কুঝেনকথ, তোমার উচিত শাস্তি হচ্ছে চাবুক মেরে মেরে তোমার গায়ের ছালচামড়া তুলে নেওয়া। আর এমনভাবে এই শাস্তি দিতে হবে যেন মুখে রা কাড়বার সুযোগ না পাও—চেঁচিয়েছ কি আরো এক ঘা। একবার তাকিয়ে ত্যাখ তো বলদদুটো পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে কত খড় নষ্ট করেছে! তোমার উচিত ছিল একআঁটি খড় দিয়ে বলদদুটোকে বেড়ার ওপাশে আটক রাখা। নিতান্তই বেকুব না হলে কেউ খড়ের গাদার মধ্যে বলদকে এভাবে ছেড়ে দেয়?'

যুবকটি বেহায়ার মতো একটু হেসে বলদদুটোকে তাড়া দিল। তারপরে গাড়ি চলতে শুরু করলে মন্তব্য করে উঠল, 'এই খড় আমাদের নিজেদের হলে না হয় কথা ছিল! এ তো বারোয়ারী মাল—যৌথখামারে চলেছে!'

'হারামজাদার কথা শুনেছ?' দিয়োমকা উশাকভের চোখদুটো ভাঁটার মতো পাক খাচ্ছে। তারপরে ট্যারা চোখে কোন্দ্রাৎ ও রাজমিয়োৎনভের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী একটা গাল পাড়ল।

লাপশিনভের বিষয়সম্পত্তির তালিকা তৈরি করার সময়ে জনা তিরিশেক মানুষের একটা ভিড় দাঁড়িয়ে গেল উঠোনে। অধিকাংশই পাড়া-পড়শী স্ত্রীলোক। পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। লাপশিনভ মানুষটি লম্বা, একমাথা পাকা চুল, ছুঁচলো

ক্ষাভি। তাকে যখন বাড়ি ছেড়ে যেতে বলা হল তখন একটা গুঞ্জন উঠল উঠোনের ভিড়ের মধ্যে।

'সারা জীবন ধরে পয়সা জমাবার ফল এই! নিজের বাড়িটাই কিনা ছেড়ে যেতে হচ্ছে!'

'বড়োই আফসোসের কথা...'

'হায় গো, তোমার তো দেখছি বুক ফেটে যাচ্ছে!'

'তা, দুঃখের কথায় বুক ফাটবে না! বলো কি!'

'এখন তো উনি নিজেই ভুক্তভোগী কিনা তাই ব্যাপারটা ওনার ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না। কিন্তু পুরনো দিনের কথা একবার ভাবো তো। দেনার দায়ে ত্রিফোনভের বেবাক সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল কে? তখন কি উনি ত্রিফোনভের কথা একবারও ভেবেছিলেন?'

'যেমন কর্ম...'

'তেমনি ফল! ওহে দাড়িওলা ছাগল! বেশ হয়েছে, শূলে চড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে!'

'ওগো ভালোমানুষের মেয়েরা, অপরের হেনস্থা দেখে তোমরা আনন্দ করছ—তা কি উচিত হচ্ছে? মনে রেখ, একদিন তোমাদেরও এই হাল হতে পারে।'

'তুমি বললেই তো আর হবে না। আপনার বলতে আমাদের আছে কী শুনি! আমাদের আর কোত্থেকে ধনদৌলত হবে!'

'দ্যাখ ভাই, দু-দিনের জন্যে আমি ওর ধান-কাটা কলটা ধার নিয়েছিলাম। সেজন্যে আমার কাছ থেকে ও দশ রুবল আদায় করেছে। লোকটা মানুষ না পিশাচ!'

লাপ্‌শিনভ এ গাঁয়ে অনেক কাল থেকেই টাকাপয়সাওলা লোক হিসেবে পরিচিত। একথাও কারো অজানা নয় যে যুদ্ধের আগেও তার যথেষ্ট সঙ্গতি ছিল। কারণ সে-সময়ে সে দরাজ হাতে টাকা ধার দিত আর চড়া সুদ আদায় করত। তাছাড়া গোপনে চোরাই মালের কেনাবেচার ব্যবসাও চালিয়েছিল। একসময়ে সবাই খুব জোরের সঙ্গে একথা বলাবলি করত যে তার আস্তাবলে চোরাই ঘোড়া থাকে। মাঝে মাঝে, এবং অধিকাংশ সময়েই রাতের অন্ধকারে, জিপ্‌সী ঘোড়া-ব্যবসায়ীরা দেখা করতে আসে তার সঙ্গে। লোকে বলাবলি করত যে লাপ্‌শিনভের হাত হয়ে অনেক ঘোড়াই পাচার হয়ে যায় জারিৎসিন বা তাগানরোগ বা উরিয়ুপিনস্কায়ার রাস্তায়। তবে একটা ঘটনা সারা গাঁয়ের লোক

নিশ্চিতভাবে জানত। বছরে দুবার কি তিনবার লাপ্‌শিনস্ত সহরে যেত কাগজের নোট বদলে রাজার ছাপ মারা মোহর কিনে আনবার জন্যে। ১৯১২ সালে এমনি একবার সহরে যাবার সময় তার "নোটের তাড়া হাল্কা করার জন্যে" তার ওপরে হামলা হয়েছিল। কিন্তু লাপ্‌শিনস্ত বুড়ো হলে কি হবে, গায়ের জোর ও সাহস তার কম ছিল না। একটা ভারী ও মোটা লাঠি নিয়ে সে দুর্বৃত্তদের ঠেকিয়েছিল আর ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অপরের সম্পত্তি সম্পর্কে তার খুব যে একটা বিবেচনা আছে তা নয়, একেবারে সেই ছেলেবেলা থেকেই। সেই অল্প বয়সেও অপরের গাদা দেওয়া ফসল মাঠ থেকে গাড়িতে তুলে আনতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। আর এখন এই বুড়ো বয়সে এ-ব্যাপার তো অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে বলতে গেলে। যা কিছু হাতের সামনে পায় তুলে নিয়ে আসে। আর লোকটা এমন হাড় কৃপণ যে গির্জায় গিয়েও সেন্ট নিকোলাইয়ের বেদীতে মোমবাতি জ্বালায় এক কোপেক দামের। তাও সবটা নয়, মোমবাতি জ্বালাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয়, আর তারপরে বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে মোমবাতিটা পকেটে পুরে রাখে। এমনি করে একটা মোমবাতি দিয়েই চালিয়ে দেয় সারাটা বছর। কেউ যদি তার কিপটেমিকে নিন্দে করতে আসে বা কেউ যদি বলে যে এতে ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে, তাহলে সে জবাব দেয়, 'ঈশ্বর তোমাদের মতো নির্বোধ নন। তিনি জ্ঞানী। তিনি আমাদের কাছে যা চান তা মোমবাতি নয়—অন্তরের ভক্তি। তাছাড়া আমার পকেটের পয়সা খরচ করিয়ে ঈশ্বরের কিছু লাভ আছে! তিনি তা চান না। তাই তো তিনি সুদখোর মহাজনদের মন্দিরের আঙিনায় বেত্রাঘাত করেছিলেন।'

লাপ্‌শিনস্ত যখন শুনল যে তাকে উৎখাত করা হবে তখন সে কিছুমাত্র বিচলিত হল না। বিচলিত হবার কোনো কারণ তার ক্ষেত্রে নেই। দামী জিনিসপত্র বলতে তার যা-কিছু ছিল সমস্ত সে অনেক আগে থেকেই লুকিয়ে রেখেছে বা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলেছে। সে নিজেই অগ্রণী হয়ে তার বিষয়সম্পত্তির তালিকা তৈরির কাজে সাহায্য করল আর বৌ প্যানপ্যান করছিল বলে এক দাবড়ানি দিল তাকে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই সুর নরম করে বৌকে বলল, 'শোন গিন্নী, হা-হুতাশ করে লাভ কি! করুণাময় ঈশ্বর আছেন, যতো দুঃখের মধ্যে আমরা পড়ি না কেন, তিনি তার প্রতিবিধান করবেন। তিনি সবই দেখছেন।'

'কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই দেখছেন না তুমি তোমার ভেড়ার চামড়ার নতুন কোটটা

কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? লাপ্‌শিনভের গলার স্বর নকল করে গুরুগম্ভীর সুরে দিয়োমকা জিজ্ঞেস করল।

'ভেড়ার চামড়ার কোট! তার মানে?'

'যে কোটটা গায়ে দিয়ে গত রোববার তুমি গির্জে গিয়েছিলে।

'পাগল নাকি! ও-রকম কোনো কোট আমার নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে। কোটটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে শুনি!'

'সত্যি বলছি উশাকভ, ঈশ্বরের দিব্যি, ও-রকম কোনো কোট আমার নেই।'

'ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে মিথ্যে বোলো না দাদু! তাতে ঈশ্বরের শাস্তি পেতে হবে। ঈশ্বর তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন।'

লাপ্‌শিনভ বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে বলল, 'প্রভু যীশুর নাম নিয়ে বলছি, তোমরা ভুল করছ…'

'এতে কিন্তু তোমার পাপের বোঝা আরো ভারী হচ্ছে!' এই বলে দিয়োমকা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। দিয়োমকার চোখ টেপার ভঙ্গিটা এমনই যে মেয়েরা আর পুরুষরা না হেসে থাকতে পারল না।

'ঈশ্বর বিচার করবেন, আমার মধ্যে কোনো পাপ নেই। একথা আমি শপথ করে বলতে পারি।'

'তুমি তোমার কোট লুকিয়ে রেখেছ! শেষ বিচারের দিন এজন্যে তোমায় জবাবদিহি করতে হবে!'

লাপশিনফ আর নিজেকে সামলাতে পারল না, স্থান-কাল ভুলে হুংকার দিয়ে উঠল, 'বটে! জবাবদিহি করতে হবে! কেন শুনি! আমার কোটের জন্যে আমাকে!'

'না, সেজন্যে নয়, জবাবদিহি করতে হবে কোটটা লুকিয়ে রাখার জন্যে!'

'ওহে ভুঁইফোঁড়ের দল, তোমরা কি ভাবো যে ঈশ্বরের মনটা তোমাদের মনের মতো! এসব ব্যাপার নিয়ে ঈশ্বর মাথা ঘামান না। আমি বলছি এখানে কোনো কোট নেই। একজন বুড়োমানুষকে নিয়ে এভাবে ঠাট্টাতামাশা করতে তোমাদের লজ্জা করে না! মনে রেখো, একদিন না একদিন ঈশ্বর ও মানুষের সামনে তোমাদের দাঁড়াতে হবে। সেদিন লজ্জায় মাথা কাটা যাবে তোমাদের!'

'বটে! বটে! তা তোমার লজ্জাটা কোথায় ছিল শুনি যখন আমি চাষের সময়ে তোমার কাছ থেকে দু কুন্‌কে জোয়ার নিয়েছিলাম বলে তুমি তিন কুন্‌কে ফেরত চেয়েছিলে?' কোন্দ্রাৎ জিজ্ঞেস করল। তার গলার স্বর শান্ত ও ভারী,

চারদিকের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তা প্রায় শোনাই যায় না। কিন্তু লাপ্‌শিনভ ঠিকই শুনেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তরুণোচিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাঁ করে কোস্রাতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

'কোস্রাৎ! তোমার বাবা ছিলেন গাঁয়ের একজন মানী লোক। আর সেই বাপের ছেলে হয়ে তুমি কিনা... অন্তত বাপের নাম রাখার জন্যেও তোমার উচিত এমন কিছু না করা যাতে পাপ হতে পারে। জানো তো ধর্মে বইয়ে আছে: যে মানুষ মাটি নিয়েছে তাকে আর খা দিতে নেই। আর তুমি আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহারটা করছ ভেবে ছাখ। আমি তোমার কাছে তিন ফুন্‌কে জোয়ার ফেরত চাইতে গেলাম কবে! ভুলে যেও না যে ঈশ্বর আছেন, তিনি সবই দেখছেন!'

লাপ্‌শিনভের বৌ চেরা গলায় আর্তনাদ করে উঠল, 'হতচ্ছাড়া! বাউণ্ডুলে! তোমার কি মাগনা আসে নাকি! জিনিস নিলে তার দাম দিতে হবে না!'

'গিন্নী, তুমি চুপ করো! প্রভুই আমাদের এই দুঃখের মধ্যে ফেলেছেন—তিনি নিজেও দুঃখভোগ করেছেন কিনা! কাঁটার মুকুট পরেছেন তিনি, রক্ত-অশ্রু ফেলে কেঁদেছেন!'

এই বলে লাপ্‌শিনভ জামার আস্তিন দিয়ে চোখ থেকে পিচুটি-জল মুছল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকেরা এখন নিজেদের মধ্যেই গল্পগুজব করছিল—তারা এবারে চুপ করে গেল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুরু করল।

রাজমিয়োৎনভ এতক্ষণ লিখছিল। লেখা শেষ করে গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, 'দাদু, এবার তাহলে তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়। তোমার ঐ চোখের জলে কারও যে মন গলবে তা মনে হয় না। সারা জীবনে তুমি অনেক লোকের সর্বনাশ করেছ। তাই ঈশ্বরের অপেক্ষায় বসে না থেকে আমরাই তোমার সঙ্গে হিসেবের পালাটা চুকিয়ে দিতে এসেছি। বাস্‌, বেরিয়ে পড়ো এবার।'

একটা ফারের টুপি মাথায় দিয়ে লাপ্‌শিনভ বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। হাবা আর তোতলা ছেলেটাকে সঙ্গে নিল। তার পেছনে পেছনে ভিড় করে এল সমস্ত মানুষ। উঠোনে এসে সে বরফের ওপরে কোট ছড়িয়ে হাঁটু মুড়ে বসল, দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠা কপালে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, তারপর চারদিকে ঘুরে ঘুরে মাটিকে প্রণাম জানাল।

'বাস্‌, বাস্‌, হয়েছে। আর দেরি নয়!' হুকুমের স্বরে বলল রাজমিয়োৎনভ।

এবারে কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে গুঞ্জন উঠেছে আর জনকয়েকের মন্তব্য শোনা যাচ্ছে :

'কেন! এত তাড়া কিসের! নিজের ক্ষেতখামার আর ভিটেমাটির কাছে ও বিদেয় নিচ্ছে—সেই সময়টুকুও ওকে দিতে চাও না নাকি!'

'আন্দ্রেই, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি! দেখছ মানুষটার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—আর তুমি কিনা...'

কোন্দ্রাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওর কপাল ভালো যে ওর জীবনের বাকি একটা কাল থেকে গেল! নইলে সারাটা জীবন মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহারটা ও করেছে!'

গির্জার ওয়ার্ডেন বুড়ো য়দিনিন কোন্দ্রাতের কথার পিঠে ফোড়ন কেটেছে, 'ও, কর্তাদের মন রেখে কথা বলা হচ্ছে বুঝি! তোমাদের মতো লোককে ধরে ধরে চাবকানো দরকার!'

'বটে রে ধূর্ত শেয়াল!' কোন্দ্রাৎ ফুঁশে উঠল, 'বেত কে কাকে মারতে পারে তা দেখিয়ে দিতে পারি! এমন ধোলাই দিয়ে ছাড়ব যে বাড়ি ফেরার রাস্তাটা পর্যন্ত গুলিয়ে যাবে!'

লাপ্‌শিনভ থামেনি, এক নাগাড়ে মাটিকে প্রণাম করে চলেছে আর বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে। কথা বলছে এমনভাবে গলা চড়িয়ে যেন সকলে শুনতে পায়। মেয়েদের নরম মন গলাবার জন্যে বলছে, 'খ্রীষ্টান ভাইসব, আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি! বিদায়! ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন! ঈশ্বর আপনাদের...আমার সারা জীবনের খাটুনি দিয়ে যে বিষয়সম্পত্তি করেছিলাম তা আপনাদের হাতেই রইল...আপনারা এর সদ্ব্যবহার করুন...সারাটা জীবন আমি মনপ্রাণ দিয়ে খেটেছি...সারাটা জীবন আমি—'

'চোরাই মালের কারবার করেছি।' দিয়োম্‌কা অলিন্দ থেকে কথা জুগিয়ে দিল।

'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি অন্নের ব্যবস্থা করেছি...আমি—'

'মানুষের সর্বনাশ করেছি, মানুষকে নিঙড়ে নিঙড়ে সুদ আদায় করেছি, মানুষের ঘরে চুরিচামারি করেছি। বেটা বুড়ো শয়তান! ইচ্ছে করছে আমার এই হাতদুটো দিয়ে ওই গলাটা পিষে ধরি আর মাথাটা মাটিতে ঠুকে দিই। কই, আর কিছু বলার নেই!'

'নিজের অন্নের ব্যবস্থা আমি নিজে করেছি আর এখন এই বুড়ো বয়েসে...'

মেয়েদের মধ্যে ফোঁসফোঁসানি আর ঘন ঘন রুমাল দিয়ে চোখ মোছা শুরু হয়ে গেল। রাজমিয়োৎনভ আর সহ্য করতে পারছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল

বুড়োটাকে টান মেরে দাঁড় করিয়ে দেয় আর বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে—আর কাঁদুনি গাইতে হবে না!' কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে অলিন্দের যে-জায়গাটায় দিয়োম্‌কা দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে আচমকা ছুটোপাটি আর চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা গেল।

লাপ্‌শিনভের বৌ হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল রান্নাঘর থেকে। তার একহাতে ছিল থলেভর্তি তা-থেকে-তুলে-আনা ডিম, অন্যহাতে হৃষ্টপুষ্ট চেহারার একটা রাজহাঁস। বাইরের রোদে ও বরফে ধাঁধা লেগে গিয়েছে রাজহাঁসটার। দিয়োম্‌কা ডিমের থলেটা অনায়াসেই ছিনিয়ে নিতে পেরেছে, কিন্তু রাজহাঁসটাকে পারেনি। লাপ্‌শিনভের বৌ রাজহাঁসটাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে আছে।

'মুখপোড়া বিটকিলে, খবরদার বলছি! রাজহাঁসটার দিকে হাত যেন না আসে।'

'বটে! আস্পদ্দা তো কম নয়! এই রাজহাঁস এখন যৌথখামারের সম্পত্তি!' দিয়োম্‌কাও পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছে আর রাজহাঁসের বেরিয়ে-আসা গলাটা চেপে ধরেছে।

লাপ্‌শিনভের বৌও ছাড়বার পাত্র নয়। রাজহাঁসের ঠ্যাঙ দুটো সে ধরে আছে। তারপর শুরু হয়েছে দুজনের মধ্যে ছুটোপাটি।

'হাত ছাড় বলছি ট্যারাচোখো!'

'না, ছাড়ব না!'

'ছাড় বলছি!'

'না, কক্ষনো নয়, এই রাজহাঁস এখন যৌথখামারের।' দিয়োম্‌কা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এই সামনের বসন্তে রাজহাঁসটার ছানা হবে—আমরাই তা ভোগ করব! তোমরা তো যথেষ্ট ভোগ করে নিয়েছ!'

বুড়ীর কোনো দিকে হুঁশ নেই। সিঁড়ির একটা ধাপে পায়ের ঠেকা দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর রাজহাঁসটাকে নিয়ে টানাটানি করছে। প্রচণ্ড রাগে থুতু বেরিয়ে আসছে মুখথেকে। রাজহাঁসটার গলা থেকে একবার শুধু একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল, তারপরে আর শব্দ নেই—দিয়োম্‌কা বোধহয় ওর শ্বাসনালীটা টিপে ধরেছে। রাজহাঁসটা এখন শুধু ডানা ঝাপটাচ্ছে পাগলের মতো। সাদা লোম আর পালক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে—যেন বরফের কুঁচি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে আর অল্প কিছুক্ষণ এমনি চললে দিয়োমকারই জিত হবে। বুড়ীর শক্ত মুঠো থেকে সে ছিনিয়ে নিতে পারবে রাজহাঁসটাকে। আর ঠিক এমনি সময়ে টানাটানিতে রাজহাঁসের নরম গলাটা পট করে ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে

বুড়ীও কাৎ, তার স্কার্ট উঠে গেল মাথায় আর সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে দমাস করে আছাড় খেল উঠোনে। দিয়োমকারও একই অবস্থা। হাতের মুঠোয় রাজহাঁসের মুণ্ডুটা শুধু রয়েছে দেখে সে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই গিয়ে পড়ল ডিমের থলেটার ওপরে, যেটা ছিল ঠিক তার পেছ-টিতেই। এই দৃশ্য দেখে সমস্ত লোক হো-হো করে হেসে উঠল। ছাদের কিনার থেকে পড়ন্ত জলের ফোঁটা জমে বরফ হয়ে গিয়ে ঝুলছিল—হাসির শব্দে সেখানে পর্যন্ত কাঁপুনি লাগল।

লাপ্‌শিনভ এতক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসে ছিল। এবারে উঠে দাঁড়াল, মাথার টুপিটা টানল একটু, তারপরে তার হাবা-গোছের নাল-গড়ানো ছেলেটার হাত শক্ত করে ধরে বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে গেল সদরের দিকে। ততোক্ষণে রাগে ও যন্ত্রণায় কালো হয়ে গিয়ে তার বৌও উঠে দাঁড়িয়েছে আর স্কার্টের ধুলো ঝাড়ছে। ওদিকে সেই রাজহাঁসটার মুণ্ডুহীন ধড় তখনো সিঁড়ির ওপরে দাপাদাপি করছিল—তাই দেখে সেটাকে তুলে নেবার জন্যে সে হাত বাড়াল। কিন্তু তার আগেই একটা কুকুর সেই মুণ্ডুহীন ধড়টার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কুকুরটা হলদে 'বরজয়' জাতীয়, এতক্ষণ অলিন্দের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল—রক্ত দেখে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে আর গায়ের লোম খাড়া করে ঝাঁপ দিয়েছে। তারপরে বুড়ীর একেবারে নাকের তলা দিয়েই কুকুরটা সেই মুণ্ডুহীন ধড়টাকে টানতে টানতে উঠোনের দিকে নিয়ে গেল। দৃশ্যটা উপভোগ করতে করতে গাঁয়ের ছেলেরা সিটি বাজাতে আর বেড়ালের ডাক ডাকতে লাগল।

রাজহাঁসের মুণ্ডুটা দিয়োমকার হাতের মুঠোয় ছিল। রাজহাঁসের কমলা রঙের চোখ তখনো এই পৃথিবীটার দিকে চিরকালের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। দিয়োমকা মুণ্ডুটাকে ছুঁড়ে ফেলল লাপ্‌শিনভের বৌয়ের দিকে আর বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে খামারবাড়ির উঠোনে আর রাস্তার মোড়ে শোনা যেতে লাগল হো-হো হাসি আর উত্তেজিত কথাবার্তা। আর সেই সঙ্গে শুকনো ঝোপেঝাড়ে চড়াই পাখিগুলো চমকে চমকে উঠতে লাগল।

বারো

সামনে বড়ো রকমের বাধা থাকলে একরোখা ঘোড়া যেমন পেছনের দু পা'য়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়—গ্রেমিয়াচি লগের জীবনও যেন সেই অবস্থায় এসেছে। এখন এমনকি দিনের বেলাতেও রাস্তার মোড়ে বা ঘরের মধ্যে কসাকদের জটলা দেখা যায়, যেখানে যৌথখামারের বিষয়ে আলোচনা তর্ক ও জল্পনাকল্পনা চলে। পর-পর চারদিন সন্ধেবেলা মিটিং বসল—আর মিটিং চলল সারারাত ধরে ভোরবেলার মোরগের ডাক না শোনা পর্যন্ত।

এই কয়েক দিনে নাগুলনভ এত রোগা হয়ে গিয়েছে যে মনে হয় মারাত্মক কোনো অসুখে অনেক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। দাভিদভকে অবশ্য বাইরে থেকে দেখে আগেকার মতোই শান্ত মনে হয়, শুধু তার মুখের দু-পাশের দৃঢ়তাব্যঞ্জক চামড়ার ভাঁজ যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর যে ভাবেই হোক এটুকু সে করতে পেরেছে যে যে-রাজমিয়োৎনভ যখন-তখন রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলত বা অকারণ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে যেত তার মধ্যে অনেকখানি আত্মবিশ্বাস আনতে পেরেছে। আন্দ্রেই গাঁয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর যৌথখামারী খাটালগুলোর ওপরে নজর রাখে। তার রাগ-রাগ চোখদুটোতে মুরুব্বিয়ানার ঝিলিক ফুটে উঠেছে। আর্কাশকাকে প্রায়ই সে বলে, 'আমরা যে কী করতে পারি তা সবাইকে দেখিয়ে দেব! সবাইকে নিয়ে আসব যৌথখামারে!' আর্কাশকার ওপরেই আপাতত—যতোদিন না একটি মণ্ডলী নির্বাচিত হচ্ছে ততোদিন—যৌথখামারের কাজকর্ম চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে।

ঘোড়সওয়ার মারফৎ জেলা-কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠিয়েছে দাভিদভ। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গ্রামের গরিবরা বত্রিশ ভাগ অংশকে যৌথখামারে টেনে আনা গিয়েছে আর বাদবাকি অংশকে টেনে আনার কাজ যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে।

উচ্ছেদ হবার পরে কুলাকরা গিয়ে উঠেছে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে। নাকখোয়া ক্রল নিজের ছেলে তিমোফেইকে পাঠিয়েছে আকস্মিক

পাব্লিক প্রসিকিউটরের কাছে আর নিজে গিয়ে উঠেছে বোর্শ্‌চভের বাড়িতে—সেই বোর্শ্‌চভ যে নাকি গরিব চাষীদের সভায় তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে অস্বীকার করেছিল। বোর্শ্‌চভের ভাঙাচোরা অপরিসর বাড়িটা হয়ে উঠল কুলাক টাইদের জড়ো হবার জায়গা।

দিনের বেলা তারা আসে একজন-একজন বা দুজন-দুজন করে। উঠোন খামার ডিঙিয়ে খিড়কির দিকের অলিগলি দিয়ে তাদের যাতায়াত—যাতে কারও নজর তাদের ওপরে না পড়ে, কেউ তাদের কথাবার্তা না শুনতে পায় বা কারও মনে কোনো রকম সন্দেহ না জাগে। যারা আসে তাদের মধ্যে আছে দামিদ গায়েভ; আছে সেই পাকা প্রবঞ্চক লাপ্‌শিনভ, যে উচ্ছেদ হবার পরে "যীশু-খ্রীষ্টের ভেকধারী ভিক্ষুক" হয়েছে। মাঝে মাঝে জমির হদিশ নেবার জন্তে আসে ইয়াকভ লুকিচ অস্ত্রোভ্‌নভ. কুলাকদের 'এই সদর দপ্তরে' দু-একজন মাঝারি চাষীরও যাতায়াত আছে, যারা যৌথখামারের ঘোরতর বিরোধী। যেমন, নিকোলাই লুশ্‌নিয়া ও আরো কয়েকজন। এমনকি গরিব চাষীও আছে বোর্শ্‌চভ ছাড়া আরো দুজন। একজন হচ্ছে ভাসিলি আতামানচুকভ। এই কসাকটির চেহারা লম্বা, ভুরুহীন কপাল, মাথাটা এমন মসৃণভাবে কামানো যে মুরগির ডিমের খোলা বলে মনে হয়, আর স্বভাবটা গম্ভীর প্রকৃতির। অপর জন নিকিতা খোপ্‌রভ। যুদ্ধের সময়ে সে ছিল পোদ্‌তিয়েলকভের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রক্ষী সৈন্যদলের গোলন্দাজ। গৃহযুদ্ধের সময়ে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সে হোয়াইট বাহিনীর পল্টনগিরি এড়িয়ে যেতে পেরেছিল, তারপরে তার নিজেরই একটা ভুলে সে কাল্‌মিক হোয়াইট বাহিনীর কর্নেল আশ্‌তিমোভের পিটুনি-দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই একটি ঘটনাই সোভিয়েত আমলে খোপ্‌রভের জীবন নির্ধারিত করেছে। গ্রামের তিনজন মানুষের চোখে পড়ে গিয়েছিল সে—ইয়াকভ আস্ত্রোভ্‌নভ ও তার ছেলে আর বুড়ো লাপ্‌শিনভ। ১৯২০ সালে হোয়াইট বাহিনীর পিছু হটার সময়ে তারা তাকে দেখেছিল কুশ্‌চেভকায় আশ্‌তিমোভের পিটুনিদলের সঙ্গে। তার কাঁধে লাগানো ছিল কর্পোরালের পরিচয় জ্ঞাপক স্ট্রাইপ। সে ও আরো তিনজন কাল্‌মিক কসাক একদল রেল-মজুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছিল আশ্‌তিমোভের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্তে। পরে ঠিক এই অবস্থাতেই তাকে দেখেছিল গ্রামের সেই তিনজন মানুষ।···আর এজন্তে তাকে কম দাম দিতে হয়নি! নভোরসিস্ক থেকে গ্রেমিয়াচি লগে ফিরে এসে সে যখন শোনে যে অস্ত্রোভ্‌স্কভ পরিবারের বাপ ও ছেলে আর লাপ্‌শিনভ তিনজনেই বেঁচে আছে—

তখন তার সে কী অবস্থা! কী ভয়ে ভয়েই না কয়েকটা বছর কেটেছিল। তখন সময়টাই ছিল এমন যে কোনো রকম মায়াদয়া না দেখিয়ে বিপ্লব-বিরোধীদের ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছিল। লাপ্‌শিনভের কুটিল হাসি চোখে পড়ত আর শরৎ-কালের তুষার-লাগা ওকপাতার মতো থর থর করে কাঁপত সে। তখন তাকে দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না যে এই মানুষটিরই এমন ক্ষমতা যে ঘোড়ার নাল পরাবার সময়ে ঘোড়ার পেছনের ঠ্যাঙের খুর ধরেই তার নড়াচড়া বন্ধ করতে পারে। লাপ্‌শিনভকে সে যতোখানি ভয় করত এমন আর কাউকে নয়।

ভালোভাবে ঠোঁট নড়াবার ক্ষমতাটুকুও তার থাকত না, ভাঙা ভাঙা গলায় শুধু ঘেঙাত: 'দাদু, তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা কাউকে বলে দিও না—আমার তাহলে সব্বোনাশ হবে।'

লাপ্‌শিনভ এমন ভাব করত যেন এমন অধর্মের কথা সে কখনো শোনেনি। খোরপভকে আশ্বাস দিয়ে বলত, 'ছি ছি নিকিতা, এমন কথাও তুমি মুখে আনতে পারলে! যীশুই তোমাকে বাঁচাবেন। আমি তো তাঁরই দাসানুদাস—দেখছ না আমি পবিত্র ক্রুশ ধারণ করেছি! তাঁর কাছ থেকেই তো আমরা শিখেছি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে নিজের মতো। আমার সম্পর্কে অমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না নিকিতা। আমি কেন তোমার কথা অপরের কাছে বলে বেড়াতে যাব? কক্ষনো বলব না! প্রাণ গেলেও না! সেটা আমার স্বভাবই নয়! তবে হ্যাঁ, আমি যেমন তোমার পাশে আছি তেমনি তোমাকেও আমার পাশে থাকতে হবে। বোঝোই তো অবস্থা....এই ধরো কোনো একটা মিটিঙে কেউ আমার বিরুদ্ধে কিছু বলল বা কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো কারণে আমার বনিবনা হল না... তখন কিন্তু তুমি আমার হয়ে কথা বলবে। আমার দরকারের সময়ে তুমি দাঁড়াবে আমার পাশে। জানো তো, হাতের পাশে হাত থাকে। আর মনে রেখো, 'তলোয়ারের জোরে যে বাঁচে, তলোয়ারের ঘায়েই তাকে মরতে হয়।' খুব খাঁটি কথা—না? হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম—আমার চাষের কাজেও তোমাকে একটু হাত লাগাতে হবে কিন্তু। জানো তো, ভগবান আমাকে যে ছেলেটা দিয়েছেন তার মাথায় একটু গোলমাল আছে—তাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বাইরের লোক যে খাটাব—তাতেও পয়সা লাগে!'

তারপরে বছরের পর বছর লাপ্‌শিনভের চাষের কাজে 'একটু হাত লাগাতে হয়েছিল' নিকিতাকে। একটি পয়সাও পায়নি সেজন্যে। জমিতে চাষ ও মই দেওয়া, ফসল গোলায় তোলা ও গম ঝাড়াই করা ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজে বেগার

খাটতে হয়েছিল। আর সারাদিনের খাটুনির পরে ঘরে ফিরে এসে নিঃঝুম হয়ে বসে থাকত, লোহার মতো শক্ত তালুর মধ্যে লাল দাড়িওলা চ্যাটালো মুখখানা ডুবিয়ে মনে মনে ভাবত, 'আর কত দিন! উঃ, আর কত দিন! আমি ওকে খুন করব!'

ইয়াকভ লুকিচের এসব নেই—অনুরোধও নয়, শাসানিও নয়। সে জানে তার মুখের ওপরে 'না' বলার সাহস খোপ্‌রভের কখনো হবে না। সময় এলে সে শুধু এক বোতল ভদ্‌কা কেন, আরো বড়ো কিছুও চেয়ে বসতে পারে। তবে হ্যাঁ, ভদ্‌কার কথাই যদি বলা হয়, এই জিনিসটি সে প্রায়ই খোপ্‌রভের কাছ থেকে চেয়ে খায় আর যতোবারই খায় ততোবারই অন্তরঙ্গ সুরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, 'ভদ্‌কা খাওয়াবার জন্যে ধন্যবাদ।'

রাগে খোপ্‌রভের গা রি-রি করে, প্রকাণ্ড হাতদুটো টেবিলের তলায় পাকিয়ে মনে মনে ভাবে, 'এই ভদ্‌কা খেতে গিয়ে বিষম খেয়ে যেন তুই মরিস!'

পোলোভ্‌ৎসেভ এখনো ইয়াকভ লুকিচের বাড়িতেই আছে। ইয়াকভের বুড়ী মা আগে যে ছোট ঘরটায় থাকত সেই ঘরে। ইয়াকভের মা নিজের জায়গা করে নিয়েছে রান্নাঘরের চুল্লীর ওপরের দিকের একটা তাকে। ছোট খাটিয়াটার ওপরে শুয়ে শুয়ে পোলোভ্‌ৎসেভ অনবরত শুধু সিগারেট টানে। ঘরের একদিকে রান্না-ঘরের চুল্লীর পেছনদিকের দেওয়াল; চুল্লীর আঁচে দেওয়ালটা গরম হয়ে থাকে আর সেই দেওয়ালের ওপরে খালি পা দুটো চেপে শুয়ে থাকে সে। রাত্রিবেলা প্রায়ই ঘুমন্ত বাড়িটায় ঘুরে বেড়ায়। নিস্তব্ধ বাড়ি, দরজার কপাট থেকেও একটু কিঁচ-কিঁচ শব্দ ওঠে না। প্রত্যেকটি কব্‌জাতে সযত্নে হাঁসের চর্বি লাগিয়ে কিঁচ-কিঁচ শব্দ বন্ধ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে পোলোভ্‌ৎসেভ ফারের জ্যাকেটটা কাঁধের ওপরে ফেলে সিগারেট নিবিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে আর ঘোড়াটাকে দেখতে যায়। ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ভুষি আর আবর্জনা রাখার চালাঘরে। অস্থির ঘোড়াটা এভাবে আটক হয়ে থাকার পরেও প্রভুকে দেখে চাপা একটা নিশ্বাস ছাড়ে মাত্র, যেন সে বুঝতে পেরেছে যে সরব উল্লাস প্রকাশের সময় এটা নয়। পোলোভ্‌ৎসেভ ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলোয়, লোহার মতো শক্ত আঙুল দিয়ে ঘোড়ার পায়ের গাঁট টিপে টিপে দেখে। এরই মধ্যে একদিন এক ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে ঘোড়াটাকে সে চালাঘর থেকে বাইরে বার করে আনে, তারপর পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফরে আসে ভোর হবার ঠিক আগে। ঘোড়াটা দর দর করে ঘামছে, যেন

এক্ষুনি ঘোড়াটাকে জলে চুবিয়ে আনা হয়েছে। বুকটা ওঠা-নামা করছে ভীষণভাবে আর এলোমেলো একটা থর-থর কাঁপুনি ঘোড়াটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে।

সকাল হলে পোলোভ্‌ৎসেভ ইয়াকভ লুকিচকে বলল, 'আমি আমার নিজের গাঁয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে সবাই আমাকে খোঁজাখুঁজি করছিল। কসকরা তৈরি। হুকুম পেলেই ওরা বিদ্রোহ শুরু করবে।'

পোলোভ্‌ৎসেভের প্ররোচনায় ইয়াকভ লুকিচ একটি কাণ্ড করে বসে। যৌথখামারের বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে গাঁয়ে আরেকটি সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল। সেই সভায় দাঁড়িয়ে ইয়াকভ লুকিচ যৌথখামারে যোগ দেবার জন্যে সকলের কাছে আবেদন জানায়। যে বক্তৃতাটি দেয় তাতে যেমন বুদ্ধির ছাপ তেমনি বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়। ইয়াকভ লুকিচের বক্তৃতা শুনে দাভিদভ তো আহ্লাদে আটখানা। দাভিদভের আহ্লাদের আরো একটা কারণ এই যে গাঁয়ের মধ্যে ইয়াকভ লুকিচের কথার দাম আছে, যে-কারণে তার বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যৌথখামারে যোগ দেবার আবেদন জানিয়ে আরো একত্রিশটি দরখাস্ত পাওয়া যায়।

মিটিঙে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ লুকিচ যৌথখামার সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর সব কথা বলেছিল। কিন্তু পরদিনই শোনা গেল যে সে গাঁয়ের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর একেবারে অন্য সুরে কথা বলছে। পোলোভ্‌ৎসেভের দেওয়া টাকাতে ভর্তি ছিল তার পকেট আর সেই টাকায় সে মদ খাওয়াচ্ছিল সেই সব মাঝারি কসাকদের যারা যৌথখামারের বিরোধী। তবে যদিও অপরকে মদ খাওয়াচ্ছিল কিন্তু নিজে খাচ্ছিল খুব কম।

সে বলছিল, 'বাপু হে, আরেকটু বুঝদার হতে শেখো। যৌথখামারে সামিল হবার দরকারটা তোমাদের চেয়ে আমারই তো বেশি। তাই তো যৌথখামারের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস আমার নেই। বলতে নেই, কিন্তু আমার অবস্থাটা খুবই বাড়বাড়ন্ত। আমাকে তো সহজেই ওরা কুলাক হিসেবে ধরে নিয়ে আমার জোতজমি কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু তোমরা কেন যৌথখামারে যোগ দেবে? যৌথখামারটা তোমাদের কাছে হয়ে উঠবে একটা জোয়াল তা কি তোমরা বুঝতে পার না? যৌথখামারের এই জোয়ালে তোমাদের মাথা হেঁট করিয়ে এমনভাবে বেঁধে রাখা হবে যে তোমরা আর কোনো দিন মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতে পারবে না।'

আর তারপরেই সে ধীরেসুস্থে সেই কথাগুলো বলতে শুরু করে যেগুলো তাকে শেখানো হয়েছে আর শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। সে বলে যে কসাকরা বিদ্রোহ করার জন্যে তৈরী আর খুব শিগ্‌গিরই তা শুরু হবে। আর যৌথখামারের স্ত্রীলোকরাও হয়ে উঠবে সাধারণ সম্পত্তি। যদি দেখা যায় যে শ্রোতা মোটামুটি কথাগুলো শুনছে আর শুনতে শুনতে রাগে জ্বলে উঠছে তখন ইয়াকভ লুকিচ কানে মন্ত্র দিতে শুরু করে। কখনো সুর নরম করে অনুরোধ জানায়, কখনো চোখ রাঙিয়ে এই বলে শাসায় যে 'আমাদের লোকরা' যখন বাইরে থেকে ফিরে আসবে তখন এর শোধ তোলা হবে। শেষপর্যন্ত তার উদ্দেশ্য সফল হয়। 'সঙ্ঘে' আর একজন নতুন সভ্যের যোগ দেওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে স্থানত্যাগ করে।

সবকিছুই নির্ঝঞ্ঝাটে চলছে। প্রায় তিরিশজন কসাককে দলে আনতে পেরেছে ইয়াকভ লুকিচ। লোকগুলোকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে তারা যে 'সঙ্ঘে' যোগ দিয়েছে সে-কথা যেন কাউকে না বলে বা সে যে-সব কথা বলেছে তা যেন কাউকে না জানায়। তারপর একদিন সে গেল কুলাকদের সদর দপ্তরে। উদ্দেশ্য, সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা পাকাপাকি রূপ দেওয়া। পোলোভ্‌ৎসেভ ও সে দুজনেই ভেবেছিল, যে-সব কুলাককে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের খুব সহজেই দলে টানা যাবে। কাজেই এই সবচেয়ে সহজ কাজটা শেষ মুহূর্তের জন্যে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এখানেই ইয়াকভ লুকিচকে আচমকা একটা ধাক্কা খেতে হল।

কোট মুড়িসুড়ি দিয়ে ইয়াকভ লুকিচ বোর্শ্‌চভের বাড়িতে এসে পৌছল সন্ধের দিকে। ভেতরদিককার বসবার ঘরে আগুন জ্বালানো হয়েছে। সবাই উপস্থিত। গৃহস্বামী তিমোফেই বোর্শ্‌চেভ উবু হয়ে বসে আগুনের মধ্যে খড়কুটো গুঁজে দিচ্ছে। কোণের দিকে রয়েছে কুমড়োর ডাঁই, কুমড়োগুলোর রঙ কমলা, তার ওপরে টানা টানা কালো দাগ দেখাচ্ছে সেণ্ট জর্জের ক্রুশের মতো। এই কুমড়োর ডাঁইয়ের ওপরে আর সার সার বেঞ্চিতে বসে আছে নাকখোয়া ফ্রল, লাপ্‌শিনভ, গায়েভ, নিকোলাই লুশ্‌নিয়া, ভাসিলি আতামানচুকভ ও গোলন্দাজ খোপ্‌রভ। জানলার দিকে পিঠ করে বসে আছে নাকখোয়া ফ্রলের ছেলে তিমোফেই। সে আজই ফিরে এসেছে আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে। এতক্ষণ সে শহরের বিবরণ দিচ্ছিল। পাবলিক প্রসিকিউটর তাকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি, তার অভিযোগ শুনে কোনো রকম তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি, বরং

উল্টে তাকেই গ্রেপ্তার করে জেলাকেন্দ্রে চালান দিতে চেয়েছিল। ইয়াকভ লুকিচ ঢুকতেই তিমোফেই কথার মাঝখানে থেমে গেল। কিন্তু তার বাবা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে উঠল, 'বলে যাও তিমোফেই, উনি আমাদেরই দলের লোক।'

তিমোফেই তার বিবরণ শেষ করে আগুনঝরা চোখে বলল, 'এইভাবে মানুষ বাঁচতে পারে! এখন যদি আমি শুনি যে কমিউনিস্টদের কচুকাটা করার জন্যে কোথাও কোনো একটা দল তৈরি হয়েছে তাহলে আমি এক্ষুনি গিয়ে সেই দলে যোগ দিই।'

ইয়াকভ লুকিচ সায় জানাল, 'হ্যাঁ, দিনকাল যে খুবই খারাপ তাতে আর সন্দেহ কি! আরও খারাপ যদি না হয় তো বুঝতে হবে আমাদের কপালের জোর আছে।'

নাকখোয়া ফ্রল ফুঁসে উঠে বলল, 'এর চেয়ে আরো খারাপ আর কী হতে পারে! তুমি তো ভালোই আছ, ওরা তোমার গায়ে হাত দেয়নি। কিন্তু আমার গোলাঘর এখন ওদের দখলে। জারের আমলে আমি তোমার প্রায় সমান সমানই ছিলাম। কিন্তু এখন তোমার সবকিছুই বজায় আছে আর আমার শেষ জোড়া জুতোও পা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে।'

'আমি তা বলিনি। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটবে।'

'কী?'

'এই ধরো যুদ্ধটুদ্ধ।'

'ভগবান করুন তাই যেন হয়। হে প্রভু সেণ্ট জর্জ, কৃপা করো প্রভু। যুদ্ধ একটা লেগে যাক। এক্ষুনি লেগে যাক। হবে নাই বা কেন, শাস্তরে তো লেখা আছে....'

'হাতের কাছে যা পাই তাই নিয়েই আমরা লড়াই করব। সেই উনিশ সালে ভেশেন্‌স্কির লোকেরা যেমন করেছিল!'

'ব্যাটাদের একবারে খতম করতে হবে।'

আতামানচুকভ আহত হয়েছিল ফিলোনোভস্কায়ার যুদ্ধে। আঘাতটা লেগেছিল গলায়। নলখাগড়ার বাঁশির মতো হিসহিসিয়ে উঠে সে বলল, 'সাধারণ মানুষরা যখন লড়াই করে তখন তাদের ওপরে যেন শয়তান ভর করে। কিছুতেই হার মানতে চায় না।'

তারপরে ইয়াকভ লুকিচ খুব সতর্কভাবে আভাস দিল যে আশেপাশের গাঁয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানে ওখানে জনাকয়েক কমিউনিস্টকে শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে উচিতমতো। যেমনভাবে কসাকরা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ত আগেকার কালের আতামানদের, যারা মস্কোর দলে ভিড়বার জন্যে কসাকদের কুনজরে পড়ত। ব্যাপারটার মধ্যে কোনো জটিলতা ছিল না। লোকগুলোকে ধরে ধরে বস্তায় পোরা হত আর ফেলে দেওয়া হত জলের মধ্যে। সেকালের কসাকদের এই ছিল রীতি।

শান্ত ও ধীর ভাবে, প্রত্যেকটি কথা ওজন করে করে ইয়াকভ লুকিচ তার বক্তব্য পেশ করতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করল যে সমগ্র উত্তর ককেসাসে বিক্ষোভ জেগে উঠেছে, নিম্ন ডন অঞ্চলের গ্রামগুলোতে স্ত্রীলোকদের করে তোলা হয়েছে বারোয়ারী সম্পত্তি, কমিউনিস্টরাই সবচেয়ে আগে গিয়ে পরের ঘরের বৌদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, আর এই বসন্তকালের মধ্যেই নাকি আক্রমণ শুরু হবে। আক্রমণ শুরু হবার খবরটা সে অবশ্য শুনেছে তারই রেজিমেণ্টের একজন অফিসারের মুখে। এই অফিসারটি সপ্তাহখানেক আগে গ্রেমিয়াচি লগ হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, তখনই তিনি জানিয়ে গিয়েছিলেন খবরটা। অফিসারটি যে এখনো তার বাড়িতেই অধিষ্ঠান করছেন এ-খবরটি সে চেপে গেল।

নিকিতা খোপ্‌রভ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবারে সে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়াকভ লুকিচ, আমি তোমাকে শুধু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। মনে করো আমরা বিদ্রোহ করলাম আর কমিউনিস্টদের শেষ করে দিলাম—কিন্তু তারপরে কী হবে ? গ্রামের চৌকিদারগুলোকে না হয় আমরা খতম করলাম—কিন্তু তারপরে যখন সেপাই হাজির হবে তখন উপায় কী! সেপাইয়ের সঙ্গে লড়তে হলে এমন একজনকে চাই যে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এমন লোক আমাদের মধ্যে নেই। আমরা মুখ্যু মানুষ, আকাশের তারা দেখে নিশানা ঠিক করি—আমরা কি করে সেপাইদের সঙ্গে পারব! সেপাইরা আসবে সমস্ত কিছু আগে থেকে ছকে নিয়ে। কোথায় কোন্ রাস্তায় চলা দরকার আর কোথায় গিয়ে কী করা দরকার তা তাদের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই সেপাইদের সঙ্গে লড়তে শুধু অনেকগুলো হাত থাকলেই চলবে না, মাথাও চাই।'

ইয়াকভ লুকিচ উৎসাহিত হয়ে উঠে তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল: 'মাথার অভাব হবে না, বুঝলে হে। পথ দেখাবার লোকরা দরকারের সময় ঠিকই

হাজির থাকবেন। যাঁরা অন্তত লাল সেনাপতিদের চেয়ে একটু বেশিই জানেন শোনেন। কারণ তাঁরা যে উঁচুতে ঠাঁই পেয়েছেন সেজন্যে তাঁদের রীতিমতো মেহনৎ করতে হয়েছে। শিখতে হয়েছে অনেক কিছু। পাশাপাশি লাল সেনাপতিদের কথা একবার ভেবে ভাখ। কী আছে তাদের! এই তো ধরো না আমাদের রাকার নাগুলনভের কথা। ও ব্যাটা শুধু পারবে লোকের মাথা কাটতে। কিন্তু একদল সৈন্য ওর হাতে ছেড়ে দাও দিকি—পারবে ও সৈন্যদের চালিয়ে নিয়ে যেতে? সারা জীবন চেষ্টা করলেও নয়। আর ওকে যদি ম্যাপ দেখে কোনো একটা জায়গার হদিশ ঠিক করতে হয়—তাহলেই তো চিত্তির।'

'কিন্তু তুমি যে মাথাওলা লোকদের কথা বলছ তারা আসবে কোত্থেকে শুনি?'

'আসবে কোত্থেকে!' ইয়াকভ লুকিচ রেগে গিয়ে বলে উঠল, 'মাগীগুলো বিছানায় গিয়ে শোবে আর তাদের বিয়োবে! আমাকে বারবার একই কথা জিজ্ঞেস করে লাভটা কি শুনি! আসবে কোত্থেকে! আসবে কোত্থেকে! ভেড়ার লেজের এঁটুলি যেমন ছাড়তে চায় না—তোমারও মুখে দেখছি এই একটি ছাড়া কথা নেই। কোত্থেকে আসবে আমি তার কি জানি!'

'তারা আসবে বিদেশ থেকে। নিশ্চয়ই আসবে!' সবাইকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে উঠল নাকখোয়া ফ্রল। ক্ষমতা দখল করা হবে, প্রতিশোধ নেবার মধুর দিনগুলো ফিরে পাওয়া যাবে, এই কল্পনাতেই সে বিভোর হয়ে উঠেছে। মনের খুশিতে সে তার অবশিষ্ট আস্তো নাকটা ফুলিয়ে তামাকের ধোঁয়াভর্তি খানিকটা বাতাস সশব্দে টেনে নিল।

খোপ্‌রভ উঠে দাঁড়াল, একটা কুমড়োকে লাথি মারল আর তারপরে তার মস্ত লাল গোঁফে তা দিতে দিতে ভারিক্কী গলায় বলল, 'তা তুমি যাই বলো না কেন, কসাকরা আজকাল অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। একবার তো তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেজন্যে মারও খেয়েছিল বেধড়ক। তারা আর দ্বিতীয়বার একই ভুল করবে না। তাছাড়া কুবানদের সমর্থনও আমরা পাব না।'

কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি হেসে ইয়াকভ লুকিচ ঘোষণা করল, 'প্রত্যেকটি কুবানের সমর্থন আমরা পাব। অবশ্যই পাব। গোটা দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। লড়াইয়ের রীতিটাই এই। এই হয়তো ঘাড় গুঁজড়ে মাটিতে পড়া, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ানো আর শত্রুর বুকের ওপর চেপে বসা।'

'তা তোমরা যাই বলো, আমার এতে সায় নেই।' শান্তভাবে খোপ্‌রভ

বলল, যেমন শান্তভাবে মানুষ কথা বলে কোনো বিষয়ে পুরোপুরি মনস্থির করার পরে : 'একজোট হয়ে সরকারকে উৎখাত করতে হবে এমনি সব কথা বলা হচ্ছে— আমি ওতে নেই। আর আমার কথা যদি তোমরা শোনো, তোমাদেরও ওপথে যেতে আমি বারণ করি। আর ইয়াকভ লুকিচ, এই যে তুমি একটা মতলব নিয়ে এসেছ আর মানুষগুলোকে উস্‌কিয়ে তুলতে চাইছ—কাজটা তোমার ভালো হচ্ছে না কিন্তু। তোমার মুখেই শুনলাম মস্ত এক পল্টনী কর্তা নাকি তোমার ঘরে একরাত কাটিয়ে গিয়েছে'। মানুষটা কে আমরা জানি না কিন্তু তার মতলবটা যে সুবিধের নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। এসব লোক আসে শুধু গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে। তারপর বিপদ বুঝলে নিজেরা কেটে পড়ে আর সমস্ত ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয় আমাদের মতো লোকদের। যুদ্ধের সময়ের কথা মনে আছে তো? আমরা, কসাকরা, ওদের হাতের পুতুল হয়েছিলাম। আমাদের জামার আস্তিনে ওরা কয়েকটা পট্টি লাগিয়ে দিয়েছিল আর অমনি আমরা তালপাতার সেপাইয়ের মতো ভাবতে শুরু করেছিলাম যে আমরাও কেউকেটা হয়েছি। তখন ওরা আমাদের লেলিয়ে দিয়েছিল সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে। নিজেরা কিন্তু সঙ্গে থাকেনি। নিজেরা সরে গিয়েছিল পেছনের দিকে সদরদপ্তরে আর উড়ুক্কু মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করেছিল। এই ব্যাপারই চলে এসেছে। সকলের পাপের শাস্তিটা ভোগ করতে হয়েছে শুধু আমাদের। নভোরোসিস্ক-এ লাল সৈন্যরা এসে জাহাজঘাটাতেই কালমিকদের বচুকাটা করেছিল। কিন্তু পল্টনী কর্তাদের আর ভদ্দরলোকদের নাগাল তারা পায়নি। তারা অনেক আগেই জাহাজে চেপে বিদেশের মধু ভোগ করবার জন্যে পাড়ি জমিয়েছিল। গোটা ডন বাহিনী যখন ভেড়ার পালের মতো নভোরোসিস্ক-এ আটক পড়েছে— পল্টনী কর্তাদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। এই তো হাল! হ্যাঁ, ভালো কথা লুকিচ, তোমাকেও একটি কথা জিজ্ঞেস করি। এক্ষুনি তুমি আজ্ঞে-মশাই করে যার কথা বলছিলে, যে শুনলাম একটি রাত কাটিয়ে গিয়েছে তোমার ঘরে— সে নিশ্চয়ই তারপরে তোমার ঘরেই আস্তানা গাড়েনি। কী বলো তুমি? কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলাম জান? দু-একবার আমি তোমাকে দেখেছি, তোমার ঐ ভুষি আর আবর্জনা রাখার চালাঘরটায় জল টেনে নিয়ে যেতে। আমি ভেবে পেতাম না ঐ পোড়ো চালাঘরটায় লুকিচ কেন জল টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তারপর চালাঘর থেকে ঘোড়ার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম।'

খোপ্রভ উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ করল যে তার কথা শুনতে শুনতে ইয়াকভ লুকিচের মুখখানা ক্রমশ সাদা হয়ে যাচ্ছে, সাদা হতে হতে শেষপর্যন্ত তার

গোঁফের মতো সাদা। কথাটা শুনে অস্করাও আঁৎকে উঠেছে ও হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। তার কথায় এমনি ফল হতে দেখে খোপ্‌রভের যে কী আনন্দ হল তা বলার নয়। নিজের কথাগুলোই নতুন শোনাতে লাগল নিজের কানে। যেন সে নয়, অন্য কেউ কথা বলছে।

অস্পষ্ট স্বরে লুকিচ জবাব দিল, 'না, একজন পল্টনী কর্তা আমার বাড়িতে রয়েছে—কথাটা ঠিক নয়। ঘোড়ার ডাক যদি শোনা গিয়ে থাকে, আমার নিজেরই ঘোড়া। চালাঘরে আমি কখনো জল নিয়ে যাই না। তবে মাঝে মাঝে শুয়োরের খাবার নিয়ে গিয়েছি বটে, চালাঘরটায় আমার একটা শুয়োর আছে।'

'ওসব কথা বলে আমাকে ভোলানো যাবে না। তবে এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথাও নেই। আমার যা বলার কথা বলে দিয়েছি। তোমার হাতের ঘুঁটি হতে আমি রাজী নই।' কথাগুলো বলে খোপ্‌রভ টুপিটা মাথায় তুলে নিল। তারপরে চারদিকে একবার তাকিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

তার পথ আটকে দাঁড়াল লাপ্‌শিনভ। লাপ্‌শিনভের সাদা দাঁড়ি কাঁপছে, হাঁটু গিয়েছে বেঁকে, শরীরটা কুঁজো। হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে সে বলে উঠল, 'বেইমান, আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্যে খবর দিতে যাচ্ছিস বুঝি! বেইমানি করার জন্যে টাকা খেয়েছিস নিশ্চয়ই! এবার আমরা গিয়ে যদি ওদের বলে আসি যে তুই কালমিকদের সঙ্গে পিটুনি-দলে ছিলি তাহলে কেমন হয়!'

লোহার মত শক্ত মুঠিটা লাপ্‌শিনভের দাড়ির কাছে উঁচিয়ে ধরে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে খোপারভ বলল, 'খবরদার বলছি বুড়ো, আর একটি কথাও নয়। হ্যাঁ, যদি খবর দিতে হয় তো নিজের খবরটাই আগে দিয়ে আসব। খোলাখুলি বলব, হ্যাঁ, আমি পিটুনি দিলে ছিলাম। তোমাদের বিবেচনায় যে শাস্তি আমাকে দিতে হয় দাও। কিন্তু তোমাদেরও আমি সাবধান করে দিচ্ছি, নজর খোলা রেখো—' খোপ্‌রভ হাঁপাচ্ছে, তার চ্যাটালো বুকের ভেতর থেকে কামারশালের হাঁপর থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার মতো হিস-হিস শব্দে নিশ্বাস বেরিয়ে আসছে। ফুলে উঠে সে বলতে লাগল, 'বুড়ো শকুনী, একটু সবুর কর, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত তুই চুষে চুষে খেয়েছিস! তার ফল অন্তত একবার তোকে টের পেতেই হবে!'

লাপ্‌সিনভের মুখে একটা ঘুষি মেরে, দরজাটা সশব্দে টেনে দিয়ে, বেরিয়ে গেল সে। ঘুষি খেয়ে বুড়ো যে মুখ থুবড়ে পড়েছে সে দিকে ফিরেও তাকাল না।

তিমোফেই বোর্শ্‌চভ ছুটে গিয়ে একটা খালি বালতি নিয়ে এসেছে।

লাপ্‌শিনভ কোনো রকমে উবু হয়ে বসে মাথাটা এলিয়ে দিল বালতির মধ্যে। তার নাক দিয়ে, শিরা কেটে গেলে যেমন হয়, তেমনি গল্‌ গল্‌ করে রক্ত পড়ছে। ঘরের মধ্যে থমথমে নিস্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছে লাপ্‌শিনভের গোঙানি, দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ আর বালতির মধ্যে দাড়ি বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে পড়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ার শব্দ।

'আর আমাদের রক্তে নেই।' বলে উঠল কুলাক গায়েভ, যাকে মস্ত একটি পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয়। আর গায়েভের কথা শেষ হতে না হতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিকোলাই লুশনিয়া। টুপিটা মাথায় দেবার বা কারও কাছ থেকে বিদায় নেবারও তর সইল না—ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লুশনিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল আতামানচুকভ। তবে অমন বিশ্রীরকমের তাড়াহুড়ো করে নয়, ভারিক্কি চাল খানিকটা বজায় রেখে। যাবার সময়ে সরু সরু ভাঙা গলায় উপদেশ দিয়ে গেল, 'এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ো— গোলমাল হতে পারে।'

ইয়াকভ লুকিচ স্থাণুর মতো বসে আছে। মুখে কথা নেই। হৃদপিণ্ডটা ফুলে উঠে গলার কাছে দলা পাকিয়ে রয়েছে যেন। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে তার। শরীরের সমস্ত রক্ত দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে তার মাথার মধ্যে। হিমশীতল ঘাম ফুটে উঠেছে তার কপালে। বেশ কয়েকজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পরে সে উঠে দাঁড়াল। লাপ্‌শিনভ তখনো একই অবস্থায় বালতির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। সন্তর্পণে লাপ্‌শিনভের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ইয়াকভ লুকিচ দরজা পর্যন্ত এসে শান্ত স্বরে ডাক দিল, 'আমার সঙ্গে চলে এসো তিমোফেই।'

তিমোফেই দ্বিরুক্তি না করে জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে, টুপিটা মাথায় গলিয়ে বেরিয়ে চলে এল। দুজনে যখন রাস্তায় পা বাড়াল, গ্রামের শেষ বাতিগুলো তখন নিবিয়ে ফেলা হচ্ছে।

'কোথায় চলেছি আমরা?' তিমোফেই জিজ্ঞেস করল।

'আমার বাড়িতে।'

'কেন?'

'পরে জানতে পারবে। এখন তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

ইয়াকভ লুকিচ ইচ্ছে করেই গ্রাম সোভিয়েতের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। গ্রাম সোভিয়েতের বাড়িটায় একটিও আলো জ্বলছে না, জানলাগুলো অন্ধকারে হাঁ করে রয়েছে।

ইয়াকভ লুকিচের বাড়ির উঠোনে ঢুকল দুজনে। অলিন্দের কাছাকাছি এসে তিমোফেইর জ্যাকেটের আস্তিনে আলতো টান দিল লুকিচ।

'এখানে একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে।'

ইয়াকভ লুকিচ এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল।

'কে? বাবা?' ইয়াকভ লুকিচের মেয়ে দরজার খিল খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ?' ভেতরে ঢুকেই ইয়াকভ লুকিচ আবার শক্তভাবে খিল দিল, তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে টোকা দিল বসবার ঘরের দরজায়।

'কে?' ভেতর থেকে শোনা গেল মোটা ভারী গলা।

'আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, আমি! ভেতরে যাব?'

'এসো।'

পোলোভ্‌ৎসেভ বসে আছে মোটা আর গাঢ় রঙের পর্দা দিয়ে ঢাকা জানলার বরাবর টেবিলের সামনে। কি যেন লিখছিল। শিরা-ওঠা মস্ত হাতের তালু দিয়ে কাগজের লেখাগুলো চাপা দিল। তারপর প্রকাণ্ড মাথাটা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল।

'খবর কি? কেমন চলছে সব?'

'খারাপ। ভয়ংকর রকমের খারাপ!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পোলোভ্‌ৎসেভ। লেখা কাগজটা ঠেসে দিল পকেটের মধ্যে। তারপর ত্রস্ত হাতে টিউনিকের বোতাম লাগাতে লাগল। তার মুখখানা হয়ে উঠেছে টকটকে লাল, রাগে আর উত্তেজনায় সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। তাকে দেখে মনে হতে পারত, প্রকাণ্ড একটি হিংস্র পশু শিকারের ওপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হয়েছে।

ইয়াকভ লুকিচ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে। আর পোলোভ্‌ৎসেভ একটিও কথা না বলে শুনছে। তার হাল্কা নীল রঙের চোখদুটো গভীর কোটরের ভেতর থেকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ইয়াকভ লুকিচের দিকে। তারপরে সে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাতদুটোকে বারবার মুঠি পাকাল, পরিষ্কারভাবে কামানো ঠোঁটদুটো বেঁকিয়ে বীভৎস মুখভঙ্গি করল আর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল ইয়াকভ লুকিচের দিকে।

'বেআক্কেলে! পাকাচুল গর্দভ! আমার সর্বনাশ না করলে বুঝি চলছে না! শুধু আমার একার তো নয়—আমাদের সকলের! বোকার মতো যেখানে সেখানে

যা খুশি বললেই হল আর কি! সর্বনাশ হতে আর বাকি কি আছে! কী বলেছিলাম আমি? কী হুকুম দিয়েছিলাম? বলেছিলাম না, আগে প্রত্যেকটা লোকের মনের ভাব বুঝে দেখতে হবে। কী—বলিনি! বলদের মতো শুধু ঢুঁ মারলেই যদি কাজ হত!' চাপা হিসহিসে গলায় সে কথা বলছে। শুনতে শুনতে ইয়াকভ লুকিচের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত উবে গেল। আরো বেশি ভয় পেয়ে বসল তাকে। আরো বেশি অসহায় মনে হতে লাগল নিজেকে।

'কী করি এখন?' পোলোভ্‌ৎসেভ আগের মতোই ফুঁসছে, 'কী করি! আচ্ছা, এই খোপ্‌রভ লোকটা কি এরই মধ্যে গিয়ে খবর দিতে পেরেছে? কী মনে হয়, খবর দিতে পেরেছে? কথা বলিস না কেন গ্রেমিয়াচির হাঁদারাম? খবর দিতে পেরেছে কি পারেনি? হ্যাঁ কি না? কোন্ দিকে গিয়েছে লোকটা? ওর পিছু নিয়ে সেটুকু জেনে আসার মতো বুদ্ধি ঘটে ছিল কি?'

'না, পিছু নিইনি…আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, কিন্তু আর কিছু করার নেই—আমাদের দিন ফুরিয়েছে।'

ইয়াকভ লুকিচ দু-হাতে মাথা চেপে ধরল। একফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল রোদে-জলে পোড় খাওয়া গালের ওপর দিয়ে কাঁচাপাকা গোঁফের মধ্যে।

পোলোভ্‌ৎসেভ কিন্তু দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'থাক, থাক, হয়েছে!… আমাদের এখন কাজ করতে হবে…কাজ….কাজ তোমার ছেলে কি বাড়িতে আছে?'

'জানি না। আমি আরেক জনকে সঙ্গে এনেছি।'

'কে?'

'ক্রলের ছেলে।'

'কেন, ওকে নিয়ে এসেছ কেন?'

পরস্পর চোখাচোখি হতেই তারপরে আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন থাকল না, দুজনে দুজনের মনের ভাব বুঝতে পারল। ইয়াকভ লুকিচই মুখ ফিরিয়ে নিল প্রথমে। পোলোভ্‌ৎসেভ যখন প্রশ্ন করল 'ছেলেটাকে বিশ্বাস করা চলে তো?' তখনো সে নিঃশব্দে ঘাড় সায় নেড়ে সায় জানাল। প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টানে পেরেক থেকে কোটটা নামিয়ে নিল পোলোভ্‌ৎসেভ। সদ্য পরিষ্কার করা চকচকে একটা রিভলবার টেনে বার করল বালিশের তলা থেকে। রিভলবারের সিলিণ্ডারটা যখন ঘোরাল, বুলেটের নিকেল ঝকমক করে উঠল আলোয়। তারপরে কোটের

বোতাম লাগিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে করে কাজের হুকুম দিতে লাগল—যেমন হুকুম দিত ফ্রন্টে থাকার সময়ে।

'একটা কুড়ুল নাও। এমন রাস্তায় চলো যাতে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে পৌঁছনো চলে। কত দূর এখান থেকে?

'বেশি দূরে নয়। গোটা আস্টেক বাড়ি পার হয়ে।'

'বাড়িতে লোকজন আছে নাকি?'

'না, শুধু বৌ।'

'পাড়া-প্রতিবেশী?'

'একদিকে মড়াই, অন্যদিকে ফলের বাগান।'

'গ্রাম সোভিয়েত?'

'সে ওখান থেকে অনেক দূরে'

'চলে এসো।'

ইয়াকভ লুকিচ গেল কাঠের গুদাম থেকে কুড়ুল আনতে। পোলোভ্‌ৎসেভ এগিয়ে এসে বাঁ হাতে তিমোফেইর কনুইটা চেপে ধরে শান্ত স্বরে বলল, 'আমি যেমনটি হুকুম করব মেনে চলতে হবে! কোনো প্রশ্ন নয়! হ্যাঁ, শোনো, তোমাকে গলার স্বরটি বদলাতে হবে, তারপরে গিয়ে বলবে যে তুমি এসেছ গ্রাম সোভিয়েত থেকে ওর নামে একটা চিঠি নিয়ে। ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যাতে ও নিজেই আমাদের দরজা খুলে দেয়।'

'শুনুন কমরেড····আপনাকে কমরেড বলে ডাকব কিনা বুঝতে পারছি না, আমি আপনার নাম জানি না···আপনি যেই হোন, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই খোপ্‌রভ লোকটার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। আপনাকে যদি বেকায়দায় পায় তাহলে খালি হাতের একটা ঘুষিতেই···' তিমোফেই কথার খেই হারিয়ে ফেলতে লাগল।

'কথা বন্ধ করো!' পোলোভ্‌ৎসেভ তাকে থামিয়ে দিয়ে ইয়াকভ লুকিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, 'কই, আমার হাতে দাও। এবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

কুড়ুলটা নিয়ে সে গুঁজে রাখল কোটের ভেতরে ট্রাউজারের বেল্টের মধ্যে তারপর কোটের কলারটা তুলে দিল। কুড়ুলের কাঠের হাতলটায় ইয়াকভ লুকিচের হাতের উষ্ণতা ও আর্দ্রতা তখনো লেগে ছিল।

রাস্তায় বেরিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল তিনজনে। পোলোভ্‌ৎসেভের

দশাসই চ্যাটালো মূর্তিটার পাশে তিমোফেইকে নিতান্তই পুঁচকে বলে মনে হচ্ছিল। বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চলা হোয়াইটগার্ড ক্যাপটেনের পাশাপাশি চলতে চলতে তিমোফেই বারবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে ক্যাপটেনের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু ক্যাপটেনের মুখটা উল্টিয়ে দেওয়া কলারে ঢাকা পড়েছে। তাছাড়া, অন্ধকার এতই গাঢ় যে কোনো কিছুই নজরে আসে না।

বেড়া ডিঙিয়ে তিনজনে মড়াইয়ের আঙিনায় ঢুকল।

'এক সারিতে চলো, পায়ের ছাপের ওপরে পা ফেলে, যাতে একসারির বেশি পায়ের ছাপ না পড়ে।' চাপা গলায় পোলোভ্‌ৎসেভ হুকুম দিল।

নিষ্কলঙ্ক বরফে পায়ের ছাপ ফুটিয়ে তুলে, একজনের পায়ের ছাপের ওপরে আরেকজন পা ফেলে ফেলে, নেকড়ের মতো অঙিনাটা পার হয়ে গেল তিনজনে।

সদর দরজার সামনে এসে দাড়াতেই ইয়াকভ লুচিকের শরীরটা ভেঙে একটা অসহায় কাতরোক্তি বেরিয়ে এল: 'হা ভগবান!' শরীরের বাঁ দিকটা চেপে ধরল সে।

'কড়া নাড়!'

পোলোভ্‌ৎসেভ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হুকুম দিল। তিমোফেই কিন্তু কথাগুলো শুনতে পায়নি, তবে তার ঠোট নাড়ার ভঙ্গি থেকে অনুমান করে নিয়েছে।

ঝন্ ঝন্ শব্দে কড়া নড়ে উঠল। তিমোফেই শুনতে পেল, ভেড়ার চামড়ার টুপি পরা তার অপরিচিত লোকটি কোটের বন্ধনীটাকে প্রচণ্ডভাবে টেনে টেনে খুলছে। তিমোফেই আবার কড়া নাড়ল। উঠোনে একটা লাঙল পড়ে ছিল। লাঙলের তলা থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এল একটা কুকুর। ইয়াকভ লুকিচ কুকুরটাকে দেখে ভয় পেল। কিন্তু কুকুরটা ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। খুব দুর্বল গলায় ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে দু-একবার ডাকতে চেষ্টা করল। তারপরে চলে গেল কঞ্চির বেড়া দেওয়া চালাঘরটার দিকে।

একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে খোপ্‌রভ বাড়ি পৌছল। তবে সেই উত্তেজনাটা নেই, হেঁটে আসতে আসতে অনেকখানি শান্ত হতে পেরেছে। বৌ তাকে খেতে দিল।

খিদে ছিল না, অনিচ্ছার সঙ্গে খেল সে। খেতে খেতে বিষণ্ণ গলায় বলল,

'একেবারে খিদে নেই মারিয়া। মনে হচ্ছে একটু নুন দিয়ে একটা পানিকল খেলেও এখন আমার চলে যেত।'

'কেন, মদ খেয়ে খেয়ে মাথা ধরেছে বুঝি?' মারিয়া হাসল।

'না, সারা দিন মদ ছুঁইনি। শোন মাশা, আমি ঠিক করেছি কাল গিয়ে ওপরওলাদের কাছে বলব যে আমি পিটুনী দলে ছিলাম। এভাবে আর দিন কাটানো চলে না।'

'বলো কি তুমি—অ্যা! তোমার মাথায় কি ভূত চেপেছে নাকি! আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নিকিতা হাসল আর প্রকাণ্ড লাল মোচে তা দিল। তারপর বিছানায় শুয়ে গুরুতর একটা কাজের কথা বলার মতো ভঙ্গিতে আবার বলল, 'রাস্তার জন্যে আমাকে কিছু শুকনো খাবার তৈরি করে দিও মাশা। কিছুদিন হয়তো জেলেই কাটিয়ে আসতে হবে।'

বৌ নানাভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল কিন্তু বৌয়ের কোনো কথাকেই সে আমল দিল না। কিন্তু তারপরেও অনেকক্ষণ জেগে রইল আর খোলা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপন মনে ভাবল, 'ওদের কাছে গিয়ে আমি নিজের কথা বলব, অস্ত্রোভনভের কথাও বলব। ওই হারামজাদাগুলোও কিছুদিন জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক। আমাকে নিশ্চয়ই ওরা গুলি করে মারবে না—কেন মারতে যাবে! বড়ো জোর বছর তিনেক। হয়তো উরালের কোনো একটা জায়গায় গিয়ে কাঠ কাটতে হবে আমাকে। তারপরে যখন ফিরে আসব, আমার মনে আর কোনো পাপ থাকবে না। তখন আর পুরনো দিনের কথা তুলে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না আমাকে। তখন আর নিজের পাপকে চাপা দেবার জন্যে বেগার খাটতে হবে না কারও জমিতে। হ্যাঁ, খোলাখুলিই সব কথা বলে আসব। আশ্‌তিমোভের বাহিনীতে কেন আমাকে যেতে হয়েছিল তাও বলব। ফ্রন্ট থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে আমাকে এই কাণ্ডটি করতে হয়েছিল—তা কি আর ওরা বুঝবে না! বেঘোরে প্রাণটা যাক, তা আর কে চায়! তারপরে ওরা আমার বিচার করুক। সব কথা শোনার পরে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে বড়ো রকমের শাস্তি দেবে না। আর ঘটনা তো আজকের নয়, কতদিন হয়ে গেল! তবুও সব কথাই আমি খুলে বলব। আমি তো আর কাউকে নিজের হাতে গুলি করে মারিনি! না, কাউকেই নয়। তবে হ্যাঁ, চাবুক চালাতে হয়েছিল দু-একজনের ওপরে। যে-সব কসাক দল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল আর যারা বলশেভিকদের দলে ভিড়েছিল—এমনি

দুএকজনের ওপরে। আমি নিজে তো তখন একটা আকাট মুখ্যু ছিলাম—কিসে কি হয় কিছুই বুঝতাম না। কী করলে ভালো হয় তাও জানতাম না।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কড়ানাড়ার শব্দে জেগে উঠতে হল তাকে। কান পেতে শুনল। কে হতে পারে? আরো একবার কড়ানাড়ার শব্দ। বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে বিছানা থেকে উঠল। আলো জ্বালতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততোক্ষণে মারিয়াও জেগে উঠেছে, সে চাপা স্বরে বলল, 'বাতি জ্বালিও না। মনে হয় আবার একটা জমায়েতের ডাক এসেছে। জ্বালাতন! দিনেরাতে একটুও শান্তি নেই। মুখপোড়াগুলো যেন একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে!'

নিকিতা খালি পায়েই বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'কে?'

'নিকিতাকাকু, আমি, সোভিয়েত থেকে এসেছি।'

অপরিচিত ছেলেমানুষী গলা। নিকিতা একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, একটু যেন সন্ত্রস্ত।

'কে তুমি? কী চাও?'

'আমি নিকোলাই কুঝনেকোভ। চেয়ারম্যান আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে একটা চিঠি দিয়ে। তোমাকে এক্ষুনি একবার সোভিয়েতে যেতে হবে।'

'কপাটের তলা দিয়ে চিঠিটা গলিয়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তিমোফেই মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘন সাদা লোমের টুপির তলা থেকে একজোড় চোখের হিংস্র এ ব্যতিব্যস্ত চাউনি তাকে সজাগ করে তুলল।

'নিকিতাকাকু, চিঠিটা তোমাকে সই করে নিতে হবে। দরজা খোলো।'

বাইরে থেকে শোনা গেল মাটির মেঝের ওপর দিয়ে অধৈর্যভাবে পা ঘষতে ঘষতে খোপ্‌রভ এগিয়ে আসছে। তারপরে খিল খোলার শব্দ। খোলা দরজার কালো পটভূমিতে ফুটে উঠল খোপ্‌রভের সাদা মূর্তি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পোলোভ্‌ৎসেভ চৌকাঠের ওপরে বাঁ পা রেখে কুড়ুলের ভোঁতা দিক দিয়ে খোপ্‌রভের কপালে ঘা মারল।

কসাইখানার খাঁড়ার ঘায়ে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত পশুর মতো নিকিতা প্রথমে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

'ভেতরে এসো! দরজায় খিল দাও!'

অস্ফুট স্বরে, প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে, পোলোভ্‌ৎসেভ হুকুম দিচ্ছে। কুড়ুলটা তখনো তার হাতের মুঠিতে, সেই অবস্থাতেই হাতড়ে হাতড়ে ভেতরের দরজাটা খুলে বার করল। ঠেলা দিয়ে খুলল। ঘরের কোণের বিছানার দিক থেকে শোনা গেল কাপড়ের খসখস শব্দ আর একজন স্ত্রীলোকের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর :

'কি হল গো! শব্দ কিসের? চোট পেলে নাকি? কে এসেছিল তোমার কাছে?'

হাত থেকে কুড়ুলটা ফেলে দিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে পোলোভ্‌ৎসেভ ছুটে গেল বিছানার দিকে।

'কে! কে! কে তোমরা!……বাঁচাও! বাঁচাও!'

তিমোফেই ছুটে এসেছে, ছুটে আসতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে মাথাটা ঠুকে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। ঘরের কোণ থেকে ঝটাপটি আর গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পোলোভ্‌ৎসেভ স্ত্রীলোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটা বালিশ চেপে ধরেছে মুখের ওপরে। তোয়ালে দিয়ে হাত বাঁধছে। স্ত্রীলোকটি ঝটাপটি করছে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। তার তাজা শরীরের উত্তাপ আর বন্দিনী পাখির মতো তার বুকের ধুকপুকুনি অনুভব করছিল পোলোভ্‌ৎসেভ। আচমকা, মুহূর্তের জন্যে, একেবারেই মুহূর্তের জন্যে, প্রচণ্ড একটা কামনার আগুন পোলোভ্‌ৎসেভকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পরক্ষণেই দাঁতে দাঁত চেপে উন্মত্তের মতো বালিশের তলায় হাতড়ে হাতড়ে স্ত্রীলোকটির চোয়াল খুঁজে বার করল। তারপরে ঠিক যেমনিভাবে সে অনিচ্ছুক ঘোড়াকে হাঁ করায়, তেমনিভাবে চিরে দু-ফাঁক করল স্ত্রীলোকটির চোয়াল। স্ত্রীলোকটির পরনের স্কার্টটাকে দলা পাকিয়ে ঠেসে ঠেসে গুঁজে দিল তার গলার মধ্যে। স্ত্রীলোকটির চাপা গোঙানি আর শোনা গেল না।

হাত-পা বাঁধা স্ত্রীলোকটির কাছে তিমোফেইকে রেখে পোলোভ্‌ৎসেভ ছুটে গেল বারান্দার দিকে। তার নিশ্বাসের সঙ্গে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ হচ্ছিল, মারাত্মক নাকের অসুখ হলে ঘোড়াদের যেমন হয়।

'দেশলাই জ্বালাও!'

ইয়াকভ লুকিচ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল।

পোলোভ্‌ৎসেভ ঝুঁকে পড়ল। খোপরভের শরীরটা নিস্পন্দ। পা-দুটো বিশ্রীভাবে মচকে গিয়ে শরীরের তলায় চাপা পড়েছে। গাল মাটির সঙ্গে

লেপটানো। নিশ্বাস বন্ধ হয়নি। চ্যাটালো বুকটা কখনো জোরে কখনো আস্তে ওঠানামা করছে।

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। খোপরভের কপালের যে-জায়গাটায় কুড়ুলের ঘা লেগেছিল সে জায়গাটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পরীক্ষা করল পোলোভ্‌ৎসেভ।

'আমাকে যেতে দিন! রক্ত দেখলে আমার শরীরটা গুলোতে থাকে— আমাকে যেতে দিন!' চাপা অনুনয়ের সুরে ইয়াকভ লুকিচ বলে উঠল। কিন্তু তার কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে পোলোভ্‌ৎসেভ হুকুম দিল, 'কুড়ুলটা নিয়ে এসো! ··ঘরের মধ্যে · বিছানার কাছে···আর খানিকটা জল!'

জল ছিটিয়ে দিতে খোপরভের জ্ঞান ফিরে এল। তার বুকের ওপরে হাঁটু চেপে বসে পোলোভ্‌ৎসেভ হিংস্র হুংকার ছাড়ল: 'বেইমান, কাকে কাকে খবর দিয়েছিস বলে যা! বলতেই হবে! কই হে, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালো না!'

আবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দেশলাইয়ের আলোয় খোপরভের মুখটা ও তার আধবোজা চোখ দেখতে পাওয়া গেল। ইয়াকভ লুকিচের হাতটা কাঁপছে। আলোর শিখাটাও কাঁপছে সঙ্গে সঙ্গে। কাঁপছে বারান্দার ছাদ থেকে ঝুলে পড়া কঞ্চির ওপরে হলদে আলোর সরু রেখা। দেশলাইয়ের কাঠিটা পুড়তে পুড়তে ইয়াকভ লুকিচের আঙুল ঝলসে দিয়ে নিভে গেল। ইয়াকভ লুকিচ কিন্তু একটুও জ্বালা বা যন্ত্রণা টের পেল না।

পোলোভ্‌ৎসেভের হিংস্র হুংকার থামেনি। আরো দুবার সে একই প্রশ্ন করল, জবাব না পেয়ে খোপরভের আঙুলগুলো পেছন দিকে টেনে ভেঙে দিতে চাইল। খোপরভ আর্তনাদ করে উঠেছে।

আচমকা খোপরভ একটা পাক খেয়ে উপুড় হল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। তারপর উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

পোলোভ্‌ৎসেভ ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছিল। চেষ্টা করল খোপরভকে ঠেলে ফেলে দিতে। কিন্তু খোপরভের অসুরের মতো শরীরটা এত সহজে কাবু হবার নয়। দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর একটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল ইয়াকভ লুকিচের বেল্ট। অন্য হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল পোলোভ্‌ৎসেভের ঘাড়। পোলোভ্‌ৎসেভ তার থুতনিটা শক্ত করে চেপে রেখেছে বুকের ওপরে, যাতে খোপরভের সাঁড়াশীর মতো আঙুলগুলো তার গলার নাগাল না পায়।

'আলো! আলো! দূর ছাই, আলো কোথায়!' অন্ধকারে কুড়ুলটা খুঁজে না পেয়ে পোলোভ্ৎসেভ চিৎকার করে উঠল।

তারপরে কুড়ুলটা হাতে পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল খোপরভের কবল থেকে। এবারে সপেপ ভুবার কোপ বসাল কুড়ুলের ধারালো দিকটা দিয়েই। খোপরভ ধপাস করে পড়ে গেল। পড়বার সময়ে মাথাটা ঠুকে গেল একটা বেঞ্চিতে। সেখানে ছিল একটা কেঁড়ে। সেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে। শব্দ হল ঠিক একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজের মতো। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে পোলোভ্ৎসেভ মাটিতে পড়ে যাওয়া মানুষটার মধ্যে যেটুকু প্রাণ তখনো অবশিষ্ট ছিল তাও পা দিয়ে থেঁতলে ও কুড়ুলের ঘা মেরে মেরে শেষ করে দিল।

তারপরে সে নিশ্চয়ই গায়ের জোরে ইয়াকভ লুকিচকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। দরজাটা বন্ধ করে দিল আর চাপা স্বরে হিসিয়ে উঠল, 'যথেষ্ট বীরত্ব দেখানো হয়েছে! এবারে এই মেয়েমানুষটার মাথাটা চেপে ধরো দিকি! আমাদের জানতে হবে, খোপরভ কাউকে খবর দিতে পেরেছে কিনা! এই যে ছোকরা, মেয়েমানুষটার পা দুটো চেপে ধরো এসে!'

পোলোভ্ৎসেভ ঝাঁপিয়ে পড়ল হাত-পা বাঁধা স্ত্রীলোকটির ওপরে। প্রত্যেকটি কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে স্ত্রীলোকটিকে প্রশ্ন করল: 'আজ সন্ধের সময়ে তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে আমার পরে সোভিয়েতে বা অন্য কোথাও গিয়েছিল?'

ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। স্ত্রীলোকটির চোখদুটি আতঙ্কে বেরিয়ে আসতে চাইছে আর জমে-থাকা কান্নায় ফুলে উঠেছে। নিশ্বাসের কষ্টে মুখটা হয়ে উঠেছে কালো। পোলোভ্ৎসেভের বমি পাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে বাইরে তাজা বাতাসে দাঁড়ায়। তার বদলে প্রচণ্ড আক্রোশ আর বিরক্তি নিয়ে দুটি আঙুল চেপে ধরল স্ত্রীলোকটির কানের পেছন দিকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় স্ত্রীলোকটি দাপাতে লাগল, মুহূর্তের জন্তে জ্ঞান লোপ পেল তার। জ্ঞান হবার পরে মুখের চটচটে উষ্ণ ফেনাগুলোকে জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে একবার ঢোক গিলল। চেঁচাল না, আড়ষ্ট চাপা স্বরে কাতর অনুনয় করতে লাগল, 'ওগো ভালোমানুষরা, আমাকে দয়া করো, আমি সব বলব, আমাকে দয়া করো!' ইয়াকভ লুকিচকে সে চিনতে পেরেছে। ইয়াকভ লুকিচ তার আত্মীয়, সাত বছর আগে ইয়াকভ লুকিচ ও সে তার বোনের ছেলের ধর্ম-বাপ ও ধর্ম-মা হয়েছিল। কথা বলবার সময়ে তার

ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন ঠোঁটদুটো অতি কষ্টে নড়াচড়া করছিল, অনেকটা বোবা মানুষের ঠোঁটের মতো।

'তোমরা তো আমার আপন জন! আমি তোমাদের কাছে কী অপরাধ করেছি!'

পোলোভৎসেভ শিউরে উঠে তার চওড়া হাতের তালু দিয়ে স্ত্রীলোকটির মুখ চেপে ধরল। কিন্তু স্ত্রীলোকটি তখনো উদ্‌ভ্রান্তের মতো করুণা ভিক্ষা করছে। এমনকি রক্তমাখা ঠোঁট দিয়ে সে একবার পোলোভৎসেভের হাতের আঙুলে চুম্বন করতেও চেষ্টা করল। সে বেঁচে থাকতে চাইছে। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে!

'তোমার স্বামী বাইরে বেরিয়ে ছিল কিনা বলো!'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়ল।

'শুনুন....শুনুন ..আলেকসান্দর আনিসিমিচ! শুনুন, শুনুন,' ইয়াকভ লুকিচ পোলোভৎসেভের হাত দুটো চেপে ধরেছে, 'একাজ করতে যাবেন না! আমরা ওকে শাসিয়ে দিই তাহলেই ও আর মুখ খুলবে না! আমি বলছি, তাহলেই ও আর মুখ খুলবে না।'

পোলোভৎসেভ ঠেলে সরিয়ে দিল তাকে। তারপরে এতক্ষণের উত্তেজনার মধ্যে এই প্রথম হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। মনে মনে ভাবল, 'ও নিশ্চয়ই কাল আমাদের ধরিয়ে দেবে! কিন্তু এই স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে কী করি আমি! আমি একজন অফিসার। একজন কসাক রমণীর কাছে অফিসার হিসেবে আমার সম্মান...দূর ছাই...চুলোয় যাক সব...ওর চোখদুটো ঢেকে দেব, নিজের শেষ অবস্থা ওকে আর চোখ মেলে দেখতে হবে না।'

স্ত্রীলোকটির গায়ের জামার কিনারাটাকে উল্টে দিয়ে সে তার চোখ চাপা দিল। আর গায়ের জামাটি উল্টে দিতেই পোলোভৎসেভের চোখদুটো স্থির হয়ে গেল তিরিশ বছরের অজাতসন্তান একটি নারীদেহের ওপরে। বিশাল একটি আহত পাখির মতো পড়ে আছে সেই দেহটি, একটি পা গিয়েছে বেঁকে। আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে বাদামী রঙের পেট আর দুই স্তনের মধ্যেকার ঘাম-চকচকে খাদ। পোলোভৎসেভ ভাবল, 'স্ত্রীলোকটি ধরেই নিয়েছে আমি কেন ওর চোখ ঢাকা দিয়েছি। জাহান্নমে যাক সব!' মুহূর্তের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে পোলোভৎসেভ স্ত্রীলোকটির ঢাকা-দেওয়া মুখের ওপরে প্রচণ্ড শক্তিতে কুড়ুলের কোপ মারল।

আর ইয়াকভ লুকিচ আচমকা অনুভব করল, থর থর একটা কাঁপুনিতে তার আত্মীয়স্থানীয়া স্ত্রীলোকটির শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। তাজা রক্তের মিষ্টি মিষ্টি

গন্ধ এসে লাগছে নাকে। টলতে টলতে সে এসে দাঁড়াল চুল্লির ধারে। তার সমস্ত পাকস্থলীকে মোচড় দিয়ে একটা বমির ভাব উঠে আসতে চাইছে।

সিঁড়ির কাছে এসে পোলোভ্‌ৎসেভ মাতালের মতো টলতে লাগল। বারান্দার রেলিঙে তুলোর মতো তাজা নরম বরফ পড়েছিল। সেই বরফের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল সে।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে। তিমোফেই দল থেকে পিছিয়ে পড়ে অলিগলি দিয়ে চলতে লাগল ইস্কুলবাড়িটার দিকে, একটা অ্যাকর্ডিয়নের হালকা সুর যেদিক থেকে ভেসে আসছিল।

ইস্কুলবাড়ির সামনে পৌঁছে দেখা গেল, ইস্কুলের বাইরের মাঠে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে নাচছে। তিমোফেই দলের মধ্যে এসে অ্যাকর্ডিয়ন-বাদকের কাছ থেকে তার যন্ত্রটা চেয়ে নিল।

একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তিমোশা, সেই জিপসি নাচের সুরটা একবার বাজাও দিকি!'

তিমোফেই অ্যাকর্ডিয়নটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল কিন্তু যন্ত্রটা খসে পড়ল তার হাত থেকে। অপ্রস্তুত একটু হেসে আবার তুলে নিল যন্ত্রটা। কিন্তু ফিতেটা বাঁ কাঁধে গলাবার আগেই আবার তার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। তিমোফেই তার হাতের আঙুলগুলোকে আজ আর বশে আনতে পারছে না। আঙুলগুলো নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল, হাসল, তারপর অ্যাকর্ডিয়নটা ফিরিয়ে দিল।

'এই রে, একেবারে চুর হয়ে এসেছে!'

'বিলক্ষণ, একেবারেই মস্ত অবস্থা!'

'দূর! দূর!'

মেয়েরা সরে গেল অন্যদিকে। যার কাছ থেকে অ্যাকর্ডিয়নটা নিয়েছিল সে একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই যন্ত্রের গায়ে লেগে থাকা বরফের গুঁড়ো পরিষ্কার করল, তারপরে খানিকটা আনাড়ীর মতো জিপসি নাচের সুর তুলল। দলের সবচেয়ে লম্বা যে মেয়েটি, যার নাম উলিয়ানা আখ্‌ভাতকিনা, সে সুরের তালে পা নাচিয়েছে। কিঁচ কিঁচ শব্দ উঠছে তার নিচু হিলওলা স্লিপার থেকে। হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে গয়লানীর বাঁকের মতো।

তিমোফেই ভাবল, 'ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানেই বসে থাকতে হবে। তাহলে আর আমার ওপরে সন্দেহ হবার কোনো কারণ থাকবে না।' কথাগুলো

এমনভাবে ভাবছে যেন, সে নয় অন্য কারও সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সে। এবারে সচেতনভাবেই মাতালের ভাবভঙ্গি অনুকরণ করতে চেষ্টা করল, টলতে টলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইস্কুলের দরজার সিঁড়িতে বসে থাকা একটি মেয়ের ওপরে, আর মেয়েটির কোলে মাথা রাখল।

ইয়াকভ লুকিচ ঠিক একটা বাঁশপাতার মতো সবুজ হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে ঢুকেই সে আর কোনো দিকে দৃকপাত না করে বিছানার মধ্যে ডুব দিয়েছে। বালিশ থেকে একবারও মাথা তোলেনি। শুয়ে শুয়েই শুনতে পেয়েছিল পোলোভ্ৎসেভ জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে হাত ধুয়েছে আর গলা খাঁকারি দিয়েছে। তারপর শুতে গিয়েছে নিজের ঘরে।

মাঝরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পোলোভ্ৎসেভ্ বাড়ির গিন্নীকে জাগিয়ে তুলে বলল, 'ফলের রস আছে? আমাকে একটু দাও তো, খাব।'

ফলের রস খেল (ইয়াকভ লুকিচ আড়চোখে তাকে লক্ষ করছে), একটা শিশি থেকে আচারের ফল তুলে নিয়ে চিবোল, সিগারেট ধরাল, তারপরে পুরুষ্টু বুকে হাত বুলোতে বুলোতে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ঘরে এসে পোলোভ্ৎসেভ খালি পা দুটো বাড়িয়ে দিল চুল্লির দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালটা তখনো গরম। রাত্রিবেলা এমনি গরমে যন্ত্রণাকাতর বেতো পা-দুটোকে সেঁক দিতে খুবই ভালো লাগছে পোলোভ্ৎসেভের। ১৯১৬ সালে বুগ্ নদী সাঁতরে পার হতে গিয়ে তার পা-দুটো ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিল, তখন থেকেই পায়ের এই অবস্থা। তখন সে ছিল মহামান্য সম্রাটের বিশ্বস্ত ও ও সত্যনিষ্ঠ সৈন্য ও দেশরক্ষী। তখন থেকেই ক্যাপটেন পোলোভ্ৎসেভ উত্তাপ ও গরম ফেল্টের জুতোর কাঙাল।

তেরো

গ্রেমিয়াচি লগে একটি সপ্তাহ কাটল দাভিদভের। এই একটি সপ্তাহে সমস্যাগুলো যেন প্রাচীরের মতো আড়াল তুলে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম সোভিয়েত বা যৌথখামারের দপ্তর এখন তুলে আনা হয়েছে তিৎসোকের বড়ো বড়ো ঘরওলা বাড়িতে। রাত্রিবেলা সে গ্রাম সোভিয়েত বা যৌথ খামারের দপ্তর থেকে বাড়ি ফিরে এসে ধূমপান করতে করতে অনবরত শুধু পায়চারি করে। তাকে আদা মোলোৎ ও ও প্রাভদার সর্বশেষ কপিগুলো পড়ার পরেও গ্রেমিয়াচি লগের চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করা যায় না। গ্রামের মানুষ, যৌথখামার আর সারাদিনের নানা ঘটনার কথা ভাবে সে। নিজেকে মনে হয় জালে আটক পড়া নেকড়ের মতো। চেষ্টা করে যৌথখামারের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত চিন্তার বৃাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনতে। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে নিজের কারখানার কথা, নিজের বন্ধুবান্ধবের কথা, নিজের কাজের কথা। তার অনুপস্থিতির সময়ে নিশ্চয়ই কারখানাতেও অনেক কিছু বদলে গেছে। কথাটা ভাবতেই মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়। সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না যখন সে ট্রাক্টর ইঞ্জিনের ব্লু-প্রিণ্ট সামনে নিয়ে রাতের পর রাত জেগে কাটাত আর ভাবত কি করে ট্রাক্টরের গীয়ার-বক্সটিকে আরো উন্নত করে তোলা যায়। যে লেদ্‌যন্ত্রটিতে সে কাজ করত, কাজ করতে করতে তার জানা হয়ে গিয়েছিল যে যন্ত্রটাকে কোন্ অবস্থায় কি-ভাবে চালালে ঠিকমতো কাজ পাওয়া যেতে পারে—সেখানে নিশ্চয়ই এখন অন্য কেউ কাজ করছে। তার কথা নিশ্চয়ই এখন আর কারও মনে নেই—যদিও পঁচিশহাজার মজুর গ্রামের উদ্দেশে রওনা হবার সময়ে কি গরম গরম বক্তৃতাই না দেওয়া হয়েছিল! কিন্তু এসব ভাবনার মধ্যেও এক-সময়ে তার সমস্ত চিন্তা আবার ফিরে আসে গ্রেমিয়াচি লগে। চিন্তার বিষয়বস্তুর পরিবর্তনটা এমন আচমকা ঘটে যায় যে মনে হতে পারে কেউ যেন জোর করে একটা সুইচ টিপে তার চিন্তাপ্রবাহকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিয়েছে। গ্রামে সে কাজ করতে এসেছিল শহরের মানুষের মতো গ্রাম

সম্পর্কে কতকগুলো মিথ্যে ধারণা নিয়ে নয়। কিন্তু তবুও সে ধারণা করতে পারেনি যে গ্রামে পা দেবার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে এমনভাবে উপলব্ধি করতে হবে, শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ, তার গ্রন্থি ও তার রহস্যময় গোপন সূত্রগুলো কতখানি জটিল! একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে মাঝারি চাষীদের যৌথখামারে যোগ দিতে এত প্রচণ্ড রকমের আপত্তি কেন? যৌথখামারে যোগ দেওয়াটা তো তাদের পক্ষে মস্ত সুবিধের! মানুষগুলোকে চিনতে পারার ও তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ধরতে পারার ঠিক চাবিটির সন্ধান সে এখনো পায়নি। নইলে যে তিতোক গতকালও পার্টিজান হয়ে লড়াই করেছে সে কিনা আজ জনগণের শত্রু কুলাক! তিমোফেই বোর্শ্চভ গরিব চাষী হওয়া সত্ত্বেও কিনা খোলাখুলি একজন কুলাকের সপক্ষে! অস্ত্রোভনভকে বলা চলে সৎ কৃষক, পাঁচজনের কিসে ভালো কিসে মন্দ সে-জ্ঞান তার আছে—তাই সে যোগ দিয়েছে যৌথখামারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাগুলনভ তাকে বিশ্বাস করে না। একটা চাপা শত্রুতা পোষণ করে তার বিরুদ্ধে। গ্রেমিয়াচির সমস্ত লোক দাভিদভের মনশ্চক্ষুর সামনে দিয়ে একে একে ভেসে যেতে লাগল। এখানকার অনেক কিছুই তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। যেন তার চোখের সামনে আড়াল তুলেছে একটা অদৃশ্য পর্দা, যে-পর্দা ছুঁয়ে টের পাওয়া যায় না। গ্রামটা তার কাছে হয়ে উঠেছে একটা নতুন জটিল যন্ত্রের মতো। একান্তভাবে সে চেষ্টা করে চলেছে যন্ত্রটাকে বুঝতে, যন্ত্রের প্রতিটি অংশ পরখ করতে, আর এই অসাধারণ যন্ত্রের প্রতিদিনকার থর-থর চলার মধ্যে যা-কিছু বিসদৃশ আওয়াজ উঠছে তা শুনতে।

খোপরভ ও তার বৌয়ের রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে তার ধারণা এই যে কোথাও একটা কিছু গোপন শক্তি কাজ করছে। অস্পষ্টভাবে হলেও তার মনে হয়েছে যে এই মৃত্যুর সঙ্গে যৌথখামার সম্পর্কিত, যে যৌথখামার টুকরো টুকরো জমিতে বিভক্ত জীর্ণ কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড একটা আঘাতস্বরূপ। যেদিন সকালে খোপরভ ও তার বৌয়ের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় সেদিন সে বিষয়টি নিয়ে রাজমিয়োৎনভ ও নাগুলনভের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছে। ওরা দুজনেও শুধু অনুমান ও কল্পনা করা ছাড়া বিষয়টির ওপরে নতুন কোনো আলোকপাত করতে পারেনি। খোপরভ ছিল গরিব চাষী, অতীতে হোয়াইট পক্ষাবলম্বী, সামাজিকতা বা পাঁচজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু একটা করার ব্যাপারে বীতস্পৃহ। ঘটনাচক্রে কুলাক লাপ্শিনভের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কেউ কেউ বলেছে, এই খুন চুরিডাকাতির মতলবে। কিন্তু কথাটা

একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ ঘরের জিনিসপত্র কিছু খোয়া যায়নি। আর খোয়া যাবার মতো জিনিসপত্র কিছু ছিলও না। রাজমিয়োৎনভ শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে গিয়ে হাল ছেড়ে বলে উঠেছে, 'নিশ্চয়ই কোনো মেয়েঘটিত ব্যাপার। হয়তো অন্য কারও বউ নিয়ে টানাটানি করেছিল—তারা এসে খুন করে গিয়েছে।'

নাগুলনভ কোনো মন্তব্য করেনি। না ভেবেচিন্তে সাধারণত সে মুখ খোলে না। কিন্তু দাভিদভ যখন নিজের মতপ্রকাশ করতে গিয়ে বলল যে এই খুনের সঙ্গে কোনো একজন কুলাকের কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে, কাজেই কালবিলম্ব না করে কুলাকদের গ্রাম থেকে বার করে দেওয়াটাই সমীচীন—তখন নাগুলনভ এই মতের সঙ্গে পুরোপুরি সায় জানিয়ে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। কুলাকদেরই কেউ একজন লোকটাকে খতম করেছে। এই শয়তানগুলোকে আর সহ্য করা নয়—ধরে ধরে একেবারে বরফের দেশে চালান দিলেই ঠিক হয়!'

রাজমিয়োৎনভ হেসে উঠে কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কুলাকগুলোকে যে গাঁ থেকে বার করে দিতে হবে—সেটা আমারও মত। ওরাই অন্যদের যৌথখামারে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু খোপরভের কথা আলাদা, খোপরভের দুঃখকষ্টের জন্যে কুলাকরা কোনো মতেই দায়ী নয়। তোমরা বলতে পারো, খোপরভ তবে লাপ্‌শিনভের সঙ্গে জুটেছিল কেন! খোপরভকে কেন সবসময়ে লাপ্‌শিনভের কাজ করতে হত? কথাটা ঠিকই। কিন্তু সেটা এজন্যে নিশ্চয়ই নয় যে খোপ্‌রভের খাওয়াপরার কোনো অভাব ছিল না। খোপরভের অভাব ছিল আর তাই লাপ্‌শিনভের কাছে তাকে যেতে হত। এই তো সোজা কথা। যেখানে যা-কিছু ঘটুক কুলাকরাই সেজন্যে দায়ী—এমন কথা বলা ঠিক নয়। সবকিছুরই একটা সীমা আছে যা মেনে চলা দরকার। তোমরা যাই বলো না কেন, আমার তো মনে হয় এই খুনের পেছনে কোনো মেয়েঘটিত ব্যাপার রয়েছে।'

জেলা শহর থেকে একজন ইন্‌স্‌পেক্টর ও একজন ডাক্তার এল তদন্ত করবার জন্যে। মৃতদেহদুটিকে পরীক্ষা করা হল। খোপরভের পাড়াপড়শী আর লাপ্‌শিনভকে জেরা করা হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদন্তে এমন কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না যার সাহায্যে খুনীর কোনো হদিশ বা খুনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

পরদিন, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, যৌথখামারের চাষীদের সাধারণ সভায় এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হল যে ককেসাস অঞ্চল থেকে কুলাকদের নির্বাসন করা হোক। তারপরে খামারের পরিচালনাবোর্ডের নির্বাচনে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হল

ইয়াকভ লুকিচ অস্ত্রোভনভ (নাগুলনভের আপত্তি সত্ত্বেও দাভিদভ ও রাজমিয়োৎনভের সোৎসাহ সমর্থনে), পাভেল লুবিশ্‌কিন, দিয়োমকা উশাকভ, আর্কাশ্‌কা (অন্নের জন্যে হায়তে হায়তে) আর সবশেষে দাভিদভ (সর্বসম্মতিক্রমে)। দাভিদভের পক্ষে বা বিপক্ষে যে কোনো আলোচনাই উঠল না তার মূলে বহুলাংশে ছিল আগের দিনে পাওয়া একটি চিঠি। চিঠিতে জেলা কমিটি ও জেলা কৃষি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রস্তাব ছিল যে পঁচিশহাজারী মজুরদের অন্যতম কমরেড দাভিদভকে যৌথখামার পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি করতে হবে।

যৌথখামারের কী নাম হবে তাই নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল সভায়। সবার শেষে রাজমিয়োৎনভ যে বক্তব্যটি রাখল তা এই:

'রেড কসাক নামটিতে আমার আপত্তি আছে। এই নামের মধ্যে প্রাণ নেই। আগেকার কালে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাবার জন্যে কসাক শব্দটা ব্যবহার করা হত। কমরেডগণ—বা, বলতে পারি, আমাদের যৌথখামারের নতুন সদস্যগণ—আপনাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমাদের এই যৌথখামার, যা আমাদের কাছে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার পাকা সড়ক বিশেষ—তার নাম হোক কমরেড স্তালিন।'

আন্দ্রেই স্পষ্টতই অভিভূত। তার কপালের কাটাচিহ্নটা লাল হয়ে গনগনিয়ে উঠেছে। হিংস্র চোখদুটো চোখের জলে ঝাপ্‌সা। আরো খাড়া গলায় সে আওয়াজ তুলল: 'কমরেড ইওসিভ ভিসারিওনোভিচ স্তালিন জিন্দাবাদ!'

রাজমিয়োৎনভ বলে চলল, 'আমাদের যৌথখামারের সঙ্গে এই নামটিই যুক্ত হোক। এই প্রসঙ্গে আপনাদের দু-একটা ঘটনা বলতে পারি। আমরা যখন জারিৎসিন রক্ষা করার লড়াই করছিলাম, আমি ছিলাম সেই লড়াইয়ে একেবারে সামনের সারিতে। সে-সময়ে কমরেড স্তালিন এসেছিলেন—তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখন তিনি ও ভরোশিলভ ছিলেন যুদ্ধ পরিষদের সদস্য। বেসামরিক পোশাক পরতেন। প্যারেডে আর যুদ্ধ-পরিখায় হাজির হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়ে কথা বলতেন।'

দাভিদভ বাধা দিয়ে বলল, 'কথাগুলো অবান্তর হয়ে যাচ্ছে রাজমিয়োৎনভ।'

'অবান্তর! আচ্ছা, এই চুপ করছি। যৌথখামারের নাম সম্পর্কে আমার প্রস্তাবটা কিন্তু রইল।'

'কথাগুলো আমরা সবাই জানি। কমরেড স্তালিনের নামে যৌথখামারের নাম দিতে আমারও সায় আছে। কিন্তু শুধু নাম দিলেই তো চলবে না, নামের মর্যাদা রাখতে হবে।' কথাগুলোর ওপরে বিশেষ জোর দিয়ে দাভিদভ বলল, 'নামের মর্যাদা রাখতেই হবে! এই যদি আমাদের যৌথখামারের নাম হয় তাহলে জেলার অন্য সমস্ত যৌথখামারের চেয়ে ভালো কাজ দেখাতে হবে আমাদের।'

শচুকারদাদু মন্তব্য জুড়ে দিল, 'তবে তাই হোক—আপত্তি করার কি আছে।'

রাজমিয়োৎনভ হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই তো চাই। আমি আবার বলছি, যৌথখামারের নাম কমরেড স্তালিন হলে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কমরেডগণ, আপনারা আমাকে গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি করেছেন—সেই ক্ষমতায় আমি এই নামটিই ঘোষণা করছি। ১৯১৯ সালের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। তখন আমরা ছিলাম তোপোল্‌কি গাঁয়ের কাছে। সামনে ছিল সুলিম নদীর বাঁধ। লাল পদাতিক বাহিনী কি-ভাবে এই বাঁধটা দখল করেছিল তা আমি দেখেছিলাম ..'

দাভিদভ বলল, 'আবার কিন্তু অবান্তর কথা হয়ে যাচ্ছে। আমি বলি, সভার কাজ ঠিকভাবে চলুক আর বিষয়টির ওপরে ভোট নেওয়া হোক।'

'তা বটে! আচ্ছা এবার তাহলে ভোট নেওয়া হোক—আপনারা আপনাদের মত বলুন। তবে এও আমি বলি, যুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে ওঠে—তখন আর কথা না বলে থাকা যায় না।' রাজমিয়োৎনভ অপরাধীর মতো হাসল, তারপরে বসে পড়ল।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হল যে যৌথখামারের নাম হবে কমরেড স্তালিন।

দাভিদভ এখনো নাগুলনভের বাড়িতেই রয়েছে। সে ঘুমোয় একটা কাঠের সিন্দুকের ওপরে। নাগুলনভের বিছানা থেকে তার ঘুমোবার জায়গাটিকে আড়াল করা হয়েছে একটি নিচু ছিটের পর্দা দিয়ে। বাড়ির মালিক এক নিঃসন্তান বিধবা—তিনি থাকেন সামনের ঘরে। দাভিদভ বুঝতে পারে, তার এখানে থাকাটা মাকারের পক্ষে অসুবিধাজনক। কিন্তু প্রথম কয়েক দিনের হট্টগোল ও উৎকণ্ঠার মধ্যে তার এমন সময় ছিল না যে অন্য কোনো থাকার

জায়গা খুঁজে বার করে নেয়। দাভিদভের সঙ্গে নাগুলভের বৌ লুশ্‌কার ব্যবহার সব সময়েই বন্ধুর মতো। কিন্তু মাকার যেদিন তাকে কথায় কথায় বলেছিল যে তার বৌ তিমোফেইর সঙ্গে শুয়ে থাকে, তারপর থেকেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার ব্যবহারে একটা চাপা অসন্তোষ থেকেছে আর এই অস্থায়ী ডেরা তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। সকালবেলা মাঝে মাঝে সে আড়চোখে লুশ্‌কাকে দেখে নেয়। কোনো কথাবার্তা অবশ্য বলে না। চেহারা দেখে স্ত্রীলোকটির বয়স মনে হয় পঁচিশের মধ্যে। মুখখানা লম্বাটে, সারা গালে ফুট-ফুট দাগ--সব মিলিয়ে ম্যাগ্‌পাই পাখির ডিমের মতো। কিন্তু চোখদুটো ঘনকৃষ্ণ। এই ঘনকৃষ্ণ চোখে আর তন্বী সুঠাম শরীরে কেমন একটা বিভ্রান্তিকর ও মোহসঞ্চারী সৌন্দর্য। বাঁকা ও নরম দুটি ভুরু। আর ভুরুদুটি সবসময়েই এমনভাবে খানিকটা উঁচিয়ে থাকে যেন সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে কিছু একটা আনন্দের ঘটনা ঘটবে। একটুখানি হাসি থমকিয়ে রয়েছে তার উজ্জ্বল ঠোঁটদুটির কোণায়। অতি সুন্দরভাবে সাজানো ঘোড়ার খুরের মতো দু-পাটি গোল গোল দাঁত ঠোঁটদুটিতে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে না। এমনকি চলাফেরা করার সময়েও তার কাঁধের বিশেষ একটি ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে। যাতে মনে হতে পারে, সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে যে পেছন থেকে কেউ এসে তার ছেলেমানুষী কাঁধদুটিতে হাত রেখে তাকে আদর করবে। তার সাজপোশাক গ্রেমিয়াচির কসাক স্ত্রীলোকদের মতোই—সম্ভবত তাদের চেয়ে একটু বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একদিন ভোরবেলা দাভিদভ জুতো পরছে, এমন সময়ে পর্দার ওপাশ থেকে মাকারের গলার স্বর শোনা গেল: 'তুমি কি সেমিয়নকে শহর থেকে কিছু আনতে বলেছিলে? কাল শহর থেকে ফিরে ও আমাকে একজোড়া সাস্‌পেণ্ডার দিয়েছে। বলল তুমি নাকি আনতে বলেছিলে। আমার কোটের পকেটে আছে।'

'সত্যি! সত্যি বলছ তো!' আনন্দে লুশ্‌কার সদ্য ঘুম ভাঙা উষ্ণ ও নরম গলার স্বর কাঁপছে।

তারপরে শুধু রাত-পোশাক পরা অবস্থাতেই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। দেওয়ালে স্বামীর কোট ঝুলছিল। সেখানে গিয়ে কোটের পকেট থেকে টেনে বার করল—ইলাস্টিক গার্টার নয়—রীতিমতো শহরে তৈরী নীল কিনার লাগানো সাস্‌পেণ্ডার। আয়নায় লুশ্‌কার ছায়া দেখছে পাচ্ছে দাভিদভ। ছোট ছেলেদের মতো সরু গলা লুশ্‌কার, সেই গলা বেঁকিয়ে লুশকা দেখছে তার সুডোল পাকে

উপহারটি কেমন মানিয়েছে। আয়নার ছায়ামূর্তিতে দাভিদভ দেখতে পেল ওর ঝকঝকে চোখদুটোতে স্মিত হাসির রেখা, ফুট ফুট দাগওলা গালে রক্তিমতা। কালো মোজাটা পায়ের ওপরে টান করে মেলে ধরে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লুশ্‌কা দাভিদভের দিকে মুখ ফেরাল। রাত-পোশাকের খোলা ফাঁক দিয়ে দাভিদভ দেখতে পেল দুটি ঘন নিটোল কম্পমান স্তন। দাভিদভকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লুশ্‌কা বাঁ হাত দিয়ে জামার কলার চেপে ধরল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল না। বরং মুখ টিপে হাসল। চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে লজ্জা পাবার কোনো লক্ষণ নেই, বেহায়া চোখদুটো যেন বলতে চাইছে, 'দেখ আমি কী সুন্দর!'

লজ্জা পেয়ে দাভিদভ আবার শুয়ে পড়ল নড়বড়ে সিন্দুকটার ওপরে। একগোছা কালো চকচকে চুল এসে পড়েছিল কপালের ওপরে। চুলের গোছাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভাবল, 'কী জ্বালাতন! এবার ও নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করবে যে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দেখছিলাম। আমারও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তাই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ওর নিশ্চয়ই ধারণা হল যে ওর সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে।'

দাভিদভের মুখ থেকে বিরক্তিসূচক শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। তা কানে গিয়েছে মাকারের। অসন্তুষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে সে বলল, 'বাইরের লোকের সামনে খোলা গায়ে ঘুরে না বেড়ালেই নয়!'

'দেখতে তো পাচ্ছে না।'

'নিশ্চয়ই পাচ্ছে।'

পর্দার এপাশ থেকে দাভিদভ কাশল।

'দেখতে পায় তো দেখুক—আশ মিটিয়ে দেখুক।' স্কার্টটা মাথা দিয়ে গলাতে গলাতে নির্বিকার স্বরে মন্তব্য করল লুশ্‌কা: 'আসল কথাটা কি জান মাকার, বাইরের লোক বলে কিছু নেই। আজ যে আমার কাছে বাইরের লোক, আমি যদি চাই কালই সে হবে আমার আপন লোক।' এই বলে হাসল, তারপর আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলল, 'তুমি আমার ছোট্ট খোকাটি! আমার আদরের ছোট্ট খোকাটি!'

প্রাতরাশের পর গেটের বাইরে পা দিয়েই দাভিদভ ফেটে পড়ল: 'তোমার বৌটা মোটেই ভালো নয়!'

দাভিদভের দিকে না তাকিয়েই নাগুলনভ শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'তাতে তোমার কিছু যায় আসে না।'

'তোমার তো যায় আসে। আমি আজই বাসা বদলাব। এ সব চোখে দেখলেও আমার গা ঘিনঘিন করে। তোমার মতো একজন মানুষ যে একটা মেয়েমানুষকে এভাবে বরদাস্ত করে চলতে পারে তা ভাবা যায় না। তুমি নিজেই আমাকে বলেছ যে তোমার বৌ তিমোফেইর সঙ্গে থাকে।'

'তুমি কি চাও আমি ওকে ঠেঙাই?'

'না, তা চাই না। আমি চাই, তুমি ওকে নিজের দিকে ফিরিয়ে আন। আমি তোমাকে সিধে কথা বলছি। আমি কমিউনিস্ট, এ-ধরনের ব্যাপার আমার কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। আমি হলে ওকে দূর করে তাড়িয়ে দিতাম, তারপরে ও গোল্লায় থাক যেখানে খুশি যাক! ওর জন্যে সাধারণ মানুষের কাছে তুমি খেলো হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু তুমি রাশ টেনে ধরবার কোনো চেষ্টাই কর না! সারা রাত্তির ও থাকে কোথায়? আমরা মিটিং শেষ করে বাড়ি ফিরি, তখনো ওর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না। অবশ্যই এগুলো তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার বলা সাজে না…'

'তুমি বিয়ে করেছ?'

'না। আর তোমার পারিবারিক জীবন দেখার পরে বিয়ে করার ইচ্ছেও আর নেই।'

'তুমি কি স্ত্রীলোককে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে কর?'

'তুমি উচ্ছন্নে যাও! সোজা জিনিসকে যারা উল্টো দেখে, সেই অ্যানার্কিস্টদের মতো তোমার কথাবার্তা! ব্যক্তিগত সম্পত্তি! ব্যক্তিগত সম্পত্তি! পরিবারগুলো টিকে আছে কি নেই! কিন্তু তুমি?…তুমি তো নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে মেনে নিচ্ছ। এই যদি চলে তাহলে পার্টির গ্রুপ মিটিঙে আমি কথাটা তুলব। তোমার জীবন হওয়া উচিত এমন যাতে চাষীরা তোমাকে দেখে শিখতে পারে। তুমি হবে দৃষ্টান্ত!'

'ঠিক আছে, ওকে আমি খুনই করে ফেলব।'

'বা, বা, এমনি ধরনের চমৎকার কাজ আর কী কী তোমার করার ইচ্ছে আছে শুনি।'

'আমি বলি কি…তুমি…তোমার এ-ব্যাপারে না থাকাই ভালো।' রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে মাকার বিড়বিড় করে বলল, 'আমি নিজেই এ-ব্যাপারটার

একটা ফয়সালা করব। কিন্তু এখন আমার একেবারেই সময় নেই। একটু আগে থেকে যদি এদিকে মন দিতে পারতাম তো ভালো হত। তাছাড়া ব্যাপারটা এখন আমার অভ্যেসও হয়ে গিয়েছে। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখি, তারপরে না হয়... ওর ওপরে আমার টানও পড়ে গিয়েছে...নইলে অনেক আগেই...তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়? সোভিয়েতে?' আচমকা বিষয় পরিবর্তন করে সে প্রশ্ন করল।

'না, আমি যাচ্ছি অস্ত্রোভনভের সঙ্গে দেখা করতে। আমার ইচ্ছে, ওর বাড়িতে গিয়েই ওর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলি। লোকটি খুবই বুদ্ধিমান। ও আমাদের ম্যানেজার হলে বেশ হয় কী মনে হয় তোমার? এমন একজনকে আমাদের ম্যানেজার করতে হবে যার হাতে একটি পয়সার দাম পাওয়া যাবে একটি টাকার মতো। আমার তো মনে হয়, এজন্যে অস্ত্রোভনভই হচ্ছে ঠিক লোক।'

নাগুলনভ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাত ছুঁড়ে বলে উঠল, 'সেই পুরনো কথা! তোমার আর আন্দ্রেইর মগজে এই অস্ত্রোভনভ দেখছি ভর করেছে! যৌথখামারে ওর মতো মানুষ আর পাদরির পাছে ইয়ে—দুই-ই সমান! আমার এতে মত নেই। আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে খামার থেকে ওকে বেরিয়ে যেতে হয়। কৃষি খাজনা শতকরা চারে বাড়িয়ে দেবার পরেও ও গত দু বছরের খাজনা ফেলে রাখেনি! কম পয়সা হয়েছে হারামজাদার! যুদ্ধের আগে ব্যাটার চালচলন ছিল কুলাকদের মতো—আর এখন কিনা আমরাই ওকে মাথায় নিয়ে নাচব!'

'লোকটি সত্যিই ভালো চাষী। তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমি একটা কুলাককে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছি!'

'আমরা ওর ডানা ভেঙে দিয়েছি তাই! নইলে অনেক আগেই ওকে কুলাক-দের সঙ্গে ডাংগুলি খেলতে দেখতে!'

দুজনের ছাড়াছাড়ি হল মতের অমিল ও পরস্পরের প্রতি পুরোপুরি অসন্তোষ নিয়ে।

চোদ্দ

ফেব্রুয়ারি

ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া মাটি গুঁড়ো গুঁড়ো। সূর্য ওঠে কুয়াশার মধ্যে সাদা অগ্নিগোলকের মতো। বাতাসের ঝাপটায় কোথাও কোথাও মাটির ওপর থেকে বরফ সরে যায়। রাত্রিবেলা প্রচণ্ড শব্দে সেই মাটিতে ফাটল ধরে। স্তেপের মাটির ঢিবিগুলোতে অতি-পক্ক তরমুজের মতো ফাটল। ফাটলের দাগগুলো সাপের মতো আঁকাবাঁকা। গ্রামের বাইরে হেমন্তের লাঙল দেওয়া জমিতে পুঞ্জ পুঞ্জ বরফ সূর্যের আলোয় অসহ্য রকমের উজ্জ্বল হয়ে ঝলসে ওঠে। নদীর ধারে পপ্‌লার গাছগুলোতে রুপোলী কারুকার্য। সকালবেলা গ্রামের চিমনিগুলো থেকে অকম্প্র রেখায় কমলা রঙের ধোঁয়া ওঠে কড়িকাঠের মতো। আর খামারের উঠোনে গমের খড় থেকে গন্ধ বেরিয়ে আসে আরো ঝাঁঝালো। মনে পড়িয়ে দেয় সোনালী শরৎ, গরম ও শুকনো হাওয়া, গ্রীষ্মদিনের আকাশ।

ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাওয়া গোয়ালে গাই আর বলদের সারা রাত অস্থির দাপাদাপি। সকালবেলা কোনো ভাবাভেই ঘাসের একটি কুটোও পড়ে থাকে না। শীতকালে জন্মেছে যে-সব ভেড়া আর ছাগলের বাচ্চা তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গোয়াল থেকে। রাত্রিবেলা ঘুমচোখ স্ত্রীলোকরা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসে তাদের মায়েদের কাছে। কিছুক্ষণ পরে আবার স্কার্ট চাপা দিয়ে নিয়ে যায় ঘরের নিবিড় উষ্ণতার মধ্যে। বাচ্চাগুলোর কোঁকড়া কোঁকড়া লোমে ঢাকা গায়ে আদি-কালের মতো মৃদু ঘ্রাণ। যে ঘ্রাণ তুষারমাখা বাতাসের, কাটা ঘাসের ও মিষ্টি ছাগলের দুধের। বরফের যে স্তরটি পড়েছে তা ঠিক এক পরত নিচেই শক্ত ঝুরঝুরে বড়ো বড়ো দানার লবণের মতো। মধ্যরাত কি নিথর। ঝিকিমিকি একরাশ তারায় ওপরে শীতে মৃত আকাশ। মনে হয় পৃথিবী থেকে সমস্ত সাড়া মুছে যাচ্ছে। নীল স্তেপের যে বরফের ওপরে আগে আর কারও পায়ের চিহ্ন পড়েনি, সেখানে চলাফেরা করছে একটা নেকড়ে। জন্তুটির নরম তুলোর মতো পায়ে কোনও ছাপ পড়ে না। কিন্তু কোথাও কোথাও জন্তুটি থাবা বসিয়ে বরফের পরত খাবলে তুলে

দেয়। এই ক্ষতচিহ্নগুলো থেকে যায় আর মুক্তোর মতো ঝকঝক করে।

রাত্রিবেলা যদি কোনো দশাবকা ঘোটকী তার রেশমী আর কালো বাঁটে দুধের প্রবাহ অনুভব করতে করতে মৃদুস্বরে ডেকে ওঠে—তাহলে সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকের অনেকখানি এলাকা জুড়ে।

ফেব্রুয়ারি।

ভোরের আগে নীল স্তব্ধতা।

আকাশের তারার অরণ্য একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে শুরু করে।

কুটিরের মধ্যে তখনো আগুন জ্বলে। আগুনের শিখাগুলো কাঁপে। কম্পমান শিখার লাল আভা ঠিকরে পড়ে অন্ধকার জানলায়।

দূরে নদীর ধারে গাইতির ঘায়ে বরফ ঝনঝনিয়ে ওঠে।

ফেব্রুয়ারি।

ভোর না হতেই ইয়াকভ লুকিচ তার ছেলেকে আর বাড়ির মেয়েদের জাগিয়ে তুলল। তারপর তারা স্টোভ ধরাল। ইয়াকভ লুকিচের ছেলে সেমিয়ন শান দেবার পাথরের ওপরে ঘষে ঘষে ধার দিল ছুরিগুলোকে। ততোক্ষণে ক্যাপটেন পোলোভ্‌ৎসেভ পায়ের গরম মোজার ওপরে বেশ করে পট্টি জড়িয়ে নিয়েছে আর পায়ে চড়িয়েছে ফেল্‌টবুট। তারপর তিনজনে গিয়ে হাজির হল ভেড়ার চাতালে।

ইয়াকভ লুকিচের ভেড়া আছে সতেরোটি, আর ছাগল দুটি। সেমিয়ন জানে, কোন্ ভেড়ার বাচ্চা হবার মেয়াদ শেষ হয়নি, কোন্ ভেড়ার হয়েছে। ভেড়া-গুলোকে একটি একটি ধরে গায়ে হাত দিয়ে বুঝে নিল কোন্‌টি খাসী, কোনটি মদ্দা আর কোন্‌টি মাদী। আর তারপরে ঢুকিয়ে দিল গরম ঘরের মধ্যে। পোলোভ্‌ৎসেভ টুপিটাকে ভুরুর ওপর নামিয়ে দিয়ে ভেড়ার ঠাণ্ডা খসখসে শিঙদুটোকে আচ্ছা করে বাগিয়ে ধরল, ভেড়াটাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল, তার ওপরে চেপে বসল, তার মাথাটা বেঁকিয়ে দিল, আর তারপরে ছুরি দিয়ে গলার নলিটা দিল কেটে। তখন ঘন রক্তের ধারা বইতে লাগল।

ইয়াকভ লুকিচ খুবই হিসেবী মানুষ। তার ভেড়ার মাংসে কারখানার কোনো মজুরের বা রেড আর্মির কোনো সৈনিকের উদরপূর্তি হোক—তা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। এরা হচ্ছে সোভিয়েতের লোক। আর এই সোভিয়েতের জন্যেই ইয়াকভ লুকিচ মস্ত করে খামার গড়ে তুলতে বা টাকার পাহাড়ের ওপর বসে স্ফীত থেকে স্ফীততর হতে পারেনি। সোভিয়েত

গভর্নমেন্ট ও ইয়াকভ লুকিচ—দুজনে দুজনেরই জন্মশত্রু। ইয়াকভ লুকিচকে সারা জীবন আকর্ষণ করেছে ধনদৌলত—শিশুকে যেমন আকর্ষণ করে আগুন। বিপ্লব শুরু হবার আগে থেকেই সে চেষ্টা করেছিল নিজের অবস্থা গুছিয়ে তুলতে। ইচ্ছে ছিল ছেলেকে পড়াবে নোভোচের্কাস্ক ক্যাডেট কলেজে। একটি তৈলচালিত ঘানি-কল কেনবার কথা একবার ভেবেছিল আর সেই উদ্দেশ্যে টাকাও জমাতে শুরু করেছিল। নিজের খামারে তিনজন মজুর খাটাবার একটা পরিকল্পনাও ছিল তার (জীবন তার কাছে কী আশ্চর্য রকমের মধুময় হয়ে উঠবে সে-কথা ভাবত আর তার বুকের মধ্যে আনন্দের জোয়ার উঠত)। এমনকি একবার একটা প্রায় অকেজো হয়ে যাওয়া স্টীম-মিল কিনবে বলেও প্রস্তুত হয়েছিল। ঝোরোভ নামে স্থানীয় এক কসাক জমিদার ছিল সেই মিলের মালিক। কল্পনার চোখে ইয়াকভ লুকিচ নিজের যে মূর্তিটি দেখতে পেত তা কসাক চাষীর নয়। সেই মূর্তির পরনে থাকত ঘরে-তৈরী যেমন-তেমন পিরাণের বদলে নরম তসরের সুট, পেটের ওপর দিয়ে ঝুলত ঘড়ির সঙ্গে লাগানো সোনার চেন, আর তার হাতদুটো চাষীদের মতো কড়া-পড়া নয়—ধবধবে সাদা ও নরম, যেখানে সাপের খোলস ছাড়ার মতো নোংরা ও কালো-কালো নখগুলো বর্জিত। তারপরে সে কল্পনা করত যে তার ছেলে হয়ে উঠবে একজন কর্নেল আর বিয়ে করবে এক শিক্ষিতা তরুণীকে। তারপরে এমন দিনও আসবে যখন ছেলেকে আর ছেলের বৌকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার জন্যে সে স্টেশনে যাবে ব্রিৎস্কাতে নয়, নিজের মোটরগাড়িতে, যেমন একটি মোটরগাড়ি আছে জমিদার নোভো-পাভলভের...সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলোতে এমনি নানা স্বপ্নে ইয়াকভ লুকিচ আত্মহারা হয়ে থাকত। জীবনটা যেন নতুন একটা রামধনু-রঙা ব্যাঙ্ক-নোটের মতো তার হাতের মুঠোর মধ্যে খসখস করত আর ঝিকমিকিয়ে উঠত।

তারপরে বিপ্লবের হিমশীতল নিশ্বাসে সবকিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে। ইয়াকভ লুকিচের পায়ের নিচে মাটির আশ্রয়টুকু আর বজায় থাকেনি। কিন্তু তাই বলে সে দিশেহারা হয়নি। তার যা স্বভাব, মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসেব করে নিয়েছে সর্বনাশ কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। তারপরে, একান্ত গোপনে, এমনকি পাড়াপড়শী বা গ্রামবাসীদেরও অগোচরে, সম্পত্তি হাতছাড়া করেছে। প্রথমে বিক্রি করেছে ১৯১৬ সালে যে স্টীম-ইঞ্জিনটি সে কিনেছিল সেটি। তিনশো সোনার রুবল ভর্তি একটি বাক্স ও রূপো ভর্তি একটি চামড়ার থলে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে, বাড়তি গোরু-ছাগল-ভেড়া বিক্রি করে দিয়েছে আর

চাষের জমি কমিয়ে এনেছে। এমনি ভাবে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরে স্তেপভূমির ঘাসের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে যাবার মতো তার মাথার ওপর দিয়ে পার হয়েছে বিপ্লব, যুদ্ধ আর সৈন্যবাহিনীর অভিযান। তাকে অবশ্যই মাথা নোয়াতে হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও ভাঙেনি বা মচকায়নি।

ঝড়ের সময়ে ভেঙে পড়ে বা সমূলে উৎপাটিত হয় শুধু ওক্ আর পপ্‌লার গাছ। কিন্তু লিকলিকে একটি ঘাসের ডগা শুধু মাটিতে নুয়ে পড়েই ঝড়ের দাপট সহ্য করে, তারপরে ঝড় থেমে গেলে আবার খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ইয়াকভ লুকিচ এখনো মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগটি পাচ্ছে না। এই কারণেই সে সোভিয়েত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে। এই কারণেই ছিন্নমূল বলদের মতো জীবন সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই। কাজের মধ্যে দিয়ে কোনো কিছু সৃষ্টি করা আর সৃষ্টির আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকা—তা আর তার জীবনে হবার নয়। নিজের বৌ আর ছেলের চেয়েও পোলোভৎসেভ তাই এখন তার কাছে বেশি প্রিয়। বেঁচে থাকতে হলে এখন একটিই রাস্তা খোলা। পোলোভৎসেভের দলে যোগ দিয়ে সেই দিনগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনা যখন জীবনটা নতুন একটা ব্যাঙ্ক-নোটের মতো হাতের মুঠোর মধ্যে খসখস করত ও ঝিকমিকিয়ে উঠত। নইলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না! এই চিন্তার দ্বারা চালিত হয়েই গ্রেমিয়াচি যৌথখামারের পরিচালনা-বোর্ডের সদস্য ইয়াকভ লুকিচ তার চোদ্দটি ভেড়া জবাই করছে।

সে ভাবল, 'যৌথখামারের হাতে ভেড়াগুলো আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। যৌথখামারে গিয়ে ভেড়াগুলো আরও যখন মোটাসোটা হবে আর বাচ্চা বিয়োবে—তখন সোভিয়েত সরকারের আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু আমি তা কিছুতেই হতে দেব না। আমি বরং—পোলোভৎসেভের পায়ের কাছে ওই যে কালো কুকুরটা ভেড়ার গরম রক্ত চাটছে—ওই কুকুরটাকে ভেড়ার মাংস খাওয়াব কিন্তু কিছুতেই যৌথখামারের হাতে ভেড়াগুলোকে ছেড়ে দেব না। ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। গোরু-ছাগলগুলোকে সাবাড় করতে হবে! মাটি সরিয়ে নিতে হবে বলশেভিকদের পায়ের তলা থেকে। অযত্নে অবহেলায় ষাঁড়গুলো মরে যাক না, ক্ষতি কি! পরে আমরা যখন আবার ক্ষমতা পাব, আমাদের আবার ষাঁড় হবে। নিজেদের না থাকে, আমেরিকা ও সুইডেন থেকে পাঠানো হবে আমাদের জন্যে। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ ধ্বংস ও বিদ্রোহ ডেকে এনে সোভিয়েতকে আমরা টুঁটি টিপে মারব। তবে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে যেন মারতে

যেওনা ইয়াকভ লুকিচ—ওটা সোভিয়েতের হাতেই ছেড়ে দিও। ঘোড়া যে সাধারণের সম্পত্তি হচ্ছে—এ আমাদের পক্ষে ভালোই। যখন অভ্যুত্থান হবে আর গ্রামগুলো আমাদের দখলে আসবে—তখন আমাদের মস্ত সুবিধে হবে এই যে ঘোড়াগুলোর সন্ধানে এক আস্তাবল থেকে অন্য আস্তাবলে ছুটোছুটি করতে হবে না। সাধারণ আস্তাবল থেকেই সবকটি ঘোড়াকে একসঙ্গে বার করে করে আনা যাবে। ক্যাপটেন পোলোভ্‌ৎসেভ খাঁটি কথাই বলেছেন। যেমন কাজে তেমনি বুদ্ধিতে—ক্যাপটেন পোলোভ্‌ৎসেভ কোনো দিকেই কম যান না!'

গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ লুকিচ তাকিয়ে তাকিয়ে পোলোভ্‌ৎসেভ ও সেমিয়নের তৎপরতা লক্ষ করছিল। একটা বীম থেকে মরা ভেড়াগুলোকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর দুজনে ভেড়াগুলোর গা থেকে ছাল ছাড়াচ্ছে। ঘের-দেওয়া বাতির উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়েছে ভেড়ার চামড়ার উলটোদিকের সাদার ওপরে। খুব সহজেই গা থেকে ছাল ছেড়ে যাচ্ছে। ইয়াকভ লুকিচ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপরে তার চোখ গিয়ে পড়ল বারকোশের পাশে পড়ে থাকা একটা কালো ভেড়ার মাথার ওপরে। তার পা টলে উঠল যেন কেউ পেছন থেকে বাড়ি মেরে তার হাঁটু ভেঙে দিয়েছে! মুখটা হয়ে গেল ফ্যাকাশে।

ভেড়াটার মস্ত মস্ত হলদে চোখের মণিদুটো তখনো জলজল করছে। আর সেই চোখে ফুটে রয়েছে মৃত্যুর আতঙ্ক। খোপরভের বৌয়ের মৃত্যুর দৃশ্য মনে পড়ে গেল ইয়াকভ লুকিচের, তার সেই বুকচাপা গোঙানি: 'তোমরা তো আমার আপন জন! আমি তোমাদের কাছে কী অপরাধ করেছি গো!' তীব্র একটা বিতৃষ্ণা নিয়ে চর্বিমাখা লাল দগদগে মাংসপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইল ইয়াকভ লুকিচ। ঠিক আগের মতোই রক্তের ঝাঁঝালো গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল তার, পা উঠল টলে। গোলাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

'মাংসের দিকে তাকিয়ে থাকতেও আমার খারাপ লাগছে! এমনকি মাংসের গন্ধ পর্যন্ত অসহ্য লাগছে!'

রক্তমাখা হাতে একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে মুখ ভেঙচিয়ে পোলোভ্‌ৎসেভ বলে উঠল, 'তুমি না এলেই পারতে! কী দরকার ছিল! এতই পল্‌কা যার প্রাণ সে দূরে দূরে থাকলেই পারে!'

কাটাকুটির কাজ শেষ হতে হতে প্রাতরাশের সময় হয়ে গেল। ততক্ষণে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া ভেড়াগুলোকে গোলাঘরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। ভেড়ার লেজগুলো নিয়ে গিয়ে মেয়েরা সেদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। পোলোভ্‌ৎসেভ আশ্রয় নিয়েছে

নিজের ঘরের মধ্যে (এই ঘর থেকে দিনের বেলা সে কখনো বেরোয় না)। সকাল-বেলায় খাবার দেওয়া হল মাংসের ঝোল দিয়ে রান্না করা টাটকা বাঁধাকপির স্যুপ আর ভেড়ার লেজের বড়া। বাড়ির বৌটি সবে তার ঘর থেকে শূন্য পাত্রটি বার করে নিয়ে গেছে এমন সময়ে সদর খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'বাবা, তোমার সঙ্গে দাভিদভ দেখা করতে এসেছে!' চিৎকার করে ঘোষণা করল সেমিয়ন। দাভিদভকে সে-ই প্রথম দেখতে পেয়েছে।

ইয়াকভ লুকিচ কলের ময়দার চেয়েও সাদা হয়ে গেল। কিন্তু দাভিদভ ততোক্ষণে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরে পায়ের জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে, সশব্দে গলা খাঁকারি দিয়ে, টান টান করে পা ফেলে ঘরের দিকে এগিয়ে এল।

'আমার আর কোনো আশা নেই!' ইয়াকভ লুকিচ ভাবতে লাগল, 'হারাম-জাদার চলার ভঙ্গি দেখ না! যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু! এমনভাবে হেঁটে আসছে যেন ও-ই এই বাড়ির মালিক! আমার আর কোনো আশা নেই! শয়তানটা এখানে আসছে নিশ্চয়ই আমাকে ধরে নিয়ে যেতে! নিকিতার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গিয়েছে!'

দরজায় টোকা দেবার শব্দ। পুরুষালী গলা: 'ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন, আসুন।' ইয়াকভ লুকিচ উচ্চকণ্ঠ হতে চেয়েছিল। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। ফিসফিস করে বলার মতো শোনাল কথাগুলো।

দাভিদভ এক মুহূর্ত বাইরে অপেক্ষা করল, তারপরে দরজা খুলল। ইয়াকভ লুকিচ উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল—কিন্তু উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার ছিল না। দুর্বল পা-দুটো থর থর করে কাঁপছিল। পায়ের সঙ্গে মেঝের ঠোকাঠুকি হয়ে যাতে শব্দ না হয় সেজন্যে সে পা-দুটো মেঝে থেকে তুলে নিল।

'নমস্কার—ভালো আছেন তো?'

'আপনি ভালো আছেন কমরেড!' ইয়াকভ লুকিচ ও তার স্ত্রী সমস্বরে বলে উঠল।

'বাইরে খুব তুষার পড়ছে।'

'হ্যাঁ-খুব।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় মাঠের যব তুষার লেগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে?'

'ভেতরে এসে বসুন কমরেড।' ইয়াকভ লুকিচ আমন্ত্রণ জানাল।

ইয়াকভ লুকিচের মুখটা ফ্যাকাশে, ঠোঁটদুটো কাঁপছে। সেদিকে তাকিয়ে

দ্যাভিদভ অবাক হয়ে ভাবল, 'এত ভয় পেয়েছে কেন মানুষটা। ঠিক যেন একটা পাখির মতো।'

'কই, আপনি তো বললেন না যবের ক্ষতি হবে কিনা?'

'না, হওয়া উচিত নয়। কারণ, যবের ওপরে আগে থেকেই পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। তবে হাওয়ার ঝাপ্‌টায় বরফ যদি কোথাও সরে যায় তাহলে অবশ্যই তুষার লেগে ক্ষতি হতে পারে।'

ইয়াকভ লুকিচ মনে মনে কিন্তু অন্য কথা ভাবছে: 'লোকটা এখন যা বলছে সবটাই অভিনয়। এক্ষুনি নিজ মূর্তি ধারণ করে হুকুম দেবে—বাস্, যথেষ্ট হয়েছে! এবার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো তো দিকি! পোলোভৎ-সেভ যে এখানে আছে সে-খবরও হয়তো ওর কানে উঠেছে। কাজেই তল্লাশীও হবে।'

তারপরে আস্তে আস্তে তার ভয় কাটতে লাগল। ফ্যাকাশে মুখে আবার রক্ত ফিরে এল। লোমকূপ থেকে বেরিয়ে এল বিন্দু বিন্দু ঘাম আর ঘামের ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়তে লাগল পাকা গোঁফ আর চিবুকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেয়ে।

'আপনাকে আজ আমাদের অতিথি হতে হবে। চলুন আমরা সবচেয়ে ভালো ঘরটাতে গিয়ে বসি।'

'আপনার সঙ্গে এমনি একটু গল্পগুজব করতে এসেছি। আপনার নাম আর বংশপরিচয় জানতে পারি কি?'

'ইয়াকভ। লুকার ছেলে।'

'তাহলে আপনি হচ্ছেন ইয়াকভ লুকিচ। বেশ, বেশ। সেদিনকার সাধারণ সভায় আপনার বক্তৃতাটা খুবই ভালো হয়েছিল ইয়াকভ লুকিচ। আপনি ঠিকই বলেছেন যে যৌথখামার চালাতে হলে ভালো রকমের যন্ত্রপাতি চাই। অবশ্যই চাই। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে যে শ্রম-সংগঠন সম্পর্কে আপনি ঠিক কথা বলেননি। যাই হোক, আমরা আপনাকেই যৌথখামারের ম্যানেজার করার কথা ভাবছি। আমি শুনেছি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করার বিষয়ে আপনি অনেক খবর রাখেন।'

'চলুন কমরেড, ভেতরে গিয়ে বসি। গাশা, জল চাপিয়ে দাও। কি খাবেন বলুন। স্যুপ? লবণ দেওয়া তরমুজ? তার আগে চলুন ভেতরে গিয়ে বসি। আমার কী সৌভাগ্য আপনি আমার ঘরে এসেছেন। আপনি আমাদের সামনে যে নতুন জীবন—'আনন্দের প্রাবল্যে ইয়াকভ লুকিচের গলা বন্ধ হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, যে-মস্ত পাহাড়টা মাথার ওপরে চেপে বসেছিল তা সরে

দিয়েছে : 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন যে আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করে থাকি'। গাঁয়ের চাষীরা তো কোনো খবর রাখে না, তাই আমি ওদের বোঝাতে চাই যে এখন আর বাপঠাকুর্দার রীতিতে চাষ করা চলে না। ওরা যা করে তা চাষ নয়, জমির ওপর ডাকাতি! জানেন তো, আমার চাষ-আবাদ দেখে আঞ্চলিক কৃষি বোর্ড আমাকে প্রশংসাপত্র দিয়েছে। সেমিয়ন, যাও তো ভেতরের ঘরের দেয়াল থেকে ফ্রেমে বাঁধানো প্রশংসাপত্রটা একবার নিয়ে এসো। আচ্ছা, থাক, চলুন আমরাই বরং ভেতরের ঘরে গিয়ে বসি।'

অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াকভ লুকিচ গিয়ে বসল বাড়ির সবচেয়ে সেরা ঘরে। তারপরে ত্রস্ত ভঙ্গিতে সেমিয়নের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। এই চোখ টেপার অর্থ বুঝতে পারল সেমিয়ন। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সে ছুটল পোলোভ্‌ৎসেভের ঘরের দরজা বন্ধ করতে। কিন্তু ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েই তার চক্ষুস্থির। ঘর ফাঁকা। সেমিয়ন তখন বড়োঘরের ভেতরে উঁকি দিল। ঘরের মধ্যে, সেরা ঘরে যাবার দরজার পাশটিতে, পোলোভ্‌ৎসেভ দাঁড়িয়ে আছে শুধু মোজাপরা পায়ে। হাতের ইঙ্গিতে সে সেমিয়নকে বাইরে যেতে বলল, তারপর হাড়গিলের মতো কানদুটোকে খাড়া করে ঠিক একটা বুনো জন্তুর মতো ওঁৎ পেতে রইল। ঘরের বাইরে যেতে যেতে সেমিয়ন ভাবল, 'শয়তানটার ভয়ডরও নেই!'

অস্ত্রোভনভদের বাড়িতে শীতকালে এই বড়োঘরটি বসবাসের জন্যে ব্যবহার করা হয় না। প্রতি বছরেই ঘরের রঙ-করা মেঝের এককোণে ডাঁই করা থাকে শণের বীজ। দরজার পাশটিতে থাকে আপেল সংরক্ষণের জন্যে পিপেভর্তি শিরকা। এই পিপের ধারটিতে বসল পোলোভ্‌ৎসেভ। এখান থেকে সে ওপাশের ঘরের প্রত্যেকটি কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। জানলায় পুরু তুষার। তারই মধ্যে দিয়ে গোধূলির মতো লালচে আলো। পোলোভ্‌ৎসেভের পা-দুটো ঠাণ্ডায় অসাড়। তবুও সে নিশ্চল হয়ে বসে রইল আর কান পেতে শুনতে লাগল একটি ভাঙা ভাঙা তরুণ গলা, যা তার শত্রুর। অথচ মাঝখানের ব্যবধান মাত্র একটি দরজার! 'কুকুরের বাচ্চাটা মিটিঙে গলাবাজি করে করে গলা ভেঙেছে। আচ্ছা সবুর কর, তোকে, তোদের সবাইকে যদি না আমি...ইস্, এখনই যদি তোদের নিকেশ করতে পারতাম!' পোলোভ্‌ৎসেভের হাতের শিরাগুলো ফুলেফুলে উঠেছে। সেই হাত মুঠি পাকিয়ে চেপে ধরল বুকের ওপরে। নখগুলো বসে যেতে লাগল তালুর মধ্যে।

দরজার ওপাশ থেকে কথা ভেসে আসছে :

'সভাপতি মশাই, আমার কথা যদি শোনেন তো বলি, পুরনো ধরনে চাষ করে এখন আর কোনো লাভ নেই। গমের কথাই ধরুন। প্রতি একর জমিতে আট পুড গম পাওয়া গেলেই আমরা মনে করি, যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। বাকিটা তুষার লেগে নষ্ট হতে দেওয়া হয়। অনেকে তো বীজটুকুও ঘরে তুলতে পারে না। কিন্তু আমার ক্ষেতে ফসল এত ঘন যে তার মধ্যে দিয়ে একজন মানুষের চলার পথ পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! আমি কখনো কখনো ঘোড়ায় চেপে মাঠে গিয়েছি। তখন দেখেছি, গমের শীষগুলো ঘোড়ার জিন ছাড়িয়ে ওঠে। আর হাতের তালুর চেয়েও চওড়া সেই শীষগুলো। এমনটি হবার কারণ, আমি আমার মাঠে বরফ ধরে রাখি, জমির তেষ্টা মেটাবার ব্যবস্থা করি। এখানে অনেককে আপনি দেখতে পাবেন, সূর্যমুখীর গাছ কেটে নেয় একেবারে গোড়া সাবড়ে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, কেন ক্ষতিটা কি, এতে জ্বালানির সুবিধে। হারামজাদাদের একথাটা কে বলবে যে গ্রীষ্মকালে একটু গতর নাড়ালেই বাড়ির উঠোনের গোবর থেকে জ্বালানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একেবারেই কুঁড়ে। হাড়ে-মজ্জায় কুঁড়ে! ওরা এটুকুও বোঝে না যে সূর্যমুখীর শুধু ফুলগুলোকে কেটে নিয়ে গাছগুলোকে খাড়া রেখে দিলে সেই গাছে বাতাস আটকায়। তখন জমির বরফও জমিতেই থাকে—বাতাসের ঝাপটায় নালার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে না। এমনিভাবে তৈরি হতে দিলে বসন্তকালে চাষের জন্যে যে জমি পাওয়া যায় তা শরৎকালের চাষের জমির চেয়ে ঢের ভালো। কিন্তু বরফ যদি ধরে রাখা না যায় তাহলে সেই বরফ গলে জল হবার পরেও তা আর কোনো উপকারে আসে না। না মানুষের, না জমির।'

'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।'

'কমরেড দাভিদভ, কৃষকদরদী সোভিয়েত গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমি যে একটি সার্টিফিকেট পেয়েছি তা এমনি এমনি নয়। আমি যা বলেছি, জেনেশুনেই বলেছি। কখনো কখনো এমন ব্যাপারও ঘটে থাকে যে কৃষি-বিশেষজ্ঞরা কাজের বেলায় ভুল করে বসেন। কিন্তু তাঁরা যে-সব কথা শেখাতে চান তার মধ্যে অনেক কিছু শেখার আছে। আপনাকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি একটি কৃষি-পত্রিকার গ্রাহক। এই পত্রিকায় মস্ত এক পণ্ডিতের লেখা বেরোয়, যিনি এ-বিষয়টি ছাত্রদের পড়ান। তিনি বলেছেন, তুষার লেগে শীষ মরে যায় এটা ভুল ধারণা। কারণটা অন্য। খোলা মাটির ওপরে বরফের আস্তর না পড়লে

মাটিতে ফাটল ধরে। আর মাটি ফাটবার সময়ে ফসলের গোড়ার মূলগুলো ছিঁড়ে যায়।'

'কথাটা নতুন লাগছে। আগে কখনো শুনিনি।'

'একেবারে ঠিক কথা। আমি পুরোপুরি মানি। আমি হাতেকলমে যাচাই করে দেখেছি। ফসলের কয়েকটা শীষ আমি গোড়া খুঁড়ে তুলে নিয়েছিলাম। দেখলাম, শেকড়ের গায়ে চুলের মতো সরু সরু কতকগুলো যে শুঁড় থাকে, যা দিয়ে ফসলের দানা মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে বড়ো হয়, পুষ্টি সংগ্রহ করে, সেগুলো সমস্ত ছিঁড়ে ও খসে পড়েছে। তখন আর ফসলের দানার এমন কোনো অবলম্বন থাকে না যা দিয়ে পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। ফলে দানাগুলো মরে যায়। একটা মানুষের শিরা যদি কেটে দেন তাহলে মানুষটা বাঁচতে পারে কি? পারে না। ফসলের দানাও যে বাঁচতে পারে না তা এই একই কারণে।'

'ঠিক কথা। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন ইয়াকভ লুকিচ। জমির ওপরে বরফ ধরে রাখা চাই। আপনার কাছে যে কৃষি-পত্রিকাগুলো রয়েছে সেগুলো আমাকে একবার পড়তে দেবেন তো।'

'ওগুলো আর তোমার কোনো কাজেই আসবে না বাছাধন। পড়বার ফুরসতই পাবে না। তার আগেই তোমার দিন শেষ হবে।' কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পোলোভৎসেভ নিজের মনেই হাসল।

'চাষের জমিতে বরফ ধরে রাখার উপায়টা কি বলুন তো? একটা কিছু আড়াল চাই তো। আমি ভেবে রেখেছি গাছের ডালপালা দিয়ে আড়াল তুলব। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে খাড়া পাড়গুলো। এই ক্ষতিকে ঠেকানো দরকার। প্রতি বছর এজন্যে দু-হাজার একর জমির চাষ নষ্ট হয়।'

'ঠিক কথা। ঠিক কথা। আচ্ছা বলুন তো, গোয়ালঘর গরম রাখার উপায়টা কি? বেশি খরচ করতেও হয় না অথচ ভালো কাজ পাওয়া যায় এমন কোনো একটা উপায়?'

'গোয়ালঘরের কথা বলছেন? একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি। প্রথমত মেয়েদের দিয়ে গোয়ালঘরের বেড়াগুলোর গায়ে মাটি লেপে নেওয়া। এটি অবশ্যই করা চাই। তারপরে দুই বেড়ার মাঝখানে কিছু শুকনো গোবর ডাঁই করা।'

'তা বটে। আচ্ছা, বীজকে জীবাণুমুক্ত করা যায় কি করে বলুন তো?'

পোলোভৎসেভ আরেকটু আরাম করে বসবার জন্যে পিপের ওপরে নড়াচড়া করছিল। আচমকা পিপের ঢাকনাটা পিছলে গেল আর ঝনঝন আওয়াজ তুলে

মেঝের ওপরে পড়ল। শুনতে পেল দাভিদভ জিজ্ঞেস করছে, 'কী যেন পড়ল?' শুনে দাঁত কিড়মিড় করল।

'কারও পায়ে লেগে কিছু একটা পড়ে গেল মনে হচ্ছে। ও ঘরটাতে শীত-কালে আমরা কেউ থাকি না। বড়ো বেশি জ্বালানির দরকার হয়। হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনাকে আমি একজাতের শণ দেখাতে পারি যা একেবারে খাঁটি। আমি লোক পাঠিয়ে বাইরে থেকে এই শণ আনিয়েছি। শীতকালে আমরা ওই ঘরটাই ব্যবহার করি শণ রাখবার জন্যে, চলুন যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে পোলোভৎসেভ লাফিয়ে উঠে বারান্দার দিকে ছুটে গেল। দরজার কব্জায় আগে থাকতেই হাঁসের চর্বি লাগানো হয়েছিল। পোলোভৎসেভ দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেও এতটুকু শব্দ হল না।

ইয়াকভ লুকিচের বাড়ি থেকে দাভিদভ বেরোল এক বগলে এক বাণ্ডিল পত্রিকা নিয়ে। এই সাক্ষাৎকারের ফল যে ভালোই হয়েছে সে-বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। আর অস্ত্রোভনভ যে সত্যিকারের কাজের লোক এই বিশ্বাস তার মনে আরও দৃঢ় হয়েছিল। গ্রাম সোভিয়েতের দিকে পা বাড়িয়ে মনে মনে সে ভাবল, এমনি সব মানুষকে যদি পাই তাহলে এক বছরের মধ্যেই গ্রামের চেহারা একেবারে বদলে দেওয়া যাবে! বুদ্ধিমান লোক, পড়াশুনোও করছে! চাষ-আবাদের নাড়ীনক্ষত্র জেনে বসে আছে মনে হয়! এই তো চাই, এমনি জ্ঞান এমনি দক্ষতা! মাকার যে কেন একে দেখতে পারে না বুঝি না। আমার তো মনে হয়, খামার গড়ে তুলতে হলে এমনি মানুষই চাই। হ্যাঁ, এমনি মানুষই!

পনেরো

ইয়াকভ্ লুকিচ পথ দেখিয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি রাতে গ্রেমিয়াচিতে পশুহত্যা শুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যা নামলেই শোনা যায় ভেড়ার চাপা ডাক, শুয়োরের মরণ-চিৎকার যা নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দেয়, আর বাছুরের গোঙানি। চাষীদের মধ্যে যারা যৌথখামারে যোগ দিয়েছে আর যারা আলাদা থেকে গিয়েছে—দু-দলই সমানে পশুহত্যা করে চলে। নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে গোরু, ভেড়া, শুয়োর, এমনকি গাই পর্যন্ত। এমনকি পাল দেবার মদ্দা পর্যন্ত বাদ পড়ে না। দু রাত্তিরের মধ্যেই গ্রেমিয়াচিতে পশুর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় কুকুরগুলো ফেলে-দেওয়া নাড়িভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি শুরু করে। মুদির দোকানে বিক্রি হয়ে যায় প্রায় দু-শো পুড লবণ যা গত আঠারো মাস ধরে অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে ছিল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটা গোপন চক্রান্তের ফিসফিসানি: 'যতো পার কাটো আর খাও—এখন তো আর আমাদের সম্পত্তি নয়!' 'বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি, কেটে ফেল কেটে ফেল, তুমি না কাটলে সরকারের কসাই এসে কাটবে!' 'যৌথখামারে গেলে আর মাংসের মুখ দেখতে হবে না—তার আগেই কেটেকুটে খেয়ে নাও!'

আর গাঁয়ের মানুষরা সত্যিই কেটেকুটে খেতে শুরু করল। খেল আকণ্ঠ, যতোক্ষণ পারা যায় ততোক্ষণ। ছেলে-বুড়ো সকলেরই পেটব্যথা শুরু হয়ে গেল। চাষীরা যখন খেতে বসে, তাদের খাবার টেবিলগুলো সেদ্ধ-করা আর ঝল্সানো মাংসের চাপে নুয়ে পড়ে। খাবার সময়ে সবকটা মুখ চর্বিতে মাখামাখি হয়ে চকচক করে আর এতবেশি ঢেকুর ওঠে যে মনে হয় কাঁসির খাওয়া খেয়ে নেওয়া হচ্ছে। একটা নেশাগ্রস্ত পরিতৃপ্তিতে মানুষগুলোর চোখের দৃষ্টি হয়ে ওঠে পেঁচার মতো ঘোলাটে।

বুড়ো শচুকার একেবারে গোড়ার দিকেই তার এক বছরের বাছুরটার সদ্গতি করেছিল। ছাল ছাড়াবার সুবিধের জন্যে বুড়ো-বুড়ী দুজনেই চেষ্টা করেছিল বাছুরটাকে বীমের সঙ্গে ঝোলাতে। কিন্তু দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেষ্টার

পরেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি (মোটাসোটা গুরুই বাছুরটা ছিল খুবই ভারী)। আর বাছুরের রাঙ্ডুটোকে ধরে ওপরে উঠাতে গিয়ে বুড়ী এমন ব্যথা পেয়েছিল যে তারপরে এক সপ্তাহ ধরে গাঁয়ের দাওয়াই-বুড়ীকে আসতে হয়েছিল বুড়ীর পিঠে লোহার পাত্র বসাবার জন্যে। পরদিন সকালে বুড়ো শ্চুকার নিজেই রান্নার ব্যাপারটা সেরে ফেলল। তারপরে যে-কারণেই হোক, হয় বৌ খুব ব্যথা পেয়েছে বলে মনোকষ্টে, কিংবা তার নিজের খুব বেশি রকমের লোভ থেকে, সেদ্ধ-করা পাঁজরার মাংস এতবেশি পরিমাণে খেল যে তারপরে কয়েকদিন তার পক্ষে আর বাড়ির উঠোন ছেড়ে নড়াচড়ার উপায় রইল না। সেই প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও তাকে দেখা গেল দিন-রাত্তিরের সবসময়েই গোলাঘরের পেছন-দিককার সূর্যমুখীর ফুলের জঙ্গলের মধ্যে ছুটে ছুটে যেতে।

সে-সময়ে যে-কেউ শ্চুকারের জরাজীর্ণ কুঁড়ের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছে তারই চোখে পড়েছে, সূর্যমুখী ফুলের গাছের পাশে নিশ্চলভাবে খাড়া হয়ে আছে বুড়োর মাথার ফারের টুপি। তারপরে হয়তো দেখা যাবে বুড়ো নিজে টলতে টলতে কুঁড়ের দিকে ফিরে আসছে, রাস্তার দিকে একটিবারও না তাকিয়ে। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসে কুঁড়ের দরজা পর্যন্ত ; তারপরে, যেন আচমকা জরুরি একটা কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছে এমনিভাবে, তাড়াতাড়ি আবার ফিরে যায় সূর্যমুখীর জঙ্গলের দিকে। আবার সেই আগের মতোই সূর্যমুখীর গাছের মধ্যে উচিয়ে থাকে বুড়োর মাথার টুপি। তেমনি ঘন হয়ে তুষার পড়তে থাকে। বাতাসের ঝাপটায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ মানুষটাকে ঘিরে আর মানুষটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলা পশুহত্যার খবরটা রাজমিয়োৎনভের কানে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গেল দাভিদভের কাছে।

'বসে আছ দেখছি।'

'পড়ছি।' ছোট্ট হলদেটে একটা বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে, চিন্তামগ্ন মুখে হাসি ফুটিয়ে দাভিদভ বলল, 'বইটা সত্যিই সকলের পড়া উচিত। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়।' খাটো ও জোরদার হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে, মুখের ভাঙা দাঁতের ফোকলা মাড়ি বার করে হাসল সে।

'কী পড়ছ ? উপন্যাস না গানের বই ? ওদিকে গাঁয়ের ভেতরে কী হচ্ছে তার খবর রাখো !'

'বোকার মতো কথা বোলো না ! উপন্যাস ! গানের বই ! কত সময় দেখছ

আমার!' মুখ টিপে হেসে দাভিদভ আন্দ্রেইকে একটা টুলের ওপরে বসাল, তারপরে তার হাতে বইটা গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা হচ্ছে রোস্তভ পার্টি-কর্মীদের কাছে কমরেড আন্দ্রেয়েভের রিপোর্ট। দশটা উপন্যাসের চেয়েও এর দাম বেশি। নইলে ভেবে ভাখ, বইটা পড়তে শুরু করে আমি এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছি যে খাবার কথাও মনে নেই। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খাবার একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।'

দাভিদভের বাদামী মুখের ওপরে বিরক্তি আর হতাশা ফুটেছে। উঠে দাঁড়িয়ে, দুই পকেটে হাত পুরে দিয়ে, সে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ফিরে এল মাটির পাত্রভর্তি ঠাণ্ডা সুপ নিয়ে। এক চাঙড় রুটি কামড়ে নিয়ে চোয়ালের মাংসে ঢেউ তুলে তুলে চিবোতে শুরু করল। মুখে কথা নেই, শাস্তটে চোখদুটো কুঁচকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাজমিয়োৎনভের দিকে। পাত্রের সুপের ওপরে গোরুর মাংসের চর্বি দানা হয়ে ভাসছে। আর তারই মধ্যে ভাসছে আগুনের শিখার মতো লাল একটা লঙ্কা।

'কিসের সুপ? মাংসের?' তামাকের ধোঁয়ায় বাদামী হয়ে যাওয়া একটা আঙুল সুপের পাত্রের দিকে নির্দেশ করে ঝাঁঝালো স্বরে আন্দ্রেই জিজ্ঞেস করল।

মুখভর্তি খাবার নিয়ে আন্দ্রেই হাসল, তারপরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'মাংস কোথেকে এল?'

'তা তো জানি না। একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কেন জিজ্ঞেস করছি? জিজ্ঞেস করছি এই কারণে যে গাঁয়ে গোরুছাগল বলতে যা ছিল তার আদ্ধেক জবাই হয়ে গিয়েছে।'

'কে জবাই করেছে?' রুটির টুকরোটাকে হাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে একপাশে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

'শয়তানরা—কে আবার!' রাজমিয়োৎনভের কপালের কাটা দাগটা লাল হয়ে উঠেছে, 'যৌথখামারের সভাপতি তো খুব হয়েছ! মস্ত এক যৌথখামার নাকি তুমি গড়ে তুলবে! কে জবাই করছে শুনবে? তোমারই যৌথখামারের চাষীরা। সঙ্গে সঙ্গে যারা যৌথখামারে আসেনি তারাও। মানুষগুলো সব পাগল হয়ে গিয়েছে। একনাগাড়ে জবাই করে চলেছে সমস্ত গোরুছাগল! এমনকি বলদগুলোকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না!'

'কথা বলতে গেলেই তুমি এমন চেঁচাও যেন মিটিঙে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছ,' দাভিদভ বিরক্তির সঙ্গে বলল, তারপরে আবার সুপের বাটিতে রুটি ডোবাল, 'উত্তেজিত না হয়ে ধীরেসুস্থে বলো দিকি, কারা জবাই করছে আর কেনই বা জবাই করছে ?'

'আমি কি করে জানব কেন জবাই করছে ?'

'তুমি কি হুংকার না ছেড়ে কথা বলতে পার না ! আমি যদি চোখ বুজে থাকতাম তো মনে হত আমরা সেই ১৯১৭ সালেই বুঝি ফিরে গিয়েছি ।'

'সব শুনলে তুমিও হুংকার না ছেড়ে পারতে না !'

গ্রামের পশুহত্যা সম্পর্কে রাজমিনোৎনভ নিজে যা শুনেছিল সবই বলল । দাভিদভের পরিবর্তনটাও লক্ষ করা গেল সঙ্গে সঙ্গে । গপ্‌গপ্‌ করে কোনো রকমে খাওয়া শেষ করছে, কথাবার্তায় যে ঠাট্টার সুর ছিল তা আর নেই, চোখের কোণে টানা টানা রেখায় চামড়া কুঁচকে গিয়েছে । দাভিদভের বয়স বেড়ে গিয়েছে যেন হঠাৎ ।

'এক্ষুনি গিয়ে একটা সাধারণ সভার আয়োজন করো । নাগুলনভকে বলো গিয়ে···আচ্ছা থাক, আমি নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি ।'

'মিটিং ডাকতে চাইছ কেন ?'

'চাইছি কেন ? সবাইকে আমরা বারণ করে দেব যে গোরুছাগল হত্যা করা চলবে না । তা সত্ত্বেও কেউ যদি হত্যা করে তাহলে তাকে আমরা যৌথখামার থেকে তাড়িয়ে দেব আর আদালতে তার বিচার করব । বিষয়টা খুবই জরুরি, বুঝলে তো ! কুলাকরাই আবার আমাদের পেছনে লেগেছে !' এই নাও, একটু ধোঁয়া টেনে নাও, তারপরে রওনা হয়ে পড়ো । ও হ্যাঁ, মনেই ছিল না, তোমাকে আমার উপহারগুলো দেখাই !'

দাভিদভের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে সতেজ উত্তাপ । যদিও ঠোঁটে ঠোঁট টিপে সে মুখের কঠোর ভাবকে বজায় রাখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দটুকু গোপন করতে পারল না ।

'আজ আমি লেনিনগ্রাদ থেকে একটা পার্সেল পেয়েছি । পার্সেলটা পাঠিয়েছে কারখানায় যাদের সঙ্গে আমি কাজ করতাম তারা ।' নিচু হয়ে সে বিছানার তলা থেকে একটা বাক্‌স টেনে বার করল । তারপরে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ডালা খুলল বাক্‌সের ।

বাক্‌সের মধ্যে অগোছালো অবস্থায় ঠাসা রয়েছে সিগারেটের প্যাকেট, বিস্কুটের

টিন, বই, বাঁকানো কাঠের সিগারেট-কেস ও আরো নানারকমের প্যাকেট ও বোতল।

'আমার সঙ্গীসাথীরা আমাকে ভুলে যায়নি। উপহারগুলো ওরাই পাঠিয়েছে। এই ভাখ, আমাদের লেনিনগ্রাদের সিগারেট। আর কাণ্ড ভাখ, এক বাক্স চকোলেট পর্যন্ত পাঠিয়েছে! আমি কি আর চকোলেট খেতে যাব! বাচ্চাকাচ্চা আছে এমন কাউকে খুঁজে বার করতে হবে। আসল কথাটা কি জান, ওরা আমাকে ভুলে যায়নি, ওরা আমাকে মনে রেখেছে। এই ভাখ, একটা চিঠিও দিয়েছে সঙ্গে।'

দাভিদভের গলায় স্বর অস্বাভাবিক রকমের নরম শোনাল। দাভিদভের এমন এলোমেলো এমন সুখী চেহারা আর কখনো দেখেনি আন্দ্রেই। যেভাবেই হোক দাভিদভের আবেগ আন্দ্রেইর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। আন্দ্রেইর ইচ্ছে হচ্ছে, খুব সুন্দর করে কিছু বলে। ঘড়ঘড়ে গলায় সে বলে উঠল, 'বেশ, বেশ, মানুষটা তো তুমি মন্দ নও, তাই ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, এই যে এত জিনিস ওরা পাঠিয়েছে এর দাম এক রুবল কি দু রুবলেরও বেশি।'

'কথাটা তা নয়, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। ব্যাপারটা কি জান, আমার তো আর নির্ভর বলতে কেউ নেই—না বৌ, না অন্য কেউ। কেউ-ই নেই। আর হঠাৎ কোথাও কিছু নেই এই পার্সেলটা এসে হাজির। এতে সত্যিই মনটা নাড়া খায়। এই ভাখ, চিঠিতে কত মানুষের সই।' দাভিদভ একহাতে বাড়িয়ে ধরেছে এক প্যাকেট সিগারেট। অন্য হাতে একটা চিঠি, যার সর্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের অজস্র স্বাক্ষর। হাতদুটো কাঁপছে।

একটি লেনিনগ্রাদ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, নতুন বাসায় কেমন লাগছে? এ-বাড়ির গিন্নী কেমন? কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? কাচাকুচির বন্দোবস্ত কিছু করতে পেরেছ কি? ইচ্ছে করলে আমার মার কাছেও দিতে পার। কিংবা এ-বাড়ির গিন্নির সঙ্গেই কথাবার্তা বলে নাও। তুমি যে শার্টটা পরে আছ তা বোধহয় এখন আর তলোয়ার দিয়েও কাটা যাবে না। আর গন্ধ যা হয়েছে, ঠিক বুড়ো ঘোড়ার গায়ের মতো।'

দাভিদভ রাগত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, একটা কিছু বন্দোবস্ত করতেই হবে। নাগুলনভের বাড়িতে থাকাটা সবদিক থেকেই একটা অসুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজটা আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারি।

কাচাকুচিও যে একেবারে পারি না তা নয়। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে আমি একবারও চান করতে পারিনি। না, একবারও নয়। এমনকি আমার গায়ের জামাটা একবারও কাচতে পারিনি। এখানকার স্টলে সাবান পাওয়া যায় না। গিন্নীমাকে বললাম, জামাটা কেচে দিতে। তিনি সাবান চাইলেন। লেনিনগ্রাদের বন্ধুদেরই বরং চিঠি লিখব কিছু সাবান পাঠিয়ে দিতে। বাসাটা তো ভালোই। বাচ্চাকাচ্চার গোলমাল নেই, নিশ্চিন্ত হয়ে বই পড়া চলে। মোটের ওপর...'

'তুমি বরং মায়ের কাছেই পিরানটা নিয়ে এসো। মা-ই ওটা কেচে দেবে। এতে লজ্জার কিছু নেই। মা আমার মানুষটা খুবই ভালো।'

'ঠিক আছে, তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। একটা কিছু ব্যবস্থা আমিই করে নেব। তুমি যে সাহায্য করতে চেয়েছিলে সেজন্যে ধন্যবাদ। আমাদের এই যৌথখামারে অতি অবিশ্যি একটা স্নানঘর তৈরি করতে হবে। যাই হোক, এবার তুমি বেরিয়ে পড়ো, মিটিংটার বন্দোবস্ত করো গিয়ে।'

সিগারেটটা শেষ করে রাজমিয়োৎনভ বেরিয়ে পড়ল।

দাভিদভ প্যাকেটগুলোকে নিয়ে এলোমেলোভাবে বাক্সের মধ্যে ভরতে লাগল। জোরে নিশ্বাস নিল। হলদে বাদামী জামাটার দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কলারটা টেনে সোজা করল। খাড়া খাড়া কালো চুলগুলো পাট করে নিল। আর কোটটাকে টানতে লাগল।

পথেই নাগুলনভের বাড়ি। নাগুলনভকে ডেকে দেখা করল তার সঙ্গে। নাগুলনভের ভুরুদুটো ঝুলে পড়েছে, মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না।

'ওরা পশুহত্যা করছে, সম্পত্তি কেউ হাতছাড়া করবে না। ক্ষুদে ক্ষুদে সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে যে কী আতঙ্ক হয়েছে তা বলার নয়!' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলেই সে কড়া চোখে বৌয়ের দিকে তাকাল, 'লুশ্‌কা, তুমি একটু ঘরের বাইরে যাও তো। তুমি থাকলে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে। বাড়িউলীর ঘরে একটু বসো গিয়ে।'

লুশ্‌কা ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার মনে সুখ নেই। কুলাক পরিবারগুলোকে যেদিন থেকে উৎখাত করা হচ্ছে সেদিন থেকেই লুশ্‌কা মনমরা, কারণ কুলাকদের সঙ্গে তিমোফেই দামাস্‌কোভকেও চলে যেতে হয়েছে। তার চোখদুটো ফোলা ফোলা আর ছলছলে, এমনকি নাকটাও ফ্যাকাশে আর নিষ্প্রাণ। বাইরে থেকে দেখেও

বোঝা যায়, ভালোবাসার লোককে হারিয়ে সে একেবারে মুহ্যমান। উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে পাড়ি দেবার জন্যে কুলাকরা যখন জড়ো হচ্ছিল, সেদিন সে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে তিমোফেইর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সারাদিন ঘুর্ঘুর করছিল বোর্শচেভের বাড়ির চারদিকে। তারপর সন্ধেবেলা যখন গাড়িবোঝাই হয়ে কুলাক পরিবারগুলো মালপত্র সমেত গ্রেমিয়াচি ছেড়ে যেতে শুরু করে, সে বরফের ওপরে গড়াগড়ি দিতে দিতে পাগলের মতো চিৎকার জুড়ে দেয়। তিমোফেই ছুটে এসে ধরতে চেয়েছিল কিন্তু তিমোফেইর বাবা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল তাকে। তারপরে তিমোফেই গাড়ির পেছনে পেছনে হেঁটে গিয়েছিল আর ঘৃণায় সাদা হয়ে ওঠা ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মাঝে মাঝে ফিরে তাকিয়েছিল গ্রেমিয়াচির দিকে।

পপ্লারের ঝরা পাতার মর্মরের মতো তিমোফেইর আদরভরা কথাগুলো লুশ্কা আর কোনোদিন শুনতে পাবে না। একজন সুন্দরী তরুণীর পক্ষে এইটুকুই কি যথেষ্ট হৃদয়বেদনার কারণ নয়? এখন কে তার চোখের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে বলবে, 'লুশ্কা, সবুজ স্কার্টটা পরে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তোমাকে! ঠিক যেন পুরনো দিনের বড়োঘরের বৌয়ের মতো!' কিংবা গানের ভাষায় তাকে শোনাবে, 'বিদায় বিদায়, বিদায় দাও গো ললনা, তোমার রূপের নাই নাই কোনো তুলনা!' মন জুগিয়ে চলে আর বেহায়ার মতো কথা বলে বলে তার মনকে নাড়া দিতে পারত একমাত্র তিমোফেই।

সেদিন থেকে স্বামীর থেকেও তার একটা বড়ো রকমের ব্যবধান খাড়া হয়ে গেল। মাকার সেদিন তার সঙ্গে কথা বলেছিল খুবই শান্ত ও গুরুগম্ভীর স্বরে, কোনো কিছু গোপন না রেখে।

'ইচ্ছে হয় তো আর কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতে পার। তারপরেই তোমাকে তোমার ওই সমস্ত রিবন আর ফিতে আর তেলকালির পাত্তর নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। তোমার জন্যে আমার মুখে অনেক চুনকালি পড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমারও আর ধৈর্য থাকছে না! ওই কুলাকের বাচ্চাটার সঙ্গে তোমার আশনাই চলছিল—তবুও আমি কিছু বলিনি। কিন্তু আমি যখন শুনি যে তুমি লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে যৌথখামারের শ্রেণীসচেতন লোকজনের সামনে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিলে তখন আমারও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়! তোমার মতো মেয়েমানুষের সংশ্রবে থাকা মানেই বিশ্ব-বিপ্লব থেকে দূরে সরে আসা। শুধু দূরে সরে আসা নয়, হয়তো মুখ

খুবড়ে পড়া। তুমি আমার জীবনে একটা বোঝা ছাড়া কিছু নও। এই বোঝাটি আমি এবারে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ ?'

'পারছি।' এই জবাবটুকু দিয়ে লুশ্‌কা একেবারেই চুপ করে গিয়েছিল।

সেদিন সন্ধেবেলা দাভিদভ ও মাকার মন খুলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে।

'ওই মেয়েমানুষটার জন্যে তোমার মুখে যথেষ্ট চুনকালি পড়েছে—কিছু আর বাকি নেই! যৌথখামারের লোকজনের কাছে এবারে তুমি মুখ দেখাবে কি করে নাগুলনভ ?'

'আবার সেই পুরনো কথা....'

'সাধে কি বলি নিরেট মাথা! সাধে কি বলি ষাঁড়ের গোবর!' দাভিদভের ঘাড় লাল হয়ে ওঠে, কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে।

'তোমার সঙ্গে কথা বলাটাই দেখছি একটা ঝকমারি!' মাকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে, আঙুল মটকায়, তার চোখে ফুটে ওঠে শান্ত একটা আভা, মুখে স্মিত হাসি। 'আমি যদি কখনো সামান্য একটু হেলে পড়ি অমনি তোমার বাক্যবাণ শুরু হয়ে যায়! আমি নাকি অ্যানার্কিস্ট, আমি নাকি বিচ্যুতিবাদী, ইত্যাদি। ওই মেয়েমানুষটা সম্পর্কে আমার মনোভাব কী, কেন আমি ওকে এতখানি সহ্য করে থাকি, তা তুমি ভালো করেই জান। তোমাকে আমি আগেও বলেছি যে আমার ভাবনা শুধু এই একটি বিষয় নিয়েই নয়। আচ্ছা তুমি কি কখনো ভেড়ার লেজ সম্পর্কে কিছু ভেবেছ ?'

'ন্-ন্ না!' আচমকা মাকার এই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গটি তুলতে দাভিদভ হকচকিয়ে যায়।

'আমি কিন্তু ভেবেছি। প্রকৃতির রাজ্যে আমরা দেখি, ভেড়ার শরীরের সঙ্গে একটি লেজ যুক্ত রয়েছে। মনে হতে পারে, ভেড়ার এই লেজটি নিতান্তই অকারণে। গোরু-ঘোড়া-কুকুরের লেজ থাকার সার্থকতা আছে বুঝতে পারি। লেজের সাহায্যে এই জন্তুগুলো মাছি তাড়িয়ে থাকে। কিন্তু ভেড়ার লেজটিতে অন্তত আট পাউণ্ড মাংস আর চর্বি আছে। ওই লেজটি একটু আধটু নাড়ানো চলে বটে কিন্তু ওর সাহায্যে মাছি তাড়ানো চলে না। আর গরমের সময়ে তো লেজটি রীতিমতো পীড়াদায়ক। লেজের মধ্যে তখন চোরকাঁটা বিঁধে যায়।'

'লেজ সম্পর্কে এতসব কথায় দরকারটা কী!' হাতিদত্ত বাধা দিয়ে বলে। তার মেজাজ গরম হতে শুরু করেছে।

কিন্তু নাগুলনভ নির্বিকারভাবে বলে চলে, 'আমার মনে হয়, ভেড়ার শরীরে লেজটা রয়েছে ভেড়ার লজ্জা ঢাকবার জন্যে। খানিকটা অস্বস্তির ব্যাপার ঠিকই কিন্তু ভেড়া হতে হলে ওটুকু সহ্য করতেই হবে। আমার ব্যাপারটাও তাই। ভেড়ার যেমন লেজ চাই তেমনি আমারও চাই একটি মেয়েমানুষ—একটি বৌ। ওটুকু বাদ দিলে আমার বেঁচে-থাকা চলাফেরা ভাবনাচিন্তা সবই বিশ্ববিপ্লবের জন্যে। বিশ্ববিপ্লবই আমার ধ্যান—বিশ্ববিপ্লবের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি। সে জায়গায় মেয়েমানুষ! দূর! দূর! মেয়েমানুষ না হলে চলে না, ওইটুকুই মেয়েমানুষের দাম—তার বেশি কিছু নয়! আমার বেলায় বলতে পার, আমার মেয়েমানুষটার ওপরে আমার খানিকটা দুর্বলতা থেকে গিয়েছে! কিন্তু তাতেই বা কি আসে যায়! ওকে আমি খোলাখুলি তা জানিয়েও দিয়েছি। আমি বলেছিলাম, খেলে বেড়াতে চাও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমাকে যেন তার কোনো চিহ্ন দেখতে না হয়. যদি দেখি তাহলে মাথাটি গুঁড়িয়ে দেব একথাটি মনে রেখো! কিন্তু কমরেড, এসব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। তুমি হচ্ছ অনেকটা লোহার রডের মতো। আর বিপ্লব সম্পর্কেও তোমার যে খুব একটা অনুভূতি আছে তাও নয়। এবারে আমাকে তুমি জবাব দাও, একটা মেয়েমানুষের চরিত্রে দোষ আছে সেজন্যে আমাকে কেন খোঁচা দিতে আসবে? মনে কোরো না আমি মেয়েমানুষটার দোষ ঢাকা দিতে চাইছি। আমাদের শ্রেণী-শত্রু একটা কুলাকের জন্যে যে এমন কান্না জুড়তে পারে—সে সাপের মতোই ভয়ানক। আমি ওকে বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। কিন্তু তাই বলে ওকে মারধোর করতে আমার হাত উঠবে না। আমি একটা নতুন জীবন শুরু করতে চলেছি —এখন আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমার হাতে ময়লা না লাগে। তুমি হলে ওকে নিশ্চয়ই ঠেঙাতে শুরু করতে—তাই না? তাহলে তো কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে পুরনো দিনের মানুষের—মনে করো একজন ক্ষুদে সরকারী কর্মচারীর—কোনো তফাৎ থাকে না! পুরনো দিনে বৌকে ঠেঙানোটাই রেওয়াজ ছিল। তাই বলে এখনো কি তাই চলবে নাকি! আমি বলি কি, তার চেয়ে বরং লুশ্‌কার প্রসঙ্গটা তুমি আর আমার কাছে তুলতে এসো না। ও ব্যাপারটার ফয়শালা আমি নিজেই করতে পারব, তোমাকে নাক না গলালেও চলবে। মেয়েমানুষ নিয়ে ছেলেখেলা করা চলে না, একথাটি তুমি আমার কাছ

থেকে জেনে রাখ। মেয়েমানুষের ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে।' নাগুলনভের মুখের ওপরে ফুটে ওঠে একটা স্বপ্ন ভরা হাসি। উৎসাহের সঙ্গে সে বলে চলে, 'এমন দিন আসবে যখন দেশে দেশে কোনো আড়াল থাকবে না। তখন আমিই সবার আগে চেঁচিয়ে বলব, যাও, তোমরা গিয়ে বিদেশে বিয়ে করো! তখন সব রকমের রক্তের সঙ্গে সব রকমের রক্ত মিশে যাবে। কেউ সাদা, কেউ হলদে, কেউ কালো, আর যারা সাদা নয় তাদের সম্পর্কে সাদাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা—এই কলঙ্ক থেকে পৃথিবী মুক্ত হবে। মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকবে না। চমৎকার অলিভরঙা মুখের চেহারা হবে প্রত্যেকের। মাঝে মাঝে আমি সারারাত জেগে এসব কথা ভাবি।'

দাভিদভ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'তুমি স্বপ্নের জগতে রয়েছ মাকার! তোমার সম্পর্কে অনেক কিছুই আমি বুঝি না। তুমি যে জাতিতে জাতিতে প্রভেদের কথা বললে, সেটা এক কথা। কিন্তু তা ছাড়াও কথা আছে···আমাদের জীবনটা কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে যদি কথা ওঠে তাহলে তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল হবে না। যাই হোক, এসব কথা থাক। তবে একটি কথা তুমি পাকাপাকি ভাবে শুনে রাখ, তোমার এই বাসা থেকে আমাকে পাট ওঠাতে হবে আজই।'

টেবিলের তলা থেকে স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে (স্যুটকেসের ভেতরকার যন্ত্রগুলো ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করে ওঠে) দাভিদভ বেরিয়ে পড়েছিল। তার নতুন আস্তানা ঠিক হয়েছে নিঃসন্তান যৌথখামারী ফিলিমোনোভদের বাসায়। নাগুলনভ তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাসা পর্যন্ত যায়। সারা রাস্তা তারা কথা বলে চাষ-আবাদ সম্পর্কে। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কোনো আলোচনা দুজনের কেউ-ই তোলে না। ওদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক যে নিতান্তই দায়সারা গোছের, তারপর সেটা থেকে সকলের আরো বেশি করে চোখে পড়তে থাকে।

আজও দাভিদভের সঙ্গে দেখা হতে নাগুলনভ কথা বলেছে পাশের দিকে বা নিচের দিকে তাকিয়ে। তার জড়তা কাটল লুশ্‌কা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। তখন খানিকটা উত্তেজনার সঙ্গে সে বলতে লাগল: 'হারামজাদারা সমস্ত গোরু-ভেড়া শেষ করছে। কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো খেয়ে খেয়ে অসুখ হয়ে মরছে তবুও গোরু-ভেড়া যৌথখামারে দিতে রাজী নয়। আমার পরামর্শ যদি শোন তো এক কাজ করো। এক্ষুনি মিটিং ডেকে একটা প্রস্তাব পাশ করে নাও যে সবচেয়ে বেশি গোরু-ভেড়া-যারা মেরেছে তাদের গুলি করে মারা হবে।'

'কী! কী বললে?'

'গুলি করা হবে। গুলি করতে হলে কার অনুমতি চাই বলো তো? গণ-

আদালতের কি মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতা আছে? আমার তো মনে হয়, বাছুরগুলোকে বড়ো হতে না দিয়েই যারা মেরে শেষ করছে সেই খুনেদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে গোটা দুইকে মৃত্যুদণ্ড দিলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে আমাদের শক্ত হওয়া দরকার'

টুপিটাকে একেবারে বুকের কাছে নামিয়ে দিয়ে দাভিদভ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। মুখে চিন্তার ছাপ, গলার স্বরে অসন্তোষ, বলল, 'এই ত্যাখ, আবার তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি যে একটা দুশমন হয়ে উঠছ মাকার। পশুহত্যার জন্যে কিছুতেই মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। এমন কোনো আইন নেই। এ-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণ-কমিশনারদের সোভিয়েত একটি প্রস্তাব নিয়েছে। প্রস্তাবে সাদাসিধে ভাবেই বলা হয়েছে যে এই অপরাধের জন্যে দু-বছরের জেল হতে পারে বা ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে বা চরম দণ্ড দিতে হলে নির্বাসন হতে পারে। আর তুমি কিনা গুলি করে মারার কথা বলছ! সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তোমার মতো মানুষ…'

'আমার মতো মানুষ? কে কার মতো মানুষ, ওসব কথা বাদ দাও! তুমি তো আছ শুধু তোমার ভাবনা আর পরিকল্পনা নিয়ে! ওদিকে যৌথখামারে আসার আগেই চাষীরা যদি বলদগুলোকে মেরে ফেলে তাহলে চাষ হবে কি করে?'

মাকার গিয়ে দাঁড়াল দাভিদভের ঠিক সামনেটিতে। দাভিদভের চওড়া কাঁধের ওপরে হাত রাখল। দাভিদভের চেয়ে সে প্রায় একমাথা লম্বা; দাভিদভের মুখের দিকে তাকাল উঁচু থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বলল, 'বাছা সেমিয়ন, তোমার জন্যে আমার দুঃখু হচ্ছে! কেন যে তোমার সব ব্যাপার বুঝতে এত দেরি হয়!' তারপরে প্রায় একটা হুংকার ছাড়ল, 'চাষই যদি না হয় তাহলে আর কিসের আশাভরসা! এই কথাটাও তোমার মাথায় ঢুকছে না! যে শয়তানের ঝাড়গুলো গোরুভেড়া সাবাড় করছে তাদের দু-তিনটেকে গুলি করে সাবাড় করতে হবে। এর মূলে আছে কুলাকরা। গুলি করে মারা দরকার ওই কুলাকদেরই। আমার তো মনে হয় মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতা আমাদের পেতেই হবে।'

'তোমার যে আর কবে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে!'

'এই তো, আবার সেই গালপাড়া শুরু হয়ে গেল!' তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপরে, যেন আর কিছু করার নেই এমনি ভঙ্গিতে। পর মুহূর্তেই ঠোকর খাওয়া ঘোড়ার মতো গা-ঝাড়া দিয়ে গর্জন করে উঠল, 'সাবাড় হতে হতে

শেষপর্যন্ত কিছুই আর পড়ে থাকবে না। অবস্থাটা হয়ে উঠেছে গৃহযুদ্ধের মতো —যে কোনো মুহূর্তে ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে। শত্রুরা আমাদের শিবিরে হানা দিয়েছে। আর তুমি কিনা⋯ তুমিই বিশ্ব-বিপ্লবকে পণ্ড করবে, তুমি আর তোমার মতো লোকরা। যাদের মগজ এত ঘোলাটে তারা থাকতে বিশ্ব-বিপ্লব কিছুতেই হতে পারে না! চারদিক পানে একবার তাকিয়ে দেখ দিকি। পুঁজিবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর হাড়মাস শুষে নিচ্ছে, লাল চীনাদের শেষ করে দিচ্ছে, কালো মানুষদের বেধড়ক পিটছে। আর এখানে তোমার কিনা শত্রুর মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা! লজ্জার কথা, খুবই লজ্জার কথা! বিদেশে আমাদেরই ভাইরা পুঁজিবাদীদের হাতে মার খাচ্ছে ভাবতেই আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। এজন্যে আমি তো খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়তে পারি না! খবরের কাগজ পড়লেই আমার গা ঘুলিয়ে ওঠে! কিন্তু তুমি! যারা তোমার ভাই, তোমার কমরেড, তাদের ধরে ধরে আমাদের শত্রুরা জেলে পুরছে—তাদের কথা কি তুমি একবারটিও ভাব? তাদের জন্যে কি তোমার বিন্দুমাত্র দরদ আছে?'

দাভিদভের গলা থেকে চাপা একটা হুংকার বেরিয়ে এল। তেলতেলে কালো চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে সে বলে উঠল, 'কী বলতে চাও তুমি! ওদের জন্যে আমার দরদ নেই! আলবৎ আছে—নেই মানে! আমার সঙ্গে তুমি অমন চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে এসো না! তোমার নিজেরই মাথার ঠিক নেই আর অন্যদেরও তুমি মাথা খারাপ করে দিচ্ছ! গৃহযুদ্ধের সময়ে আমি যে বিপ্লবের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম তা লুশ্‌কার প্রেমের জন্যে নয়। তোমার প্রস্তাবের মানেটা কী দাঁড়ায় ভেবে দেখেছ? গুলি করার প্রশ্নই উঠতে পারে না! তোমার উচিত সাধারণ মানুষদের মধ্যে গিয়ে কিছু কাজ করা—আমরা কী করতে চাই সেকথা তাদের তাদের বুঝিয়ে বলা। গুলি করা তো খুবই সহজ—ওকাজটা যে-কেউ পারে! কিন্তু তুমি আর কিছুতেই শোধরাবে না। কোথাও কিছু গোলমাল হলে তুমি একেবারে শেষ ধরে টান দিয়ে বসো! এতদিনে তুমি কী কাজটা করেছ শুনি?'

'ঠিক তুমি যা করেছ!'

'তাই বটে, কথাটা ঠিকই বলেছ! বাস্তব অবস্থার দিকে আমরা কেউ-ই নজর দিইনি। কিন্তু এবারে আমাদের সবকিছুকে ঠিক অবস্থায় দাঁড় করাতে হবে। মারো, ধরো, গুলি করো বলে চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই! তোমার ওইসব মজুগেপনাকে অনেক সহ্য করা গিয়েছে! এখন কাজে নামতে হবে, বুঝলে হে,

কাজে। তুমি যে রঙচঙে নখওলা মেয়েমানুষের চেয়ে অধম নও তার প্রমাণ দিতে হবে।'

'আমার নখের রঙ লালই বটে কিন্তু সেই লাল রক্তের।'

'তা তো হবেই। দস্তানা না পরেই যারা লড়াই করতে গিয়েছিল তাদের সকলেরই এই দশা!'

'সেমিয়ন, মেয়েমানুষের সঙ্গে আমাকে তুলনা করাটা কি তোমার ঠিক হয়েছে?'

'ওটা কথার কথা।'

নাগুলনভ শান্তস্বরে বলল, 'ওই কথাটা তুমি ফিরিয়ে নাও।'

দাভিদভ নিঃশব্দে তাকাল, তারপরে হেসে উঠে বলল, 'বেশ তো, ফিরিয়ে নিলাম। এবার শান্ত হয়ে চলো মিটিঙে যাই। এই পশুহত্যার বিরুদ্ধে আমাদের খুব জবর রকমের প্রচার করতে হবে।'

'গতকাল সারা সন্ধে আমি গাঁয়ে টহল দিয়েছি আর লোকজনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি!'

'তাই তো করতে হবে। তুমি, আমি, আমরা সকলেই যতোবার পারি গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াব। সকলকে আমাদের কথা বোঝাব।'

'সেখানেই তো যতো মুশকিল! কালকের কথাই তোমাকে বলি। আমি তখন সবে একটা বাড়ির উঠোন পেরিয়ে বাইরে এসেছি আর মনে মনে ভাবছি—যাক, এ-বাড়ির মানুষগুলোকে আমার কথাগুলো ভালোভাবেই বোঝাতে পেরেছি মনে হল। আর তক্ষুনি কী শুনলাম জান? ছুরির ঘায়ে আরো একটা শুয়োরের মরণ-চিৎকার। বোঝো ব্যাপারখানা, সম্পত্তিবোধ যাবে কোথায়! আর আমি কিনা ওই সম্পত্তিবোধসর্বস্ব হারামজাদাটার সঙ্গে ঝাড়া একঘণ্টা বিশ্ববিপ্লব ও সাম্যবাদ নিয়ে কথা বলে এলাম! আর তুমি যদি শুনতে কেমন চমৎকারভাবে আমি কথা বলছিলাম! আমার নিজের কথায় আমার নিজেরই চোখে কয়েকবার জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু হলে হবে কি, মুখের কথায় কোনো কাজ হবার নয়, ব্যাটাদের চুলের মুঠি ধরে বলতে হবে—হারামজাদা, ফের যদি কুলাকগুলোর কথা শুনবি আর সম্পত্তি আঁকড়ে থাকবি তো দেখাচ্ছি মজা! বলতে হবে, নরকের কীট, এই তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, পশুহত্যা চলবে না! ওরা এটুকুও বোঝে না যে একটা বলদ খুন করলে আসলে খুন করা হয় বিশ্ববিপ্লবকেই!'

দাভিদভ তবুও বলল, 'কারও কারও বেলায় অবশ্যই চুলের মুঠি ধরতে হবে। কিন্তু কাউকে কাউকে বোঝাতেও হবে।'

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘন হয়ে ভিজে বরফ পড়ছে। চটচটে বরফের ছিল্‌কেগুলো মাটিতে পড়ে পুরনো বরফকে ঢেকে দিচ্ছে, ছাদের ওপরে পড়ে গলে যাচ্ছে! চারদিকে শ্লেটের মতো অন্ধকার। তারই মধ্যে দিয়ে হেঁটে দুজনে হাজির হল ইস্কুলবাড়িতে। গ্রেমিয়াচির মাত্র অর্ধেক লোক এসেছে মিটিঙে। রাজমিয়োৎনভ তাদের কাছে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি ও গণ-কমিসারদের সোভিয়েতে গৃহীত 'অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত পশুহত্যা ও তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপায়' সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পড়ে শোনাল। তারপরে দাভিদভ বক্তৃতা দিল। বক্তৃতাটা সে শেষ করল খোলাখুলিভাবে কয়েকটি স্পষ্ট কথা বলে :

'বন্ধুগণ, আমাদের হাতে এখন ছাব্বিশটি দরখাস্ত আছে। এই ছাব্বিশজন যৌথখামারে যোগ দিতে চায়। আগামীকালের মিটিঙে এই দরখাস্তগুলো বিবেচনা করা হবে। তবে এই আমি বলে রাখছি, কুলাকদের কুমন্ত্রণায় ভুলে যারা নাকি যৌথখামারে আসবার আগেই ঘরের গোরুভেড়া হত্যা করছে তাদের কিছুতেই যৌথখামারে নেওয়া হবে না। কিছুতেই না!'

লুবিশ্‌কিন প্রশ্ন তুলল, 'যারা আগে থেকেই যৌথখামারে রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরের গোরুভেড়া হত্যা করছে—তাদের বেলায় কী করা হবে?'

'তাদের আমরা যৌথখামার থেকে তাড়িয়ে দেব।'

এই মন্তব্য শুনে মিটিংসুদ্ধু লোক একেবারে হাঁ। চারদিক থেকে গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল।

সবার ওপরে গলা চড়িয়ে বলল বোর্শ্‌চভ : 'তাহলে আপনারা বরং যৌথ-খামারকে ভেঙেই দিন! গাঁ সুদ্ধু মানুষ গোরুভেড়া জবাই করেছে—বাদ আছে নাকি কেউ!'

নাগুলনভ ঘুষি পাকিয়ে উঠে হুংকার ছাড়ল : 'তুমি আর কথাটি বলতে এসো না! কুলাকদের পায়ে গিয়েই তেল দাও বরং! তোমার সাহায্য ছাড়াই যৌথখামারের ব্যাপারটা আমরা সামলাতে পারব। আমাদের আর কিছু জানতে বাকি নেই। তোমার বাড়িতে তিন বছরের একটি পশু হত্যা করা হয়নি? অস্বীকার করতে পার তুমি?'

'আমার ঘরের গাইবাছুর নিয়ে আমি যা খুশি করি না কেন—তাতে কার কি আসে যায়!'

'যা খুশি করতে তুমি অবশ্যই পারো! তবে একটা দিন সবুর করো, তোমাকে আগে গারদে পুরে নিই—তখন দেখব কত তুমি খুশিমতো চলতে পার!'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা গলা শোনা গেল: 'এ বাপু বড্ড বেশি কড়াকড়ি! এতটা ভালো নয়!'

তীব্র বাদানুবাদের মধ্যে ছোট মিটিং শেষ হল। মানুষগুলো যখন একে একে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল তখনো তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কথা বলার ছিল না। কথা প্রকাশ পেল যে যার বাড়ির দিকে রওনা দেবার সময়ে।

যৌথখামারী সেমিয়ন কুঝেনকোভ আক্ষেপের সুরে লুবিশ্‌কিনকে বলল, 'কি যে মতিভ্রম হয়েছিল, একজোড়া ভেড়া সাবাড় করেছি! এখন তো মনে হচ্ছে, তোমরা আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি চিরে ভেড়ার মাংস টেনে বার করবে!'

লুবিশ্‌কিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'আরে ভাই, আমি নিজেও কি আর সাধুপুরুষটি থাকতে পেরেছি! একটি ছাগল আমার হাতেও খতম হয়েছে! এখন আমি মিটিঙে সবার সামনে কী বলব ভাবছি! আর এই ঘরের মেয়েমানুষটাকে নিয়েই আমার হয়েছে জ্বালা! রাতদিন ঘেনঘেনানি লেগেই ছিল। খালি বলত, আর রেখে কী হবে! কেটে ফেল! হারামজাদীর মাংস খাবার সাধ হয়েছিল! আজ বাড়ি ফিরে যাই, হারামজাদীর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব!'

লুবিশ্‌কিনের আত্মীয়, প্রৌঢ় আকিম বেশ্‌খ্‌লেভনভ উপদেশের সুরে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছ, ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তুমি কিন্তু কাজটা ভালো করোনি বাপু। তুমি না যৌথখামারী!'

'ঠিক কথাই বলেছ।' গোঁফের ওপরে বরফের চিলতে লেগেছিল—সেগুলো ঝেড়ে ফেলে, একটা গাড়ির চাকার গর্তে হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিয়ে লুবিশ্‌কিন অন্ধকারে চলতে চলতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বেস্‌খ্‌লেবনভদের প্রতিবেশী দিয়োমকা উশাকভ গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আকিম দাদু, তোমার যে সেই ফুটফুট দাগওলা বলদটা ছিল, সেটাকে তো শেষ করেছ—তাই না?'

'কী আর করি বলো, শেষ না করে উপায় ছিল না! এমনই কপাল আমার, বলদটার পা খোঁড়া হয়ে গেল। ওটার ওপরে শয়তান ভর করেছিল বোধ করি, নইলে কেন মরতে মাটির নিচের মদ রাখবার ঘরের দিকে যাবে বলো! আর গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে ঠ্যাঙ ভাঙবে!'

'ও, তাই বলো, এতক্ষণে বুঝলাম, তাই সেদিন দেখলাম তুমি আর তোমার ছেলের বৌ বলদটাকে টানতে টানতে ভুঁইঘরের দিকে নিয়ে চলেছ!'

'কী বলছ তুমি দিয়োমকা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল।' বুড়ো আকিমের গলার স্বরে আতঙ্ক ফুটে উঠল। রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

দিয়োমকা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'দাঁড়ালে কেন দাদু, চলো চলো। বেঁধে যাওয়া লাঙলের মতো অবস্থা হল দেখছি তোমার—পা যে নড়তেই চাচ্ছে না! আমি তো দেখলাম, তোমরাই তাড়া দিয়ে দিয়ে বলদটাকে ভুঁইঘরের দিকে নিয়ে গেলে....'

'অমন কথা বোলো না দিয়োমকা! মিথ্যে কথা বললে মুখ খসে পড়বে। বলদটা নিজের থেকেই ওদিকে গিয়েছিল।'

'তোমার পাকা মাথায় ফন্দিফিকিরটা ভালোই খেলে বলতে হবে। কিন্তু যতোই তুমি মাথা খাটাও না কেন, একটা বলদের বুদ্ধিও তোমার চেয়ে বেশি। একটা বলদ ইচ্ছে করলে জিভ বাড়িয়ে লেজের তলা চাটতে পারে। কিন্তু তুমি হাজার চেষ্টা করলেও তা পারবে না। কী মনে করো, পারবে তুমি? ভেবেছিলে, বলদটার ঠ্যাঙ খোঁড়া করার বন্দোবস্ত করতে পারলেই আর কোনো গণ্ডগোল থাকবে না!'

ভিজে বাতাস গাঁয়ের ওপর দিয়ে ঝাপটা মেরে মেরে যাচ্ছে। নদীর ধারের পপলার আর উইলো গাছের সারিতে সোঁ সোঁ শব্দ। চতুর্দিকে চোখে জ্বালা ধরানো জমাট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ভিজে ভিজে রাস্তা আর অলিগলি থেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যায় মানুষের গলার আওয়াজ। বরফ পড়ে ঘন হয়ে। খসে খসে পড়ে শীতের শেষ ডালি।

ষোল

দাভিদভ ও রাজমিয়োৎনভ একসঙ্গে মিটিং থেকে বেরিয়ে এল। তখনো পুরু ও ভিজে বরফ পড়ছে। অন্ধকারে এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে আলোর ফুটকি। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাক ছড়িয়ে পড়ছে এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে আর করুণভাবে ঝুলে থাকছে সারা গাঁয়ের ওপরে। ইয়াকভ লুকিচের কথাগুলো দাভিদভের মনে পড়ল। ইয়াকভ লুকিচ তাকে বলেছিল মাঠে কি-ভাবে বরফ ধরে রাখতে হয়। দাভিদভ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, নাঃ, এ-বছরে আর বরফ ধরে রাখার সময় নেই। কিন্তু যে-রকম ঝোড়ো হাওয়া বইছে, মাঠে মাঠে তো বরফের স্তূপ জমে যাবে! বড়োই আফশোসের কথা যে এত বরফ আমাদের কোনো কাজে লাগবে না!

রাজমিয়োৎনভ প্রস্তাব করল, 'চলো একবার আস্তাবলে গিয়ে যৌথখামারের ঘোড়াগুলোর অবস্থা দেখে আসি।'

'চলো।'

বড়ো রাস্তা থেকে একটা গলিতে ঢুকল দুজনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একটা আলো। লাপ্‌শিনভের খামারের একটা গোলাঘরকে আস্তাবল করা হয়েছে; সেখানে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। দুজনে ভেতরে ঢুকল। আস্তাবলের দরজার কাছে জনা আষ্টেক কসাকের একটা জটলা।

রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল, 'আজ কার ডিউটি?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন কসাক জ্বলন্ত সিগারেটটা বুটে ঘষে নিভিয়ে জবাব দিল, 'কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ।'

দাভিদভ জিজ্ঞেস করল, 'এখানে এত ভিড় কেন? আপনারা এখানে কী করছেন?'

'এই একটু গল্প করছি কমরেড দাভিদভ, আর একসঙ্গে একটু তামাক টানছি।'

'মড়াই থেকে কয়েক আঁটি খড় নিয়ে এসেছিলাম সাঁঝের বেলা।'

'তামাক টানতে টানতে গল্পে জমে গিয়েছিলাম। বরফ পড়াটা থামলেই রওনা দেব।'

খুপরির মধ্যে ঘোড়াগুলো মশ্‌ মশ্‌ করে একটানা চিবিয়ে চলেছে। প্রত্যেক খুপরির বাইরে একটা পেরেকে ঝোলানো রয়েছে লাগাম, জিন ও দড়িদড়া। বাইরের বারান্দাটা পরিষ্কারভাবে ঝাঁট দেওয়া। তার ওপরে খুব হাল্‌কাভাবে নদীর হলদে বালি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'মাইদান্নিকভ!' আন্দ্রেই হাঁক পাড়ল।

'এই যে!' গলার আওয়াজ পাওয়া গেল আস্তাবলের পেছন থেকে।

একটা উকনঠ্যাঙ্গায় এক আঁটি খড় তুলে নিয়ে মাইদান্নিকভ গিয়ে দাঁড়াল চতুর্থ খুপরিটার সামনে। এই খুপরির মধ্যে রয়েছে কালো তাগড়াই একটি ঘোড়া। জীবটিকে পায়ের খোঁচায় সজাগ করে তুলে খড়গুলো ছড়িয়ে দিল ডাবার মধ্যে।

'নবাবপুত্তুর, মুখ তুলুন!' ঘুমন্ত ঘোড়াটার দিকে হাতের যন্ত্রটার হাতল উঁচিয়ে ধরে মাইদান্নিকভ ক্রুদ্ধ হুংকার ছাড়ল।

খুরওলা পা মেঝের ওপরে বার কয়েক ঠুকে, চিঁহি স্বরে একটা ডাক ছেড়ে ঘোড়াটা মুখ বাড়াল ডাবার দিকে। তার ভাব দেখে মনে হল ঘুমের আশা সে ত্যাগ করেছে।

কোন্দ্রাৎ এসে দাঁড়াল দাভিদভের সামনে। তার সারা গা থেকে আস্তাবলের আর খড়ের গন্ধ বেরোচ্ছে। শক্ত ঠাণ্ডা হাতটা বাড়িয়ে দিল দাভিদভের দিকে।

'তারপর কমরেড মাইদান্নিকভ, সব ঠিকমতো চলছে তো?'

'মোটামুটি চলছে কমরেড চেয়ারম্যান!'

'কমরেড চেয়ারম্যান! তুমি যে দেখছি কেতাদুরস্ত হয়ে উঠলে!'

'আমি এখন ডিউটিতে রয়েছি যে।'

'কিন্তু এখানে এত ভিড় কেন? কী চায় ওরা?'

'সেকথা আপনিই ওদের জিজ্ঞেস করুন!' কোন্দ্রাৎ রীতিমতো ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'সন্ধেবেলা যেই ঘোড়াগুলোকে খাবার দেবার সময় হয়—অমনি সব এসে হাজির। আসল কথাটা কি জানেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মানুষের মন থেকে এত সহজে যাবার নয়। এই যে যাদের দেখছেন, এরাই এই

ঘোড়াগুলোর মালিক। হন্তদন্ত হয়ে আসে সবাই। কেউ বলে, আমার ঘোড়াটাকে ঘাস দিয়েছ তো? কেউ বলে, আমার কালোয়ানীর ডাবার ঘাস বদলে দিয়েছ তো? কেউ বলে, আমার ঘোড়ার ছানাটা ভালো আছে তো? প্রশ্নের ধরন দেখুন একবার। কী ভাবে বলুন তো সবাই? আরে বাপু, ঘোড়ার ছানা বই তো কিছু নয়—তার আর খারাপটা কী হবে? আমি কি ছানাটাকে গিলে খাব না গায়েব করব? এমনি সবাই আসে ভিড় করে আর সবাই এসে আমাকে সাহায্য করতে চায়। আর সবাই চেষ্টা করে নিজের নিজের ঘোড়াকে এক আঁটি বেশি ঘাস দিতে। কী ভয়ানক ব্যাপার বুঝুন! আমার তো মনে হয়, আস্তাবলের চারদিকে ঘুরঘুর করাটা বন্ধ করার জন্যে একটা আইন করা উচিত।'

'শুনলে তো?' দাভিদভের দিকে তাকিয়ে আন্দ্রেই হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

দাভিদভ গম্ভীর গলায় হুকুম জারি করল, 'এখান থেকে সকলকে চলে যেতে বলো! শুধু যাদের ডিউটি আছে তারা ছাড়া বাইরের লোক কেউ এখানে থাকবে না। আচ্ছা তুমি প্রত্যেককে কতখানি ঘাস দাও। ওজন করে দেখেছ?'

'না, ওজন করিনি, চোখের আন্দাজে দিই। এই ধরুন প্রত্যেককে আধ পুড করে।'

'আর তুমি কি বিছোবার জন্যে প্রত্যেকবার নতুন খড় দাও?'

'দিই বৈকি। দিতেই হবে!' কথা বলতে বলতে কোন্দ্রাৎ মাথার ফৌজী টুপিতে প্রচণ্ডভাবে একটা চাপড় মারল আর কয়েকটা ঘাসের বীজ ছড়িয়ে পড়ল তার চ্যাটালো ঘাড়ের ওপরে ও কোটের কলারে। 'এই তো আজই বিকেলে আমাদের ম্যানেজার ইয়াকভ লুকিচ মশাই এসে হাজির। বলে কিনা ঘোড়ার ঘাস যা পড়ে থাকে তাই বিছিয়ে দিতে। কিন্তু আপনারাই বলুন, তাই কি করা উচিত? গাঁয়ের সেরা চাষী বলে যার নাম সে যে এমন বাজে কথা বলতে পারে কে জানত!'

'কেন, একথা কেন বলছ?'

'বাজে কথা নয়! ঘোড়ার ঘাস যা পড়ে থাকে তাও খাদ্য—ফেলবার মতো কিছুই তাতে থাকে না। এমনকি তার মধ্যে ঘাসের পোকা যদি থাকে বা খড়কুটো —তাও অখাদ্য নয়। ভেড়া-ছাগলকে এই খাবার দিলে তারা শেষ কুটোটি পর্যন্ত

হামলে হামলে খেয়ে ফেলবে। আর উনি কিনা বলে গেলেন এই ঘাসই বিছিয়ে দিতে! কাজটা যে ঠিক হবে না, তা আমি বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলাম। সেই শুনে আমাকে বলে কিনা আমি যেন শেখাবার চেষ্টা না করি!'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। বাড়তি ঘাস এভাবে নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। ইয়াকভ লুকিচকে আমরা কাল সাবধান করে দেব যেন এসব ব্যাপারে সে নাক গলাতে না আসে।' দাভিদভ আশ্বাস দেবার সুরে বলল।

'আরো একটা কথা আছে। কুয়োর পাশে যে ঘাস জমিয়ে রাখা হয়েছিল তা তা থেকে খরচ হচ্ছে দেখলাম। কেন খরচ করা হচ্ছে জানতে পারি কি?'

'ইয়াকভ লুকিচ আমাকে বলল যে ওই ঘাস নাকি তেমন সরেস নয়। তাই ও ঠিক করেছে যে শীতকালে ওই ঘাসই পশুর খাদ্য হবে। ভালো ঘাস রেখে দেওয়া হবে বসন্তকালে চাষের সময় পর্যন্ত।'

'তাই যদি বলে থাকে তো ঠিক কথাই বলেছে।' কোন্দ্রাৎ সায় জানাল, 'আপনি কিন্তু এখানকার ঘাসের কথা বলতে ভুলবেন না যেন।'

'না, ভুলব না। এই নাও, একটা লেনিনগ্রাদের সিগারেট টেনে ভাখ।' দাভিদভ কাশল, 'আমি যে কারখানায় কাজ করতাম সেই কারখানা থেকে আমার কমরেডরা আমাকে পাঠিয়েছে।...আচ্ছা, ঘোড়াগুলোর অবস্থা ভালো তো?'

'ধন্যবাদ, একটু আগুন দিন। হ্যাঁ ঘোড়াগুলোর অবস্থা ভালোই। তবে আমাদের যেটা সওয়ারী ঘোড়া, সেই যে যার মালিক ছিল লাপ্শিনভ, সেটা গত রাতে একটু যেন মিইয়ে গিয়েছিল। যত্নআত্তি হত না মনে হচ্ছে। নইলে আর সব ঠিক আছে। অবিশ্যি একটা ঘোড়া আছে একটু বেয়াড়া ধরনের। কিছুতেই শুতে চায় না। সারা রাত্তির নাকি দাঁড়িয়ে থাকে। কাল আমরা সমস্ত ঘোড়ার সামনের দু-পায়ে নতুন করে নাল পরিয়ে দেব। দেখছেন তো, চারদিক কি ভীষণ পেছল! বরফে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে ঘোড়ার খুর গর্ত হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, আমি এখন চলি। এখনো ঘোড়াগুলোর শোবার ব্যবস্থা করা হয়নি।'

দাভিদভকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজমিয়োৎনভ সঙ্গে সঙ্গে এল। কথা কথা বলতে বলতে তারা আসছিল। কিন্তু দাভিদভের বাড়ির সামনের মোড়ে এসে রাজমিয়োৎনভ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই লুকা চেবাকভের বাড়ি। লুকা চেবাকভ একজন চাষী, নিজের চাষ নিজেই করে। রাজমিয়োৎনভ দাভিদভের কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, 'দেখেছ!'

প্রায় তিন পা সামনে কালো একটা মূর্তি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। লোকটা দাঁড়িয়েছিল গেটের ভেতরের দিকে। রাজমিয়োৎনভ হঠাৎ বাঁ করে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে গেটের বাইরে থেকে বাঁ হাত বাড়িয়ে লোকটাকে আঁকড়ে ধরল। তারপর রিভলবারের নলটা ঠেকাল তার শরীরে।

'কে? লুকা না?'

'আরে? আন্দ্রেই স্তেপানোভিচ, আপনি!'

'তোমার ডান হাতে ওটা কী? ভাল চাও তো ওটা আমার হাতে দিয়ে দাও।'

'ব্যাপার কি কমরেড রাজমিয়োৎনভ?'

'শিগগির দিয়ে দাও বলছি! নইলে মেরে ফেলব!'

দাভিদভ এগিয়ে এসে অন্ধকারেই ঠাহর করে দেখতে চেষ্টা করল।

'কী দিতে বলছ? কী রয়েছে ওর কাছে?'

'দিয়ে দাও বলছি, লুকা! নইলে গুলি করব।'

'এই নিন! আপনি যে একেবারে তুলকামাল কাণ্ড শুরু করে দিলেন!'

'ছাখ, ছাখ, ওর হাতে জিনিসটা কী ছিল একবার ছাখ। এবার বলো দিকি, ছুরি হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? কার জন্যে অপেক্ষা করছিলে? দাভিদভের জন্যে কি? কথা বলছ না কেন? আমি জিজ্ঞেস করছি, ছুরি হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? তুমি আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছ—তাই তো? তুমি আমাদের খুন করতে চেয়েছিলে—তাই তো?'

গেটের সামনে একটা মানুষ ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে—সেই ছুরির সাদা ফলাটা দেখতে পাওয়া আন্দ্রেইর মতো শিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বলেই সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গিয়েছে লোকটাকে নিরস্ত্র করতে। ছুটে গিয়ে লোকটার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। তারপরে যখন সে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হতভম্ব লুকাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল, লুকা গেটটা খুলে দিয়ে একেবারে অন্যরকম গলার স্বরে বলল, 'আপনি ব্যাপারটাকে যেভাবে দেখছেন তাতে আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা চলে না। আপনারা আমাকে আমি যা নই তাই ভাবছেন। হা ভগবান আন্দ্রেই স্তেপানিচ, একবারটি ভেতরে আসুন।'

'কোথায়?'

'চালাঘরে।'

'কি হবে গিয়ে?'

'আপনি নিজের চোখেই দেখে যান। আমি কেন ছুরি হাতে নিয়ে রাস্তার দিকে পাহারা দিচ্ছিলাম তা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।'

'চলো দেখেই আসি।' প্রস্তাবটা এল দাভিদভের কাছ থেকে। সে-ই প্রথম ঢুকল লুকার উঠোনে। 'কোন্‌দিকে যাব বলো তো?'

'এই যে, এদিকে।'

চালাঘরের মেঝেতে শুকনো গোবর আর খড় পাতা। মাঝখানে একটি টুল। টুলের ওপরে একটি জ্বলন্ত হ্যারিকেন। হ্যারিকেনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে প্রিয়দর্শন, ভরাট মুখ ও সুন্দর ভুরু একটি স্ত্রীলোক—লুকার বৌ। বাইরের লোক দেখে সে আতঙ্কে উঠে দাঁড়াল। তার হাবভাব দেখে মনে হল, দেওয়ালের কাছে রাখা ছু-বালতি জল ও বেসিনটা সে আড়াল করতে চাইছে। ঠিক তার পেছনটিতে ঘরেরর কোণের দিকে রয়েছে পুরুষ্টু একটি শুয়োর। শুয়োরটা সামনের পা দিয়ে নাড়াচড়া করছে কিছু পরিষ্কার খড়, যা দেখেই বোঝা যায় সন্ত বিছানো। শুয়োরের মাথাটা রয়েছে মস্ত একটা বারকোসের ওপরে। কিছু তরলে ও কঠিনে মেশানো খাদ্য দেওয়া হয়েছে শুয়োরটাকে। শুয়োরটা তাই গব গব করে খাচ্ছে।

শুয়োরটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লাজুক লাজুক ভাব করে লুকা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আপনারা নিজেরাই দেখুন আসল গণ্ডগোলটা কোথায়। ভেবেছিলাম চুপিসাড়ে শুয়োরটাকে মেরে ফেলব। আমার বৌ ওকে খাওয়াচ্ছিল আর আমি ওর গলায় ছুরি চালাতেযাচ্ছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে রাস্তার দিক থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম। ভাবলাম, বাইরে গিয়ে একটু দেখেই আসি। আমার ভয় হচ্ছিল কেউ না টের পেয়ে যায়। তাই আমি বাইরে এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক যেমন অবস্থায় ছিলাম তেমনি অবস্থাতেই—হাতের আস্তিন গুটিয়ে, অ্যাপ্রন পরে, হাতে ছুরি নিয়ে। পড়ে গেলাম আপনাদের সামনে। কিন্তু আপনাদের কি করে বোঝাই যে অ্যাপ্রন পরে আর জামার অস্তিন গুটিয়ে কেউ কখনো খুন করতে যায় না।'

তারপরে গা থেকে অ্যাপ্রনটা খুলে লুকা একটু বোকার মতো দাঁত বার করে হাসল। তারপরে বৌয়ের ওপরে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আর অমন প্যাঁচামুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। শুয়োরটাকে বাইরে নিয়ে যাও।'

রাজমিয়োৎনভ একটু যেন বিব্রত। বলল, 'ওটাকে আবার কাটতে যেও না যেন। আমরা এক্ষুনি একটা মিটিং করে এলাম। পশুহত্যা আর চলবে না।'

'না। কাটব না। আপনারা আমার খিদে মাটি করে দিয়েছেন।'

দাভিদভ চালাঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপরে রাস্তায় চলতে চলতে সারাক্ষণ আন্দ্রেইকে খেপাতে লাগল: 'যৌথখামারের সভাপতির প্রাণনাশের চেষ্টাকে ব্যর্থ করা! প্রতিবিপ্লবীর অস্ত্র কেড়ে নেওয়া! সাবাস ভাই, তুমি যে দেখছি মস্ত বীর হয়ে গেলে! ম-অ-স্ত বীর! হো হো হো!'

রাজমিয়োৎনভ পাল্টা জবাব দিল. 'যা খুশি তুমি বলতে পার। কিন্তু শুয়োরটা আমার জন্তেই বেঁচে গেল তা মানতেই হবে।'

সতেরো

পরের দিন গ্রেমিয়াচি পার্টি গ্রুপের একটি রুদ্ধদ্বার সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল : যে গ্রেমিয়াচি যৌথখামারে সব রকমের গৃহপালিত পশুকে করে তুলতে হবে যৌথ সম্পত্তি। আরো স্থির হল যে হাঁসমুরগিও আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না।

হাঁসমুরগি ধরনের ছোট জীবগুলোকে যৌথখামারের সম্পত্তি করে তোলার বিরুদ্ধে দাভিদভ গোড়ার দিকে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু নাগুলনভ খুব স্পষ্টভাবায় বলল যে যৌথখামারীদের মিটিং ডেকে যদি সমস্ত গৃহপালিত পশুকে যৌথখামারের সম্পত্তি করে তোলার প্রস্তাব পাশ না করানো যায় তাহলে আগামী বসন্তকালের চাষ একেবারেই বরবাদ হবার সম্ভাবনা। কেননা, ব্যাপারটাকে চলতে দিলে বসন্তকালের আগেই হাঁসমুরগি সমেত সমস্ত গৃহপালিত পশু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে। নাগুলনভকে সমর্থন জানাল রাজমিয়োৎনভ, একটু ইতস্তত করে দাভিদভও।

মিটিঙে আরো সিদ্ধান্ত হল—এবং এই সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণীতে লিখেও রাখা হল যে—বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে যারা পশুহত্যা করছে তাদের বিরুদ্ধে পার্টি-গ্রুপকে ব্যাপক প্রচার অভিযানে নামতে হবে। একটি দিনও নষ্ট না করে পার্টির সকল সদস্যকে যেতে হবে গাঁয়ের প্রত্যেকটি বাড়িতে। আরো স্থির হল যে এই প্রচার অভিযানের ফলাফল নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত পশুহত্যার অপরাধে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে না।

যৌথখামারের সভায় সকল গৃহপালিত পশুকে যৌথখামারের সম্পত্তি করে তোলার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উঠল না। তার কারণ, যে-সব পশুকে খাটানো হয় বা যে-সব পশু থেকে দুধ পাওয়া যায় সেগুলো আগেই যৌথখামারের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। প্রস্তাবের আওতায় পড়ছে শুধু ভেড়া-ছাগল ধরনের ছোট পশু। কিন্তু হাঁসমুরগিকে যৌথখামারের সম্পত্তি করার কথা

বলা হতেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বিতণ্ডা। দেখা গেল স্ত্রীলোকেরা এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। শেষপর্যন্ত এই বিরোধিতাকে কাটিয়ে ওঠা গেল। এজন্যে কৃতিত্ব অবশ্য নাগুসনভেরই। বুকের ওপরে ঝোলানো মেডেলের রিবনটাকে লম্বা লম্বা আঙুলে চেপে ধরে সে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে যে বক্তৃতাটি দিল তা এই:

'মায়েরা আর ভগিনীরা! হাঁসমুরগির পেছনে অযথা সময় নষ্ট করতে যাবেন না! জানেন তো, সওয়ার হতে হলে ঘোড়ার পিঠেই চাপতে হয়, লেজে নয়! গোরুভেড়ার মতো হাঁসমুরগিও যদি যৌথখামারের সম্পত্তি হয়ে ওঠে তো ক্ষতি কি। বসন্তকালে আমরা একটা ইনকিউবেটর আনাবার ব্যবস্থা করব। এই ইনকিউবেটরে শয়ে শয়ে ডিম থেকে জীবন্ত বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। এজন্যে মুরগির তা দেবার দরকার নেই—তার চেয়েও অনেক ভালোভাবে ব্যাপারটা সারা হবে। আপনারা ভাবছেন ইনকিউবেটর আবার কী! ইনকিউবেটর একধরনের যন্ত্র যা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ডিমে তা দেওয়া যায়। আপনাদের আমি মিনতি করছি, এ-ব্যাপারে আপনারা আর আপত্তি তুলবেন না। হাঁসমুরগি থাকবে আপনাদেরই, শুধু তাদের থাকার ব্যবস্থাটা হবে একসঙ্গে—যৌথখামারের চালা-ঘরে। আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন যে পালকওলা জীবদের জগতে ব্যক্তিগত মালিকানার কোনো প্রয়োজন নেই। আর মুরগিগুলোকে আগলে বসে থেকে এখন আপনাদের লাভটাই বা কি! ওরা তো এখন আর ডিম পাড়ছে না। আর বসন্তকালে ওগুলোকে নিয়ে আপনাদের কী ঝক্কিঝামেলাই না পোয়াতে হবে! আপনারাই ভেবে দেখুন, অনেকগুলো নয়, শুধু একটি মুরগি থাকাটাও কতখানি ঝামেলার ব্যাপার হতে পারে। কখনো গিয়ে বসছে সব্‌জির ক্ষেতে আর ফুল ও বীজ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। কখনো এমন ব্যাপারও ঘটবে যে হতচ্ছাড়ী পাখিটা কোন্ গোলাঘরের কোন্‌খানে ডিম পেড়ে এসেছে তার কোনো হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে হয়তো একটা হুলোবেড়াল ঘাড় উঁচিয়ে মুরগিটার দিকে তাক করে বসে আছে। এমনি অজস্র সব ব্যাপার ঘটতে পারে—নয় কি? তারও ওপরে আছে রোজকার আরেক কাজ—মুরগির ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঢোকা আর হাতড়ে হাতড়ে দেখা কোন্‌টার ডিম হয়েছে, কোন্‌টার হয়নি। এক কথায় মুরগির ঝামেলা পোয়ানোটা একটা জীবনান্ত ব্যাপার। আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, যৌথখামারে তাদের কি-ভাবে রাখা হবে? রাখা হবে খুবই ভালোভাবে। খুবই তোয়াজে। সংসারের ঝামেলা নেই এমন কোনো বুড়োকে—মনে করুন আকিম বেস্‌খ্‌লেবনভের মতো একজন কাউকে—

আমরা লাগিয়ে দেব হাঁসমুরগি দেখাশোনা করার কাজে। সারাটি দিন সে হাঁসমুরগি নিয়েই থাকতে পারবে। হাঁস টিপে টিপেই দিব্যি তার সময় কাটবে। একজন বুড়ো মানুষের পক্ষে একাজ খুবই আনন্দের। আর একাজে হাত-পা ভাঙার কোনো আশঙ্কা নেই। সব শুনলেন তো, এবার আপনারা আপনাদের মত দিয়ে ফেলুন।'

এই বক্তৃতা শোনার পরে স্ত্রীলোকেরা মুখ টিপে হাসা, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলোচনা করা, ইত্যাদি শেষ করার পরে শেষ পর্যন্ত "সম্মতি" জানাল।

মিটিং শেষ হতেই নাগুলনভ ও দাভিদভ বেরিয়ে পড়ল চক্কর দিতে। বেশিক্ষণ ঘুরতে হল না, প্রথম রাস্তা শেষ হবার আগেই বুঝতে পারল যে অতি ব্যাপক আকারে, ধরতে গেলে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই, পশুহত্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। সন্ধেবেলা খাবার সময়ে তারা গেল বুড়ো শ্চুকারের সঙ্গে দেখা করতে।

সদর পেরিয়ে উঠোনে পা দিতে দিতে নাগুলনভ বেশ জোরের সঙ্গেই মন্তব্য করল, 'এই লোকটি যৌথখামারের সক্রিয় সমর্থক। গোরুছাগলকে বাঁচিয়ে রাখা যে প্রয়োজন—এই উপলব্ধি ওর আছে। ও কখনো পশুহত্যা করতে যাবে না।'

"সক্রিয় সমর্থকটি" তখন শূন্যে হাঁটু তুলে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে। শার্টটা জটপাকানো দাড়িওলা চিবুক পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। বেশ বড়ো গোছের, প্রায় ছয় লিটার মাপের, একটা মাটির পাত্র উপুড় করা রয়েছে তার ফ্যাকাশে ও শীর্ণ পেটের ওপরে। দুটো দাওয়াই-পাত্র জোঁকের মতো সেঁটে রয়েছে তার শরীরের দু-পাশে। আগন্তুকদের দিকে বুড়ো শ্চুকার তাকিয়েও দেখল না। বুকের ওপরে মড়ার মতো ভাঁজ করে রাখা তার হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে। যন্ত্রণায় উদ্‌ভ্রান্ত তার চোখদুটো অনবরত পাক খাচ্ছে আর কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে শ্চুকারের বৌ দাঁড়িয়ে আছে চুল্লির পাশে। আর দাওয়াই-বুড়ী মাম্মিচিখা ঠিক একটা ইঁদুরের মতো ছটফট করে ঘুরছে শ্চুকারের বিছানার চারপাশে। মাম্মিচিখা মানুষটি ঘোরবর্ণের, ছোটখাটো ও চটপটে, সারা জেলায় তার খ্যাতি দাওয়াই-পাত্র ও লোহার পাত্র প্রয়োগ, নড়ে যাওয়া হাড় ঠিকভাবে বসিয়ে দেওয়া, রক্ত বার করা ও রক্ত বন্ধ করা, একটা ইস্পাতের বুনন-কাঠি দিয়ে গর্ভপাত ঘটানো ইত্যাদি ব্যাপারে তার দক্ষতার জন্যে। হতভাগ্য বুড়ো শ্চুকারের "চিকিৎসার" দায়িত্ব এখন এই স্ত্রীলোকটির ওপরে।

ঘরের ভেতরে ঢুকে দাভিদভ চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল।

'দাদু, ও দাদু! কী হয়েছে তোমার পেটে?'

'পে-পে-পে-টে বে-বে-বে-থা!' বুড়ো শ্‌চুকার গোঙাতে গোঙাতে এই দুটি শব্দ কোনো রকমে উচ্চারণ করল। পরের মুহূর্তে আর্ত চিৎকার করে উঠল: 'সরিয়ে নে! সরিয়ে নে বলছি ডাইনী মাগী! উঃ, পেট গেল আমার! পেট গেল! কে আছ, বাঁচাও!'

'আর একটু ক্ষণ থাকুক গো। তাইলেই বেথার উপশম হবে।' মাম্রিচিখা চাপা স্বরে আশ্বাস দিল। পাত্রের কিনারটা চেপে বসেছে বুড়োর পেটের মাংসের মধ্যে। কিনারটা একটু তুলে ধরতে চেষ্টা করল মাম্রিচিখা, কিন্তু পারল না।

আর শ্‌চুকার আচমকা বন্যপশুর মতো হুংকার দিয়ে উঠল। দাওয়াই-বুড়ীর দিকে লাথি ছুঁড়ল আর মাটির পাত্রটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরল। দাভিদভ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে। দাওয়াই-বুড়ীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটা রোলিং-পিন টেনে নিল স্টোভের মাথা থেকে আর তাই দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল পাত্রটার ওপরে। শিস দেবার মতো আওয়াজ তুলে পাত্রটা চৌচির হয়ে গেল।

বুড়ো শ্‌চুকার আরাম বোধ করছে। আরামে বড়ো রকমের একটা হিক্কা তুলল, মুখ দিয়ে শ্বাস নিল, আর তারপরে দাওয়াই-পাত্রটা সহজে সরিয়ে ফেলতে পারল। বুড়োর পেটের দিকে তাকিয়ে দেখল দাভিদভ। পাত্রের ভাঙা ভাঙা টুকরোর মধ্যিখানটিতে প্রকাণ্ড নীল নাভিটা ঠেলে বেরিয়ে আছে। প্রচণ্ড একটা হাসির দমক সামলাবার জন্যে তাকে বেঞ্চির ওপরে বসে পড়তে হল। হাসির দমকে জল গড়াতে লাগল চোখ দিয়ে, টুপিটা খসে পড়ল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো ঝুলে পড়ল চোখের ওপরে।

কিন্তু বুড়ো শ্‌চুকারের জীবনীশক্তি এত সহজে নিঃশেষ হবার নয়। ভাঙা পাত্রের জন্যে দাওয়াই-বুড়ীর বিলাপ শুরু হতেই সে গায়ের শার্টটা ঠিকঠাক করে নিয়ে উঠে বসেছে।

দাওয়াই-বুড়ী গলা সপ্তমে চড়িয়ে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে: 'ওরে আমার কী সব্বোনাশ হল রে! ওরে কোথাকার এক নোংরা ভূত আমার পাত্তরটা ভেঙে দিল রে! ওরে চিকিচ্ছে করতে এসে এমন সব্বোনাশ হবার কথা কে কবে শুনেছে রে!'

'যাও, বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও!' শঙ্কার দরজার দিকে আঙুল দেখাল, 'তোমার হাতে আরেকটু হলেই আমার প্রাণটা যেতে বসেছিল। ওই পাত্তরটা 'তোমার মাথায় ভাঙা উচিত ছিল আমার। বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে এবার আমার হাতেই তোমার প্রাণ যাবে। রাগ হলে আমার কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান থাকে না!'

মামিচিখা বেরিয়ে যেতেই নাগুলনভ জিজ্ঞেস করল, 'পেটব্যথা হল কেন?'

'শোনো গো ছেলেরা, আমার যাদুরা, আমি তো প্রায় মরতে বসেছিলাম। দুদিন তো উঠোন ছেড়ে আসতে পারিনি বা পাৎলুন আঁটবার ফুরসতও পাইনি। ...এমন পেট ছেড়ে দিয়েছিল কী আর বলব। কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিল না। শরীরের কোথাও যেন একটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। সমানে শুধু বেরোচ্ছিল আর বেরোচ্ছিল। হাঁসের পেট ছাড়লে যেমন অবস্থা হয়—তেমনি প্রত্যেক সেকেণ্ডে....'

'খুব মাংস ঠাসা হয়েছিল বুঝি?'

'মাংস?'

'বাছুরটা মারা হয়েছে বুঝি?'

'বাছুর! বাছুরটাকে শেষ করে দিয়েছি। ওটা আমার কী কাজেই বা লাগত!'

মাকার একটা চাপা হুংকার ছেড়ে বুড়োর দিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'বুড়ো শয়তান, তোমার উচিত শাস্তি হত যদি শুধু ওই একটা পাত্তর নয়, ওর তিনগুণ আকারের একটা কড়াই চাপিয়ে দেওয়া যেত পেটের ওপরে! হাড়মাস সব শুষে নেওয়া হত! তোমাকে আমরা যৌথখামার থেকে বার করে দেব। তখন টের পাবে পেটব্যথা কাকে বলে। একাজ করতে গেলে কেন?'

'মাকার, ভাইটি আমার, আমি লোভ সামলাতে পারিনি। তার ওপরে ছিল বুড়ীর ঘেনঘেনানি। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ। জানো তো, যে কোকিল রাত্তিরে ডাকে সে-ই ডাকে সবচেয়ে উঁচু গলায়। কমরেড দাভিদভ, আমার ওপরে রাগ কোরো না। আমি তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। তোমাদের সঙ্গেই যৌথখামারে থাকতে চাই। ধনসম্পত্তি নিয়ে আমার ভোগান্তি যা হবার যথেষ্টই হয়ে গিয়েছে।'

বুড়োর কথা শেষ হতেই অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নাগুলনভ বলল, 'একে নিয়ে কী করা যায় বলো তো, দাভিদভ? কিছু একটা ঠিক করো! আর

ওহে রোগের ডিপো পেটুকশিরোমণি, খানিকটা বন্দুকের তেল আর লবণ মিশিয়ে খেয়ে ফ্যাল দিকি। চোখের পলকে তোমার অসুখ সেরে যাবে।'

বুড়ো শ্‌চুকারের ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল, 'মাকার, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ!'

'না, ঠাট্টা নয়, পুরনো দিনে সৈন্যদলে থাকার সময়ে আমরা এইভাবেই পেটের ব্যথা সারিয়েছি।'

'কী বলতে চাও তুমি? আমার শরীরটা কি লোহা দিয়ে তৈরি? আমি কি একটা প্রাণহীন রাইফেল যে পরিষ্কার করবার জন্যে তেল চাই? না, আমি ওর মধ্যে নেই। আমি বরং সূর্যমুখী ফুলের বাগানে মরে পড়ে থাকব তবুও বন্দুকের তেল খেতে যাব না!'

পরের দিন দেখা গেল, বুড়ো শ্‌চুকার মরে পড়ে থাকার বদলে আবার সারা গাঁয়ে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই শুনিয়ে দিচ্ছে যে দাভিদভ ও নাগুলনভ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল হাললাঙলের মেরামতী ও চাষআবাদ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্যে। আর প্রত্যেকবার গল্পটা শেষ করার পরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট পাকাচ্ছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে, 'আমার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল কিনা, তাই ওরা এসেছিল আমাকে দেখতে। ব্যাপারটা কি জান, আমি না থাকলেই ওরা চোখে অন্ধকার ভাখে। তাই দুজনে এসে কত রকমের ওষুধ যে বাতলাতে লাগল কি বলব! আর সে কি কাকুতি মিনতি—দাদু, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের গতি হবে কী! তা কথাটা বাপু মিথ্যে বলেনি, যীশুর নাম নিয়ে তোমরাই বলো, আমি না থাকলে ওদের উপায়টা কি হত! এই তো ভাখ না, এখনো পর্যন্ত কোথাও সামান্য কিছু গোলমাল হলেই ওরা আমাকে ডেকে পাঠায় ওদের পার্টি-মিটিঙে। আমি তখন সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে পরামর্শ দিই। আমার স্বভাব তো জানোই, এমনিতে বেশি কথা বলি না। কিন্তু যখন বলি…একেবারে মোক্ষম কথাই বলি!' আর কথার শেষে প্রতিবারেই খুশিভরা নীল পাণ্ডুর চোখদুটি শ্রোতার মুখের দিকে তুলে তার কথার কি প্রতিক্রিয়া হল তা অনুমান করতে চেষ্টা করছে।

আঠারো

গ্রেমিয়াচি লগের শান্তি প্রায় ফিরে আসছিল। কিন্তু আবার একটা উদ্দীপনা ও উত্তেজনার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে গেল। দু-দিন ধরে দেখা গেল হরেক রকমের ভেড়া আর ছাগল টানতে টানতে আর তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যৌথখামারের খোঁয়াড়ের দিকে। মুরগি নিয়ে আসা হচ্ছে থলের মধ্যে পুরে। দু-দিন ধরে সারা গ্রাম জুড়ে শুধু শোনা যেতে লাগল ভেড়া-ছাগল ও হাঁস-মুরগির ডাক।

ইতিমধ্যে একশো-ষাটটি পরিবার যোগ দিয়েছে যৌথখামারে। তাদের ভাগ করা হয়েছে তিনটি দলে। ঠিক হয়েছে যে, যারা গরিব, জামা-কাপড়-জুতোর প্রয়োজন যাদের খুব বেশি, তাদের মধ্যে কুলাকদের কাছ থেকে পাওয়া ভেড়ার চামড়ার কোট, বুট ও অন্যান্য জামাকাপড় বিলি করা হবে। পরিচালন বোর্ড বিলিব্যবস্থার ভার দিয়েছে ইয়াকভ লুকিচের ওপরে। একটি প্রাথমিক তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, অবস্থাটা এমন নয় যে সবাইকে খুশি করা যেতে পারে।

কুলাকদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা জামাকাপড় বিলি করা হচ্ছে তিতোকের খামারবাড়িতে। বিলি করছে ইয়াকভ লুকিচ। মানুষের অশ্রান্ত গুঞ্জনে স্থানটি মুখরিত। কারও আর তর সইছে না। গোলাঘরের চারদিকে বরফের ওপরে দাঁড়িয়েই সঙ্গে সঙ্গে পায়ে গলিয়ে বা গায়ে চাপিয়ে পরখ করে নিচ্ছে মজবুত গড়নের কুলাক বুট, কোট, জ্যাকেট, শার্ট ও ভেড়ার চামড়া। যারা ভাগ্যবান, ভবিষ্যতের কাজের কথা মনে রেখে যাদের দেওয়া হয়েছে কাপড় বা জুতো, তারা তো আহ্লাদে একেবারে আটখানা। ঘোরবর্ণের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কাঁপা-কাঁপা সলজ্জ হাসিতে। গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়েই তারা জামাকাপড় ছাড়ছে, নতুন জামাকাপড় পরছে, আর তালির ওপরে তালি মারা পুরনো জামা-কাপড়গুলো পোঁটলা বেঁধে নিচ্ছে। নতুন জামাকাপড় পরবার পরে তাদের

শরীরের কোনো অংশই আর বর্তমান থাকছে না। কত কথা, কত উপদেশ, কত সন্দেহ, কত আক্ষেপ ও বিক্ষোভই না শোনা যাচ্ছে এক-একজনের এক-একটি জিনিস নেওয়ার ব্যাপার সম্পন্ন হতে!

দাভিদভের নির্দেশ, লুবিশ্‌কিনকে যেন জ্যাকেট ট্রাউজার ও বুট দেওয়া হয়। থমথমে মুখে ইয়াকভ লুকিচ সিন্দুকের ভেতর থেকে একগাদা জামাকাপড় লুবিশ্‌কিনের পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, 'নাও হে, বেছে নাও।'

বাছতে গিয়ে প্রাক্তন শান্ত্রীটির মোচ ও হাত কাঁপছে। বাছা আর তার শেষ হতেই চায় না! বাছতে বাছতে প্রায় গলদঘর্ম হবার মতো অবস্থা! কাপড়টা প্রথমে সে পরখ করল দাঁতে লাগিয়ে। তারপরে আলোয় তুলে দেখল পোকায় কেটে কোথাও ফুটো করেছে কিনা। আর তারপরে নিজের কালো কালো আঙুল দিয়ে মিনিট দশেক বা তারও বেশি সময় কাপড়টা ঘষল। চারদিকে মানুষের ভিড়, উত্তপ্ত নিশ্বাস আর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'নাও হে, যেটা হাতে তুলেছ ওটাই নাও। তুমি তো পরবেই, তোমার বেটাও পরতে পারবে।'

'বেশ লোক তুমি! চোখ নেই নাকি! ওটা যে আগেই বাছাই হয়ে গিয়েছে তাও দেখতে পাও না!'

'না হয়নি!'

'তাহলে তুমিই নাও!'

'নাও হে, ওটাই নিয়ে নাও পাভলো!'

'মোটেই না! তুমি বরং অন্য আরেকটা পছন্দ কর!'

লুবিশ্‌কিনের মুখের রং হয়ে উঠেছে পোড়ানো ইটের মতো। কালো মোচ মুখের মধ্যে পুরে চিবোচ্ছে, চোখের দৃষ্টি ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো। অন্য আরেকটি জ্যাকেট তুলে নিল। এবারের জ্যাকেটটি পছন্দসই হয়েছে বলতে হবে। লম্বা লম্বা হাতদুটি গলিয়ে দিল জ্যাকেটের আস্তিনে। আর তখন টের পাওয়া গেল যে জ্যাকেটের আস্তিন মাত্র তার কনুই পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। আর কাঁধের কাছে পটপট শব্দে সেলাই যাচ্ছে ছিঁড়ে। বিভ্রান্তি ও উত্তেজনার হাসি হেসে আবার যে কাপড়ের ডাঁই হাতড়াতে শুরু করল। তাকিয়ে থাকল চোখ বড়ো বড়ো করে, যেমনভাবে শিশু তাকায় মেলায় এসে খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তার ঠোঁটের হাসিটুকু এতই সরল এতই শিশুর মতো যে এই মুহূর্তে কেউ যদি, বাপ যেমন শিশুকে আদর করে; তেমনিভাবে এই লম্বাচওড়া দশাসই শান্ত্রীটির

মাথায় হাত বুলোয় তাহলেও বেমানান মনে হবে না।' ওদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয় তখনো তার বাছাইপর্ব শেষ হতে চায় না। শেষপর্যন্ত অবশ্য আক্ষেপ মনে নিয়েই ট্রাউজার ও বুট পরে নিল ও ইয়াকভ লুকিচের ব্যাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল আবার আসব।'

লুবিশ্‌কিন বাইরে বেরিয়ে এল নতুন পটি লাগানো ট্রাউজার পরে ও মচমচে জুতো পায়ে দিয়ে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার বয়স যেন দশ বছর কমে গিয়েছে। বাড়ি ফিরল ইচ্ছে করেই খানিকটা ঘুরপথে, বড়ো রাস্তা ধরে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ধূমপান করবার জন্যে দাঁড়াল, মানুষ দেখলেই ডেকে কথা বলতে শুরু করল—এমনিভাবে ইচ্ছে করেই দেরি করল রাস্তায়। প্রায় তিনঘণ্টা সময় লাগল তার বাড়ি পৌঁছতে। সন্ধের মধ্যেই সারা গ্রেমিয়াচির মানুষের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল লুবিশ্‌কিনের পোশাক। তারা বলাবলি করল, 'হ্যাঁ, পোশাক এঁটেছে বটে লুবিশ্‌কিন! ঠিক মনে হয় পল্টনে যাচ্ছে। তা হবে নাই বা কেন, সারাটি দিন কাটিয়েছে পোশাক বাছাই করতে। নতুন পোশাক পরে বাড়ি ফেরার সময়ে ওর চলন যদি দেখতে! খুট খুট করে সারসের মতো পা ফেলছিল! মাটিতে পা পড়ছিল না যেন!'

দিয়োমকা উশাকভের বৌটাকে দেখে মনে হতে পারত, সিন্দুকের পাশটিতে সে জমে গিয়েছে। তাকে আর কিছুতেই নড়ানো যাচ্ছিল না। সে পরেছে একটি ঝালর লাগানো পশমী স্কার্ট, যা আগে ছিল তিতোকের বৌয়ের সম্পত্তি। পায়ে গলিয়েছে নতুন স্লিপার। গায়ে মুড়ি দিয়েছে ফুলতোলা শাল। আর এই নতুন সাজপোশাক অঙ্গে উঠতেই সকলের খেয়াল হল যে দিয়োমকার বৌয়ের মুখখানি চোখে না-পড়ার মতো নয়, চেহারাটি তার খুবই চমৎকার। আর যৌথখামারের সম্পত্তি দেখে বেচারার যে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তাতে ওকে খুব বেশি দোষ দেওয়া চলে না। জীবনে সে কোনোদিন সুখের মুখ দেখেনি, ভালো খাবার মুখে দেয়নি, নতুন ব্লাউজ পরতে পায়নি। অভাবে অনটনে তার ঠোঁটদুটি এমনিতেই ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। আর এই ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটি স্বাভাবিক নিয়মেই একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল ইয়াকভ লুকিচকে সিন্দুকের ভেতর থেকে একগাদা মেয়েদের পোশাক বার করতে দেখে। বছরের পর বছর তার বাচ্চা হয়েছে আর বাচ্চাগুলোকে সে ঢাকা দিয়েছে ছেঁড়া কম্বল ও টুকরো টুকরো ভেড়ার চামড়া দিয়ে। দুঃখকষ্টে আর নিত্য অনটনে শুকিয়ে ঝরে গিয়েছে তার সজীবতা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য। আর আচ্ছাদন বলতে সে নিজেও একটিমাত্র

স্কার্ট পরেই সারাটা গ্রীষ্ম কাটিয়ে দেয়। আর ব্লাউজও তার আছে মাত্র একটিই। শীতকালে এই ব্লাউজটি যখন সে কাচে তখন আর কিছু পরবার নেই বলে বাধ্য হয়েই তাকে থাকতে হয় উলঙ্গ অবস্থায়। আর এই অবস্থাতেই ছেলেপুলে সমেত চুল্লির ধারটিতে বসে থাকে।

'হেই গো, তোমাদের পায়ে পড়ি...আর একটু ক্ষণ আমাকে থাকতে দাও... আমি আরেকটু দেখি...আরেকটু দেখতে দাও আমাকে...এই স্কার্টটা আমি বদলে নেব...আর আমার তো ছেলেপুলে রয়েছে...আমার মিশাংকা...আমার স্থনিয়াশ্‌কা...আমি আরেকটু খুঁজে দেখি ওদের জন্যে কোনো জামা পাই কিনা...' উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে দিয়োমকা উশাকভের বৌ বিড়বিড় করে চলেছে। সিন্দুকের ডালাটা আঁকড়ে ধরে আছে সে। জলজলে চোখে তাকিয়ে আছে রঙবেরঙের জামা-কাপড়ের স্তূপের দিকে।

ঘটনাক্রমে দাভিদভ ঠিক এই সময়টিতে উপস্থিত ছিল। কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে সে সিন্দুকের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ গো মেয়ে, তোমার কটি ছেলেমেয়ে?'

'সাতটি।' দিয়োমকার বৌ ফিসফিস করে জবাব দিল। মধুর একটি প্রত্যাশায় তার দৃষ্টি আনত। চোখ তুলে তাকাতেও ভয় পাচ্ছে সে।

'এই সিন্দুকের মধ্যে বাচ্চাদের জামা আছে?' ইয়াকভ লুকিচকে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

'আছে কয়েকটি।'

'এই স্ত্রীলোকটির যতগুলো প্রয়োজন দিয়ে দিন।'

'তাহলে তো সবই ওর ভাগে চলে যাবে!'

'তার মানে! কী বলতে চান আপনি!' রাগে দাভিদভের অসমান দাঁতগুলো কিড়মিড় করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বেগতিক বুঝে ইয়াকভ লুকিচ ঝুঁকে পড়ল সিন্দুকের ওপরে।

দিয়োমকা উশাকভ দাঁড়িয়েছিল তার বৌয়ের ঠিক পেছনটিতে। এমনিতে সে কথা কথা বলে একটু বেশি, এককথার জবাবে দশকথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু এখন আর তার মুখে বাক্যস্ফূর্তি নেই। নিশ্বাস বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে আছে। জিভ দিয়ে চেটে চেটে শুকনো ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিচ্ছে। দাভিদভের কথা শুনে সে তার মুখের দিকে তাকাল। তার ট্যারা ট্যারা চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, পাকা ফল থেকে রস বেরিয়ে আসার মতো। ডানহাতে চোখ চেপে

আর বাঁ হাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে ছুটে গেল সে। তারপরে ছুটে বেরিয়ে গেল উঠোন পেরিয়ে গোলাঘরের সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত। লজ্জায় সে চোখের জল গোপন করতে চাইছে। তবুও তার গাল ভাসিয়ে, কড়া-পড়া হাতের তালু বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে, শিশিরবিন্দুর মতো উজ্জ্বল ও ঝকঝকে চোখের জল।

কাপড় বিলি হবার খবরটা লোকের মুখে ছড়াতে ছড়াতে বুড়ো শুকারের কানে গিয়ে পৌছল সন্ধের সময়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে কর্তৃপক্ষের দপ্তরে সে এসে হাজির।

'এই যে কমরেড দাভিদভ, খবর-টবর ভালো তো? তোমাদের দেখলেও চোখ জুড়োয়।'

'আপনার খবর ভালো?'

'আমাকে একটা লাইন লিখে দাও বাপু।'

'কী লিখে দেব?'

'লিখে দাও যাতে আমাকে কাপড় দেওয়া হয়।'

'কেন, তোমাকে কাপড় দেওয়া হবে কেন শুনি?' নাগুলনভ দাঁড়িয়েছিল দাভিদভের পাশটিতেই। সে ভুরু কপালে তুলে ফুঁসে উঠল, 'তুমি বাছুর মেরে খেয়েছ—তার পুরস্কার দিতে হবে বুঝি!'

'মাকার, ভাইটি আমার, মানুষের দোষের কথা মনে রাখতে নেই। ক্ষমাঘেন্না করে নিতে হয়। মানুষ বলে যে নিজের পরিচয় দেবে সে কখনো পুরনো দোষ-গুলোকে ধরে বসে থাকবে না। তোমার মুখে এ-প্রশ্ন শোভা পায় না মাকার। তিতোককে উৎখাত করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সহ্য করেছিল কে? কমরেড দাভিদভ ও আমি। কমরেড দাভিদভের তো তবু মাথায় সামান্য একটু চোট লেগেছিল বই তো নয়। কিন্তু আমার কী অবস্থা হয়েছিল মনে আছে তো? সেই কুকুরটা আমার অমন সুন্দর কোটটাকে কি-ভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল? আমি তখন ভেবে নিয়েছিলাম, সোভিয়েতকে কায়েম করবার জন্যেই আমাকে অনেক কিছু ক্ষতি সহ্য করতে হবে। আর এখন তোমরা বলছ, আমাকেই কিছু দেওয়া হবে না! এর চেয়ে দেখছি তিতোক আমার কোটটা অক্ষত রেখে মাথাটা চৌচির করে দিলে অনেক ভালো হত! আর তোমরা তো জানোই, কোটটা ছিল আমার বুড়ীর। তার যদি এখন কোটের জন্যে শোক

উথলে ওঠে আর ঘ্যানঘ্যান করে আমার জীবনটা অতিষ্ঠ করে তোলে—তাহলে ? তাহলে কী হবে ?'

'তুমি যদি সেদিন পালাতে চেষ্টা না করতে তাহলে কোটটা আজও তোমার গায়েই থাকত।'

'পালাতে চেষ্টা না করতাম ! মাকার, ভাইটি আমার, তুমি এরই মধ্যে ভুলে গেলে তিতোকের বৌ, সেই ডাইনী, আমার কী হাল করেছিল ? তোমার মনে নেই—ডাইনীটা কুকুরটাকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, সেরকো, ওই হচ্ছে পালের গোদা, একনম্বর শয়তান, ওটাকে গিয়ে ধর ! এই তো, কমরেড দাভিদভ এখানে রয়েছে, সেই বলুক আমি মিথ্যে বলছি কিনা।'

'তোমার বয়েস হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তুমি এখনো পণ্টনীর মতো মিথ্যে বলো।'

'কমরেড দাভিদভ, তুমিই বলো আমি মিথ্যে বলেছি কিনা।'

'আমার ঠিক মনে নেই।'

'যীশুর নামে শপথ করে বলতে পারি, সেই ডাইনীটা ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল। সত্যি বলতে কি, আমি একটু ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। আর তাইতেই না চলে গিয়েছিলাম উঠোনের বাইরে। কুকুরটা যদি সাধারণ কুকুর হত তবে আর এসব ব্যাপার ঘটত না।। কিন্তু সেই কুকুরটা ছিল বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।'

'কেউ তোমার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়নি। সমস্তটাই তোমার বানানো !'

'মাকার, ভাইটি আমার, তুমি সবই ভুলে গিয়েছ দেখছি। তা তোমাকে আমি দোষ দিই না। তুমি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলে যে তোমার হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছিল। তোমার যে কিছুই মনে থাকবে না তা খুবই স্বাভাবিক। আমি বলছি না যে আমার কোনো দোষ হয়নি। আমি তখন ভাবছিলাম, মাকার যদি এখন পালিয়ে যায় তাহলে কি হবে! আর কুকুরটা সারা উঠোনময় কি-ভাবে আমাকে তাড়া করেছিল তা আমি ভুলিনি। প্রত্যেকটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ওই কুকুরটা ছিল বলেই তিতোক রেহাই পেয়ে গেল। নইলে আমার হাতেই ওর মৃত্যু অবধারিত ছিল। আমি বড়ো ভয়ংকর মানুষ—হাঁ !'

নাগুলনভ এমনভাবে মুখ বিকৃত করল যেন তার দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপরে দাভিদভকে বলল, 'ও যা চাইছে দিয়ে দাও, নইলে রেহাই পাওয়া যাবে না।'

কিন্তু বুড়ো শ্চুকারকে আজ বোধহয় কথায় পেয়েছে। এত সহজে মুখ বন্ধ করতে সে রাজী নয়।

'জানো মাকার, আমার বয়েস যখন কম ছিল, আমার ঘুষির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না।'

'থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে! কথার তুবড়ি ছোটাতে যে তুমি ওস্তাদ তা আমরা টের পেয়ে গিয়েছি! চাও তো তোমার জন্যে একটা তিনগুণ ওজনের কড়াইয়ের কথাও লিখে দিতে পারি। আবার যখন তোমার পেটে ব্যথা উঠবে তখনকার জন্যে একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে তো—কি বলো?'

কথাটা বুড়ো শ্চুকারের আঁতে লাগল। মজুরীপত্রটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। কিন্তু তারপরে ইয়াকভ লুকিচের কাছ থেকে একটি বেশ বড়ো মাপের ট্যান-করা ভেড়ার চামড়ার কোট পেতেই মনের স্ফূর্তির ভাবটা ফিরে এল। আনন্দে চকচক করে উঠল চোখদুটো। এক চিমটে লবণ তুলে নেওয়ার মতো করে কোটটাকে দু-আঙুলে চেপে তুলে ধরল; তারপরে, নোংরা জল পার হবার সময়ে মেয়েরা যেমনভাবে স্কার্ট সামলায় তেমনিভাবে কোটটাকে চোখের সামনে নাচিয়ে, তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করে, গর্বের সঙ্গে কসাক শ্রোতাদের বলল, দেখছ তো কেমন কোট! ছাখ! ছাখ! মাগ্‌না পাইনি হে, দস্তুরমতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আর রক্ত জল করে উপার্জন করেছি! তোমরা তো সকলেই জানো কমরেড দাভিদভ যখন তিতোকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে গিয়েছিল তখন তিতোক একটা লোহার রড নিয়ে ছুটে এসেছিল কমরেড দাভিদভের দিকে। আমি ভাবলাম, আমার বন্ধুর তো দেখছি বড়োই বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর লোহার রডটা তিতোকের হাত থেকে কেড়ে নিলাম। আমি ছিলাম বলে রক্ষে। নইলে দাভিদভ সেদিন শেষ হয়ে যেত!'

তখন কোনো একজন শ্রোতা হয়তো টিপ্পনী কেটে বলেছে, 'আমরা তো অন্য কথা শুনেছি। তুমি নাকি কুকুর দেখেই পালাচ্ছিলে। আর পালাতে গিয়ে মুখ-থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলে। তখন, কুকুর যেভাবে শেয়ালের পেছনে লাগে, তেমনি-ওই কুকুরটাও তোমাকে তাড়া করেছিল!'

'যতো সব বাজে কথা! আর আজকালকার মানুষগুলোও হয়েছে তেমনি! সত্যি কথার কোনো দাম নেই! কারও কাছে নয়! আর কুকুর হচ্ছে একটা নোংরা জীব। কোনো কারণ না থাকলেও এই জীবটা ডাক পেড়ে থাকে।'

এই বলে বুড়ো শ্চুকার অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

উনিশ

রাত্রি।

বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী—গ্রেমিয়াচি লগের উত্তরে, উঁচুনিচু ছায়াচ্ছন্ন স্তেপভূমি ছাড়িয়ে, খাদ উপত্যকা ও ঘন অরণ্য পেরিয়ে। মস্ত মস্ত বাড়িগুলো ডুবে রয়েছে কাঁপা-কাঁপা নীলাভ দ্যুতিতে। প্রকাণ্ড ও নিঃশব্দ একটা আগুনের আভা যেন, যা আড়াল করে রেখেছে মধ্যরাত্রির চন্দ্রের ও নক্ষত্রের অপ্রয়োজনীয় আলো।

গ্রেমিয়াচি লগ থেকে হাজার মাইল দূরে এই হচ্ছে আমাদের বাপ-পিতামহের মহিমান্বিত শহর মস্কো। এমনকি রাত্রিবেলাও এই শহরটি জেগে থাকে। শোনা যায় ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ সিটি, মস্ত একটি একর্ডিয়নের ঝঙ্কারের মতো মোটরের হর্ন, ট্রামের টিনটিন। আর লেনিনের সমাধি পেরিয়ে, ক্রেমলিনের দেওয়াল পেরিয়ে, গনগনে আকাশের নিচে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় পতপত করে ওড়ে একটি লালঝাণ্ডা। বৈদ্যুতিক আলোর সাদা একটি ঝলকে ঝাণ্ডাটি নিচে থেকে আলোকিত। টকটকে লাল রক্তের একটি প্রবাহ যেন। গভীর ভাঁজগুলো কখনো-বা একটুক্ষণের জন্যে ঝুলে পড়ে। পরমুহূর্তেই আবার হাওয়ার ঝাপটায় সোজা হয়ে যায়, এলোমেলো পাক খেতে থাকে, পতপত করে ওড়ে কখনো পশ্চিমে কখনো পুবে, যেন বিদ্রোহের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, যেন সংগ্রামের চিরন্তন ডাক…

দু-বছর আগে, সারা রুশ সোভিয়েতের কংগ্রেস উপলক্ষে, কোম্রাৎ মাইদান্নিকভ এসেছিল মস্কোতে। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছিল রেড স্কোয়ারে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল লেনিনের সমাধি ও আকাশে লালঝাণ্ডার উদ্ভাসিত বিজয়রেখা। সঙ্গে সঙ্গে সে তার পুরনো ফৌজী টুপিটা খুলে ফেলেছিল। খালি মাথায়, ঘরে-বোনা খোলা-বুক চাষাড়ে কোট গায়ে, নির্বাক ও নিস্পন্দ মানুষের মূর্তিটি তারপরেও বহুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল স্থির হয়ে।

কিন্তু গ্রেমিয়াচি লগের রাত্রি নিঃসাড়। চারদিকের জনমানবশূন্য পাহাড়গুলো

ঝিকমিক করে পাখির পালকের মতো তুলতুলে বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে। খাদে ও ঢালুগুলোতে ঘন নীল ছায়ায় ডুবে থাকে আগাছা ও ঝোপঝাড়। গ্রাম সোভিয়েতের পাশে খাড়া হয়ে ওঠা মস্ত মস্ত পপলার গাছগুলো আকাশের প্রকাণ্ড উঁচু গম্বুজটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে কালো কালো মোমবাতির মতো। ছোট একটি ঝরণা দুর্বোধ্য ভাষায় কলকল শব্দ তুলে নদীর দিকে বয়ে যায়। প্রবহমান জলে দেখা যায় খসে-পড়া তারার ঝিকিমিকি। এমনিতে মনে হতে পারে রাত্রি কী নিঃশব্দ। কিন্তু কান পাতলে শোনা যায় কাঠের কষে হলদে হয়ে যাওয়া দাঁত দিয়ে একটা খরগোশ গাছের ডাল কুটি-কুটি করছে। চেরিগাছের গুঁড়িতে জমে-থাকা রজনের ফোঁটা চাঁদের আলোয় ঝাপ্‌সা হয়ে ফুটে আছে। এই রজনের ফোঁটাটি ভাঙলে দেখা যাবে, গঁদের ওপরে পাকা কুলের মতো অতি নরম একটি মুকুল। মাঝে মাঝে গাছের ডাল থেকে বরফের টুকরো খসে পড়ে। কাঁচভাঙার মতো যে আওয়াজটুকু ওঠে তা রাত্রির নিঃশব্দতায় চাপা পড়ে যায়। চেরিগাছের ডাল থেকে প্যাঁচাশ টানা-টানা দাগওলা ঝুমকো সমেত যে শিষগুলো বেরিয়ে এসেছে তাতে জীবনের সামান্যতম কাঁপুনিও নেই। বাচ্চারা এই শিষগুলোকে বলে 'কোকিলের চোখের জল'।

নৈঃশব্দ।

তারপরে যখন ভোর হয়, যখন মস্কোর বাতাস মেঘলা উত্তর থেকে বরফের ওপরে হিমশীতল ডানার ঝাপ্‌টা মারতে মারতে ছুটে আসে, একমাত্র তখনই গ্রেমিয়াচি লগে শোনা যায় সকালবেলার জীবনের সাড়া। পপ্‌লার গাছের ন্যাড়া ন্যাড়া ডালগুলো সর-সর আওয়াজ তোলে। যে তিতিরগুলো গ্রামের এলাকায় আসে শীতকালটা কাটাবার জন্যে, সারারাত যারা গোলাঘরের উঠোন থেকে ফসল খুঁটে খুঁটে খেয়েছে, তারা কিচিরমিচির করে পরস্পরের উদ্দেশে ডাক ছাড়ে আর তারপরে উড়ে যায় খাদের বালুঢাকা কিনারে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ঘাসের মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্যে। পেছনে ভুসির গাদার পাশে বরফের ওপরে পাখির পায়ের ছাপ ফুটে থাকে আল্‌পনার মতো। বাছুরগুলো হামলায়, যৌথখামারভুক্ত মোরগগুলো প্রচণ্ডভাবে ডাকতে শুরু করে, আর সারা গ্রামের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে ঘুঁটের আগুনের শুকনো ঝাঁঝালো ধোঁয়া।

কিন্তু গ্রেমিয়াচিতে যখন রাত নামে তখন সারা গ্রামের মধ্যে মাইদান্নিকভই সম্ভবত একমাত্র মানুষ যে ঘুমোয় না। ঘরে-তৈরী তামাকের তেতো ধোঁয়ায়

মুখটা বিস্বাদ লাগে, মাথাটা মনে হয় লোহার মুগুরের মতো ভারী, তামাক টেনে টেনে শরীরটা বিশ্রী লাগে।

মধ্যরাত্রি। কোস্ত্রাৎ কল্পনার চোখে দেখে মস্কোর আকাশে উদ্ভাসিত আলোর "কুয়াশা"। দেখে লাল টকটকে একটি ঝাণ্ডার প্রচণ্ড ও রোষদীপ্ত আবর্তন। যে ঝাণ্ডাটি মেলে ধরা হয়েছে ক্রেমলিনের ওপরে ও অনন্ত বিশ্বের ওপরে। যেখানে অনেক চোখের জল ফেলছে কোস্ত্রাতের মতো শ্রমজীবী মানুষরা, যারা বাস করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত পেরিয়ে। মনে পড়ে মায়ের কথা। ছেলেবেলায় সে কাঁদলেই তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মা বলত :

'কাঁদিস নে কোস্ত্রাৎ, লক্ষ্মীটি, কাঁদলে ভাগবান রাগ করেন। সংসারে কি গরিব লোকের অভাব আছে! আর তাদের কান্নারও শেষ নেই। কাঁদতে কাঁদতে তারা শুধু ভগবানের কাছে নালিশ জানায় যে তারা কত গরিব আর বড়লোকরা কেমন লুটেপুটে খাচ্ছে। কিন্তু ভগবান গরিবদের বলেছেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে। এখন যদি তিনি দেখেন যে গরিবরা শুধু অনবরত কেঁদেই চলেছে তাহলে তাঁর খুব রাগ হবে। তাহলে তিনি করবেন কি, গরিবদের সমস্ত চোখের জল একসঙ্গে জড়ো করে একটা কুয়াশা তৈরি করবেন আর সেই কুয়াশাকে নীল সমুদ্দুরের ওপরে মেলে দিয়ে আকাশকে দেবেন ঢেকে। তখন সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে গিয়ে জাহাজগুলো পথ হারিয়ে ফেলবে আর কোনো একটা জাহাজ হয়তো সমুদ্দুরের ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাবে। কিংবা ভগবান করবেন কি, সমস্ত চোখের জল জড়ো করে শিশির তৈরি করবেন। তারপর একদিন রাত্তিরে সেই শিশির দূরের ও কাছের সমস্ত ক্ষেতের ফসলের ওপরে ঝরে পড়বে আর সেই শিশিরের ঝাঁঝালো লবণে সমস্ত ফসল পুড়ে যাবে। তখন সংসারের মানুষকে উপোস করতে হবে। সংসারে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে। এজন্যেই গরিবদের কাঁদতে নেই। কাঁদলে পরে তাদের নিজেদেরই দুঃখুকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। শুনলি তো কোস্ত্রাৎ, আর কাঁদিস নে যেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর কোস্ত্রাৎ, আমাদের চেয়েও তোর প্রার্থনা ভগবান আগে শুনবেন।' শেষ কথাটির ওপরে মা খুব জোর দিয়েছিল।

বাচ্চা কোস্ত্রাৎ তার ধর্মভীরু মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা, আমরা কি গরিব? বাবা কি গরিব?'

'হ্যাঁ বাবা।'

কোস্ত্রাৎ তখন ক্রুশের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা

করেছিল। আর ক্রুদ্ধ ভগবান যাতে তাঁর চোখে একটি ফোঁটাও না দেখতে পান সেজন্যে চোখের জল মুছে ফেলেছিল।

শুয়ে শুয়ে কোন্ড্রাৎ জেলের জাল পরীক্ষা করার মতো পুরনো দিনগুলোকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছে। তার বাবা ছিলেন ডন কসাক, সেও এতকাল ছিল তাই। কিন্তু এখন সে হয়েছে যৌথখামারী। দীর্ঘ রাত্রি জেগে কাটিয়ে—স্তেপ অঞ্চলের রাস্তার মতো দীর্ঘ রাত্রি জেগে কাটিয়ে—দিনের পর দিন সে ভেবেছে অনেক কিছু। কোন্ড্রাতের বাবা যখন কসাক রেজিমেণ্টে ছিলেন তখন ইভানোভো-ভজনেসেন্‌স্ক-এর তাঁতীরা একবার ধর্মঘট করেছিল। তিনি ধর্মঘটী তাঁতীদের ওপরে চাবুক ও তরবারি চালিয়েছেন। তিনি রক্ষা করেছিলেন মিল-মালিকদের স্বার্থ। তারপরে বাবা মারা যান, কোন্ড্রাতও বড়ো হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে, কারখানা-মালিক আর তাদের অনুচরদের হামলা অগ্রাহ্য করে সে শ্বেতপোলদের ও র‍্যাংলারের সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। আর এইভাবে বাঁচিয়েছিল তার আপন পক্ষকে, অর্থাৎ সোভিয়েতের ক্ষমতাকে, ইভানোভো-ভজনেসেন্‌স্ক-এর সেই তাঁতীদের ক্ষমতাকে।

অনেক দিন থেকেই কোন্ড্রাৎ আর ভগবানে বিশ্বাস করে না। সে বিশ্বাস করে কমিউনিস্ট পার্টিকে, যে-পার্টি সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষকে মুক্তির দিকে, ভবিষ্যতের নীল আকাশের দিকে চালিত করছে। সে তার সমস্ত গোরুভেড়া, সমস্ত হাঁসমুরগি দিয়ে এসেছে যৌথখামারে। সে মনে করে, যারা কাজ করে শুধু তাদেরই খেয়েপরে বেঁচে থাকার অধিকার। সোভিয়েতের ক্ষমতায় তার পুরোপুরি আস্থা ও নির্ভরতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাত্রিবেলা তার ঘুম আসে না। মনের মধ্যে একটা চাপা আপসোস তাকে কুরে কুরে খায়। এই আপসোস তার সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবার জন্যে, যে গাইবলদ নিয়ে তার জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল তা স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করবার জন্যে। এই আপসোস ভেতরে ভেতরে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে। কেমন একটা বিষণ্ণতায় ও শূন্যতাবোধে অসাড় হয়ে যাচ্ছে শরীরটা।

আগে সারাদিনটা তার কাটত একটা ব্যস্ততার মধ্যে। সকালবেলা তার মস্ত কাজ ছিল গাইগোরু, ভেড়া ও ঘোড়াকে খাবার ও জল দেওয়া। দুপুরে খাবার সময় হলে সে অতি সতর্কতার সঙ্গে, যেন একটি কুটোও নষ্ট না হয় এমনিভাবে, আরো কিছু খড় ও ঘাস নিয়ে আসত গোলাঘর থেকে। তারপরে সন্ধের আগেই ধোয়ামোছার পাট সেরে ফেলত। রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে মাঝে মাঝে দেখে

যেত গোয়ালঘর ও আস্তাবলে সবকিছু ঠিক অবস্থায় আছে কিনা। হয়তো দেখত, কিছু ঘাস জন্তুগুলোর পায়ে পায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, সেগুলোকে আবার কুড়িয়ে কুড়িয়ে জাবার মধ্যে জড়ো করে রেখে আসত। নিজের গোরু, নিজের ঘোড়া, আর তাদেরই জন্যে এই পরিশ্রম, এই ছিল তার আনন্দ। কোন্দ্রাতের সেই গোয়াল ও আস্তাবল এখন কবরখানার মতো নিস্তব্ধ ও শূন্য। এখন আর সারাদিনের মধ্যে একটিবারও গোয়ালঘরে বা আস্তাবলে যাবার প্রয়োজন নেই। জাবাগুলো খালি, বঙ্কির বেড়ায় গেট হাট করে খোলা। এমনকি সারা রাতের মধ্যে একটি মোরগের ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। এমন কিছু নেই যা থেকে সে রাত্রির প্রহর গুণে নিতে পারবে।

একমাত্র যখন যৌথখামারের পশুশালায় কাজ করতে যায় তখনই এই ক্লান্তি ও একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পায় সে। দিনের বেলা পারতপক্ষে সে বাড়িতে থাকতে চায় না, কারণ বাড়িতে থাকলেই চোখে পড়ে যায় বীভৎস রকমের শূন্য উঠোন আর বৌয়ের বিষণ্ণ অসুখী চোখের দৃষ্টি।

বৌ শুয়ে আছে তার পাশটিতেই, শোনা যাচ্ছে ঘুমন্ত মানুষটার তালে তালে নিশ্বাস ফেলার শব্দ। চুল্লির ওপরের দিকে একটা তাকে শুয়ে আছে ছোটমেয়ে খ্রীস্টিনা। সেও ঘুমন্ত, কিন্তু ঘুমের ঘোরেই ঠোঁটের খুব একটা মিষ্টি ভঙ্গি করে বিড়-বিড় করছে: 'বাবা, বাবা, আরো আস্তে! আরো আস্তে!...' বোধহয় খুব একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছে ও, যে-ধরনের অর্থহীন স্বপ্ন সব শিশুই দেখে থাকে। খ্রীস্টিনার জীবনে কোনো জটিলতা নেই, দিব্যি হেসেখেলে কাটিয়ে দেয়। এমনকি একটি খালি দেশলাইয়ের বাক্স পেলেও সে খুশি হয়ে উঠতে পারে। তার হাতে সেই দেশলাইয়ের বাক্স হয়ে ওঠে ন্যাকড়ার পুতুলের স্লেজগাড়ি। তারপরে ঘুমিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত এই স্লেজগাড়ি নিয়েই সে মত্ত হয়ে থাকতে পারে। পরদিন সকালে আবার সেই দেশলাইয়ের বাক্সই হয়ে ওঠে নতুন কোনো খেলনা।

কিন্তু কোন্দ্রাৎ নিজের চিন্তার ভারেই পীড়িত। জালে ধরা পড়া মাছের মতো সে হাঁসফাঁস করে। মনে মনে ভাবে, 'এই যে আমার শুধু নিজের করে পাবার ইচ্ছে, এই অভিশাপ থেকে আমি কবে মুক্তি পাব! যে লোভী শয়তানটা আমার ওপরে ভর করেছে সে কবে আমাকে রেহাই দেবে? কেন এমনটি হয়? আস্তাবলে যে-সব খুপরিতে অন্যদের ঘোড়া সেগুলোর সামনে দিয়ে আমি যখন যাই আমার মনে কোনো ভাবান্তরই হয় না। কিন্তু যে-খুপরিতে আমার ঘোড়াটা

রয়েছে তার সামনে যখন দাঁড়াই আর পিঠে কালো স্ট্র্যাপ বাঁধা বাঁ-কানে ছোপ দেওয়া আমার ঘোড়াটাকে দেখি, আমার বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, এমনকি আমার বৌয়ের চেয়েও ঘোড়াটাই আমার কাছে বেশি প্রিয়। আর সবসময়ে আমার চেষ্টা থাকে, সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে রসালো ও মিষ্টি ঘাস যাতে আমার ঘোড়াটাই পায়। অন্যদের অবস্থা দেখি ঠিক আমারই মতো। কেউ আর নিজেরটির সামনে থেকে নড়তে চায় না, অন্যদের ঘোড়া বাঁচল কি মরল তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এখন তো আর বলা চলে না যে এ-ঘোড়াটি আমার, এ-ঘোড়াটি ওর। এখন সবকটিই আমাদের। তবুও কিন্তু নিজের-পরের বোধটুকু থেকেই গিয়েছে। ঘোড়াগুলোকে ঠিকমতো সেবাযত্ন করার ব্যাপারেও কারও যেন তার তেমন মন নেই। গতকাল ডিউটি ছিল কুঝেনকোভের। ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াবার সময়ে সে নিজে হাজির থাকেনি, ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটা করেছিল কি, নিজে চেপে বসেছিল একটা ঘোড়ার পিঠে আর অন্য ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল নদীর দিকে। সবকটির জল খাওয়া হয়েছে কিনা সেটুকুও তদারক করে দেখেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ছুটিয়ে ফেরত নিয়ে এসেছিল। কিছু বলতে যাও সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠবে, 'নিজের চরকায় তেল দাও না গিয়ে বাপু!' এমনটি যে হচ্ছে তার কারণ নিজেদের বলতে আমাদের যেটুকু ছিল তা আমরা পেয়েছিলাম খুবই কষ্ট করে। আমার মনে হয়, ধনসম্পত্তি যাদের বিস্তর তারা বোধহয় এতটা খারাপ বোধ করে না। ঘাড়াগুলোকে জল খাওয়াবার ব্যাপারে কুঝেনকোভের গাফিলতির কথাটা কালই মনে করে দাভিদভকে বলতে হবে। এই যদি দেখাশোনার নমুনা হয় তাহলে আর বসন্তকাল পর্যন্ত একটি ঘোড়াও কাজের থাকবে না। ••কাল সকালে আমি বরং সময় করে একবার মুরগিগুলোর অবস্থা দেখে আসব। মেয়েরা বলছিল, একজায়গায় অনেক মুরগি ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে বলে সাতটা মুরগি নাকি এর মধ্যেই মারা গেছে। কোথাও নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই দেখছি! মুরগিগুলোকে এত তাড়াহুড়ো করে একজায়গায় না পুরলেই বা ক্ষতি কি ছিল? তাছাড়া, প্রহর ডাকবার জন্যে প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে মোরগ কি রেখে দেওয়া যেত না?...সমবায়ের দোকানে তো কিছুই কিনতে পাওয়া যায় না। খ্রীস্টিনাকে খালি পায়েই চলাফেরা করতে হচ্ছে। যে যাই বলুক, খ্রীস্টিনার জন্যে অন্তত একজোড়া চটি না হলে আর চলছে না। এজন্যে দাভিদভের কাছে যেতে আমার লজ্জা করে। না,

তা হয় না। শীতকালটা খ্রীস্টিনাকে ঘরেই কাটাতে হবে। তারপর গরম পড়ে গেলে ওর আর জুতোর দরকার হবে না।

কোস্রাৎ দেশের কথা ভাবে, পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়ে দেশের অভাব ও প্রয়োজনের কথা। ভাবতে ভাবতে চটের কম্বলের নিচে হাতদুটো মুঠি পাকায়, দাঁতে দাঁত ঘষে পশ্চিমী দেশের কমিউনিস্ট বিরোধী শ্রমিকদের উদ্দেশ করে মনে মনে বলে, 'ভাইসব, মালিক তোমাদের দুটো পয়সা বেশি দিচ্ছে, তাই আর আমাদের দিকে তোমরা তাকালে না! সহজ জীবনের মোহে আমাদের ওপরে তোমরা বেইমানী করলে! আচ্ছা, আমাকে তোমরা বলো তো, তোমাদের দেশে কেন এখনো তোমরা সোভিয়েত কায়েম করতে পারলে না? তোমরা কেন পিছিয়ে থাকছ? তোমরা যদি উঠেপড়ে লাগতে তাহলে তোমাদের দেশেও এতদিনে বিপ্লব হয়ে যেতে পারত। যে কোনো কারণেই হোক, তোমরা পা মিলিয়ে চলতে পারছ না আর কোথায় যে তোমরা চলেছ তাও জান না। তাছাড়া, সীমান্তের অন্য দিকে যদি একবার চোখ মেলে তাকাতে তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতে দেশকে গড়ে তোলবার জন্যে আমরা কী কষ্ট সহ্য করছি ও কত অভাব-অনটন ভোগ করছি। আমাদের পায়ে জুতো নেই, পরনে কাপড় নেই। তবুও আমরা দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করে যাচ্ছি। ভাইসব, যে-কাজ তোমাদের করা উচিত তা তোমাদের হয়ে অন্য কেউ করে দিচ্ছে, এতে তোমাদের লজ্জা করে না! আমার কি-ইচ্ছে করে জান, তোমরা দেখতে পাও এমনভাবে মস্ত উঁচু একটা বাঁশ খাড়া করি আর তারপরে সেই বাঁশের মাথায় উঠে তোমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে কিছু কথা বলি। যে-সব কথা তোমাদেরই আমি বলতে চাই, মনের আশ মিটিয়ে বলতে চাই!'

কোস্রাতের চোখে ঘুম নামল। ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ল আর সেই সিগারেটের আগুনে তার একমাত্র শার্টের অনেকখানি অংশ গোল ও কালো হয়ে পুড়ে গেল। গায়ে ছ্যাঁকা লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল তার, উঠে বসল, চাপাস্বরে মনের রাগ প্রকাশ করল, তারপরে শার্টের ফুটো সেলাই করবার জন্যে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে সুঁচ খুঁজতে লাগল। সেলাই তাকে করতেই হবে, নইলে কাল সকালেই ফুটোটা বৌয়ের চোখে পড়ে যাবে। যদি সত্যিই দেখে তাহলে আর রক্ষে নেই, ঘণ্টা দুয়েক ধরে চলবে তার প্যানপ্যানানি। কিন্তু সুঁচটা কোস্রাৎ খুঁজে পেল না, তারপরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। বাইরে উঠোনে বেরিয়ে এল। তখন তার কানে

গেল অস্বাভাবিক ধরনের একটা কলরব, যার সঙ্গে চেনা-জানা কোনো কিছুর মিল নেই। যৌথখামারে একই চালার মধ্যে পুরে দেওয়া মোরগগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠেছে আর তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড একটি ঐকতান। ঘুমে ভারী হয়ে থাকা চোখ মেলে কোন্দ্রাৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আর চুপটি করে শুনল। মোরগগুলো সমানে ডেকে চলেছে, কোঁ-কোঁক্-কোঁ, কোঁ-কোঁক্-কোঁ। শেষ ডাকটা মিলিয়ে যাবার পরে সে ঘুমজড়ানো হাসি হেসে ভাবল, 'শয়তানগুলো কি মোরগোটাই না তুলেছে! ঠিক কলের বাত্তির মতো। আশেপাশের লোকেরা তো দেখছি ঝালাপালা হয়ে যাবে। এমনটি আগে হয়নি। তখন মোরগগুলো থাকত সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে। নানা জায়গা থেকে ডাকত বলে গলার সঙ্গে গলা মিলতে পারত না। এই হচ্ছে জীবন!' তারপরে আবার শুয়ে পড়ল।

প্রাতরাশের পরে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল মুরগির ঘরের সামনে। আকিম বেস্খ্লেব্নোভ তাকে দেখে ক্রুদ্ধ হুংকার ছাড়ল, 'কি গো, সাতসকালে এখানে এসে ঘুরঘুর করছ কেন?'

'এই দেখতে এলাম তোমার ও মুরগিগুলোর অবস্থা। কেমন লাগছে দাদু?'

'কেমন লাগছে? ওসব ভাবনা একসময়ে ছিল। এখন ভালো-লাগা মন্দ-লাগার পালা চুকিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি!'

'কী বলছ দাদু!'

'এই মুরগি তদারকির কাজ আমার আর পোষায় না বাপু—শরীরটা গেল!'

'অসুবিধেটা কী হচ্ছে?'

'দু-একদিন নিজে এসে করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে! এই হতভাগা মোরগগুলো সারাদিন শুধু লড়ালড়ি করে—তার আর শেষ নেই। ওগুলোকে তাড়া দিতে গিয়ে আমাকে যে কি ছোটাছুটি করতে হয় তা আর কি বলব। এত ছুটোছুটি করতে হয় যে আমার আর পা বইতে চায় না। ভাবছ, মুরগিগুলো নিশ্চয়ই এতটা বেয়াদপ নয়, হাজার হোক মেয়ের জাত তো! আরে বাব্বা, তাও কি রেহাই আছে? এই মুরগিগুলো পর্যন্ত এদিক উদিক পালাতে চায় আর ঠোকাঠুকি করে মরে! চুলোয় যাক এমন কাজ! এ আমার দ্বারা হবে না বাপু! আমি আজই যাচ্ছি দাভিদভের কাছে। আমাকে একাজ থেকে রেহাই দিক। আমি বরং মৌচাক তদারকির কাজে লাগতে পারি।'

'দুদিন যাক না, তখন দেখবে দিব্যি মিলেমিশে আছে—লড়ালড়ি ঠোকরাঠুকরি কিছুই নেই।'

'তুমি তো বলেই খালাস, ওদিকে মেলামেশা শুরু হতে হতে আমি যে শেষ হয়ে যাব! আর এই কি পুরুষমানুষের কাজ হল? তোমরা যাই বলো না কেন, আমি মানতে রাজী নই। আমি কসাকের বেটা, তুর্কী যুদ্ধে লড়াই করেছি—আর আমার এখন কী দশা ছাখ! একপাল মুরগির সুবেদারী করতে হচ্ছে আমাকে। আর তোমরা কিনা বলছ, এ খুব ভালো কাজ! আরেক উৎপাত হয়েছে পাড়ার ছেলেরা—এই তো মাত্তর দুটো দিন একাজ করছি কিন্তু এরই মধ্যে আমাকে অতিষ্ঠ করে ছেড়েছে। যেই না বাড়ি ফিরি অমনি ওই বিচ্ছুগুলো সুর করে করে বলতে শুরু করে—ঠাকুরদাদার দেমাক ভারি মুর্গির পালের খবরদারি! ঠাকুরদাদার শুকনো গাল চরিয়ে বেড়ায় মুর্গির পাল! ব্যাপারখানা বোঝ। এতকাল সবাই মান্যগণ্য করে এসেছে। এখন মরবার সময়ে কিনা আমার নামে এইসব ছড়া! তোমরা আমার জন্যে অনেক করেছ কিন্তু এবার আমাকে রেহাই দাও!'

'আচ্ছা দাদু, বলো তো, বাচ্চারা তোমার সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করলে তুমি খুশি হতে?'

'যদি শুধু বাচ্চারাই হত তাহলে আমার কিছু বলার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের মা-দিদিমারাও পেছনে লেগেছে! এই তো ধরো না কেন গতকালের কথা। আমি বাড়িতে যাচ্ছিলাম খেতে, নাস্তেনকা দোনেৎস্কোভা কুয়ো থেকে জল তুলছিল। আমাকে দেখে ও জিজ্ঞেস করে, কি দাদু, মুরগির খবর কী? আমি বলি, খবর ভালোই। ও জিজ্ঞেস করে, মুরগিগুলো ডিম পাড়ছে তো? আমি বলি, কয়েকটা পাড়ছে, তবে কি জান, মুরগিগুলোর লক্ষণ খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না! এই শুনে কাল্মীক্ ঘুড়ীটা চিঁহি চিঁহি করে কী বলল জান? বলল, লক্ষণ যাতে সুবিধের হয় তাই তোমাকে করতে হবে। আমরা কোনো কথা শুনব না, চাষের কাজ শুরু হবার আগেই ঝুড়িভর্তি ডিম চাই। নইলে তোমাকে দিয়েই মুরগিগুলোকে চাঙ্গা করে তোলা হবে। কথার ছিরি দেখেছ! এ-ধরনের রসিকতা শোনবার বয়েস আমার আর নেই। আমি তোমাকে খোলাখুলি বলছি, একাজ আমার একেবারেই অপছন্দ।'

বুড়ো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বেড়ার ধারে দুটো মোরগের মধ্যে লড়াই বেধে গিয়েছে। ঝুঁটি ফুলিয়ে একে অপরকে আক্রমণ

করেছে। একটার গা থেকে রক্ত গড়ায়, আরেকটার গা থেকে পালক খসে। কাণ্ড দেখে বুড়ো আকিম একটা গাছের ডালকে অস্ত্রের মতো বাগিয়ে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গেল।

এখনো তেমন বেলা হয়নি। কিন্তু যৌথখামারের আপিসে এর মধ্যেই বেশ ভিড়। দুই ঘোড়ায় টানা একটা স্লেজগাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে দাভিদভের জন্যে। দাভিদভ যাবে জেলা কেন্দ্রে। লাপ্‌শিনভের তাগড়া ঘোড়াটাও বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বরফের ওপরে পা ছুঁড়ছে। লুবিশ্‌কিন রয়েছে পাশটিতেই। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোড়ার জিন আঁটছে। সেও যাচ্ছে বাইরে। তার গন্তব্য স্থল তুবিয়ানস্কোই। সেখানে সে স্থানীয় যৌথখামারের কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা ঝাড়াই যন্ত্রের ব্যবস্থা করে আসবে।

কোন্দ্রাৎ প্রথম ঘরটায় ঢুকল। ঘরের ভেতরে লেজারবই খুলে বসে আছে জেলা-শহর থেকে সদ্য আগত একজন হিসেবরক্ষক। তার উলটোদিকে বসে কী যেন লিখছে ইয়াকভ লুকিচ, সম্প্রতি সে কেমন যেন মনমরা, তার গাল বসে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে আরো অনেক মানুষের ভিড়, যারা সকলেই যৌথখামারের সদস্য, যাদের নিযুক্ত করা হয়েছে খড়ের গাড়ি বোঝাই করবার জন্যে। এক-কোণে দাঁড়িয়ে তিন নম্বর দলের সর্দার, বসন্তের দাগওলা মুখ, আগাফন দুব্‌ৎসোভ ও লাভের কারবারী আর্কাশ্‌কা গ্রামের একমাত্র কামার-ইপ্‌পোলিট শালির সঙ্গে কী যেন একটা তর্ক জুড়ে দিয়েছে। পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে রাজ-মিয়োৎনভের চড়া ও উৎফুল্ল গলা।

রাজমিয়োৎনভ এইমাত্র এসেছে। দাভিদভকে তার কিছু বলার ছিল। তার আর তর সইল না, সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করে দিল :

'সকাল না হতেই সে কী কাণ্ড, আরে বাবাঃ! চারটি বুড়ী এসে হাজির আমার কাছে। তাদের পথ দেখিয়ে এনেছিল মিশ্‌কা ইগ্‌নাতিয়োনো-কের মা উলিয়ানা। এই বুড়ীকে তুমি চেন? চেন না? তাহলে শোন বলি। মানুষটি রীতিমতো দশাসই, ওজন কম করে সাত পুড তো বটেই, ঠিক নাকের ওপরে একটি আঁচিল। উলিয়ানার সে কি মেজাজ। স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। নাকের ওপরকার আঁচিলটা মনে হচ্ছিল রাগে ফেটে পড়বে। আর আমার ওপরেই যতো গায়ের ঝাল ঝাড়তে শুরু করে দিল—তবে রে অমুকের বেটা অমুক, তমুকের বেটা তমুক! বোঝ একবার ব্যাপারখানা। সোভিয়েতে তখন আরো অনেকে অপেক্ষা করছিল আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

বুড়ীর কিন্তু কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। গালাগালির তোড়ে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি অবিশ্যি চোখমুখ পাকিয়ে খুবই কড়া গলায় ধমক দিতে চাইলাম—'অত চেঁচামেচি কিসের, অ্যাঁ! থাম বলছি এখুনি! থাম! আর ওপরওলাকে তুমি যদি এমনিভাবে অমান্য করো তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি সদরে চালান দিতে বাধ্য হবো! তুমি কী চাও বলো দিকি? গাঁয়ের বুড়ীদের এভাবে ক্ষেপিয়ে তুলছ কেন!' বুড়ীও গলা চড়ায়: 'তোমার তো আস্পর্দ্ধা কম নয়! বয়েসকেও এতটুকু সম্মান দিতে চাও না!' ওদের বলার কথাটা যে কী, তা আর কিছুতেই ওদের দিয়ে বলাতে পারি না। যাই হোক, শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে শুনতে পাই, যৌথখামারের কর্তারা নাকি ঠিক করেছে যে ষাটের ওপরে যাদের বয়েস সেই বুড়ীদের দিয়ে তো অন্য কোনো কাজ করানো যাবে না, তাই বসন্তকালে...' হাসির তোড়ে রাজ-মিয়োৎনভের কথা বন্ধ হবার উপক্রম হল, 'ওরা কী বলে জান, যে-সব যন্তর দিয়ে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে তোলার কথা, তা নাকি সংখ্যায় যথেষ্ট নেই। তাই কর্তারা নাকি ঠিক করেছে যে এ-কাজটা করানো হবে বুড়ীদের দিয়েই। এই শোনার পর থেকেই রাগে ওরা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে। শুয়োরকে বিঁধলে পরে শুয়োর যেমনভাবে চিৎকার করে, বুড়ী উলিয়ানা ঠিক তেমনিভাবে চিৎকার করছিল। 'কী! আমাকে দিয়ে তোমরা ডিমে তা দেওয়াবে! কক্ষনো নয়! একটি ডিমেও আমি তা দেব না! তার আগে তা দেওয়া কাকে বলে তা তোমাদের আমি খুন্তিপেটা করে বুঝিয়ে ছাড়ব! তার আগে আমি জলে ডুবে মরব!' আমার কোনো কথাই কানে তুলতে চায় না। আমি বলি, 'দোহাই তোমার, জলে ডুবে মরতে যেও না। আমাদের এই ছোট্ট নদীতে এত জল নেই যে তোমার শরীরটা তাতে ডুববে। আরে বাবা, এসব কথা কুলাকরা রটিয়েছে তাও কি বুঝতে পার না?' কমরেড দাভিদভ, এই হচ্ছে এখানকার অবস্থা! আমাদের কাজ পণ্ড করবার জন্যে শত্রুরা মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি অবশ্য প্রশ্ন করে করে ওদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি কোত্থেকে ওরা এই গুজব শুনেছে। আগের দিন ভয়স্কোভয় থেকে এক সন্ন্যেসিনী এসেছিল গাঁয়ে। রাতটা সে কাটিয়েছিল তিমোফেই বোর্শচোভের বাড়িতে। সে-ই বলেছে যে মুরগিগুলোকে নাকি আমরা ঝাঁকায় পুরে শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে শহরের লোকরা নূড্‌ল স্যুপ রান্না করে খেতে পারে। তারপরে আমরা নাকি বিশেষ এক ধরনের ছোট ছোট চেয়ার তৈরি করেছি বুড়ীদের জন্যে।

চেয়ারের ওপরে খড় বিছানো থাকবে। আর বুড়ীদের নাকি সেই চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হবে ডিমে তা দেবার জন্যে। যদি কেউ বসতে রাজী না হয় তাহলে তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হবে।'

নাগুলনভ পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে দ্রুত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সেই সন্ন্যেসিনীটা এখন কোথায়?'

'পিট্টান দিয়েছে। সে তো আর বোকা নয়। গুজব ছড়িয়েই সরে পড়েছে।'

'এই কুচক্রীগুলোকে ধরে ধরে জেলে পুরতে পারলেই ঠিক হয়। জেলখানাই হচ্ছে ওদের উপযুক্ত জায়গা। আমার সঙ্গে দেখা হলে আর রক্ষে ছিল না— খুব বেঁচে গেছে! আমি হলে ওর মাথা ওর স্কার্টে মুড়ে ধরে আচ্ছা করে চাবকিয়ে দিতাম। তুমি তো এদিকে গাঁয়ের সোভিয়েতের মাথা। অথচ দেখা যাচ্ছে, যে-কেউ এসে খুশিমতো গাঁয়ে রাত কাটিয়ে যেতে পারে! ব্যাপার যা চলেছে খুবই চমৎকার!'

'আমি একা মানুষ সব লোকের হদিস রেখে চলব—তা কি করে সম্ভব!'

ওভারকোটের ওপরে মস্ত একটা শিপ্‌স্কিন মুড়ি দিয়ে দাভিদভ বসেছিল টেবিলের সামনে। আগামী বসন্তকালে মাঠে কি-ভাবে চাষ দেওয়া হবে তার একটি পরিকল্পনা যৌথখামারের সভায় মঞ্জুর হয়েছে। দাভিদভ সেই পরিকল্পনাটি শেষ-বারের মতো দেখে নিচ্ছিল। চোখ না তুলেই সে বলল, 'আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়ানো তো আমাদের শত্রুদের অতি পুরনো কৌশল। আমাদের সমস্ত গঠনমূলক কাজের ওপরে ওরা কালি লেপে দিতে চায়। আর মাঝে মাঝে আমরাও এমন সব কাণ্ড করে বসি যার ফলে ওরা তুরুপের তাস হাতে পেয়ে যায়। মুরগির ব্যাপারটা ঠিক এমনিধারা একটি কাণ্ড।'

'তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?' নাগুলনভের নাক ফুলে উঠল।

'আমি বলতে চাইছি মুরগিগুলোকে যৌথখামারের সম্পত্তি করে তোলার ব্যাপারটা।'

'বাজে কথা—ভুল কথা।'

'আমি ঠিক কথাই বলেছি—পুরোপুরি ঠিক কথা! এত ছোট ব্যাপারে শক্তিক্ষয় করাটা আমাদের উচিত হয়নি। ওদিকে চাষের জন্যে যে বীজ দরকার তাও আমাদের হাতে নেই—কিন্তু আমরা মাথা ঘামাচ্ছি মুরগি নিয়ে! এটা যদি বোকামি না হয় তাহলে আর বোকামি কাকে বলে! আমার তো

মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে! জেলা কমিটি যখন শুনবে যে আমাদের হাতে বীজ নেই—তখন আমার যে কী অবস্থা হবে তা বলার নয়! এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না, কিন্তু অতি অপ্রিয় সত্য!'

'মুরগি কেন যৌথখামারের সম্পত্তি হবে না সেকথাটা তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলো তো। মিটিঙে তো কোনো আপত্তি ওঠেনি—উঠেছিল কি?'

'কথাটা তা নয়!' দাভিদভ ভুরু কুঁচকিয়ে বলে উঠল, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমাদের এখন মাথা ঘামাতে হবে আসল জিনিস নিয়ে! তার কাছে হাঁসমুরগি পালনের ব্যাপারটা তো তুচ্ছ। আমাদের গড়ে তুলতে হবে যৌথখামার, প্রত্যেককে টেনে আনতে হবে যৌথখামারের মধ্যে, চাষের কাজ শুরু করতে হবে। শোনো মাকার, বিষয়টি গুরুতর। এ-বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে ওই বাজে হাঁসমুরগির ব্যাপার নিয়ে আমরা ভুল করেছি—রাজনৈতিক ভুল। যৌথখামারের সংগঠন সম্পর্কে কিছু লেখা কাল রাত্তিরে আমি পড়ে দেখলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি আমাদের ভুলটা কোথায় হয়েছে। ব্যাপারটা কি জান, আমরা যা গড়ে তুলতে চাই তা হচ্ছে যৌথখামার। কিন্তু আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হবে, যৌথখামার নয়, আমরা গড়ে তুলতে চাইছি কমিউন। ঠিক বলিনি? এই হচ্ছে যাকে বলা হয় বামপন্থী বিচ্যুতি! বিষয়টি তুমি ভেবে দেখো মাকার। তোমার কথাতেই আমরা সায় দিয়েছিলাম। এখন তোমাকেই সত্যিকারের বলশেভিক সাহস দেখিয়ে ভুল স্বীকার করতে হবে। আমি হলে নিশ্চয়ই তাই করতাম। আর হুকুম দিতাম যে যার-যার হাঁসমুরগি বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাক। কী বলো, তাই করলে ভালো হয় না? আর তুমি যদি হুকুম না দাও তো আমাকেই দিতে হবে, হুকুম দেবার ক্ষমতা আমারও আছে। আগে ফিরে আসি—তারপরে। আচ্ছা এখন চলি।'

মাথায় ক্যাপ এঁটে নিয়ে, স্যাপ্‌খেলিনের গন্ধওলা কুলাক শিপ্‌স্কিনের কলারটা তুলে দিয়ে, হাতের ফাইল বন্ধ করতে করতে সে আবার বলল, 'এই ছুটকো সন্ন্যেসিনীগুলোর কাজই এই: এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো আর গুজব ছড়িয়ে ছড়িয়ে স্ত্রীলোকদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, যৌথখামার হচ্ছে একেবারেই নতুন ধরনের একটি কাজ—যৌথখামার ছাড়া এখন আমাদের চলতেই পারে না। যৌথখামারের সমর্থনে প্রত্যেককে সামিল করতে হবে আমাদের। স্ত্রীলোকদের তো বটেই—

ছোট-বড়ো সকলকেই! যৌথখামারের কাজে স্ত্রীলোকদেরও অনেক কিছু করার আছে—অনেক কিছু!' এই বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ব্যাপারটা ভেবে ভাখ মাকার। তাই ভালো—যে যার মুরগি ফিরিয়ে নিয়ে যাক। দাভিদভ ঠিক কথাই বলেছে।'

নাগুলনভ কী জবাব দেয় শোনবার জন্যে রাজমিয়োৎনভ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নাগুলনভ বসে আছে জানলার বাজুতে, তার কোটের বোতাম খোলা, ক্যাপটা হাতের মধ্যে নিয়ে অনবরত মোচড়াচ্ছে, আর নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ছে। মিনিট তিনেক সময় পার হল। তারপরে আচমকা মাথা তুলল মাকার, সোজা স্পষ্ট দৃষ্টি রাখল রাজমিয়োৎনভের মুখের ওপরে, বলল, 'তাই বটে, আমরা ভুলই করেছি, তাই বটে! একেবারে মোক্ষম যথার্থ কথা বলেছে দাভিদভ—ওই ফোঁকলা-দেঁতো শয়তানটা!' কথাটা বলে সে কেমন যেন বেমানান ভাবে হাসতে লাগল।

ওদিকে দাভিদভ যখন স্লেজগাড়িতে উঠছে, কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ পাশেই দাঁড়িয়ে। কি একটা বিষয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলেছে দুজনের মধ্যে। হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাতে চাইছে কোন্দ্রাৎ। স্লেজগাড়ির চালক অধৈর্য, কিছুক্ষণ লাগাম নিয়ে নাড়াচাড়া করল, তারপরে হাতের চাবুকটা গুঁজে রেখে দিল আসনের নিচে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে দাভিদভ শুনছিল।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে রাজমিয়োৎনভ শুনল দাভিদভ বলছে, 'এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। সব জিনিসই আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে—সব ঠিক হয়ে যাবে! দরকার হয় তো আমরা জরিমানা আদায় করার ব্যবস্থা করব। সব কাজ যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হতে হবে দলের সর্দারদের। আচ্ছা চলি, ফিরে এসে আবার কথা হবে।'

তারপরে ঘোড়ার পিঠে চটাৎ চটাৎ চাবুক পড়ার শব্দ। বরফের ওপরে ঘন নীল দাগ ফুটিয়ে তুলে স্লেজগাড়িটা গেট পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাঁসমুরগির ছাউনির উঠোনে শ'য়ে শ'য়ে মুরগি বিচিত্র বর্ণের নুড়ির মতো ছড়িয়ে থাকে। 'হাঁসমুরগির খবরদারী' করার ভারপ্রাপ্ত বুড়ো আকিম ঘুরে বেড়ায়, হাতে একটা ভাঙাডাল। বাতাস তার পাকা দাড়ি নিয়ে খেলা করে। বাতাস তার কপালের ঘাম শুকিয়ে নেয়। চলতে ফিরতে পায়ের ফেল্টু-বুট

দিয়ে পাখিগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কাঁধে ঝোলে একটি ব্যাগ, যার আধা-আধি ভর্তি থাকে মোটা দানায়। গোলাঘর থেকে ছাউনী পর্যন্ত রাস্তায় সরু একটি রেখায় সে ছড়িয়ে দেয় এই দানাগুলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মুরগিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পায়ের কাছে, একরাশ বুদ্‌বুদের মতো টগবগিয়ে ওঠে, কৃ-কৃ-কৃ শব্দে উদ্বেগ ও উত্তেজনার ডাক ছাড়ে।

বেড়া দিয়ে ঘেরা ঝাড়াইয়ের উঠোনে সাদা হাঁসের ঝাঁক। দূর থেকে দেখে মনে হয় ধবধবে সাদা চুনের স্তূপ। শোনা যায় উচ্চকণ্ঠ সুরেলা ডাক, ডানার ঝাটপটানি, শিস দেবার মতো আওয়াজ—যেমনটি শোনা যায় শীতকালের প্লাবিত জলাভূমি থেকে। গোলাঘরটিকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জমাট একটি জনতা। শুধু দেখা যাচ্ছে পিঠ আর তলা। মাথাগুলো ঝুঁকে রয়েছে, চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে নোয়ানো।

রাজমিস্ত্রোৎনভ এগিয়ে এসে একজনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করল ভেতরের গোল জায়গাটায় কী হচ্ছে। শুনতে পেল চাপা দম-বন্ধ-করা স্বরে উত্তেজিত মন্তব্য।

'লালের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।'

'বললেই হল! দেখছ না ওর ঝুঁটি এর মধ্যেই ঝুলঝুল।'

'আচ্ছা গোবেড়েন দিয়েছে যাই বলো!'

'ছাখ, ছাখ, ওর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়েছে, ওকে আর লড়তে হচ্ছে না।'

ঠিক এই সময়ে শোনা গেল বুড়ো শ্চুকরের গলা: 'না, না, লাথি মারতে হবে না। লাথি মারার কোনো দরকার নেই! ও নিজের থেকেই যাবে। হারামজাদা, কথা কানে ওঠে না, বারণ করছি না লাথি মারতে! কথা না শুনলে আমিও কিন্তু পেটে লাথি মারব বলে রাখছি!'

দুটি মোরগ—একটি টকটকে লাল, অপরটি কাকের মতো কুচকুচে কালো—ডানা ছড়িয়ে দিয়ে একে অপরকে চক্কর দিচ্ছে। তাদের ঝুঁটিগুলো ঠোকরানি খেয়ে খেয়ে ফালা-ফালা, জমাট রক্তে কালো। মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে দোমড়ানো মোচড়ানো কালো ও লাল পালক। যোদ্ধারা এখন ক্লান্ত। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই ভান করছে ভিজে বরফের ওপরে কিসের ওপরে ঠোকরাতেই তারা ব্যস্ত—আসলে কিন্তু সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে একে অপরের হাবভাব। কিন্তু এই চেষ্টাকৃত নিস্পৃহতা অচিরেই শেষ হয়ে গেল। আচমকা কালো মোরগটা লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, আগুনের ওপর দিয়ে দাঁড়কাকের

শূন্যে ওঠার মতো। লাল মোরগটিও তাই করল। এক অপরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাঝপথে শূন্যে। বারে বারে এ ব্যাপারটি চলতে থাকল।

বুড়ো শ্চুকার এই মোরগের লড়াই উপভোগ করছে বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে। তার নাক থেকে পোঁটা গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। তার সমগ্র মনোযোগ লাল মোরগটির ওপরে। সে চাইছে লালের জিত। মুখচোরা দেমিদের সঙ্গে এই নিয়ে বাজি ধরেছে সে। কিন্তু আচমকা একটি রূঢ় স্পর্শে শ্চুকারকে এই আত্মহারা অবস্থা থেকে ফিরে আসতে হল। এই হাত নেমে এসেছে তার কোটের কলারের ওপরে। তারপরে হাতটা তাকে চক্রের বাইরে টেনে নিয়ে এল। শ্চুকার ফিরে তাকাল, রাগে তার মুখখানা বিকৃত, হয়তো-বা মোরগের মতোই ফুঁসে উঠে আততায়ীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার মুখের ভাব বদলে গেল, রাগের বদলে ফুটে উঠল সানন্দ অভিনন্দন, কারণ সে দেখতে পেয়েছে আততায়ী হাতটি আর কারও নয়—মাকার নাগুলনভের। চোখমুখ পাকিয়ে, ভুরু কুঁচকিয়ে নাগুলনভ দর্শকদের সরিয়ে দিল, মোরগদুটোকে দিল তাড়িয়ে, তারপরে গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, 'মোরগের লড়াই বাধিয়ে মজা করা হচ্ছে! কেন, আর কোনো কাজ নেই! যাও, যাও, বসে বসে সময় না কাটিয়ে কাজ করো গিয়ে! আর কিছু করার না থাকে আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার ঘাস ঠিক করো গিয়ে। সবজির ক্ষেতে গোবর নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে দুজনে যাও তো, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের খবর দাও যে-যার মুরগি ফিরিয়ে নিয়ে যাক।'

'অ্যাঁ! বলো কি গো! যৌথখামার থেকে হাঁসমুরগিকে বার করে দেওয়া হবে?' মোরগের লড়াই নিয়ে যারা মেতে উঠেছিল তাদেরই মধ্যে থেকে একজন প্রশ্ন করেছে, তার মাথায় শেয়ালের লোমের টুপি, তার নাম বান্নিক: 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যৌথখামারে থাকতে হলে যতোখানি শ্রেণীচেতনা দরকার তা হাঁস-মুরগির নেই—না কি গো? এই যে তোমরা এখানে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চাইছ, সেখানে মোরগের লড়াইটা চলবে তো?'

নাগুলনভ থমথমে দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাল। তার ঠোঁটদুটো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। বলল, 'ঠাট্টা করতে পার, ঠাট্টা করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কী নিয়ে ঠাট্টা করছ মনে থাকে যেন। এই বিশ্বের সেরা মানুষরা প্রাণ দিয়েছে সমাজতন্ত্রের জন্যে—আর তুমি কিনা তাদের নিয়েই ঠাট্টা করছ!' তার-পরেই হুংকার ছাড়ল, 'বেরিয়ে যা, বিপ্লবের শত্রুর শুয়োরের বাচ্চা, এক্ষুনি বেরিয়ে

যা এখান থেকে। নইলে মারের চোটে রফারফা হবে এই বলে রাখছি। হারাম-জাদা, কবরে গিয়ে যদি ঢোকার ইচ্ছে না থাকে তো এক্ষুনি এখান থেকে পালা! ঠাট্টা করতে আমিও জানি!'

কথাকটি দমে গিয়েছে। নাগুলনভ মুখ ফিরিয়ে নিল, হাঁসমুরগি ভরা ছাউনীটার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখল। তার কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে আস্তে আস্তে পা ফেলে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

কুড়ি

তামাকের ধোঁয়ায় নীল জেলা কমিটির আপিস। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে টাইপ-রাইটার চলছে। হল্যাণ্ডীয় স্টোভটিতে গনগনে আগুন।

ব্যুরোর মিটিং বসার কথা ছুটোর সময়ে। জেলা কমিটির সেক্রেটারি ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো মানুষটি, ঘর্মাক্ত কলেবর, কলারের বোতাম খোলা। দাভিদভের দিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে পুরুষ্টু সাদা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'মনে রাখবেন, আমার সময় খুবই কম! এবার বলুন তো দেখি, ওখানে কতখানি কী করতে পেরেছেন? হিসেবটা কী, শতকরা কত ভাগ সামিল হয়েছে যৌথখামারে? একশো ভাগই হবে তো? কাটছাঁট করে বলুন।'

'এখনো হয়নি, তবে শিগ্‌গিরই হবে। কিন্তু শতকরা হিসেবটা এক্ষেত্রে জরুরি নয়। আমার দুশ্চিন্তা ভেতরকার অবস্থা নিয়ে। বসন্তের আবাদ কি-ভাবে হবে তার একটা প্ল্যান আমি সঙ্গে এনেছি। আপনি কি একবার দেখবেন?'

'না, না!' সেক্রেটারির গলার স্বরে আতঙ্ক, ফুলো ফুলো চোখদুটো আশঙ্কায় বিস্ফারিত। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বলল, 'প্ল্যান যদি দেখাতে হয় তো জেলা কৃষি ইউনিয়নের লুপেভোভের কাছে যান। প্ল্যানটা ঠিক আছে কিনা তা লুপেভোভই বলতে পারবে। আমার সময় নেই। আঞ্চলিক কমিটি থেকে একজন কমরেড এসেছেন। এক্ষুনি ব্যুরোর মিটিং বসবে। আমি আপনার কাছে যা জানতে চাইছি তা এই: আপনি কোন্ আক্কেলে আমাদের কাছে ওই কুলাকগুলোকে পাঠিয়েছিলেন? আপনি তো দেখছি আমাদের খুবই মুশকিলের মধ্যে ফেলবেন। হ্যাঁ, আপনার জন্যেই আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে! আমি তো আপনাকে খুব সরল ভাষায় পইপই করে বলে দিয়েছিলাম যে এ-ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। আরো বলেছিলাম যে এ-ব্যাপারে আমাদের ওপরে কোনো সরাসরি নির্দেশ নেই। আপনার উচিত ছিল কুলাকদের

উৎখাতের জন্তে এতখানি শক্তি খরচ না করে আগে যৌথখামার গড়ে তোলা, যৌথখামারের মধ্যে সবাইকে টেনে আনা। তারপরে ধরুন বীজভাণ্ডারের ব্যাপারটা। আপনাকে জেলা কমিটি থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে অবিলম্বে বীজ-ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু আপনি কিছুই করেননি। কেন শুনি? আজকের মিটিঙে বাধ্য হয়ে আপনার ও নাগুলনভের কথা আমাকে তুলতে হবে। আপনার সম্পর্কে এ-বিষয়টি লিখিতভাবে রেকর্ড করিয়ে রাখার ব্যবস্থাও আমি করব। এটা সত্যিই খুব লজ্জার কথা! আপনাকে আরো মনোযোগী হতে হবে কমরেড দাভিদভ! আপনি এই যে জেলা কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি পালন করতে অক্ষম হলেন তার ফলে কর্তৃপক্ষকে আপনার সম্পর্কে খুবই অপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে! আপনার শেষ রিপোর্টে বীজের পরিমাণ কত যেন উল্লেখ করেছেন? সবুর, সবুর, আমি নিজেই দেখে নিচ্ছি।' সেক্রেটারি তার ডেস্ক থেকে পুরু দাগ টানা একটি গ্রাফ-কাগজ বার করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখল আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠে বলে উঠল, 'হুঁম! তাই বটে! অতিরিক্ত একটি পুডও নয়! চুপ করে আছেন কেন, কী বলতে চান বলুন না?'

'আপনি আমাকে কথা বলবার সুযোগ দিচ্ছেন কই! একথা সত্যি যে বীজভাণ্ডারের ব্যাপারে আমরা কিছুই করতে পারিনি। আজ ফিরে গিয়েই আমি একাজে হাত দেব। এতদিন পর্যন্ত আমাদের রোজই মিটিং করতে হয়েছে। যৌথখামারের সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছে। পরিচালনা বোর্ড ও টীম তৈরি করতে হয়েছে। এত কিছু করার আছে যে চাইলেই সবকিছু করা যায় না। এ তো আর ম্যাজিক নয় যে এক-দুই গুণতে না গুণতেই যৌথখামার তৈরি হয়ে যাবে, কুলাকরা উৎখাত হবে, বীজভাণ্ডার সংগ্রহ হবে! সব কাজই আমরা করব। তবে এত তাড়াতাড়ি আমার বিরুদ্ধে কোনো কিছু রেকর্ড করাতে যাবেন না। তার সময় অনেক পাবেন।'

'ওপরওলা কমিটি যদি আমাকে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ না দেয় তাহলে আমাকে তাড়া লাগাতেই হবে। এখন ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছে! আপনাকে বলে রাখছি, আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই বীজভাণ্ডার গড়ে তুলতেই হবে আর আপনি...'

'ঠিক আছে, পনেরো তারিখের মধ্যে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে—এর অন্যথা হবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের আগে রোয়ার কাজ শুরু হবে না—তা তো মানেন?

আজ আমরা পরিচালনা বোর্ডের একজন সদস্যকে তুবিয়ানস্কোয়-তে পাঠিয়েছিলাম একটা ঝাড়াইযন্ত্র পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে। ওখানকার যৌথখামারের সভাপতি আমাদের বোকা ঠাউরেছেন মনে হয়। আমরা একটা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম ঝাড়াইযন্ত্রটি কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে। তিনি জবাবে জানিয়েছেন, 'ভবিষ্যতের কোনো এক দিনে'। ভদ্রলোকের রসিকতাজ্ঞান যে অপূর্ব তা বলতেই হবে!'

'আমার কাছে অপরের নামে বলতে আসবেন না। আপনার নিজের কাজের কথা বলুন।'

'গৃহপালিত পশু যাতে হত্যা করা না হয় সেজন্যে আমরা একটা প্রচার অভিযান শুরু করেছি। এখন আর কেউ গৃহপালিত পশু হত্যা করছে না। কয়েক দিন আগে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে হাঁসমুরগি বা এমনি ধরনের ক্ষুদে জীবগুলো-কেও আমরা যৌথখামারের সম্পত্তি করে নেব। কারণ আমাদের ভয় ছিল যে এই জীবগুলোকেও হত্যা করা হবে। মোটামুটি বলতে গেলে,...যাই হোক, আজ আমি নাগুলনভকে বলে এসেছি যার যার হাঁসমুরগি যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'

'কেন, তা বলতে গেলেন কেন?'

'আমি মনে করি ক্ষুদে জীবগুলোকে যৌথখামারের সম্পত্তি করাটা ভুল হবে। যৌথখামারে তার কোনো প্রয়োজনও এখন নেই।'

'হাঁসমুরগি যৌথখামারের সম্পত্তি হবে—এ-ধরনের কোনো প্রস্তাব কি নেওয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল।'

'তাহলে আর গোলমাল কোথায়?'

'হাঁসমুরগি দেখাশোনা করার লোক নেই। ফলে যৌথখামারীদের মনোবল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। হ্যাঁ তাই। ছোটখাটো ব্যাপার চাপিয়ে যৌথখামারীদের অসুবিধেয় ফেলার তো কোনো দরকার নেই। আর হাঁসমুরগিকে যৌথখামারের সম্পত্তি করতে হবে—এটা এমন কিছু জরুরি ব্যাপারও নয়। আমরা গড়ে তুলতে চাইছি যৌথখামার—কমিউন নয়।'

'আপনার থিওরিটা চমৎকার বলতে হবে! হাঁসমুরগি ফেরৎ দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? অবশ্য গোড়া থেকেই উচিত ছিল হাঁসমুরগির ব্যাপারে হাত না দেওয়া। কিন্তু একবার যখন হাত দেওয়া হয়ে গিয়েছে তখন আর হাত সরিয়ে না নিলেই চলত। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোড়জোড় করতেই সময় কেটে

যাচ্ছে আপনার। আপনাকে আরো উঠে-পড়ে লাগতে হবে! এখনো আপনি বীজভাণ্ডার তৈরি করতে পারেননি! এখনো যৌথখামারে শতকরা একশো ভাগ সামিল হয়নি! এখনো যন্ত্রপাতি মেরামত হয়নি!'

'কামারশালে যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা আমি আজই করতে এসেছি!'

'কিন্তু আপনি কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পারছেন না। আমি আপনার ওখানে একটি প্রচারদল পাঠিয়ে দেব। তাদের কাছে আপনি শিখতে পারবেন কি-ভাবে কাজ করতে হয়।'

'নিশ্চয়ই পাঠাবেন, অতি অবশ্যই। আমাদের কাজের পক্ষে তাহলে খুবই সুবিধে হবে।'

'কিন্তু যেখানে তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার ছিল না সেখানে আপনি একেবারে বিজলি-গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছেন। সিগারেট নিন।' সেক্রেটারি তার সিগারেট-কেসটা বাড়িয়ে ধরল, 'কোথাও কিছু নেই, আচমকা গাড়ির পর গাড়ি বোঝাই হয়ে কুলাকের দল এসে হাজির। সিকিউরিটির লোক আমাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করে, এই লোকগুলোর ব্যবস্থা কী হবে? এদের সম্পর্কে কোনো নির্দেশ ওপরওলাদের কাছ থেকে আমি পাইনি। এদের যদি কোথাও পাঠাতে হয় তো ট্রেনের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু পাঠাবো তো বলছি, কোথায় পাঠাবো? কি-ভাবে? দেখছেন তো, আপনি আমাদের কী গোলযোগের মধ্যে ফেলেছেন! না কোনো বলাকওয়া, না কোনো ব্যবস্থা!'

'বেশ তো, আপনিই বলুন না ওই কুলাকগুলোকে নিয়ে আমার কী করা উচিত ছিল?'

দাভিদভের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। আর মেজাজ গরম হয়ে উঠতেই দাভিদভ কথা বলতে লাগল খুবই তাড়াতাড়ি। আর তাড়াতাড়ি কথা বলবার চেষ্টা করলেই দাভিদভের ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিভ আটকে যায়, ফলে তার কথাগুলো হয়ে ওঠে অস্পষ্ট ও জড়ানো-জড়ানো। এখনো তাই হল। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে কথাগুলো সামান্য ঠেকে ঠেকে যেতে লাগল। কর্কশ ও চড়া গলার স্বরে ফেটে পড়তে লাগল উত্তেজনা।

'আপনি কি আশা করেছিলেন যে আমি ওই কুলাকগুলোকে গলার মালা করে ঝুলিয়ে রাখব? গরিব চাষী খোপরভ ও তার বৌকে ওরা খুন করেছে।'

সেক্রেটারি বাধা দিয়ে বলল, "তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই খুনের পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে।'

'ইন্‌স্‌পেক্টরটি ছিল অপদার্থ, তাই কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটা কুলাকদেরই কাণ্ড! আমরা যাতে যৌথখামার গড়ে তুলতে না পারি সেজন্যে ওরা ক্ষমতায় যা কুলোয় সবই করেছে। যতো রকমে সম্ভব প্রচার করেছে যৌথখামারের বিরুদ্ধে। তাই আমরা ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না এসব কথা কেন আপনি এখনও তুলছেন। মনে হচ্ছে কুলাকদের দুঃখে আপনার…'

'পাগল নাকি! আরেকটু ভেবেচিন্তে কথা বলবেন কমরেড! আর এই যে আপনি নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করেছেন, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না মেনে একপেশে নীতি অনুসরণ করছেন—এতে আমি খুবই আপত্তি জানাই। আপনি করলেন কি, না গোড়াতেই একপাল কুলাককে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চাপিয়ে দিলেন আমাদের ঘাড়ে। তার ফলে এই লোকগুলোকে জেলার বাইরে বার করতে গিয়ে আমাদের অবস্থাটা কি-রকম বেকায়দায় হল ভাবুন তো! ওদিকে আপনি তো ঠিক করে বসে আছেন যে আপনাদের গাড়িগুলো এই লোকগুলোকে জেলা কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে। তার বেশি এক পাও নয়! এতটা কড়াকড়ি করবার দরকারটা কি? আরেকটু উদার হয়ে এই লোকগুলোকে সোজা স্টেশনে বা শহরে কি পাঠিয়ে দেওয়া যেত না?'

'গাড়িগুলো আমাদের নিজেদের কাজের জন্যে দরকার ছিল।'

'তাই তো বলছিলাম—আপনার মধ্যে উদারতার অভাব আছে! যাই হোক, আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। এবার কাজের কথা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আপনাকে যে-সব কাজ করতে হবে তা শুনে রাখুন। বীজভাণ্ডার সম্পূর্ণ করতে হবে। বীজ বপনের যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে সারিয়ে নিতে হবে। শতকরা একশো জনকেই যৌথখামারে সামিল করতে হবে। আপনাদের খামারের সঙ্গে অন্য কোনো খামারের সম্পর্ক থাকবে না। কারণ, অন্যান্য ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে আপনাদের এলাকাটি স্বতন্ত্র। এজন্যে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার 'অতিবৃহৎ' খামারের মধ্যে আপনাদের খামারটি পড়ছে না। আর আমাদের সদর দপ্তরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরও বলিহারি! কোনো মতিস্থির নেই। এই তাঁরা বলছেন, "অতিবৃহৎ খামার গড়ে তোলো! পরক্ষণেই হুকুম দিচ্ছেন, অতিবৃহৎ খামার ভেঙে দাও! ওদিকে ক্ষণে-ক্ষণে হুকুম-বদলের ঠেলা সামলাতে গিয়ে চোখে যে সর্ষেফুল দেখতে হচ্ছে!'

দু-হাতে মাথা চেপে ধরে সেক্রেটারি মিনিটখানেক চুপ করে বসে রইল।

তারপর অস্তু ধরনের গলায় আবার বলল, 'আপনি এখন জেলা কৃষি ইউনিয়ন আপিসে চলে যান। সেখানে আপনার পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়ে নিন। তারপরে ক্যানটিনে খেয়ে নেবেন। আর যদি দেরি হয়ে যায় তো আমার ওখানে চলে যাবেন। আমার স্ত্রী আপনার খাবার ব্যবস্থা করবে। এক মিনিট দাঁড়ান, আমি একটা চিঠি লিখে দিই।'

এক টুকরো কাগজে ঘস্ ঘস্ করে সে কি যেন লিখল। কাগজের টুকরোটা ঠেলে দিল দাভিদভের দিকে। তারপরে নিজের কাগজপত্রের মধ্যে ডুব দেবার আগে দাভিদভকে বিদায় জানাবার জন্যে চটচটে হাতটা সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'তারপরে সোজা ফিরে যাবেন। আচ্ছা আসুন তাহলে। কিন্তু মিটিঙে আপনার নামে আমাকে বলতেই হবে। কিংবা থাক, নাই বা বললাম। কিন্তু আপনাকে আরো তৎপর হতে হবে। নইলে সাংগঠনিক অক্ষমতার অভিযোগ উঠবে আপনার নামে।'

বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে দাভিদভ হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে দেখল। নীল পেনসিলে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা : 'লিজা! পত্রবাহকের জন্যে অবিলম্বে আহার্যের ব্যবস্থা করবে—এই আমার সুস্পষ্ট প্রস্তাব।'

ক্ষুধার্ত দাভিদভ হতাশ হয়ে ভাবল, এ-ধরনের একটি সুপারিশ নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বরং উপোস দেওয়া ভালো। তারপরে কৃষি ইউনিয়ন আপিসের দিকে চলতে শুরু করল।

একুশ

পরিকল্পনা ছিল যে আগামী বসন্তে গ্রেমিয়াচি লগে ১১৬৬ একর জমিতে চাষ দেওয়া হবে। তার মধ্যে নতুন আবাদ দেওয়া হবে ২১২ একর জমিতে। গত শরতে ১৫৫৮ একর জমিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষ দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ৫১৯ একর জমিতে বোনা হয়েছিল শীতের যব। গ্রেমিয়াচি লগের মোট আবাদী জমির মধ্যে ১৬৪৭ একরে বরাদ্দ হয়েছে গম, ৫১৯ একরে যব, ২৬৭একরে বার্লি, ১২৩ একরে যই, ১৬১ একরে জোয়ার, ৪১৩ একরে ভুট্টা, ৩২ একরে শণ। সব মিলিয়ে আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৭৩ একর। গ্রামের দক্ষিণে আরো যে ২২৫ একর বালু-জমি আছে যেখানে তরমুজের চাষ হতে পারে, তা এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি।

সাধারণভাবে চাষ-আবাদের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে একটা সভা হল ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। যৌথখামারের চল্লিশজন সক্রিয় সদস্য যোগ দিল এই সভায়। বীজভাণ্ডার গড়ে তোলা, ক্ষেতের কাজের সীমানা ঠিক করে দেওয়া, যন্ত্রপাতি মেরামত করা, বসন্তকালের ক্ষেতের কাজের জন্যে পশুখাদ্য বরাদ্দ করা—এই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়।

ইয়াকভ লুকিচের পরামর্শ অনুসারে দাভিদভ প্রস্তাব করল যে একর পিছু তিন পুড গমের বীজ বরাদ্দ রাখা হোক। প্রস্তাব তোলার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে প্রচণ্ড সোরগোল। কেউ কারও কথা শুনতে রাজী নয়—তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সকলে। সেই চিৎকারে তিতোকের বাড়ির জানলার শার্সিগুলো কাঁপতে লাগল আর ঝন্‌ঝন শব্দে বেজে উঠল।

'তিন পুড! তা যে অনেকখানি গো!'

'শুধু গাদালেই তো হয় না, পেটে সওয়াতেও হয়!'

'আমাদের জমিতে একসঙ্গে এত বীজ কখনো রুয়েছি বলে তো মনে পড়ে না!'

'বীজের পরিমাণ যা বলছ তা শুনে মুরগি পর্যন্ত হাসবে!'

'না হয় ধরা গেল আড়াই পুড।'

'বড়ো জোর দু পুড—তার বেশি কিছুতেই নয়।'

'একর পিছু তিন পুড বীজ বুনবে তেমন জমি পাবে কোথায়! তেমন সরেস জমি আমাদের হাতে ছিটেফোঁটাও নেই। তাছাড়া বোনার কাজটা শুরু করা উচিত এজমালি জমি থেকে—তাই না? সরকারের পরিকল্পনাটা কী?'

'পাল্মুশ্‌কিনের কুঁড়ের সামনের জমিতেও তো চাষ দেওয়া যেতে পারে—কি বলো?'

'পাগল নাকি! অমন ভালো ঘাসের জমি এ-তল্লাটে নেই—ওখানে চাষ দেবার কথা ভাবাই চলে না! মাথা খাটাও, বুঝেছ হে, মাথা খাটাও!'

'বীজের কথা হচ্ছিল বীজের কথাই হোক। একর পিছু কত কিলো বীজ লাগবে বলো দিকি!'

'আবার কিলো কেন! ওটা বড়োই গোলমেলে ব্যাপার। পুডে বলো হে, পুডে বলো।'

'আমার কথাটা শোনো ভাইসব। এত চেঁচামেচি কেন! তোমরা কি সব পাগল হয়ে গেলে!' দু-নম্বর টীমের সর্দার লুবিশ্‌কিন তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।

'নাও, নাও, সবটাই নিয়ে নাও, কেউ বারণ করছে না তোমাদের!'

'তোমরা কি মানুষ না আর কিছু! ব্যাভার করছ যেন একপাল জন্তু! ইগ্‌নাট, তোমার ব্যাপারটা কি হে, অমন ষাঁড়ের মতো চিল্লাতে লেগেছ কেন? তোমার মুখটা তো একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে!'

'তুমি আর বোলো না, তোমার মুখ থেকেও তো ফেনা বেরোচ্ছে!'

'লুবিশ্‌কিন কী বলতে চায় শোনা যাক!'

'থাম থাম, কানে তালা ধরিয়ে দেবে দেখছি!'

মিটিঙে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোল। শেষকালে, যারা এতক্ষণ গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, গলা ভেঙে যেতে তারা একটু থামতেই শোনা গেল দাভিদভের হুংকার। এমনভাবে হুংকার দিয়ে উঠতে সচরাচর তাকে দেখা যায় না। সে বলল, 'এসব কী হচ্ছে! এর নাম কি মিটিং! এ-ধরনের মিটিঙে কোনো কাজ হতে পারে! সবাই মিলে এমন চিৎকার জুড়ে লাভটা কী! যার যখন পালা সে বলুক, অন্যেরা চুপ করে শোনো! আমরা এখানে জড়ো হয়েছি কাজের কথা আলোচনা করতে—একদল ডাকাতের মতো হৈ-হট্টগোল করতে নয়! তোমরা নিজেরাই বুঝে দেখ তোমরা কী কাণ্ড শুরু করেছ!' তারপরে গলার স্বর একটু নামিয়ে অপেক্ষা-

কুত শান্ত গলায় বলতে লাগল, 'শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তোমাদের শেখা উচিত মিটিং কি-ভাবে চালাতে হয়। আমাদের কারখানায় প্রায়ই আমরা মিটিং করতাম—কারখানার শপে বা ক্লাবে বা অন্য কোথাও। কিন্তু কোনো মিটিঙেই কোনো রকম বিশৃঙ্খলা হত না—আমার একথাটি তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। একজন বলতে শুরু করলে অপর সবাইকে শুনতে হয়। কিন্তু তোমরা সবাই মিলে একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিয়েছ। কে যে কী বলতে চাইছ তা কেউ-ই বুঝতে পারছে না।'

লুবিশ্‌কিন উঠে দাঁড়াল, প্রকাণ্ড একটা ওক্‌কাঠের খিল তুলে নিয়ে আস্ফালন করতে করতে বলল, 'শুনে রাখ সবাই! কেউ যখন বলতে শুরু করবে তাকে বলতে দিতে হবে! যদি কেউ বাধা দাও, তার মাথাটি আস্ত থাকবে না।'

দিয়োমকা উশাকভ বলে উঠল, 'তাহলেই হয়েছে, মিটিং শেষ হবার আগেই সবকটা মাথা ভাঙতে হবে।'

সকলে হেসে উঠল। সিগারেট ধরাল। তারপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে বসল কী পরিমাণ বীজ দরকার হতে পারে। কিন্তু আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন হল না। সহজেই বুঝতে পারা গেল যে এ-নিয়ে এত তর্কবিতর্ক ও ফাটাফাটির কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রথমে বলতে উঠল ইয়াকভ লুকিচ। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করে দিল সে।

'এত চেঁচামেচির প্রয়োজনটা কি ছিল আমি বুঝতে পারি না। কমরেড দাভিদভ বলেছে যে একর পিছু তিন পুড বীজ চাই। কেন বলেছে? কারণটা খুবই সহজ। আমরা পরামর্শ দিয়েছি, তাই বলেছে। এখন কথাটা হচ্ছে এই—বীজ বোনবার আগে আমরা কি বীজগুলোকে ঝাড়াই-বাছাই করব না? নিশ্চয়ই করব। তাতে কি কিছু বীজ ঝড়তি-পড়তি থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। বরং ঝড়তি-পড়তি কিছু বেশিই থাকতে পারে। কারণ কিছু লোক আছে যাদের একেবারেই গা নেই। তারা এমন যাচ্ছেতাই ভাবে বীজ রাখে যে সেগুলো বীজ না মুরগির দানা বোঝাই যায় না। তারা বীজ রাখে বছরকার খোরাকের সঙ্গে। তারপরে দরকারের সময়ে যেমন-তেমনভাবে বাছাই করে নেয়। তাই বলে ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর যদি কিছু পড়ে থাকে তা কি নষ্ট হবে? কিছুতেই নয়। সেগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারি মুরগি ও অন্যসব জন্তুজানোয়ারের খাবার হিসেবে।'

স্থির হল যে তিন পুডের হিসেবটাই ঠিক। তারপরে আলোচনা উঠল লাঙল-পিছু কাজের পরিমাণটা কী হবে। দেখা গেল এ-বিষয়ে কারও সঙ্গে কারও

মতের মিল নেই। এত বিভিন্ন রকমের মত যে দাভিদভের প্রায় থ' হয়ে যাবার মতো অবস্থা।

'আগে তো দেখতে হবে বসন্তটা কেমন যায়। তার আগে কি করে তোমরা বলতে পারো যে লাঙলপিছু এতখানি করে কাজ দিতে হবে?' তিন-নম্বর টীমের সর্দার ফুটফুট দাগওলা মুখ, গাঁটাকোঁট্টা চেহারার আগাফন দুব্‌ৎসেভ দাভিদভের ওপরেই মুখঝামটা দিয়ে উঠল, 'বরফ কেমনধারা গলবে আর জমির অবস্থাটা কী দাঁড়াবে—নরম না শক্ত—তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। নাকি তোমাদের সব দিব্যচক্ষু হয়েছে?'

দাভিদভ বলল, 'তুমিই বলো না দুব্‌ৎসোভ কী করা উচিত।'

'আমি বলি কি, এতসব হিসেবপত্তরের এখন কিছুই দরকার নেই। ওতে শুধুই কাগজ নষ্ট করা হচ্ছে। বীজ বোনার সময় যখন আসবে তখন জমির অবস্থা দেখেই কাজের পরিমাণ ঠিক করে নেওয়া যাবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে দ্যাখ। তুমি একটি টীমের সর্দার। তুমি নিশ্চয়ই আগে থেকে কাজের ছক করে নেওয়ার বিরুদ্ধে নও। তুমি কি মনে করো কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই কাজ চলতে পারে?'

'কোনো কোনো ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই বলা চলে না।' বলে উঠল ইয়াকভ লুকিচ। সে যে দুব্‌ৎসোভের কথায় সায় দিয়ে কথা বলবে তা কেউ ভাবেনি—'আগে থেকেই কি আর সব ব্যাপারে গণ্ডী কেটে দেওয়া চলে? মনে করো তোমার আছে তিনটি ভালো জাতের তাগড়াই বলদ আর আমার গুলোর আধখানা শরীর, বছর তিনেক করে বয়েস। তুমি যতোখানি চাষ দিতে পারবে আমি কি তা পারব? কোনোক্রমেই নয়!'

কিন্তু আর কেউ নয়, প্রতিবাদ করে উঠল কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ, 'বা, বা, চমৎকার! কথাটা শুনতে হচ্ছে কিনা খোদ আমাদের ম্যানেজার অস্ত্রোভনভের মুখ থেকেই! পরিমাণটা যদি নির্দিষ্ট করে না দাও তো কাজ হবে কি করে? আমি যদি সারাটি দিন শুধু লাঙলই ঠেলি, আর তুমি যদি সারাটি দিন শুধু রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকো তাহলে নেবার বেলায় আমিও যা নেব তুমিও তাই নেবে—তা কি কখনো হয়? তোমার দিনকাল মনে হচ্ছে ভালোই চলছে ইয়াকভ লুকিচ!'

'অন্তত তোমার চেয়ে খারাপ চলছে না কোন্দ্রাৎ খ্রীস্টোফোরোভিচ! বলদের কতখানি ক্ষমতা শুধু তারই ওপরে ভিত্তি করে চাষের জমি কি নির্দিষ্ট করা চলে? এই ধরো না কেন, তোমার জমিটা নরম আমার জমিটা শক্ত। তোমারটা

নাবাল মাঠে আমারটা উঁচু পাহাড়ে। এবার বলো হিসেবটা কী দাঁড়াবে, খুব তো চালাক হয়েছ!'

'হিসেবটা একরকম হবে শক্ত জমির জন্যে। আরেক রকম হবে নরম জমির জন্যে। বলদগুলোকে জুড়তে হবে ক্ষমতার বিচার করে। সব ব্যাপারেই এমনি বিচারবিবেচনা করা যেতে পারে!'

'শোন, শোন, উশাকভ কী যেন বলতে চায়।'

'বলুক, বলুক, বলতে দাও।'

'ভাইসব, আমার কথাটা হচ্ছে এই। রোগা রোগা বলদ যেগুলো আছে চাষ শুরু করার একমাস আগে থেকেই সেগুলোকে বাছাই-করা খাবার খেতে দেওয়া হোক। আমরা চিরকালটা তাই করে এসেছি। কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়াবে এই সমস্ত বাছাই-করা খাবারের ব্যবস্থা করা নিয়ে। আমাদের বাড়তি দানা তো সবই সরকারের গুদামে তুলে দিয়ে আসতে হয়েছে।'

'ওসব গাইবলদের কথা পরে আলোচনা করলেও চলবে। আমাদের সামনে এখন যে বিষয়টা রয়েছে তা অন্য। প্রথমে আমাদের স্থির করতে হবে রোজকার কাজের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ। শক্ত জমিতে কতখানি, লাঙলপিছু কতখানি, বীজ বোনার জন্যে কতখানি।'

'বীজ বোনার ব্যাপারেও কিন্তু জনে জনে কত তফাৎ এসে যায়। মনে করো একজনেরটা সতেরো সারির অপরজনেরটা এগারো সারির। সতেরো সারির সমান কাজ কি আর এগারো সারিতে হবে!'

'ঠিক কথা! তাহলে করণীয়টা কী তাই বলো। এই যে ভাই, হ্যাঁ তোমাকেই বলছি, তুমি তো দেখছি সব সময়েই চুপচাপ। তুমি আমাদের সক্রিয় কর্মীদলের একজন, কিন্তু কখনো তোমাকে কথা বলতে শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

মুখচোরা দেমিদ অবাক হয়ে তাকাল দাভিদভের দিকে, তারপর মোটা ভারী গলায় বলল, 'আমার মত আছে।'

'কিসে?'

'চাষ-আবাদ তো আমাদের করতেই হবে…'

'বটেই তো।'

'তাই বলছিলাম আর কি।'

'আর কিছু বলার নেই?'

দেমিদ মাথা নাড়ল।

'তাহলে এটুকুই তোমার বলার কথা!' দাভিদভ হাসল, তারপরে অন্য কী একটা কথা বলতে গেল। সকলের হাসিতে চাপা পড়ে গেল তার কথাটা।

দেমিদের হয়ে কথা বলতে উঠল শ্চুকারদাদু।

'কমরেড দাভিদভ, আমরা ওর নাম দিয়েছি মুখচোরা। ওই নামেই আমরা সবাই ওকে ডাকি। সারাটা জীবন ও মুখ বুজেই কাটিয়ে দিল। ভয়ানক কিছু না ঘটলে ও সাধারণত মুখ খোলে না। এজন্যে ওর বৌ পর্যন্ত ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। ঘটে যে বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই তা নয়। তবে একটু ছিটগ্রস্ত এই যা। বা, আরেকটু মোলায়েম করে বলতে পারি, কেমন যেন বেখাপ্পা ধরনের। ওর অবস্থাটা হয়েছে অনেকটা যেন পেছন থেকে আচমকা মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খাওয়া মানুষের মতো। ছেলেবেলাতেও ওকে আমরা দেখেছি। তখনো ভালো কিছু চোখে পড়েনি। নাক দিয়ে সব সময়েই পোঁটা গড়াত আর দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াত। ওর যে কোনো ব্যাপারে মাথা আছে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। আর বড়ো হবার পরে দেখা গেল, কখনো মুখ ফুটে কথা বলে না। আগেকার আমলে এজন্যে ওকে কম ভুগতে হয় নি। তুবিয়ানস্কোয়-এর পাদরি তো ওর সমাবেশে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ঘটেছিল পাপ স্বীকার করতে গিয়ে। লেন্ট্ উপোসের ছ-হপ্তা তখন পার হয়ে গিয়েছে—ওকে কাপড় দিয়ে ঢেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস তুমি কি চুরি করিয়াছ?' ও চুপ। 'তুমি কি ব্যভিচার করিয়াছ?' তবুও চুপ। 'তুমি কি ধূমপান কর?' 'তুমি কি স্ত্রীলোকে আসক্ত?' কোনো জবাব নেই। বোকাটা যদি একবার শুধু মুখ ফুটে বলত, 'হাঁ পিতঃ আমি পাপী,' তাহলেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হত।'

পেছন থেকে উচ্চকণ্ঠ হাসির সঙ্গে সঙ্গে একটি গলার স্বর শোনা গেল: 'বাস, বাস, এবার ছাড়ান দাও।'

'রোসো বাপু, আরেকটু বলে নিই। পাদরিঠাকুর তো প্রশ্ন করেই চলেছেন। কিন্তু দেমিদ শুধু নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে—যেমন তাকায় ভেড়া নতুন দরজার সামনে এসে। ওদিকে দেমিদের এই মূর্তি দেখে পাদরিঠাকুরও রীতিমতো ভড়কে গিয়েছেন। তাঁর বুক ঢিবঢিব করছে, শরীর কাঁপছে। তবুও তিনি প্রশ্ন করে চলেন, 'তুমি কি তোমার প্রতিবেশীর পত্নীর দিকে, বা তাহার বলদের দিকে, বা তাহার গাধার দিকে, বা তাহার অন্য কোনো গৃহপালিত পশুর দিকে লোভীর দৃষ্টিতে

তাকাইয়াছ?' এমনিধারা সব প্রশ্ন, যেমন পাদরিঠাকুররা করে থাকেন। কিন্তু দেমিদ একেবারে চুপ, হুঁ-হাঁ একটি কথাও ওর মুখে শোনা যায় না। আর ও বলবেই বা কি! পরের ঘরের বৌয়ের ওপরে ও যদি নজরও দিয়ে থাকত তাহলে ব্যাপারটা গড়াতে পারত না।'

'এবার শেষ করো দাদু! আমাদের কাজের কথার সঙ্গে তোমার এই গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই।' কড়া ধমকের সুরে দাভিদভ বলে উঠল।

'আছে, আছে, এক্ষুনি তা বুঝতে পারবে। আমি এবার কাজের কথাতেই আসছি। আর একটুখানি শোনো। কী যেন বলছিলাম! এমন বেরসিকের মতো কথায় বাধা দাও যে সব ভুলে যেতে হয়। হ্যাঁ, মনে পড়েছে!' বুড়ো শচুকার তার মাথার টাকের ওপরে হাতের একটা চাপড় মেরে ঠিক একটা মেশিনগানের মতো গড়গড় করে বলতে শুরু করল, 'পরের ঘরের বৌয়ের ওপরে নজর দিয়ে দেমিদের কোনো লাভ নেই। কারণ ব্যাপারটা কোথাও গড়াবে না। তাহলে কি অপরের গাধার ওপরে ওর নজর থাকতে পারে? বা অন্য কোনো আদরের জন্তুর ওপরে? তা থাকাটা অসম্ভব নয়। ওর মতো অবস্থায় পড়লে—নিজস্ব বলতে একটি ঘোড়াও যার নেই—এই লোভ সামলানো মুশকিল। কিন্তু তাই বলে গাধার কথাটা ওঠে কেন? আমাদের গাঁয়ে কারও ঘরে গাধা নেই। দেমিদ তো জীবনেও গাধা দেখেনি। তোমরাই বলো তো ভাই, গাধা আসবে কোত্থেকে আমাদের গাঁয়ে? কোনো কালেও কি ছিল! তার চেয়ে বরং বাঘ বা উটের সন্ধান করলে হয়তো ফল পাওয়া যেত।'

নাগুলনভ বলল, 'তুমি থামবে কি না! না যদি থামো তো এবারে আমি তোমাকে ঘর থেকে বার করে দেব!'

'বৎস মাকার, গত মে-দিবসের কথা তোমার মনে আছে কি? সেদিন দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত তুমি একনাগাড়ে বিশ্ববিপ্লবের কথা বলেছিলে! শুনতে যে আমাদের খুব ভালো লাগছিল তা বলতে পারব না। আর লাগবেই বা কেন! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা তুমি বারবার বলছিলে! সত্যি বলতে কি, তোমার বক্তৃতার মাঝখানেই বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিয়ে আমি খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কথায় বাধা দেব, সে সাহস আমার ছিল না। তুমি কিন্তু দিব্যি আমার কথায় বাধা দিচ্ছ!'

রাজমিয়োৎনভ বলল, 'সময় তো আছে, বুড়ো মানুষটা কী বলতে চায় শোনাই যাক না।' রাজমিয়োৎনভ রসিকতা পছন্দ করে, গল্প ভালোবাসে।

'এমনও হতে পারে, কোনো জবাব দেবার ছিল না বলেই দেমিদ মুখ বুজে ছিল। কিন্তু পাদরিঠাকুর একেবারেই ভড়কে গিয়েছিলেন। তিনি তখন কাপড়ের নিচে মাথা গলিয়ে দেমিদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বোবা নাকি?' এবারে দেমিদের মুখে কথা ফুটল। বলল, 'না, বোবা নই। তবে আপনার কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না, গা গুলোচ্ছে!' একথা শুনে পাদরিঠাকুর তো খেপেই অস্থির। তাঁর মুখখানা হয়ে ওঠে ঘোর সবুজ। চাপা স্বরে—আশেপাশের বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা শুনতে না পায় এমনিভাবে—তিনি হিসিয়ে উঠলেন, 'তাহলে হতভাগা অমন কাঠের পুতুল সেজে থাকার অর্থটা কী!' এই বলে তিনি হাতের বাতিদানটা দিয়ে ঠকাস করে দেমিদের দুই চোখের মধ্যিখানটিতে একটা বাড়ি মারলেন!'

'মিথ্যে কথা! আমাকে উনি মারেননি!' ঘরের হাসি ছাপিয়ে শোনা গেল দেমিদের গমগমে গলার স্বর।

'তাই নাকি দেমিদ! সত্যি বলছ মারেননি!' বুড়ো শ্চুকার খুবই অবাক হয়ে গেল। 'না মারুন, মারতে চেয়েছিলেন—তা সে একই কথা হল। আমি তো তাই বুঝি। তারপর থেকেই তো তিনি আর দেমিদকে সমাবেশে ঢুকতে দেননি। তবে আমি বলি কি ভাইসব, এসব পুরনো কথা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজনটা কী! দেমিদ মুখটি বুজে থাকবে আর আমরা অনর্গল কথাটি বলে যাব—তাই যদি হয় তাহলেই বা ক্ষতি কি! আমার মতো যারা লার কথা বলে, তাদের কথা রুপোর দামে বিকোয়। আর দেমিদের যারা চুপ করে থাকে—তাদের চুপ-করে-থাকাটা সোনার মতো দামী।'

নাগুলনভ বলল, 'তুমি যদি রুপোর চেয়ে সোনাকে একটু বেশি পছন্দ করতে তাহলে অন্তরা একটু শান্তি পেতে পারত।'

সবাই হেসে উঠল। হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল শুকনো কাঠের আগুনের মতো। আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে যে কাজের আবহাওয়াটি তৈরি হয়েছিল তা বুড়ো শ্চুকারের গল্পে পণ্ড হয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু দাভিদভ ততোক্ষণে মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলেছে। তার প্রশ্ন শোনা গেল: 'কাজের পরিমাণ সম্পর্কে তুমি কী বলতে চেয়েছিলে বলো। এবারে কাজের কথা হোক।'

'আমি?' হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে বুড়ো শ্চুকার বলল, 'ও-বিষয়ে আমি তো কিছু বলিনি। আমার তো বলার কথা

ছিল সেমিষ সম্পর্কে। কাজের পরিমাণ আর সেমিষ—দুটো তো একেবারেই আলাদা বিষয়।'

'তাহলে আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, এই মিটিঙে আর তুমি কথা বোলো না। যদি কথা বলতে হয় তো কাজের বিষয়ে কথা বলবে। ঠাট্টা-তামাসার সময় এখন নয়!'

'আমি বলি কি, লাঙল পিছু আড়াই একর।' প্রস্তাব করল যৌথখামারী ইভান বাতাল্‌শ্‌চিকভ।

শুনেই দুব্‌ৎস্রোভ ফুঁসে উঠল, 'তুমি কি নেশা করে করে এসেছ নাকি? এসব গপ্পো ঘরের বউয়ের কাছে কারো গিয়ে! মুখে রক্ত উঠিয়ে পরিশ্রম করলেও লাঙল পিছু আড়াই একক হওয়া সম্ভব নয়।'

'কাজে করেছি বলেই বলছি। আড়াই একর যদি নাও হয় তো সামান্যই কম হবে।'

'সামান্য নয়, বেশ কিছু কম!'

'লাঙল পিছু এক একর। শক্ত জমিনে তাই যথেষ্ট।'

তারপরে অনেক তর্কবিতর্কের পরে স্থির হল যে দিনে লাঙল-পিছু চাষের পরিমাণ শক্ত জমিতে হবে দেড় একর, নরম জমিতে দু-একর।

যারা বীজ বুনবে তাদের বেলায় কাজের পরিমাণ স্থির হল এগারো-সারিতে আট একর, তের-সারিতে দশ একর ও সতেরো-সারিতে বারো একর।

গ্রেমিয়াচিতে হাল বলদের সংখ্যা যেহেতু ১৮৪ আর ঘোড়া আছে ৭৩টি, অতএব বসন্তকালের বীজ বোনার ব্যাপারটা দুরূহ না হওয়াই স্বাভাবিক। ইয়াকভ লুকিচের তাই বক্তব্য।

'উঠে-পড়ে যদি লাগা যায় তাহলে বীজ বোনার ব্যাপারটা তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলা যেতে পারে। হাল-বলদের যে ব্যবস্থা আমাদের আছে তাতে আমার তো মনে হয় লাঙল-পিছু এগারো একর আবাদ করাটা কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়।'

'তুবিয়ানস্কোয়তে লাঙল-পিছু আবাদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে কুড়ি একর।' লুবিশ্‌কিন ঘোষণা করল।

'ওরা যদি চায় যে কাজের সময়ে মুখে গাঁজলা উঠিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আর আমাদের কী বলার থাকতে পারে! গত শরতে বরফ পড়তে শুরু করার আগে পর্যন্ত আমরা মাঠে লাঙল চালিয়েছিলাম। আর ওরা তখন সময় নষ্ট করেছিল জ্বালানী কাঠ ভাগাভাগি করা নিয়ে।'

সভায় সিদ্ধান্ত হল যে তিনদিনের মধ্যেই বীজভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

তারপরে উঠে দাঁড়াল গাঁয়ের কামার ইপ্‌পোলিৎ শালি। তার মুখে শোনা গেল উত্তেজনক কতকগুলো কথা। মানুষটা কানে একটু খাটো, কথা বলে খুবই উঁচু গলায়। এতগুলো মানুষের সামনে কথা বলতে উঠে একটু যেন বিব্রত। কালিঝুলি লাগা টুপিটা দোমড়াতে লাগল হাতের মধ্যে নিয়ে, খাটুনির অজস্র চিহ্নে যে-হাত কালো।

সে বলল, 'মেরামত হয় না এমন কোনো জিনিস নেই। আমি যতোক্ষণ আছি এ-ব্যাপারে কখনো ঠেকতে হবে না। কিন্তু আমাদের এখন দরকার খানিকটা লোহা। সব্বাইকে চোখ রাখতে হবে লোহা কোথা থেকে পাওয়া যায়। লাঙলের ফাল তৈরি করতে হলেও লোহা চাই। আমার কাছে তো ছিটেফোঁটা লোহাও নেই। লোহার অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই তো ভাবছি কাল থেকেই বুননফলকের কাজে হাত লাগাব। সেজন্যে চাই কয়লা আর আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন একজন লোক। আচ্ছা, যৌথখামারের কাছ থেকে আমি দাম পাব কি-ভাবে?'

দাম কি-ভাবে দেওয়া হবে তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার পরে দাভিদভ প্রস্তাব করল যে ইয়াকভ লুকিচ পরের দিন জেলাকেন্দ্রে গিয়ে কয়লা ও লোহা সংগ্রহ করে আনুক। তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পশুখাদ্য সম্পর্কে—এতে খুব বেশি সময় লাগল না। এসবের পরে ইয়াকভ লুকিচ উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিল:

'ভাইসব, আমার বলার কথাটা এই যে আমাদের আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে কোন্ জমিতে কী বীজ বুনব। এজন্যে আমাদের চাই একজন লেখা-পড়া-জানা অভিজ্ঞ কৃষিবিদ। এই গাঁয়েই যৌথখামার হবার আগে কৃষি-পরামর্শদাতা ছিল পাঁচজন। তবুও ফল কিছু ভালো হয়নি। এবারে আমরা কৃষিবিদ ঠিক করব গাঁয়ের কসাকদের মধ্যে থেকে একজনকে, যার বয়স হয়েছে অভিজ্ঞতা হয়েছে, যে নিজের হাতের তালু চেনার মতো করে গাঁয়ের জমি চেনে। যতোদিন না আমরা জমি সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানতে পারছি, যতোদিন না আমরা চাষের পদ্ধতিটা ঠিকমতো ছকে নিচ্ছি, ততোদিন এই কৃষিবিদের কাছ থেকে আমাদের প্রচুর সাহায্য নিতে হবে। আমার কথাটা ভালো করে বুঝে নাও। গাঁয়ের বেশির ভাগটাই এখন যৌথখামারে চলে এসেছে। অল্পে অল্পে আরো আসছে। যৌথখামারের বাইরে থেকে গিয়েছে এখন মাত্র দু-কুড়ি কি তিন-কুড়ি চাষী। শিগগিরই এরাও ভালো মন্দ বুঝতে পারবে ও যৌথখামারে যোগ দেবে। তাই আমাদের বীজ বুনতে হবে বিজ্ঞানকে মেনে নিয়ে, বিজ্ঞান যেমনভাবে বলে

তেমনিভাবে। এ-বিষয়ে আমি যা ভেবেছি বলি। চাষের জমি আমাদের হাতে আছে পাঁচশো একর। আমার মতে, সবটা জমিতেই সারি-প্রথায় চাষ না দিয়ে অর্ধেকটাকে 'খেরসোন' প্রথা পরখ করে দেখলে ভালো হয়। এই বসন্তে দু-শো সত্তর একর অনাবাদী জমিকে আবাদী করে তোলার কথা আছে। আমার তো মনে হয়, এই নতুন জমিতেই খেরসোন প্রথায় চাষ করা যেতে পারে।'

'আমরা তো কখনো নামও শুনিনি!'

'একটু বুঝিয়ে বলো দিকি এই চাষের ধারাটা কি-রকম।'

দাভিদভ বলল, 'বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলো।' যৌথখামারের ম্যানেজারের অভিজ্ঞতা যে কত ব্যাপক তা জানতে পেরে মনে মনে দাভিদভের খুব গর্ব হচ্ছে।

'এই প্রথার অন্য নামও আছে। কখনো কখনো বলা হয় চওড়া-সারির প্রথা বা আমেরিকান প্রথা। এই প্রথার মধ্যে অনেকখানি বুদ্ধির পরিচয় যে রয়েছে তা আমাকে বলতেই হবে। যেমন ধরো, তুমি ঠিক করলে এ-বছরে তোমার জমিতে ভুট্টা বা সূর্যমুখী ফুলের চাষ দেবে। তাহলে করতে হবে কি, বীজ বুনতে হবে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে—সাধারণত যতোখানি ফাঁক করে বোনা হয় তার চেয়েও দ্বিগুণ ফাঁক করে। তার মানে ফসলও পাওয়া যায় অর্ধেক পরিমাণের। তারপরে ফসল কাটবার সময়ে শুধু কাটতে হবে আঁটিগুলো বা ডগাগুলো। গোড়ার দিকটা জমিতেই রেখে দিতে হবে। তারপরে শরৎকালে সারিগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জমিতে বুনতে হবে শীতের গম।'

'বললেই তো আর হবে না! বুরুনী চালাতে গেলেই গোড়াগুলো ভাঙতে শুরু করবে।' কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ হাঁ করে কথাগুলো গিলছিল। তার কথার মধ্যে কৌতূহল আর আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

'তা কেন হবে? সারিগুলো তো অনেক দূরে দূরে, গাছের গোড়ায় বুরুনীর ছোঁয়ামাত্র লাগবে না। গাছের গোড়াগুলো যেমন দাঁড়িয়ে থাকার তেমনি থাকবে। তারপরে শীতকালে বরফ পড়তে শুরু করলে গাছের গোড়াগুলো বরফকে জমিতেই ধরে রাখবে। তারপরে বরফ গলবার সময়ে সেই জমির ওপরেই আস্তে আস্তে গলবে। জমি পাবে আরো বেশি জল। তারপরে বসন্তকালে গমের শিষ বেরোতে শুরু করলে সেই গোড়াগুলোকে উপড়ে ফেলতে হবে। বুদ্ধিটা খুবই ভালো—তাই না? আমি নিজে অবশ্য এই প্রথা কখনো পরখ করে দেখিনি। এই বসন্তে শুরু করব ভাবছিলাম। আমার তো মনে হয়, এই প্রথায় ফস পাওয়া যাবেই।'

'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমার তো খুবই ভালো মনে হচ্ছে। আমি এই

প্রথাকে সমর্থন করি।' দাভিদভ টেবিলের নিচে দিয়ে পা বাড়িয়ে নাগুলনভের পায়ে একটা খোঁচা দিল, তারপরে ফিসফিস করে বলল, 'শুনলে তো? আর তোমরা কিনা সবসময়েই এই মানুষটার বিরুদ্ধে গিয়েছ!'

'আমি এখনো বিরুদ্ধে আছি।'

'ওটা তোমার গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছু নয়। তুমি মানুষটা বড়ো একগুঁয়ে!'

সভায় ইয়াকভ লুকিচের প্রস্তাব গৃহীত হল। সভা শেষ হল আরো অনেকগুলো খুচরো বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পরে। দাভিদভ ও নাগুলনভ সভা থেকে বেরিয়ে সোভিয়েতের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু সোভিয়েতে পৌঁছবার আগেই চোখে পড়ল, উঁচু বুটজুতো আর খোলা চামড়ার জ্যাকেট পরা গাঁট্টাগোট্টা চেহারার অল্পবয়সী একজন লোক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাথায় চেক-কাটা শহুরে টুপি। হাওয়ার ঝাপ্‌টায় যাতে টুপিটা উড়ে না যায় সেজন্যে টুপিটাকে চেপে ধরে আছে।

চোখদুটোকে সরু করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাগুলনভ বলল, 'নিশ্চয়ই সদর থেকে আসছে।'

সামনাসামনি পৌঁছে মিলিটারি কায়দায় একটা স্যালুট দিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি গ্রাম সোভিয়েতের লোক?'

'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'পার্টির সেক্রেটারি বা সোভিয়েতের সভাপতি।'

'আমিই সেক্রেটারি আর ইনি হচ্ছেন যৌথখামারের সভাপতি।'

'তাহলে তো ভালোই হল। আমি এসেছি প্রচারদলের সঙ্গে। এক্ষুনি এসে পৌঁছলাম। সোভিয়েতে আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

থ্যাবড়া নাকওলা অল্পবয়সী লোকটি চকিতে দাভিদভের ওপরে দৃষ্টিপাত করে নিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কমরেড দাভিদভ?

'হ্যাঁ।'

'আমি আপনাকে দেখেই চিনেছি। দিন পনেরো আগে আঞ্চলিক কমিটির আপিসে আমি আপনাকে দেখেছিলাম। আমি শহরেই কাজ করি। একটা তেলকলের প্রেস-অপারেটর।'

এতক্ষণে, এতক্ষণ পরে দাভিদভ বুঝতে পারল, লোকটি এগিয়ে আসতে কেন তার নাকে সূর্যমুখী ফুলের তেলের একটা সুগন্ধ এসে লেগেছিল। দাভিদভের অত্যন্ত প্রিয় এই গন্ধটি লেগে রয়েছে লোকটির পরনের তেলতেলে জ্যাকেটে।

বাইশ

গ্রাম-সোভিয়েতে ঢোকবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে শক্তসমর্থ চেহারার একটি লোক। পরনে আধাঝুল শিপ্‌স্কিন, মাথায় সাদা পটির ক্রস লাগানো কালো চ্যাপ্‌টা কুবান টুপি। লোকটি দাঁড়িয়ে আছে দাভিদভের দিকে পেছন ফিরে। প্রকাণ্ড চওড়া দুটি কাঁধে ও বিশাল পিঠে ঢাকা পড়ে গিয়েছে চৌকাঠ সমেত পুরো দরজাটা। লোকটি দাঁড়িয়ে আছে খর্ব ও বলিষ্ঠ পা-দুটোকে অনেকখানি ফাঁক করে। সেই পা-দুটো যেন স্তেপ অঞ্চলের দেবদারুগাছের মতো শক্ত ও মজবুত। পায়ে উঁচু কিনারওলা বুটজুতো, যার হীল একপাশ দিয়ে একটুখানি ক্ষয়ে যাওয়া— দেখে মনে হচ্ছে জুতোজোড়া গজিয়ে উঠেছে বারান্দার পাটাতন থেকে আর অতি-কায় ভালুকের মতো শরীরটার চাপে পাটাতনকে দুমড়িয়ে ফেলতে চাইছে।

দাভিদভের সঙ্গে সঙ্গে যে হাঁটছিল সে বলল, 'ওই যে দেখছেন, উনিই আমাদের প্রচারদলের কর্তা কমরেড কোন্দ্রাৎকো। দাভিদভের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখে চাপা স্বরে আবার বলল, 'আমরা অবশ্য ঠাট্টা করে বলি, কমরেড বিপুল দিগ্‌গজ। লুগান্‌স্ক রেলইঞ্জিন কারখানায় টার্নারের কাজ করেন। বয়েস হয়েছে, প্রায় আমাদের বাপের মতো। আমাদের কাছে কিন্তু সমবয়সী বলেই মনে হয়!'

এতক্ষণে গলার স্বর শুনতে পেয়ে কোন্দ্রাৎকো ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর টকটকে লাল গালদুটোতে হাসি ফুটিয়ে তাকিয়েছে দাভিদভের দিকে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত গোঁফজোড়ার নিচে একসারি সাদা দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'এই যে, আপনাদের দেখে বুঝতে পারছি আপনারাই সোভিয়েতের মাথা। তা খবর ভালো তো?' ইউক্রেনীয় ভাষায় বলল সে।

'আসুন কমরেড, আসুন। আমি হচ্ছি যৌথখামারের সভাপতি। আর ইনি এখানকার পার্টির সেক্রেটারি।'

'খুব ভালো কথা! ভেতরে যাই চলুন। ছেলেরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। আমি এসেছি এই প্রচারদলটি নিয়ে। একসঙ্গে বসে একটু কথাবার্তা বলি চলুন। আমার নাম কোন্দ্রাৎকো। তবে ছেলেদের মুখে হয়তো আমার

অন্ত একটা নাম শুনবেন। ওই বিচ্ছুগুলোর কথায় কান দেবেন না যেন।' গমগমে ভরাট গলায় কথাগুলো বলে শরীরটাকে আড় করে নিয়ে দরজার মধ্যে গলিয়ে দিল নিজেকে।

অসিপ কোন্দ্রাৎকো কুড়ি বছরেরও বেশি কাজ করেছিল রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। প্রথমে টাগানরোগে, তারপরে রস্তোভ-অন-ডনে, তারপরে মারিয়ুপুলে, শেষপর্যন্ত লুগান্স্ক-এ। এই লুগান্স্কেই সে যোগ দিয়েছিল লাল রক্ষিবাহিনীতে আর সোভিয়েত শক্তির সমর্থনে চওড়া কাঁধ পেতে দাঁড়িয়েছিল। রুশদের সঙ্গে বছরের পর বছর কাটাতে গিয়ে যদিও তার মুখের ইউক্রেনীয় ভাষার বিশুদ্ধতা পুরোপুরি বজায় থাকেনি, কিন্তু তার মুখের শেভ্‌চেন্‌কো-ধরনের ঝুলে-পড়া গোঁফ এখনো নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে চেহারার দিকে থেকে সে পুরোপুরি ইউক্রেনীয়। ১৯১৮ সালে সে মার্চ করেছিল দোনেৎস খনি-শ্রমিকদের সঙ্গে, ভারোশিলভের নেতৃত্বে। মার্চ করেছিল জারিৎসিন পর্যন্ত—পথে দেখেছিল শ্বেতরক্ষীদের বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে-ওঠা কসাকদের গ্রামগুলো। গৃহযুদ্ধের সেই দিনগুলোর রেশ গৃহযুদ্ধে যারা লড়াই করেছিল তাদের স্মৃতিতে ও সত্তায় এখনো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এ-বিষয়ে কথা উঠলেই শান্ত গর্বের সঙ্গে সে বলে, 'জানো তো, আমাদের ক্লেমেন্তি* লুগান্স্কেরই লোক। আমার সঙ্গে তাঁর খুবই জানাশোনা। কোনো না কোনো সময়ে আবার যে আমাদের দেখা হবে না তাই বা কে বলতে পারে। দেখা হলে আমাকে চিনতে তাঁর একটুও দেরি হবে না। জারিৎসিনে যখন আমরা হোয়াইটদের সঙ্গে লড়াই করছিলাম তখন তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'ওহে ধাড়ী নেকড়ে, এখনো বেঁচে আছ দেখছি! তারপরে কোন্দ্রাৎকো, চলছে কেমন?' আমি বলতাম, 'এখনো বেঁচে আছি, ক্লেমেন্তি ইয়েফ্রেমোভিচ! এখন বেঁচে থাকতেই হবে! হোয়াইটদের সঙ্গে আমরা কেমন লড়াই করছি দেখছেন তো? উন্মত্তের মতো!' আবার যদি আমাদের দেখা হয়ে যায় তাহলে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।' কোন্দ্রাৎকোর কথায় প্রত্যয়ের সুর ফুটে ওঠে।

যুদ্ধের পরে প্রথমে ফিরে যেতে হল লুগান্স্কেই, পরিবহণ বিভাগের সিকিউরিটি কর্মী হিসেবে। তারপরে পার্টির কাজে বদলি, শেষপর্যন্ত লোকোমোটিভ কারখানায় ফিরে যাওয়া। এই লোকোমেটিভ কারখানায় কাজ করার সময়েই পার্টির ডাকে সামিল হতে হল যৌথখামার গড়ে তুলতে সাহায্য করার কাজে। শেষের দিকটাতে কোন্দ্রাৎকোর দেহের ওজন ও সেইসঙ্গে প্রস্থ ক্রমেই বৃদ্ধি

* ক্লেমেন্তি ইয়েফ্রেমোভিচ ভরোশিলভ

পেয়েছে। এখন তার পুরনো কমরেডরা তাকে দেখলে কিছুতেই চিনতে পারবে না এই সেই অসিপ কোন্দ্রাৎকো যে ১৯১৮ সালে জারিৎসিনে কচুকাটা করেছিল চার-চারটে কসাককে আর কুবান স্কোয়াড্রনের সেইকমাণ্ডারকে যাকে স্বয়ং র‍্যাংগেল সোনালী ও রূপোলী হরফে "বীরত্বের জন্য" কথগুটি খোদাই করা একটি তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন। বয়সের লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছে অসিপের মধ্যে, মুখমণ্ডলে প্রকট হয়ে উঠেছে নীল ও বেগুনি শিরার রেখা। কষ্টসাধ্য ছুট দিতে হলে ঘোড়ার মুখে যেমন সাদা ফেনা ওঠে, তেমনি সময়ের গতি সাদা ছোপ ফেলেছে অসিপের চেহারায়। এমনকি সেই ঝোলানো গোঁফজোড়াতেও চিক-চিক দাগ ফেলেছে বিশ্বাসঘাতক কয়েকটি রূপোলী গুচ্ছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসিপের শরীর এখনো জোয়ান, তার ইচ্ছাশক্তি এখনো অটুট। সুতরাং শরীরটা যে বেঢপ রকমের মোটা হয়ে উঠেছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কেউ যদি তার বয়সের কথা ও শরীরের ক্রমবর্ধমান মেদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে সে বলে, 'তারাস বুল্‌বা তো আমার চেয়েও মোটা ছিলেন। কিন্তু মোটা শরীর নিয়েও কি-রকম লড়াইটা করেছিলেন পোলদের সঙ্গে! আমাদের যদি আবার লড়াই করতে হয়, তাহলে, দেখে নিও, আমি আবার বেটাদের কচুকাটা করব। আড়াই কুড়ি বয়েসটা কি আর বয়েস নাকি! জারের আমলে আমার বাবা বেঁচেছিলেন একশো বছর! তাহলে আমাদের নিজেদের এই সোভিয়েত আমলে আমার তো দেড়শো বছর বেঁচে থাকা উচিত!' কোন্দ্রাৎকোকে যদি কেউ বয়েসের কথা আর ক্রমবর্ধমান মেদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে সে এই কথাগুলো বলে।

সোভিয়েতের আপিস-ঘরে কোন্দ্রাৎকোই আগে আগে ঢুকল।

'ওহে ছেলেরা, একটু চুপ করো তো দিকি! ইনি হচ্ছেন যৌথখামারের সভাপতি আর ইনি এখানকার পার্টির সেক্রেটারি। তোমরা সবাই বোসো। আমরা আগে শুনে নিই এখানকার অবস্থা ও হালচাল কেমন। তাহলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের কী করতে হবে।'

প্রচার-দলের সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে জন পনেরো নিজেদের মধ্যে নানারকম মন্তব্য করতে করতে বসল। দুজন বেরিয়ে গেল বাইরে, খুব সম্ভবত ঘোড়াগুলোকে দেখাশোনা করবার জন্যে। অচেনা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তিনটি মুখ চিনতে পারল দাভিদভ। জেলা কমিটির তিনজন কর্মী: একজন কৃষিবিদ, একজন স্কুল-শিক্ষক ও একজন ডাক্তার। বাকিরা

এসেছে আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে, কয়েকজনের চেহারা দেখে মনে হল, কারখানা থেকে। চেয়ার-টানার আর কাশির শব্দের মধ্যে সকলে যতোক্ষণ ধরে বসছিল সেই সময়ে কোন্দ্রাৎকো দাভিদভকে ফিসফিস করে বলল, 'কাউকে পাঠাতে পারেন আমাদের ঘোড়াগুলোকে কিছু ঘাস দেবার জন্যে। আর বলে দেবেন চালকরা যেন গাড়ির পাশেই থাকে।' তারপরে ধূর্তের মতো চোখ টিপে বলল, 'শুধু ঘাস কেন, আপনাদের ভাঁড়ার থেকে খানিকটা যইও হয়তো আপনারা দিতে পারবেন।'

'যই? যই তো নেই। যতোটুকু আছে তা বীজের জন্যে লাগবে।' জবাব দিয়েই অস্বস্তিতে ও নিজের প্রতি বিরক্তিতে দাভিদভ ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল। পশুখাদ্য যই এখনো ভাঁড়ারে আছে একশো পুডেরও বেশি। কিন্তু এই যই সে অন্য কাউকে দিতে রাজী নয়, কারণ এটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে বসন্ত-কালের কাজ শুরু করবার জন্যে। ইয়াকভ লুকিচ তো যইয়ের দানাগুলোকে চোখের মণির মতো আগলে রাখতে চায়। দপ্তরের ঘোড়াগুলোকে যখন দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিতে হয় তার আগে তাদের জন্যে দাভিদভ দু-এক মুঠি যই বরাদ্দ করেছে—এতেই ইয়াকভ লুকিচের কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা।

দাভিদভ মনে মনে ভাবল, 'এই হচ্ছে ক্ষুদে সম্পত্তির মালিকদের মনোভাব! আমাকেও এই মনোভাব পেয়ে বসছে। আগে তো কখনো আমার মনে এ-ধরনের চিন্তা ওঠেনি—না, কখনোই নয়! আমার এ কি মতিগতি! আচ্ছা কিছু যই তো এখনো দিতে পারি? না, না, এখন দিতে গেলে খুবই খারাপ দেখাবে।'

'যই না থাক, বার্লি পাওয়া যেতে পারে কি বলুন?'

'না, বার্লিও নেই।'

বার্লি সত্যিই নেই। কিন্তু কোন্দ্রাৎকোকে হাসি-হাসি মুখ করে বিজ্ঞের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে দাভিদভ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'না, বিশ্বাস করুন, বার্লি আমাদের সত্যিই নেই।'

'আপনি কিন্তু খুব ভালো চাষী হতে পারবেন, একেবারে সত্যিকারের চাষী... এমনকি হয়তো কুলাকও,' গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসতে হাসতে গুরুগম্ভীর স্বরে বলল কোন্দ্রাৎকো। কিন্তু দাভিদভকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে, তারপরে মেঝের ওপর থেকে একটু তুলে ধরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি ঠাট্টা করছিলাম! যা নেই তা নেই—এ তো সোজা

কথা। তবে যতোটা পারবেন বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন—আপনাদের নিজেদেরই কাজে লাগবে। যাক গিয়ে, এবার কাজের কথা শুরু হোক। সবাই চুপ করো তো দিকি—একেবারে চুপ!' তারপরে দাভিদভ ও নাগুলনভের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমরা এখানে এসেছি আপনাদের কাজে সাহায্য করতে। আশা করি আপনারা তা জানেন। এবারে আপনারা এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।'

যৌথখামার ও বীজভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিল দাভিদভ। সব শোনার পরে কোন্দ্রাৎকো যে সিদ্ধান্তে পৌঁছল তা এই: 'এখানে তো দেখছি করার মতো কাজ তেমন কিছু নেই। আমাদের সকলের থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না।' তারপরে গলা খাঁকারি দিয়ে পকেট থেকে বার করল একটা নোটবই ও ম্যাপ। মোটা একটা আঙুল বুলিয়ে ম্যাপটাকে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে বলল, 'আমরা তাহলে যাব তুবিয়ানস্কোয়-এ। দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের দলের তিনজনকে রেখে যাব এখানে। আপনাদের কাজে তারা সাহায্য করবে। আর বীজভাণ্ডার তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে হলে কী করতে হবে, সে-কথা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তো বলব, মিটিং করে করে চাষীদের কাছে বুঝিয়ে বলুন বিষয়টা কী, তারপরে সরাসরি কাজে নেমে পড়ুন।'

আস্তে আস্তে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা—কোন্দ্রাৎকোর এই বলার ধরন দাভিদভের ভালো লাগল। তবে ইউক্রেনীয় ভাষায় তার জ্ঞান এতই সামান্য যে কোন্দ্রাৎকোর ভাষার কয়েকটি উউক্রেনীয় শব্দ সে ভালো বুঝতে পারেনি। কিন্তু এটুকু ধারণা তার স্পষ্ট হয়েছে যে বীজভাণ্ডার গড়ে তোলবার জন্যে কোন্দ্রাৎকো যে কর্মসূচী অনুসরণ করতে বলছে তা মূলত সঠিক। একই ভঙ্গিতে কোন্দ্রাৎকো বলে গেল, ব্যক্তিগতভাবে কোনো চাষী যদি গোঁয়াতুর্মির পরিচয় দেয় আর বীজশস্য সংগ্রহে অসুবিধে সৃষ্টি করতে থাকে তাহলে তার সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করতে হবে। তারপরে সে প্রচার-দলের অভিজ্ঞতার কথা বলল, কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে সে-কথা। তার কথার সুর কোনো সময়েই রূঢ় নয়, কখনো মনে হয় না সে কিছু শেখাতে এসেছে বা হুকুম করতে এসেছে। কথা বলতে বলতে সে কখনো দাভিদভ, কখনো নাগুলনভ, কখনো-বা রাজমিয়োৎনভের মতামত ও পরামর্শ জানতে চেয়েছে। শেষকালে বলল, 'এমনি

তাবেই চলতে হবে। আমি নিজে তো তাই মনে করি। এবারে আপনারা, গ্রেমিয়াচির মানুষেরা বলুন, আপনারা এ-বিষয়ে কী ভাবছেন।'

টার্নার কোন্দ্রাৎকোর শিরা ফুলে ফুলে ওঠা টকটকে মুখখানার দিকে, কোটরে-বসা কৌতুকভরা চোখের দিকে হাসিমুখে তাকাল দাভিদভ। ভাবল, 'পেটে পেটে চালাকি! আমাদের কাজের উৎসাহ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খুবই নজর —তাই এমন ভাব করছে যেন ও আমাদের শুধু খানিকটা পরামর্শ দিতে চায়। কিন্তু আমি জানি, কাজের যে সঠিক ধারাটি ও উপস্থিত করেছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই আর রক্ষে নেই। ও নিজে যা ভাবছে সেই ভাবনার সঙ্গে একমত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই রেহাই দেবে না। এ-ধরনের লোক আমি আগেও দেখেছি—আমি জানি!'

আরেকটি ছোট্ট ঘটনায় কমরেড কোন্দ্রাৎকোকে সুনিশ্চিতভাবেই ভালো লেগে গেল। একজন সর্দার ও তিনজন কমরেডকে গ্রেমিয়াচি লগে রেখে কোন্দ্রাৎকো রওনা হচ্ছিল। রওনা হবার আগে, যারা থেকে গেল তাদের সঙ্গে খুব সংক্ষেপে কিছু কথাবার্তা হল তার।

'ব্যাপারখানা কি! জ্যাকেট থেকে অমনভাবে রিভলবার ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? সরিয়ে ফেল, সরিয়ে ফেল!'

'কিন্তু কমরেড কোন্দ্রাৎকো, কুলাকরা তো রয়েছে, আর আমাদের শ্রেণী-যুদ্ধ....'

'কী বলতে চাইছ তোমরা আমাকে? কুলাকরা? অবশ্যই আছে, কিন্তু তাতে হয়েছে কী? তোমরা এখানে এসেছ মানুষজনকে বুঝিয়ে দলে টানতে। তাতে যদি তোমাদের মনে হয় যে কুলাকদের ভয় করে চলতে হবে, বেশ তো, বন্দুক রাখতে আমি বারণ করছি না। কিন্তু অমনভাবে বাইরে ঝুলিয়ে রাখা কেন! তোমরা কি মনে কর রিভলবার ঝুলিয়ে চলাফেরা করলেই তোমাদের ওপরে মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়ে যাবে? তোমাদের ভাবখানা বাচ্চা ছেলের মতো! রিভলবার থাকলেই দেখিয়ে বেড়াতে হবে! আমি বলি কি, ওসব রিভলবার টিভলবার পকেটে রেখে দেওয়াই ভালো। রিভলবার দেখিয়ে বেড়ালেই কুলাকদের পা-চাটা কোন্ এক হতচ্ছাড়া বলার সুযোগ পাবে, ছাখো ছাখো, ভালো মানুষেরা দেখে নাও, ওরা আমাদের বন্দুক দেখিয়ে সমঝাতে চায়! এমন বোকামি তোমরা খবরদার কোরো না!' শেষ কথাটা সে বলল রীতিমতো চড়া স্বরে।

স্লেজগাড়িতে উঠবার সময়ে সে দাভিদভকে কাছে ডেকে আনল, তারপরে

কোটের একটা বোতাম হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'আমি যাদের এখানে রেখে যাচ্ছি তারা ভূতের মতো খাটবে! কিন্তু কাজ যদি তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয় তো আপনাদেরও খুব খাটতে হবে। আমি তো তুবিয়ানস্কোয়েতেই আছি। দরকার মনে করলেই খবর পাঠাবেন। আজ সন্ধেবেলা ওখানে পৌঁছে সম্ভবত আমরা একটা নাটক অভিনয় করব। আমি নামব কুলাকের ভূমিকায়— আপনি যদি তা দেখতেন! আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আমার এই মুখখানা কুলাকের ভূমিকায় ভালোই মানাবে। তবে মনে মনে নিশ্চয়ই বলবেন, আহা, এই বুড়ো বয়সে বেচারা কোন্দ্রাৎকোর কী ভোগান্তি! আর হ্যাঁ, মই দিতে পারেননি বলে কোনো আক্ষেপ রাখবেন না যেন। ও ব্যাপারটা আমিও ভুলে যাব!' এই বলে একটু হেসে সে প্রকাণ্ড শরীরটাকে নিচু করে স্লেজগাড়িতে গিয়ে উঠল।

রাজমিয়োৎনভ তালুতে জিভ ঠেকিয়ে একটা খুশির আওয়াজ তুলে বলল, 'মাথাটাও যেমন পরিষ্কার, শরীরটাও তেমনি প্রশস্ত! আর ট্রাক্টরের মতো মজবুত! আমার তো মনে হয়, ও যদি লাঙল টানে তাহলে তিন তিনজোড়া বলদও ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। এইসব শক্তসমর্থ মানুষ যে কী ধাতুতে গড়া তা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। তুমি কী বলো মাকার?'

'তুমিও দেখছি বুড়ো শচুকারের মতো হয়ে উঠলে! কথা বলতে শুরু করলে আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না!' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল মাকার।

তেইশ

ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ এখনো ইয়াকভ লুকিচের বাড়িতেই রয়েছে। বসন্তকালে যাতে একটা বিদ্রোহ পাকিয়ে তোলা যায় সেজন্যে চলেছে তার সক্রিয় প্রস্তুতি। সারারাত কেটে যায় নিজের ছোট ঘরটিতে বসে লিখে, কপিং পেনসিলে ম্যাপ এঁকে আর পড়াশুনো করে। বসে থাকতে থাকতেই কখন রাত কাবার হয়ে মোরগ ডেকে ওঠে। কখনো কখনো ইয়াকভ ঘরে ঢুকে দেখে ক্যাপটেন তার প্রকাণ্ড কপালওলা মাথাটা খুদে টেবিলখানার ওপরে ঝুঁকিয়ে ঠোঁট নাড়িয়ে নিঃশব্দে কী যেন পড়ছে। আবার মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, ক্যাপটেন কী এক গভীর চিন্তায় আত্মমগ্ন। এই অবস্থায় সাধারণত তাকে দেখা যায় মাথায় হাত দিয়ে, হাল্‌কা রঙের চুলের গোছার মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে, টেবিলে কনুই ভর দিয়ে বসে থাকতে। আধবোজা চোখে তাকিয়ে থাকে, এমনভাবে চোয়াল নাড়ে যেন ভীষণ শক্ত কিছু কামড়াতে হচ্ছে। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করলে তবে মাথা তুলে তাকায়। আর তখন সহসা রাগ ঝলসে ওঠে তার কোঁচকানো ছোট্ট চোখের মণিতে। চাপা হুংকার তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কী চাই তোমার?' যতোবার এ-ব্যাপারটা ঘটেছে, ইয়াকভ লুকিচ তার প্রাক্তন ওপরওলাকে আরো বেশি শ্রদ্ধা করেছে, নিজের অজান্তেই আরো বেশি ভয় করেছে।

যৌথখামারে আর গ্রামে কী ঘটছে না ঘটছে, পোলোভৎসেভকে তা শোনানো ইয়াকভ লুকিচের নিত্যকার কাজ। এ-ব্যাপারে তার কোনো ফাঁকি নেই। কিন্তু খবর শোনার পরে রোজই পোলোভৎসেভ নতুন করে হতাশ হয়, তার মুখের জটিল রেখাগুলো আরো গভীর হয়ে বসে যেন।

গ্রেমিয়াচি লগ থেকে যেদিন কুলাকরা বিতাড়িত হয়েছিল সেদিন পোলোভৎসেভ সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। ভোর পর্যন্ত পায়চারি করেছিল চাপা ভারী পায়ের শব্দ তুলে। ইয়াকভ লুকিচ পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছোট ঘরটার সামনে, শুনতে পেয়েছিল দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বিড়বিড়

করে ক্যাপটেন বলছে, 'ওরা আমাদের ঠেসে ধরছে! আমাদের পথের ভিখিরি করে ছাড়ছে! সবকটাকে ধরে ধরে খুন করতে হবে। কোনো দয়ামায়া নয়, একেবারে খুন!'

তারপরে কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু শোনা গিয়েছিল ফেল্টের জুতো পায়ে আলতোভাবে পায়চারি আর অভ্যাসমতো বুক চুলকানোর শব্দ। একটু পরেই আবার ভাঙা গলার চিৎকার: 'খুন করো! খুন!' এবারে হয়তো-বা আরো নরম স্বর, ফাঁপা, গলার মধ্যে কিছু একটা আটকে গেলে যেমন হয়। 'হে ভগবান, দয়ার সাগর, সর্বময়, সর্বশক্তিমান! কৃপা করো আমাদের! কবে সময় হবে? প্রভু তোমার প্রতিহিংসার দিন এগিয়ে আনো!'

ইয়াকভ লুকিচের ভয় ধরে গিয়েছিল। ভোর রাতে আরেকবার দোরগোড়ায় এসে কান পেতেছিল চাবির গর্তে। পোলোভৎসেভ তখন চাপা স্বরে প্রার্থনা করছে। গলার ভেতর থেকে একটা গোঙানি তুলে হাঁটু মুড়ে বসল, মাথা ঠেকাল মেঝেতে। তারপরে আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আরো একবার চাপা স্বরে প্রার্থনা করল, 'খুন করো, সবকটাকে খুন করো, একটাও যেন প্রাণে না বাঁচে!' গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরো একটা গোঙানি।

দিন কয়েক পরে ইয়াকভ লুকিচ শুনতে পেল, বন্ধ খড়খড়িতে কে যেন টোকা দিচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'কে?'

'দরজাটা খুলে দিন!'

'কে আপনি?'

'আমি এসেছি আলেকসান্দর আনিসিমোভিচের কাছে।' দরজার ওপাশ থেকে চাপা গলার স্বর।

'কার কাছে? ও নামে এখানে কেউ নেই।'

'ওনাকে বলুন যে আমি চোনি থেকে এসেছি। একটা প্যাকেট আছে আমার সঙ্গে।'

যা হয় হোক! একটু ইতস্তত করে ইয়াকভ লুকিচ দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল সর্বাঙ্গে মুড়ি দেওয়া বেঁটে একটা মূর্তি। পোলোভৎসেভ তাকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে ঘরের দরজা এঁটে বন্ধ করে দিল। তারপরে ঘণ্টা দেড়েক ধরে ঘরের ভেতর থেকে শোনা যেতে লাগল দ্রুত ও চাপা স্বরের

কথাবার্তা। ওদিকে ইয়াকভ লুকিচের ছেলেকে লাগতে হল আগন্তুকের ঘোড়ার পরিচর্যায়। ঘোড়াকে ঘাস খেতে দিল, ঘোড়ার জিনের বেড় আল্‌গা করে দিয়ে মুখের লাগাম খুলে দিল।

তারপর থেকে অশ্বারোহী সংবাদবাহকের আবির্ভাব ঘটছে প্রতি রাত্রেই। মাঝরাতে নয়, শেষরাতের দিকে, ভোর তিনটে-চারটের সময়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, প্রথম দিনের সংবাদবাহকের চেয়েও দূর দূর জায়গা থেকে পরবর্তীদের আগমন।

ইয়াকভ লুকিচের এ এক অদ্ভুত দোটানা জীবন। সকালবেলাটা তার কাটে পরিচালনা দপ্তরে। সেখানে দাভিদভ, নাগুলনভ, ছুতোর ও দলের সর্দারদের সঙ্গে কথা বলা, গোরুভেড়ার জায়গা ঠিক রাখা, গমের বীজ শোধন করা, যন্ত্রপাতির মেরামতী তদারক করা ইত্যাদি নানা কাজের ব্যস্ততা। তখন আর অন্য কোনো ভাবনার অবসর নেই। কাজের মধ্যে ডুবে থাকাটাই তার স্বভাব। চারদিকে নজর রাখতে হচ্ছে, চারদিকে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে—এমনি একটা পরিবেশ তার খুবই পছন্দ। এখানেও এমনি তার পছন্দমতো পরিবেশ। এমনটি যে হবে সে ভাবতেও পারেনি। চারদিকে নজর রাখা, ছুটোছুটি করা, তা সে আগেও করত। কিন্তু এখনকার সঙ্গে আগেকার দিনের পার্থক্য বড়ো রকমের ও মৌলিক রকমের। এখন যে তাকে সারা গাঁয়ে ছুটোছুটি ও এখানে-ওখানে যাতায়াত করতে হচ্ছে তা তার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, যৌথখামারের স্বার্থে। কিন্তু তবুও সে মনে মনে খুশি, কারণ কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তার মনের মধ্যে কালো আতঙ্কগুলো ঠাঁই পায় না, আর ভাবনা থেকে সে মুক্তি পায়। কাজ সম্পর্কে তার খুবই আগ্রহ, কাজ করতেই সে চায়, তার মনের মধ্যে নানা ধরনের কাজের পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠছে। তাই সে খুবই উৎসাহের সঙ্গে গোয়ালঘরগুলোকে মজবুত করে তোলে, মস্ত একটি আস্তাবল খাড়া করে, পুরনো গোলাঘরগুলোকে সরিয়ে আনে, যৌথখামারের নতুন একটি গোলাঘর গড়ে তোলে। তারপর সন্ধে হলে যখনই কর্মব্যস্ত দিনটির সোরগোল থেমে যায় ও বাড়ি ফেরার সময় আসে অমনি মনে পড়ে যে ওই বাড়িরই একটি কোণে বসে আছে পোলোভৎসেভ, সারাদিনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে অতিভয়ঙ্কর একটি মূর্তি কবরের ঢিবির ওপরে বসে থাকা শকুনীর মতো। আর তখনি তার শরীরের সবটুকু জোর যেন উবে যায় আর কেমন অসাড় বোধ হতে থাকে। তবুও বাড়ি ফেরে আর খেতে বসার আগে হাজির হয় পোলোভৎসেভের কাছে।

তারপরে ইয়াকভ লুকিচ সারাদিনের খবর বলে, যে দিনটা তার কেটেছে যৌথখামারে। পোলোভৎসেভ সাধারণত চুপচাপ শুনে যায়। মাত্র একবার, ইয়াকভ লুকিচ যেদিন এসে গ্রামের গরিবদের মধ্যে কুলাকদের পোশাক ও জুতো বিলি করার খবর বলেছিল, পোলোভৎসেভ নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। চাপা গলায় ফুঁসে উঠেছিল: 'আচ্ছা, দেখা যাবে! বসন্তকালটা আসুক, সবকটার, গলা কাটব, যারা যারা জিনিস নিয়েছে সবকটার! লিখে রাখো তো, হারামজাদাদের নামগুলো কাগজে লিখে রাখো! কথাগুলো কানে ঢুকছে?'

'আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, নামের লিস্ট আমার কাছে আছে।'

'সঙ্গে আছে?'

'সঙ্গেই আছে।'

'দাও তো দেখি।'

লিস্টটা নিয়ে সে খুব মনোযোগের সঙ্গে কপি করল। পুরো নাম লিখল প্রত্যেকের, নামের পাশে কে কী কী পোশাক নিয়েছে তার ফিরিস্তি, আর কপি করা হয়ে গেলে প্রত্যেকের নামের পাশে এক একটি ঢেঁড়াচিহ্ন।

খবর বলা হয়ে গেলে ইয়াকভ লুকিচ খেতে যায়। তারপরে শুতে যাবার আগে আরেকবার আসে পোলোভৎসেভের কাছে। এসে শুনে নেয় পরের দিন তাকে কী করতে হবে।

এই পোলোভৎসেভের পরামর্শেই ইয়াকভ লুকিচ দু-নম্বর টীমের ফোরম্যানকে হুকুম দিল গাড়ি ও লোকজন পাঠিয়ে নদী থেকে গোয়ালঘরের জন্যে বালি আনতে। বালি আনা হল। তারপর ইয়াকভ লুকিচের হুকুমে গোয়ালঘরের মাটির মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হল আর মেঝের ওপরে বালি ছড়িয়ে দেওয়া হল। কাজটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে দাভিদভ এসে হাজির।

'এ কি! বালি ছড়িয়ে খেলা হচ্ছে নাকি?' প্রশ্নটা সে করল মুখচোরা দেমিদকে। এই লোকটির ওপরেই টীমের বলদগুলো দেখাশোনা করার ভার।

'বালি ছড়াচ্ছি।'

'কেন?'

দেমিদ চুপ।

'আমি জিজ্ঞেস করছি, কেন?'

'জানি না।'

'কে তোমাকে বলেছে এখানে বালি ছড়াতে?'

'ম্যানেজার।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে, মেঝেটা একেবারে সাফ করে ফেল! বেটাচ্ছেলের সব সময়েই নতুন কিছু একটা করা চাই!'

'তাই বুঝি? তা কথাটা মন্দ বলেনি! গোবরে আর ময়লায় যা অবস্থা হয়ে উঠেছিল! এখন অনেক পরিষ্কার থাকবে। বুঝেছ হে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটাও দরকার, নইলে বলদগুলো রোগ বাধিয়ে বসতে পারে, পশু-ডাক্তাররাও তাই বলে। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হল, এতে তোমার ঠিক সায় নেই। এটা কিন্তু ঠিক নয়। তাকিয়ে ছাখ তো, গোয়ালঘরটার চেহারা পাল্টে গেছে। দেখেও ভালো লাগে। বেশ পরিষ্কার ভালো বালি, না? আরে বলোই না, তোমার মতটা শুনি।'

তবুও দাভিদভ মুখচোরাকে কথা বলাতে পারল না। কোন জবাব না দিয়ে মুখচোরা গিয়ে ঢুকল ভুসি রাখবার চালাঘরে। দাভিদভ গেল খেতে, যৌথ-খামারের ম্যানেজারের উৎসাহ ও উদ্যোগকে মনে মনে তারিফ করতে করতে।

লঞ্চের দিকে হন্তদন্ত হয়ে লুবিশ্‌কিন এসে হাজির। চড়া গলায় রীতিমতো মেজাজ দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারখানা কী! এখন থেকে কি বলদগুলোর জন্যে খড়ের বদলে বালির ওপরে শোবার ব্যবস্থা হল নাকি?'

'ঠিক কথা।'

'তার মানে? অস্ত্রোভনভ ভেবেছে কী! যা খুশি করলেই হল! বাপের জন্মে কেউ এমন কথা শোনেনি! কমরেড দাভিদভ, এই পাগলামিকে তুমি নিশ্চয়ই বরদাস্ত করবে না?'

'এতটা উত্তেজিত হবার কোনো কারণ নেই হে লুবিশ্‌কিন! গোরুর স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে সেদিকটাও তো দেখা দরকার! অস্ত্রোভনভ ঠিক করেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এই গোড়ার কথাটি মেনে চললে রোগ হবার ভয় থাকে না।'

'ওসব স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন ঢের জানা আছে! এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বলদগুলো শোবে কিসের ওপরে শুনি? খড় বিছিয়ে দিলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে না। বালির ওপরে তুমি নিজে একটি রাত ঘুমিয়েই ছাখ না, কী কাণ্ডটা হয়!'

'এবার থামো তো বাপু, তোমার কোনো আপত্তিই আমি শুনতে রাজী নই। আগেকার কালে যে-ভাবে গোরুবাছুর দেখাশোনা করা হত এখন তা অচল, বুঝেছ! এখন সব কাজ করতে হবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে।'

'কিন্তু এটা যে কিসের ভিত্তি হচ্ছে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। দূর হোক গে ছাই!' কালো টুপিটা দিয়ে পায়ের বুটজুতোর ওপরে একটা বাড়ি মেরে বেরিফলের মতো টকটকে লাল মুখে লুবিশ্‌কিন বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে দেখা গেল, তেইশটি বলদের আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। রাত্রিবেলা বলদগুলো প্রস্রাব করেছিল, ঠাণ্ডায় চাপ বেঁধে থাকা বালি সেই প্রস্রাব শুষে নিয়েছে, বাইরে বেরিয়ে যেতে পারেনি। আর সেই ভিজে বালিতে সারারাত শুয়ে থেকে বলদগুলোর জমে যাবার মতো অবস্থা। কতকগুলো তো কষ্টেসৃষ্টে চার পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু তাদের গায়ের চামড়ার টুকরো টুকরো অংশ থেকে গিয়েছে বরফের মতো ঠাণ্ডা বালির সঙ্গে। চারটি বলদের লেজ ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে অসাড়। বাকিগুলো ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ।

পোলোভৎসেভের কথামতো চলতে গিয়ে ইয়াকভ লুকিচ একটু বেশি উৎসাহের পরিচয় দিয়ে ফেলেছে। ম্যানেজারের কাজটা তার যায় যায় অবস্থা। আগের দিন পোলোভৎসেভ তাকে বলেছিল, 'ঠাণ্ডা লাগিয়ে বলদগুলোকে অকর্মণ্য করতে চাও তো এই হচ্ছে রাস্তা। লোকগুলো বোকা, ওরা বিশ্বাস করবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে বুঝি! আর হ্যাঁ, ঘোড়াগুলোকে একটু তোয়াজ কোরো। অষ্টপ্রহর তৈরি রেখো। যে-কোনো সময়ে দরকার পড়তে পারে।'

পোলোভৎসেভের কথা ইয়াকভ লুকিচ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে।

সকালবেলা দাভিদভ তাকে ডেকে পাঠাল আপিস-ঘরে। সে ঢুকতেই ঘরের ছিটকিনি তুলে দিল দাভিদভ, তারপরে চোখ তুলে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী বলার আছে শুনি!'

'কমরেড দাভিদভ, সত্যি আমার একটা ভুল হয়ে গিয়েছে! এমন ভুলও মানুষ করে! মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে আমার!'

দাভিদভের মুখটা হঠাৎ সাদা হয়ে গেল! রাগে জল বেরিয়ে এল চোখ থেকে। ইয়াকভ লুকিচের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে হুংকার ছাড়ল, 'মতলবটা কী ছিল শুনি, শুয়োরের বাচ্চা! অন্তর্ঘাত? তুমি কি জানতে না যে গোয়াল-ঘরে কখনো বালি ছড়াতে নেই? তুমি কি জানতে না যে বালির ওপরে শুইয়ে রাখলে গোরু ঠাণ্ডায় জমে যেতে পারে?'

'আমি চেয়েছিলাম বলদগুলো যাতে···ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, এমনি যে হবে আমি জানতাম না।'

'থাম, থাম, খুব হয়েছে! তোমার মতো একজন অভিজ্ঞ পাকা চাষী এ ব্যাপারটা জানত না তা হতেই পারে না!'

ইয়াকভ লুকিচ কেঁদে ফেলল, তারপরে নাক মুছতে মুছতে বিড়বিড় করতে লাগল, 'আমি চেয়েছিলাম বলদগুলোকে পরিষ্কার রাখতে···নোংরা আর গোবর সরিয়ে ফেলতে। এমনটি যে হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।'

'যাও উশাকভকে কাজ বুঝিয়ে দাও গে। পরে তোমার বিচারের ব্যবস্থা হবে।'

'কমরেড দাভিদভ!'

'দূর হও এখান থেকে!'

ইয়াকভ লুকিচ চলে যাবার পরে দাভিদভের মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হল। ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনাটা সে ভেবে দেখল। ইয়াকভ লুকিচ অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত— এ হতেই পারে না। এখন ভাবতে গিয়ে কথাটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। অস্ত্রোভনভ তো আর কুলাক নয়। লোকে অবশ্য মাঝে মাঝে তাই বলে বটে— কিন্তু সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত অপছন্দের জন্যে। অস্ত্রোভনভকে ম্যানেজার নিযুক্ত করার অল্প কয়েকদিন পরেই লুবিশ্‌কিন একবার মন্তব্য করেছিল, 'অস্ত্রোভনভ লোকটা তো আগে ছিল কুলাক!' এমনভাবে বলেছিল যেন নিতান্তই কথার পিঠে একটা কথা বলা। তখন দাভিদভ খোঁজখবর নিয়ে দেখেছিল। হ্যাঁ, বেশ কয়েক বছর আগে ইয়াকভ লুকিচের অবস্থা সত্যিই ভালো ছিল। তারপর একবছর ফসল খুব খারাপ হতে তার অবস্থা পড়ে যায়। তখন থেকেই সে মাঝারি চাষী। দাভিদভ ঘটনাকে তলিয়ে বিচার করে দেখল। শেষকালে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে বলদগুলোকে নিয়ে যে দুর্ভাগ্যজনক কাণ্ডটা ঘটে গেল তার জন্যে ইয়াকভ লুকিচকে দায়ী করা চলে না। গোয়ালের মেঝেতে যে যে বালি ছড়াতে বলেছিল তার মূলে ছিল তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আগ্রহ। এবং খানিকটা হয়তো ছিল নতুন কিছু করা সম্পর্কে তার অক্লান্ত উৎসাহ। 'ভেতর থেকে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যাবে, এই যদি মতলব হয়ে থাকে তাহলে লোকটা এত পরিশ্রম করতে যাবে কেন!' দাভিদভ ভাবল, 'তাছাড়া তার নিজের একজোড়া বলদও তো ঘায়েল হয়েছে! না, অস্ত্রোভনভকে অনুগত যৌথখামারী মনে না করবার কোনো কারণ নেই।

গোয়ালে বালি ছড়াবার ব্যাপারটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক একটা ভুল। ব্যাপারটা কোনোক্রমেই ইচ্ছাকৃত নয়।' মনে পড়ল, কি যত্নে আর কি দক্ষতার সঙ্গে সে আস্তাবলগুলোকে গরম রাখার ব্যবস্থা করেছিল, কি-ভাবে খড় বাঁচিয়েছিল, আর সেই একবার যখন যৌথখামারের তিনটে ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সারারাত আস্তাবল ছেড়ে নড়েনি আর ঘোড়াগুলোর যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্যে তাদের মলদ্বারের ভেতর দিয়ে শণের বীজের তেল প্রয়োগ করেছিল। পরে সে-ই প্রথম প্রস্তাব তুলেছিল যে এক-নম্বর টিমের সহিস কুজেন্‌কোভকে তাঁর অপরাধের জন্যে শাস্তি দেওয়া হোক, কেননা পরে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে পুরো এক সপ্তাহ ধরে সে ঘোড়াগুলোকে রাইয়ের খড় ছাড়া আর কিছু খেতে দেয়নি। তাছাড়া দাভিদভ তো নিজেও দেখতে পায় যে ঘোড়াগুলোর প্রতি যত্ন ইয়াকভ লুকিচের মতো আর কারও নয়। ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে ম্যানেজারের সঙ্গে অহেতুক দুর্ব্যবহারের জন্যে দাভিদভের লজ্জা বোধ হতে লাগল ও নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। সে কিনা দুর্ব্যবহার করল এমন একজনের সঙ্গে যে সৎ যৌথখামারী, পরিচালনা-বোর্ডের সদস্য ও সহকর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন! লোকটিকে বড়ো জোর অসতর্ক বলা চলে। আর সে কিনা এই সামান্য অসতর্কতাকেই ভেবে বসল অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ? তার কি মতিভ্রম হয়েছিল! মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ও নিজের ব্যবহারের জন্যে নিজের ওপরেই রাগে গস্‌গস করতে করতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ইয়াকভ লুকিচ হিসাবরক্ষকের সঙ্গে কথা বলছিল। তার হাতে একগোছা চাবি। ঠোঁটদুটো বিক্ষোভে কাঁপছে।

'ওহে অস্ত্রোভ্‌নভ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। ওই চাবির গোছা তোমার কাছেই রেখে দাও। তোমাকে আর কাজ ছেড়ে যেতে হবে না। কিন্তু মনে রেখ, ফের যদি এ-ধরনের কোনো ব্যাপার ঘটে···মানে, তোমাকে আর কী বলব, বুঝতেই পারছ তোমার কী গতি হবে। সদর থেকে পশু-চিকিৎসককে ডেকে পাঠাও। আর দলের সর্দারদের খবর পাঠাও যে ঠাণ্ডা লেগে যে-সব বলদের শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছে সেগুলোকে দিয়ে যেন কোনো কাজ করানো না হয়।'

যৌথখামারের ক্ষতি করবার ইয়াকভ লুকিচের প্রথম প্রচেষ্টা এইভাবেই শেষ হল। কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। তারপরে কিছুকাল অন্য নানা ব্যাপারে ব্যস্ততার জন্যে পোলোভৎসেভও রেহাই দিল ইয়াকভ লুকিচকে। ইতিমধ্যে, যথারীতি মধ্যরাতে, আরো একজন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটল। শাস্তি বিধায়

করে দিয়ে লোকটি ঢুকল বাড়ির মধ্যে। পোলোভৎসেভ তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেল বসবার ঘরে এবং হুকুম জারি করল যে কেউ যেন তাদের বিরক্ত না করে। শেষরাত্রি পর্যন্ত কথা বলল দুজনে। পরদিন সকালে দেখা গেল পোলোভৎসেভের মেজাজ অপেক্ষাকৃত ভালো। ইয়াকভ লুকিচকে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠিয়ে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলল।

'এসো, এসো, ইয়াকভ লুকিচ, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমাদের সমিতির লোক, সহযোদ্ধাও বলতে পারো—সেকেণ্ড লেফ্‌টেনেন্ট, বা কসাকদের মতো করে বলতে হলে, কর্নেৎ লাতিয়েভস্কি, ভাৎস্লাভ আভগুস্তোভিচ, এঁকে সবরকমে সাহায্য কোরো। ইনি আমার আশ্রয়দাতা, পুরনো যুগের কসাক, বর্তমানে একটি যৌথখামারের ম্যানেজার, অর্থাৎ একজন সোভিয়েত রাজপুরুষ।'

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লেফ্‌টেনেন্ট তার চওড়া সাদা হাতটা বাড়িয়ে দিল ইয়াকভ লুকিচের দিকে। লোকটিকে দেখে মনে হয় বছর তিরিশ বয়স। মুখখানা রোগা ও হলদেটে। ব্যাকব্রাশ করা কালো ঢেউ-তোলা চুল ঝুলে পড়েছে কালো সাটিনের জামার উঁচু কলারের ওপরে। ঠোঁটদুটো সরল ও হাসি-হাসি। ঠোঁটের ওপরে সরু গোঁফের পাকানো রেখা। তার বাঁ চোখটা চিরকালের মতো কুঁচকে গিয়েছে, খুব সম্ভবত কামানের গোলাফাটার ঝাপ্‌টা লেগে। কোঁচকানো চোখের নিচে চামড়া দলা-পাকানো, ভাঁজগুলোতে স্পন্দন সেই, জীবনের কোনো লক্ষণ নেই, শরৎকালের শুকনো মরা পাতার মতো। তা সত্ত্বেও এই আধা-বন্ধ চোখটা লেফটেনেন্ট লাতিয়েভস্কির উৎফুল্ল হাসি-হাসি মুখের ভাবখানাকে আরো যেন উস্‌কিয়ে তুলেছে,। মনে হয় এই বুঝি বাদামী চোখটাতে ফুটে উঠছে অর্থপূর্ণ একটা চাউনি, চামড়ার ভাঁজ নরম হয়ে গিয়ে হাসির একটা রেখা—আর খোশমেজাজী লেফ্‌টেনেন্টটি দিলখোলা সংক্রামক হাসিতে ফেটে পড়ছে। লোকটির পোশাক ঢিলেঢালা, ইচ্ছে করেই সে এই পোশাক পরেছে। কিন্তু এই পোশাকের জন্যে তার চটপটে ও কিছুটা উদ্ধত চালচলন বাধাগ্রস্ত হয়নি বা চাপাও পড়েনি।

সেদিন পোলোভৎসেভের আনন্দ যেন আর ধরছে না। এমনটি আগে দেখা যায়নি। এমনকি ইয়াকভ লুকিচের সঙ্গেও কথা বলছে সৌজন্যের সঙ্গে। তারপরে আর সৌজন্যটুকুও বজায় রাখা প্রয়োজন মনে করল না। ইয়াকভ লুকিচের দিকে ফিরে তাকিয়ে দরাজ গলায় ঘোষণা করল:

'শোন, তোমাকে বলে রাখছি, সেকেণ্ড লেফ্‌টেনেন্ট তোমার এখানে দিন পনেরো থাকবে। আর আজ রাত্তিরে অন্ধকার হলেই আমি এখান থেকে চলে

যাব। ভাৎস্লাভ আভগুস্তোভিচ যা চাইবে দেবে, তার হুকুম আমার হুকুমের মতোই মান্য করে চলবে—বুঝতে পারলে? আর তোমাকে আরো একটা কথা বলি ইয়াকভ লুকিচ!' শিরা-ওঠা হাতটা ইয়াকভ লুকিচের হাঁটুর ওপরে রেখে, অর্থপূর্ণ স্বরে সে বলল, 'আমরা শিগগিরই শুরু করে দেব! আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না! আমাদের দলের কসাকদের কথাটা শুনিয়ে রেখো, ওরা উৎসাহ পাবে। আচ্ছা এবারে তুমি যাও, আমাদের আরো কিছু আলোচনা করার আছে।'

অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে। এমন কোনো ঘটনা যার ফলে পোলোভৎসেভকে বাধ্য হয়ে দু-সপ্তাহের জন্যে গ্রেমিয়াচি লগ ছাড়তে হচ্ছে! ব্যাপারটা কী হতে পারে? ইয়াকভ লুকিচ কিছুতেই আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না। পা টিপে টিপে সে গিয়ে ঢুকল সেই ঘরটিতে যেখানে থেকে দাভিদভের সঙ্গে ইয়াকভ লুকিচের কথাবার্তা শুনেছিল পোলোভৎসেভ। পাতলা পার্টিশনের দেওয়ালে কান চেপে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভেতরের কথাবার্তা তার কানে ভেসে এল খুব অস্পষ্টভাবে:

লাতিয়েভস্কি: বিকাদোরোভের সঙ্গে অবশ্যই দেখা কোরো। দেখা হলে উনিই সব বলবেন...পরিকল্পনা হচ্ছে...অনুকূল পরিস্থিতি...চমৎকার ব্যবস্থা। সালস্ক এলাকায়...অস্ত্রবাহী ট্রেন... যদি আমরা পরাজিত হই...

পোলোভৎসেভ: শ্-শ্-শ্!

লাতিয়েভস্কি: কেউ শুনতে পাচ্ছে নাকি?

পোলোভৎসেভ: তাহলেও সাবধান হওয়া দরকার।

লাতিয়েভস্কি: (আরো চাপা স্বরে—এত চাপা যে ইয়াকভ লুকিচ কথার সূত্র হারিয়ে ফেলল) পরাজয়...অবশ্যই...আফগানিস্তান...ওদের সাহায্য নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে...

পোলোভৎসেভ: কিন্তু টাকা চাই...ও-জি-পি-ইউ...(তারপরে ফিসফিস আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না)।

লাতিয়েভস্কি: অন্য পথটা এই...সীমান্ত পেরিয়ে যাও।...মিনস্ক...এটুকু বলতে পারি যে সীমান্তের প্রহরীরা...সদর দপ্তরে...চিনতে নিশ্চয়ই ভুল হবে না ...কর্নেলের নাম আমি জানি...সাক্ষাৎকার...মস্ত সাহায্য... এমন আশ্রয়...এটা শুধু অর্থসাহায্যের ব্যাপার নয়...

পোলোভৎসেভ: উনি কি বলেন, উনি?

লাতিয়েভস্কি: মনে হয় জেনারেলেরও তাই মত...খুব বেশি বাজার...

ক্লুথের কথায় যা শুনেছি···খুবই সংকটজনক···সুযোগ না হারানো···

গলার স্বর আরো নিচু হল। ফিসফিস আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। যেটুকু শুনতে পেয়েছিল ইয়াকভ লুকিচ তা থেকে সে যে কিছু বুঝতে পেরেছে তাও নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চলে গেল যৌথখামারের দপ্তরে। যে-বাড়িতে এখন যৌথখামারের দপ্তর সেটি একসময়ে ছিল তিতোকের। সেই বাড়ির সামনে পৌঁছে অভ্যাসবশতই তার চোখ গিয়ে পড়ল গেটের ওপরে ঝোলানো সাদা বোর্ডটার দিকে: 'পরিচালনা দপ্তর, স্তালিন যৌথখামার, গ্রেমিয়াচি লগ'। সে বুঝতে পারল, তার মনের মধ্যে সেই চিরাচরিত দুই সত্তার বিরোধ চলেছে। মনে পড়ল সেকেও লেফটেনেণ্ট লাতিয়েভস্কি ও পোলোভৎসেভের আত্মবিশ্বাস-ভরা কথাগুলো: 'আমরা শিগগিরই শুরু করে দেব!' এই চিন্তার সূত্র ধরে একই সঙ্গে উল্লসিত ও নিজের ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবল, 'যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো! নইলে, একদিকে এই লোকগুলো, অন্যদিকে যৌথখামার, মাঝখানে আমার অবস্থা হবে বরফের ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে বলদের যেমন মরণাপন্ন অবস্থা হয় তেমনি!'

সেদিন রাত্রে পোলোভৎসেভ তার ঘোড়ায় জিন চাপাল, সমস্ত কাগজপত্র গুছিয়ে নিল জিনের থলের মধ্যে, সঙ্গে কিছু খাবার, তারপরে বিদায় নিল। পোলোভৎসেভের বহুদিন আটক থাকা ঘোড়াটা টগবগিয়ে ছুট দিল জানলার পাশ দিয়ে। ঘোড়ার খুরের খট-খট আওয়াজটা শুনতে পেল ইয়াকভ লুকিচ।

নতুন বাসিন্দাটির চালচলন দেখে বোঝা গেল, মানুষটি চটপটে স্বভাবের আর, মিলিটারিদের মতো খানিকটা বেপরোয়া। সারাদিন সে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ফিকফিক করে হাসে, মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করে আর বুড়ী দিদিমাকে জালিয়ে পুড়িয়ে মারে—কেননা এই বুড়ী দিদিমাটি তামাকের ধোঁয়া একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। আর বাইরের লোক যারা আসে ইয়াকভ লুকিচের সঙ্গে দেখা করতে তাদের সম্পর্কে তার কিছুমাত্র ভয়ডর নেই। তা দেখে তাকে সাবধান করবার জন্যে ইয়াকভ লুকিচ একদিন বলল, 'হুজুরের কিন্তু আরেকটু সাবধানে চলাফেরা করা উচিত। কখন যে কে এসে পড়ে ঠিক নেই তো, আপনাকে দেখে ফেলতে পারে।'

'কেন, আমার কপালে কি হুজুর কথাটা লেখা আছে নাকি?'

'তা নেই। তবে কি জানেন, বাইরের লোকের চোখে পড়ে গেলে তারা জিজ্ঞেস করবে আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন···'

'এই কথা? আমার পকেটে জাল কাগজপত্র তৈরি আছে, বুঝেছ হে। তবুও কেউ যদি অবিশ্বাস করে তাহলে এই ছাখ আমার আসলপরিচয়-পত্র—এটার জোরে যেখানে খুশি যাওয়া যেতে পারে, যেখানে খুশি!' এই বলে বুকপকেট থেকে সে একটা মজার পিস্তল টেনে বার করল। মুখে কিন্তু ফিকফিক হাসিটি লেগেই আছে, ভাঁজ-পড়া চামড়ার স্তূপের নিচে অনড় চোখ, ইয়াকভ লুকিচের দিকে তাকিয়েছে শত্রুকে নিরীক্ষণ করার মতো ভঙ্গিতে।

লেফটেনেন্টের লাগামছাড়া খোসমেজাজ ইয়াকভ লুকিচের কাছে অসহ্য মনে হতে লাগল, আরো বিশেষ করে একদিন রাতের একটি ঘটনার পরে। সেদিন সে দপ্তর থেকে ফিরছিল। বাড়িতে ঢুকতেই অন্ধকার বারান্দার দিক থেকে কানে আসে চাপা কথা, হাসি ও ঠেলাঠেলির আওয়াজ। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ে যায়। একটি খাবারের ড্রামের পেছন থেকে একচোখে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে লাতিয়েভস্কি দাঁড়িয়ে। পাশে তার নিজের ছেলের বৌ—বীটের মতো রাঙা, সলজ্জ ভঙ্গিতে স্কার্ট টেনে নিচে নামাচ্ছে আর মাথার রুমাল ঠিক করছে। ইয়াকভ লুকিচ একটিও কথা না বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু লাতিয়েভস্কি পেছন থেকে এসে চৌকাঠের কাছে তাকে ধরে ফেলেছে। তারপরে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে ফিসফিস করে বলে, 'কথাটা চেপে যেও দাদু। তোমার ছেলের কানে তুলে অশান্তি বাড়িও না। আমরা হচ্ছি গিয়ে মিলিটারি, আমাদের ধরনধারনই এই রকম, সে তো তুমি জানই হে। নিশানা মিলল তো সঙ্গে সঙ্গে তাক করো। আরে বাবা বুড়ো ক্ষেত চষবার সুযোগ পেলে আমরা কে আর ছেড়েছি বলো! নাও, একটা সিগারেট ধরাও। ওহে পাকা ঘুঘু, ছেলের বৌকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ, তাই কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে নাকি!'

ইয়াকভ লুকিচ এমনই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে নিয়েছে, তারপরেও দাঁড়িয়ে থেকেছে আর লাতিয়েভস্কির দেশলাই থেকেই ধরিয়েছে সিগারেটটা। লাতিয়েভস্কি কিন্তু গৃহস্বামীর সিগারেটে আগুন ধরিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তারপরেও ভদ্রতাবোধ বিষয়ক একটি বক্তৃতা দিয়ে চলে।

'কেউ যদি তোমার কোনো উপকার করে—যেমন ধরো তোমার হয়ে যদি দেশলাইটাও ধরিয়ে দেয়—তাহলে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তোমার দেখছি শুধু বয়সই হয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ হয়নি! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আবার যৌথখামারের ম্যানেজারি করছ! পুরনো দিন হলে আমি তোমাকে আমার জমিদারও করতাম না!'

ইয়াকভ লুকিচ ভাবে, 'আস্তো একটি শয়তান আমায় বাসায় এসে জোটা পেয়েছে দেখছি!'

লাভিয়েভস্কির ধৃষ্টতা দেখে ইয়াকভ লুকিচ খুবই দমে গিয়েছিল। ছেলে সেমিয়ন বাড়িতে ছিল না, সে গিয়েছিল পশু-চিকিৎসকের সন্ধানে জেলা-কেন্দ্রে। ইয়াকভ লুকিচ ঠিক করে যে ছেলে ফিরে এলেও তাকে কিছু জানাবে না। তার বদলে ছেলের বৌকে ডেকে নিয়ে যায় বাইরে গোলাঘরের কাছে, তারপরে একটিও কথা না বলে ঘোড়ার জিনের স্ট্র্যাপ দিয়ে তাকে কিছু উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে ছাড়ে। মারবার সময়ে খেয়াল রাখে যাতে মুখটা বাঁচে। বাড়িগুলো পড়ে পিঠের ওপরে ও আরো নিচের অংশে—কাজেই চোখের দেখায় কোনো আঘাতের চিহ্ন থাকেনি। এমনকি সেমিয়নের চোখেও তা ধরা পড়েনি। শহর থেকে তার ফিরতে রাত্রি হয়েছিল, তার স্ত্রী যথারীতি খেতে দিয়েছিল তাকে। তারপরে এসে বসেছিল বেঞ্চির একেবারে কিনারাটিতে শরীর ঠেকিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

সেমিয়ন সরল মনেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ওভাবে বাইরের লোকেরা মতো বসেছ কেন?'

'আমার একটা ফোড়া হয়েছে…' সেমিয়নের বৌ রাঙা মুখে উঠে দাঁড়ায়।

'তাহলে এক কাজ করো না কেন, খানিকটা রুটি আর পেঁয়াজ চিবিয়ে পুলটিস তৈরি করে লাগিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে ফোড়া ফেটে যাবে।' সহানুভূতি-ভরা স্বরে উপদেশ দেয় ইয়াকভ লুকিচ।

ছেলের বৌ তীব্র দৃষ্টিতে একবার শুধু তাকায় শ্বশুরের দিকে, কিন্তু মুখে জবাব দেবার সময়ে খুব নিরীহ গলায় বলে, 'আপনি ভালোই বলেছেন বাবা। আমার মনে হয় তার কোনো দরকার নেই, এমনিতেই সেরে যাবে।'

লাভিয়েভস্কির নামে মাঝে মাঝে প্যাকেট আসে। প্যাকেটের ভেতর থেকে কাগজপত্র বার করে সে পড়ে, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে উনুনের আগুনে গুঁজে দেয়। এমনি কিছুদিন চলার পরে দেখা গেল রাত্রিবেলা সে মদ খেতে শুরু করেছে, ছেলের বউয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার দিকে আর মন নেই, দিনের পর দিন মনমরা হয়ে উঠছে, আর প্রায়ই ইয়াকভ লুকিচ বা সেমিয়নকে ডেকে পাঠিয়ে নতুন খসখসে নোট হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে 'আধ-লিটার' মদ আনবার হুকুম করছে। মদ খেতে শুরু করলেই সে রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে। তখন তার ঝোঁক দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ সিদ্ধান্ত টানার আর পরিস্থিতির একটি ঘটনাভিত্তিক চিত্র উপস্থিত করার—অবশ্যই নিজস্ব ঢঙে। এমনি কথা বলতে

বলতে একদিন সে ইয়াকভ লুকিচকে ভীষণ একটা গোলমেলে অবস্থায় ফেলে দিল। সেদিন ইয়াকভ লুকিচকে সে ডেকে নিয়ে গেল অলিন্দে, এক গেলাশ ভদ্‌কা খাওয়াল, তারপরে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল, 'যৌথখামার খতম করার কাজ কতদূর?'

'কেন? খতম করতে যাব কেন?' ইয়াকভ লুকিচ অবাক হবার ভান করল।

'তোমার প্ল্যানটা শুনি?'

'কী বলতে চান আপনি?'

'তোমার কাজ কেমন চলছে শুনতে চাই। তোমার কাজ হচ্ছে ভণ্ডুল করে দেওয়া, তাই তো? সেটা কি-ভাবে করছ তুমি? ঘোড়াগুলোকে স্ট্রীক্‌নাইন বিষ খাওয়াচ্ছ? আবাদের যন্ত্রপাতি তছনছ করে দিচ্ছ? নাকি, আর কিছু করছ?'

'আমাকে বলা হয়েছিল ঘোড়াগুলোর গায়ে যেন হাত না দিই। হাত দেওয়া তো দূরের কথা...' ইয়াকভ লুকিচ খোলাখুলি কথা বলতে চেষ্টা করল।

কিছুকাল হল মদ সে খায় খুবই কম। ফলে একগেলাশ ভদ্‌কা খাবার ফলটি হয়েছে মারাত্মক। ইচ্ছে হচ্ছে মনের কথাগুলো খোলাখুলি বলে ফেলে। গ্রামের যৌথ কৃষিব্যবস্থাকে সে একই সঙ্গে গড়তে ও ভাঙতে চাইছে—এটা যে তার পক্ষে কতবড়ো একটা যন্ত্রণার ব্যাপার তা সে জানায়। কিন্তু লাতিয়েভস্কি তাকে কথা বলার কোনো সুযোগ দিল না। ঢক ঢক করে নিজের গেলাশটা শেষ করল, ইয়াকভ লুকিচের গেলাশে আর দ্বিতীয়বার মদ ঢালল না, তারপরে বলল, 'ব্যাটা জরদ্‌গব, তুই কেন মরতে আমাদের দলে এসে জুটেছিস? তোর এই মতিভ্রম কেন? পোলোভৎসেভ আর আমার কথা আলাদা, আমাদের আর যাবার জায়গা কোথা, সামনে তো মরণ। হ্যাঁ, মরণ! তবে বলা যায় না, জিতে যেতেও পারি। কিন্তু তুই বেটা চাষার পো, শুনে রাখ তোকে বলি, জিতব কিনা খুবই সন্দেহ, সম্ভাবনাটা শোচনীয় রকমের কম। হাজারে একভাগ, তার বেশি নয়! তবে যদি জিতি, তা হবে নির্ভেজাল জিত। কমিউনিস্টদের ভাষায় বলতে পারি, শেকল ছাড়া আমাদের তো হারাবার কিছু নেই। কিন্তু তুই? শুনে রাখ তুই হচ্ছিস যজ্ঞের বলি। ওরে হাঁদারাম, তোর সামনে তো বাঁচার রাস্তা খোলাই ছিল। আমার অবিশ্যি এ-বিশ্বাস নেই যে তোদের মতো একদল গর্দভের দ্বারা কোনো কালে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে! তা না হয় নাই হল....কিন্তু পৃথিবীর এই পাঁকভর্তি ডোবায় খানিকটা কাদা ঘুলিয়ে তুলতে পারতিস তো! ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, অভ্যুত্থান

একটা ঘটবেই। কিন্তু ওরে পাকাচুল বুড়ো শয়তান, তুই যে ভিমিয়ে সেই ভিমিয়ে। তোর কপালে সেই গ্রেপ্তার, বড়ো জোর ভাবা হবে যে লোকটা না জেনে-বুঝে শত্রুতা করেছে, তারপরে আর্থানগেল্‌স্ক জেলায় নির্বাসন, কুড়ুল মেরে মেরে পাইন গাছ কাটা—যতোদিন না দ্বিতীয়বার কমিউনিজমের আবির্ভাব হয়। ওরে গর্দভরাম, এই তোর ভবিতব্য! আমার কথা যদি বলিস তো আমার এ-ছাড়া পথ কী! আমাকে বিদ্রোহ করতেই হবে! আমি যে অভিজাত বংশের! আমার বাবার ছিল প্রায় বারো হাজার একর আবাদী জমি আর জঙ্গল ছিল দু-হাজার। আমাকে যদি এখন দেশ ছাড়তে হয় তাহলে মাথার ঘাম পায়ে পেলে রোজগার করতে হবে। করতেই হবে। আমার কাছে এর চেয়ে জঘন্য ব্যাপার আর কিছু নেই। আমার কাছে, আমার মতো অন্য যারা আছে সকলের কাছে! কিন্তু তুই? তুই কে? মাঠে চাষ দিচ্ছিস আর ঘরে ফসল তুলছিস! এই তো! গোবরের পোকা! গৃহযুদ্ধের সময়ে তোদের মতো শুয়োরের বাচ্চা কলাক আরো কিছু সংখ্যায় খতম হলে ভালো হত!'

'কিন্তু আমাদের ওরা আর বাঁচতে দেবে না!' ইয়াকভ লুকিচ পাল্টা যুক্তি দিতে চেষ্টা করল, 'করের বোঝায় আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। আমাদের সর্বস্ব ওরা নিয়ে নিয়েছে। একটা মানুষ যে নিজের মতো করে বাঁচবে তারও পথ নেই। নইলে, আপনি তো ঠিক কথাই বলেছেন, আপনাদের মতো বড়োঘরের মানুষদের সঙ্গে আমাদের আর কী সম্পর্ক থাকতে পারে! অন্তত আমি তো আমার জীবনে এই প্রলোভনের দিকে পা বাড়াইনি!'

'করের বোঝা! কী কথাই বললি! তোর বুঝি ধারণা যে অন্য দেশের চাষীদের কর দিতে হয় না! ওদের আরো বেশি কর দিতে হয়।'

'তা হতেই পারে না।'

'আমি বলছি দিতে হয়।'

'ওরা কেমনধারা জীবন কাটায়, কত কর দেয় তা আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি জানি, আমি তো ওখানে ছিলাম।'

'তাহলে আপনার এখানে আসা হচ্ছে বিদেশ থেকে?'

'তাতে তোর কী?'

'না, কথাটা মনে হল তাই বললাম।'

'ওসব বেশি মনে হওয়া-হওয়ি ভালো নয়, ওতে শুধু বুড়ো হবার পথ খোলসা হয়। যা, আরো ভদ্‌কা নিয়ে আয়।'

অকে। আনতে মেরিয়নকে পাঠাল ইয়াকভ লুকিচ। তার এখন কিছুটা সময় একা থাকা দরকার। কসল মাড়াইয়ের উঠোনে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক সে বসে রইল খড়ের আঁটির ওপরে। আর ভাবল, 'লোকটা আস্তো একটা শয়তান, চুলোয় যাক! শুধু কথা বলে বলেই মাথার পোকা বার করে দেবে দেখছি। আচ্ছা, ও কি আমাকে পরীক্ষা করে দেখছে যে আমি ওদের বিরুদ্ধে যাই কিনা? তারপরে আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ ফিরে এলেই খবরটা তাঁর কানে তুলবে। তাহলে আর রক্ষে নেই। আমার অবস্থা হবে খোপরভের মতো, ক্যাপটেন যাকে শেষ করেছিল। নাকি লোকটা আমাকে মনের কথাই বলেছে! মদ খেলে মানুষের জিভ আলগা হয়ে যায়। কিংবা কথাটা হয়তো ঠিক। পোলোভৎসেভের সঙ্গে আমার ভিড়ে পড়াটা উচিত কাজ হয়নি। তার চেয়ে যৌথখামারেই একবছর কি দু-বছর দাঁত কামড়ে পড়ে থাকলে হত। এমনও হতে পারে যৌথখামারের কর্তারাই বুঝতে পারবে যে অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে! তখন তারা নিজেরাই যৌথখামার ভেঙে দেবে। তখন তো আমি আবার মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারতাম। হায় হায়! কী গেরোতেই পড়া গিয়েছে! কী যে করি এখন! এ থেকে আমার আর উদ্ধার নেই! আমার কাছে এখন দু-পিঠই সমান! প্যাঁচাকে ধরে লাঠির গায়ে ঠুকলেও যা, লাঠি ধরে প্যাঁচার গায়ে ঠুকলেও তাই। প্যাঁচাকে মরতেই হয়।'

উঠোনের বেড়া ডিঙিয়ে সোঁ সোঁ করে হাওয়া ঢুকছে। সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আসছে সদর দরজার সামনে ছড়ানো খড়ের টুকরোগুলো। কুকুরগুলো মাটিতে গর্ত করে রেখে গিয়েছিল। হাওয়ার দাপটে খড়ের টুকরোগুলো গিয়ে জড়ো হচ্ছে সেই গর্তগুলোর মধ্যে। খড়ের গাদায় যে-সব আঁটি আলগা, হাওয়ার ঝাপটায় সেগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় খসে খসে পড়ছে গাদার ওপরে জমে থাকা বরফ। হাওয়াটা জবরদস্ত রকমের শনশনে ঠাণ্ডা। ইয়াকভ লুকিচ অনেকক্ষণ ধরে ঠাহর করতে চেষ্টা করল ঠিক কোন্ দিক থেকে হাওয়াটা আসছে। কিন্তু পারল না। মনে হল গাদার চারদিকেই হাওয়া—সবদিক থেকেই পাল্লা করে হাওয়া বইছে। হাওয়ার দাপটে ইঁদুরগুলো ভয় পেয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। চোখে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না কেননা গাদার মধ্যে ইঁদুরগুলোর ছুটোছুটি করবার চোরা রাস্তা প্রচুর. তবে মাঝে মাঝে এসে পড়ছে ইয়াকভ লুকিচ যেখানে গাদায় পিঠ ঠেস দিয়ে বসেছে তার সামনেটিতে। বাতাসের সোঁ-সোঁ, খড়ের খস-খস, ইঁদুরের কিঁচ-কিঁচ, কুয়োর ধারে হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁক—শুনতে শুনতে রাত্রির এই বিচিত্র

শব্দকে ইয়াকভ লুকিচের মনে হতে লাগল দূর থেকে ভেসে আসা বিষণ্ণ সঙ্গীতের মতো। শুনতে শুনতে নিশ্চয়ই তার তন্দ্রা এসেছিল। সেই অবস্থায় আধবোজা জলভরা চোখে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেআর খড়ের গন্ধ ও স্তেপভূমির বাতাসের গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতে নিতে তার মনে হল চারদিকের সবকিছু কী সরল আর সুন্দর।

কিন্তু সেদিনই মধ্যরাতে হাজির হল একজন অশ্বারোহী সংবাদবাহক। ভয়েস্কোভয় থেকে পোলোভৎসেভ পাঠিয়েছে। চিঠির ওপরে লেখা 'জরুরি'। লাতিয়েভস্কি চিঠিটা পড়ল, তারপরে রান্নাঘরে যেখানে ইয়াকভ লুকিচ ঘুমিয়ে ছিল সেখানে এসে তাকে জাগিয়ে তুলে বলল, 'এই চিঠিটা পড়ো।'

চোখ মুছতে মুছতে ইয়াকভ লুকিচ চিঠিটা হাতে নিল। আগেকার জার আমলের সময়ে যেমন লেখা হত তেমনি ধরনের হরফে, পরিষ্কার হাতের লেখায়, নোটবুক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া পাতায় কপিং পেনসিলে লেখা চিঠি :

'লেফটেনেন্ট,

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলাম যে বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষক জনতার কাছ থেকে শস্য আদায় করছে। মুখে তারা অবশ্য কারণ দেখাচ্ছে যে এই শস্য নাকি যৌথখামারের চাষের জন্যে প্রয়োজন। প্রকৃত ঘটনা এই যে এই শস্য বিদেশে বিক্রি করা হবে। তা যদি হয় তাহলে যৌথখামারের চাষী সমেত কৃষকদের অবধারিত নির্মম অনশন। সোভিয়েত গভর্নমেন্ট বুঝতে পেরেছে যে তাদের পতন অনিবার্য ও আসন্ন। তাই তারা শেষ শস্যের দানাটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে চাইছে ও রাশিয়ার সর্বনাশ পুরোপুরি ডেকে আনছে। তোমার প্রতি আমার আদেশ, তুমি অবিলম্বে গ্রেমিয়াচি লগের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই তথাকথিত শস্য-সংগ্রহের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য শুরু করে দেবে। গ্রেমিয়াচি লগে এখন তুমিই আমাদের সমিতির প্রতিনিধি। ই, লু-কে এই চিঠির কথা-জানিও ও তাকে নির্দেশ দিও সে যেন একটুও সময় নষ্ট না করে বিষয়টির গুরুত্ব সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে। শস্য-সংগ্রহ যে করে হোক বন্ধ না করলেই নয়।

পরদিন সকালে ইয়াকভ লুকিচ দপ্তরে না গিয়ে সোজা হাজির হল বান্নিক ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে। এই লোকগুলোকে সে-ই ডন আঞ্চলিক মুক্তি-সমিতির আদর্শে দীক্ষিত করেছিল।

চব্বিশ

তিনজন মানুষের যে প্রচার-দলটি কোন্দ্রাৎকো গ্রেমিয়াচি লগে রেখে গিয়েছিল তারা শস্য-ভাণ্ডারের সংগ্রহের কাজে নেমেছে। কুলাকদের ছেড়ে যাওয়া একটি বাড়িতে তাদের সদর-দপ্তর। কৃষিবিদ ভাৰ্তানভ সকালবেলাটা কাটায় ইয়াকভ লুকিচের সঙ্গে বসে বসন্তকালীন বীজ-বপনের পরিকল্পনার মুসাবিদা করে। এই সময়ে অনেক কসাক আসে কৃষি-বিষয়ে তার পরামর্শ নিতে। তাদের প্রশ্নের জবাব দেয় সে আর বাকিটা সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে গোলাঘরে সংগৃহীত বীজ ঝাড়াই-বাছাই ও তদারকির কাজে। মাঝে মাঝে আবার বেরিয়ে পড়ে—তার ভাষায় —"একটু-আধটু পশু-চিকিৎসা" করবার জন্যে। কারও গোরু বা ভেড়ার যদি অসুখ করে থাকে তাহলে সে চিকিৎসা করে। "ভিজিট" নেয় জিনিসপত্রে। কখনো-বা অসুস্থ পশুর মালিকের বাড়িতে খানা খায়, এমনকি কখনো-বা নিজের দুই সঙ্গীর জন্যে একবাটি দুধ বা একপাত্র আলুসেদ্ধ হাতে করে নিয়ে আসে। সঙ্গী-দুটির একজনের নাম পোরফিরী লুব্‌নো, আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় ময়দা-কলের রোলার মিস্ত্রী; অপরজনের নাম ইভান নাইদিওনভ, একটি তেলকলের কম্‌সোমল সদস্য। ওরা দুজনে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে, গোলা-ঘরের ম্যানেজারের তালিকা দেখে যাচাই করে শস্য-ভাণ্ডারে কে কি-পরিমাণ শস্য দিয়েছে এবং সাধ্যমতো প্রচারকার্য চালায়।

প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেল, বীজ-সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক বড়ো রকমের অসুবিধে আছে এবং সহজে হবার নয়। সংগ্রহের কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্যে স্থানীয় পার্টি গ্রুপ ও প্রচার-দল কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। এই ব্যবস্থাগুলো প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হল যৌথখামারের সদস্য ও ব্যক্তিগত চাষী উভয়ের পক্ষ থেকেই। গ্রামে কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল যে শস্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বিদেশে চালান দেবার জন্যে, বীজ রোয়া-টোয়ার ব্যাপারটা বাজে, আর যুদ্ধ তো যখন-তখন শুরু হয়ে যেতে পারে। নাগুলনভ রোজই মিটিং করছে, তার সঙ্গে থাকছে প্রচার-দলটি। তারা বোঝাবার চেষ্টা

করছে এই সমস্ত গুজব কত বাজে ও কত অসম্ভব। আর নাগুসনত সবাইকে শাসিয়ে রাখছে যে "সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার" কেউ করছে টের পাওয়া গেলে মোক্ষম শাস্তি দেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও শস্য সংগ্রহ হচ্ছে খুবই অল্প পরিমাণে, খুবই ধীরে ধীরে। কসাকরা করে কি, ভোর না হতেই বাড়ি থেকে টুক্ করে বেরিয়ে পড়ে, তারপর হয় জঙ্গলে যায় আগুন জ্বালাবার কাঠ জোগাড় করতে কিংবা স্তেপে যায় লতাপাতার সন্ধানে, কিংবা গিয়ে হাজির হয় কোনো পড়শীর বাড়িতে। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে সারাটা দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকে যাতে গ্রাম-সোভিয়েত বা প্রচার-দলের সদর-দপ্তরে হাজির হতে না হয়। বাড়ির মেয়েরা তো মিটিঙের ধারেকাছে মাড়ায় না। সোভিয়েত থেকে লোক পাঠানো হলে তাকে কোনোরকম পাত্তা দেয় না, মুখের ওপরে সাফ জবাব দেয়, 'বাড়ির পুরুষমানুষ বাইরে গিয়েছে, এসবের কিছু জানিনে।'

একটা জবরদস্ত হাত যেন সমস্ত শস্য ধরে রাখছে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে এমনি মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রচার-দলের সদর-দপ্তরে যে-সব কথাবার্তা হয় তা সাধারণত এই ধরনের :

'চাষের জন্যে বীজ রেখে দিয়েছ তো?'

'না।'

'না কেন?'

'নেই তাই।'

'নেই কেন? ব্যাপারটা কী?'

'খুবই সহজ। আমি তো ভেবেই রেখেছিলাম আমার নিজের বীজ রাখব, তারপরে বাড়তি বীজ দিয়ে দেব শস্য-ভাণ্ডারে। কিন্তু ঘরে এদিকে উপোস দেবার অবস্থা, তাই সব বীজ খেয়ে ফেলেছি।'

'তাহলে কি এবার আর চাষ করবে না ঠিক করলে?'

'আজ্ঞে তা নয়। কিন্তু কী করব বলুন, ঘরে বীজ বলতে কিচ্ছুটি নেই।'

অনেকের মুখে অন্য কথা। তারা বলছে যে আগের শরতেই সরকারকে শস্য দেবার সময়ে বীজ-শস্যও তারা দিয়ে দিয়েছে। ফলে পরিচালনা দপ্তরে দাভিদভ আর সদর দপ্তরে ইভান নাইদিওনভকে অনবরত শুধু লিস্ট আর সরবরাহ স্টেশনের রসিদ মিলিয়ে হিসেব কষতে হচ্ছে যাতে ঘরে বীজ মজুদ সত্ত্বেও জোর গলায় যারা মিথ্যে বলছে তাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া যায়। এই হিসেবের জন্যে মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়ে পড়ে ১৯২৯ সালে মোট কী পরিমাণ শস্য মাড়াই করা হয়েছিল তার

পরিমাণটি ঠিক করা, তারপরে ঠিক করা ফসলের সরবরাহ বাবদ হস্তান্তরিত শস্যের পরিমাণ। তাহলে বাকি যেটুকু হাতে থেকে যায় তার হিসেবটাও বেরিয়ে পড়ে। এমনিভাবে হিসেব করে যখন দেখিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের হাতে অবশ্যই শস্য থাকার কথা, তখনো অনেকের একগুঁয়েমি যায় না, নিজেদের কথাই ধরে থাকে:

'খানিকটা গম আমার হাতে থেকে গিয়েছে তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কমরেডগণ, চাষ-আবাদ করাটা যে কী ব্যাপার তা আপনারাও জানেন। আর ওসব ওজন-টোজন করে শস্য খরচ করাটা কস্মিনকালেও আমাদের ধাতে নেই। হাতে আসে খরচ করে ফেলি। আপনারা হয়তো আমার বাড়ির লোকজন গুণতি করে নিয়ে মাথাপিছু মাসে এক পুড বরাদ্দ করে দিলেন। কিন্তু তাতে হলটা কী! আমি তো নিজেই দিনে তিন-চার পাউণ্ড খেয়ে ফেলি। ওটুকু খেতেই হয় নইলে খাটাখাটুনি করতে পারব কেন! আপনাদের হিসেবের গলদটা এইখানে। আমার কাছে শস্য নেই। আপনারা তল্লাসী করে দেখতে পারেন।'

পার্টি গ্রুপের একটি সভায় নাগুলনভ প্রস্তাব করল যে গাঁয়ের যে-সব বর্ধিষ্ণু ঘর এখনো ভাণ্ডারে বীজ জমা দেয়নি তাদের বাড়ি তল্লাসী করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল দাভিদভ, লুব্নো নাইদিওনভ ও রাজমিয়োৎনভ। তাছাড়া, জেলা-কমিটি থেকে এ-বিষয়ে যে-সব নির্দেশ এসেছে তাতেও বলা হয়েছে যে কোনো অবস্থাতেই যেন তল্লাসী করা না হয়।

প্রচার-দল ও পরিচালনা বোর্ড কাজে নামার তিন দিন পরেও দেখা গেল বীজ সংগ্রহ হয়েছে যৌথখামারের এলাকা থেকে মাত্র ৪৮০ পুড আর ব্যক্তিগত কৃষকদের এলাকা থেকে মাত্র ৩৫ পুড। যৌথখামারের সক্রিয় কর্মীরা সকলেই যার যে-পরিমাণ দেবার কথা পুরোটাই দিয়ে দিয়েছে। কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ, লুবিশ্‌কিন, ভুৎসোভ, মুখচোরা দেমিদ, শ্‌চুকার দাদু, লাভের কারবারী আর্কাশ্‌কা, কামার শালি, আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ ও অন্যরা বীজ দিয়েছে প্রথম দিনেই। সেমিয়ন ও ইয়াকভ লুকিচ এল দ্বিতীয় দিন সকালে দুই গাড়ি বোঝাই বীজ নিয়ে। ইয়াকভ লুকিচ সোজা চলে গেল আপিস-ঘরে। আর সেমিয়ন ভারী থলেগুলোকে বয়ে বয়ে নিয়ে জমা দিতে লাগল গোলাঘরে। থলেগুলোর হিসেব বুঝে নেওয়া ও ওজন করার ভার ছিল দিওমকা উশাকভের ওপরে। চারটি থলে সবে জালার মধ্যে ঢালা হয়েছে, পঞ্চমটির মুখ খুলছে সেমিয়ন, এমন সময়ে উশাকভ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা বাজপাখির মতো।

'বাছাধন, তোমার বাপ কি এই বীজ দিয়ে চাষ করত নাকি?' এই বলে একমুঠো দানা নিয়ে সে সেমিয়নের নাকের নিচে ধরল।

'কেন, দোষটা কী হয়েছে?' সেমিয়ন ফুঁসে উঠল, 'তোমার চোখে নিশ্চয়ই ছানি পড়েনি যে গম ও ভুট্টার তফাৎ ধরতে পারছ না।'

'খুবই ধরতে পারছি! চোখে ছানি পড়লেও, ব্যাটা চোর, তোমার চেয়ে ভালো দেখতে পাই! তুমি আর তোমার বাপ—দুজনকে চিনতে বাকি আছে নাকি আমাদের! কী চালছ এগুলো? বীজ? থাক, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। আমাদের এই ভালো বীজের মধ্যে এই ভেজালগুলো চালবার কী দরকারটা ছিল শুনি, বেল্লিক কোথাকার?'

বলতে বলতে সেমিয়নের একেবারে মুখের ওপরে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। বীজের দানার সঙ্গে মাটি আর ডালকলাই মিশিয়ে যে পদার্থটি সে নিয়ে এসেছে তা দেখুক ভালো করে।

'রোসো, সবাইকে ডেকে এনে দেখাচ্ছি।'

'না, না, কাউকে ডাকতে হবে না!' সেমিয়ন ভয় পেয়ে গিয়েছে, 'আমি নিশ্চয়ই ভুল করে অন্য থলে নিয়ে এসেছি। তাই বলে চটো কেন, এক্ষুনি ফিরে গিয়ে বদলে আনছি। চটাচটি করে কী লাভ! আর এত মেজাজই বা কেন! বলছি তো বদলে আনব, ভুল হয়ে গিয়েছে।'

চোদ্দটি থলের মধ্যে ছ'টি বাতিল হয়ে গেল। বাতিল থলেগুলোকে গাড়িতে তোলার সময়ে দিওমকার সাহায্য চেয়েছিল সেমিয়ন। দিওমকা যেন শুনতে পায়নি এমনি ভাব করে ওজনের যন্ত্রটার দিকে ফিরে গেল।

'তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?' সেমিয়নের গলার স্বর কাঁপা-কাঁপা।

'কেন, তোমার বিবেক কোথায় গেল! থলেগুলো যখন তুমি এখানে নিয়ে এসেছিলে তখন সেগুলো এত হালকা ছিল যে কারও সাহায্য দরকার হয়নি! একাই নিয়ে এসেছিলে! আর এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সময়ে আচমকা ভারীই বা ঠেকছে কেন! একাই তোল ওগুলো, যেমন মানুষ তুমি!'

সেমিয়নকে একাই হাত লাগাতে হল। পরিশ্রমে মুখটা হয়ে উঠল ঘোর রক্তবর্ণ। দু-হাতে থলেটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

পরের দুদিন বীজ পাওয়া গেল অতি যৎসামান্য। পার্টি গ্রুপের সভায় স্থির হল যে চাষীদের মড়াইগুলো সরেজমিনে দেখা আসা হবে। আগের দিন দাভিদভ গিয়েছিল পাশের জেলায় দুটি জিনিস যোগাড় করে আনতে। একটি হচ্ছে বীজের

পরিকল্পনা। অপরটি, কয়েক পুড বিশেষ ধরনের বসন্তকালীন গম যা কিনা জলেও বাঁচে। আগের বছর এই গমের পরীক্ষামূলক চাষ হয়েছিল। বহুদিন জল না পাওয়া সত্ত্বেও সতেজ ছিল গাছগুলো আর ফলন হয়েছিল প্রচুর। এই পরীক্ষা-মূলক গম তৈরি হয়েছিল বিদেশ থেকে নিয়ে আসা 'ক্যালিফোর্নিয়ান'-এর সঙ্গে স্থানীয় 'বাইলোজের্নকা'-র কলম করে। দাভিদভ ঠিক করেছিল, যে-খামারে এই পরীক্ষাকার্য হয়েছে সেখানে গিয়ে এই বিশেষ গমের কিছু বীজ নিয়ে আসবে। তার এই উৎসাহের কারণ আছে। আজকাল রাত জেগে জেগে সে প্রচুর কৃষিবিষয়ক বই পড়ছে।

দাভিদভের ফিরে আসতে আসতে মার্চ মাসের চার তারিখ। তার আগের দিনই একটা ঘটনা ঘটে গেল।

মাবার নাগুলনভ এখন দু-নম্বর টীমের সঙ্গে যুক্ত। সকালবেলা সে ঘুরতে বেরিয়েছিল লুবিশ্‌কিনের সঙ্গে। তিরিশটা বাড়িতে যেতে পেরেছিল। আর সন্ধেবেলা, রাজমিয়োৎনভ ও সেক্রেটারি সোভিয়েত থেকে চলে যাবার পরে, যে-সব বাড়িতে সে সারাদিনের মধ্যে যেতে পারেনি সেই সব বাড়ির কর্তাদের ডেকে পাঠাতে শুরু করে। জন চারেকের সঙ্গে কথাবার্তা হয় তার, কিন্তু বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায় না। সকলের মুখেই এক কথা: 'আমাদের কাছে বীজ নেই। বীজটা এবার সরকার থেকেই দিয়ে দেওয়া হোক।' নাগুলনভ গোড়ার দিকে কথা বলছিল খুবই শান্তভাবে, তারপরেই সে টেবিলের ওপরে ঘুষি মারতে শুরু করে।

'বীজ নেই বললেই হল! ওহে কনস্তানতিন গাভ্রিলোভিচ, তুমিই বল না, তুমি তো গত শরতে তিনশো পুড শস্য ঘরে তুলেছিলে—তুমি কি করে বলছ যে বীজ নেই!'

'ঘরে তো তুলেছিলাম! আর সরকারকে যে শস্য দিয়ে এলাম সেটা কি আমার হয়ে তোমরা দিয়েছিলে!'

'সরকারকে কতটা দিয়েছিলে?'

'একশো তিরিশ।'

'বাকিটা কোথায় গেল?'

'তাও বলতে হবে নাকি! খেয়ে ফেলেছি।'

'মিথ্যে কথা! তা হতেই পারে না! অতগুলো করে খেলে পেট ফেটেই মারা পড়তে! তোমাদের মাত্র ছ-জনের পরিবার আর অতখানি ফসল! না,

না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। বীজ এনে জমা দাও, নয়তো তোমাকে যৌথখামার থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

'তাড়িয়ে দাও, যা খুশি করো, কিন্তু যীশুর নামে দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার কাছে একটি দানাও নেই! আমি বলি কি, আমাদের বরং সুদে ধার দেওয়া হোক।'

'সোভিয়েত সরকারের পা রগড়ে রগড়ে আর কতদিন চালাবে বাপধন! তুমি যে বোয়া আর কাটার যন্তর কেনবার জন্যে টাকা ধার করেছিলে তা ফেরত দিয়েছ? বলো, ফেরত দিয়েছ! কক্ষনো দাওনি! টাকাটা বেমালুম তুমি গায়েব করে দিলে! এখন আবার বলছ, তোমাকে বীজ দেওয়া হোক।'

'বোয়া আর কাটার যন্তরের কথা বলছ! দুটো যন্তরই তো এখন জমা পড়েছে যৌথখামারে। তাহলে তফাতটা কি হল বলো! আমি তো যন্তরদুটো ব্যবহার করারই সুযোগ পেলাম না। তুমি আমাকে না-হক্ কথা শোনাচ্ছ!'

'বাপু হে, ভালো চাও তো শস্য এনে জমা দাও! নইলে তোমার কপালে দুঃখু আছে বলে দিচ্ছি। মিথ্যে কথা তো দেখছি মুখে আটকায় না। লজ্জা করে না তোমার!'

'দিতে পারলে তো খুশিই হতাম…'

যতোই বোঝানো যাক, যতোই শাসানো যাক, তবি ভোলবার নয়। একবার যারা বলেছে যে শস্য দিতে পারবে না, তাদের আর কিছুতেই রাজী করানো যায় না। নাগুলনভ শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল।

ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারা কি সব বলাবলি করল। তারপর আবার শোনা গেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। একটু পরেই একলা জমির চাষী গ্রিগরি বান্নিক এসে হাজির। তার হাবভাব দেখে মনে হল একটু আগে যৌথ-খামারীদের সঙ্গে কি-ধরনের কথাবার্তা হয়েছে আর তার ফল কী হয়েছে সে-সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল। তার ঠোঁটের কোণে উদ্ধত বেপরোয়া হাসির আভাস। টেবিলের ওপরে লিস্টটা পাতা ছিল, কাঁপা-কাঁপা হাতে লিস্টটা সমান করতে করতে নিস্পৃহ গলায় নাগুলনভ বলল, 'বসো, গ্রিগরি মাৎভেইচ।'

'হ্যা বসছি।'

পা-দুটোকে অনেকখানি ফাঁক করে বান্নিক বসল।

'গ্রিগরি মাৎভেইচ, তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বীজ দিচ্ছ না কেন?'

'কেন দেব?'

'সাধারণ সভায় এ-বিষয়ে আমরা একটা প্রস্তাব পাশ করেছি। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যৌথখামারীই হোক বা একলা চাষীই হোক ভাণ্ডারের জন্তে সবাইকে বীজ দিতে হবে। তোমার ঘরে বীজ আছে?'

'আছে বৈকি।'

নাগুলনভ লিস্টটার দিকে তাকাল। বান্নিকের নামের পাশে 'সন ১৯৩০-এর বসন্তকালের আবাদের জন্তে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ' কলমে লেখা রয়েছে ১৫।

'তুমি এ-বছর পনেরো একর জমিতে চাষ দেবে ঠিক করেছ?'

'তাই বটে।'

'তাহলে তোমার ঘরে বেয়াল্লিশ পুড বীজ আছে—তাই না?'

'তাই বটে। পরিষ্কার করে ঝাড়াই-বাছাই করে রেখেছি। দেখলে মনে হবে গমের দানা নয় তো সোনা।'

'সাবাস, তোমাকে বাহবা দিতে হয়!' নাগুলনভ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, 'কালই এই বীজ যৌথখামারের গোলাঘরে পৌছে দিও। ইচ্ছে হলে তোমার নিজের বস্তায় আলাদা করেও রেখে দিতে পার, যা তোমার মর্জি। জানো তো, চাষীদের এই সুবিধে আছে। তারা যদি বলে যে তাদের দেওয়া বীজ সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে, তাহলে তাই করা হয়। আমরা বলি, তোমরা নিজেরাই বস্তায় পুরে দিয়ে যাও, আমরা যেমনটি পাব তেমনটি রেখে দেব। অবিশ্যি তার আগে ওজন করা হবে, বস্তার মুখ সীল করা হবে, রসিদ লিখে দেওয়া হবে। বাস্, তুমি নিশ্চিন্ত। বসন্তকালটি আসুক, তোমার বীজগম তুমি যেমনটি দিয়েছিলে তেমনটি ফেরত পাবে। এই তো, কত লোক এসে বলে, বীজ-গম ঘরে আলাদা করে রাখলেও তা খোরাকিতে খরচ হয়ে যায়। যৌথখামারের গোলাঘরে রেখে দিলে এ-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত।'

'কমরেড নাগুলনভ, ঢের বক্তৃতা হয়েছে, বাস্, বাস্।' যেন কিছুই গায়ে লাগছে না এমনি ভঙ্গিতে দাঁত বার করে বান্নিক হাসছে আর সোনালী গোঁফে তা দিচ্ছে, 'ওসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। আমার বীজগম আমারই থাকবে।'

'কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

'সোজা কথা, আমি রাখলেই ঠিকঠাক রাখতে পারব। আর তোমাদের যদি দিই তাহলে বসন্তকালে পৌছে তার একটি দানাও আর ফেরত পেতে হচ্ছে না, এমনকি বস্তাগুলো পর্যন্ত নয়। এই সোজা কথাটা আমরা বুঝে নিয়েছি,

আমাদেরও জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ছে তো, আমাদের আর এখন বোকা বানানো যাবে না ?'

'অ্যা! সোভিয়েতে তুমি আস্থা রাখতে পারছ না! তার মানে আমাদেরই তুমি অবিশ্বাস করছ ?'

'তোমাদের বিশ্বাস করব! তোমাদের কাছ থেকে আর তোমাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কাছ থেকে কম মিথ্যে তো শুনতে হয়নি!'

'মিথ্যে ? কে তোমাদের কাছে মিথ্যে বলেছে! কোন্ বিষয়ে মিথ্যে বলেছে!' নাগুসনভ আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখখানা স্পষ্টতই ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

আর বান্নিক তেমনি নিঃশব্দে হেসে চলেছে শক্ত অসমান দাঁতের সারি বার করে। শ্রোতার ওপরে তার কথার যে কী ফল হচ্ছে সে-সম্পর্কে সে যেন নির্বিকার। কিন্তু কথা বলতে শুরু করতেই বোঝা গেল প্রচণ্ড একটা আক্রোশ আর ক্রোধ তার গলার স্বরে ফেটে পড়ছে। সে বলল, 'এই যে শস্য আদায় করতে লেগেছ, তার পেছনকার মতলবটা কী তা কি আমরা জানি না ? শস্য আদায় হয়ে গেলেই সেগুলো জাহাজে চাপিয়ে বিদেশে চালান দেবে—তাই তো ? তাতে অবিশ্যি তোমাদের হাতে টাকা আসবে ঠিকই আর সেই টাকা দিয়ে তোমাদের পার্টির লোকদের জন্যে মোটরগাড়ি কেনা হবে আর বব্-করা মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করার পথ খোলসা হবে। কেন তোমরা আমাদের ঘর থেকে শস্য বার করে নিতে চাইছ তা কি আমরা বুঝি না! এই তোমাদের সকলের সমান হওয়া!'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! এসব আবোল তাবোল কী বকছ!'

'টুঁটি টিপে ধরলে কারও আর মাথার ঠিক থাকে না! ফসল কাটার পরে আমি সরকারকে একশো ষোল পুড শস্য দিয়েছি। এখন তোমরা আমার শেষ সম্বল বীজগমটুকুও কেড়ে নিতে চাইছ!···ছেলেমেয়েদের মুখে দিতেও ঘরে আর একটি দানাও থাকবে না···'

'বাস্, বাস্, আর একটিও কথা নয়, মিথ্যেবাদী বেল্লিক কোথাকার!' নাগুলনভ প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল টেবিলের ওপরে।

যোগ-বিয়োগ করার শ্লেটটা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপরে। শ্লেটের ধাক্কা লেগে এক বোতল কালি উলটে গেল। ঘন চকচকে বেগুনী কালি কাগজের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ফোঁটায় ফোঁটায় গিয়ে পড়ল বান্নিকের ট্যান-করা শিপস্কিনের জামার কিনারের মুড়ির ওপরে। হাত দিয়ে কালিটা ঝেড়ে ফেলে বান্নিক উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁটের কোণায় সাদা ফেনা বেরিয়ে এসেছে। চোখ কোঁচ

করে তাকিয়ে চাপা রাগে বিকৃত গলায় সে বলল, 'আমার কথা বন্ধ করবার তুমি কে হে! ওসব টেবিলে ঘুষি মারা-টারা বাড়ির ইস্তিরির ওপরে ফলিও গিয়ে। আমি তোমার ইস্তিরি নই! আর মনে রেখ, এটা ১৯২০ সালও নয়। আমার কাছ থেকে তোমরা আর একটি দানাও পাবে না। জাহান্নমে যাও তোমরা!'

নাগুলনভের ভাব দেখে মনে হল টেবিলের ওধার থেকে লোকটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পর মুহূর্তেই টলতে টলতে কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে।

'কে বলছে এসব কথা! কে! এসব কথা বলা মানেই বিপ্লবের শত্রুতা করা! সমাজতন্ত্রকে খাটো করা! তুমি কিনা, তুমি কিনা—' নাগুলভের কথা আটকে গেল, তারপরে কোনো রকমে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে, হাতের পিঠ দিয়ে কপালে চটচটে হয়ে জমে থাকা ঘাম মুছে বলল, 'শুনে রাখ, তোমাকে এখনই লিখে দিয়ে যেতে হবে যে কালই তুমি তোমার শস্য দিয়ে যাবে। আর শুনে রাখ, কালই আমরা তোমাকে পাঠাব বিশেষ একটা জায়গায়। সেখানে তোমার পেটের কথাটি টেনে বার করে জেনে নেওয়া হবে এভাবে কথা বলার শিক্ষাটা তোমার কার কাছে।'

'গ্রেপ্তার করতে চাও তো করো, কিন্তু কাগজে আমি একটি কথাও লিখছি না, ঘর থেকে আমি একটি দানাও বার করছি না।'

'লেখ বলছি!'

'যাও যাও!'

'আমি বলছি...'

বান্নিক দরজা পর্যন্ত গিয়েছে। প্রচণ্ড একটা ঘৃণায় তার ভেতরটা জ্বলছে যেন। নিজেকে সে সামলাতে পারছে না। দরজার হাতলটা ধরে সে দাঁড়াল, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'তোমাকে বলে যাচ্ছি শুনে রাখ! এক্ষুনি ফিরে গিয়ে আমি ঘরের সমস্ত বীজগম শুয়োরদের মুখের সামনে ধরে দেব। তোমাদের মতো শকুনদের হাতে পড়ার চেয়ে ওই গম শুয়োরদের পেটে যাওয়া ভালো!'

'বীজগম? শুয়োরদের পেটে?'

নাগুলনভ একলাফে একেবারে দরজার কাছে। রিভলবার টেনে বার করল, তারপরে রিভলবারের বাঁট দিয়ে ঘা মারল বান্নিকের রগে। বান্নিক টলছে। টলতে টলতে সাদা দেওয়ালটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। পিঠ ঘষল। দেওয়ালের চুন মাখামাখি হয়ে গেল তার কোটের পিঠে। তারপরে মেঝের ওপরে ঢলে পড়ল। রগের জখম থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গাঢ় রক্ত বেরিয়ে আসছে।

নাওমনভের তখন আর কাণ্ডজ্ঞান নেই। ঢলে-পড়া মানুষটার গায়েই কয়েকটা লাথি মেরে বসল, তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বাম্নিক থাবি খাওয়া মাছের মতো হাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরে ধরে উঠে দাঁড়াল, তখন আরও বেশি রক্ত গড়াতে লাগল জখমের জায়গা থেকে, জামার আস্তিন দিয়ে নিঃশব্দে রক্ত মুছল, চুনের গুঁড়োগুলো ঝরে ঝরে পড়ল তার জামার পিঠ থেকে।

জগটাকে সরাসরি মুখের সামনে ধরেছে নাওমনভ। জগের মধ্যে ঈষদুষ্ণ জল, তাই চক চক করে খাচ্ছে। দাঁতের কাঁপুনিতে খটর-খটর শব্দ উঠছে জগের কিনারা থেকে। আড়চোখে বাম্নিককে একবার দেখে নিয়ে সে আবার এগিয়ে গেল, মুঠো পাকিয়ে তার হাতের কনুইটা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল, ঠেলতে ঠেলতে তাকে নিয়ে এল টেবিলের কাছে, তারপরে তার হাতে একটা পেনসিল গুঁজে দিয়ে বলল, 'লেখ!'

'বেশ আমি লিখছি,' বাম্নিক ধপ্ করে টুলের ওপরে বসে পড়ল, ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে তার গলা থেকে : 'রিভলবার উঁচিয়ে ধরে লিখতে বলছ, কী লিখতে হবে বলো লিখে দিচ্ছি। তবে একটা কথা মনে রেখ, সোভিয়েত আইনে মারধোর করা বারণ। এজন্যে পার্টি তোমার কী হাল করে ছাড়ে দেখে নিও!'

নাওমনভও বসল তার সামনাসামনি, তারপরে হাতের রিভলবারটা নাচাতে লাগল।

'ওরে ব্যাটা বিপ্লবের শত্তুর, এখন বুঝি ঠেলায় পড়ে সোভিয়েত আইন আর পার্টির কথা মনে পড়ছে! তুমি ভেবেছ গণ-আদালতে বুঝি তোমার বিচার হবে। সেটি হচ্ছে না। তোমার বিচার করব আমি নিজে। তোমাকে যা লিখতে বলা হচ্ছে তা যদি না লেখ তাহলে তোমাকে আমি গুলি করে মারব, যেমনভাবে বিষধর সাপকে গুলি করে মারা হয়। এজন্যে যদি আমাকে দশবছর হাজত খাটতে হয় তাও সই! কিন্তু সোভিয়েতের ওপরে কাদা ছিটিয়ে তুমি পার পেয়ে যাবে, তা আমি থাকতে নয়! যা বলছি লেখ। 'স্বীকারনামা' লিখেছ? আচ্ছা, এবারে লেখ, 'আমি, মামোনতোভের বাহিনীর প্রাক্তন সক্রিয় শ্বেতরক্ষী, লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানকারী, আমি আমার উক্তি প্রত্যাহার করছি....' লিখেছ? '...প্রত্যাহার করছি। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে...' সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নিচে মোটা করে দাগ টান। টেনেছ? তারপরে লেখ, 'এবং সোভিয়েত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আমি যে-সব

অতীব নিন্দনীয় অপমানজনক উক্তি করেছি সেজন্যে মার্জনা ভিক্ষা করছি। আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদিও গোপনে গোপনে আমি বিপ্লবের শত্রু…"

'এসব কথা আমি কক্ষনো লিখব না। এ কি জবরদস্তি নাকি!'

'লিখতেই হবে। ভেবেছ কি তুমি! এত সব কথা বলার পরেও তুমি আমার হাত থেকে পার পেয়ে যাবে? তেমন মানুষ আমাকে পাওনি, জানো তো হোয়াইটদের হাতে আমি জখম ও পঙ্গু হয়েছি। তুমি সোভিয়েতের গায়ে কাদা ছুঁড়বে আর আমি কিচ্ছুটি বলব না! বাপু হে, আর কথাটি না বলে যা বলছি লিখে যাও!'

বান্নিক টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। তার হাতের পেনসিল আবার গুটি-গুটি চলতে শুরু করেছে কাগজের ওপর দিয়ে। নাগুলনভ-রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরে রাখল আর বান্নিক যাতে সঙ্গে সঙ্গে লিখে যেতে পারে এমনি ভাবে বলে চলল:

'যদিও গোপনে গোপনে আমি বিপ্লবের শত্রু। আমি কথা দিচ্ছি, কক্ষনো এমন কিছু বলব না বা লিখব না বা করব না যাতে সোভিয়েতের ক্ষমতা খর্ব হয়—যে সোভিয়েত সকল শ্রমজীবী মানুষের এত প্রিয় আর যে সোভিয়েত গড়ে তোলবার জন্যে তারা নিজেদের রক্ত দিয়ে এতখানি দাম দিয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি, আমি কক্ষনো সোভিয়েতের বদনাম করব না বা সোভিয়েতের কাজে বাধা দেব না, বিশ্ব-বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব—যে বিশ্ব-বিপ্লব আমাদের মতো মানুষগুলোকে, বিপ্লবের শত্রুগুলোকে—যে যেখানেই থাকি না কেন—চিরকালের মতো খতম করবে। আমি আরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এমন কিছু আমি করব না যাতে সোভিয়েতের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। বীজগম লুকিয়ে রাখব না এবং আগামী কাল, ১৯৩০ সনের ৩রা মার্চ তারিখে, যৌথখামারের গোলাঘরে…'

ঠিক এই সময়ে চারজন লোক ঘরে ঢুকে পড়ল, একজন সংবাদবাহক ও তিনজন যৌথখামারের চাষী।

'এখন নয়—বাইরের বারান্দায় একটু অপেক্ষা করো গিয়ে!' নাগুলনভ হুংকার দিয়ে উঠল, তারপরে বান্নিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে আবার বলে চলল:
'যৌথখামারের গোলাঘরে আমি বেয়াল্লিশ পুড গম জমা দিয়ে যাব। স্বা:'—নিচে সই করো!'

খস্ খস্ করে সই করে বান্নিক উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে তার মুখের স্বাভাবিক রক্তবর্ণ ফিরে এসেছে।

'মাকার নাগুলনভ, তোমাকে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে!'

'আমাকে করতে হবে, তোমাকেও করতে হবে। কিন্তু কাল যদি শস্য জমা না দাও তো তোমাকে আমি খুন করব!'

কাগজটা ভাঁজ করে পরনের খাকি টিউনিকের বুকপকেটে রেখে দিল নাগুলনভ। রিভালবারটা ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের ওপরে, তারপরে বান্নিকের সঙ্গে দোর পর্যন্ত এগিয়ে গেল। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সে কাটাল সোভিয়েতের দপ্তরেই। সংবাদবাহক-টিকেও ছুটি না দিয়ে বসিয়ে রাখল। যে-তিনজন যৌথখামারী শস্য দিতে অস্বীকার করেছে তাদের, আটকে রাখল একটা তালাবন্ধ খালি ঘরের মধ্যে।

এমনিভাবে কাটল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। শরীরের ও মনের ওপরে সারাদিনের ধকল তাকে এতই ক্লান্ত করে তুলেছে যে নিজের শরীরটাকে বইবার ক্ষমতাও আর নেই। দপ্তরের চেয়ারে বসেই লম্বা রোগা হাতদুটোর ওপরে উসকোখুসকো মাথাটা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙল না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, বসন্তকালের বরফ-গলা জলের উচ্ছ্বাসের মতো স্তেপভূমি মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছে। অজস্র অসংখ্য মানুষ, পরনে উৎসবের দিনের পোশাক। এই মানুষের ভিড়ে মাঝেমাঝে খানিকটা করে ফাঁক আর সেখান দিয়ে যাতায়াত করছে ঘোড়সওয়ার বাহিনী। স্তেপভূমির নরম মাটির ওপরে আরেক বিচিত্র রঙের ঘোড়া জোর কদমে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, ঘোড়ার পায়ের খুরের আওয়াজ বেজে উঠছে বজ্রের মতো, যেন লোহার পাতের ওপর দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটছে। হঠাৎ, মাকারের খুব কাছেই, একদল রুপোলী ভেঁপুবাদক ইণ্টারন্যাশনাল বাজাতে শুরু করে। সারা গা শিরশির করে মাকারের, আবেগে কি যেন দলা পাকিয়ে ওঠে গলার মধ্যে—বাস্তব জীবনে তার যেমন হয়ে থাকে। একটি স্কোয়াড্রন চলে যায় সামনে দিয়ে। স্কোয়াড্রনের পেছনদিকে ঘোড়ার পিঠে চলেছে তার বন্ধু মিতীয়া লোবাচ, ১৯২০ সালে কাখোভ্‌কার যুদ্ধে র‍্যাঙ্গেলের সৈন্যদের হাতে যে নিহত হয়েছিল। এখন আবার সেই মৃতবন্ধুকেই চোখের সামনে দেখতে পেয়ে সে কিন্তু অবাক হয় না, আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পথ করে নিয়ে সে চেঁচাতে থাকে, 'মিতীয়া! মিতীয়া! থামো!' নিজের গলার স্বর পর্যন্ত শুনতে পায় সে। জিনের ওপর থেকে মিতীয়া ঘাড় ফেরায়, ভাসা-ভাসা চোখে তাকায় মাকারের দিকে, তারপর আবার পথ ধরে। এবারে মাকার দেখতে পায়, তুলিম, তার সে-সময়কার সংবাদ-বাহক তুলিম, তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। এই তুলিমও সেই একই বছরে,

১৯২০ সালে, পোলনৈনিকের গুলি খেয়ে মারা পড়েছিল। তুলিম হাসছে আর ডানহাতে ধরে আছে মাকারের ঘোড়ার লাগাম। ঘোড়ার মাথাটি সুডোল, পা-গুলো সাদা, আর ঘোড়া চলেছে দুলকি চালে সগর্বে মাথা উঁচিয়ে, ঘাড়টাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে।

সারারাত্রি ধরে বসন্তকালের বাতাস বয় আর বাতাসে জানলার খড়খড়ি থেকে শব্দ ওঠে। এগুলোই স্বপ্নে মাকারের মনে হতে থাকে বাদ্য ও বাজনা, ঘোড়ার খুড়ের একটানা খটখট। রাজমিয়োৎনভ সোভিয়েতে আসে ভোর ছ'টায়। যথাসময়ে সে যখন এল, নাগুল্নভ তখনো ঘুমোচ্ছে। মাকারের হলদে গালের ওপরে মার্চমাসের সকালের বেগুনী আলো, তাতে হাসিটুকু ফুটে উঠেছে উন্মাদনার ও প্রতীক্ষার। ঘন ভুরুজোড়ায় অস্থিরতা, যেন উত্তেজনা সামলাতে পারছে না। এমনি অবস্থায় রাজমিয়োৎনভ এসে গালাগালি দিতে দিতে তাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলল।

'এখনো ঘুমোচ্ছ! যা-সব কাণ্ড করে বসে আছ তারপরে ঘুমোতে পারছ! বান্নিককে মারপিট করেছ কেন! সে তো সকালবেলা শস্য নিয়ে এসে হাজির, তারপরে সোজা চলে গিয়েছে সদরে। খবরটা আমাকে জানাতে এসেছিল লুবিশ্‌কিন। ওর মুখেই শুনলাম যে বান্নিক গিয়েছে মিলিসিয়ার কাছে তোমার নামে রিপোর্ট করতে। দ্যাখো তো, কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ! ফিরে এসে দাভিদভই বা বলবে কী! মাকার তুমি হচ্ছ গিয়ে— !'

তোবড়ানো গালে হাত বুলোতে বুলোতে আচ্ছন্ন হাসি হেসে মাকার বলল, 'আন্দ্রেই, ভাই রে, এক্ষুনি আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। সে যে কী সুন্দর স্বপ্ন কি বলব তোমাকে!'

'ওসব স্বপ্নটপ্নের কথা আমার কাছে বলতে এসো না। তার চেয়ে বলো বান্নিকের সঙ্গে কী হয়েছে!'

'ওই বিষধর সাপটার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত আমার ঘেন্না হয়! কী বললে, শস্য জমা দিয়ে গেছে? তাহলে ওষুধ ধরেছে বলো! বেয়াল্লিশ পুড বীজগম! সহজ ব্যাপার নয়! যদি এই বিপ্লবের শত্তুরগুলোর টুঁটি টিপে ধরলেই বেয়াল্লিশ পুড করে গম পাওয়া যায়—তাহলে আমি সারাদিন ধরে শুধু এই কাজটিই করে যেতে রাজী আছি। ও যা-সব কথা বলছিল তাতে আমার হাতে ওর ডবল মার খাওয়া উচিত ছিল! ওর কপাল ভালো যে ওর ঠ্যাঙদুটো মুচড়ে না দিয়েই ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি!' বলতে বলতে চোখদুটো ঝলসে উঠল আর ঝাঁঝালো গলায়

বলতে লাগল, 'হারামজাদাটা ছিল জেনারেল মামোনতোভের দলে। ওই দলের সঙ্গেই যুরত। সারাটা সময় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছে, কৃষ্ণসাগর এলাকায় আমাদের হাতে কোণঠাসা না হওয়া পর্যন্ত। তবুও ব্যাটার শিক্ষা হয়নি, আবার এসেছে আমাদের পেছনে কাঠি দিতে আর বিশ্ব-বিপ্লবকে পণ্ড করতে! আমার সামনে দাঁড়িয়ে কিনা ব্যাটা সোভিয়েত ব্যবস্থা ও সোভিয়েত পার্টির নামে যা-তা বলে গেল! রাগে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল।'

'বলা বই তো নয়, বলুক না! কিন্তু সেজন্যে ওকে মারাটা তোমার উচিত হয় নি। ওকে তুমি গ্রেপ্তার করতে পারতে!'

'মোটেই তা নয়, আমি যদি ওকে খুন করতাম তাহলে ঠিক হত! তাই করাই উচিত ছিল!' হতাশার ভঙ্গি করে নাগুলনভ বলে চলল, 'ওকে আমি একেবারে শেষ করে দিলাম না কেন! আমি ভাবতেই পারছি না ও কি করে পার পেয়ে গেল! আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তো বলি, ওকে শেষ করতে পারলাম না বলেই এখন আমার দুঃখু হচ্ছে!'

'আমি যদি এখন বলি যে তুমি একটি আস্তো বোকা তাহলে নিশ্চয়ই আমার ওপরে তোমার রাগ হবে। এখন দেখছি, বদ্ধ উন্মাদরাও তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে! ছাখ না, দাভিদভ ফিরে এলে তোমার কী দশা হয়—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!'

'ফিরে এসে সব শুনে খুশিই হবে। ওর মাথায় তো আর তোমার মতো গোবর পোরা নেই!'

প্রচণ্ড রাগে হাত ঘষতে ঘষতে আর শিপস্কিনের জামাটা টানতে টানতে মাকার গিয়ে দাঁড়াল দরজার হাতলটা ধরে, তারপর মাথা না ফিরিয়েই চাপা হুংকার ছাড়ল, 'শোনো হে, মাথাওলা মানুষ! ওই খালি ঘরটায় কয়েকটা পেটিবুর্জোয়া আছে, তাদের ছেড়ে দিও। ঘর থেকে ওরা শস্য নিয়ে এসে জমা দিক। হাত-মুখ ধুয়ে আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। এসে যদি শুনি যে ওরা শস্য জমা দেয়নি তাহলে আবার আমি ওদের তালাবন্ধ করে রেখে দেব।'

শুনেই রাজমিয়োৎনভের চোখ কপালে উঠেছে! সে ছুটে গেল খালি ঘরটার দিকে। ঘরটি ব্যবহার করা হত সোভিয়েতের কিছু ফাইল আর আর আগের বছরের জেলা কৃষি প্রদর্শনীর কিছু নমুনা রাখবার জন্যে। দরজা খুলতেই চোখ গিয়ে পড়ল তিনজন মানুষের ওপরে, যৌথখামারের তিনজন সদস্য: ক্রাসনোকুতভ,

রুক্পাখি আস্তিভ ও বেঁটে আপোলোন পেস্কোভাৎসভ। মেঝের ওপরে কিছু পুরনো কাগজ বিছিয়ে রাত্রিটা তাদের মন্দ কাটেনি। রাজমিয়োৎনভকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়াল।

'ভাইসব, কী বলব, আপনাদের কাছে আমাকে অবশ্যই—' রাজমিয়োৎনভ বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বুড়ো কসাক ক্রাস্নোকুতভ হা-হা করে বলে উঠল, 'থাক, থাক, ওসব কথা তুলে আর লাভ কি আন্দ্রেই স্তেপানিচ, দোষ তো আমাদের, একশোবার আমাদের! আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা এক্ষুনি ঘর থেকে শস্য নিয়ে আসছি। বিষয়টা নিয়ে রাত্তিরবেলা আমাদের আলোচনা হয়েছে। এখন শস্য জমা দেবার পক্ষেই আমাদের মত। জমা দিলেই ন্যায্য কাজ করা হবে। তোমার কাছে খোলাখুলিই স্বীকার করছি, আমরা ঠিক করেছিলাম যে ঘরের গম আমরা কিছুতেই হাতছাড়া করব না।'

রাজমিয়োৎনভ আর একটু হলেই নাগুলনভের বিচারবিবেচনাহীন ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়ে বসত। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনটা ধরতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সুর পালটে ফেলল:

'একথাটা তোমাদের বলা উচিত ছিল অনেক আগেই। তোমরা হচ্ছ গিয়ে যৌথখামারী। বীজগম আমরা ছাড়ব না, একথা ভাবতেও তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।'

শ্লেটের মতো কালো দাড়ির ফাঁকে মিটি-মিটি হেসে রুক্পাখি আস্তিপ বলে উঠল, 'যা হবার হয়ে গিয়েছে! এবার আমাদের ছেড়ে দাও।'

দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে রাজমিয়োৎনভ পিছিয়ে এসে দাঁড়াল টেবিলটার কাছে। অস্বীকার করে লাভ নেই যে তার মনে একটা চিন্তা তোলপাড় করছে। তাহলে কি মাকারের পথটাই ঠিক পথ? লোকগুলোকে আরেকটু শক্তভাবে চেপে ধরলে একদিনের মধ্যেই সমস্তটা বার করে নেওয়া যেত?

পঁচিশ

দাভিদভ গিয়েছিল কৃষিগবেষণা স্টেশনে। ফিরে এল বারো পুড বাছাই-করা গমবীজ নিয়ে। এই সাফল্যের আনন্দে তার মনটা খুব হালকা। তারপরে বাড়ি-উলী বুড়ী খাবার দিতে দিতে তাকে জানাল যে তার অনুপস্থিতির সময়ে নাগুলনভ গ্রিগরি বান্নিককে মারপিট করেছে আর তিনজন যৌথখামারীকে গ্রাম সোভিয়েতের ঘরে সারারাত তালাবন্ধ করে রেখেছে। কথা শুনে বোঝা গেল, গুজবটা গ্রেমিয়াচি লগের আনাচে-কানাচে ভালোরকমই ছড়াতে পেরেছে। দাভিদভ কোনোরকমে খাবার গলাধঃকরণ করে উদ্বিগ্ন মনে ছুটল পরিচালনা-দপ্তরের দিকে। সেখানে গিয়ে লোকের মুখে বিস্তৃত যেসব খবর শুনল তাতে আর সন্দেহ রইল না যে বুড়ীর খবর সত্যি। নাগুলনভ ঠিক করেছে কি ভুল করেছে তাই নিয়ে নানা জনের নানা মত। অনেকে নাগুলনভের পক্ষে, অনেকে বিপক্ষে। অনেকে আবার খুবই সতর্ক, একেবারে মুখ বন্ধ করে থাকছে। যেমন, লুবিশকিন খোলা-খুলিভাবেই নাগুলনভের পক্ষে। কিন্তু ইয়াকভ লুকিচ একেবারে নির্বাক আর তার মুখের ভাবখানা এমন বিরক্তিমাখানো যে মনে হতে পারে, নাগুলনভ বুঝি তার ওপরেই মারপিট করে স্বীকৃতি আদায় করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাগুলনভ এসে হাজির। মুখটা তার একটু বেশি রকমের গুরুগম্ভীর। বেশ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই দাভিদভকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে মনের উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল॥

অন্য সবাই চলে যেতে দাভিদভ সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল, 'কী কাণ্ড বাধিয়েছ আবার ?

'তোমার তো শোনা হয়েই গেছে, আবার জিজ্ঞেস করা কেন...'

'এভাবেই তুমি লোকের কাছ থেকে বীজ আদায় করতে চাও নাকি ?'

'তাহলে তোমাকে বলি, ও-সমস্ত নোংরা কথা আমার সামনে যেন ও উচ্চারণ না করে ! শ্বেতরক্ষী একটা কুকুর এসে আমাকে অপমান করে যাবে আর আমি মুখটি বুজে থাকব—আমি সে পাত্রই নই !'

'কিন্তু অন্তদের ওপরে এর ফলটা কি-রকমের হবে ভেবে দেখেছ কি? কী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে?'

'অত ভেবে দেখার সময় ছিল না।'

'এটা ঠিক জবাব হল না। লোকটা সোভিয়েতের নামে কুৎসা করছে, বেশ তো তাকে গ্রেপ্তার করো। তাই বলে তাকে ধরে মারবে! কোনো কমিউনিস্টের পক্ষে এ-ধরনের কাজ শোভা পায় না! একেবারেই নয়! আজই গ্রুপ মিটিঙে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এমন একটা কাজ করলে যার ফলে আমাদের খুবই ক্ষতি হল। এ-কাজকে আমাদের নিন্দে করতেই হবে! আর এর পরে যৌথখামারের যে মিটিং হবে সেখানেও আমি জেলাকমিটির অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই বিষয়টাকে আলোচনার জন্যে তুলব। বিষয়টা এমনই যে চুপচাপ থাকা চলে না। তাহলে যৌথখামারীরা ভাবতে শুরু করবে যে আমরা তোমাকে সমর্থন করি আর এ-ধরনের ঘটনাকে আমরা সহ্য করে যাই। তুমি কমিউনিস্ট কিন্তু তোমার আচরণটা হয়ে দাঁড়াল জারের আমলের সেপাই-শান্ত্রীর মতো। কমিউনিস্টের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো কলঙ্ক আর কী হতে পারে! এ কলঙ্কের দাগ কোনোদিনই মুছবে না!'

কিন্তু নাগুলনভ কোনো কথা শুনতে রাজী নয়, অশ্বতরের মতো সেও গোঁজ মেরে দাঁড়িয়েছে। দাভিদভ যতোই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করুক যে এ-ধরনের ব্যবহার কমিউনিস্টের পক্ষে একেবারেই অনুচিত এবং এর ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়—জবাবে তার মুখে শুধু একই কথা: 'মারধোর করাটা কিচ্ছু ভুল হয়নি। আরো করতে পারলে ভালো হত, মাত্রাটা একটু কম হয়ে গেল। একবার শুধু হাত উঠিয়েছিলাম। উত্তম-মধ্যম না দিয়ে হাত নামানো ঠিক হয়নি। আমার পেছনে তোমরা লাগতে এসো না! নতুন করে শেখবার বয়েস আমার আর নেই। আমি হচ্ছি পার্টিজান, কোনো শুয়োরের বাচ্চা যদি আমার পার্টিকে আক্রমণ করে, তাহলে পার্টিকে বাঁচাবার জন্যে আমি রুখে দাঁড়াবই দাঁড়াব!'

'আহা, আমি কি তোমাকে একবারও বলেছি যে বান্নিক আমাদের লোক! বান্নিক চুলোয় যাক! আমি বলতে চাই যে লোকটা যাই হোক না কেন তাকে মারধোর করাটা তোমার উচিত কাজ হয়নি। আর কুৎসা থেকে পার্টিকে বাঁচাবার কথা বলছ, তার অনেক রাস্তা আছে। অনেক রাস্তা! যাই হোক, এখন তুমি যাও, মাথাটা ঠাণ্ডা করে খুব ভালোভাবে বিষয়টা ভেবে দেখো। তারপরে সন্ধেবেলা মিটিঙে

বোলো তো দেখি, আমি ঠিক কাজ করেছি। কেমন, বলতে পারবে তো!'

সন্ধেবেলা পার্টি-মিটিঙ শুরু হতে মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকল নাগুলনভ।

দাভিদভ জিজ্ঞেস করল, 'ভেবেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী ভাবলে?'

'শুয়োরের বাচ্চাটাকে যথেষ্ট শিক্ষা না দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার উচিত ছিল ওকে একেবারে খুন করে ফেলা!'

মিটিঙে দেখা গেল, প্রচার-দলের সদস্যরা সকলেই একবাক্যে দাভিদভের পক্ষে ও নাগুলনভকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করার প্রস্তাবের সমর্থক। রাজমিয়োৎনভ কোনো পক্ষেই নয়, আর আগাগোড়া মিটিঙে সে একবারও কথা বলেনি। মিটিং শেষ হবার পরে মাকার যখন বিড়বিড় করে এই বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছিল যে নিজের সঠিক অভিমতে সে অবিচলিত থাকতে পেরেছে—রাজমিয়োৎনভ লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ডভাবে গালাগালি দিতে দিতে আর থুতু ফেলতে ফেলতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তারপরে বাইরের অন্ধকার গলিতে বেরিয়ে এসে সবাই যখন সিগারেট ধরিয়েছে, নাগুলনভের ম্রিয়মান মুখটার দিকে অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আপোসের সুরে দাভিদভ বলল, 'মাকার, তুমি কি আমাদের ওপরে রাগ করলে? রাগ করার কোনো কারণ কিন্তু ঘটেনি।'

'আমি কারও ওপর রাগ করিনি।'

'তুমি যে পদ্ধতিতে কাজ করতে চাইছ তা পুরনো যুগের, যখন দলীয় মনোভাবটাই প্রবল ছিল। সময় বদলে গিয়েছে। এখন আর আমাদের আক্রমণ চালাতে হচ্ছে না, এখন আমাদের ঘাঁটি আগলাবার জন্যে লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু পুরনো যুগের দলীয় মনোভাব আমরা কেউ-ই কাটিয়ে উঠতে পারিনি—বিশেষ করে আমরা যারা নৌ-সেনা, আমি নিজেকে বাদ দিয়ে বলছি না। এমনও হতে পারে, মাকার, তোমার মধ্যে অস্থিরতাটা একটু বেশি। কিন্তু কি জান ভাই, এই অস্থিরতাকে সামলে চলতেই হবে। আমাদের পরের যুগের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ তো। এই তো প্রচার-দলের কমজোমল ছেলে ভানিয়ুশা নাইদিওনভ এখানে রয়েছে। কী সুন্দর কাজ করছে বলো তো! ওর এলাকায় শস্য সংগ্রহ করার কাজে ওর কৃতিত্বটাই সবচেয়ে বেশি। ওখান থেকে যে-পরিমাণ ফসল পাওয়ার কথা ছিল তার প্রায় সবটাই হাতে এসে গিয়েছে। ছেলেটির চেহারা খুব একটা

চোখে পড়ার মতো নয়, মুখভর্তি দাগ, ছোট্ট মানুষটা—কিন্তু কাজ করে চলেছে তোমাদের সবলের চেয়ে ভালো। কি করে যে করে তা ও-ই জানে। চাষীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রথমে খুব হাসিঠাট্টার কথা বলে, তারপরে নাকি একধরনের রূপকথার গল্প জুড়ে দেয়। এমনিভাবে যাদের সঙ্গে ও কথা বলে তারা সকলেই শস্য জমা দিয়ে যায়, এজন্যে তাদের মারধোরও করতে হয় না বা একলা ঘরে বন্দী করতেও হয় না! এই হচ্ছে ঘটনা!' নাইদিওনভের কথা বলতে গিয়ে দাভিদভের গলার স্বরে উষ্ণতা এল, উল্লাসের ছোঁয়া লাগল। নাগুলনভের মনে হল, তার ভেতরেও কি যেন একটা নাড়া খেয়ে উঠছে, বাকপটু তরুণ কমসোমলটির সম্পর্কে ঈর্ষার মতো একটা কিছু। দাভিদভ বলে চলল, 'আমি বলি কি, কাল তুমি একবারটি ওর সঙ্গে একটা চক্কর দিয়ে এসো। শুধু দেখবার জন্যে ও কি করে ব্যাপারটাকে সামলায়। ভেবো না এতে তুমি নিজে কোনো রকমে ছোট হয়ে যাচ্ছ। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বিষয়ে ছোটদের কাছ থেকেও শিক্ষা নিতে হয় বৈকি। আমরা একভাবে বড়ো হয়েছি, ওরা অন্যভাবে বড়ো হচ্ছে। যে কোনো কারণেই হোক, অবস্থা বুঝে চলার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে ওদের বেশি।'

নাগুলনভ মুখে কোনো কথা বলল না কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সোজা চলে গেল নাইদিওনভের কাছে, তারপরে যেন নিতান্তই একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে এমনিভাবে বলল, 'আমার হাতে আজ কোনো কাজ নেই। ভাবছি তোমার সঙ্গেই আজ একটু ঘুরব—এতে তোমাকে খানিকটা সাহায্য করাও হবে। তোমার এলাকায় এখনো কতজন আছে যারা শস্য দেয়নি?'

'বলতে গেলে প্রায় কেউ-ই নেই কমরেড নাগুলনভ! চলুন একসঙ্গে বেরোই। ভারি মজা হবে।'

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। নাইদিওনভ হাঁটছে খুব তাড়াতাড়ি, হাঁসের মতো শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে। এত তাড়াতাড়ি হাঁটায় মাকার অভ্যস্ত নয়। নাইদিওনভের গায়ের দুর্গন্ধী চামড়ার জ্যাকেটটা হাঁ করে খোলা, চেক-কাটা টুপিটা ভুরু পর্যন্ত টেনে নামানো। তরুণ কমসোমলটির দিকে—আগের দিন সন্ধ্যায় দাভিদভ যাকে এমন অদ্ভুত স্নেহের সুরে ভানিয়ুশা বলে ডেকেছে—তার ছেলেমানুষি মাখানো মেচেতা-পড়া মুখখানির দিকে নাগুলনভ গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মুখখানি সাধারণ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তার মধ্যেও এমন কিছু আছে যা ভয়ংকরভাবে কাছে টানে। এই আকর্ষণ

খুব সম্ভবত ফুটফুট দাগওলা বাদামী ও সরল চোখদুটির জন্যে, বা সুদৃঢ় চিবুকটির জন্যে—যে চিবুক এখনো কিশোর বয়সের মতো সুডোল।

তারা এসে হাজির হল আগেকার কালের 'মুরগি যাচনদার' আকিম বেস্‌খ্‌লেব্‌নভের বাড়িতে। গোটা পরিবারটি তখন প্রাতরাশে বসেছে। গৃহকর্তা স্বয়ং উপস্থিত, তিনি বসেছেন সামনের সারির কোণে। পাশে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সের ছেলে ছোট আকিম, ডানদিকে স্ত্রী ও বিধবা বৃদ্ধা শাশুড়ি। দুটি বয়স্ক মেয়ের জায়গা হয়েছে টেবিলের অন্য প্রান্তে। আর উভয় সারিতেই মাছির মতো ছড়িয়ে রয়েছে একদল বাচ্চা।

'আপনাদের কাছেই এলাম কর্তারা, সুপ্রভাত!' তেলতেলে টুপিটা মাথা থেকে তুলে উস্‌কোখুস্‌কো চুলগুলো পাট করতে লাগল নাইদিওনভ।

'যদি মন থেকে বলে থাকো তাহলে আমাদেরও সুপ্রভাত!' মুখে সামান্য একটু হাসির রেশ টেনে জবাব দিল সরল ও সিধে ব্যবহারের মানুষ ছোট আকিম।

নাগুলনভকে যদি কেউ এভাবে অভ্যর্থনা জানাত তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে মুখখাকে প্রচণ্ডরকমের গুরুগম্ভীর করে তুলে বলে উঠত, 'আমরা এখানে ঠাট্টাতামাসা করতে আসিনি হে। তুমি এখনো শস্য জমা দাওনি কেন শুনি?' কিন্তু নাইদিওনভ যেন কথার ভেতরকার নিরুত্তাপ আড়ষ্টতাটুকু গায়েই মাখল না। হেসে হেসেই বলল, 'বেশ খিদে নিয়ে খাবেন কর্তারা!'

জবাবে আকিম মুখ খুলবার সময়টুকুও পেল না। খাবার সময়ে এসেছে বলে অতিথিদের খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এমন কোনোবাধ্যবাধকতা নেই। সে শুধু সংক্ষেপে বলতে পারত, 'ধন্যবাদ'। কিংবা এই বলে একেবারে থামিয়ে দিতে পারত যে 'আমাদের খুবই খিদে আছে, ও নিয়ে তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।' আকিম মুখ খুলবার আগেই নাইদিওনভ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমাদের পক্ষে সবই সমান। তবে একটু কিছু খেয়ে নিতে পারলে মন্দ হত না কিন্তু...আর সত্যি কথা বলতে কি, সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েও নি। কমরেড নাগুলনভ অবিশ্যি স্থানীয় লোক। উনি পেট পুরেই বেরিয়েছেন। কিন্তু আমাদের খাওয়া সারাদিনের শেষে, তাও যদি কপাল ভালো থাকে।'

আকিম হেসে বলল, 'তুমি তো আচ্ছা মানুষ দেখছি। আমরা চাষ করি তবেই খাই। কিন্তু তোমার বেলায় দেখছি শুধুই খাওয়া, অঢেল খাওয়া!'

'অচেল খাওয়া কাকে বলে তাই আমরা জানি না। সেজন্যে আমাদের মনে কোনো ক্ষুণ্ণভাব নেই।' এই বলে পরনের জ্যাকেটটা খুলে ফেলে আর নাগুলনভকে হতভম্ব করে দিয়ে নাইদিওনভ সোজা গিয়ে আসন নিল টেবিলে।

আগন্তুকের এতখানি অসংকোচ ও সহজ ব্যবহার যে বুড়ো আকিমের পছন্দ নয় তা বোঝা গেল তার গলা খাঁকারি শুনে। কিন্তু ছোট আকিম হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'বা, বা, এই তো খাঁটি মিলিটারির মতো চালচলন দেখছি! তোমার কপালটা ভালো হে, আমি কিছু বলতেই পারলাম না, তার আগেই তুমি বলতে শুরু করে দিলে! নইলে তুমি যখন আমাদের খিদে হওয়ার কথা বললে আমি বলতে চেয়েছিলাম 'আমাদের খুবই খিদে আছে, ও নিয়ে তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে!' কই হে মেয়েরা, ওকে একটা চামচ এনে দাও!'

একজন মেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, মুখে অ্যাপ্রন চেপে হাসি চাপতে চাপতে ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে চামচ আনবার জন্যে। কিন্তু চামচটা নাইদিওনভকে দেবার সময়ে বাইরের লোকের সামনে যে-ধরনের ভব্যতা বজায় রাখতে হয় তার কোনো অভাব দেখা গেল না। ভোজের আসরে বেশ একটা ফুর্তি ও খোশ-মেজাজের হাওয়া বইতে লাগল। ছোট আকিম নাগুলনভকেও অনুরোধ জানাল একসঙ্গে খাবার টেবিলে এসে বসতে, কিন্তু নাগুলনভ রাজী হল না। সে গিয়ে বসল সিন্দুকের ওপরে। আকিমের সোনালী-ভুরু বৌটি হাসিমুখে একটুকরো রুটি বাড়িয়ে দিল অতিথির দিকে। যে মেয়েটি চামচ এনে দিয়েছিল সে ছুটল বড়োঘরের দিকে আর পরিষ্কার একটা ন্যাপ্‌কিন নিয়ে এল নাইদিওনভের হাঁটুর ওপরে বিছোবার জন্যে। ছোট আকিম কৌতূহলী দৃষ্টিতে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। মেচেতা-পড়া মুখ এই ছেলেটি সাহসের সঙ্গে চলতে শিখেছে, এদিক থেকে গ্রামের ছেলেদের মতো একেবারেই নয়। ছোট আকিমের চোখের দৃষ্টিতে এই ভাবটুকু আর গোপন রইল না যে ছেলেটিকে তার খুবই ভালো লাগছে। সে বলল, 'আমার মেয়ের কাণ্ড দেখছ তো কমরেড, এর মধ্যেই তোমাকে ওর মনে ধরে গিয়েছে। নিজের বাবার জন্যেই ও কোনো দিন এমন পরিষ্কার ন্যাপকিন এনে দেয়নি। কিন্তু তোমার বেলায় তুমি টেবিলে এসে বসতে না বসতেই হাজির হচ্ছে। বিয়ে-টিয়ে করার ইচ্ছা আছে নাকি বলে ফেল, পাত্রী তো তৈরি দেখছি।'

বাবার এই ঠাট্টা শুনে মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল। মুখে হাত চাপা দিয়ে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

কিন্তু নাইহিওনভও কম যায় না। সেও মুখে মুখে যে জবাব দিল তাতে ফুর্তিটা আরো জমে উঠল যেন। সে বলল, 'আমার তো মনে হয় না আমার মতো মেচেতা পড়া একটা মুখকে ও বর হিসেবে পছন্দ করবে। আমি তো ভেবে রেখেছি, আমি বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফেলব অন্ধকার হবার পরে। ওই একটা সময়েই আমি বিয়ে করতে পারি। অন্ধকার হবার পরে আমাকে খুব সুন্দর দেখায় আর সব মেয়েই পছন্দ করে।'

ফলের অম্বল দেওয়া হয়েছে। মুহূর্তে সমস্ত কথাবার্তা বন্ধ। শুধু শোনা যাচ্ছে চিবোবার শব্দ ও কাঠের চামচ দিয়ে বাটির তলানি চেঁছে নেবার শব্দ। আর কোনো শব্দ নেই। তবে কখনো কখনো আরো একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ হয়তো একটা টসটসে পিয়ারফল পাবার আশায় বাটির চার-দিকে চামচ ঘোরাচ্ছে—সেই শব্দ। কিন্তু যতোবার এ ব্যাপারটি ঘটছে বুড়ো আকিম হাতের চামচটা দিয়ে অপরাধীর কপালের ওপরে ঠকাস করে একটা বাড়ি মেরে বলছে, 'এটা কি পুকুর নাকি যে গেঁথে গেঁথে মাছ ধরতে হবে!'

'বড়ো চুপচাপ সবাই, মনে হচ্ছে গির্জার ভেতরে বসে আছি।' আকিমের বৌ বলে উঠল।

'গির্জার ভেতর হলেই যে সবসময়ে চুপচাপ হবে এমন নাও হতে পারে।' কথার পিঠে কথা বলল ভানিয়ুশা। সে ততোক্ষণে পরিজ আর ঝোলের অম্বল দিয়ে পেট পুরে খাওয়া শেষ করেছে: 'আমাদের ওখানে ঈস্টারের সময়ে একবারে যে কাণ্ডটা হয়েছিল শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরবে।'

গিন্নী-মা টেবিল পরিষ্কার করছিল। তার হাত বন্ধ হয়ে গেল। ছোট আকিম একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে বসল বেঞ্চির ওপরে; গল্পটা শোনবার জন্যে সে এবার তৈরী। বুড়ো আকিম ঢেকুর তুলে ক্রশচিহ্ন আঁকছিল। এমনকি সেও কান খাড়া করেছে।

নাগুলনভ কিন্তু স্পষ্টতই অধৈর্য। সে মনে মনে ভাবছে, 'শস্য জমা দেবার কথাটা ও তুলবে না নাকি?' গতিক বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। আকিম-বাড়ির এই বাপ আর ছেলে হচ্ছে গ্রেমিয়াচির সবচেয়ে চিপ্‌পু মানুষ—এদের কি আর সহজে নড়ানো যায়! ভয় দেখিয়েও কোনো কাজ হবে না। ছোট আকিম তো লালফৌজে ছিল। সবদিক বিবেচনা করে দেখলে ওকে সৎ কসাক ও আমাদেরই লোক বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু লোকটার যা নিচু নজর আর সম্পত্তির ওপরে মায়া যে নিজে থেকে ও কক্ষনো শস্য বার করে দেবে না। আমি

তো ওকে হাড়ে-হাড়ে চিনি, শীতের সময়ে ওর কাছে বরফ চাইলেও ও ভাববে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

ইতিমধ্যে ভানিয়ুশা নাইদিওনভ একটু সময় অপেক্ষা করে তার গল্প বলতে শুরু করেছে।

'আমি তাৎসিন্স্কি জেলার লোক। আমাদের ওখানকার গির্জায় একবার ঈস্টারের সময়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল। গির্জায় তখন প্রার্থনা চলেছে, ধার্মিক মানুষরা সবাই হাজির, ঘুঁটির ভেতরকার দানার মতো গায়ে গা লাগানো ঠাসা ভিড় গির্জার ভেতরে। ওদিকে চলেছে পাদরিদের গান ও পাঠ আর এদিকে গির্জার বেড়ার বাইরে একদল ছেলে খেলা করছে। এখন হয়েছে কি, আমাদের গাঁয়ে ছিল বছরখানেক বয়সের বজ্জো ত্যাঁদোড় স্বভাবের একটি বাছুর। ওর গায়েও হাত দিতে হত না, একবার কেউ তাকালেই চোখা চোখা শিঙ উঁচিয়ে তাড়া করত। এই বাছুরটাও সে-সময়ে বেড়ার ধারে আপন মনে চরে বেড়াচ্ছিল। এখন হয়েছে কি, ছেলের দল এই বাছুরটার পেছনে লাগতে শুরু করে। আর বাছুরটা তার ফলে এমনই উত্যক্ত হয়ে ওঠে যে দলের একটা ছেলেকে তাড়া লাগায়। ছেলেটার প্রায় নাগাল ধরে আর কি! ছেলেটা তো চোঁচা দৌড় মেরেছে। কিন্তু যাবে কোথায়! গির্জার উঠোনে গিয়েছে তো বাছুরটাও পেছনে পেছনে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে তো বাছুরটাও উঠছে। ওদিকে গির্জার দরজার সামনে ঠাসা ভিড়, মাথা গলায় কার সাধ্যি! বাছুরটা তখন মাথা নিচু করে পেল্লায় এক ঢুঁ মারল ছেলেটার পিঠ লক্ষ্য করে। ছেলেটা গিয়ে পড়ল এক বুড়ীর পায়ের ফাঁকে। সেই ধাক্কায় বুড়ীও একেবারে চিৎপটাং! সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর তারস্বরে চিৎকার: বাবাগো, গেলুমগো, কে কোথায় আছ ধরো গো! সেই শুনে বুড়ীর স্বামী হাতের ক্রাচ দিয়ে একটা খোঁচা দিয়েছে ছেলেটার পিঠে আর 'হতভাগা, পাজি, ছুঁচো, তুই আগুনে পুড়ে মর!' বলে গালাগালি দিয়েছে। আর ঠিক এমনি সময়ে বাছুরটা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে শিঙ বাগিয়ে আবার এক ঢুঁ। এবারের লক্ষ্য বুড়ীর স্বামী। সব মিলিয়ে কি যে এক হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল কি বলব! বেদীর কাছে যারা ছিল তারা তো এতসব ঘটনা কিছুই জানতে পারেনি। দরজার কাছে হৈ-হট্টগোল শুরু হতে তারা প্রার্থনা থামিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, গোলমালটা কিসের, অ্যাঁ? কী হচ্ছে ওখানে?'

ভানিয়ুশা মশগুল হয়ে গল্প বলে চলেছে। তার বর্ণনায় একদল সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী ও তাদের পরস্পরের কানাকানির ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল। সবার আগে ছোট

আকিম্‌ই হেসে উঠল গলা ফাটিয়ে, তারপরে বলল, 'সব গুবুল করে দিলে, অ্যা, আচ্ছা বাছুর তো!'

সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে ভানিয়ুশা হাসল, তারপরে বলে চলল, 'এমনি যখন ব্যাপার চলেছে, ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি ছেলে মজা দেখবার জন্যে বলে ওঠে, রাস্তা থেকে পাগলা কুকুর এসে ঢুকেছে বোধ হয়। পালিয়ে যাই চলো। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন গির্জাবাসী গোছের একজন মহিলা, গলা সপ্তমে চড়িয়ে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'হায় গো মা মেরী, এতগুলো লোককে পাগলা কুকুরের কামড় খাওয়ালে মা! যারা সামনের দিকে ছিল, অনবরত পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মোমবাতিগুলোর ওপরে। ফলে জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ও ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। আর ঠিক এই সময়ে কে একজন আগুন আগুন বলে চিৎকার জুড়ে দিল। বাস্, আর যায় কোথায়! চারদিক থেকে একসঙ্গে শুরু হয়ে গেল: 'পাগলা কুকুর! পাগলা কুকুর!' 'আগুন! আগুন!' 'ব্যাপার কী, অ্যা, বলি ব্যাপারটা কী?' 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষদিন এসে গিয়েছে!' 'অ্যাঁ?' কী বলছ কী!...গিন্নী চলে এসো, বাড়ি যাই!' সকলেই ছুটেছে পাশের দরজার দিকে। ফলে সেখানেও এমন একটা ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায় যে কেউ-ই বেরোতে পারে না। মানুষের ধাক্কায় মোমবাতির দোকানটার লণ্ডভণ্ড অবস্থা। কোপেকগুলো ছিটকে ছিটকে পড়েছে। ওয়ার্ডেনরা সব চিৎপটাং আর সেই অবস্থাতেই তারস্বরে চিৎকার করছে, 'ডাকাত! ডাকাত!' মেয়েরা সব একপাল ভেড়ার মতো ঠেলাঠেলি জড়াজড়ি করতে করতে গিয়ে হাজির হয়েছে একেবারে বেদীর ওপরটিতে। তখন ডীকনমশাই করছেন কি, একটা বাতিদান দিয়ে তাদের মাথায় ঠকাস ঠকাস করে মারছেন আর বলছেন, 'বলি ব্যাপারটা কি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি! হতভাগীরা, বেদীর ওপরে মেয়েদের যে আসতে মানা তাও কি ভুলে গেলি নাকি!' গাঁয়ের যিনি মোড়ল, প্রকাণ্ড চেহারার মস্ত মানুষটা, ভুঁড়িতে সোনার চেন, তিনি তো ঠেলতে ঠেলতে পথ করে নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন আর হুংকার ছাড়ছেন, 'সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া! চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি? আমি গাঁয়ের মোড়ল যাচ্ছি! আরে গেল যা! সরিস না কেন!' কার বয়ে গেছে সরতে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষদিন যখন এসেই গিয়েছে তখন মোড়লকেই বা আর কিসের খাতির!'

চারদিকের প্রচণ্ড হাসির মধ্যে ভানিয়ুশা এই বলে তার গল্প শেষ করল: 'আমাদের গাঁয়ে থাকত আরখিপ চোখোভ নামে এক ঘোড়া-চোর। প্রতি হপ্তায়

সে ঘোড়া চুরি করত কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারত না। সেদিন আরখিপও গির্জায় হাজির, ঈশ্বরের নাম নিয়ে পাপের বোঝা হালকা করবার জন্যে। যখন চিৎকার শোনা যেতে লাগল যে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষদিন এসে গিয়েছে! ভাইসব! আমরা সবাই এবার ধ্বংস হয়ে যাব!'—আরখিপ করেছে কি, ছুটে গিয়েছে একটা জানলার কাছে, জানলাটা ভেঙেছে, তারপরে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু জানলাগুলোতে ঝিলমিল লাগানো, কাজেই বেরিয়ে যাবার পথও বন্ধ। আর ওদিকে প্রতিটি দরজার সামনে মানুষের ঠাসা ভিড়, আরখিপ একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়, হাত-পা ছোঁড়ে আর বলে, 'আর আমার রক্ষে নেই! আমি ধরা পড়ে গিয়েছি! একেবারে মোক্ষম ধরা পড়ে গিয়েছি!"

মেয়েদুটি, ছোট আকিম আর তার বৌ বেদম হাসছে। হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে এসেছে আর সেই জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাদের গালের ওপর দিয়ে। এমনকি বুড়ো আকিমও দন্তহীন মাড়ি বার করে নিঃশব্দে হাসছে। শুধু বুড়ী দিদিমার ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কারণ কালা বলে অর্ধেক গল্প তিনি শুনতেই পাননি। তবুও যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর চোখেও জল এসেছে। জলভর্তি লাল চোখদুটো মুছে নিয়ে দন্তহীন মুখে বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'তাহলে ধরাই পড়ল, বেচারা! হা ভগবান, লোকটার কী দশা হল কে জানে!'

'কোন্ লোকটার কথা বলছ দিদিমা?'

'ওই যে সেই অচেনা লোকটা।'

'অচেনা লোকটা! কোন্ অচেনা লোকটা দিদিমা?

'যার কথা এতক্ষণ ধরে তোমরা কইছিলে গো···যে তীথ্‌থো করতে এয়েছিল।'

'তীর্থ করতে!'

'কি জানি বাপু, জানিস তো আমি কালা, শুনলে পরে তবে তো বলব!'

একথার পরে আরো একবার হাসির হুল্লোড় উঠল। হাসতে হাসতে চোখে যে জল এসেছিল তা মুছে নিয়ে ছোট আকিম এবার নিয়ে পাঁচবার একই প্রশ্ন করল, 'সেই ঘোড়া-চোর লোকটা কী বলেছিল যেন? আমি ধরা পড়ে গিয়েছি, একেবারে মোক্ষম ধরা পড়ে গিয়েছি! বেশ, বেশ, গল্পটা তুমি বলেছ ভালোই, বেশ মজাদার!' এই বলে ভানিয়ুশার কাঁধে সে একটা চাপড় বসিয়ে দিল। সত্যিকারের আনন্দ হয়েছে তার।

কিন্তু ভানিয়ুশা ইতিমধ্যে গলার স্বর বদলে ফেলেছে, কেউ বুঝতেও পারেনি।

অপেক্ষাকৃত ভারগম্ভীর স্বরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'হ্যাঁ, গল্পটা মজাদার সন্দেহ নেই। তবে আজকাল এমন সব ঘটনা ঘটছে যাতে মজা পাওয়া তো দূরের কথা, মুখের হাসি পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। এই তো, আজই সকালে কাগজ পড়তে পড়তে আমার বুকের ভেতরটা একেবারে হিম হয়ে গেল...'

'হিম হয়ে গেল ?' কথাগুলো বেরিয়ে এল আকিমের মুখ থেকে। সে আশা করছিল এবারে আরো একটি মজাদার গল্প শুরু হবে।

'হ্যাঁ, হিম হয়ে গেল। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মানুষের ওপরে যে নির্যাতন চলে আর মানুষকে যেভাবে অপমান করা হয় তা ভাবলে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় বৈকি। কাগজে রুমানিয়ার একটা ঘটনার বিবরণ পড়ছিলাম। দুজন কম্‌সোমল সদস্য গিয়েছিল চাষীদের চোখ ফোটাতে। তারা বলেছিল যে চাষী-দের উচিত জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া। রুমানিয়ার চাষীরা খুবই গরিব।'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা, খুবই সত্যি কথা। ওদের অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। আমি যে সৈন্যদলে ছিলাম তা সতেরো সালে রুমানিয়ায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।'

'এই দুজন কম্‌সোমল সদস্য প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে রুমানিয়ায় পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সোভিয়েত শাসন কায়েম করতে হবে। কিন্তু শয়তান পুলিসের হাতে ওরা ধরা পড়ে যায়। পুলিস একজনকে পিটিয়ে মারে আর অপরজনের ওপরে নির্যাতন চালাতে শুরু করে। তার চোখদুটো উপড়ে নেয়, মাথার সমস্ত চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলে। তারপরে তার নখের নিচে তাতানো লাল ছুঁচ ঢুকিয়ে দেয়।'

'ওরা কি পশুরও অধম নাকি!' আকিমের বৌ হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে: 'নখের নিচ দিয়ে!'

'হ্যাঁ, নখের নিচ দিয়ে। ছুঁচ ফোটায় আর জিজ্ঞেস করে, 'বলো, তোমার দলের অন্যদের নাম বলো, কম্‌সোমল ছেড়ে দাও।' কম্‌সোমল সদস্য অবিচলিত স্বরে জবাব দেয়, 'রক্তচোষার দল, আমি বলব না, কিছুতেই বলব না, আর ছাড়বও না কোনো কিছু।' তখন জানোয়ারগুলো তলোয়ার দিয়ে ওর নাক কেটে দেয়, কান কেটে দেয়। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, 'এবারে বলবে ?' সে বলে, 'না। তোমাদের ওই রক্ত মাখা হাতে ইচ্ছে করলে আমাদের খুন করতে পার—তবুও বলব না! সাম্যবাদ জিন্দাবাদ!' তারপরে জানোয়ারগুলো ওর হাতদুটো বেঁধে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেয় আর নিচে জ্বালায় আগুন।'

ছোট আকিম আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'কী ভয়ংকর কথা! মানুষ এমন পিশাচ হয়!'

'এমনিভাবে ওকে পুড়িয়ে মারা হল। ওর চোখ থেকে বেরিয়ে এল জল নয়, রক্ত। কিন্তু একজন কমরেডের নামও ওর মুখ থেকে বার করা গেল না। শুধু বলেছিল, সর্বহারা বিপ্লব জিন্দাবাদ! সাম্যবাদ জিন্দাবাদ!'

'কমরেডদের প্রতি ও বেইমানি করেনি! এটা একটা মস্ত কথা! এমনটিই তো হওয়া দরকার। মরতে হয় তো বাপের ব্যাটার মতো মরো—কিন্তু বন্ধুদের সর্বনাশ কোরো না! আমাদের ধর্মের বইতেও তো এই কথাই লেখা আছে—বন্ধুর তরে প্রাণ দাও!'

বুড়ো আকিম টেবিলের ওপরে একটা ঘুষি মেরে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তারপরে?'

'ওরা সমানে অত্যাচার আর পীড়ন চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ও থাকল মুখটি বুজে। এমনি চলতে থাকল সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত। ও যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ত তাহলে ওরা ওর মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আনত, তারপরে আবার শুরু করে দিত! তারপর ওরা যখন বুঝতে পারল যে কিছু হচ্ছে না, তখন করল কি, ওর মাকে ধরে এনে জেলে পুরল। মাকে ওরা বলল, 'ভাখ, তোমার ছেলের কী হাল আমরা করেছি! ওকে তুমি বুঝিয়ে বলো আমাদের কথামতো চলতে। নইলে ওকে আমরা খুন করব আর ওর শরীরটা কুকুরকে খাওয়াব!' মা তো শুনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তারপরে জ্ঞান ফিরে আসতে ছুটে গেল ছেলের পাশটিতে, ছেলের রক্তমাখা শরীরটা জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করতে লাগল।'

ভানিয়ুশার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, চোখদুটো বড়ো বড়ো, গল্প বলতে বলতে সে একবার থেমে শ্রোতাদের নিরীক্ষণ করল। মেয়েদুটির চোখ ছলছল। আকিমের বৌ অ্যাপ্রনে নাক মুছছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে, 'মা হয়ে… নিজের সন্তানের পাশে…কী ভয়ংকর…' ছোট আকিম হঠাৎ বিশ্রীরকম গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠে তামাকের থলেটা বার করে সিগারেট পাকাতে লাগল। একমাত্র নাওমনভই সারাক্ষণ নির্বিকার মুখে সিন্দুকের ওপরে বসে ছিল। ভানিয়ুশা থামতেই তার কপালে একটু যেন কুটিল একটি রেখা ফুটে উঠল, ঠোঁটটা মনে হল বেঁকে গিয়েছে পাশের দিকে।

'ওর মা কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, 'বাছা রে, এগুলো হচ্ছে শয়তানের

জাত, ওদের সঙ্গে তুই পারবি কেন, ওরা যা বলছে তুই তাই কর।' মায়ের গলা ও শুনতে পেল আর তখন ও বলল, 'মা, মাগো, অমন কথাটি বোলো না। যা সত্যি বলে জেনেছি তার জন্যে যদি মরতে হয় তো মরব। মরার আগে তুমি একবারটি আমাকে আদর করো মা। তাহলে আমি হাসিমুখে মরতে পারব!'

জল্লাদদের নির্যাতনে রুমানিয়ার এই কমসোমলটি কি-ভাবে প্রাণ দিয়েছিল তাই বলে ভানিয়ুশা তার গল্প শেষ করল। গল্পের শেষটুকু বলবার সময়ে গলার স্বরটা কেঁপে গেল তার। মিনিটখানেক সকলে নির্বাক। তারপরে ছলছল চোখে গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'এত অত্যাচার সহ্য করল—সেই মানুষটার বয়স কত?

'সতেরো,' বলতে গিয়ে ভানিয়ুশার চোখের পলক পর্যন্ত পড়েনি। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে চেরা-কাটা টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, এমনিভাবে, আমাদের এই রুমানীয় কমরেডটির মতো যারা জীবন দিতে পারে, তারা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বীর সন্তান! তারা জীবন দিচ্ছে যাতে মেহনতী মানুষ আরো ভালো জীবন পায়। আমাদেরও কি কিছু করার নেই? আমাদের মদত দিতে হবে যাতে পুঁজিবাদকে উপড়ে ফেলা যায় আর শ্রমিক-কৃষকের হাতে ক্ষমতা আসে। তাহলে আমাদের কাজ কী হবে? যে-কাজটি না করলেই নয়, তা হচ্ছে যৌথ-খামার গড়ে তোলা ও যৌথখামারকে জোরদার করা। কিন্তু আমাদের মধ্যে জনাকয়েক কৃষক এখনো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না, তারা বীজশস্য ধরে রাখছে ও যৌথখামার গড়ে তুলতে বাধাসৃষ্টি করছে। এতে কিন্তু সেই জল্লাদদেরই সাহায্য করা হয়।...যাই হোক, সকালবেলা আপনারা যে আমাকে এমন চমৎকার খাওয়ালেন সেজন্যে ধন্যবাদ। এবারে কাজের কথায় আসা যাক, যে-জন্যে আমরা এসেছি। হ্যাঁ, আপনারাও আর বীজশস্য দিয়ে আসতে দেরি করবেন না। হিসেবটা শুনে রাখুন। আপনাদের এই বাড়ি থেকে পুরো সাতাত্তর পুড বীজশস্য জমা পড়ার কথা। আজই জমা দিয়ে আসুন!'

'আসলে হয়েছে কি...মানে বীজশস্য বলতে ঘরে আর প্রায় কিছুই নেই...' আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করল ছোট আকিম। আক্রমণটা আচমকা এভাবে শুরু হবে সেজন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বৌ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এককথায় তাকে বাতিল করে বলে উঠল, 'থাক, থাক, হয়েছে! এক্ষুনি বস্তায় ভরে দিয়ে এসো গে!'

'থাকলে তো দিয়ে আসব! সত্তর পুডও ঘরে নেই! তাছাড়া ঝাড়াই-বাছাইও করা হয়নি।' আকিম তবুও ওজর-আপত্তি তোলবার দুর্বল চেষ্টা করে চলল।

'শোন্ আকিম, ফিরেই আয় গে। দিতে যখন হবেই তখন আর গোঁয়ার্তুমি করে লাভ নেই।' বলল বুড়ো আকিম, ছেলের বৌয়ের পক্ষ নিয়ে।

'আমরাও হাত লাগাব। কাজকে আমরা ডরাই না। ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজে আমরাও সাহায্য করব।' ভানিয়ুশা সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলল, 'আপনাদের চালুনি আছে তো?'

'আছে বটে তবে তার অবস্থাটা বিশেষ সুবিধের নয়।'

'কোনো ভাবনা নেই! আমরা ওটা সারিয়ে নিতে পারব! আর দেরি করেই বা লাভ কি! কাজে লেগে পড়ে যাক না! কথা তো অনেক হল!'

আধঘণ্টাটাক বাদে দেখা গেল যৌথখামারের আস্তাবল থেকে দুটি গোরুর গাড়ি নিয়ে ছোট আকিম ফিরে আসছে। আর ভানিয়ুশার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ফুট-ফুট দাগের মতো। একটি একটি করে বস্তা সে বয়ে নিয়ে এসে জড়ো করছে ভুসি ও আবর্জনা গাদা করার চালা থেকে গোলাঘরের সিঁড়ির কাছে। বস্তাগুলো গমে বোঝাই, ঝাড়াই-বাছাই করা উত্তম গম, গোটা গোটা, ভরাট, খাঁটি সোনার মতো লালিমাযুক্ত।

'আচ্ছা, তোমরা এই ভুসি ও আবর্জনা গাদা করার চালায় গমের বস্তা রেখেছ কেন? তোমাদের এমন মস্ত গোলাঘর থাকতে গমের বস্তাগুলো তোমরা রেখেছ কিনা এখানে এই নোংরা আর আবর্জনার মধ্যে।' বোকা-বোকা ভাব করে আকিমের একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করল ভানিয়ুশা।

মেয়েটি লাল হয়ে উঠে জবাব দিল, 'বাবা রেখেছে।'

তারপরে আকিম যখন সাতাত্তর পুড গম গোরুর গাড়িতে বোঝাই করে যৌথখামারের গোলাঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে আর আকিমদের কাছে বিদায় নিয়ে ভানিয়ুশা ও নাগুলনভ রওনা দিয়েছে পরবর্তী বাড়ির দিকে, তখন আনন্দে ডগমগ হয়ে ভানিয়ুশার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নাগুলনভ জিজ্ঞেস করল, 'কমসোমলের যে-গল্পটা বললে সেটা বানালে বুঝি?'

'না, অনেক দিন আগে একটা পত্রিকায় পড়েছি।' অন্যমনস্ক স্বরে ভানিয়ুশা জবাব দিল।

'কিন্তু তুমি যে বললে আজই পড়েছ?'

'তাতে কি আসে যায়! কমরেড নাগুলনভ, আসল কথা হচ্ছে, এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে, ঘটে থাকে, তা যেন আমরা কক্ষনো ভুলে না যাই!'

'তা তো বটেই, কিন্তু তুমি—তুমি কি একটু ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে গল্পটা বলোনি,

যাতে গল্পটা যারা শুনছে তারা নাড়া খায় ?' নাগুলনভ তবুও তার কথায় জের টেনে চলল।

'তাতেই বা কী আসে যায়!' তানিয়ুশা অধৈর্য হয়ে উঠে একই কথায় ওপরে জোর দিল। তার শীত-শীত করছিল, চামড়ার কোটের বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে সে আবার বলল, 'আসল কথাটা হচ্ছে এ-ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে ও গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ঘৃণা আর যারা সংগ্রাম করছে তাদের সম্পর্কে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলা। তার চেয়েও আসল কথা, ওরা বীজগম জমা দিয়ে গিয়েছে। আপাতত এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। আর ফাঁপানো-ফেনানোর কথা যদি বলেন, তারও বিশেষ দরকার হয়নি। যাই হোক, ফলের অম্বলটা কিন্তু ওরা তৈরি করেছিল খাসা। কী সোয়াদ! কমরেড নাগুলনভ, অন্তত এই ফলের অম্বলটা আপনার একটু চেখে দেখা উচিত ছিল!'

ছাব্বিশ

১০ই মার্চ সন্ধেবেলা গ্রেমিয়াচি লগে কুয়াশা নামল। সারারাত্রি ধরে বরফ-গলা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ছাদ থেকে। স্তেপভূমির দক্ষিণের পাহাড় থেকে একটা গরম ভিজে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রামের ওপরে। বসন্তের এই প্রথম রাত্রিটি খচিত হয়ে রইল ভাসমান কুয়াশার কালো রেশমী পর্দায় আর নিঃশব্দতায় আর দখিনা বাতাসের গন্ধে।

সকাল গড়িয়ে একটু বেলা হতে গোলাপী আভাযুক্ত কুয়াশাটা কেটে গিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে আকাশ ও সূর্য। দক্ষিণ থেকে বাতাস ছুটে এসেছে প্রচণ্ড একটা হিম-শৈলের ধস্ নামার মতো। বরফের বড়ো বড়ো খণ্ডগুলো থিতিয়ে বসেছে জলীয় তাপ ছড়াতে ছড়াতে আর অনেক আওয়াজ ও সোরগোল তুলে। বাড়ির ছাদগুলো হয়ে উঠেছে বাদামী, কালো কালো ফাটল ফুটে উঠেছে রাস্তার গায়ে। তারপরে দুপুর হতে হতে উঁচু জমির জল—চোখের জলের মতো পরিষ্কার ও টলটলে,—নালায় ও খানাখন্দে টগবগিয়ে ওঠে ও অজস্র ধারায় তিরতিরিয়ে নেমে আসে নিচু জমির দিকে, পপ্‌লার কুঞ্জ আর বাগানের দিকে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় চেরিগাছের কটু শেকড়। প্লাবিত করে নদীর ধারের নলখাগড়ার বন।

তিনদিনের মধ্যেই বাতাসের ঝাপটা খাওয়া ছোট-পাহাড়গুলো আর বরফ-গলা জলের তোড়ে ধুয়েমুছে যাওয়া ঢাল্ জমিগুলো ঝকঝকে নরম কাদায় ভরাট। উঁচু-জমির জল ঘোলাটে। টুকরো টুকরো ঢেউয়ের মাথায় উচ্ছ্বসিত ফেনার হলদে মুকুট, ক্ষেত থেকে ভেসে আসা শস্যের মূল, শুকনো ঘাসের চাপড়া আর হেম্প্‌নেট্‌ল্ ঝোপের ঝাঁকড়া চুড়ো।

নদীর পাড় ভেঙে যায় গ্রেমিয়াচি লগে। স্রোতে গা ভাসিয়ে আর রোদে ক্ষয় হতে হতে নীল বরফের চাঁই নেমে আসছিল; নদীর বাঁকে এসে তারা পরস্পরের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়াজড়ি ও ঠোকাঠুকি শুরু করে দেয়—যেমন করে ডিম ছাড়ার সময়ে দুই প্রকাণ্ড মাছ। কখনো কখনো স্রোতের ধাক্কায় আছড়িয়ে পড়ে উঁচু পাড়ের ওপরে। কখনো কখনো বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে চলে আসে

বাগান পর্যন্ত, গাছের গুঁড়িতে গুঁতো মারে আর গা ঘষে, ছোট ছোট চারা-গুলোকে পিষে মারে, আপেল গাছের গায়ে আঁচড়ায় আর ঘন চেরিঝোপকে সমান করে দিয়ে যায় মাটির সঙ্গে।

গ্রামের বাইরে কালো চষামাটি থেকে বরফ সরে গিয়েছে। কালো মাটি সাদরে ডাকছে যেন। রোদের তাপে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ঘাসের চাপড়াসুদ্ধ উলটে দেওয়া কালো মাটির চাঙড়গুলো থেকে। আর দুপুরবেলা মনে হয়, স্তেপভূমির ওপরে ঝুলে আছে বৃহৎ ও মহৎ একটি নিঃশব্দতা। নিচে চষামাটি, ওপরে সূর্য, দুধের মতো সাদা ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশা, দলছুট কোনো এক ভরতপাখির তীব্র তীক্ষ্ণ গান, বর্শাফলকের মতো আকারে উড়তে উড়তে মেঘহীন আকাশের গহন নীলের মধ্যে বুক-দিয়ে-ঝাঁপিয়ে-পড়া একদল সারসের উতলা ডাক। মাটি থেকে গরম ভাপ ওঠে আর মাটির ঢিবির ওপরে তা কাঁপতে থাকে। আগের বছরের ফসলের মরা গোড়াগুলোকে ঠেলে বেরিয়ে আসে সবুজ ঘাসের একটি ধারালো ফলা আর সূর্যের দিকে নিজেকে বাড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় শুকিয়ে যাওয়া শীতের যব পায়ের আঙুলের ওপরে উঠে দাঁড়ায় আর আলোকসম্ভবা রশ্মির কাছে নিজেকে নিবেদন করে। তবুও এখনো পর্যন্ত স্তেপভূমিতে জীবনের স্পন্দন সামান্যই। মার্মোটেরা এখনো শীতের ঘুমে, জন্তুজানোয়ারেরা সরে গিয়েছে জঙ্গলে ও গিরিপথে। কখনো সখনো দেখা যায়, একটা ক্ষেতী ইঁদুর মরা আগাছাগুলোর মধ্যে দিয়ে খস্-খস শব্দে চলাফেরা করছে আর যবের শীসের ওপরে নেমে এসেছে কয়েকটি জোড়-বাঁধা তিতির।

পনেরোই মার্চের মধ্যে বীজ ভাণ্ডারের সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ব্যক্তিগত চাষীরা তাদের বীজ মজুদ রেখেছে পৃথক একটি গোলাঘরে আর গোলাঘরের চাবিটা রেখে দেওয়া হয়েছে যৌথখামারের দপ্তরে। যৌথখামারী চাষীদের কাছ থেকে সংগ্রহে ছ'টি যৌথ গোলাঘর ছাদের বরগা পর্যন্ত ঠাসা। সারা দিন সারা রাত ধরে চলছে বীজ ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ। ইপ্‌পোলিৎ শালির কামারশালায় হাঁপরের আর বিরাম নেই। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাঁপরের চওড়া নলের ভেতর থেকে ফোঁস ফোঁস হাওয়া বেরিয়ে আসছে, হাতুড়ির বাড়িতে ছিটকে ছিটকে পড়ছে সোনালী আগুনের ফুলকি, নেহাইয়ের গান বেজে উঠছে ঠন্ ঠন্ শব্দে। ইপ্‌পোলিৎ কাজ নিয়েই মত্ত। পনেরো তারিখের মধ্যে তার হাত একেবারে পরিষ্কার; বিদে-মই, হাল, ফলা, লাঙল, সমস্ত কিছুর সারাইয়ের কাজ শেষ।

পরদিন সন্ধেবেলা গ্রামের ইস্কুলে মস্ত জমায়েত বসল যৌথখামারীদের।

দাভিদভ লেনিনগ্রাদ থেকে যে-সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিল, জমায়েতে সেগুলো সে উপহার দিল ইপ্‌পোলিৎকে। এবং সেই উপলক্ষে একটি ভাষণ দিল।

সে বলল, 'যৌথখামারের পরিচালনা বোর্ডের পক্ষ থেকে আমি আমাদের প্রিয় কর্মকার কমরেড ইপ্‌পোলিৎ সিডোরোভিচ শালিকে এই যন্ত্রগুলো উপহার দিচ্ছি। কমরেড ইপ্‌পোলিৎ সত্যিকারের ভালো কাজ করেছে। যৌথখামারের প্রত্যেকটি সদস্যেরই উচিত তার মতো চেষ্টা করা।'

অনুষ্ঠান উপলক্ষে দাভিদভ পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়েছে ও পরিষ্কার একটা উর্দী গায়ে দিয়েছে। একটুকরো লাল সাটিনের ওপরে যন্ত্রগুলো সাজানো ছিল। সেগুলো দাভিদভ হাতে তুলে নিতেই আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ ইপ্‌পোলিৎকে মঞ্চের দিকে ঠেলে দিল। ইপ্‌পোলিতের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল।

'বন্ধুগণ, মেরামতী কাজের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, কমরেড ইপ্‌পোলিৎ তা আজ শতকরা একশো ভাগই পূরণ করেছে। যথার্থই তাই! কমরেড ইপ্‌-পোলিতের কামারশালা থেকে কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি আমরা মোট পেয়েছি লাঙলের ফলা চুয়াল্লটি, বিভিন্ন আকারের হাল বারোটি ও অন্যান্য প্রচুর যন্ত্রপাতি। প্রিয় কমরেড ইপ্‌পোলিৎ, তোমার কাজের পুরস্কার হিসেবে এই আমাদের উপহার। এগুলো তুমি নাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বলে রাখছি যে ভবিষ্যতেও তোমাকে শরীরপাত করে এমনি কাজ করে যেতে হবে। আমাদের যৌথ-খামারের সমস্ত যন্ত্রপাতি যাতে একেবারে নিখুঁত অবস্থায় থাকে সে-দিকে নজর রাখতে হবে। আর আপনারা যারা ক্ষেতে কাজ করছেন তাদেরও আমি বলব যে ক্ষেতের কাজেও এমনি আদর্শ স্থাপন করুন। সবাই মিলে যদি আমরা ভালো কাজ করি তাহলেই আমাদের যৌথখামারের নামের মর্যাদা আমরা রাখতে পারব। নইলে হবে কি, সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে আমাদের যৌথখামারের নামে লজ্জা ও কলঙ্ক লেগে থাকবে। যথার্থই তাই হবে বন্ধুগণ!'

এই বলে দাভিদভ যন্ত্রপাতিগুলো লম্বা লাল সাটিনের কাপড়টায় মুড়ল, তারপরে তুলে দিল ইপ্‌পোলিতের হাতে। গ্রেমিয়াচির মানুষ তখনো পর্যন্ত হাততালি দিয়ে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে শেখেনি। কিন্তু ইপ্‌পোলিৎ যখন কাঁপা-কাঁপা হাত বাড়িয়ে লাল পুঁটুলিটা নিয়েছে, ইস্কুলঘরের মধ্যে অনেকগুলো গলার স্বর একসঙ্গে কলরব করে উঠল।

'ওরই এগুলো পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, কাজ করা কাকে বলে তা দেখিয়ে দিয়েছে!'

'বাতিল জিনিসকে এমন কাজের জিনিস করে তোলা চাট্টিখানি কথা নাকি!'

'যন্ত্রপাতিগুলো ওর জন্যে আর সাটিনের কাপড়টা ওর বৌয়ের জন্যে!'

'ওহে ধন্মের ষাঁড় ইপ্‌পোলিৎ, এবার কিছু খাওয়াও টাওয়াও দিকি!'

'ওকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে কেমন হয়!'

'বোকামি কোরো না! কামারশালায় যাকে কাজ করতে হয়, শূন্যে ছোঁড়াছুড়ির ব্যাপারটা তার ভালো রকমই রপ্ত আছে।'

চিৎকার বাড়তে বাড়তে ক্রমশ একটা একটানা হট্টগোলে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু শচুকারদাদু তাতে দমবার পাত্র নয়। শচুকারদাদুর গলার স্বর মেয়েমানুষের মতো সরু ও তীক্ষ্ণ। হট্টগোল হওয়া সত্ত্বেও তা শোনা গেল।

'এমন চুপচাপ কেন হে বাপু! কিছু বলো টলো! তোমার কথাটাও তো আমাদের শোনা দরকার! কাঠের পুতুল তো আর নও যে মুখ বুজে থাকবে!'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো গলার স্বর শোনা গেল শচুকারের সমর্থনে। কেউ তামাশা করছে, কেউ গুরুগম্ভীর পরামর্শ দিচ্ছে।

'ওহে মুখচোরা দেমিদ, তুমিই বরং ওর হয়ে একটা বক্তৃতা ছাড় দিকি!'

'আর দেরি কোরো না ইপ্‌পোলিৎ, কিছু একটা বলো। নইলে, তোমার যা অবস্থা দেখছি, এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়বে!'

'আরে তাই তো, হাঁটুতে তো দেখছি রীতিমতো ঠকঠকানি শুরু হয়ে গেছে!'

'আনন্দে বোধ হয় ও জিভটাকে সুদ্ধ্‌ গিলে ফেলেছে!'

'হুঁ হুঁ বাবা, দমাদ্দম হাতুড়ি পেটাতে পারলেই বক্তৃতা দেওয়া যায় না!'

যাই হোক, শেষপর্যন্ত আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ—যার ওপরে আজকের অনুষ্ঠানের ভার আর সব রকমের অনুষ্ঠানই যার অতি প্রিয়—সভাকে শান্ত করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল।

'তোমরা একটু চুপ করো তো দিকি! এমন চেল্লাচেল্লি করে লাভটা কি হচ্ছে শুনি! নাকি তোমাদের গায়ে বসন্তের হাওয়া লেগেছে! মনে আনন্দ হয়ে থাকে সভ্যভব্য মানুষের মতো হাততালি দাও। অমন চিৎকার জুড়ে দিও না, দোহাই তোমাদের! মানুষটাকে উচিতমতো একটা জবাব দিতে দাও দিকি!' তারপরে ইপ্‌পোলিতের দিকে ফিরে তাকে কনুই দিয়ে অল্প একটু ঠেলা মেরে চাপা স্বরে বলল, 'এবারে বেশ দম নিয়ে বলতে শুরু করে দাও। সিদোরোভিচ, দোহাই তোমার, বেশ ভালো রকমের একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দাও দিকি। আজ তো তোমারই দিন, তোমাকে একটা যুৎসই বক্তৃতা দিতে হবে বৈকি, সত্যিকারের লম্বা একটা বক্তৃতা।'

ইপ্‌পোলিৎ শালি এমনিতে ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ। সে কখনো খুব বেশি মনোযোগের পাত্র হয়নি। কাজেই খুব বেশি মনোযোগের পাত্র হওয়ার খারাপ ফল থেকে সে মুক্ত থাকতে পেরেছে। জীবনে কখনো তাকে লম্বা বক্তৃতা দিতে হয়নি। তার কাজে খুশি হয়ে গ্রামের কোনো লোক কখনো সখনো তাকে একগেলাশ ভদকা খাইয়ে গেছে—ভালো কাজের পুরস্কার বলতে এর বেশি কিছু সে এতদিন পায়নি। কিন্তু আজ যৌথখামারের পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই দান আর এই চাঞ্চল্যকর পরিবেশ—এর ফলে তার স্বাভাবিক মানসিক স্থৈর্য একেবারেই বিলুপ্ত। কাঁপা-কাঁপা হাতে সে লাল পুঁটুলিটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরেছে। তার পা-দুটোও ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে, যে দুটো পা নেহাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কোনোদিন বিন্দুমাত্র টলেনি। পুঁটুলিটা হাতে ধরে রেখেই সে মুখ থেকে চোখের জল মুছে নিল। মুখখানা তার লাল, আজকের এই স্মরণীয় দিন উপলক্ষে মুখখানাকে সে যথেষ্ট মেজেঘষে এসেছে। ভাঙাভাঙা গলায় সে বলল, 'এই, যন্তরগুলোর খুবই প্রয়োজন ছিল···কাজেও লাগবে···আমাদের যে কী উপকার হল···আর যন্তরগুলো যাঁরা দিলেন···যৌথখামার যাঁরা চালাচ্ছেন···কী আর বলব···তাঁদের আমার প্রণাম জানাই···আর আমার কথা যদি বলেন··· যতোদিন আমার হাঁপর থাকবে···ততোদিন···আমি ঠিকই থাকব···আমি নিজেও এখন যৌথখামারী কিনা···আনন্দের সঙ্গেই আমি···আর হ্যাঁ, এই সাটিনের কাপড়টা ···এটা নিশ্চয়ই আমার বৌয়ের কাজে লাগবে···' বলতে বলতে থেমে গিয়ে সেই ঠাসা হলঘরের মধ্যে মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বৌকে খুঁজতে লাগল। যেন বৌ-ই তার শেষ অবলম্বন, বৌ-ই যেন তাকে বাঁচাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বৌকে খুঁজে না পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি এই বলে শেষ করে দিল! 'এই কাপড়ের মধ্যে যে যন্তরগুলো রয়েছে সেজন্যে···আমাদের কাজের জন্যে···কমরেড দাভিদভ ও যৌথখামারের সকল ব্যক্তি···আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম!'

রাজমিয়োৎনভ বুঝতে পেরেছিল যে ঘর্মাক্ত কর্মকারটির আবেগ যতোই উদ্দীপ্ত হোক, বক্তৃতা তার শেষ হয়ে আসছে। তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতের ইঙ্গিতে তাকে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বলছিল। কিন্তু তার সব ইঙ্গিতই ব্যর্থ হল। ইপ্‌পোলিৎ কোনো ইঙ্গিতকেই আমল দিল না, মাথা নিচু করে প্রণাম জানিয়ে সে মঞ্চ ছেড়ে নেমে এল। পুঁটুলিটা ধরে থাকল দু-হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে, যেন একটি ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে যাচ্ছে।

তখন নাগুলনভ কালক্ষেপ না করে মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে হাতের ইঙ্গিত করল। দুটি বালালাইকা ও একটি ভায়োলিন নিয়ে অর্কেস্ট্রা তৈরিই ছিল। অর্কেস্ট্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল গানের সুর বেজে উঠল।

তিনজন টীম-নেতা, দুবৎসোভ, লুবিশ্‌কিন ও দিওমকা উশাকভ রোজ ঘোড়ায় চেপে স্তেপভূমিতে যায় দেখতে যে জমি চাষের উপযুক্ত হয়েছে কিনা। শুকনো বাতাসে ভর করে স্তেপভূমিতে বসন্ত আসছে। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। এক-নম্বর টীম ইতিমধ্যেই তার এলাকায় বালুকাময় জমিতে লাঙল নামাবার জন্যে তৈরী।

প্রচার-দলটিকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ভয়েস্কোভয় গ্রামে। কিন্তু নাগুলনভের অনুরোধে কোন্দ্রাৎকো ভানিয়ুশা নাইদিওনভকে গ্রেমিয়াচি লগে চাষের সময় পর্যন্ত থাকবার অনুমতি দিয়েছে।

ইপ্‌পোলিতের প্রাইজ পাবার পরের দিন নাগুলনভ লুশ্‌কাকে ত্যাগ করল। লুশ্‌কো চলে গেল তার এক মাসীর সঙ্গে থাকতে, গ্রামের শেষপ্রান্তে যার একটি কুটির ছিল। দু-দিন সে আর কাউকে মুখ দেখাল না। তারপরে একদিন দাভিদভের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল পরিচালনা-দপ্তরে যাবার রাস্তায়।

দাভিদভকে থামিয়ে সে বলল, 'কমরেড দাভিদভ, তুমি আমাকে বলে দাও এখন আমি কী করব?'

'বড়ো চমৎকার প্রশ্নই করেছে! তবুও যখন জিজ্ঞেস করলে বলি, আমরা একটা নার্সারি গড়ে তুলব ভাবছি। এই নার্সারিতেই তো তুমি কাজ করতে পার।'

'উঁহু, ও-কাজ নয়। আমার নিজের কোনোদিন ছেলেপুলে হল না, এখন আমি পরের ছেলেদের মানুষ করতে যাই আর কি! ওইটুকুই বাকি আছে।'

'তাহলে কোনো একটি টীমের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজে লেগে যাও।'

'কাজের মেয়েমানুষ আমি নই। আর মাঠে কাজ করার কথা ভাবলেই আমার মাথা ধরে।'

'এমন পলকা মানুষ নাকি তুমি! তাহলে আর কী করবে, ঘরে বসে বসে মজা করো গিয়ে। কিন্তু মনে রেখ, যে কাজ করে না সে খেতে পায় না—এ-নিয়মটা আমরা মেনে চলি।'

লুশ্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপরে ছুঁচলো স্লিপারের ডগা দিয়ে ভিজে বালির ওপরে দাগ কাটতে কাটতে মাথা নিচু করে বলল, 'আমার বন্ধু তিমোফেই আমাকে একটা চিঠি লিখেছে। সে এখন আছে উত্তরের কটলাসে। সে লিখেছে যে শিগগিরই সে এখানে ফিরে আসতে পারে।'

'তার আসাটা তার মর্জি,' দাভিদভ হাসল, 'তবুও যদি সে আসে তাহলে আমরা তাকে চালান দেব দূরের কোনো দেশে।'

'তার মানে, তিমোফেইকে ক্ষমা করা চলে না?'

'না। আর ওর জন্যে অপেক্ষা করে থেকে তোমার সময় নষ্ট কোরো না। তোমাকে কাজ করতেই হবে।' কড়া করে জবাব দিয়ে দাভিদভ যাবার জন্যে পা বাড়াল। সামান্য একটু লাল হয়ে উঠে লুশ্‌কা হাত বাড়িয়ে থামাল তাকে।

'আমাকে একটা স্বামী যোগাড় করে দাও না, উট্‌কো পড়ে আছে এমন কাউকে ধরে এনে!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লুশ্‌কা। তার গলার স্বরে একটু যেন তামাশা আর একটা বেপরোয়া ভাব।

জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাভিদভ ভারী গলায় জবাব দিল, 'ওটা আমার কাজ নয়! আচ্ছা চলি!'

'আর একটু দাঁড়াও! আমার অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে।'

'কী বলো।'

'আমি যদি তোমার বৌ হতে চাই তুমি বোধ হয় রাজী হবে না?' এবারেও সেই বেপরোয়া ভাব আর গলার স্বরে খোলাখুলি একটা বিদ্রূপ।

এবারে বিব্রত হবার পালা দাভিদভের। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তার উলটিয়ে-দেওয়া চুলের গোড়া পর্যন্ত উঠে এসেছে। কথা বলতে পারছে না, ঠোঁট-দুটো নড়ছে।

'কমরেড দাভিদভ, আমার দিকে একবারটি তাকিয়ে দেখ,' কৃত্রিম বিনয়ের সঙ্গে লুশ্‌কা বলে চলল, 'আমি দেখতে সুন্দর,আমার মতো সুন্দর মেয়েকেই তো ভালো-বাসতে ইচ্ছে করে, তাই না? দেখ, আমার দিকে একবারটি তাকিয়ে দেখ, আমার চোখ সুন্দর, আমার ভুরু সুন্দর, আমার পা সুন্দর, আমার সমস্ত শরীর...' বলতে বলতে আঙুলের ডগা দিয়ে সবুজ উলের স্কার্টটার প্রান্ত তুলে ধরল, তারপরে বিস্মিত হতবাক দাভিদভের সামনে কোমর দুলিয়ে একপাক ঘুরে নিল, তারপরে আবার বলল, 'নাকি আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না! বলো না গো!'

দাভিদভ হাল ছেড়ে দিয়েছে। মাথার টুপিটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে জবাব

দিল, 'তুমি তো দেখতে শুনতে ভালোই এতে আর সন্দেহ কি। তোমার পা-দুটোও ভারি সুন্দর···তবে কথাটা কী জান, ওই পা-দুটো তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে না। যথার্থই তাই!'

'আমার পা আমি ঠিক যেদিকে যেতে চাই সেদিকেই আমাকে নিয়ে যায়! তাহলে তোমাকে আর হিসেবের মধ্যে ধরা চলে না, তাই তো?'

'না, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে ধরতাম না।'

'তুমি ভেবো না যে আমি তোমার জন্যে মরে যাচ্ছি বা যে-করে হোক তোমাকে আমি গেঁথে তুলতে চাই। তোমার জন্যে আমার একটু কষ্ট হয়েছিল, এই আর কি। ভাবতাম, এমন জোয়ান মানুষটা, এখনো কিনা বিয়ে করেনি, এখনো একা, মেয়েদের সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ পর্যন্ত নেই।'

'কি সব আবোল-তাবোল বকছ···যাকগে চলি এবার! তোমার সঙ্গে এত সব বাজে কথা বলার সময় নেই আমার।' তারপরে একটু তামাশার সুরে বলল, 'আমাদের এই বীজ রোয়ার কাজটা আমরা আগে ভালোভাবে শেষ করি, তারপরে এসো একদিন, তখন আমাকে বরং পুরনো দিনের জাহাজী ভেবে নিতে পার। তবে আসার আগে মাকারের অনুমতি নিয়ে এসো কিন্তু!'

লুশ্‌কা গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল, তারপরে পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, 'মাকারের কাছে বিশ্ববিপ্লবের ব্যাপারটা বড়ো ছিল তাই আমার দিকে নজর দিতে পারেনি। আর তোমার কাছে দেখছি বীজ রোয়ার ব্যাপারটা! না ভাই, যথেষ্ট হয়েছে, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না! আর আমি যেমন মানুষটি চাই তুমি তা নও! আমি চাই এমন ভালোবাসা যার মধ্যে আগুনের ঝলক থাকবে। তুমি আর আমাকে কতটুকু দিতে পার? এত সব কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে তোমার রক্তে মরচে পড়ে গিয়েছে! ভাঙা পাত্রে কখনো ফুট ধরে না, সেজন্যে অপেক্ষা করেও লাভ নেই!'

সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকলে যেমনভাবে লোকে হাসে তেমনি একটা হাসি নিয়ে দাভিদভ দপ্তরে এল। মনে মনে সে ভাবছিল, মেয়েটাকে একটা কিছু কাজের মধ্যে আটকে রাখতে হবে, নইলে ওর পতন কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। সপ্তাহের কাজের দিন আর ও কিনা বেরিয়েছে ফষ্টিনাষ্টি করতে! আর কথার কি ছিরি!···তারপরে ভাবল, আমি কেন ভেবে মরি! জাহান্নমে যাক না মেয়েটা, ও তো আর কচি খুকী নয়! বোঝবার বয়স ওর যথেষ্ট হয়েছে! আমারই বা এত দায় কিসের—আমি কি শখের সমাজকল্যাণ সমিতির ভেকধারী? আমি

ওকে কাজ দিতে চেয়েছি, বাস্‌ ফুরিয়ে গেল! কাজ করাটা যদি ওর পছন্দ না হয় তাহলে ওর ব্যাপার ও নিজেই বুঝুক!

মাকারের সঙ্গে দেখা হতে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল, 'বৌকে ত্যাগ করলে?'

'এ-ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নয়!' লম্বা লম্বা আঙুলের নখের দিকে অত্যধিক মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাকার বিড়বিড় করে বলল।

'না, আমি এমনি একটু…'

'তা যদি বলো, আমিও তাই!'

'চুলোয় যাও তুমি! একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা যাবে না দেখছি!'

'এক নম্বর টীম কিন্তু এখনো মাঠে নামেনি। ওদের আর দেরি করা উচিত নয়।

লুশ্‌কা যাতে ঠিক পথে থাকে তা তোমারই দেখা উচিত। নইলে ও কিন্তু কোনো রাশ মানবে না!'

'আমি কী করব, আমি কি ওর দীক্ষাগুরু, না কি? আমার কাছে এসব কথা বলতে এসো না। আমি তোমাকে অন্য কথা বলছিলাম, এক নম্বর টীমের কথা। আগামী কালের মধ্যে এক নম্বর টীমকে অবশ্যই…'

'এক নম্বর টীম কালই মাঠে নামছে, সেজন্যে ভেবো না। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি কি মনে করো ব্যাপারটা এতই সহজ। বৌকে আমি ত্যাগ করলাম বললেই সব চুকে গেল! কেন তুমি ওকে কমিউনিজমের আলোয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা করবে না? গোলমালটা তোমার নিজের মধ্যে, যথার্থই তাই!'

'এক নম্বর টীমের সঙ্গে কাল আমি নিজেই মাঠে নামব। কিন্তু তুমি এমন শেয়ালকাঁটার মতো আমার গায়ে লেগে আছ কেন বলো তো দিকি! শিক্ষা দাও শিক্ষা দাও, বললেই তো আর হয় না! আমি নিজেই কোনো রকম শিক্ষা পাইনি, অন্যকে শিক্ষা দিই কি করে! হ্যাঁ, বৌকে আমি ত্যাগ করেছি, সোজা কথা, তাতে হয়েছেটা কী? কিন্তু তুমি সেই যে একটা কথা নিয়ে পড়েছ, দাদের মতো তা থেকে আর নিস্তার নেই। বাম্নিকের ব্যাপারটাও দেখতে হবে! আমার কি ফুরসৎ আছে নাকি! আর তুমি এসেছ যে-বৌকে আমি ত্যাগ করেছি তারই কথা নিয়ে আমাকে উত্যক্ত করতে!'

দাভিদভ জবাব দিতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময়ে শোনা গেল বাইরের উঠোন থেকেই মোটর-হর্নের আওয়াজ। জেলা কমিটির ফোর্ড গাড়িটা গর্তে জমে থাকা জল-কাদা ছিটোতে ছিটোতে এঁকেবেঁকে ভেতরে ঢুকছে। গাড়িটা এসে থামতেই জেলা

নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি সামোখিন দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে লাফিয়ে বাইরে এল।

'নিশ্চয়ই আমার ব্যাপারে এসেছে,' ভুরু কুঁচকে রাগতভাবে দাভিদভের দিকে তাকাল নাগুলনভ, 'ওই স্ত্রীলোকটার সম্পর্কে ওর কাছে আবার বলতে যেও না যেন! তাহলে আমার বিবাগী হওয়া ছাড়া পথ থাকবে না! সামোখিন মানুষটাকে তো তুমি ভালো করেই চেন। শুনলেই ও তো হাঁক ছাড়বে: বৌকে ত্যাগ করেছ কেন হে, কারণটা কী? কোনো কমিউনিস্ট যদি বৌ ত্যাগ করে তাহলে ওর হাতে তাকে নাকালের একশেষ হতে হয়। ওর স্বভাবটা অনেকটা পাদরির মতো, শ্রমিক-কৃষকের পার্টির পরিদর্শকের মতো একেবারেই নয়। এজন্যেই এই মাথা-মোটা বেআক্কেলেটাকে আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। ওই বাম্নিকটার জন্যেই তো! শয়তানটাকে হাতের মুঠোয় পেলে খুন করে ফেলতাম!'

সামোখিন ঘরে ঢুকল, হাতে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। ব্যাগটা নামিয়ে রাখা বা করমর্দন করা, এসবের মধ্যে না গিয়ে খানিকটা ঠাট্টার সুরে বলল, 'তারপরে নাগুলনভ, বলি ব্যাপারটা কী? বেশ একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছ মনে হচ্ছে? তোমার জন্যেই এই জলকাদা ভেঙে আমাকে এতটা পথ আসতে হল। এই কমরেডটি কে? দাভিদভ নাকি? আপনার খবর ভালো তো?' নাগুলনভ ও দাভিদভের সঙ্গে করমর্দন করে সে টেবিলের ধারে বসল: 'কমরেড দাভিদভ, আপনি আধঘণ্টার জন্যে আমাদের একা থাকতে দিন। এই ছোকরার সঙ্গে (নাগুলনভকে দেখিয়ে) দু-একটা বিষয়ে আমার কিছু কথা বলার আছে।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

বাইরে যেতে যেতে দাভিদভ শুনতে পেল, যে-নাগুলনভ তাকে একটু আগেই বলছিল যে বৌয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ত্যাগ করার ব্যাপারটা নিয়ে কোনো আলোচনা না তুলতে, সে-ই এখন একরোখা সুরে বলছে, 'বিপ্লবের শত্রুর গায়ে আমি হাত তুলেছি, অবশ্যই তুলেছি, একশোবার তুলব, কিন্তু সামোখিন, তাছাড়াও কথা আছে।' শুনে দাভিদভ অবাক হল।

'আর কী কথা আছে?'

'আমি আমার বৌকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি!'

'তাই কখনো হয়!' ছোট্ট মানুষটা, যার মাথাটা তার শরীরের তুলনায় বেঢপ রকমের বড়ো, শিউরে উঠেছে, গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর্ত একটা চিৎকার। একটিও কথা না বলে সে থলের ভেতরকার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে কি যেন খুঁজতে লাগল।

সাতাশ

ঘুমের মধ্যে ইয়াকভ লুকিচ শুনতে পেল সদর দরজার কাছে পায়ের শব্দ ও চাপা আওয়াজ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভাঙল না। শেষপর্যন্ত চোখ থেকে যখন ঘুম তাড়াতে পারল তখন তার কানে এল বাইরের বেড়ার দিক থেকে খস-খস আওয়াজ আর ধাতব একটা শব্দ। জানলার কাছে ছুটে গিয়ে ইয়াকভ লুকিচ জানলার ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখল। ভোর রাত্তিরের আবছা আবছা অন্ধকারে চোখে পড়ল হোঁৎকাগোছের একটা মানুষ বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ছে। মাটিতে এসে পড়তেই ধুপ্ করে একটা আওয়াজ উঠল। অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল মানুষটার মাথায় রয়েছে সাদা ভেড়ার চামড়ার টুপি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতে পারল যে মানুষটা হচ্ছে পোলোভৎসেভ। তখন ইয়াকভ লুকিচ কাঁধের ওপরে একটা কোট চাপিয়ে আর উনুনের ধার থেকে ফেল্ট্-বুটটা পায়ে গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ততোক্ষণে পোলোভৎসেভ তার ঘোড়াটাকে ভেতরে নিয়ে এসেছে ও সদর বন্ধ করে দিয়েছে। ইয়াকভ লুকিচ তার হাত থেকে লাগামটা নিল। ঘোড়াটার গর্দান পর্যন্ত ঘামে শপ্‌শপ করছে, ঘোড়াটা টলছে, নিশ্বাস নিচ্ছে ভয়ানক ভাবে টেনে টেনে। গৃহকর্তার অভিবাদনকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে পোলোভৎসেভ ভাঙা-ভাঙা গলায় চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'লাতিয়েভস্কি …সে এখানে আছে তো?'

'ঘুমোচ্ছে। আপনি যাওয়ার পর থেকে উনি শুধু মদ খেয়ে চলেছেন…বড়ো মুশকিলে পড়েছি।'

'উচ্ছন্ন যাক বেটা উল্লুক! ঘোড়াটাকে বড্ড বেশি জোরে ছুটিয়েছি মনে হচ্ছে।'

পোলোভৎসেভের গলার স্বর এত শান্ত আগে কখনো শোনা যায়নি। ইয়াকভ লুকিচের মনে হল, স্বরটা একটু যেন ভাঙা-ভাঙা, মস্ত একটা উদ্বেগ আর ক্লান্তি যেন গলার স্বরে টের পাওয়া যাচ্ছে।

বারান্দায় এসে পোলোভৎসেভ বুট খুলে ফেলল। কসাকরা যে-ধরনের দু-পাশে

ফিতে লাগানো পাজামা পরে থাকে তেমনি একটা নীল পাজামা টেনে বার করল জিনের সঙ্গে লাগানো থলে থেকে। যে পাজামাটা সে পরে আছে সেটা কোমরের দড়ি পর্যন্ত ভিজে শপ্‌শপ করছে। পাজামা বদলে ভিজে পাজামাটা শুকোবার জন্যে মেলে দিল উনুনের ওপরে।

দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ লুকিচ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। প্রাক্তন অধিনায়কের চালচলনে কোনোরকম ব্যস্ততা নেই। ধীরেসুস্থে গিয়ে বসল চুল্লীর ধারের পাটাতনের ওপরে, হাতদুটো রাখল হাঁটু বেড় দিয়ে, চুল্লীর গায়ে পা রেখে পায়ের তলা গরম করতে লাগল। কিছুক্ষণ বসে রইল একেবারে নিঝুম হয়ে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঘুমে আর সে দাঁড়াতে পারছে না, কিন্তু তবুও জোর করে চোখ খুলে রেখেছে। মদের ঘোরে আচ্ছন্ন লাতিয়েভস্কি ঘুমোচ্ছে তার বিছানায়। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে পোলোভৎ-সেভ জিজ্ঞেস করল, 'ও কি অনেকদিন ধরে মদ খাচ্ছে?'

'একেবারে শুরু থেকেই। আর সে কি একটু-আধটু খাওয়া! গাঁয়ে আমার মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠেছে। ওনার জন্যে রোজই আমাকে ভদ্‌কা নিয়ে আসতে হয়।...এর পরে লোকের সন্দেহ হতে পারে।'

'জানোয়ার!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসিয়ে উঠল পোলোভৎসেভ, তার গলার স্বরে প্রচণ্ড একটা ঘৃণা। তারপরেই আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ল। তার প্রকাণ্ড ধূসর মাথাটা ঢুলতে লাগল।

কিন্তু এই ঘুম, কালো যবনিকার মতো এই ঘুম, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। তারপরেই চমকে জেগে উঠে চুল্লীর গা থেকে পা নামিয়ে নিল পোলোভৎসেভ।

'তিনদিন ঘুমোইনি...নদীগুলো সব বানে ভেসে গিয়েছে। তোমাদের এই গ্রেমিয়াচির নদী সাঁতরে পার হতে হয়েছে ঘোড়াটাকে।'

'আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন।'

'হ্যাঁ ঘুমোব, একটু পরে। আমাকে একটু তামাক দাও তো। আমার তামাক ভিজে গিয়েছে।'.

তামাক নিয়ে এমন লম্বা টান দিল যেন কতদিন তামাক খায়নি। দুটো টান দিয়েই একেবারে চাঙা। তার চোখ থেকে ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গিয়েছে, গলার স্বরে ফিরে এসেছে স্বাভাবিক দৃঢ়তা।

'তারপরে? এখানকার ব্যাপার-স্যাপার কেমন চলছে?'

ইয়াকভ লুকিচ সংক্ষেপে সবকথা জানিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি যে কাজে গিয়েছিলেন তার কতদূর? শিগগিরই শুরু হবে তো?'

'আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই। নইলে কোনোকালেই আর হবে না। কাল রাত্তিরে তুমি আর আমি ঘোড়ায় চেপে তয়েসকোভয় যাব। অভ্যুত্থানটা আমরা শুরু করব ওখান থেকেই। জায়গাটা সদরের কাছাকাছি। ওদের একটা প্রচার-দল এখন আছে ওখানে। আমাদের ক্ষমতা কতখানি তা এই দলটার ওপর দিয়েই পরখ হয়ে যাবে। এই সফরে তোমাকে আমার খুবই দরকার। ওখানকার কসাকরা সবাই তোমাকে চেনে। তোমার কথা শুনে ওদের মধ্যে সাড়া জাগবে।' তারপরে অনেকক্ষণ পোলোভৎসেভ নির্বাক। কালো বেড়ালটা তার হাঁটুর ওপরে লাফিয়ে উঠেছিল। চওড়া হাতের তালু দিয়ে বেড়ালটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল: 'পুষি! পুষি!' তার গলার স্বরে অদ্ভুত একটা নরম সুর: 'সত্যি, এমন বেড়াল বড়ো একটা দেখা যায় না! কী চমৎকার কালো কুচ-কুচে বেড়াল! জান লুকিচ, বেড়াল আমার বড়ো প্রিয়। বেড়াল আর ঘোড়া—পশু-দের মধ্যে এরা হচ্ছে সবচেয়ে পরিষ্কার। দেশের বাড়িতে থাকতে আমি সাইবেরীয় বেড়াল পুষতাম। মোটাসোটা গোলগাল তুলতুলে বেড়াল। সবসময়ে আমার বিছানায় এসে ঘুমোত। বেড়ালটা ছিল....' কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে চোখ ঘোঁচ করে পোলোভৎসেভ তাকাল, আঙুলের ডগা নাচাল, হাসল, তারপরে বলল, 'বেড়াল-টা ছিল ছাই-ছাই সাদাটে, পাশুটে ধোঁয়ার মতো সুন্দর গায়ের রঙ! কী চমৎকার বেড়াল যে ছিল কী বলব! আচ্ছা লুকিচ, তুমি কি বেড়াল ভালোবাস না? তবে কুকুরের কথা যদি বলো, কুকুর আমার পছন্দ নয়। কুকুর আমার বিশ্রী লাগে! আমি তখন ছোট, এই বছর আটেক বয়স, সে-সময়ে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। আমাদেরবাড়িতে ছিল একটা কুকুরের ছানা, ছোট্ট, এতটুকু, তার সঙ্গে আমি এক-দিন খেলছিলাম। খেলতে খেলতে আমি নিশ্চয়ই ওকে চোট দিয়েছিলাম। ও আমার আঙুলে কামড় দিয়ে বসল আর আমার আঙুল থেকে রক্ত পড়তে লাগল। আমি তো রাগে দিশেহারা, একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে কুকুরটাকে এলো-পাথাড়ি পিটতে শুরু করলাম। কুকুরটা ছুটে পালাল। আমিও পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলাম। ছুটছি আর মারছি। ছুটছি আর মারছি। সত্যি বলতে কি, কেমন এক ধরনের সত্যিকার আনন্দও পাচ্ছিলাম যেন। কুকুরটা গোলা-ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, আমিও পেছনে পেছনে গিয়ে হাজির হলাম। কুকুরটা সিঁড়ির নিচে ঢুকল, আমি ওকে টেনে বার করে আনলাম। কিছুতেই আর

কুকুরটার পরিত্রাণ নেই, বেধড়ক পিটিয়ে যাচ্ছি। পিটুনি খেতে খেতে কুকুরটা হেগেমুতে একেবারে মাখামাখি। কেঁউ-কেঁউ করে চেঁচাবে সে ক্ষমতাও আর নেই, ওর গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল কেমন এক ধরনের দম-বন্ধ-করা গোঙানী। তখন আমি ওটাকে তুলে ধরলাম...' মুখের একপাশ বেঁকিয়ে কেমন একধরনের অপরাধীর মতো মুখ করে পোলোভৎসেভ হাসল, 'আমি ওটাকে তুলে ধরলাম আর ওর অবস্থা দেখে আমার এমনই মায়া হতে লাগল যে কেঁদে-কেটে আমি একেবারে অস্থির। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। আমার মা ছুটে এলেন। আমি তখন কুকুরটা নিয়ে গাড়ির চালার পাশের জমিতে শুয়ে পড়ে দাপাচ্ছি আর শূন্যে পা ছুঁড়ছি। তারপরে থেকেই কুকুর দেখলে আমার গা কেমন করে ওঠে। কিন্তু বেড়ালের কথা আলাদা, বেড়াল আমার মারাত্মক রকমের পছন্দ। তেমনি শিশুরা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। ওদেরও ভয়ঙ্কর পছন্দ, বলা যেতে পারে বেহিসেবী রকমের পছন্দ। এজন্যে বাচ্চার কান্নার শব্দ আমি একে-বারেই বরদাস্ত করতে পারি না। শুনলে পরে আমার বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করে ওঠে। কিন্তু কই হে, তুমি বললে না বেড়াল তোমার পছন্দ কি পছন্দ নয়?'

পুরনো কালের একজন ধুরন্ধর সামরিক কর্তা—এমনকি জার্মান যুদ্ধের সময়েও কসাকদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্যে যার নাম সকলে জানত—তার মুখে এ-ধরনের কথা ও এমন সরল মানবিক অনুভূতির প্রকাশ শুনতে হবে সেজন্যে ইয়াকভ লুকিচ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। একেবারে থ' হয়ে গিয়ে সে শুধু মাথা নাড়ল। পোলোভৎসেভও আর কোনো কথা বলল না। মুখের কঠোর ভাবটা আবার সে ফিরিয়ে আনল।

'অনেকদিন কোনো চিঠিপত্তর আসেনি নিশ্চয়ই?' বিরস গলায় পোলোভৎসেভ জিজ্ঞেস করল।

'এখন বন্যার সময় চলেছে তো, নদী-নালা সব ভর্তি। রাস্তা বলতে কিছু নেই। দিন দশেক বা তারও বেশি আমাদের এখানে কোনো ডাক আসেনি।'

'তাহলে তো গ্রামের লোক কেউ বোধহয় জানেও না যে স্তালিনের লেখা একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে?'

'কি প্রবন্ধ?'

'যৌথখামার সম্পর্কে স্তালিনের লেখা একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে কাগজগুলোতে।'

'না, আমরা এই প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু জানি না। মনে হচ্ছে ওসব কাগজ

এখনো আমাদের এখানে পৌঁছয়নি। আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, এই প্রবন্ধের কথাগুলো কি?'

'ও কিছু নয়। তোমাদের ভালো লাগবে না। এবার যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে। ঘণ্টা তিনেক বাদে ঘোড়াটাকে জল খাইও। আর শোনো, আগামী কাল রাত্তিরের জন্যে যৌথখামারের দুটো ঘোড়া চাই কিন্তু। অন্ধকার হলেই আমরা দুজনে রওনা হব ভয়েঘোভস্ক-এ। বেশি দূরের পথ নয়, ঘোড়ায় জিন চাপাবার দরকার নেই।'

সকালবেলা লাতিয়েভস্কির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কি-সব কথাবার্তা হল পোলোভৎসেভের। লাতিয়েভস্কির তখন নেশার ঘোর কেটে গিয়েছে, পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ। পোলোভৎসেভের সঙ্গে কথা বলার পরে সে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের সামনে। মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছে, সারা মুখে রাগের চিহ্ন।

ইয়াকভ লুকিচ বিনীত স্বরে বলল, 'মাথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে দু-এক গেলাস দরকার হয় তো বলুন, আনিয়ে দিচ্ছি।'

লাতিয়েভস্কি কথাটায় বিশেষ কান দিল না। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে ইয়াকভ লুকিচের দিকে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট স্বরে বলল, 'না, এখন আমার কিছু দরকার নেই।' তারপরে আবার ঘরে ফিরে গিয়ে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

যৌথখামারের ঘোড়াশালায় সেদিন রাত্তিরে যার ডিউটি তার নাম ইভান বাতালশ্চিকভ। ইয়াকভ লুকিচই তাকে ডন মুক্তি সমিতিতে এনেছে। তবুও ইয়াকভ লুকিচ তার কাছে প্রকাশ করল না কোথায় তারা যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। বাতালশ্চিকভের প্রশ্নের জবাবে এড়িয়ে যাওয়া গোছের জবাব দিল, 'এই একটু আমাদেরই কাজে বেরোতে হচ্ছে, বেশি দূরে নয়।' বাতালশ্চিকভ একটুও ইতস্তত না করে সবচেয়ে সেরা দুটি ঘোড়া বার করে দিল। ইয়াকভ লুকিচ ঘোড়াদুটোকে নিয়ে এল মাড়াইয়ের উঠোন পেরিয়ে পেছনের গলি দিয়ে। পপ্‌লার গাছের একটা ঝোপের সঙ্গে ঘোড়াদুটোকে দড়ি দিয়ে বাঁধল, তারপরে এল পোলোভৎসেভকে ডাকতে। দরজা পর্যন্ত এসেছে, শুনতে পেল বাড়ির ভেতর থেকে লাতিয়েভস্কির উচ্চকণ্ঠ চিৎকার: 'কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না তার মানেই আমাদের হার!' পোলোভৎসেভ ভারী গলায় জবাব দিল প্রায় ধমকের মতো করে। ইয়াকভ লুকিচের মনে হতে লাগল কি যেন একটা বিপর্যয় ঘটতে চলেছে। তারপরে খুব আস্তে দরজায় টোকা দিল।

পোলোত্তৎসেভ তার ঘোড়ার জিনটা বার করে আনল। তারপরে দুজনে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। ঘোড়ায় চাপল। কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গ্রামের বাইরের নদীটা পার হল হেঁটে। পোলোত্তৎসেভ সারাক্ষণ নির্বাক। ধূমপান করতে নিষেধ করে দিয়েছে। আর চলেছে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে, রাস্তা থেকে প্রায় একশো গজ দূর দিয়ে দিয়ে।

ভয়েস্কোভয়-এ একদল লোক তাদের অপেক্ষায় ছিল। জনকুড়ি গ্রামের লোক, অধিকাংশই বৃদ্ধ। তারা জড়ো হয়েছিল ইয়াকভ লুকিচের পূর্ব-পরিচিত একজন কসাকের বাড়িতে। পোলোত্তৎসেভ সকলের সঙ্গে করমর্দন করল, তারপরে তাদের মধ্যে একজনকে জানলার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে মিনিট পাঁচেক ধরে ফিসফিস করে কি-সব বলল। অন্যরা সবাই চুপচাপ। একবার তাকাচ্ছে পোলোত্তৎসেভের দিকে, একবার ইয়াকভ লুকিচের দিকে। ইয়াকভ লুকিচ বসে আছে দরজার কাছটিতে। একদল সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের মাঝখানে বসে থাকতে বড়ো বিশ্রী লাগছে! কী যে করবে বুঝতে পারছে না।

জানলাগুলোর ভেতর দিকে চটের পর্দা টানা, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। খড়খড়িগুলো শক্ত করে আঁটা। গৃহস্বামীর নাতি উঠোনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে পোলোত্তৎসেভ নিচু স্বরে তার বক্তৃতা শুরু করল।

'ভদ্রমহোদয়গণ, কসাক ভাইগণ, সময় এসে গিয়েছে! আপনাদের বন্ধনমুক্তির আর দেরি নেই। এবার আমাদের সবাইকে কাজে নামতে হবে। আমাদের সংগ্রামী সংগঠন তৈরী এবং প্রস্তুত। আজ থেকে দু রাত্তিরের মধ্যে আমরা আক্রমণ শুরু করব। পঞ্চাশজনের একটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী ভয়েস্কোভয়-এ ঢুকবে। প্রথম গুলির শব্দ শোনা মাত্র আপনারা সবাই বেরিয়ে আসবেন আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করে ওই···ওই প্রচারের দলের লোকগুলোকে খতম করবেন। একটাও যেন প্রাণে না বাঁচে! সার্জেন্ট মারিনকে আমি আপনাদের দলপতি করছি। আরেকটি কথা আপনাদের বলে রাখি। আক্রমণ শুরু করার আগে আপনাদের টুপিতে একটা করে সাদা ফিতে সেলাই করে নেবেন, যাতে অন্ধকারে আপনাদের চিনতে ভুল না হয়। আর প্রত্যেককে একটি করে ঘোড়া তৈরি রাখতে হবে। যার যা-কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে, তলোয়ার, রাইফেল, এমনকি শিকারের বন্দুক পর্যন্ত, সমস্ত সঙ্গে নিতে হবে। আর নিতে হবে তিনদিনের খাবার। প্রচার-দলের লোকগুলোকে আর স্থানীয় কমিউনিস্টগুলোকে খতম করার

পরে আপনারা গিয়ে যোগ দেবেন ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সঙ্গে, যারা আপনাদের সাহায্য করতে এসেছে। স্বভাবতই, তারপর থেকে আপনাদের আর পৃথক দলপতি থাকছে না, বাহিনীর অধিনায়কই আপনাদের অধিনায়ক। তাঁর হুকুমমতোই আপনাদের চলতে হবে। আপনাদের যেখানে নিয়ে যাবার তিনিই নিয়ে যাবেন।'

পোলোভৎসেভ জোরে নিশ্বাস ফেলল, টিউনিকের বেল্টের ভেতর থেকে বাঁ-হাতের আঙুলগুলো টেনে বার করল, হাতের পেছন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, তারপরে অপেক্ষাকৃত চড়া গলায় আবার বলতে লাগল, 'এখানে আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি একজন কসাক, তাঁর নাম ইয়াকভ লুকিচ অস্ত্রোভনভ। তাঁকে আপনারা সবাই চেনেন। গ্রেমিয়াচি সম্পর্কে তিনি এই কথাই বলবেন যে কমিউনিস্ট জোয়াল থেকে ডন অঞ্চলের মুক্তির মহান উদ্দেশ্যে গ্রেমিয়াচির অধিকাংশ মানুষ আমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে তৈরী। অস্ত্রোভনভ, এবার তুমি বলো।'

পোলোভৎসেভ ভারী দৃষ্টিতে ইয়াকভ লুকিচের দিকে তাকাতেই ইয়াকভ লুকিচ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা আড়ষ্ট ভাব অনুভব করছে সে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ আর জোরো রুগীর মতো উত্তপ্ত। কিন্তু তাকে আর বক্তৃতা দিতে হল না। সে বলতে শুরু করার আগেই অন্য আরেকজন উঠে দাঁড়িয়েছে। গ্রামেরই লোক, সবচেয়ে যার বয়স বেশি। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, যুদ্ধের আগে ছিল ভয়েভোডয় ইস্কুলের একজন স্থায়ী ট্রাস্টী। ইয়াকভ লুকিচ উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধও উঠে দাঁড়িয়েছে। ইয়াকভ লুকিচকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'হুজুর, ক্যাপটেন, আপনি শোনেন নি যে…আপনি এখানে আসার আগে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম। অবর একটা লেখা বেরিয়েছে খবরের কাগজে। কাগজটা এখন আমরা সবাই মিলে পড়ছি।'

'কী? কী বলছ?' পোলোভৎসেভ কর্কশ গলায় প্রশ্ন করল।

'একটা খবরের কাগজ, মস্কো থেকে একটা খবরের কাগজ এসেছে, তার কথাই আমি বলছি। গোটা দেশের পার্টির যিনি সভাপতি, তাঁর একটা লেখা বেরিয়েছে এই কাগজে।'

'সেক্রেটারি!' চুল্লীর পাশে যারা ভিড় করে ছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন শুধরে দিল।

'…হ্যাঁ, সেক্রেটারি। গোটা দেশের পার্টির যিনি সেক্রেটারি, কমরেড স্তালিন,

তার কথাই বলছিলাম। এই দেখুন, এ-মাসের ছ তারিখের কাগজ এটা।'
লোকটির কথার মধ্যে কোনো রকম ব্যস্ততা নেই, কথা বলছে ভাঙা ভাঙা বুড়োটে
গলায় আর জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে টেনে বার করেছে যত্নের সঙ্গে
ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ। সে বলতে লাগল, 'আপনি এখানে আসার
ঠিক আগে আমরা এই কাগজখানা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছিলাম। কী মনে হল
জানেন·· এই কাগজখানার জন্তেই আপনার পথ আর আমাদের পথ পৃথক হয়ে
গেছে! আমরা, মানে আমরা এই চাষীরা, আমাদের জীবনটা এখন থেকে অন্ত
ধারায় চলবে। এই কাগজটার কথা আমরা শুনি গতকাল। আজ সকালে উঠেই
ঘোড়ায় চেপে বসলাম, বয়েসের কথাটা আর মনে থাকল না, ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির
হলাম একেবারে সদরে। মাঝখানে অবিশ্যি লেভ্‌শভ খালট সাঁতরে পার হতে
হয়েছিল। ভাবুন, লেভ্‌শভ খাল, সাঁতরে পার হতে হবে ভাবলেই বুক দুরদুর
করে। যাই হোক, আমি কোনো রকমে পার হয়ে গিয়েছিলাম। আর ঈশ্বরের
কৃপায় সদরে একজন চেনা লোকের সন্ধান মিলে গেল। তার কাছ থেকে আমি
কাগজটা কিনলাম। এই একখানা কাগজের জন্তে আমাকে দাম দিতে হয়েছিল
পনেরো রুবল! গোড়ায় আমার খেয়াল হয়নি, পরে নজর করে দেখেছিলাম যে
কাগজটার দাম লেখা আছে মাত্র পাঁচ কোপেক। যাই হোক, দাম নিয়ে ভাবনা
করার কোনো দরকার নেই। সবাই মিলে চাঁদা তুলে কাগজের দামটা তুলে দেওয়া
হবে ঠিক হয়েছে। তবে কথাটা কি জানেন, কাগজটার দাম পনেরো রুবল
দিলেও ঠকতে হয় না, বরং লাভই হয়। এটার দাম আরো অনেক বেশি।'

'এসব তুমি বলছ কী হে বুড়ো? কি সব আজগুবি কথা আমদানী করতে
শুরু করলে! বুড়ো হয়েছ বলে কি তোমার বুদ্ধিনাশ হল নাকি? তাছাড়া
সকলের হয়ে কথা বলার অধিকারই বা তুমি পেলে কোত্থেকে?' পোলোভৎসেভের
গলার স্বর রাগে কাঁপা-কাঁপা।

তখন, দেওয়ালের কাছে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে
বেরিয়ে এল বছর চল্লিশেক বয়সের আপেক্ষাকৃত তরুণ একজন কসাক, তার নাকটা
থ্যাবড়া, গোঁফটা হলদে ও মুড়নো। সে কথা বলল বেপরোয়া ও হিংস্র সুরে:

'কয়েক্ত প্রাক্তন পল্টনী কর্তা মশাই, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের ওপরে এভাবে
হম্বিতম্বি করে চলাটা এখন থেকে বন্ধ করতে হবে। ওসব আগেকার দিনে চলতে
পারত। আপনার হম্বিতম্বি আমরা যথেষ্ট সহ্য করেছি। এখন আমাদের সঙ্গে
সমান সমান দিয়ে কথা বলতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি আমাদের

সঙ্গে যে-ধরনের ব্যবহার করছেন তা সহ্য করে চলার অভ্যেসটা সোভিয়েত আমলে আর দস্তুর নয়। বুড়ো মানুষটির মুখে আপনি এইমাত্তর শুনলেন যে আমরা নিজেরা আলোচনা করছিলাম। কথাটা সত্যি। প্রাভদায় এই যে লেখাটা বেরিয়েছে, এই লেখাটা পড়ার পরেই আমরা একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। তা এই যে আমরা আর বিদ্রোহ করব না। এখন থেকে আপনার আর আমাদের পথ আলাদা! অবিশ্যি আমাদের গাঁয়ের মোড়লরা একটু ভুলও করে বসেছেন। কিছু কিছু লোক, যারা যৌথখামারে যোগ দিতে চায়নি, তাদের জবরদস্তি যৌথখামারে আনা হয়েছে। এতে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়নি। এর ফলে বেশ কিছু মাঝারি কৃষককে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কুলাকদের দিকে। সব মানুষকে একই ভাবে চালাবার চেষ্টা, এটা বোকামি, আর এখানেই ওদের বোঝবার ভুল। তা সত্ত্বেও আমাদের সোভিয়েতের চেয়ারম্যান আমাদের রাশ এমনই টেনে ধরেছে যে মিটিঙে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলতে পারি না। আর এমনই শক্ত রাশ যে দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে কি জানেন, সহিস যদি পাকা হয় তো খারাপ রাস্তায় পড়লে রাশ আলগা করে। তাছাড়াও কথা আছে। আগে একসময়ে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে আমাদের মতো মানুষগুলোকে নিংড়ে নিংড়ে সমস্ত রস বার করে নেবার হুকুমটা এসেছে কেন্দ্র থেকে। আমরা তাই বলাবলি করতাম। আমরা বলতাম, কমিউনিস্টদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেই এসব প্রচার চলছে, বাতাস থাকলে পরেই তবে হাওয়াকল নড়ে। এ-অবস্থায় বিদ্রোহ করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল আর তাই আপনার সমিতিতে যোগ দিয়েছিলাম। কথাটা বুঝতে পারলেন তো? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, স্তালিন ছেড়ে কথা বলবার পাত্র নন। স্থানীয় যে-সব কমিউনিস্ট জবরদস্তি করে মানুষকে যৌথখামারে যোগ দিতে বাধ্য করেছে, বলা নেই কওয়া নেই হুট করে গির্জা বন্ধ করে দিয়েছে—তাদের ওপরে তিনি একহাত নিয়েছেন। এমনকি তাদের বসিয়ে দেবার কথাও বলেছেন। এবারে কৃষকরা একটু স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে পারবে। রাশ আর এখন শক্ত নেই—তাদের যদি ইচ্ছে হয় তো যৌথখামারে যোগ দেবে, ইচ্ছে না হয় তো নিজের জমি নিয়েই থাকবে। তাই সবাই মিলে ঠিক করলাম যে আপনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখব না। এবারে যে-রসিদগুলো আমরা বোকার মতো সই করে আপনার হাতে দিয়েছি সেগুলো ফেরত দিয়ে যান। তারপরে নিজের পথ দেখুন। আমরা আপনার কোনো অনিষ্ট করতে চাই না, কেননা আমরা নিজেরাও এ-ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।'

পোলোভৎসেভ জানলার কাছে গিয়ে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তার মুখটা স্পষ্টতই ফ্যাকাশে, কিন্তু কথা বলতেই গলার স্বরে দৃঢ়তা টের পাওয়া গেল। ভিড় করে দাঁড়ানো কসাকদের মুখগুলো একে একে নিরীক্ষণ করে খনখনে ধারালো গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কসাকরা, ব্যাপারটা কী? এ তো বিশ্বাসঘাতকতা!'

'যা খুশি আপনি বলতে পারেন,' অন্য একজন বৃদ্ধ বলে উঠল, 'আপনার রাস্তা আর আমাদের রাস্তা আলাদা। এখন তো দেখছি, সবচেয়ে মাথায় যিনি রয়েছেন তিনিই আমাদের বাঁচাতে চান। আমরা তাহলে কেন সরে দাঁড়াব? আমার কথাই ধরুন। অন্যায্য ভাবে আমার ভোট কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাকে নির্বাসনে পাঠাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আমার একটি ছেলে আছে লালফৌজে। কাজেই আমার অধিকার আমি ফিরে পাবই। সোভিয়েত শাসনের বিরোধী আমরা নই। আমাদের নিজেদের গাঁয়ে যে বিশৃঙ্খলা চলছে আমরা তার বিরোধী। কিন্তু আপনি চাইছেন আমরা গোটা সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াই। না, ওতে আমাদের কোনো ভালো হবে না। আপনাকে এখনো বন্ধুর মতোই বলছি, আমাদের রসিদগুলো ফেরত দিন।'

এখানেই শেষ নয়। তারপরেও উঠে দাঁড়াল আরো একজন বুড়োমতো কসাক। শান্তভাবে কোঁকড়ানো দাড়িতে বাঁ হাত বুলোতে বুলোতে বলল :

'কমরেড পোলোভৎসেভ, আমরা ভুল করেছিলাম। ঈশ্বর জানেন, কী বিষম ভুল! আপনার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে আমরা অন্যায় করেছি। তবে রক্ষে এই যে এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হয়নি। কাজেই বাঁকাচোরা পথে চলা আর নয়। গতবার আপনি আমাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছিলেন যেন আকাশের চাঁদ পাইয়ে দিচ্ছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়েছিল, চাঁদটা বড্ডোই ফাঁপা! আপনি বলেছিলেন, একটা শুধু অভ্যুত্থান করার অপেক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তি অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে ছুটে আসবে। আপনি আরও বলেছিলেন, আমাদের যেটুকু করণীয় তা হচ্ছে কমিউনিস্টদের ধরে ধরে গুলি করা। বাস্, তাহলেই হল। পরে আমরা কথাটা চিন্তা করে দেখে-ছিলাম। গুলি না হয় করলাম কিন্তু তাতে ফলটা কী দাঁড়াবে? ওরা আমাদের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসবে। তা আনতে পারে, সেটা ওদের পক্ষে কোনো শক্ত কাজ নয়। কিন্তু অস্ত্র দিতে এসে ওরা যদি আমাদের দেশের জমিতে গেঁড়ে বসে—তখন? তখন আর শুধু ভালো কথায় ওদের নড়ানো যাবে না। তখন ব্যাপারটা এমনো দাঁড়াতে পারে, লোহার ডাণ্ডা না চালালে ওদের আর উৎখাত

করা যাবে না। কিসের থেকে যে কী হবে তা কেউ বলতে পারে না। কমিউনিস্ট-দের কথা বলছেন? হাজার হোক, ওরা আমাদের ঘরের লোক, আমাদের স্বজাতি। কিন্তু এই লোকগুলো? একমাত্র শয়তানই জানে কী ভাষায় কথা বলে ওরা। এদিকে দেমাক ভয়ানক রকমের, স্বভাবটাও কঞ্জুষ। শীতকালে কাউকে একমুঠো বরফ দিতেও ওদের হাত ওঠে না। আর কাউকে হাতের মুঠোয় পেলে যে ওরা মায়াদয়া দেখাবে তা হবার নয়! ১৯২০ সালে আমি সমুদ্দুরের ওপারের দেশে ছিলাম। ফরাসী রুটি খেয়েছিলাম গালিপোলিতে। বিষের মতো তেতো সেই রুটি। খেয়ে মনে হয়েছিল আমাকে আর দেশমুখো হতে হচ্ছে না! আমার এই জীবনে বহু দেশ দেখলাম, বহু মানুষও দেখলাম। দেখেশুনে আমার তো ধারণা হয়েছে, রুশদের মতো এত দয়ামায়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মানুষের নেই। কনস্তান্তিনোপ্‌ল আর এথেন্স—দু-জায়গাতেই আমি কাজ করেছি। ইংরেজ ও ফরাসী—দু-জাতকেই দেখেছি। ওদের দেশের যারা কর্তাগোছের লোক তাদের যদি দেখতে! বেটা হারামজাদা সাজপোশাক করে যেন দরজির দোকানের পুতুল। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে এমনভাবে তাকায় যেন আমরা মানুষই নই, কেননা আমরা দাড়ি কামাইনি, আমাদের চেহারা কালিঝুলি মাখা, আমাদের গায়ে ঘামের গন্ধ। আমাদের দিকে ওনাকে যে তাকাতে হচ্ছে তাতেই ওনার যেন কষ্টের আর শেষ নেই। ওদের দেশের আহাম্মকরাও শুঁড়ির দোকানে গিয়ে আমাদের পেছনে লাগত। আর আমরা যদি একটু নরম ভাব দেখাতাম তো অমনি ঘুষোঘুষি শুরু করে দিত। তবে ডন আর কুবানের কসাক-দেরও বিদেশের হালচাল বুঝে নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি। তখন তারাও একটু-আধটু ক্ষমতার পরিচয় দিতে শুরু করে!' কসাকটি হাসল, নীল ইস্পাতের মতো ঝকঝক করে উঠল তার দাঁতগুলো: 'আমাদের ছেলেদের বিরাশি সিক্কার এক-একটা রুশী ঘুষি—ইংরেজগুলো তাতেই একেবারে কাৎ। মাথায় হাত চেপে সব বসে পড়ত আর গোঙাত। রুশী ঘুষি সহ্য করার ক্ষমতা ওদের নেই। লোকগুলো প্রচুর খায় বটে কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা। আমাদের এই স্যাঙাতরা যে কী চীজ তা আমরা ভালো করেই বুঝে এসেছি। কাজেই আমাদের নিজেদের সরকারের সঙ্গেই যেমন করে হোক মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে। নোংরা পরিষ্কার করার জন্যে বাইরের লোককে ডেকে আনবার কোনো দরকার নেই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমাদের ওই রসিদগুলো ফেরত দিয়ে দিন!'

ইয়াকভ লুকিচ বেঞ্চির ওপরে বসে বসে উশখুশ করছিল আর পোলোভৎ-

দেন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সে ভাবল, 'এবারে লোকটা নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাবে। আর আমি পড়ে থাকব আটকে পড়া মাছের মতো! আমার কপাল পুড়েছে। মাগো মা, অশুভ দিনে তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে! নইলে এই শয়তানগুলোর সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি! আমার কাঁধে একটা শয়তান ভর করেছে।'

পোলোভৎসেভ কিন্তু ধীর শান্তভাবে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। তবে তার মুখের রঙ এখন আর ফ্যাকাশে নয়, রাগে আর কৃতসংকল্পে ঘোর নীল। দুটি লম্বা লম্বা শিরা ফুলে উঠেছে কপালের ওপরে, হাতদুটো পেছনের জানলার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে মুঠি পাকানো।

'ভদ্রমহোদয়গণ, কসাকগণ, আপনারা কী করবেন তা আপনাদেরই মর্জি। আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে আসতে না চান তাহলে আমরা পীড়াপীড়ি করব না। রসিদগুলো ফেরত দিচ্ছি না। ওগুলো আমার সঙ্গে নেই, ওগুলো রয়েছে সদর-দপ্তরে। তবে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আমি ও-জি-পি-ইউর কাছে রিপোর্ট করতে যাব না।'

'তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই।' বুড়োদের মধ্যে একজন সায় দিয়ে উঠল।

'কথা আছে, ভয় ও-জি-পি-ইউ থেকে নয়,' পোলোভৎসেভ—যে এতক্ষণ কথা বলছিল শান্তভাবে আর আস্তে আস্তে—আচমকা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠেছে, 'ভয় আমাদের কাছ থেকে! তোদের মতো বিশ্বাসঘাতকদের আমরা গুলি করে করে মারব। সরে দাঁড়া! দেয়ালের দিকে সরে যা!' এই বলে রিভলবারটা বার করে সে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কসাকরা হকচকিয়ে গিয়েছে আর সরে দাঁড়িয়েছে। ইয়াকভ লুকিচ পোলোভৎসেভের আগেই দরজার কাছে হাজির। কাঁধের ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলল, তারপরে গুলতি থেকে ছেড়ে দেওয়া পাথরের মতো ছিটকে এল বাইরের পথে।

অন্ধকারেই ঘোড়ার বাঁধন খুলল দুজনে। কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এল আঙিনা থেকে। পেছনে ঘরের মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত গলার সোরগোল। কিন্তু কেউ তাদের থামাবার চেষ্টা করল না।

ত্রেমিয়াচি লগে ফিরে আসার পরে ইয়াকভ লুকিচ যখন ঘর্মাক্ত ঘোড়া-

দুটোকে যৌথখামারের আস্তাবলে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, পোলোভৎসেভ তাকে বসবার ঘরে ডেকে পাঠাল। পোলোভৎসেভ কোট বা টুপি ছাড়েনি। ঘরে ঢুকেই লাতিয়েভস্কিকে হুকুম দিয়েছিল জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। তার অনুপস্থিতির সময়ে একজন সংবাদবাহক একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছে। চিঠিটা পড়ে নিয়ে চুল্লীর আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। তারপরে একটা ঘোড়ার জিনের থলের মধ্যে জিনিসপত্র ঠেসে ঠেসে ভরে নিল।

ইয়াকভ লুকিচ যখন এল, পোলোভৎসেভ তখন তার টেবিলের সামনে বসে। আর লাতিয়েভস্কি ব্যস্ত পিস্তল পরিষ্কার করার কাজে। তার একচোখের দৃষ্টি চকচকে! দ্রুত অভ্যস্ত হাতে তেল-লাগানো অংশগুলো জোড়া লাগাচ্ছে। দরজা খোলার শব্দ হতেই পোলোভৎসেভ কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আর ইয়াকভ লুকিচ দেখল—এই প্রথম দেখল—ক্যাপটেনের কোটরগত রক্তবর্ণ চোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে। তার নাকের চওড়া শিরদাঁড়া চিকচিক করছে জলে ভিজে।

'এবারকার মতো আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল—তাই আমি কাঁদছি।' পোলোভৎসেভ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল। তারপরে এক হেঁচকা টানে মাথা থেকে সাদা টুপিটা খুলে নিয়ে চোখের জল মুছল তা দিয়ে। তারপরে আবার বলতে লাগল, 'ডন অঞ্চলে সাচ্চা কসাকদের অভাব দেখা যাচ্ছে। সংখ্যায় বাড়ছে শুধু লুচ্চা, বেইমান আর ইতররা। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি, লুকিচ। তবে আবার ফিরে আসব! আমি এক্ষুনি একটা চিঠি পেলাম। তুবিয়ানস্কয়-এ আর আমার নিজের এলাকার শহরেও কসাকরা বিদ্রোহ করতে অস্বীকার করেছে। একটি প্রবন্ধ লিখেই সবাইকে দলে টেনে নিয়েছে স্তালিন।'

পোলোভৎসেভের গলার ভেতরে কি যেন ঘড়-ঘড় করছে আর দলা পাকিয়ে উঠছে। গালের মাংসপেশীতে ঢেউয়ের মত কাঁপুনি! প্রকাণ্ড হাতের আঙুলগুলো মুঠি পাকানো। এত জোরে মুঠি পাকিয়েছে যে আঙুলের গাঁটগুলো চামড়ার নিচে পর্যন্ত সাদা দেখাচ্ছে। ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলে গভীর একটা নিশ্বাস নিল, তারপরে হাতের মুঠি আস্তে আস্তে আলগা করে দিয়ে শুকনো হেসে বলল, 'কী মানুষ সব! ইতর আর গর্দভের দল, ভগবানও ওদের করুণা করবে না! কিন্তু চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। বুঝতে ওদের হবেই। তখন অনু-শোচনা করতে হবে, যখন আর সময় থাকবে না। ইয়াকভ লুকিচ, আমরা যাচ্ছি। তোমার আতিথেয়তার জন্যে ও সবরকমের সাহায্যের জন্যে ভগবান

তোমায় মঙ্গল করবেন। এবারে শুনে রাখ, তোমাকে কি করতে হবে। বৌখখামায় ছেড়ে দিও না, যতো রকমে পার ওদের অনিষ্ট করতে চেষ্টা কোরো। আর যারা আমাদের সমিতিতে যোগ দিয়েছে, আমার হয়ে তাদের এই কথাগুলো বোলো: আমরা এখনকার মতো পিছু হটছি, কিন্তু তাই বলে হেরে যাইনি। ফিরে আমরা আসবই আর তখন দেখে নেব এই লোকগুলোকে, এই যারা আমাদের ডুবিয়ে দিয়ে গেল, আমাদের সঙ্গে বেইমানি করল, আর পিতৃভূমি ও ডন অঞ্চলের মুক্তিলাভের মহান উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। এই লোকগুলোকে জানিয়ে দিও যে ওদের প্রাপ্য হচ্ছে মৃত্যু, কসাকের তরবারিতে মৃত্যু!'

ইয়াকভ লুকিচ চাপাস্বরে বলল, 'আমি ওদের জানাব।'

পোলোভৎসেভের কথা আর চোখের জল তাকে বিচলিত করেছে। কিন্তু অন্যদিকে মনে-মনে আনন্দও হচ্ছে তার। তা এই ভেবে যে বাড়ির এই বিপজ্জনক লোকদুটির হাত থেকে এবারে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটাই ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে গেল, এখন থেকে আর নিজের প্রাণ ও নিজের সম্পত্তি বিপন্ন করে চলার প্রয়োজন হবে না।

'আমি ওদের জানাব,' ইয়াকভ লুকিচ আবার বলল, তারপরে সাহস করে জিজ্ঞেস করল, আলেকসান্দর আনিসিমোভিচ, আপনার গন্তব্য এখন কোন্‌দিকে?'

'তা কেন জানতে চাইছ? সন্দিগ্ধ স্বরে পোলোভৎসেভ জিজ্ঞেস করল।

'হয়তো আপনার সঙ্গে কোনো দরকার পড়ে যেতে পারে। হয়তো এখানে কেউ আসবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

পোলোভৎসেভ মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'না, আমি তা বলতে পারি না। তবে ধরে নিতে পার, সপ্তাহ তিনেক বাদে আবার আমি এখানে ফিরে আসছি। আচ্ছা এখন চলি।' এই বলে সে নিরুত্তাপ একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

নিজের ঘোড়ায় জিন পরাল সে নিজেই, জিনের কাপড়ের ভাঁজগুলো সমান করল সতর্কতার সঙ্গে, জিনের পেটি আঁটল। বাইরের উঠোনে বেরিয়ে এসে ইয়াকভ লুকিচের কাছে বিদায় নিল লাতিয়েভস্কি আর সেইসঙ্গে গোটা দুয়েক নোট গুঁজে দিল তার হাতে।

'আপনি কি হেঁটে যাবেন নাকি?' ইয়াকভ লুকিচ জিজ্ঞেস করল।

'এই সদর পর্যন্ত। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।' লেফটে-

নেপ্টের জবাব শুনে বোঝা গেল যে তার রসিকতাবোধ একটুও হয়ে যায়নি। পোলোভৎসেভ যতোক্ষণ না ঘোড়ায় চাপল এবং জিনের ওপরে দুরস্ত হয়ে বসতে পারল ততোক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তারপরে বলল, 'অগ্রসর হও প্রিন্স, সম্মুখে শত্রু-শিবির। আমারও দেরি হবে না, এই পদযুগলের ওপরে ভর করে আমিও পৌঁছে যাচ্ছি।'

অতিথিদের সঙ্গে সদর পর্যন্ত এল ইয়াকভ লুকিচ। অতিথিরা বেরিয়ে যেতে মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সদর বন্ধ করল, বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, তারপরে লাতিয়েভস্কির দেওয়া নোটদুটো উদ্বেগের সঙ্গে পকেট থেকে বার করে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভোরের সেই আবছা আলোয়। নোট দুটোর দাম কত হতে পারে তা সে অনুমান করতে চেষ্টা করছিল আর খসখসে নোটদুটোর স্পর্শ থেকে বুঝতে চেষ্টা করছিল নোটদুটো জাল কিনা।

আটাশ

গ্রেমিয়াচি লগে পোস্টম্যানের আবির্ভাব ঘটল ২০শে মার্চ সকালে। বন্যার জন্যে যে-সব কাগজ আটকে গিয়েছিল তা পাওয়া গেল এতদিনে। তারই মধ্যে ছিল কমরেড স্তালিনের প্রবন্ধ 'সফলতায় বুদ্ধিনাশ'। 'মোলোৎ' পত্রিকার তিনটি কপি গ্রামের সমস্ত লোকের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। দিনের শেষে দেখা গেল পত্রিকা তিনটি দলা পাকিয়ে চটচটে আঠার মতো হয়ে উঠেছে। একটি পত্রিকা নিয়ে এতগুলো মানুষের কাড়াকাড়ি—যা সেদিন ঘটতে দেখা গেল—এমন ঘটনা গ্রেমিয়াচি লগের ইতিহাসে আগে আর কখনো ঘটেনি। ঘরের মধ্যে, রাস্তার মোড়ে, আস্তাবলের উঠোনে, গোলাঘরের সিঁড়িতে—সর্বত্র এক-একটি দলের মধ্যে পড়া হল প্রবন্ধটি। একজন পড়ে আর অন্যরা শোনে। নিশ্বাস বন্ধ করে শোনে সবাই যাতে একটি শব্দও শুনতে ভুল না হয়। তারপরে তুমুল আলোচনা। প্রত্যেকেই চায় নিজের মতো করে প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা করতে—যেভাবে ব্যাখ্যা করলে নিজের সবচেয়ে সুবিধে অধিকাংশ ব্যাখ্যাই সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আর প্রায় সর্বত্রই, নাগুলনভ কিংবা দাভিদভ উপস্থিত হওয়া মাত্র কাগজটা হাতে হাতে দ্রুত চালান হয়ে যায় ও প্রায় একটা উড়ন্ত পাখির মতো ভিড়ের মধ্যে ডানা ঝাপটাতে থাকে আর শেষপর্যন্ত কারও না কারও প্রশস্ত পকেটের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে।

'এবারে যৌথখামার ঠিক একটা পচা কাপড়ের মতো ফেঁসে যাবে।' জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল বান্নিক তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।

'ময়লার অংশটুকু ভেসে যাবে আর ওজনে ভারী অংশটুকু থিতিয়ে পড়বে।' দিওমকা উশাকভ পালটা জবাব দিল।

'উলটোটাও তো হতে পারে—তখন?' বান্নিক আহ্লাদে আটখানা। তার আর তর সইছে না, অন্য যাদের আরও বিশ্বাস করা চলে তাদের কাছে গিয়ে চাপা স্বরে নিজের মতামত শোনাতে লাগল আর বলল, 'এই হচ্ছে সময়, পরে দেরি হয়ে যাবে। একটা দরখাস্ত দিয়ে যৌথখামার থেকে বেরিয়ে এসো। পরে আর সময় থাকবে না।'

'এই মাঝারি চাষীরাই কাটল ধরায়। ওরা এক পা রেখেছে যৌথখামারে, আরেক পা খুঁজে। এখন ওদের ইচ্ছে, আবার আগেকার মতো যার যার নিজের নিজের জমিজিরেৎ ফিরে পাওয়া।' একদল যৌথখামারী মাঝারি চাষী জটলা পাকিয়ে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছিল, তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কথাগুলো বলল পাভলো লুবিশকিন লাভের কারবারীকে উদ্দেশ করে।

মেয়েরা এসব কথার সামান্যই বুঝতে পেরেছে। তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখল মেয়েলী ধরনে কিছুটা আঁচ করে বুঝে নিতে, কিছুটা বানিয়ে নিতে।

'যৌথখামারে ভাঙন ধরেছে গো!'

'আর শোনোনি বুঝি মস্কো থেকে হুকুম এয়েছে গাইগোরু সব ফেরত দিতে হবে।'

'আবার শুনছি কুলাকদের সব ফেরত আনা হচ্ছে। এবারে ওরাও কাগজ সই করে যৌথখামারে ঢুকবে।'

'যাদের ভোট কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তারা আবার ভোট ফেরত পাবে।'

'ভুবিয়ানস্কয় গির্জা খুলে দেওয়া হচ্ছে। ওখানে যে বীজ মজুদ করা হয়েছিল তা বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যৌথখামারীদের খোরাকির জন্তে।'

সবাই বুঝতে পারছে, বড়ো রকমের কিছু ঘটতে চলেছে। সেদিন বিকেলে পার্টি-গ্রুপের একটি গোপন মিটিং বসল। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বরে বলল দাভিদভ, 'ঠিক সময়টিতে, একেবারে ঠিক সময়টিতে পাওয়া গিয়েছে—কমরেড স্তালিনের লেখা প্রবন্ধটির কথা বলছি! মাকারের চোখ খোলবার জন্তে ঠিক এমনি একটি প্রবন্ধেরই দরকার ছিল। সাফল্যে বুদ্ধিনাশ যদি কারও হয়ে থাকে তা মাকারের তো বটেই, আমাদেরও কিছুটা! কমরেডগণ, এবারে আপনারা বলুন কোথায় কোথায় আমাদের ভুল শোধরাতে হবে! হাঁসমুরগি আমরা ফেরত দিয়েছি। এ-ব্যাপারে আমরা সময় থাকতেই নিজেদের ভুল শুধরে নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু গোরু-ভেড়ার ব্যাপারটা এখন সামলানো যায় কি করে? আপনারা আমাকে বলুন এখন আমাদের কোন্ পথে চলা উচিত। আমরা যদি এখন রাজনীতি ঠিক রেখে চলতে না পারি তাহলে....তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই যে প্রত্যেকেই ভাবতে শুরু করবে—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতিটাই সেরা নীতি। অতএব যতো তাড়াতাড়ি পারো যৌথখামার থেকে বেরিয়ে এসো! আর সত্যিই যদি ওরা যৌথখামার থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে গোরুভেড়া সঙ্গে নিয়েই বেরোবে। আমাদের হাতে আর কিছুই থাকবে না। অতি চমৎকার অবস্থা!'

নাজুনেনভ ঝিমিয়ে এসেছে সবার পরে। এবারে সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ রক্তবর্ণ, চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে, সেই চোখের দৃষ্টি দিয়ে দাভিদভকে সরাসরি বিদ্ধ করে কথা বলতে শুরু করল। দাভিদভ টের পেল মাকারের মুখে ভদ্কার কটু গন্ধ।

'কমরেড দাভিদভ বলেছে, আমার চোখ খোলবার জন্যে এমনি একটা প্রবন্ধেরই না'কি দরকার ছিল। না, প্রবন্ধটা আমার চোখে লাগেনি, লেগেছে কলিজায়। শুধু লাগেনি, কলিজাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছে। আর বুদ্ধি-নাশের কথা যদি ওঠে, যখন আমরা যৌথখামার গড়ে তুলেছিলাম তখন আমার বুদ্ধিনাশ হয়নি, হয়েছে এখন, এই প্রবন্ধটা পড়ার পরে।'

'বুদ্ধিনাশ হয়েছে এক বোতল ভদ্কা পেটে পড়ার পরে।' ভানিয়ুশা নাইদিওনভ আলগোছে ফোড়ন কাটল।

শুনে রাজমিয়োৎনভ মুখ টিপে হেসে বারকয়েক চোখ পিটপিট করল। দাভিদভ ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপরে। কিন্তু মাকারের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে, তার ঘোলাটে চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে খেপা আক্রোশ।

'ওহে গবেটচন্দর, তোর মতো পুঁচকে ছোঁড়া আমাকে যেন শেখাতে না আসে। তুই যখন প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলতিস, তখনো আমি পার্টি-সদস্য আর সোভিয়েতের জন্যে লড়াই করছি। কথাটা মনে রাখিস। আর যদি জানতে চাস আমি আজ মদ খেয়েছি কিনা—তাহলে শুনে রাখ, খেয়েছি বৈকি, যথার্থই তাই, কমরেড দাভিদভ যেমন বলে। এক বোতল নয়, দু-বোতল খেয়েছি!'

'দেমাক দেখাবার একটা বিষয় খুঁজে পেয়েছ যা-হোক। তুমি যে এখন আবোল-তাবোল বকতে শুরু করবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।' গম্ভীর স্বরে রাজমিয়োৎনভ বলল, ধমক দেবার ভঙ্গিতে।

দু-চোখে আগুন ঝরিয়ে মাকার শুধু একবার তাকাল রাজমিয়োৎনভের দিকে। কিন্তু এবারে তার গলার স্বর আরো শান্ত; হাতদুটো উন্মত্তের মতো শূন্যে দোলাচ্ছিল, সেই দুলুনি বন্ধ হয়েছে, তার বদলে হাতদুটি এখন সে শক্তভাবে চেপে ধরেছে বুকের ওপরে। ধরা-ধরা গলায় আবেগের সঙ্গে সে বক্তৃতা দিয়ে চলল, বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাতদুটি বুকের ওপরেই চেপে রাখল।

'আবোল-তাবোল বকছি আমি নই। আবোল-তাবোল বকছ, আজ্ঞেই, তোমরা! আমি মদ খাচ্ছিলাম কেন জান, কমরেড স্তালিনের এই প্রবন্ধ ঠিক একটা বুলেটের মতো আমার শরীরের ভেতরটা ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে। রক্ত

বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে, রক্তের সঙ্গে সঙ্গে কলিজাটাও।' কাঁপা-কাঁপা ও মৃদু স্বরে মাকার বলতে লাগল, 'আমি এখানকার পার্টি-গ্রুপের সেক্রেটারি, নয় কি? যৌথখামারে নিজের নিজের হাঁসমুরগি নিয়ে আসবার জন্যে আমিই তোমাদের ওপরে ও অন্য সকলের ওপরে চাপ দিয়েছিলাম, নয় কি? যৌথখামারের জন্যে জোর প্রচার চালিয়ে গিয়েছি আমিই। কেমন ধারা প্রচার শুনতে চাও? আচ্ছা বলি শোনো। আমাদের মধ্যে কতকগুলো আছে নোংরা কুকুর, যদিও তাদের বলা হয় মাঝারি চাষী। তাদের আমি সোজাসুজি বলেছি, 'যৌথখামারে তোমরা আসবে না তো! সোভিয়েত শাসনের তোমরা বিরুদ্ধে—নয় কি? উনিশ সালে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলে, তখন তোমরা চেয়েছিলে আমাদের হটিয়ে দিতে—এখন আবার সেই একই খেলা শুরু করেছ তো? বেশ, তবে মনে রেখো, আমিও তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেব না। ছুঁচোর দল, তোমাদের এমন চিট করব যে তা দেখে নরকের শয়তানগুলো পর্যন্ত শিউরে উঠবে!' ভাবছ, এসব কথা আমি বলিনি? আলবৎ বলেছিলাম! মুখে তো বলেছিই সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপরে রিভলবার ঠুকেছি। হ্যাঁ, বুক ফুলিয়ে বলছি, ঠুকেছিই তো! তাই বলে বাচবিচার করতে হয়নি তা নয়। এভাবে দাবড়িয়ে কথা বলেছি বিশেষ কয়েকজনের সঙ্গে যারা ভেতরে ভেতরে আমাদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছিল। এখন আর আমার মদের নেশা নেই, কাজেই এখন আর ওসব আবোল-তাবোল কথা আমাকে শোনাতে এসো না। গত ছ-মাসে এই প্রথম আমি মদ খেলাম। প্রবন্ধটা পড়ার পরে না খেয়ে থাকতে পারলাম না। এ কী প্রবন্ধ রে বাবা! লিখছেন কে? না, কমরেড স্তালিন। আর আমি, মাকার নাগুলনভ, প্রবন্ধটা পড়ার পরে আমার অবস্থাটা কী? না, আমি একেবারেই কুপোকাৎ, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি কমরেডগণ, এমনটি কেন হবে? আমি স্বীকার করছি, হাঁসমুরগি ইত্যাদির ব্যাপারে আমি বামদিকে ঝুঁকেছিলাম। কিন্তু ভাইসব, আপনারাই বিচার করুন ভাইসব, আমি বামদিকে ঝুঁকতে গিয়েছিলাম কেন? ট্রট্স্কির নাম তুলে আমাকে বদনাম দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আপনারাই বলুন, আমাকে আর ট্রট্স্কিকে একই জোয়ালে জুড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হল? আমাদের দুজনের চলাটা কি একই দিকে? ওহে দাভিদভ, তুমি তো সুযোগ পেলেই আমাকে শুনিয়ে দিতে ছাড় না যে আমি নাকি বামঘেঁষা ট্রট্স্কিপন্থী। কিন্তু আমার তো ট্রট্স্কির মতো পুঁথি-পড়া বিদ্যে নেই। আমরা আলাদা মানুষ। পার্টিতে এখন পুঁথি-পড়া বিদ্যের

যে লেজুড় গজিয়েছে আমি তার অংশমাত্র নই। পার্টির জন্যে আমি রক্তপাত করেছি। পার্টির সঙ্গে আমার যোগ হৃদয়ের।'

'ওহে মাকার, আসল কথাটা কী তাই বলো। সময় আমাদের খুবই কম আর তুমি বিনা শাস্ত কাহন শুরু করে দিলে! এত কথা শোনবার সময় আমাদের নেই। আসল কথাটা হচ্ছে আমরা সবাই মিলে যে-সমস্ত ভুল করেছি তা এখন শোধরানো যায় কি করে। এ-ব্যাপারে তোমার পরামর্শ কী তাই আমরা শুনতে চাই। তুমি তো দেখছি আসল কথার ধারেকাছে যাচ্ছ না। তার বদলে শুধু বলে চলেছ, পার্টিতে রয়েছি, আমি আর আমার পার্টি, এসব কথা। ঠিক ট্রটস্কির মতো...'

'আমাকে বলতে দাও!' মাকার গর্জন করে উঠল। তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে, ডানহাতটা সে আরো জোরে চেপে ধরেছে বুকের ওপরে: 'আমি ট্রটস্কির মতো শাস্ত কাহন শুরু করেছি! ট্রটস্কির সঙ্গে আমাকে একই পর্যায়ে ফেললে আমাকে অপমানই করা হয়! আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আর আপনাদের আমি আগে থেকেই এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছি যে যদি কেউ আমাকে ট্রটস্কিপন্থী বলে তো তার নাকটি আমি ভেঙে দেব! তার শরীরের হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব! হাঁসমুরগির ব্যাপারে আমি বামদিকে ঝুঁকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু তার কারণ ট্রটস্কি নয়। তার কারণ, আমি চেয়েছিলাম যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশ্ববিপ্লবটা হয়ে যাক! এজন্যেই আমি সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছিলাম। সম্পত্তির মালিকদের আর পেটিবুর্জোয়াদের কব্‌জায় ফেলতে চেয়েছিলাম। সবই করা হয়েছিল বিশ্বপুঁজিবাদকে ধ্বংস করার দিকে আরো এক পা এগোবার জন্যে! কই, তোমাদের মুখে কথা নেই কেন! কিন্তু কমরেড স্তালিন এই যে প্রবন্ধটি লিখেছেন এটি মানতে হলে আমার অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? প্রবন্ধের মাঝামাঝি জায়গায় কী লেখা হয়েছে তা আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি।' পকেট থেকে এক কপি 'প্রাভ্‌দা' টেনে বার করল মাকার, তারপরে ভাঁজ খুলে আস্তে আস্তে পড়তে লাগল, "এই যে বিকৃতি, যৌথখামারের গতিবিধি সম্পর্কে এই যে ক্ষুদে আমলাসুলভ হুকুম-জারি, কৃষকদের বিরুদ্ধে এই যে অপ্রয়োজনীয় শাসানি—এতে লাভবান হচ্ছে কে? অবশ্যই আমাদের শত্রুরা! এই সমস্ত বিকৃতির ফল কী হবে? ফল হবে এই যে আমাদের শত্রুদের ক্ষমতা বাড়বে আর যৌথখামার আন্দোলন বানচাল হবে। তাহলে একথা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না যে এ-সমস্ত বিকৃতির যারা পোষণকর্তা আর যারা নিজেদের মনে করে

যারপরাই তারা আসলে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের কলটিকে চালু রাখবার জন্যেই জল ঢেলে চলেছে।" তাহলেই দেখুন, প্রবন্ধের এই কথাগুলো যদি মানতে হয় তাহলে আমি হয়ে যাচ্ছি ক্ষুদে আমলা, সবাইকে আমি হুকুম করে বেড়াচ্ছি, আমি হচ্ছি শোষণকর্তা, যৌথখামারকে আমি বানচাল করছি আর জল ঢেলে চলেছি যাতে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের কলটি চালু থাকতে পারে। আর এই যে এতগুলো কথা বলা হল তার মূলে কী? মূলে কতকগুলো ভেড়া আর হাঁসমুরগি। উচ্ছন্নে যাক না ওগুলো! মূলে এই ঘটনা যে আগেকার আমলের একদল শ্বেতরক্ষী যৌথখামারে যোগ দিতে গড়িমসি করছিল, আমি তাদের ধরে ধরে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিয়েছি। এটা ঠিক নয়! আমরা এখানে চেষ্টা করছি যৌথখামার গড়ে তুলতে। কিন্তু এই প্রবন্ধটি এমন সুরে লেখা যাতে পিছু হটার কথা মনে হয়। পোলদের বিরুদ্ধে আর র‍্যাংগেলের বিরুদ্ধে আমি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটা স্কোয়াড্রন চালনা করেছিলাম। কাজেই আমি জানি, আক্রমণ যদি একবার শুরু হয়ে যায় তাহলে আর মাঝপথে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা চলে না।'

'কিন্তু এবারে তোমার ব্যাপারটা কী হয়েছে জান? স্কোয়াড্রনকে পেছনে ফেলে তুমি অনেক দূর এগিয়ে চলে গিয়েছ।' ভুরু কুঁচকে কথাগুলো বলল রাজমিয়োৎনভ। হালে সে দাভিদভের জোরালো সমর্থক হয়ে উঠেছে: 'আমাদের অনেক কাজের কথা আলোচনা করার আছে। দয়া করে তোমার বক্তব্যটা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করো। আরেকটা কথা মনে রেখো, তুমি হচ্ছ সাধারণ সারির একজন যোদ্ধা মাত্র। কাজেই যে-পথে চলতে বলা হবে সে-পথেই তোমাকে চলতে হবে। তা যদি না চলো, তোমাকে চালাবার ব্যবস্থা আমরা করব!'

'আন্দ্রেই, আমার কথায় বাধা দিতে এসো না! পার্টি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। তা নিয়ে কোনো কথা নেই। আমি যে এখন কথা বলতে চাইছি তা এজন্যে নয় যে আমি আমার প্রিয় পার্টির বিরুদ্ধে যেতে চাইছি। তা এজন্যে যে আমি পার্টির ভালো করতে চাইছি। কমরেড স্তালিন লিখছেন যে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের কাজে নামতে হবে। তাই লিখছেন তো? তাহলে দাভিদভ, কেন তুমি একথা বলছ যে বিশেষ করে আমার চোখ খোলবার জন্যেই এই প্রবন্ধ? এই প্রবন্ধে এমন কিছু নেই যাতে বলা যেতে পারে যে মাকার নাগুলনভ একজন শোষণকর্তা ও ক্ষুদে আমলা। কথাগুলো আমার সম্পর্কেই লেখা হয়েছে—তাই বা ধরে নিচ্ছি কেন? আমি যা বলতে চাইছি তা এই: কমরেড স্তালিন যদি কখনো গ্রেমিয়াচি লগে আসেন তাহলে আমি তাঁকে বলব,

'প্রিয় ওসিপ ভাসারিওনিচ! মাঝারি চাষীদের চিট করবার জন্তে যদি একটু দাওয়াই দেবার ব্যবস্থা হয়, তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে—তাই তো? ওদের জন্তে আপনি করুণা বোধ করেন ও ওদের সঙ্গে মোলায়েম সুরে কথা বলতে চান—তাই তো? কিন্তু আপনি জানেন নিশ্চয়ই এই মাঝারি চাষীরা আগেকার দিনে ছিল হোয়াইট কসাকদের সঙ্গে। এমনকি আজকের দিনেও ওরা মরীয়া হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আঁকড়ে আছে। এই মাঝারি চাষীদের যদি যৌথখামারে আনতে হয় ও ধৈর্যের সঙ্গে বিশ্ববিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে কি-ভাবে ওদের জুতো চাটলে পরে তা সম্ভব হতে পারে—তা আপনি আমাকে বলে দিয়ে যান। ব্যাপারটা কি জানেন, এই মাঝারি চাষীরা যৌথখামারে যোগ দেয় ঠিকই কিন্তু তবুও সম্পত্তির মোহ ছাড়তে পারে না। আগেকার মতোই সম্পত্তি আঁকড়ে থাকে। যৌথখামারে আসার পরেও নিজের নিজের গাইগোরু যাতে সবচেয়ে ভালো খাবার পায় সেদিকেই ওদের নজর। এমনি মানুষ ওরা!' কমরেড স্তালিন নিজের চোখে দেখবেন এখানে কী ধরনের মানুষজন নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। তারপরেও যদি তিনি বলেন যে আমি ব্যাপারটাকে বিকৃত করছি, আমি যৌথখামারকে বানচাল করছি, তাহলে আমি তাঁকে বলব—কমরেড স্তালিন, ওদের দোষ ধরব না, এমন মহাপুরুষ আমি নই। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। তাছাড়া আমার স্বাস্থ্যেও কুলোচ্ছে না, সেই ফ্রন্টে থাকার সময়েই আমি স্বাস্থ্য খুইয়েছি। আমাকে আপনি বরং চীনা সীমান্তে পাঠিয়ে দিন। ওখানেই আমি অনেক বেশি ভালোভাবে পার্টির কাজ করতে পারব। গ্রেমিয়াচিতে যৌথখামার গড়ে তোলার ভার থাকুক আস্ত্রেই রাজমিয়োৎনভের ওপরে। ওর শিরদাঁড়াটা তেমন শক্ত নয়, আগেকার কালের হোয়াইটদের কাছে মাথা নিচু করতে আর তাদের তোষামোদ করতে ও ভালোই পারে। একাজেও ও পাকা!'

'দ্যাখ, তুমি যদি আমার পেছনে লাগতে শুরু করো, তাহলে আমিও শুরু করব...'

'বাস্, যথেষ্ট হয়েছে! আজ এ-পর্যন্তই থাক!' দাভিদভ উঠে দাঁড়াল, তারপরে মাকারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কমরেড নাগুলনভ, স্তালিনের এই লেখাটিকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ হিসেবেই ধরতে হবে। তুমি কি এই লেখার সঙ্গে একমত নও?'

'না।'

'তুমি কি তোমার ভুল স্বীকার করো? আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি আমার ভুল স্বীকার করি। যা ঘটেছে তাকে অস্বীকার করে চলা যায় না। চেষ্টা করলেও কি আর নিজের মাথার ওপর দিয়ে লাফ দেওয়া চলে! হাঁস-মুরগি-বাছুর ইত্যাদি ছোট-ছোট গৃহপালিত জীবগুলোকেও আমরা যৌথ সম্পত্তি করতে চেয়েছি। ব্যাপারটা বড়োই বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শুধু এটুকু স্বীকার করাটাই যথেষ্ট নয়। এই ভুল শোধরাবার জন্যে যা-কিছু করা দরকার তা আমি করব। শতকরা কত ভাগ যৌথখামারের আওতায় এল, এই হিসেব নিয়েই আমরা মত্ত ছিলাম, যদিও দোষটা পুরোপুরি আমাদের নয়, খানিকটা জেলা কমিটির। সত্যিকারের যৌথখামার গড়ে তোলার দিকে আমরা খুবই কম নজর দিয়েছি। কমরেড নাগুলনভ, একথা তুমি মানো?'

'মানি।'

'তাহলে এত কথা উঠছে কেন?'

'প্রবন্ধটি ভুল।'

মিনিট খানেক ধরে দাভিদভ টেবিলের ওপরে পাতা ময়লা ওয়েলক্লথটা হাত দিয়ে দিয়ে সমান করতে লাগল। কি ভেবে বাতির পলতেটা উস্‌কিয়ে দিল, যদিও এমনিতেই বাতিটা ভালোভাবে জ্বলছিল। দাভিদভ চেষ্টা করছে নিজের মেজাজটাকে সামলাতে, কিন্তু পারল না।

'ওহে মাথামোটা শয়তান! অন্য কোথাও হলে এ-ধরনের কথা বলার জন্যে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে পার্টি থেকে দূর করে দেওয়া হত! যথার্থই তাই! তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি? ব্যাপারটা কি বলো তো? হয় তুমি এসব বন্ধ করো…এই…এই…তোমার এই বিরোধিতা…এই মুহূর্তে…নইলে আমরা তোমাকে…যথার্থই তাই…তোমাকে…হ্যাঁ তাই! তোমার কথা আমরা অনেক সহ্য করেছি! কিন্তু সত্যিই যদি এই তোমার বক্তব্য হয়—তাহলে আর কোনো কথা থাকে না! সরকারীভাবেই জেলাকমিটিকে জানিয়ে দিতে হয় যে তুমি পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে।'

'অনায়াসেই জানাতে পারো। আমি নিজেই জানাব। বাকিদের জন্যে জবাব দিতে হয় আমিই দেব। অন্য সব কিছুর জন্যেও। ভুড়ি মেরে জবাব দিয়ে আসব।'

রাকারের গলার স্বর ক্রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও স্নিগ্ধ শোনাল। শুনে দাভিদভের উত্তেজনা একটু কমল। কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলে চলল, 'ওহে রাকার, একটা

কথা বলি শোনো। ঘুমোও গিয়ে—একটা ঘুম দিয়ে উঠলে পরে নেশাটা কেটে যাবে। কথাবার্তা যা বলার তারপরে বলব—তখনই ঠিকভাবে বলা যাবে। ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে অনেকটা সেই সাদা-ষাঁড়ের গল্পের মতো: 'আমরা কি একসঙ্গে গিয়েছিলাম?' 'হ্যা গিয়েছিলাম।' 'আমরা কি একটা ভেড়ার চামড়া পেয়েছিলাম।' 'হ্যা পেয়েছিলাম।' 'তাহলে এসো ভাগাভাগি করা যাক—তাই তো কথা ছিল।' 'কিন্তু কোন্ ভেড়ার চামড়ার কথা বলছ বলো তো?' 'বা রে, আমরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম—তাই তো?' 'হ্যা গিয়েছিলাম...'এমনি চলতে থাকে সেই শেষ মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত। প্রথমে বললে তুমি যে ভুল করেছিলে তা তুমি স্বীকার করো। তারপরে বললে প্রবন্ধটা ভুল। তুমিই ভেবে ছাথ, যদি মনো করোপ্রবন্ধটা ভুল তাহলেতোমার ভুল কি করে হয়? তুমি পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছ না মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে আছ তাই জান না মনে হচ্ছে। যথার্থই তাই! তাছাড়াও কথা আছে। পার্টিগ্রুপের সেক্রেটারি মত্ত অবস্থায় মিটিং-এ আসছে এমন রেওয়াজ কবে থেকে চালু হল জানতে পারি কি? একে তুমি কী বলবে নাগুলনভ? পার্টির নিয়ম ভঙ্গ করা নয়? তুমি হচ্ছ পার্টির একজন পুরনো সদস্য, রেড পার্টিজান, লাল পতাকার সম্মানচিহ্ন রয়েছে তোমার বুকে—তোমার এমন আচরণ শোভা পায় কি? ওই ছাথ, নাইদিওনভ, ও একজন তরুণ কমিউনিস্ট। ওর সামনে তুমি যে দৃষ্টান্ত রাখছ তা দেখে ও কি ভাবছে বলো তো? তার ওপরে ধরো যদি জেলা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কানে ওঠে যে তুমি মদ খেয়েছ, তাও এমন একটা সময়ে যখন পরিস্থিতি খুবই জরুরি, আর মাঝারি চাষীদের তুমি বন্দুকের ভয় দেখাচ্ছ, শুধু তাই নয়, বলশেভিকের দৃষ্টিতে নিজের ভুলগুলোকে বিচার করতে তুমি অস্বীকার করছ, এমনকি পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে কথা বলছ—তাহলে নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে তোমার অবস্থাটা যে বিশেষ সুবিধের হবে না তা আমিই তোমাকে বলে দিতে পারি। পার্টিগ্রুপের সেক্রেটারির পদ থেকে তোমাকে তো সরানো হবেই, এমনকি তুমি আর পার্টি-সদস্যও থাকতে পারবে না। হ্যা তাই, যথার্থই তাই, আমি বাজে কথা বলছি না!' মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে দাভিদভ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার ধারণা হয়েছিল যে নাগুলনভের আঁতে ঘা দিয়ে সে কথা বলতে পেরেছে। একটু পরে সে আবার বলল, 'প্রবন্ধটা নিয়ে যদি একটা বিতর্ক তুলতে চাও তো তার কোনো প্রয়োজন নেই। পার্টিকে মোচড় দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেবে—তাও সম্ভব নয়। তোমার চেয়েও শক্ত অনেক মানুষকে পার্টি আগে চিট করেছে

ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে বাধ্য করেছে। তুমি কি তা বুঝতে পারো না?'

'এই লোকটাকে নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, বুঝলে হে! ঘণ্টাখানেক ধরে লোকটা বকবক করে চলেছে, কিন্তু সবই বাজে কথা। ওকে যেতে দাও, একটা ঘুম দিয়ে নেশাটা কাটিয়ে আসুক। আয়নায় একবার নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো—তুমি নিজেই ভয় পেয়ে যাবে। তোমার সারা মুখটা ফুলে উঠেছে, চোখদুটো দেখাচ্ছে পাগলা কুকুরের মতো। এমনি অবস্থায় এখানে আসার অর্থটা কি শুনি? যাও, যাও, বাড়ি যাও।' রাজমিয়োৎনভ লাফিয়ে উঠে মাকারের কাঁধ ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু মাকারের কোনো ভাবান্তর হল না। হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

তারপরে কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা নেই। অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দাভিদভ টেবিলের ওপরে আঙুল বাজাচ্ছে। ভানিয়ুশা নাইদিওনভ কেমন যেন একটা দিশেহারার মতো হাসি নিয়ে সারাক্ষণ মাকারকে লক্ষ করছিল। এবারে সে বলল, 'কমরেড দাভিদভ, তাহলে শুরু করা যাক।'

'বেশ তো।' দাভিদভ আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, 'কমরেডগণ, আমার প্রস্তাবটা তাহলে শুনুন। হাঁসমুরগি ও গাইগোরু যৌথখামারীদের আমরা ফেরত দেব। তবে যাদের কাছ থেকে আমরা দুটো করে গোরু পেয়েছি তাঁদের আমরা অনুরোধ করব, একটি গোরু তাঁরা যৌথখামারের গোয়ালেই রেখে যান। কাল সকালে আমাদের প্রথম কাজ হবে একটা মিটিং ডাকা আর ব্যাপারটা সকলকে বুঝিয়ে বলা। এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ হবে লোককে বোঝানো! আমার আশঙ্কা, কিছু লোক হয়তো যৌথখামার ছেড়ে চলে যাবে। এদিকে মাঠে কাজ শুরু হতেও আর দেরি নেই, যে কোনোদিন শুরু করতে হতে পারে। এই হচ্ছে সময়, মাকার, যখন প্রমাণ দিতে হবে কতখানি তোমার ক্ষমতা! কাজে লেগে পড়ো, লোককে বোঝাও—অবশ্যই রিভলবার দেখিয়ে নয়—তারা যেন যৌথখামার ছেড়ে না যায়। তাহলে, এবারে কি ভোট নিতে হবে নাকি? আমার প্রস্তাবটা ভোটেই দেওয়া যাক—কি বলো? প্রস্তাবের পক্ষে কারা? তুমি বুঝি ভোট দিচ্ছ না? মাকার, বেশ, আমরা তাই লিখে রাখি—ভোটদানে বিরত, একজন।'

রাজমিয়োৎনভ প্রস্তাব করল যে পরদিন থেকে ইঁদুর ধ্বংস করবার অভিযান শুরু করা যাক। ঠিক হল যে মাঠের কাজ নেই এমন কিছু যৌথখামারীকে জড়ো

করে এ-কাজের ভার দেওয়া হবে। কয়েকটি জোয়াল ও কয়েক জোড়া বলদ ছেড়ে দেওয়া হবে তাদের হাতে জল টানবার জন্তে। আর গাঁয়ের মাস্টারমশাইকে বলা হবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে আসুন মাঠের কাজে হাত লাগাতে।

মিটিং-এ বসে থাকতে থাকতে সারাক্ষণ দাভিদভের মনে একটা চিন্তা তোলপাড় করছিল। সে কি মাকারের ওপরে চাপ দেবে? সে কি মাকারকে বাধ্য করবে কমরেড স্তালিনের প্রবন্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্তে আর যৌথখামার গড়ে তুলতে গিয়ে তার যে সমস্ত 'বামপন্থী' বিচ্যুতি হয়েছে তা সংশোধন করতে তার অনিচ্ছার জন্তে পার্টির কাছে জবাবদিহি করতে? কিন্তু মিটিং-এর শেষদিকে মাকারের মুখের দিকে তাকাতে যখন চোখে পড়ল যে মাকারের মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাশে, তার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, তার রগের শিরাগুলো দলা পাকিয়ে উঠে দপ্‌ দপ্‌ করছে, তখনই দাভিদভ সিদ্ধান্ত করল, 'না, দরকার নেই। ও নিজেই বুঝতে পারবে। কোনো রকম চাপ ছাড়াই ও নিজের ভুল বুঝুক। ওর চিন্তাগুলো একটু ঘোলাটে ঠিকই, কিন্তু পার্টির প্রতি ও ভয়ংকর রকমের অনুগত! তার ওপরে বেচারার ওই অসুখ…ওই যে মাঝে মাঝে ফিট হওয়া। না, দরকার নেই, সমস্ত গোলমাল আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।'

মিটিং-এ সারাক্ষণ মাকার বসে রইল একটিও কথা না বলে, বাইরে কোনো-রকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে। হাঁটুর ওপরে রাখা ছিল হাতদুটো, অসাড়ের মতো। দাভিদভ মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একবার শুধু দাভিদভের নজরে পড়ল, প্রচণ্ড একটা কাঁপুনি যেন মাকারের হাতদুটোর মধ্যে থেকে ফেটে পড়তে চাইছে।

'আজ রাত্তিরে নাগুলনভকে তুমি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেও। আর দেখো ও যেন আবার মদ না খায়।' রাজমিয়োৎনভকে ফিসফিস করে বলল দাভিদভ। রাজমিয়োৎনভ সায় জানাল।

দাভিদভ বাড়ির দিকে রওনা দিল একা পায়ে হেঁটে। লুকাশ্‌কা চেবাকভের বাড়ির উঠোনের কাছে একটা ভাঙা বেড়ার ওপরে একদল কসাক বসে আছে। দাভিদভ শুনতে পেল, তারা উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। দাভিদভ হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তার অপর দিক দিয়ে। দলটাকে ছাড়িয়ে যাবার সময়ে তার কানে এল একটা অপরিচিত মোটা গম্ভীর গলার স্বর খানিকটা তামাশার সুরে বেশ তারিফী চালে বলছে, '…তুমি ওদের যতোই টাকা দাও আর

যতোই জিনিস দাও, ওরা বলবে আরো চাই। একজন তো অনবরত তাই বলছে। আরেকজনের কথা তো শুনলেই। সোভিয়েত সরকারের নাকি দুটো ডানা আছে। একটা বাম আর একটা দক্ষিণ। আরে বাবা, দুটো ডানাই যখন আছে তখন ডানা ঝাপ্‌টিয়ে জাহান্নমে গেলেই তো পারে!'

অনেকগুলো গলা একসঙ্গে হেসে উঠল। তারপরেই আচমকা থেমে গেল হাসিটা।

'শ্‌—শ্‌! দাভিদভ!' উদ্বিগ্ন স্বরে ফিসফিস করে বলে উঠল কে যেন।

তখন আবার শোনা গেল সেই মোটা গম্ভীর গলার স্বর। এবারে আর তামাসার লেশমাত্র নেই। বরং এমন একটা সুর যেন ভয়ানক একটা কাজের কথা হচ্ছে:

'এই বৃষ্টিটার জন্তেই তো। নইলে কবে আমরা বীজ রোয়ার কাজটা শেষ করে ফেলতাম। মাটিতে কিন্তু শুকনো টান ধরেছে বড়ো চমৎকার। এদিকে রাত হল যে, উঠে পড়া যাক, কি বলো!'

থক্ থক্ কাশি। পায়ের শব্দ।

উনত্রিশ

পরদিন দরখাস্ত পাওয়া গেল ৩২ইশজনের যারা যৌথখামার থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। এই বেরিয়ে যাবার দলের অধিকাংশই মাঝারি চাষী, তারা যৌথখামারে যোগ দিয়েছে সবার পরে, এতবেশি সাবধানী যে মিটিঙে একটিবারও মুখ খোলে না, সবসময়ে কোৎম্যানদের সঙ্গে ঝগড়া করে আর কাজে হাত লাগাবার সময় হলেই গড়িমসি করে। এদের সম্পর্কেই নাগুলনভ বলেছিল, 'এদের তুমি বলো যৌথখামারী! এরা না ঝোল না অম্বল!'

যৌথখামার থেকে বেরিয়ে গেল বিশেষ করে সেই লোকগুলো যারা কাজের পক্ষে বিষম একটা বোঝার মতো হয়ে উঠেছিল। যারা আসলে যৌথখামারী হয়েছিল কর্তৃপক্ষের কু-নজরে পড়বার ভয়ে। কিংবা তাও নয়। জানুয়ারি মাস থেকে যৌথখামারের নামে যে একটা সর্বব্যাপী প্লাবন এসেছে তা তাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তার বেশি কিছু নয়।

এমনকি দরখাস্তগুলো হাতে নেবার সময়ে দাভিদভ তাদের নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল। তাদের অনুরোধ করল তারা যেন আরেক বার ভেবে দেখে ও আরেকটু অপেক্ষা করে। কিন্তু লোকগুলো কোনো কথা শুনতে রাজী নয়, গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত দাভিদভকেও হাল ছেড়ে দিতে হল।

'ঠিক আছে, তোমাদের রাস্তা তোমরা ধরো। কিন্তু মনে রেখো, আবার যদি তোমরা যৌথখামারে ফিরে আসতে চাও তাহলে বলামাত্রই ফিরে আসতে পারবে ভেবো না!'

'আমরা যে আবার ফিরে আসতে চাইব এমন তো আমারও মনে হয় না! যৌথখামারকে বাদ দিয়েই আমরা আবার চাষবাস শুরু করতে পারব আশা করছি। ব্যাপারটা কি জান দাভিদভ, আগে তো আমাদের যৌথখামার ছিল না, তখনো চলে যাচ্ছিল, উপোস দিয়ে মরিনি। নিজেদের বিষয়সম্পত্তির নিজেরাই ছিলাম মালিক। বাইরের লোক এসে আমাদের শেখাতে আসেনি কেমন করে লাঙল ঠেলতে হয়। কেমন করে বীজ রুইতে হয়। কাজেই এখন যদি আমরা

যৌথখামারের মধ্যে নাও থাকি তো আমাদের খুব একটা অসুবিধের পড়তে হবে মনে হয় না!' ঘন বাদামী গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে সকলের হয়ে জবাব দিল প্রাক্তন যৌথখামারী ইভান বাতালশ্চিকভ।

'তোমরা না থাকলে আমরাও যে খুব একটা অসুবিধের পড়ব তা মনে কোরো না! তোমরা চলে যাচ্ছ বলে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে তাও নয়! যথার্থই তাই! মেয়েমানুষ গাড়ি থেকে নেমে গেলেই ঘোড়ার পক্ষে স্বস্তি।' দাভিদভও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়।

'তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। ভালোই হল সবদিক থেকে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে রাগ নিয়ে নয়, আনন্দের সঙ্গেই। তাহলে আমাদের গোরুবাছুরগুলোকেও দল থেকে বার করে নিয়ে যাব তো?'

'না, এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরিচালনা বোর্ডকে, তার আগে নয়। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

'অপেক্ষা করার সময় নেই আমাদের। তোমাদের ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে, তোমাদের বীজ রুইতে রুইতে হুইটসান পরব পার হবে। কিন্তু আমরা এক্ষুনি মাঠে নেমে পড়তে চাই। ঠিক আছে, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তারপরেও যদি আমাদের গোরুবাছুর না ছাড় তাহলে আমরা নিজেরাই এসে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।'

বাতালশ্চিকভ কথা বলছে খোলাখুলি শাসানি দেবার ভঙ্গিতে। রাগে শরীরটা রি-রি করে উঠল দাভিদভের, সেও পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ল না।

'বটে! পরিচালনা বোর্ডকে না জানিয়ে যৌথখামারের গোয়াল থেকে গোরু-বাছুর বার করবার চেষ্টা করেই ছাখ না! তোমাদের স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি, আমরা এ-ব্যাপারটা হতে দেব না। তারপরেও যদি তোমরা নিরস্ত না হও তাহলে আমরা আদালতে যাব।'

'আদালতে? আমাদের নিজেদেরই গোরুবাছুর—তা ফেরত নিতে চাই বলে আদালতে!'

'গোরুবাছুরের মালিক এখন যৌথখামার।'

এই লোকগুলোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল বলে দাভিদভের মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই। তবে তার খারাপ লাগছে এবং সে অবাকও হয়েছে মুখচোরা দেমিদের চলে যাওয়াতে।

দেমিদ এসেছিল সঙ্কের দিকে। যথারীতি নেশায় বুঁদ ও নির্বাক। কারও

সঙ্গে কোনো রকম ভদ্রতা না করে সে একটুকরো ছেঁড়া খবরের কাগজ বাড়িয়ে দিল। কাগজটার ছাপা হরফগুলোর ওপরে টানা অক্ষরে একটিমাত্র ছোট্ট লাইন লেখা : 'আমি যৌথখামার থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

মুখচোরার এই সংক্ষিপ্ত দরখাস্তটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে খানিকটা বিস্ময় ও খানিকটা হতাশার সুরে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল :

'এটা কেন?'

'আমি যাচ্ছি।' মুখচোরার ঘোষণা।

'কোথায়? কী জন্যে?'

'যৌথখামারের বাইরে।'

'কিন্তু কেন? কোথায় যাবে তুমি?'

দেমিদ কথা বলল না। হাতটা উঁচু করে দূরের দিকে দেখাল।

'কোথায় যেতে চাও? যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই নাকি?' দেমিদের হাতের ভঙ্গিটাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

'তাই বটে।'

'কিন্তু তুমি কেন, তুমি কেন ছেড়ে যাচ্ছ?' দাভিদভের তবুও সেই একই প্রশ্ন। এই গরীব চাষী ও নিঃশব্দ কর্মীটির চলে যাওয়াতে সে একটু অবাকও।

'অন্যরা চলে যাচ্ছে—তাই আমিও যাচ্ছি।'

'অন্যরা যদি গিয়ে একটা নর্দমার মধ্যে মাথা গুঁজে দাঁড়ায় তাহলে তুমিও তাই করবে নাকি?' চাপা হাসি হেসে রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল।

'না, আমার মনে হয় না আমি তা করব!' মুখচোরা খিলখিল করে হেসে উঠল। একটা খালি টবে বাড়ি মেরে চললে যেমন শব্দ হয় তার হাসির শব্দটাও সেই রকম।

'ঠিক আছে, তুমি যাও তাহলে।' দাভিদভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'ইচ্ছে করলে তোমার গোরু নিয়ে যেতে পার। তোমার বেলায় কোনো রকম কথা উঠবে না। কেননা তুমি গরিব। রাজমিয়োৎনভ, ওকে ওর গোরু ফেরত দেওয়া চলে তো?'

'হ্যাঁ, দেওয়াটাই ভালো।' রাজমিয়োৎনভ সায় দিল। কিন্তু রাজমিয়োৎনভের কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল দেমিদের গলায় প্রচণ্ড একটা চাপা হুংকার আর দৃঢ়উচ্চ ঘোষণা : 'না, ওসব গোরু-টোরু আমার আর দরকার নেই! গোরু যৌথখামারেরই যেমন ছিল তেমনি থাকুক। আমি যে এবার জামাই হতে চলেছি গো। মানে, ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে। কী ভাবছেন আপনারা? একটু

অবাক হলেন নিশ্চয়ই !' এই বলে সে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল দাভিদভ। অলিন্দের কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখচোরা। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো প্রচুর পরিমাণে এসে পড়েছে ভালুকের মতো তার পিঠে আর প্রায় পিঠ পর্যন্ত নেমে আসা সোনালী চুলের গোছা সমেত তার দশাসই বাদামী ঘাড়ে। উঠোনটা থৈ-থৈ করছে বরফগলা জলে। আপিসের সিঁড়ি থেকে গোলাঘর পর্যন্ত জায়গাটুকুতে জল জমে জমে হয়ে উঠেছে প্রায় একটা পুকুরের মতো। কাদা আর বরফের ওপরে পায়ের চাপ পড়তে পড়তে সিঁড়ি থেকে বেড়া বরাবর তৈরি হয়ে গিয়েছে একটা পায়ে-চলা পথ। কেননা জমে-থাকা জল এড়াবার জন্যে লোকে সাধারণত খুঁটি ধরে ধরে বেড়ার ধার দিয়েই চলাফেরা করে থাকে। দেমিদ দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে তার নিজস্ব ধরনের ভোঁতা ও আবছা চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে। তারপরে তার শরীরটা দুলে উঠল। মাতালের মতো বেহুঁশ পায়ে টলতে টলতে সরাসরি জলের মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল গোলাঘরের দিকে।

দাভিদভ কৌতূহলের সঙ্গে ওকে লক্ষ করছে। দেখতে পেল, গোলাঘরের সিঁড়ির কাছে যে শাবলটা দাঁড় করানো ছিল সেটা তুলে নিয়ে মুখচোরা গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জানলার সামনে সরে এসে হাসতে হাসতে রাজমিয়োৎনভ বলল, 'শয়তানটার মতলব কী! সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে চায় না তো!' মুখচোরা মানুষটাকে রাজমিয়োৎনভের বরাবরই পছন্দ। লোকটার গায়ে অসুরের মতো ক্ষমতা, এজন্যে ওকে সে অশেষ শ্রদ্ধা করে।

গেটের পাল্লাটা ঠেলে অর্ধেক সরিয়ে দিল দেমিদ। তারপরে শাবলটা দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘা মারল তুষার জমে বন্ধ হয়ে থাকা বরফ-সরার পথটার ওপরে। এমন প্রচণ্ড সেই শাবলের ঘা যে প্রায় তিন পুড ওজনের প্রকাণ্ড একটা বরফের চাঁই একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো। বরফের টুকরোগুলো শিলার মতো ছিটকে ছিটকে এসে পড়ল গেটের পাল্লার ওপরে। শব্দ উঠল হাতুড়ির ঘা পড়ার মতো। একটু পরেই শাবলের ঘায়ে তৈরি করা ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল উঠোনের জমে থাকা জল।

'লোকটা আবার যৌথখামারে ফিরে আসবে, তুমি দেখে নিও!' দাভিদভের কাঁধের ওপরে চাপ দিয়ে মুখচোরাকে দেখিয়ে রাজমিয়োৎনভ বলল, 'দেখলে না, বেরিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়েছিল যে একটা জায়গায় গোলমাল হয়ে রয়েছে, সেটা

ঠিক করা না পর্যন্ত যেতে পারল না। তার মানে ওর মনপ্রাণ রয়ে গিয়েছে এই খামারের সঙ্গেই, নয় কি?'

স্তালিনের প্রবন্ধ সমেত পত্রিকাটি জেলায় এসে পৌঁছবার পরে জেলা কমিটি মস্ত এক দফা নির্দেশ পাঠাল গ্রেমিয়াচি পার্টি গ্রুপের কাছে। তার ভাষা অস্পষ্ট ও অবোধ্য। তাতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে অবলম্বিত চূড়ান্ত ব্যবস্থাগুলির পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে হলে কী কী করা দরকার। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, জেলা কমিটির নিজের কাছেই সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি অস্পষ্ট। যৌথখামারগুলিতে জেলার কোনো কর্তার টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না। স্থানীয় গ্রুপ থেকে প্রশ্ন করে পাঠানো হয়েছিল প্রাক্তন যৌথখামারীদের সম্পত্তি সম্পর্কে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিল না—না জেলা কমিটি, না জেলা কৃষি ইউনিয়ন। তারপরে এসে পৌঁছল কেন্দ্রীয় কমিটির 'যৌথখামার আন্দোলনে পার্টি-লাইনের বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম' সম্পর্কিত প্রস্তাব। একমাত্র তখনই দেখা গেল জেলা কমিটি রীতিমতো সজাগ ও তৎপর। বন্যার মতো হুকুমনামা আসতে লাগল গ্রেমিয়াচি লগে—কোনোটায় জানতে চাওয়া হয়েছে বিতাড়িত কুলাকদের নাম, কোনোটায় বলার চেষ্টা করা হয়েছে যৌথখামারে সংগৃহীত গোরুবাছুর ও হাঁসমুরগি ইত্যাদি ফেরৎ দেওয়ার উপায় সম্পর্কে, কোনোটায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভোটাধিকারচ্যুতদের সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার। একই সঙ্গে এল নাগুলনভের নামে সরকারী তলব। ২৮শে মার্চ সকাল দশটায় জেলা কমিটি ব্যুরোর ও জেলা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যৌথ অধিবেশন। নাগুলনভকে উপস্থিত থাকতে হবে।

ত্রিশ

সপ্তাহ না ঘুরতেই গ্রেমিয়াচির শ'খানেক বাড়ি বেরিয়ে গেল যৌথখামার থেকে। বিশেষ করে দু-নম্বর টীম থেকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়। ফলে রইল মোট সবসুদ্ধ, উনত্রিশটি বাড়ি। কিন্তু এই উনত্রিশটির মধ্যেও, দলনেতা লুবিশ্‌কিনের ভাষায়, কয়েকটি ছিল 'বাদ পড়ার দলে।'

একটির পর একটি ঘটনা ঘটছে আর সারা গ্রাম তোলপাড়। দাভিদভকে রোজই নতুন নতুন ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে। নতুন করে জানতে চাওয়া হয়েছিল —যারা যৌথখামার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে পাওয়া চাষের বলদ ও চাষের সাজসরঞ্জাম ফেরত দেওয়া হবে কিনা, এখন না হোক বীজ বোয়া শেষ হবার পরে—তার জবাবে জেলা কৃষি ইউনিয়ন ও জেলা পার্টি কমিটি বজ্রনির্ঘোষী এক হুকুমনামা পাঠিয়েছে। এই হুকুমনামার সারমর্ম এই যে যৌথখামার যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে গ্রেমিয়াচি পার্টি গ্রুপকে যথাসাধ্য সমস্ত কিছু করতে হবে। বন্ধ করতে হবে যতো বেশি সংখ্যক সম্ভব যৌথখামারীর বেরিয়ে যাওয়া। আর যারা বেরিয়ে গিয়েছে তাদের সঙ্গে আগামী শরৎ পর্যন্ত কোনো রকমের আপোসরফা নয়, যৌথখামার থেকে তাদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়া সম্পর্কেও নয়।

এমনি অবস্থার মধ্যেই বেগ্‌লিখ নামে একটি লোক গ্রেমিয়াচি লগে এসে হাজির। সে জেলা জমি দপ্তরের ম্যানেজার ও জেলা কমিটি ব্যুরোর সদস্য। খুব দ্রুত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে (একদিনের মধ্যেই তার কয়েকটি গ্রাম সোভিয়েত পরিদর্শন করার কথা), সে নিম্নোক্ত ঘোষণা করল:

'গাইবলদ বা সাজসরঞ্জাম কোনো কারণেই এখন ফেরত দেওয়া নয়। শরৎ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করা যেতে পারে।'

'কিন্তু লোকগুলো যে সম্পত্তি ফেরত পাবার জন্যে আমাদের গলা টিপে ধরছে।' দাভিদভ বিষয়টাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করল।

কিন্তু বেগ্‌লিখ শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষ, একবার যা ঠিক করে তার আর নড়চড় হয় না। সে শুধু একটুখানি হেসে বলল, 'বেশ তো, তাহলে তোমরা

ওদের গলা টিপে ধরো। আসলে কি জান, ওদের সম্পত্তি ওরা তো ফেরত পাবেই—সেখানে কোনো কথা নেই। তবে আঞ্চলিক কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সম্পত্তি ফেরত দেওয়া যেতে পারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, শ্রেণীগত বিচারের ভিত্তিতে।'

'তার মানে?'

'ওসব 'তার মানে' ছাড় দিকি, কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। যারা গরিব চাষী তাদের সম্পত্তি ফেরত দিয়ে দাও। যারা মাঝারি চাষী তাদের বলো শরৎকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। বুঝলে তো?'

'কিন্তু বেগ্‌লিশ, তুমি যা বলছ সেইমতো কাজ হলে আবার সেই একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—অর্থাৎ কাউকে বাইরে থাকতে দেওয়া নয়, শতকরা একশো-জনকেই যৌথখামারে সামিল করার সেই পুরনো ধারণা। আঞ্চলিক কমিটি তাহলে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে বলো যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একশোজনকেই যৌথখামারে সামিল করতে হবে—সেজন্যে যতো দামই দিতে হোক। তার ফল হবে আবার সেই একই ধরনের অস্বস্তি -- মাঝারি চাষীদের যদি গাইবলদ ফেরত দেওয়া না হয় তাহলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় সেই চাপ দেবারই সামিল—তাই নয় কি? সে লাঙল চালাবে কী দিয়ে? চাষ করবে কী দিয়ে?'

'সে দুশ্চিন্তা তোমার নয়। তুমি ভাবো তোমার যৌথখামারের কথা, অমুক চাষার কী হবে তমুক চাষীর কী হবে ওসব ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা আর একটু কম করলেও চলবে। গাইবলদ যদি ফেরত দাও তাহলে তোমাদের কাজ চলবে কি করে শুনি? যাই হোক, এই নির্দেশ আমাদের নয়, আঞ্চলিক কমিটির। আমরা হচ্ছি বিপ্লবের সৈনিক, আমরা বিনা দ্বিধায় নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। তাছাড়াও কথা আছে—যৌথখামারের অর্ধেক গাইবলদ যদি ব্যক্তি-চাষীদের হাতে চলে যায় তাহলে কি মনে করো তোমরা ঠিক সময়ে পরিকল্পনা সফল করতে পারবে? বাস্, এ নিয়ে আর একটিও কথা নয়। গাইবলদ হাতে রাখার জন্যে কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়াও। আর মনে রেখো, বীজ রোয়ার কাজটা যদি পরিকল্পনা মাফিক না হয় তাহলে তোমাদের দলসুদ্ধ্ বাতিল করা হবে।'

তারপরে গাড়িতে উঠতে উঠতে সে কতকগুলো কথা কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেবার মতো করে বলে গেল, 'মোটের ওপর গোটা ব্যাপারটাই নড়বড়ে। কতকগুলো চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তারজন্যে দাম দিতে হবে বৈকি…কাউকে না কাউকে তার শিকার হতেই হবে…কি আর করা যাবে! জেলার কমরেডরা তো লাঙলনভের দিকে ছুরি শানিয়েছে। এখানে ও কী কাণ্ড বাধিয়েছে বলো তো?

মাঝারি চাষীদের ও মজুরদের ওপরে মারপিট চালাচ্ছে, লোকজনকে গ্রেপ্তার করছে, তাদের বন্দুকের ভয় দেখাচ্ছে। সামোখিনের কাছে আমি সবই শুনেছি। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তিটা একেবারেই যোক্তম। হ্যাঁ, নাগুলনভের যা ব্যাপার-স্যাপার, ও একেবারে পুরোদস্তুর 'বামপন্থী' হয়ে গিয়েছে। আর জানো তো, পার্টির এখন লাইন কী? শুধু শাস্তি দিয়ে যাওয়া, দরকার হলে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। আচ্ছা চলি! হ্যাঁ, গাইবলদগুলো যেন ঠিক থাকে, কিছুতেই হাতছাড়া কোরো না!'

বেগ্‌লিখের গাড়ি ভয়েস্কোভয়ের দিকে রওনা হয়ে গেল। তার গাড়ির চাকার দাগ বাতাসে শুকিয়ে যাবার আগেই উত্তেজিত ভাবে ছুটতে ছুটতে এল তিন নম্বর টীমের নেতা আগাফন দুব্‌ৎসোভ।

'কমরেড দাভিদভ, দরখাস্ত দিয়ে যারা যৌথখামার থেকে বেরিয়ে গিয়েছে তারা এসেছিল। জোর করে তাদের বলদ আর ঘোড়াগুলো নিয়ে চলে গিয়েছে!'

'কী!' দাভিদভ হুংকার ছাড়ল, তার মুখে রক্ত উঠে এসেছে।

'যা বললাম তাই! গোয়ালের লোকজনকে তারা খড়ের গাদায় আটকে রেখেছিল। তারপরে বলদগুলোর বাঁধন খুলে দিয়ে সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে স্তেপের দিকে। আঠারো জোড়া বলদ আর সাতটা ঘোড়া। এখন উপায়?'

'তোমরা কী করছিলে শুনি? কোথায় ছিলে তোমরা কুম্ভকর্ণের দল? ওদের নিয়ে যেতে দিলে কেন? তোমরা হচ্ছ গিয়ে একেবারে···কিছু বলবে?'

আগাফনের ফুট-ফুট দাগওলা মুখটায় সাদা-সাদা বিন্দু ফুটে উঠেছে। সেও গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'গোয়ালে সারা রাত জেগে বসে থাকব, সেটা আমারও ডিউটি নয়। আমাকে চোখ রাঙিও না! আর তুমি যদি এতই বীরপুরুষ তাহলে যাও না, নিজেই গিয়ে বলদগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো! গেলে পরে হয়তো বুঝতে পারতে, কেউ যদি তোমার পিঠে দমাদ্দম লাঠি পিটিয়ে চলে তাহলে কেমন লাগে!'

বলদের মালিকরা বলদগুলোকে চরতে পাঠিয়েছিল স্তেপের একটুকরো ঘাসের জমিতে। সঙ্গে ছিল কড়া পাহারা। সেখান থেকে যখন তারা বলদগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারল তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। আগাফন দুব্‌ৎসোভ ও তিন নম্বর টীমের আরো ছ'জন যৌথখামারী ঘোড়ায় চেপে স্তেপের মধ্যে চলে

গিয়েছিল। একটা নালার সামনে এসে পৌঁছতে উল্টো দিকের ঢালু জমিতে চোখে পড়ে একপাল বলদ। সঙ্গে সঙ্গে লুবিশ্‌কিন তার ছোট্ট বাহিনীকে দু দলে ভাগ করে ফেলে।

'আগাফন, এই তিনজনকে নিয়ে তুমি নালা ডিঙিয়ে চলে যাও, তারপরে ডানদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব বাঁ-দিক থেকে।' লুবিশ্‌কিন তার কুচকুচে কালো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হুকুম দেয়, 'তৈরী! ঘোড়া ছুটিয়ে দাও! আমার পেছনে পেছনে এসো!'

বিনা লড়াইয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়নি। বলদগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল লুবিশ্‌কিনের জ্ঞাতিভাই আথার লুবিশ্‌কিন ও আরো তিনজন প্রাক্তন যৌথ-খামারী। মিশ্‌কা ইগ্‌নাতিয়েনক ঘোড়ায় চেপে হাজির হতেই তারা তার একটি পা ধরে ফেলে, তারপরে টান মেরে নামিয়ে আনে ঘোড়া থেকে, মাটির ওপর দিয়ে নির্দয়ভাবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে যায়, সারা গা ক্ষতবিক্ষত করে দেয় আর আস্তো জামাটা ছিঁড়ে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলে পিঠের ওপর থেকে। পাভেল লুবিশ্‌কিন ঘোড়া ছুটিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেই ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে শপাং করে মারে তার জ্ঞাতি-ভাইকে, অন্যরা এসে বাকি লোক-গুলোকে তাড়িয়ে দেয়, তারপরে বলদগুলোকে দখল করে নিয়ে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

দাভিদভ হুকুম জারি করল যে আস্তাবল ও পশুশালাগুলোকে রাত্রিবেলা তালা দিয়ে রাখতে হবে ও পাহারা বসাতে হবে।

বলদ ও ঘোড়াগুলোকে রক্ষা করবার সব রকমের ব্যবস্থা সত্ত্বেও দু-দিন পার না হতেই সাত জোড়া বলদ ও তিনটি ঘোড়া পাচার করে নিয়ে যেতে পারল প্রাক্তন যৌথখামারীরা। বলদগুলোকে তারা চালান করল স্তেপের দূর অঞ্চলের খাদের দিকে। তদারক করার ভার দিয়ে পাঠাল একদল বাচ্চাকে, যাতে এমন কথা কারও মনে না হয় যে বয়স্কদের মধ্যে কাউকে গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে না।

পরিচালনা দপ্তরে ও গ্রাম সোভিয়েতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রচুর মানুষের আনাগোনা। যা অবস্থা, প্রাক্তন সদস্যরা যৌথখামারের জমি দখল করে নিতে পারে এমন একটা গুরুতর আশঙ্কাও আছে।

'হয় তোমরা জমির ভাগ দাও আমাদের, নইলে আমরা যার যার নিজের জমিতেই চাষ শুরু করে দেব।' প্রাক্তন সদস্যরা দাভিদভের কাছে এসে স্পষ্ট দাবি তুলল।

'ভাইসব, তোমরা উত্তেজিত হয়ো না, তোমাদের ভাগের জমি তোমরা পাবে। কাল থেকেই আমরা জমিতে দাগ দিতে শুরু করে দেব। তোমরা অগ্রোভনভের কাছে যাও। এ-কাজ করার ভার রয়েছে ওর ওপরে। আমাকে তোমরা বিশ্বাস করো, আমি বাজে কথা বলছি না।' দাভিদভ তাদের আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল।

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু কেমন জমি কোথাকার জমি সেটা বলো শুনি?'

'যেখানে খালি পাওয়া যাবে।'

'আর যদি একেবারে কিনারের জমি ছাড়া অন্য জমি খালি না পাওয়া যায়? তাও তো হতে পারে? তাহলে?'

'কমরেড দাভিদভ, তোমার ওসব চালাকি ছাড় দিকি! কাছের জমিগুলো তো সবই যৌথখামারের কবলে। তাই আমাদের ভাগে পড়ছে ওই দূরের জমিগুলো। আমাদের বলদ তোমরা ফেরত দেবে না বলছ। তাহলে আমাদের চাষ করতে হয় শুধু হাতে কিংবা গাই দিয়ে। তার ওপরে ওই দূরের জমি! এই হল গিয়ে তোমাদের সরকারের ন্যায়বিচার!'

দাভিদভ নানা যুক্তির সাহায্যে একথাটা বোঝাবার চেষ্টা করল যে যেখানে খুশি চাইলেই জমি দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা তার ফলে জমির অখণ্ডতা বজায় থাকে না, জমি টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ভূমিব্যবস্থার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। প্রাক্তন সদস্যরা তা সত্ত্বেও স্থানত্যাগ করার আগে বেশ খানিকটা চেঁচামেচি করে গেল। তারপরে দু-চার মিনিট যেতে না যেতেই পরের দলের আবির্ভাব। চৌকাঠ ডিঙোতে না ডিঙোতে তাদের মুখেও সেই একই বুলি: 'আমাদের জমি দিয়ে দাও! ব্যাপারটা কী তোমাদের? আমাদের জমি আটকে রেখেছ কেন? বীজ রুইবার সময় হয়ে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমরা সে কাজেও হাত দিতে পারছি না! কমরেড স্তালিন আমাদের সম্পর্কে কী লিখেছেন তাও তোমরা ভুলে বসে আছ মনে হচ্ছে! জেনে রাখো, আমরাও তাঁকে চিঠি লিখতে পারি, তাঁকে জানাতে পারি যে তোমরা আমাদের গাইবলদ আটকে রেখেছ, আমাদের জমি দিতে চাইছ না, আমাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছ! এসব শুনলে কমরেড স্তালিন তোমাদের খুব প্রশংসা করবেন ভেবো না।'

'ইয়াকভ লুকিচ, কাল সকালে রাচি পুষ্করিণীর ওধারের জমিটা ওদের নামে ভাগ করে দিও।'

'কিন্তু ও তো পোড়ো জমি!'

'না, পোড়ো নয়, অনাবাদী। অনেকদিন আগে ও জমিতে লাঙল পড়েছিল। বছর পনেরো আগে।' ইয়াকভ লুকিচ বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোল ও চিৎকার :

'আমরা শক্ত জমি চাই না!'

'জমি আমরা চাষ করব কী দিয়ে?'

'নরম জমি দাও আমাদের!'

'আমাদের গাইবলদ ফেরত দাও তো শক্ত জমিতে চাষ করতে রাজী আছি!'

'তোমাদের নামে আমরা স্তালিনের কাছে নালিশ করব, খোদ স্তালিনের কাছে!'

'তোমরা কি আমাদের মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

স্ত্রীলোকেরা ফুঁশছে। পুরুষরা সোৎসাহে আরো উস্কে দিচ্ছে ওদের। হৈ-হট্টগোল থামাতে বেশ বেগ পেতে হল। শেষের দিকে দাভিদভের যথারীতি ধৈর্যচ্যুতি ও হুংকার : 'তোমরা কি চাও যে তোমাদের আমরা সবচেয়ে ভালো জমি দিয়ে দেব? তবে শুনে রাখ, তোমরা তা পাবে না, পাবে না, পাবে না। যথার্থই তাই। এটা সোভিয়েত আমল, এখন সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবে যৌথখামার, যারা যৌথখামারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তারা নয়!'

এখানে ওখানে চাষীরা আগে থেকেই আলাদা আলাদা ভাবে জমি চাষ করতে লেগে গিয়েছিল। এমন সব জমি যা একসময়ে তাদেরই ছিল বটে কিন্তু এখন যৌথখামারের। লুবিশ্‌কিন তাদের হটিয়ে দিল যৌথখামারের ক্ষেত থেকে। আর ইয়াকভ লুকিচ বেরিয়ে পড়ল একটা কাঠের মাপকাঠি নিয়ে স্তেপের মধ্যে, রাচি পুষ্করিণীর অপর দিকে দিন দুয়েক ধরে মাপজোক নিয়ে নামে-নামে জমি ভাগ করে দিল।

চাষের কাজ শুরু হল পঁচিশে তারিখে। দিয়োমকা উশাকভের দল বেরিয়ে পড়ল বালুজমিতে লাঙল দেবার জন্যে। দাভিদভ সবচেয়ে সেরা কর্মীদের দিয়েছে ক্ষেতের কাজ করার দলগুলিতে। কাজের লোকজনের ভাগাভাগিও করেছে সেই হিসেবে। বৃদ্ধরাও অধিকাংশই স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছে ক্ষেতের কাজের টীমে—কেউ বীজ বইতে, কেউ লাঙল চালাতে, কেউ মই দিতে। ঠিক হল যে রোয়ার কাজটা হাতে করা হবে না। এমনকি থুথ্‌ড়ে বুড়ো আকিম বেস্‌খ্‌লেবনভ —যাকে একসময়ে বলা হত 'মুরগি যাচনদার'—সেও রোয়ার যন্ত্রের দেখাশোনা করার ভার নিতে ইচ্ছুক। দাভিদভ শচুকারবাচুকে নিযুক্ত করল যৌথখামারের

পরিচালনা বোর্ডের অধীনস্থ পশুশালার তত্ত্বাবধায়ককারী হিসেবে। সমস্ত কিছু ঠিকঠাক। প্রচণ্ড বর্ষণের জন্যে রোয়ার কাজে দু-দিন দেরি হয়ে গেল। দু-দিন ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়ে গেল গ্রেমিয়াচির পাহাড় ও চষা জমির ওপরে। সকাল-বেলার দিকে মনে হচ্ছিল গোটা এলাকার ওপরে সাদা ধোঁয়ার একটা চাদোয়া ঝুলছে।

যৌথখামার থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা বন্ধ হয়েছে। এখন যৌথখামারের সদস্য হিসেবে থেকে গেল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য একটি ভেতরকার দল, গ্রেমিয়াচি লগের শেষ যে মানুষটি যৌথখামার থেকে বেরিয়েছে সে আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভের প্রেয়সী মারিনা পোয়ারকোভা। ওদের দুজনের জীবনের জোড় আলগা হয়ে যাবার মতো কী যেন ঘটে গিয়েছে। মারিনা এখন ক্রমেই বেশি বেশি করে ঝুঁকছে ধর্মের দিকে। গোটা লেণ্ট পরবটা সে উপোস করে কাটাল, তারপরে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে প্রতিদিন গিয়ে হাজিরা দিতে লাগল তুবিয়ানস্কোয় গির্জায়। নিজের পাপ স্বীকার করল ও পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিল। আন্দ্রেই যতো গালিগালাজই করুক সে মুখে রা'টি কাড়ে না, বিনীতভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করে, কেননা নইলে "পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পুণ্য" আর থাকে না।

একদিন রাত্রে আন্দ্রেই একটু দেরি করে বাড়ি ফিরেছে, দেখল বাইরের অলিন্দে একটি আইকন-প্রদীপ জ্বালানো। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সে ঘরে ঢুকল, প্রদীপটা তুলে তার সবটুকু তেল হাতে ঢেলে নিল, তার লোহার মতো শক্ত বুটজোড়ায় অতি যত্নের সঙ্গে সেই তেল মাখাল, তারপরে গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে প্রদীপটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলল।

'গর্দভগুলোকে সই-সই করে বলা হয়েছে, ধর্ম হচ্ছে আপিম, মগজ গুলিয়ে ফেলার ধোঁয়া। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সেই কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে প্রার্থনা করা চলতেই থাকবে, তেল পোড়ানো হবে, মোমবাতির মোম খরচ হবে। বুঝলে গো মারিয়ানা, তোমার পিঠের ছোঁয়া পাবার জন্যে চাবুকটা নিশপিশ করছে! তবে হ্যাঁ, এমনি এমনিই তুমি গির্জের যাতায়াত শুরু করেছ, তা তো মনে হয় না। কিছু একটা মতলব আছে নিশ্চয়ই।'

মতলব নিশ্চয়ই ছিল। ছাব্বিশে তারিখে সে এই মর্মে চিঠি দিল যে যৌথখামার থেকে সে বেরিয়ে যেতে চায় কেননা যৌথখামারে থাকা মানেই "ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া"।

দাঁত বার করে হেসে লুবিশ্‌কিন প্রশ্ন করল, 'আন্দ্রেইর সঙ্গে এক বিছানায়

জতে পারছ, সেটা বুঝি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া নয়। নাকি এই পাপটা বেশ মিঠে ?'

এই মন্তব্য মারিনা নিঃশব্দে হজম করল। তখনো সে ভাবতেও পারেনি যে একটু বাদেই তার এই বিনীত নীরবতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং তার নিজের মুখ থেকেই এমন সব কথা বেরোবে যাতে "পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দেবার পুণ্য থেকে সে ভ্রষ্টা হবে।"

গ্রাম সোভিয়েত থেকে ছুটে এসেছে আস্ত্রেই। মুখটা ফ্যাকাশে, রাগে কাঁপছে। ক্ষতচিহ্নে ভরা কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে সে দাভিদভ ও ইয়াকভ লুকিচের সামনেই কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, 'মারিয়ানা লক্ষ্মীটি, এমনভাবে আমার সব্বোনাশ কোরো না, এমনভাবে আমাকে লজ্জায় ফেলো না যৌথখামার থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছ কেন ? আমি কি তোমাকে ভালোবাসি নি ? আমি কি তোমার জন্যে সাধ্যমতো সবকিছু করিনি ? তুমি তোমার গাই ফিরে পেয়েছ, আর কী চাই বলো ? তুমি যদি শুধু নিজেরটা নিয়েই নিয়ে থাকতে চাও তাহলে তুমি ভাবতে পারলে কি করে যে তারপরেও আমি তোমাকে ভালোবেসে চলব ? তোমার সমস্ত মুরগি ও মুরগির ছানা তুমি ফেরৎ পেয়েছে, গলায় চক্কর দেওয়া মোরগটা পর্যন্ত...আর যে খানদানী হাঁসটার জন্যে তুমি একেবারে মরমে মরে যাচ্ছিলে—সকলে তোমার উঠোনে ফিরে গিয়েছে। চিঠিটা তুমি ফেরৎ নাও !' '

'না! কক্‌খনো না! কিছুতেই না!' টেরচা চোখদুটো ধারালো করে মারিনা চিৎকার করে উঠল, 'ফেরৎ নেব না, আমাকে বলে কোনো লাভ নেই। যৌথখামারে আমি থাকতে চাইনে। তোমাদের এসব পাপকর্মের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই! আমার গাড়ি আর লাঙল ফেরৎ দাও।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, মারিনা! নইলে তোমাকে আমি ত্যাগ করব।'

'হ্যাঁ ত্যাগ করতে পারলেই তো ভালো হয়, মুখপোড়া শয়তান! লম্পট ইতর! কেমন আবার চোখ পিটপিট করা হচ্ছে, আস্তাকুঁড়ের নোংরা। পাগলা কুকুরের মতো চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে দেখছি, তাই না ? তবে শোনো, কাল রাতে একটা গলির মধ্যে মালাশ্‌কা ইগ্‌নাতিয়নকোভার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল কে শুনি ? তুমি নও ? পাজীর পা-ঝাড়া, বেজন্মা! ঠিক আছে, ছেড়ে দাও আমাকে! তোমাকে ছাড়াও আমার চলবে! তুমি তো অনেকদিন ধরে এই মতলবই আঁটছিলে, জানি না ?'

'মারিনা, সোনা আমার, এসব কথা কী বলছ তুমি? কোন্ ম্যালাশ্‌কা? আমি জীবনেও তার সঙ্গে দাঁড়াইনি! আর বোথথামারের সঙ্গে একথার সম্পর্ক কী?' দু-হাতে মাথা চেপে ধরে আন্দ্রেই চুপ করে গেল। যা কিছু যুক্তি দেখাবার সবই তার দেখানো হয়ে গিয়েছে মনে হয়।

'ছেনাল মাগী কোথাকার, ওর কাছে মাথা নোয়াতে বা নরম হতে যেও না তো তুমি!' লুবিশ্‌কিন হুংকার দিয়ে উঠেছে, ও আর কিছুতেই রাগ চেপে রাখতে পারেনি। 'ওর কাছে কাকুতি মিনতি করতে যেও না! তোমার কতখানি গর্ব ভেবে দেখ তো একবার! তুমি হচ্ছ লাল পার্টিজান। ওর কাছে কী চাইবার আছে তোমার? ওকে বোঝাবারই বা কী আছে? ওর মুখের ওপরে আচ্ছা করে একখানা কথাও দিকি! ছাড়ান দিও না—তাহলেই দেখো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

মারিনার সারা মুখে চেরির মতো টকটকে লাল ছাপ পড়েছে, লাফিয়ে উঠল সে, যেন কেউ তার গায়ে পিন ফুটিয়েছে। তারপরে তেড়ে এল লুবিশ্‌কিনের দিকে। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে তার বিশাল বক্ষ, জামার আস্তিন গুটিয়েছে পুরস্কারের জন্যে লড়াই করতে নামা মুষ্টিযোদ্ধার মতো।

'অপরের ব্যাপারে তুমি কেন নাক গলাতে আস, বদমায়েস ছুঁচো? এঁচোড়ে পাকা বাউণ্ডুলে কোথাকার, কালো কুচ্ছিৎ বর্বর! মুখের ওপরে ঝামা ঘষে দেব তোমার। তুমি কি ভেবেছ তুমি দলের নেতা বলে তোমাকে আমি ভয় করে চলব! তোমার মতো ঢের ঢের মানুষ আমি আগে দেখেছি। টান মেরে মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি তাদের।'

'টান মেরে ছুঁড়ে ফেলব তোমাকেই। আর তোমার শরীর থেকে খানিকটা চর্বিও ঝরিয়ে ফেলব।' বিড়বিড় করে বলল লুবিশ্‌কিন। তারপরে সরে গিয়ে কোণে দাঁড়াল। আচমকা একটা কিছু অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, এজন্যে তৈরি করে নিল নিজেকে।

তুবিয়ানস্কোয় মিলের সেই ঘটনা তার ভালোই মনে আছে। ডনের ওপার থেকে জবরদস্ত-চেহারার কসাক এসেছিল এক, তার সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিয়েছিল মারিনা। দর্শকদের দারুণ মজা লেগেছিল যখন মারিনা লোকটিকে মাটিতে ফেলে দেয়। সেখানেই শেষ নয়, মাটির ওপরে ঠেসে ধরে একেবারে পর্যুদস্ত করে ফেলে আর মোক্ষম এই মন্তব্য করে বসে, 'খুড়ো হে, তোমার পক্ষে মেয়েমানুষের ওপরে চেপে থাকাটা মোটেই ভালো নয়! তারপরে একটু থেমে নিশ্বাস নিয়ে

বলে, 'তোমাকে যতোটুকু সাজে তা হচ্ছে তলায় থেকে চিঁ চিঁ করা!' এই বলে দাঁড়িপাল্লার দিকে চলে যায়। চলতে চলতে চুলটা পাট করে নেয়, মাথার রুমালটা ঠিকঠাক করে—লড়াই করার সময়ে যেটা খসে গিয়েছিল। লুবিশ্‌কিনের মনে পড়ল, মেঝের ওপরে ছড়িয়ে থাকা ময়দায় ও গোবরে কসাকের সারা শরীর মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় যখন উঠে দাঁড়ায় তার গালদুটো রাঙা হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটা মনে পড়তেই বাঁ-হাতের কনুইটা বাড়িয়ে দিয়ে মারিনাকে সাবধান করে দিল সে, 'খবরদার, আমার দিকে লাফ দিতে যেও না। যদিও যাও, তাহলে নিশ্চিতই জেনে রেখো, তোমার দিনের আলো ঘুচে যাবে চিরকালের জন্যে। এখান থেকে যাচ্ছ না কেন তুমি!'

'বটে, এই জিনিসটার গন্ধ নাকে যায়নি বুঝি এখনো!...'

মারিনা ঝাঁ করে তার স্কার্টের প্রান্ত তুলে ধরে লুবিশকিনের নাকের সামনে দিয়ে দুলিয়ে নিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ে গেল তার গোলাপী উরুর মসৃণ স্থূলতা আর তার শক্তসমর্থ শরীরের ননীতুল্য শুভ্রতা—মশলামুক্ত মধু-দধির মতো আঁটোসাঁটো ও সুদৃঢ়।

ফেটে-পড়া রাগে মারিনার প্রায় এক বেসামাল অবস্থা। এমনকি কড়া পোড়-খাওয়া লুবিশ্‌কিনও মারিনার শরীরের শক্তি ও শুভ্রতা দেখে হতচকিত। টলতে টলতে পিছিয়ে এল সে, বিমোহিতের মতো বিড়বিড় করে বলল, 'ওর শরীরে শয়তান ভর করেছে! মেয়েমানুষ নয় ও—পুরোদস্তুর পালের ঘোড়া। সরে যা শয়তানী!' এই বলে থুথু ফেলতে ফেলতে আর গালিগালাজ দিতে দিতে ফুঁসতে-থাকা মারিনার পাশ কাটিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেল।

টেবিলের ওপরে মাথা নুইয়ে আর চোখ বুজে হাসিতে ফেটে পড়ছিল দাভিদভ। রাজমিয়োৎনভ ছুটল লুবিশ্‌কিনের পেছনে পেছনে, দড়াম করে পেছনের দরজা বন্ধ করে গেল। ভেতরে রইল শুধু ইয়াকভ লুকিচ, সার্জেন্টের এই উগ্রচণ্ডী বিধবার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

'ওহে ভালোমানুষের ঝি, অমন চিল-চিৎকার লাগিয়েছ কেন বলো তো? বড়ো বেহায়া তো তুমি। আর পরনের স্কার্ট তুলে ধরা—এমন কাণ্ড যে হতে পারে কেউ কখনো শুনেছে! আমি বুড়ো মানুষটা এখানে রয়েছি, এই বিবেচনাটুকুও তোমার অন্তত থাকা উচিত ছিল।'

'থামো দিকি, বাস্‌!' ইয়াকভ লুকিচকে এক ধমক দিয়ে মারিনা দরজার দিকে চলে গেল। 'বুড়ো মানুষটা যে তুমি কি-রকম তা আমার ভালোই জানা আছে!

এবারে ছইটসান পরবের সময়ে—আমি যখন গাড়ি বোঝাই করে খড় নিয়ে যাচ্ছিলাম—আমাকে কী দিতে চেয়েছিলে মনে আছে তো? কী, তার বেলায়! ভুলে গেলে নাকি? হেঁচুড়ে ধেড়ে জানোয়ার কোথাকার!'

একটা বজ্রবিদ্যুতের মতো উঠোনের ওপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মারিনা। বিব্রতভাবে কাশতে কাশতে আর আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে ইয়াকভ লুকিচ জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আধঘণ্টা পরে দেখতে পেল মারিনা তার গাড়ির জোয়ালের সঙ্গে নিজেকে জুতে নিয়েছে, তারপরে অতি অনায়াসে গাড়ির পেছন দিকে জুড়ে নিল প্রথম টিমের উঠোন থেকে তুলে আনা মই ও লাঙল। দিয়োমকা উশাকভ একটু আগে বৃষ্টির জন্যে মাঠ থেকে এসেছিল, সে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মারিনাকে অনুসরণ করল ও কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, 'মারিনা, এই যে নাগরিকা পোয়ারকোভা, শুনতে পাচ্ছ? মারিনা, টিমের তালিকায় যার নাম উঠে গিয়েছে তোমার সেইসব সম্পত্তি আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি না।'

'পারো বৈকি!'

'বুড়ো বেহায়া, তুমি কি বুঝতে পারো না যে এইসব সম্পত্তি সমাজের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। ওগুলো ফিরিয়ে দাও, আকাপনা করার আর কোনো দরকার নেই। মেয়েমানুষ তো তুমি, না কী! চুরি করার অর্থটা কী? এখন তো ওরা তোমাকে আদালতে দাঁড় করতে পারে! দাভিদভ লিখে না দেওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি জিনিসপত্তর নিতে দিতে পারি না।'

'পারো বৈকি!' মারিনার সংক্ষিপ্ত জবাব।

দিয়োমকার চোখ একেবারে ট্যারা। তার হাতদুটো মিনতির ভঙ্গিতে বুকের কাছটা আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু মারিনার মুখখানা উদ্ভাসিত, তার সর্বাঙ্গে ঘাম, রাস্তা দিয়ে গাড়িটাকে অপ্রতিহত টেনে নিয়ে চলেছে, গাড়ির কিনারে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মইটা বিষণ্ণ টুং-টাং আওয়াজ করে চলেছে।

'ওর কাছ থেকে গাড়িটা নিয়ে নিলেই ঠিক হয় এখন, উচিত শিক্ষা পায়। কিন্তু কাজটা করা যায় কি-ভাবে? ওর সঙ্গে যদি কাড়াকাড়ি করতে যাও, সেটা সুবিধের হবে না। বরং তোমারই মনে হবে, এর চেয়ে না জন্মানো ভালো ছিল!' এই ভাবতে ভাবতে ইয়াকভ লুকিচ পাশের একটা গলি দিয়ে বুদ্ধিমানের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন রাজমিয়োৎনভ মারিনার বাড়ি থেকে নিজের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে

গেল—তার বন্দুক, তার টোটার বেল্ট, তার কাগজপত্র। নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। এই বিচ্ছেদের জন্তে সে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে, আর তাই চেষ্টা করছে যেন একা থাকতে না হয়। এই উদ্দেশ্যে সে গেল নাগুলনভের কাছে, কথা বলার জন্তে, 'মনের কষ্ট দূর করার জন্তে।'

গ্রেমিয়াচি লগের ওপরে রাত্রি নামছে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একটা কালির মতো জলজল করছে বৃষ্টি-ধোঁয়া নবীন চাঁদ। সারা গ্রাম জুড়ে রুক্ষ মার্চের নিস্তব্ধতা, তাকে ভঙ্গ করার জন্তে আছে শুধু অশান্ত ঝরনার গুঞ্জন। শক্ত হয়ে আসা কাদায় হাঁটতে গিয়ে আন্দ্রেইর বুট থেকে প্যাচপ্যাচ শব্দ হচ্ছে। নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে সে। এরই মধ্যে ভিজে বাতাসে টের পাওয়া যাচ্ছে বসন্তের জেগে-ওঠা গন্ধ। মাটি থেকে উঠছে মৃদু তিক্ততা, কারাইয়ের আঙিনা থেকে পচে ওঠা খড়ের ভারী নিশ্বাস, বাগিচা থেকে তীক্ষ্ণ মদির সুগন্ধ, আর বেড়ার ধারে ধারে গজিয়ে ওঠা নতুন ঘাস থেকে উঠছে কড়া তাজা মাতাল-করানো গন্ধ।

রাত্রির এই বিবিধ গন্ধ লোভীর মতো নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতে লাগল আন্দ্রেই, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল পায়ের কাছে জমে থাকা জলে তারাগুলো ভেঙে যাচ্ছে ও ঝিলিক দিয়ে উঠছে। মারিনার কথা ভাবল আর টের পেল আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণার জ্বালা-ধরানো অশ্রুতে তার দুই চোখ ভরে গিয়েছে।

একত্রিশ

বুড়ো শ্চুকার আনন্দের সঙ্গে যৌথখামারের পরিচালনা বোর্ডে স্থায়ী সহিসের কাজ নিল। ছুটো পালের ঘোড়ার ভার পড়ল তার ওপরে—ঘোড়াছুটো আগে ছিল কলাকদের, এখন পরিচালনা বোর্ডকে দেওয়া হচ্ছে দরকারী সফর সারবার জন্যে। ঘোড়াছুটোর ভার দিতে এসে বুড়ো শ্চুকারকে ইয়াকভ লুকিচ বলেছিল, 'চোখের মণির মতো ওদের তদারক করবে! লক্ষ রাখবে ওরা যেন সবসময়ে বহাল তবিয়তে থাকে। বেশি ছোটাছুটি করিও না। এই ছাইরঙা পালের ঘোড়াটা তিতোকের, পুরোদস্তর খানদানী। আর এই তামাটে ঘোড়াটারও শরীরে আছে ভালো ডন রক্ত। আমাদের এখানে ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত বড়ো একটা করতে হয় না। শিগগিরি এ ছুটোকে মাদী ঘোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে দেব। ওদের দায়িত্ব তোমার ওপরে থাকল।'

বুড়ো শ্চুকার জবাব দিল, 'কাকে কী বলছ! তুমি কি মনে করো ঘোড়ার তদারক করতে আমি জানিনে? সারা জীবন প্রচুর ঘোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যদি কেউ করেই থাকে। তাই বা কেন, আমার হাত দিয়ে যতো ঘোড়া পার হয়েছে, সেগুলো সংখ্যায় যতো, কারও কারও মাথায় চুলের সংখ্যা তার চেয়ে কম।'

সত্যি কথা বলতে কি, শ্চুকারের সারা জীবনে 'তার হাত দিয়ে পার হয়েছে' মাত্র ছুটি বুড়ো নিকৃষ্ট ঘোড়া। প্রথমটি সে একটি গাইয়ের জন্যে বদল করেছিল। আর দ্বিতীয়টি নিয়ে যে-ঘটনা ঘটেছিল তা এই: বছর কুড়ি আগে একদিন বুড়ো শ্চুকার বেশ খোশমেজাজ নিয়ে ভয়েসকোভয় গ্রাম থেকে ফিরছিল। পথে দেখা হয়ে যাওয়া একদল জিপসির কাছ থেকে একটা মাদী ঘোড়া সে কিনেছিল ত্রিশ রুবলে। কেনাবেচা হবার সময়ে মাদী ঘোড়াটাকে মনে হয়েছিল হৃষ্টপুষ্ট, ইঁদুরের মতো পাঁশুটে রঙ, ঝোলা কান, একচোখ কানা, কিন্তু খুবই তাগড়া। বুড়ো শ্চুকার সেই জিপসির সঙ্গে দুপুর পর্যন্ত দর-কষাকষি চালিয়ে যায়। দর নিয়ে বার চল্লিশেক হাত মেলায়, আবার ছাড়িয়ে নেয়, আবার নতুন করে দর-কষাকষি শুরু করে।

জিপসি শপথ নিয়ে বলে, 'এই বাদী ঘোড়াটা ওর সমান ওজনের সোনার চেয়েও দামী, এই যা বললাম। ও যখন কদমে ছুটবে তখন যদি চোখটি বোজাও তাহলে আর তলার মাটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। ওঃ, সে কি ছুট—মানুষের ভাবনার মতো, পাখির মতো।' ক্লান্ত শ্চুকারের কোটের প্রান্তটা চেপে ধরে আর তার চোখের দিকে থুতু ছেটাতে ছেটাতে জিপসিটা নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে।

'দূর, দূর! ওর তো দাঁত প্রায় নেই বলতে গেলে, একটা চোখ নষ্ট, খুরগুলো সব ভাঙা, পেট একটেরে হয়ে গিয়েছে। একে তুমি সোনার চেয়ে দামী বলো! সোনা নয়, সোনা নয়, এক আগুন ঝামেলা!' শ্চুকার ঘোড়ার গুণপনা একেবারেই উড়িয়ে দেয়। ওদিকে ভয়ংকর রকমের উৎকণ্ঠিত যে দামের যেটুকু ফারাক থাকার জন্যে ঘোড়াটা সে কিনতে পারছে না সেটা যেন জিপসিটা ছেড়ে দেয়।

'ওর দাঁত নিয়ে তোমার হবেটা কি শুনি? দাঁত না থাকলেই ও খাবে অল্প। কিন্তু বয়েস ওর খুবই কম, সেটাই আসল কথা। বলতে গেলে একেবারেই বাচ্চা! কি করে যেন একটা অসুখে ধরে আর সেই অসুখেই দাঁতগুলো যায়। আর একটা চোখ যদি নষ্টই হয়ে থাকে তাতে কী যায় আসে। তাছাড়া, নষ্ট বলাটা ঠিক না, একটা চোখ সাদা হয়ে ফুলে রয়েছে, এই আর কি। আর খুরের কথা বলছ, ও ঠিক নতুনের মতো সেরে উঠবে। হ্যাঁ, হতে পারে, চোখের দেখায় ওকে রূপসী বলা চলে না। তার দরকারটা কি, তুমি তো ওকে নিয়ে বিছানায় শুতে যাচ্ছ না, যাচ্ছ কি? ঘোড়াটা তোমার দরকার জমিতে চাষ দেবার জন্যে! আর ওর পেটটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ তো—এই হচ্ছে ক্ষমতার লক্ষণ, যা বললাম! আর ও যখন ছোটে, মাটি কাঁপতে থাকে! আর ছুটতে ছুটতে একবার যদি পড়ে যায় তাহলে আর তিনদিনের মধ্যে ওকে ওঠাতেই পারবে না! শোন্না বাছ, তুমি কি চাও তিরিশ রুবল দিয়ে একটা রেসের ঘোড়া কিনতে? জ্যান্ত পাবে না, শুনে রাখো। আর যদি মরেই যায় তাহলে তার মাংস পাবার জন্যে পয়সা লাগে না।'

সৌভাগ্যের কথা, জিপসিটার প্রাণে দয়ামায়া আছে বোঝা যায়। আরো কিছুক্ষণ দরাদরি চলার পরে দামের যে ফারাকটুকুর জন্যে আটকাচ্ছিল সেটুকু ছেড়ে দেয় সে, ঘোড়ার লাগাম তুলে দেয় শ্চুকারের হাতে, এমনকি ভান-করা একটু কান্না পর্যন্ত কেঁদে নেয় ও লম্বা ঝকঝকে-নীল জামার আস্তিন দিয়ে তার বাদামী কপালটা মোছে।

ঘোড়াটা শ্চুকারের হাতে যেতেই দেখা যায় তার তাগড়া-ভাব উবে গিয়েছে।

শচুকার প্রাণপণে চেষ্টা করছে ঘোড়াটাকে তার পেছনে পেছনে টেনে নিতে, আর ঘোড়াটা তাতে সাড়া দিচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে, ঠুনকো পা অল্প অল্প বাড়িয়ে টলতে টলতে হাঁটছে। আর ঠিক তখনই চকখড়ির মতো সাদা নিখুঁত দাঁতের সারি বার করে জিপসিটা হেসে ওঠে আর শচুকারকে শুনিয়ে গলা ছাড়ে:

'হেই দাদু! ভন কসাক! আমি যে কতখানি দয়া করলাম মনে রেখো! ওই মাদী ঘোড়াটা চল্লিশ বছর আমার কাজ করে এসেছে, তোমারও তাই করবে। তবে মনে রেখো, হপ্তায় একবার খাওয়াবে ওকে, নইলে পেট ছেড়ে দেবে ওর! আমার বাবা রুমানিয়া থেকে এখানে এসেছিল ওর পিঠে চেপে। আর আমার বাবা ওকে পেয়েছিল ফরাসীদের কাছ থেকে, ফারাসীরা যখন মস্কো থেকে পিছু হটছিল সেই সময়ে। এমন ঘোড়া সচরাচর মেলে না, যাই বলো!'

আরো কি-যেন চিৎকার করে বলে সে, শচুকার তখন তার সওদাকে টানতে টানতে হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর চারধারে ও জিপসির পায়ের কাছে দাঁড়কাকের মতো কালো ও সরব জিপসি ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে ও সোরগোল করছে। জিপসি মেয়েরা তীক্ষ্ণ গলায় হাসছে। কিন্তু বুড়ো শচুকার এগিয়ে চলেছে কোনোদিকে নজর না দিয়ে। ভাবছে, 'ঘোড়াটা কেমন কিনেছি সেটা আমি নিজেই দেখতে পারি। আমার যদি টাকা থাকত তাহলে আরো ভালো ঘোড়া কিনতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই জিপসিটা বেশ মজার লোক, ঠাট্টাতামাসা ভালোবাসে, আমার মতো। হ্যাঁ, যাই বলো, এখন আমি ঘোড়ার মালিক। রোববার আমার বৌকে এই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বাজারে নিয়ে যাব।'

কিন্তু তুবিয়ানস্কোই পৌঁছবার আগেই ঘোড়াটাকে নিয়ে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে থাকে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে গিয়েছিল শচুকার, দেখে চমকে ওঠে। তার পেছনে, পেট-মোটা চকচকে যে জীবটি সে কিনেছিল, তার জায়গায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে রোগা ডিগডিগে নিকৃষ্ট একটা ঘোড়া, তার পেটটা ঝুলে পড়েছে, আর পাছা ঘিরে গভীর গভীর গর্ত। মাত্র আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঘোড়াটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে আগে যা ছিল তার অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, দুষ্ট প্রেতাত্মাকে তাড়াবার জন্যে মন্ত্র আউড়ে, শচুকার হাত থেকে লাগামটা ফেলে দেয়, আর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। টের পায় যে পলকের মধ্যে তার নেশার ঘোর উবে গিয়েছে। তারপর ঘোড়ার চারদিকে একটা পাক

দিতে গিয়ে আবিষ্কার করতে পারে ঘোড়ার শরীরের এমন অবিশ্বাস্য ক্ষত করের কারণ। ঘোড়াটার দড়ির মতো লেজ একদিকে কাৎ হয়ে বিশ্রী ও কুৎসিত রকমের খোপাকৃপি উঁচিয়ে আছে আর সেই লেজের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে হিসহিস আওয়াজ তুলে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসের প্রবাহ আর ছিটে ছিটে পাতলা নাদি। 'হায় রে, এ কী হল!' দু-হাতে মাথা চেপে ধরে কাতরে ওঠে শচুকার। তারপরে লাগামটা তুলে নেয় আর দ্বিগুণ জোরে ঘোড়াটাকে টানতে শুরু করে। তুবিয়ানস্কোই পর্যন্ত সারা রাস্তা ঘোড়াটার পেটের ভেতর থেকে আগ্নেয়গিরির মতো উদ্গীরণ চলতেই থাকে আর বিশ্রী একটা ছাপে চলার পথ চিহ্নিত হয়ে যায়।

শচুকার যদি ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেত তাহলে হয়তো ত্রেমিয়াচি লগে পৌঁছে যেতে পারত। কিন্তু তুবিয়ানস্কোই গ্রামের প্রথম বাড়িটার সামনা-সামনি যখন পৌঁছয়, যে-বাড়িটায় থাকে তার বাচ্চার ধর্মবাপ ও আরো কয়েক-জন পরিচিত কসাক, তখন ঠিক করে বসে যে এবার সে ঘোড়াটার পিঠে চাপবে আর ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে, হাঁটি হাঁটি করে যদি যেতে হয়—তবুও। লোকে দেখবে যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা ঘোড়া সে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে—তা হতেই পারে না। হঠাৎ তার মধ্যে জেগে ওঠে, যেমন আগেও উঠেছিল, প্রচণ্ড একটা গর্ব ও সেইসঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা যে লোকের কাছে দেমাক করবে ও দেখাবে সে এখন গরীবের দল থেকে উঠে এসেছে, সে এখন ঘোড়ায় চাপছে, যদিও ঘোড়াটা হয়তো ভালো নয়—কিন্তু তার নিজের তো বটে। 'হোয়া-হো! খবরদার। ওসব কায়দা-কেরামতি আর মস্করা আর নয়!' হিংস্র হুংকার দিয়ে ওঠে শচুকার, আড়চোখে তাকিয়ে সে দেখে নিয়েছে সামনের বাড়ি থেকে তার পরিচিত একজন কসাক বেরিয়ে আসছে। এমনি হুংকার দিয়েই সে লাগামে টান দেয় ও মহিমান্বিত একটা চেহারা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। তার সেই ঘোড়া, যার সমস্ত 'কায়দা-কেরামতি আর মস্করা' অবশ্যই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে অনেক বছর আগে সেই দূর শৈশবকালে, সে এখন আবার সেগুলো সম্পন্ন করতে প্রকৃতপক্ষে অনিচ্ছুক। মাথাটা বিষণ্ণভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে আর পেছনের দু-পা একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকে। শচুকার ভাবে, 'আমি এখন আমার বাচ্চার ধর্মবাপের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাব। ও আমাকে দেখুক!' শচুকার একটা লাফ দেয় আর ঘোড়ার পিঠের উঁচুনিচু শিরার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে। তারপরেই এমন এক ঘটনা ঘটে যা পরে বহুকাল যাবৎ তুবিয়ানস্কোইর কসাকদের মধ্যে গল্পের বিষয় হয়ে থেকেছে। এই সেই স্থান যেখানে বুড়ো শচুকার অভূতপূর্ব এক

কল্যাকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। গল্পটা আজও টিকে আছে এবং সম্ভবত আগামী পুরুষেও চলতে থাকবে।···শ্চুকারের পা সবে মাটি ছেড়েছে, সে গিয়ে পড়েছে ঘোড়ার পিঠের ওপরে ও আড়াআড়ি ঝুলছে আর চেষ্টা করছে ঘোড়-সওয়ারের ভঙ্গিমায় উঠে বসতে ঠিক তখনই ঘোড়াটা সামনের দিকে টলে পড়ে, তার পেটের ভেতর থেকে গুড়-গুড় আওয়াজ বেরোতে থাকে, পর মুহূর্তেই লেজটা শূন্যে উঁচিয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর শ্চুকার দু-হাত ছড়িয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে রাস্তা পেরিয়ে ধপাস করে গিয়ে পড়ে রাস্তার ধারে ধুলোমাখা ঝোপের মধ্যে। হতভম্ব হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। তারপরে চোরা চোখে তাকিয়ে যখন টের পেয়ে যায় যে তার এই হতমান হওয়াটা কসাকের চোখে পড়ে গিয়েছে, তখন ঠিক করে গলা ফাটিয়ে ব্যাপারটাকে সামলে নেবে। হুংকার দিয়ে ওঠে, 'ওরে শয়তানী, তিড়িংবিড়িং করা বন্ধ করবি কিনা!' ঘোড়াটার দিকে লাথি ওঠায়। ঘোড়াটা উঠে দাঁড়ায়, তারপরে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে রাস্তার ধারের শুকিয়ে যাওয়া ঝোপের দিকে এগিয়ে চলে।

যে-কসাক শ্চুকারকে দেখেছিল সে খুব হাস্যরসিক ও মজাদার লোক। বেড়া টপকে সে ছুটে আসে শ্চুকারের কাছে। 'এই যে শ্চুকার, ভালো তো? ঘোড়া কিনলে বুঝি?' 'হ্যাঁ, কিনেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। হত-চ্ছাড়ী বড়োই চঞ্চল, পিঠে চাপতে চেষ্টা করেছ কি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। মনে হয় ওর পিঠে কেউ কখনো চাপেনি—আধা-বুনো, এই আর কি।' চোখদুটোকে ঘোঁচ করে সেই কসাক ঘোড়াটাকে একবার কি দু-বার পাক দেয়, তারই মধ্যে ঘোড়াটার দাঁতও পরীক্ষা করে দেখে, তারপরে গুরুগম্ভীর স্বরে বলে, 'হ্যাঁ, তাই। ওর পিঠে কেউ কখনো চাপেনি। মনে হচ্ছে উচ্চবংশের রক্ত রয়েছে ওর শরীরে। ওর দাঁত দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর বয়েস অন্তত পঞ্চাশ। কিন্তু উচ্চবংশের রক্ত থাকার জন্যে কেউ ওকে বাগে আনতে পারেনি।' শ্চুকার যখন দেখে কসাকটি তার প্রতি সহানুভূতিশীল, সে সাহস করে একটি প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা আমাকে বলো তো ইগনাতি পোরফিরিচ, ঘোড়াটা এত অল্প সময়ের মধ্যে রোগা হয়ে গেল কি করে? আমি ওকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসছিলাম আর আমার চোখের সামনেই ও গলে গলে যাচ্ছিল। আর প্রচণ্ড বেগে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বেরিয়ে আসছিল ওর শরীর থেকে আর একটা গর্ত ভরিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট নাদি।' 'ঘোড়াটা তুমি কিনেছ কোত্থেকে? জিপসিদের কাছ থেকে নয় আশা করি, কি বলো?' 'হ্যাঁ, জিপসিদের কাছ থেকেই। তোমাদের গ্রামের ঠিক বাইরেই

দিকে গিয়ে আবিষ্কার করতে পারে ঘোড়ার শরীরের এমন অবিশ্বাস্য ক্রত ক্ষয়ের কারণ। ঘোড়াটার হাড়ির মতো লেজ একদিকে কাৎ হয়ে বিশ্রী ও কুৎসিত রকমের কোণাকুণি উঁচিয়ে আছে আর সেই লেজের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে হিসহিস আওয়াজ তুলে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসের প্রবাহ আর ছিটে ছিটে পাতলা নাদি। 'হায় রে, এ কী হল!' দু-হাতে মাথা চেপে ধরে কাতরে ওঠে শ্চুকার। তারপরে লাগামটা তুলে নেয় আর দ্বিগুণ জোরে ঘোড়াটাকে টানতে শুরু করে। তুবিয়ানস্কোই পর্যন্ত সারা রাস্তা ঘোড়াটার পেটের ভেতর থেকে আগ্নেয়গিরির মতো উদ্গীরণ চলতেই থাকে আর বিশ্রী একটা ছাপে চলার পথ চিহ্নিত হয়ে যায়।

শ্চুকার যদি ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেত তাহলে হয়তো গ্রেমিয়াচি লগে পৌঁছে যেতে পারত। কিন্তু তুবিয়ানস্কোই গ্রামের প্রথম বাড়িটার সামনা-সামনি যখন পৌঁছয়, যে-বাড়িটায় থাকে তার বাচ্চার ধর্মবাপ ও আরো কয়েক-জন পরিচিত কসাক, তখন ঠিক করে বসে যে এবার সে ঘোড়াটার পিঠে চাপবে আর ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে, হাঁটি হাঁটি করে যদি যেতে হয়—তবুও। লোকে দেখবে যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা ঘোড়া সে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে—তা হতেই পারে না। হঠাৎ তার মধ্যে জেগে ওঠে, যেমন আগেও উঠেছিল, প্রচণ্ড একটা গর্ব ও সেইসঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা যে লোকের কাছে দেমাক করবে ও দেখাবে সে এখন গরীবের দল থেকে উঠে এসেছে, সে এখন ঘোড়ায় চাপছে, যদিও ঘোড়াটা হয়তো ভালো নয়—কিন্তু তার নিজের তো বটে। 'হোয়া-হো! খবরদার! ওসব কায়দা-কেরামতি আর মস্করা আর নয়!' হিংস্র হুংকার দিয়ে ওঠে শ্চুকার, আড়চোখে তাকিয়ে সে দেখে নিয়েছে সামনের বাড়ি থেকে তার পরিচিত একজন কসাক বেরিয়ে আসছে। এমনি হুংকার দিয়েই সে লাগামে টান দেয় ও মহিমান্বিত একটা চেহারা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। তার সেই ঘোড়া, যার সমস্ত 'কায়দা-কেরামতি আর মস্করা' অবশ্যই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে অনেক বছর আগে সেই দূর শৈশবকালে, সে এখন আবার সেগুলো সম্পন্ন করতে প্রকৃতপক্ষে অনিচ্ছুক। মাথাটা বিষণ্ণভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে আর পেছনের দু-পা একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকে। শ্চুকার ভাবে, 'আমি এখন আমার বাচ্চার ধর্মবাপের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাব। ও আমাকে দেখুক!' শ্চুকার একটা লাফ দেয় আর ঘোড়ার পিঠের উঁচুনিচু শিরার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে। তারপরেই এমন এক ঘটনা ঘটে যা পরে বহুকাল যাবৎ তুবিয়ানস্কোইর কসাকদের মধ্যে গল্পের বিষয় হয়ে থেকেছে। এই সেই স্থান যেখানে বুড়ো শ্চুকার অভূতপূর্ব এক

লজ্জাকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। গল্পটা আজও টিকে আছে এবং সম্ভবত আগামী পুরুষেও চলতে থাকবে।...শ্চুকারের পা সবে মাটি ছেড়েছে, সে গিয়ে পড়েছে ঘোড়ার পিঠের ওপরে ও আড়াআড়ি ঝুলছে আর চেষ্টা করছে ঘোড়-সওয়ারের ভঙ্গিমায় উঠে বসতে ঠিক তখনই ঘোড়াটা সামনের দিকে টলে পড়ে, তার পেটের ভেতর থেকে গুড়-গুড় আওয়াজ বেরোতে থাকে, পর মুহূর্তেই লেজটা শূন্যে উঁচিয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর শ্চুকার দু-হাত ছড়িয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে রাস্তা পেরিয়ে ধপাস করে গিয়ে পড়ে রাস্তার ধারে ধুলোমাখা ঝোপের মধ্যে। হতভম্ব হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। তারপরে চোরা চোখে তাকিয়ে যখন টের পেয়ে যায় যে তার এই হতমান হওয়াটা কসাকের চোখে পড়ে গিয়েছে, তখন ঠিক করে গলা ফাটিয়ে ব্যাপারটাকে সামলে নেবে। হুংকার দিয়ে ওঠে, 'ওরে শয়তানী, তিড়িংবিড়িং করা বন্ধ করবি কিনা!' ঘোড়াটার দিকে লাথি ওঠায়। ঘোড়াটা উঠে দাঁড়ায়, তারপরে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে রাস্তার ধারের শুকিয়ে যাওয়া ঝোপের দিকে এগিয়ে চলে।

যে-কসাক শ্চুকারকে দেখেছিল সে খুব হাস্যরসিক ও মজাদার লোক। বেড়া টপকে সে ছুটে আসে শ্চুকারের কাছে। 'এই যে শ্চুকার, ভালো তো? ঘোড়া কিনলে বুঝি?' 'হ্যাঁ, কিনেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। হত-চ্ছাড়ী বড়োই চঞ্চল, পিঠে চাপতে চেষ্টা করেছ কি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। মনে হয় ওর পিঠে কেউ কখনো চাপেনি—আধা-বুনো, এই আর কি।' চোখদুটোকে ঘোঁচ করে সেই কসাক ঘোড়াটাকে একবার কি দু-বার পাক দেয়, তারই মধ্যে ঘোড়াটার দাঁতও পরীক্ষা করে দেখে, তারপরে গুরুগম্ভীর স্বরে বলে, 'হ্যাঁ, তাই। ওর পিঠে কেউ কখনো চাপেনি। মনে হচ্ছে উচ্চবংশের রক্ত রয়েছে ওর শরীরে। ওর দাঁত দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর বয়েস অন্তত পঞ্চাশ। কিন্তু উচ্চবংশের রক্ত থাকার জন্যে কেউ ওকে বাগে আনতে পারেনি।' শ্চুকার যখন দেখে কসাকটি তার প্রতি সহানুভূতিশীল, সে সাহস করে একটি প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা আমাকে বলো তো ইগনাতি পোরফিরিচ, ঘোড়াটা এত অল্প সময়ের মধ্যে রোগা হয়ে গেল কি করে? আমি ওকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসছিলাম আর আমার চোখের সামনেই ও গলে গলে যাচ্ছিল। আর প্রচণ্ড বেগে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বেরিয়ে আসছিল ওর শরীর থেকে আর একটা গর্ত ভরিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট নাদি।' 'ঘোড়াটা তুমি কিনেছ কোত্থেকে? জিপসিদের কাছ থেকে নয় আশা করি, কি বলো?' 'হ্যাঁ, জিপসিদের কাছ থেকেই। তোমাদের গ্রামের ঠিক বাইরেই

ওরা তাঁবু ফেলে রয়েছে।' 'তাহলে শোন ঘোড়াটা কেন রোগা হয়েছে।' কলাকটি বুঝিয়ে বলে, ঘোড়া সম্পর্কে ও জিপসিদের সম্পর্কে তার কিছু জ্ঞান আছে, 'ঘোড়াটা তোমার কাছে বিক্রি করার আগে ওরা ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঘোড়াটাকে ফুলিয়ে তুলেছে। ওদের হাতে যদি এমন ঘোড়া থাকে যেটা বয়েস হওয়াতে রোগা হয়ে গিয়েছে, তখন ওরা করে কি, ওটার পোঁদের মধ্যে দিয়ে একটা নল ঢুকিয়ে দেয় আর দলের সবাই পালা করে সেই নলে ফুঁ দিয়ে চলে—যতোক্ষণ-না ঘোড়ার শরীরের পাশগুলো ফুলে ফুলে ওঠে আর ঘোড়াটাকে চমৎকার হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। তারপরে যখন ষাঁড়ের থলির মতো ঘোড়াটাকে ওরা ফুলিয়ে তুলতে পেরেছে, তখন ওরা করে কি, নলটা বার করে নেয় ও আলকাতরা মাখানো ন্যাকড়া বা অন্য যা-হোক কিছু দিয়ে বাতাসের বাইরে আসার পথ বন্ধ করে। তুমি যে ঘোড়াটা কিনেছ সেটা এই রকমের ঘোড়া। যেটা দিয়ে ওরা বাতাস বেরিয়ে আসার পথ বন্ধ করেছিল সেটা নিশ্চয়ই রাস্তায় আসার সময়ে খুলে পড়ে গিয়েছে। তাই ঘোড়াটা আবার আগেই মতোর রোগা।...ফিরে গিয়ে তুমি যদি ফুটো বন্ধ করার ব্যবস্থাটা খুঁজে আনতে পারো তাহলে আবার আমরা ঘোড়াটাকে ফুলিয়ে তুলতে পারি।' 'শয়তান ওদের ফুলিয়ে তুলুক!' চিৎকার করে কথাগুলো বলে বুড়ো শচকার ছুটে যায় জিপসিদের তাঁবুর দিকে। কিন্তু পাহাড়ের চুড়োয় উঠেই দেখতে পেয়ে যায়, নদীর ধারে না আছে তাঁবু, না আছে গাড়িঘোড়া। তাঁবু যেখানে ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে আগুনের নীল ধোঁয়া। আর গ্রীষ্মকালীন রাস্তায় অনেক দূরে ধূসর ধুলো পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে ও বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। রূপকথায় যেমন হয় তেমনিভাবেই জিপসিরা অদৃশ্য।

শচুকার কেঁদে ফেলে তারপরে আবার ফিরে আসে। সন্ধ্যায় ইগ্নাৎ পোরফিরিচ আবার বেরিয়ে আসে তার ঘর থেকে। বলে, 'আমি ওর পেটের নিচে কাঁধ দিয়ে থাকব। তখন যতোই মেজাজ দেখাক, কিছুতেই পড়বে না। তখন তুমি ঘোড়াটার পিঠে চেপে বোসো।' লজ্জায় ও দুঃখে ঘামতে ঘামতে শচুকার এই প্রস্তাব মেনে নেয় এবং কোনোরকমে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসতে পারে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যের এখনো শেষ হয়নি। ঘোড়াটা এবারে আর পড়ে না, কিন্তু তার চলন হয়ে ওঠে রীতিমতো বিস্ময়কর। সামনের পা-দুটো সে আগে বাড়িয়ে দেয়, যেন কদমে ছুটতে শুরু করবে, পেছনের পা-দুটো ছুঁড়ে দেয় তার পিঠের চেয়েও উঁচুতে। এমনি ভঙ্গিতে সে শচুকারকে বয়ে নিয়ে যায় প্রথম রাস্তার মোড় পর্যন্ত। এই দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ারি চলা-কালে শচুকারের মাথা থেকে তার টুপি উড়ে যায়

এবং প্রচণ্ড ঠোক্কর খাওয়ার জন্তে বার চারেক মনে হয় তার শরীরের ভেতরটার কী যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। 'ঈশ্বরের নামে বলছি, এভাবে ঘোড়ায় চাপা যায় না।' শ্চুকার মনে মনে ঠিক করে আর কদমের মুখেই ঘোড়া থেকে নেমে যায়। টুপিটা কুড়িয়ে নেবার জন্তে পেছন ফেরে। আর যেই দেখতে পায় যে একদল লোক রাস্তা দিয়ে তারই দিকে দ্রুত পা চালিয়ে আসছে, অমনি আবার উল্টোদিকে ঘুরে যায়। তারপরে হঠাৎ বেগসম্পন্ন হয়ে ওঠা সেই হতভাগ্য পশুকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত গ্রামের বাইরে চলে যায়। বাচ্চারা পেছন পেছন আধে মিল পর্যন্ত, তারপরে ফিরে যায়। কিন্তু আরো একবার সেই জিপসি 'ভাবনার' পিঠে চড়ার সাহস শ্চুকারের নেই। পাহাড়ের ওপর উঠে সে অনেকখানি ঘুরে গ্রামকে বেড় দেয়। তবে পাহাড়ের ওপরে ওঠার পরে ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যেতে ক্লান্তি বোধ করে। তখন ঠিক করে ঘোড়াটাকে সামনে রেখে পেছন থেকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। আর তখনই টের পাওয়া যায়, এত দাম দিয়ে সে যে ঘোড়াটি কিনেছে তার ছুটি চোখই অন্ধ। ঘোড়াটা সরাসরি এগিয়ে যায় বাঁধ বা খাদের দিকে, তারপরে লাফিয়ে পার না হয়ে সেই বাঁধ বা খাদের মধ্যে গিয়েই পড়ে। তারপরে অনেক কষ্টে সামনের দুই কাঁপা-কাঁপা পা বাড়িয়ে টেনে তোলে নিজেকে এবং আবার সেই অন্ধভাবেই চলতে থাকে। তারপরে শ্চুকার লক্ষ করে ঘোড়াটার চলন স্বাভাবিক ধরনের নয়, ঘোড়াটা চলে চক্কর দিতে দিতে।...সর্বশেষ এই আবিষ্কারে হতভম্ব হয়ে গিয়ে শ্চুকার ঘোড়াটাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বসে। তখন দেখতে পায়, একটি চক্কর সম্পূর্ণ করার পরেই ঘোড়াটা নতুন একটা চক্কর শুরু করে, এবং এমনি চলতে থাকে অদৃশ্য এক ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো। এবারে শ্চুকার অন্য কারও সাহায্য না নিয়েই অনুমান করতে পারে যে যে-ঘোড়াটা সে কিনেছে তার সম্পূর্ণ দীর্ঘ জীবন কেটেছে জল তোলার চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এই কাজ করতে করতেই সে অন্ধ ও বৃদ্ধ হয়েছে।

দিনের বেলা গ্রামে মুখ দেখাতে তার লজ্জা করতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় চালু জমিতে ঘোড়াটাকে চরিয়ে। তারপরে যখন অন্ধকার হয় তখনই ঘোড়াটাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। তার বৌ, বিশালবপু ও প্রচণ্ড-খাণ্ডারনী তার বৌ, তাকে কি-রকম অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তার এই মার-খাওয়া সওদার জন্তে ক্ষুদ্র ও সামান্ত শ্চুকারকে কতখানি ভুগতে হয়েছিল তা 'অজ্ঞাত অন্ধকারে চাপা' আছে। এই ভাষাতেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে শ্চুকারের সে-সময়কার বন্ধু লোকাতেয়েভ মুচী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অল্প কিছুকাল পরেই ঘোড়াটার

গায়ে পোকা ধরে, তার সমস্ত লোম পড়ে যায়, এবং এই বিসদৃশ অবস্থায় একদিন মধ্যরাতে শচুকারের উঠোনে নিঃশব্দে মারা পড়ে। শচুকার ও তার ইয়ার দোকানদারেরা ঘোড়ার চামড়া বিক্রি করে এবং সেই পয়সায় মদ খেয়ে মাতাল হয়।

ইয়াকভ লুকিচকে যখন সে বলেছিল যে জীবনে প্রচুর ঘোড়া সে দেখেছে, তখন ভালো করেই জানত ইয়াকভ লুকিচ তার কথা বিশ্বাস করবে না। কেননা শচুকার সারাটা জীবন কাটিয়েছে ইয়াকভ লুকিচের চোখের ওপরেই। কিন্তু বুড়ো শচুকারের এইটেই স্বভাব। দেমাক না করে বা লম্বা লম্বা গল্প না ফেঁদে সে থাকতে পারে না। অদম্য এক তাড়নায় সে এমন সব কথা বলে বসে যা একটু পরেই সে সানন্দে অস্বীকার করতে পারে।...

এমনিভাবে বুড়ো শচুকার একই সঙ্গে হয়ে উঠল গাড়োয়ান ও সহিস। স্বীকার করতেই হবে যে নিজের কাজ সে ভালোভাবেই করে চলেছে, যদিও তার কাজে খুব একটা কড়াকড়ি নেই। তার কাজে একমাত্র যে-জিনিসটা নাগুলনভের পছন্দ নয় তা এই যে, শচুকার প্রায়ই থেমে পড়ে আর নাগুলনভ চায় ঘোড়া খুব জোরে ছুটুক। আর শচুকার করে কি, উঠোন থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই লাগাম টেনে ধরে—'হোয়া! হোয়া! যাদুমণিরা!' 'থামলে কেন?' নাগুলনভ জিজ্ঞেস করে। 'ঘোড়াদের দরকারে থেমেছে' জবাব দেয় শচুকার এবং উৎসাহ দেবার জন্যে শিস দিয়ে চলে। শেষপর্যন্ত আর থাকতে না পেরে নাগুলনভ শচুকারের আসনের তলা থেকে চাবুকটা টেনে বার করে এবং ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায়।

'জারের আমলে চালক বসত সামনের দিকে কাঠের পাটাতনের ওপরে আর যাত্রী বসত পেছনের দিকে নরম গদীর ওপরে। আজকাল আর তা চলে না। এখন আমি চালক, কিন্তু আমি বসি খাঁচার মধ্যে কমরেড দাভিদভের পাশে। কখনো যদি ধূমপান করতে ইচ্ছে হয় তো তাঁকেই চালাতে বলি। 'লাগামটা একটু ধরুন তো, আমি একটা সিগারেট পাকিয়ে নিই।' 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই' এই বলে তিনি লাগাম ধরেন। কখনো কখনো ঘণ্টাখানেক তিনিই চালিয়ে যান, আমি তখন সীটে ঠেশ দিয়ে বসে চারদিকের দৃশ্য উপভোগ করি।' এই বলে অন্য কসাকদের কাছে শচুকার দেমাক দেখায়। সে এখন রাশভারী লোক হয়ে উঠেছে, এমনকি কথাও বলে আগের চেয়ে কম। শরৎকালের তুষার সত্ত্বেও সে বিছানা

করে আস্তাবলের মধ্যে, যাতে ঘোড়াগুলোর আরো কাছাকাছি থাকা যায়। কিন্তু সপ্তাহখানেক বাদে তার বৌ তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিল আর প্রচণ্ড পিটুনি দিল ও গালিগালাজ করল। বৌয়ের অভিযোগ, ছুকরী মেয়েরা নাকি তার স্বামীর কাছে রাত্তিরে যাতায়াত করে। শ্‌চুকারের বিরুদ্ধে এই কলঙ্কজনক কুৎসা রটিয়েছে একদল ছেলে, তারা চেয়েছিল বুড়োকে নিয়ে একটু মজা করতে। কিন্তু বৌয়ের কথার প্রতিবাদ করতে সাহস হয়নি শ্‌চুকারের, বাড়িতেই বিছানা নেয় এবং তারপর থেকে প্রতি রাতে সতীসাধ্বী পত্নী সমব্যভিচারে দু-বার করে আস্তাবলে যায় ঘোড়াগুলোকে দেখার জন্যে।

এত তাড়াতাড়ি সে এখন ঘোড়ার লাগাম পরাতে পারে যে এক্ষেত্রে গ্রেমিয়াচির দমকল বাহিনীর সঙ্গেও পাল্লা দিতে সে সমর্থ। আস্তাবল থেকে অস্থির ও উন্মুখ পালের ঘোড়াগুলোকে যখন সে লাগাম পরাবার জন্যে বার করে আনে তখন সবসময়েই এই বলে ধমক দিয়ে থাকে: 'আর চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়তে হবে না, হারামজাদা! তোর পাশে যাকে জোতা হয়েছে সে মাদী ঘোড়া নয়, তোরই মতো মদ্দা সুপুরুষ!' তারপরে লাগাম পরানো হয়ে গেলে যখন আসনে উঠে বসে তখন গদগদ হয়ে বলে, 'এবারে চলো একটা চক্কর দিয়ে আসি। দিনের বেতন রোজগার করতে হবে তো। বাছারা, এই তো আমার জীবন!'

২৭শে মার্চ তারিখে দাভিদভ স্থির করল গাড়ি চালিয়ে প্রথম দলের ক্ষেত দেখতে যাবে। সে হুকুম দিয়েছিল মই যেন দেওয়া হয় হালের খাতের আড়াআড়ি। তাই দেওয়া হচ্ছে, না, হুকুম না মেনে বরাবর দেওয়া হচ্ছে সেটা সে নিজের চোখে দেখে আসতে চায়। কথাটা তার কানে তুলেছিল কামারশালার মিস্ত্রী ইপোলিৎ শালি। তাকে ক্ষেতে যেতে হয়েছিল একটা বীজবপক যন্ত্র সারাবার জন্যে। সে দেখে এসেছে হালের খাত বরাবর মই দেওয়া। গ্রামে ফিরে এসেই শালি গিয়েছিল পরিচালনা দপ্তরে। দাভিদভের সঙ্গে করমর্দন করে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলেছে, 'প্রথম দল হালের খাত বরাবর মই দিচ্ছে। ওভাবে মই দেওয়াটা কোনো কাজেরই নয়। আপনি নিজে ওখানে গিয়ে কাজটা ঠিকমতো করার জন্যে হুকুম দিয়ে আসুন। আমি বলেছিলাম ওদের কথাটা, কিন্তু ওই যে উশাকভ নামে ট্যারা-চোখ শয়তানটা ওদের দলে আছে, সে বলে কিনা 'তোমার কাজ হচ্ছে নেহাইয়ের ওপরে হাতুড়ি পেটানো আর হাপর চালানো, এখানে নাক গলাতে এসো না, তবুও যদি গলাও তো লাঙল

চালিয়ে তোমার ঐ নাক বেমালুম উড়িয়ে দেব!' তখন আমিও ওকে বলেছি, 'আমি হাপর চালাতেই যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে, ওহে ট্যারা-চোখ, হাপর চালিয়ে তোমাকেই উড়িয়ে দেব। আমাদের দুজনের মধ্যে প্রায় একটা লড়াই বাধে আর কি।'

বুড়ো শ্চুকারকে ডেকে পাঠিয়ে দাভিদভ বলল, 'ঘোড়াকে লাগাম পরিয়ে গাড়িতে জুতে নাও।'

অধৈর্য হয়ে সে নিজেই ছুটে গেল ঘোড়াকে লাগাম পরাবার কাজে সাহায্য করার জন্যে। তারপরে তারা গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়ল। দিনটা মেঘলা, দক্ষিণ-পশ্চিমের ভিজে বাতাস থেকে মনে হয় বৃষ্টি হতে পারে। প্রথম দলটি কাজ করছে বাদ্‌গায়ার জমির সবচেয়ে দূরের অংশে। গ্রাম থেকে প্রায় দশ-কিলোমিটার দূরে, নিচু একটি গিরিশিরার অপর দিকে, লুতি পুকুরের কাছে। দানাশস্যের চাষ দেবার জন্যে দলটি জমিতে লাঙল দিচ্ছে। মই দেবার কাজটি সতর্কভাবে করা দরকার, যাতে বৃষ্টির জল জমিতে ধরা থাকে, হালের খাত দিয়ে নিচু জমির দিকে বেরিয়ে না যায়।

'জলদি, জলদি চলো দাদু!' বৃষ্টিভরা মেঘের জমাট স্তূপের দিকে তাকিয়ে দাভিদভ বলল।

'আমি তো এমনিতেই জলদি চলেছি। গ্রে-র অবস্থা দেখুন, ওর মুখ দিয়ে এরই মধ্যে প্রায় ফেনা উঠে গিয়েছে।'

রাস্তা থেকে বেশি দূরে নয়, একদল ছেলেমেয়ে একটা টিলা পার হচ্ছিল। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বুড়ো শিক্ষক শ্‌পিন। তাদের পেছনে চারটি জলভর্তি গাড়ি।

চাবুক দিয়ে তাদের দিকে দেখিয়ে শ্চুকার বলল, 'ওই বাচ্চারা বেরিয়েছে সুস্‌লিক * ধরতে।'

শান্ত একটা হাসি নিয়ে দাভিদভ ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল। গাড়িটা ছেলেমেয়েদের দলের কাছাকাছি আসতেই শ্চুকারকে থামাতে বলল গাড়িটা। দলের মধ্যে বছর সাত বয়সের খালি-পা সাদা-মাথা বাচ্চা একটি ছেলে ছিল, তার দিকে তাকিয়ে দাভিদভ বলল, 'এদিকে এসো তো, খোকা।'

'কেন শুনি?' বেপরোয়া ভঙ্গিতে ছেলেটি প্রশ্ন করল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার

---

* সুস্‌লিক—এক জাতীয় স্তন্য জীব, ইঁদুরের মতো। আকারে খরগোশ-তুল্য। আল্‌প্‌স ও পীরেনীজ-এর পার্বত্য এলাকায় পাওয়া যায় অ—।

পেছনদিকে ঠেলে দিল লাল ফিতে পরানো ও চুড়োর ওপরে ব্যাঙের চিহ্ন বসানো তার বাবার টুপি।

'কতগুলো ইঁদুর মেরেছ তুমি?'

'গোটা দশ।'

'তোমার নাম কি খোকা?'

'ফেদোৎ দেমিদিচ উশাকভ।'

'বেশ, বেশ। ফেদোৎ দেমিদিচ, এসো এখানে, আমার পাশে বসো। তোমাকে আমি গাড়িতে চড়তে দেব। আর, এই যে খুকী, তুমিও এসো।' মাথায় রুমাল বাঁধা একটি ছোট মেয়েকে ডাকল দাভিদভ। ছেলেমেয়ে দুটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে তারপরে হুকুম দিল, 'চালাও এবারে।' ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ ক্লাশে পড়ো তুমি?'

'প্রথম।'

'প্রথম? তাহলে তুমি বরং তোমার নাকের পোঁটা মুছে ফেল। তাই না?'

'আমি পারি না। আমার সর্দি হয়েছে।'

'পারবে না—কী বলছ তুমি? আচ্ছা এসো তো, তোমার নাকটা আমার দিকে বাড়িয়ে দাও।' ট্রাউজারের কাপড়ে সতর্কভাবে আঙুল মুছে নিয়ে দাভিদভ জোরে নিশ্বাস ফেলল। 'একদিন চলে এসো আমার আপিসে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমি তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব—চকোলেট। আগে কখনো চকোলেট খেয়েছ?'

'ন-না।'

'তাহলে আমার আপিসে এসো, আমি খাওয়াব।'

'আমি খেতে চাই না।'

'অ্যা! সে কি কথা! কি বলছ তুমি ফেদোৎ দেমিদিচ?'

'আমার দাঁত ভেঙে যাচ্ছে। অলার দাঁতগুলো পড়ে গিয়েছে। ছাখ!' তার গোলাপী মুখ হাঁ করে দেখাল। সত্যিই তার নিচের পাটিতে দুটি দাঁত নেই।

'তাহলে তো তুমি ফোকলা হয়ে গিয়েছ, কি বলো ফেদোৎ দেমিদিচ?'

'তুমিও তো ফোকলা।'

'আরে, আরে, ঠিক দেখতে পেয়েছ দেখছি!'

'আমার তো আবার নতুন দাঁত হবে, কিন্তু তোমার হবে না। উঁহু। কেমন কিনা?'

'তুমি তো খোকা, ছুঁচি শিখেছ বেশ। তবে শোনো, আমারও নতুন দাঁত হবে।'

'মোটেই না, তুমি তো বেশ মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ দেখছি! বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের আর নতুন করে দাঁত হয় না। আমি কিন্তু আমার ওপরের দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারি। হ্যাঁ, পারি বৈকি!'

'আমি বলছি তুমি পারো না!'

'আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তো তোমার আঙুলটা আমার দিকে বাড়াও!'

হাসতে হাসতে দাশরথ তার তর্জনী বাড়িয়ে দিল, তারপরেই 'উঃ' বলে টেনে নিল আঙুলটা। আঙুলের ওপরের গাঁটের কাছে দাঁতের দাগ নীল হয়ে ফুটে উঠেছে।

'এবারে ফেদোৎকা, এসো তো বাপু, তোমার আঙুলটা আমি একবার কামড়াই।' ফেদোৎকা কী করবে ঠিক করতে পারছে না, তারপরে আচমকা ছোট্ট ধূসর এক গঙ্গাফড়িঙের মতো চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল, এক পায়ে লাফ দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল, 'কী, কামড়াতে চেয়েছিলে না? এখন কেমন? আর তুমি কামড়াতে পারবে না!'

দাশরথ হো-হো করে হেসে উঠল, তারপরে বাচ্চা মেয়েটিকে নামিয়ে দিল গাড়ি থেকে। ফেদোৎকার টুপির লাল ফিতে দূরে সরে যাচ্ছে ও আরো ছোট হচ্ছে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে, আর হাসল। সচরাচর হয় না এমন এক উষ্ণতা বুকের মধ্যে অনুভব করছে সে, চোখদুটো ভিজে-ভিজে লাগছে। ভাবল, 'হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, চমৎকার এক জীবন গড়ে তুলছি আমরা ওদের জন্যে। ওই যে ফেদোৎকা, ও এখন ওর বাপের কসাক টুপি মাথায় দিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আর বছর কুড়ি বাদে দেখা যাবে, ইলেকট্রিক লাঙল চালিয়ে ও এখানকার জমি চষছে। আমার মা মারা যাবার পরে আমি যে-জীবন কাটিয়েছি—ছোট বোনদের জামাকাপড় কাচা, সেলাই-রিপু করা, রান্নাবান্না করা, কারখানায় ছোটা তেমন জীবন ওর হবে না। ফেদোৎকার মতো বাচ্চাদের জীবন হবে সুখের—হবেই হবে।' সীমাহীন স্তেপভূমির ওপরে তার চোখদুটো ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্তেপভূমিতে এরই মধ্যে কচি সবুজ ফুঁড়ে উঠছে। কিছুক্ষণ সে কান পেতে শুনল ভরতপাখির শিস-দেওয়া ডাক, তাকিয়ে দেখল দূরে একজন চাষী তার লাঙলের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে, হালের খাত বরাবর বলদের

পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে একজন চালক। বুক ভরে নিশ্বাস নিল দাভিদভ, 'সমস্ত ভারী কাজ মানুষের হয়ে যন্ত্র করে দেবে…আমার মনে হয় ভবিষ্যতের মানুষ ভুলে যাবে ঘামের গন্ধ কি-রকম। আঃ, যদি ততোদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা যেত, হায় রে জীবন! শুধু একটু দেখার জন্যে! নতুবা, মরতে তো হবেই, তোমাকে মনে রাখার জন্যে কোনো ফেরোংকা থাকবে না। মরতে তোমাকে হবেই, দাভিদভ, বাছাধন, তা থেকে রেহাই নেই! পরিবারের বদলে রেখে যাবে গ্রেমিয়াচি যৌথখামার। কালক্রমে তা হয়ে উঠবে কমিউন—না হবার কোনো কারণ নেই—তারপরে কোনো একদিন হয়তো তার নামকরণ হবে পুতিলভের কোনো একজন মিস্ত্রীর নামে —যিনি স্বয়ং শ্রীদাভিদভ…' নিজের চিন্তা এই উদ্ভট ধারা অনুসরণ করছে দেখে দাভিদভ হাসল, তারপরে শ্চুকারকে জিজ্ঞেস করল, 'পৌছতে আর কত দেরি?'

'আর দুটো ঢাল পার হলেই।'

'দেখ দাদু, তোমাদের এখানে কত জমি নষ্ট হচ্ছে, কোনো কাজে লাগছে না। এ বড়ো ভয়ংকর ঘটনা। গোটা দুয়েক পাঁচসালা পরিকল্পনার পরে আমরা এখানে কারখানা তৈরি করব। সবই হবে আমাদের সম্পত্তি, যথার্থই তাই! আর দশটা বছর কোনো রকমে টিকে থাকো দাদু, তখন তোমার হাতে আমরা তুলে দেব এই ঘোড়ার লাগামের বদলে মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং হুইল। তখন তুমি চলতে থাকবে গ্যাসের জোরে, পাগলের মতো।'

বুড়ো শ্চুকার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। চল্লিশ বছর আগে যদি আমাকে একজন মজুর করে তোলা হত তাহলে আমি হয়তো অন্য মানুষ হয়ে উঠতাম। চাষী হিসেবে আমার কপাল কখনো ভালো হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবনটা বাঁকা পথে গিয়েছে, এখনো যাচ্ছে। একটা বাতাস যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, একবার এখানে আছড়ে ফেলছে, একবার ওখানে আছড়ে ফেলছে। কখনো একেবারে খতম করে ফেলছে।'

'কি রকম?' দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'তাহলে সব ঘটনা বলি। ঘোড়া যেমন দুলকি চালে চলেছে, চলুক। আমি আপনার কাছে আমার কষ্টের কথা বলব। আপনি মানুষটা একটু গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই একটুখানি মমতা ও সহানুভূতিও আছে। অনেকগুলো গুরুতর ঘটনা ঘটে গিয়েছে আমার জীবনে। আমার যখন জন্ম হয় ঠিক তখুনি ধাই আমার মাকে বলেছিল, 'তোমার এই ছেলে বড়ো হলে সেনাপতি

হবে। সেনাপতি হতে হলে যা কিছু দরকার সব আছে ওর মধ্যে। দেখছ না, ওর কপাল দড়, মাথা লাউয়ের মতো, পেট ভুঁড়িদার, গলা গমগমে। মাজিয়োনা, তোমার সুদিন এসেছে।' আর দু-সপ্তাহ পরে দেখা গেল সবকিছু এই ভবিষ্যৎ-বাণীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সাধু ইয়েভদোকিয়ার পুণ্যদিনে আমার জন্ম। কিন্তু লক্ষণগুলো ছিল সবই ভুল। বরফ গলেনি, তাই মুরগিগুলোর জন্যে খাবার জল ছিল না। মার কাছে শুনেছি এমনকি চড়ুই পাখিগুলো পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মাঝ-আকাশে মারা পড়ছিল। তুরিয়ানস্কোই গির্জায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল খ্রীষ্টান করার জন্যে। ব্যাপারখানা আপনিই বুঝে দেখুন, অমন প্রচণ্ড যেখানে ঠাণ্ডা সেখানে একটা বাচ্চাকে জলাধারে ফেলাটা কি ঠিক কাজ হয়েছিল? ওরা জল গরম করতে শুরু করল। এখন হয়েছে কি, সেই গির্জার দারোয়ান আর পাদ্রী ছিল বেহেড মাতাল অবস্থায়। ওদের মধ্যে একজন জলাধারে ফুটন্ত জল ঢালল। জলটা কতখানি গরম সেটা পরখ করে দেখার কথা অপরজন গেল ভুলে। তারপরেই শুরু হয়ে গেল, 'প্রভু যীশু, ঈশ্বরের একজন দাস খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হল।' তারপরে সেই ফুটন্ত জলে আমাকে চোবানো হল, প্রথমে আমার মাথা। আমার গায়ের সমস্ত চামড়া উঠে গেল। বাড়ি ফিরলাম সর্বাঙ্গে ফোসকা নিয়ে। তারপরে যন্ত্রণায় এত কাঁদতাম আর ফোঁপাতাম যে আমার নাড়ী ছিঁড়ে গেল। তারপর থেকে আমি সবসময়েই অসুখে পড়তাম, আমার অবস্থা কখনো ভালো হয়নি। সবকিছুর মূলে রয়েছে এই ঘটনা যে যখন থেকে এই পৃথিবীতে এসেছি তখন থেকেই সরাসরি পড়ে গিয়েছি একেবারে চাষীর ঘরে। ন-বছর বয়েস হবার আগেই কুকুর আমাকে কামড়েছে, হাঁস ঠুকরেছে, গাধার বাচ্চা লাথি মেরেছে। গাধার বাচ্চার লাথি খেয়ে আমার প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিল। তারপর থেকে যা-কিছু আমার জীবনে ঘটেছে তা ক্রমেই হয়ে উঠেছে আরো বেশি বেশি ঘোরালো। দশবছর বয়সে পা দিয়ে আমি বঁড়শিতে ধরা পড়লাম—বঁড়শি বলতে সাধারণ অর্থে যা বোঝায় একেবারে সেইভাবেই।'

'বঁড়শি মানে?' দাভিদভ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বুড়োর গল্প খানিকটা মন দিয়েই শুনছিল সে।

'একেবারে সাধারণ ধরনের, যা দিয়ে মাছ ধরা হয়। সে-সময়ে গ্রেমিয়াচিতে কুপির নামে এক বদ্ধকালা থুড়থুড়ে বুড়ো থাকত। শীতকালে সে জাল আর ফাঁদ পেতে তিতিরপাখি ধরত। আর গরমকালে তাকে আর দেখাই যেত না, ছিপ ও বঁড়শি নিয়ে নদীর দিকে কোথায় যেন চলে যেত। সে-সময়ে আমাদের

এই ছোট নদীটা ছিল আরো অনেক বেশি গভীর আর নদীর ধারে লাপ্‌লিন-জের ছোট একটা ঝিল ছিল। ঝিলের বাঁধের নিচে কার্পমাছ ডিম পাড়ত আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাইকমাছ ঘুরে বেড়াত। তাই বুড়োটা করত কি, ছিপ আর বঁড়শি নিয়ে ঝোপের ধারে বসে থাকত। সাতটা বঁড়শি একসঙ্গে ফেলত সে— একটাতে থাকত পোকা, আরেকটাতে লেই, কোনোটাতে পাইক মাছ ধরবার জন্যে জীবন্ত টোপ। আর আমরা বাচ্চারা ওর ওই বঁড়শিগুলো কামড়ে কেটে নেবার একটা উপায় বার করেছিলাম। বুড়োটা ছিল বদ্ধ কালা, ওর কানে জল ঢাললেও কিছু টের পেত না। আমরা করতাম কি, একসঙ্গে নদীর ধারে যেতাম, একট ঝোপের আড়ালে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তাম, তারপরে আমাদের মধ্যে একজন একটুও শব্দ না করে, জলে একটি বুদ্‌বুদ্‌ও না তুলে, গুটি গুটি জলে নেমে যেতাম। তারপরে ডুবসাঁতার কেটে চলে আসতাম বুড়োর ছিপের কাছে। সবচেয়ে বাইরের দিকে যে বঁড়শিটা থাকত সেটাকে দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে সাঁতার কেটে ফিরে আসতাম ঝোপের আড়ালে। বুড়ো কাঁপা কাঁপা হাতে ছিপে টান মারত আর তারপরেই চিৎকার করে উঠত, 'ওরে শয়তান, আবার বঁড়শি কেটে পালালি! জয় মা মেরী!' বুঝতেই পারছেন, ও ভাবত ওটা পাইকমাছের কাণ্ড। আর বঁড়শিটা খোয়া যেত বলে কি খেপাটাই না খেপত! ও বঁড়শি কিনত দোকান থেকে, কিন্তু বঁড়শি কেনার মতো সম্বল আমাদের ছিল না, কাজেই ওরটা আমরা হাতিয়ে নিতাম। একদিন হল কি, একটা বঁড়শি তো আমি কেটে নিয়ে এসেছি আর ভাবছি আরো একটা নেব কিনা, দেখলাম বুড়ো তার টোপ নিয়েই ব্যস্ত। তখন আবার জলে ডুব দিলাম। সবে সুতোটা ধরেছি আর দাঁতে লাগিয়েছি, এমন সময়ে বুড়োর সে কি এক টান! আমার হাত থেকে সুতো পিছলে গেল আর বঁড়শিটা গেঁথে গেল আমার ওপরের ঠোঁটে। আমি চিৎকার করতে চেষ্টা করলাম, তাতে আমার মুখে আরো জল ঢুকে গেল। ওদিকে বুড়োটা সুতো গুটোচ্ছে আর আমাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে। বঁড়শিতে গাঁথা অবস্থায় টান খেয়ে আমার প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল আর আমি পা ছুঁড়ছিলাম। একটু পরে টের পেলাম আমাকে জল থেকে টেনে তোলার জন্যে বুড়ো তার বড়ো হাতাটা আমার তলা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। তারপর আর কি, আমি জলের ওপরে ভেসে উঠলাম আর তারস্বরে চিৎকার করে উঠলাম। বুড়ো তো একেবারে হতভম্ব, বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, ভয়ে তার মুখটা কালো হয়ে গিয়েছে। ভয়ে যদি মরে যেত তাহলেও দোষ দেওয়া যেত না! ও ছিপ ফেলেছে পাইকমাছ ধরার জন্যে, আর

ছিপে কিনা উঠল একটা ছেলে। একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে চোঁ-চাঁ দৌড়। তার পা থেকে চটি খসে পড়ে আর কি। আর আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখনো আমার ঠোঁটে সেই বঁড়শি গাঁথা। আমার বাবা সেটা কেটে বার করল। তারপরে আমাকে ধরে প্রচণ্ড ঠেঙানি দিল, যতোক্ষণ না আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু তাতে লাভটা হল কী? আমার ঠোঁট আবার সেরে উঠল। তখন থেকেই সবাই আমাকে শ্চুকার * বলে ডাকে। এই বিশ্রী ডাকনামটা আমার সঙ্গে থেকে গেল।...

'পরের বসন্তকালে কয়েকটা হাঁস নিয়ে গিয়েছিলাম হাওয়াকলের পাশের মাঠে চরাতে। হাওয়াকলে কাজ হচ্ছিল আর হাঁসগুলো মাটি ঠুকরে ঠুকরে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর আকাশে একটা চিল ঠিক কাকগুলোর মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছিল। হাঁসের ছানাগুলো হলদে, ভারি চমৎকার, দেখলেই লোভ হয়। চিলটা চাইছিল ছোঁ মেরে একটা ছানা তুলে নিতে। কিন্তু আমি সজাগ আছি, আর 'হুশ, হুশ, হুশ' আওয়াজ তুলে চিলটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি। এমন সময়ে আমার বন্ধুরা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খেলা শুরু করে দিলাম। খেলাটা হচ্ছে হাওয়া-কলের ঘুরন্ত ডানা ধরে উঁচুতে উঠে যাওয়া। আমরা একটা ডানা ধরি আর সেই ডানা আমাদের গজ-দুয়েক শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তারপরে ডানাটা ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ি। সময় থাকতেই পড়ি যাতে পরের ডানাটা এসে আমাদের চোট দিতে না পারে। কিন্তু ওই ছেলেগুলো হচ্ছে আস্তো শয়তান! একটু পরেই ওদের মাথা থেকে একটা খেলা বেরোল— ডানা ধরে যে সবচেয়ে উঁচুতে উঠতে পারবে সে হবে জার, তাকে তখন কাঁধে চাপিয়ে হাওয়াকল থেকে ঝাড়াইয়ের চত্বর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। জার কে না হতে চায়, সবাই! আমি ভাবলাম, 'আমি সবচেয়ে বেশি উঁচুতে উঠব, সবাইকে হারিয়ে দেব।' হাঁসগুলোর কথা আমার আর মনেই রইল না। ডানা ধরে আমি তো উঠছি—একবার চারদিক তাকিয়ে দেখলাম। আর তখনই চোখে পড়ে গেল চিলটা একটা ছানাকে ছোঁ মেরে তুলে নেবার উপক্রম করছে। আমার তো আক্কেল গুড়ুম! ছানাটা যদি যায় তো আমার আর হাড়গোড় আস্তো থাকবে না। চিৎকার করে উঠি, 'এই যে ছেলেরা, চিলটা এসে গিয়েছে, ওটাকে তাড়াও তো।' ওদিকে আমি যতোক্ষণ ধরে চিৎকার করছি, ডানা আমাকে নিয়ে শূন্যে

---

* শ্চুকার—পাইক। —অ

উঠেই চলেছে। যখন খেয়াল হল তখন কত উঁচুতে যে উঠে গিয়েছি তা কি বোঝার মতো আমার অবস্থা! নিচে লাফিয়ে পড়তে ভয় হল। আরো বেশি ভয় হল আরো উঁচুতে উঠে যেতে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? কী করা যায় যখন ভাবছি, ডানাটা একেবারে সিধে খাড়া হয়ে গেল আর আমি দেখলাম মাথা নিচের দিকে করে আমি সেই ডানা থেকে ঝুলছি। আর ঠিক তখনই ডানাটা নিচের দিকে নামতে শুরু করল। আমি পড়ে গেলাম। জানি না মাটিতে পৌঁছতে আমার কতক্ষণ সময় লেগেছে, আমার মনে হয়েছিল—অনেকক্ষণ। তারপরে যখন মাটিতে পৌঁছলাম তখন সেটা অবশ্যই একটা বিরাট পতন। চট করে উঠে দাঁড়াই। তখন দেখতে পাই আমার কবজির চারদিকে চামড়া ফুঁড়ে হাড় বেরিয়ে এসেছে। উঃ, সে কী যন্ত্রণা, বলে বোঝানো যায় না। আমার আর কোনোদিকে খেয়াল রইল না। চিলটা ছোঁ মেরে মুরগির ছানা তুলে নিল, এমনকি এই ঘটনাতেও আমি কিছুমাত্র বিচলিত হলাম না। হাড় ঠিক করবার একজন লোক আমার হাড়গুলো আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল। কিন্তু তাতে লাভটা হল কী? পরের বছর আবার আমি এমন চোট পেলাম যে সমস্ত হাড় বেঠিক হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ফসল কাটার যন্ত্রে নিজেকে ফালা ফালা করে ফেললাম।

'সাধু পিটারের পুণ্যদিন হয়ে যাবার পরে আমি বেরিয়েছি আমার দাদার সঙ্গে মাঠে ফসল কাটতে। আমি চলেছি আগে আগে ঘোড়া নিয়ে, আর আমার দাদা ফসল কাটার যন্ত্র থেকে আঁটিগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। যাই হোক, আমি তো ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ডাঁশগুলো মাথার ওপরে গুনগুন করছে, আকাশে গনগনে সাদা সূর্য, এমনই হলকা গরম, এমনই গুমোট যে আমি ঢুলতে থাকি আর আসন থেকে প্রায় পড়ে যাই আর কি। যখন চোখ খুলি, সে কী দৃশ্য! দেখতে পাই বিশাল একটা গোঁফওলা বাস্টার্ড পাখি খাতের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমি ঘোড়া থামাই আর আমার দাদা বলে, 'আমি ওকে কাঁটা বিঁধিয়ে মারব।' আমি বলি, 'না, আমি ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে জীবন্ত ধরি।' দাদা বলে, 'ঠিক আছে, তাই করো।' তখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম, আর বাস্টার্ডটাকে দু-হাতে জাপটিয়ে ধরলাম। পাখিটা দুরন্ত বেগে ছুটতে লাগল। তারপরে ডানা ছড়িয়ে দিল আর সেই ডানা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারল (পাখিটা ভয়ংকর ভয় পেয়েছিল)। এত ভয় পেয়েছিল যে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, টানতে টানতে নেবার সময়ে আমার সর্বাঙ্গে নোংরা ছিটিয়ে দিল। আমার অবস্থা ঠিক যেন ঘোড়ায় টেনে নিয়ে চলা মইয়ের মতো। তারপরে যে কোনো কারণেই হোক পাখিটা হঠাৎ

পেছনদিকে ফিরল। আর ছুটে গেল ঘোড়াদুটোর পায়ের তলা দিয়ে। আর ঘোড়াদুটো ছিল খুবই তীক্ষ্ণধী, আমার ওপরে লাফিয়ে পড়ল, তারপরে দিয়ে ছুটে গেল সামনের দিকে। ফলে আমি গিয়ে পড়লাম ফসল কাটার যন্ত্রের নিচে। আমার দাদা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হাতল টেনে ধরে। কিন্তু আমি গিয়ে খিলানের মতো আটকা পড়লাম পেন্দুকের নিচে আর ব্লেডের দিকে টান পড়তে লাগল। সমস্ত জায়গা জুড়ে সেই ব্লেড দুলছিল। ওই ব্লেডে একটা ঘোড়ার পায়ে হাড় পর্যন্ত গভীর ক্ষত হল, তার পেশী কেটে আলাদা হয়ে গেল একেবারে। তাই হল। আর আমি তো তালগোল পাকিয়ে গেলাম, আমাকে তখন আর চেনা যাচ্ছিল না। আমার দাদা কোনোরকমে ঘোড়াদুটোকে থামায়, তাদের একটিকে লাগাম থেকে খোলে, আমাকে সেই ঘোড়ার পিঠে চাপায় ও গ্রামে নিয়ে আসে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি, আমার সারা গা বাস্টার্ডের পায়খানায় ও ধুলোয় মাখামাখি। কিন্তু ওই বাস্টার্ডটা, হতভাগা ওই পাখিটার কিন্তু কিছু হয়নি, উড়ে চলে গিয়েছে। তারপরে অনেক দিন আমি অসুস্থ ছিলাম।

'ছ মাস পরে এক পড়শির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছি, গাঁয়ের ষাঁড়ের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম পাশ কাটিয়ে চলে যাব। কিন্তু ততক্ষণে ষাঁড়টা বুনো বাঘের মতো লেজ আছড়াচ্ছে আর শিঙ উঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে। ষাঁড়ের শিঙে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু ষাঁড়টা আমাকে ধরে ফেলল আর গলার পাঁজরার নিচ দিয়ে তার শিঙ ঢুকিয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বেড়ার ওপর দিয়ে। পাঁজরাটাকে ভেঙে চুর-চুর করে দিয়ে গেল ওই ষাঁড়টা। আমার শরীরে যদি শ-খানেক পাঁজরা থাকত তাহলে হয়তো এ-নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। তা তো আর নয়, বিনা কারণে ওই একটা পাঁজরা হারানোটাকেই বড়ো দুঃখের ব্যাপার বলে মনে হল আমার কাছে। ওই কারণেই সৈন্যদলে যখন ডাক পড়েছিল আমি বাতিল হয়ে গেলাম। অন্য সব জীবজন্তুর সঙ্গেও কত-যে দুর্ঘটনায় পড়েছি—কোনো গোনাগুনতি নেই! মনে হতে পারে আমার ওপরে শয়তানের নজর আছে। একটা কুকুর হয়তো শেকল ছিঁড়ছে, তা সে যেখানেই হোক, শয়তানটা ঠিক আমাকেই তাড়া করে আসবে। কিংবা আমি নিজের থেকেই তার সামনাসামনি গিয়ে পড়ব। তখন ওটা আমার কাপড় ছিঁড়বে, আমার পায়ে কামড় দেবে, আমার আর তাতে কী ভালো হতে পারে! আমি খটাশের তাড়া খেয়েছি, সেই উজাচিনা থাব থেকে একে-

বারে রাস্তা পর্যন্ত। জেপের বুলো শুয়োর আমাকে আক্রমণ করেছে। একটা ষাঁড়ের জন্তে একবার আমি প্রচণ্ড মার খাই এবং জুতোজোড়া খুইয়ে বসি। একদিন রাতে আমি গাঁয়ের মধ্যে হাঁটছি, যেই-না দোনেৎস্কভের কুটিরের সামনে এসেছি, পড়ে গেলাম আরেকটা ষাঁড়ের মুখোমুখি। 'গর-র-র' করতে করতে ষাঁড়টা লেজ নাড়ে। না বাপু, আমি ভাবি, তোমার সাঙাৎদের কাছে আমার যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে। আমি তখন কুটিরের গা ঘেঁষে চলতে লাগলাম। ষাঁড়টা আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। আমি তখন দৌড়তে শুরু করি, ষাঁড়টা ঠিক আমার পেছনে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে আসে। ঘরের একটা জানলা ছিল খোলা। আমি ঠিক একটা বাদুড়ের মতো উড়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। তাই ভাবি, কাউকে আর জাগিয়ে কাজ নেই, ষাঁড়টা চলে যাক, তখন এই জানলা দিয়েই চলে যাওয়া যাবে। ষাঁড়টা খানিকক্ষণ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল, খানিকক্ষণ শিঙ দিয়ে দেয়াল আঁচড়াল, তারপরে চলে গেল। তারপরে আমি যখন আবার রাস্তায় যাবার জন্তে জানলায় উঠেছি, টের পেলাম কী যেন আমার হাতটা পাকড়ে ধরেছে, আর শক্তমতো কী যেন আমার ঘাড়ের পেছন দিকে নেমে এসেছে। আর কেউ নয়, বাড়ির মালিক বুড়ো দোনেৎস্কভ। শব্দ শুনে বুড়ো উঠে এসেছে আর আমাকে পাকড়াও করেছে। 'কি হে ছোকরা, এখানে কী করছ?' সে বলে। 'ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি।' আমি বলি। তখন সে বলে, 'মোটেই তা নয় বাপু। তোমাদের ওই ষাঁড়ের গপ্পো আমার জানা আছে। তুমি জানলায় উঠেছিলে আমাদের বৌমা ওলুৎকার সঙ্গে দেখা করতে, নয় কি?' তারপরে বুড়ো আমাকে পিটোতে শুরু করল, গোড়ার দিকে মস্করা করতে করতে, তারপরে ক্রমেই প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর ভাবে। বুড়ো হলে হবে কি, লোকটার গায়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, আর বৌমার ওপরে নজর ছিল তার নিজেরই। আর তাই প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে আমার একটা কষের দাঁত মেরে উড়িয়ে দিল। তারপরে বলল, 'কী, ওলুৎকার সঙ্গে দেখা করতে আর আসবে?' 'না' আমি বলি, 'কক্ষনো না। গলা থেকে ক্রুশ ঝুলিয়ে না রেখে তুমি তোমার ওলুৎকাকে তোমার গলায় ঝুলিয়ে রেখো।' সে বলে, 'ঠিক আছে, তোমার জুতোজোড়া খুলে রেখে যাও, নইলে আমার হাতে আরো পিটুনি খাবে।' কি আর করি, জুতোজোড়া খুলে রাখি, খামোখা

জুতোজোড়া দিয়ে দিতে হল। জুতো ছিল আমার ওই একজোড়াই, এমনি-তেও সেটা খোয়া যাওয়াটা মোটেই আনন্দের ব্যাপার ছিল না। তারপরে প্রায় পাঁচবছর পর্যন্ত ওই ওলুৎকার ওপরে একটা রাগ পুষে রেখেছি। কিন্তু কী লাভ হল? অতএব এমনিভাবেই চলতে থাকে।

'একবার শুধু সেই সময়ের কথা ভাবুন যখন আপনি ও আমি গিয়েছিলাম পিয়োতককে উৎখাত করতে। কী এমন হল যে কুকুরটা ঠিক আমাকেই বাছাই করল আর আমার জামাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল? কুকুরটা তো বাবাত বা দুবিন্‌্কিনের দিকেও তেড়ে যেতে পারত। কিন্তু আমার দিকে ওকে আসতে হল গোটা উঠোনময় ছুটোছুটি করার পরে। তবে আমার খুবই কপাল যে কুকুরটা আমার গলায় তার নখ বসায়নি, বসালে আমার গলাটা মুচড়ে দিত। আপনাকে তাহলে আমার অন্ত্যেষ্টির জন্যে ব্যবস্থা করতে হত। কিন্তু আমি জানি কেন এমন হয়। এমন যে হয় তার কারণ আমার পিস্তল নেই। কিন্তু ঈশ্বর করুন, আমার যেন পিস্তল না থাকে। যদি থাকত তাহলে সেদিন কী কাণ্ড যে হয়ে যেত! নিখাদ হত্যাকাণ্ড! আমি যদি রেগে যাই তো ভয়ংকর হয়ে উঠি। সেই সময়ে আমি হয়তো কুকুরটাকে খুন করে বসতাম, তারপরে পিয়োতকের বৌকে, আর তারপরে বাদবাকি টোটাগুলো ঢুকিয়ে দিতাম পিয়োতকের গলায়! তাহলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াত হত্যাকাণ্ড আর আমাকে সেজন্যে জেলখানায় যেতে হত। জেলখানায় যাবার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। জীবন সম্পর্কে আমার আছে নিজস্ব আগ্রহ। হায় রে, এই হচ্ছে আমার সেনাপতি হওয়া। যদি সেই ধাইটা আজ বেঁচে থাকত তাহলে ওকে আমি কাঁচা খেয়ে ফেলতাম, কোনো ভুল নেই! বলতাম, তোমার ওই জিভনাড়া বন্ধ করো তো! ওভাবে একটা বাচ্চাকে কখনো হয়রানি কোরো না! যাক গিয়ে, এই আমরা এসে গিয়েছি, সামনে ওই দেখা যাচ্ছে তাঁবু।'

বত্রিশ

বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'সিবিরইয়োক' ডালের একটা গোছা দিয়ে জুতার তলা থেকে চটচটে জমাট-বাঁধা কাদা পরিষ্কার করতে করতে রাজমিয়োৎনভ লক্ষ করল, নাগুলনভের দরজার একটা ফাটল দিয়ে বাঁকা আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। 'মাকার তাহলে ঘুমোয়নি দেখছি, কেন কে জানে,' নিঃশব্দে দরজা খুলতে খুলতে সে ভাবল।

একটা তেলের বাতি জ্বলছে, তার ওপরে পোড়া খবরের কাগজের আড়াল, ঝাপসা আলো পড়েছে টেবিলের ওপরে ও খোলা একটা বইয়ের ওপরে। মাকারের ঝাঁকড়া মাথাটা অভিনিবিষ্ট হয়ে ঝুঁকে রয়েছে বইয়ের ওপরে, তার ডান হাতের ওপরে গাল, বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে কপালের ওপরকার চুলের গোছাকে নির্দয়ভাবে পেঁচিয়েছে।

'এই যে মাকার, কী নিয়ে এমন মশগুল হয়ে আছ যে ঘুম পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে।'

নাগুলনভ মাথা তুলল এবং খানিকটা অসন্তোষের সঙ্গে আন্দ্রেইকে নিরীক্ষণ করল।

'তুমি কিজন্যে এখানে এসেছ ?'

'এই একটু গল্প করতে। আমি কি অসুবিধে ঘটালাম ?'

'অসুবিধে ঘটাও বা না-ঘটাও, এসেছ যখন বোসো। তোমাকে তো আর বার করে দিতে পারি না।'

'কী পড়ছ তুমি ?'

'এই একটা কিছু নিয়ে থাকা আর কি।' হাত দিয়ে বইটাকে চাপা দিয়ে মাকার সন্দেহের চোখে রাজমিয়োৎনভের দিকে তাকাল।

'মারিনাকে আমি ছেড়ে এসেছি, চিরকালের মতো...' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটা টুলের ওপরে ধপাস করে বসল আন্দ্রেই।

'অনেক আগেই ছেড়ে আসা উচিত ছিল।'

'একথা কেন বলছ ?'

'ও তোমার কাছে বাধা হয়ে উঠেছিল। জীবনটাই এখন এমন যে তোমার রাস্তা থেকে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধক সরিয়ে ফেলতে হবে। বাইরের ব্যাপার নিয়ে ফেঁসে যাবার মতো সময় আমাদের মতো কমিউনিস্টদের নেই।'

'এটাকে তুমি বাইরের ব্যাপার কি করে বলো, যেখানে আমাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা ছিল?'

'কী চমৎকারই না ভালোবাসা! ভালোবাসা নয়, ওটা ছিল তোমার গলায় ঝোলানো যাঁতাকল। দেখ না কেন, তুমি একটা সভায় সভাপতিত্ব করছ, সারাক্ষণ ও বসে থাকবে সেখানে, সন্দিগ্ধ মন নিয়ে তোমার ওপর নজর রাখবে। একে ভালোবাসা বলে না, বুঝছ, এ হচ্ছে একটা শাস্তি।'

'তাহলে তোমার মতে মেয়েমানুষের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোনো রকম সম্পর্ক থাকা উচিত নয়?'

'সে কথা আর বলতে, অবশ্যই নয়। কী ভাবো তুমি? আগেকার দিনে যারা এত বোকা ছিল যে বিয়ে করে ফেলেছে তাদের না হয় বৌদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া গেল। কিন্তু আমি আইন জারি করে যারা অল্পবয়সী তাদের বিয়ে করা বন্ধ করে দেব। মেয়েদের আঁচল ধরে যারা ঘুরঘুর করবে তারা কী-রকমের বিপ্লবী হবে বলতে পারো? আমাদের কাছে মেয়েমানুষ হচ্ছে লোভী মাছির কাছে মধুর মতো। তুমি তাতেই আটকে যাবে আর শেষ হয়ে যাবে। এ-বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে, আর তাই খুব ভালো করেই জানি! তুমি হয়তো সন্ধেবেলা পড়তে বসেছ, নিজের উন্নতি করতে চাইছ, আর তোমার বৌ গেল শুতে। খানিকক্ষণ পড়ার পরে তুমিও বিছানায় শুতে গেলে। তোমার বৌ পাশ ফিরে তোমার দিকে পিঠ করে শুয়ে থাকল। স্বভাবতই বৌয়ের ব্যবহারে তোমার রাগ হবে, তখন হয় তুমি বৌয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু করে দেবে, নয়তো সমস্ত রাগ মনের মধ্যে চেপে রেখে ধূমপান করে চলবে। কিছুতেই ঘুমোতে পারবে না। বিশ্রী একটা রাত কাটাতে হবে তোমাকে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠবে মাথাধরা নিয়ে। তারপরে তুমি গিয়ে একটা রাজনৈতিক ভুল করে বসলে। এমনটিই হয়ে থাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার ওপরে যার ছেলেপুলে আছে সে তো পার্টির কাছে মরা মানুষের সামিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার বাচ্চা ছেলের সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে, বাচ্চাদের গায়ে একটা যে দুধ-দুধ গন্ধ থাকে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বাস্, তারপরেই সে একেবারে শেষ হয়ে গেল! তখন তাকে দিয়ে আর কিছুই হয় না—না লড়াই, না পার্টির কাজ। জারের আমলে

যখন আমি তরুণ কসাকদের প্রশিক্ষণ দিতাম তখন এসব ব্যাপার অনেক দেখেছি। যে-সব ছেলে একা আসত তারা হত হাসিখুশি আর সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিত। আর যারা আসত তরুণী বৌ দেশের বাড়িতে রেখে তাদের মন জুড়ে থাকত বৌয়ের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, তারা হয়ে উঠত শুকনো কাঠ ও জরদগব। তার কাছ থেকে বোকামি ছাড়া আর কিছু আশা করা যেত না। তাকে কোনো কিছুই শেখানো যেত না। সৈন্যবাহিনীর নিয়মকানুনের কথা তাকে বলতে যাও, দেখবে তার চোখদুটো গোলা গোলা হয়ে আছে। মনে হবে তার চোখদুটো তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে, আসলে কিন্তু সে তাকিয়ে আছে নিজের মনের দিকে, সেখানে নিজের বৌকে দেখছে। ওই করে কী লাভ হয় বলো? না কমরেড, না, আগে হলে যেমন খুশি তুমি জীবন কাটাতে পারতে। কিন্তু একবার যখন পার্টিতে এসে গিয়েছ তারপরে তোমাকে ওই সব বাজে ব্যাপার একেবারেই ছাড়তে হবে। বিশ্ববিপ্লব হয়ে যাবার পরে—আমার ভাবনা শুধু ওই নিয়েই—তুমি মেয়েমানুষ নিয়ে মরতে চাও তো মরো গিয়ে, তখন আর আমি দেখতে যাব না। কিন্তু এখন তোমাকে সমস্ত মনোযোগ দিতে হবে বিপ্লবের ওপরে।' মাকার উঠে দাঁড়াল, নিজেকে টান করল, একটা মটকা মেরে চওড়া সুগঠিত কাঁধদুটোকে সোজা করল, তারপরে রাজমিয়োৎনভের কাঁধে চাপড় মেরে মুচকি হাসল—'মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছে এসেছিলে হা-হুতাশ শোনাতে, আর আশা করেছিলে আমি তোমাকে সমবেদনা জানাব। হ্যাঁ তাই, তুমি চেয়েছিলে আমি তোমাকে বলি, আহা রে আন্দ্রেই, বেচারা, কী দুরবস্থাতেই না তুমি পড়েছ, আহা রে, মেয়েমানুষ ছাড়া জগতে তোমার কী কষ্টই না হবে, কী দারুণ বেগ পেতে হবে তোমাকে এই অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠতে! তাই না, তাই তো ভেবেছিলে! না আন্দ্রেই, এমনটি তুমি আমার কাছে কখনোই আশা কোরো না। বরং উল্টো, সার্জেন্টের বিধবা বৌয়ের সঙ্গে তোমার যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে তাতে আমি খুশিই হয়েছি। এই তো, আমার কথাই ধরো না, লুশকার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক আমি কেটে দিয়েছি, এখন আমার মনে হচ্ছে আমিই সর্বেসর্বা। কেউ আমাকে বিরক্ত করে না, আমি হয়ে উঠেছি ধারালো তরোয়ালের মতো, আর সেই তরোয়ালের ডগা সরাসরি বিদ্ধ হয়েছে কুলাকদের বিরুদ্ধে ও বিপ্লবের অন্য সব শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে। এমনকি এখন আমি পড়াশুনো করার ও নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার সময়ও পাই।'

'তাই নাকি? তা কোন্ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিজ্ঞান নিয়ে এখন তোমার পড়াশুনো

চলছে শুনি?' ঠাণ্ডা গলায় খানিকটা ঠাট্টার সুরে রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল।

মাকারের কথায় খুবই কষ্ট হয়েছে সে। তার দুঃখে মাকার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জানায়নি, বরং খবরটা শুনে খোলাখুলি আনন্দই প্রকাশ করেছে, আর যা এখানে বা আন্দ্রেইর কাছে মনে হয়েছে বিয়ে সম্পর্কে একেবারে অর্থহীন সব কথাবার্তা। দারুণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাকার যখন কথাগুলো বলছিল, শুনতে শুনতে আন্দ্রেই খানিকটা অসন্তোষের সঙ্গে ভেবেছে, 'দুষ্ট গোরুকে ভগবান যে শিঙ দেন না সেটা ভালোর জন্যেই। মাকারকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হত তাহলে কী যে ও করত! বলা যায় না, হয়তো জীবনটাকেই উল্টে দিত একেবারে! কে বলতে পারে, ওর মাথায় হয়তো এই ধারণা গজাত যে পুরুষজাতি যাতে প্রলোভনে পড়ে বিপ্লবের পথ থেকে সরে যেতে না পারে সেজন্যে সমস্ত পুরুষজাতিকে খোজা করে ফেলা হোক।'

'আমি কী পড়ছি?' কথাটা বিশেষভাবে উচ্চারণ করে মাকার ঠাস করে বইটা বন্ধ করে দিল, 'ইংরেজি ভাষা।'

'কী-ই-ই?'

'ইংরেজি ভাষা। এটা হচ্ছে নিজে শেখার বই।'

নাগুলনভের ভয় ছিল আন্দ্রেইর মুখে বিদ্রূপ দেখতে পাবে। তাই আন্দ্রেইকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করে দেখছিল। কিন্তু আন্দ্রেই এতই অবাক হয়েছে যে তার একেবারে বসে পড়ার মতো অবস্থা। একটু যেন ক্রুদ্ধ চাউনি, তবুও তার মধ্যে শুধু বিস্ময় ছাড়া আর কোনো কিছুর ছাপ দেখতে পেল না নাগুলনভ।

'কী...তুমি কি এরই মধ্যে ওদের মতো করে পড়তে বা কথা বলতে পারো নাকি?'

একটা গোপন গর্ববোধ নিয়ে নাগুলনভ জবাব দিল, 'না, আমি এখনো কথা বলতে পারি না, কথা বলতে পারাটা চট করে হয় না। তবে আর যা কিছু হতে পারে তা যদি জানতে চাও...মোটমাট কথাটা এই যে ছাপা লেখা আমি বুঝতে শুরু করেছি। তিনমাস হয়ে গেল এ-বিষয়ে আমার পড়াশুনো চলছে।'

'খুব গোলমেলে নাকি?' রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল। সে একবার তাকাচ্ছে মাকারের দিকে, আরেকবার বইটার দিকে—নিজের অজান্তেই সে মাকারকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে।

মাকার যখন দেখল তার পড়াশুনো নিয়ে রাজমিয়োৎনভ উদগ্র আগ্রহ

দেখাচ্ছে তখন আর সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করল না, নিজের বিষয়ের মধ্যে ডুবে গেল।

'অসম্ভব রকমের শক্ত। এই ক'মাসে আমি ভালো করে শিখতে পেরেছি মাত্তর···আটটি শব্দ। এমনিতে কিন্তু ভাষাটা আমাদের ভাষার মতোই। অনেকগুলো শব্দ ওরা আমাদের ভাষা থেকে নিয়েছে, কিন্তু শব্দের শেষদিকটা ওদের মতো করে নিয়েছে। যেমন ধরো, আমরা বলি 'প্রোলেতারিয়েত', ওরাও তাই বলে, শেষটুকু বাদে। বিপ্লব ও কমিউনিজম ওদের ভাষায় আলাদা কিছু নয়। তবে এই শব্দগুলোর শেষে ওরা একধরনের শিস দেবার মতো আওয়াজ তোলে, যেন শব্দগুলোর ওপরে ওদের ভীষণ রাগ কিন্তু কিছুতেই বাদ দিয়ে চলতে পারছে না। এই শব্দগুলো সারা দুনিয়ায় শেকড় গেড়ে বসেছে, তোমার পছন্দ হোক বা না-হোক ওগুলো তোমাকে ব্যবহার করতেই হবে।'

'তাই ভালো, এবার বুঝতে পারলাম কী তোমার পড়ার বিষয়। আচ্ছা মাকার, এই ভাষাটা শেখার জন্যে তোমার কিসের ঠেকা?' রাজমিয়োৎনভ শেষকালে প্রশ্ন করল।

অনুকম্পার হাসি হেসে মাকার জবাব দিল, 'তুমি বড়ো মজার প্রশ্ন করেছ আন্দ্রেই! একটা কথা বুঝতে তোমার কত সময় লাগে, এতে সত্যি অবাক হতে হয়! আমি একজন কমিউনিস্ট—তাই তো? ইংলণ্ডেও সোভিয়েত শাসন হবে—নয় কি? তুমি মাথা নেড়েছ, তার মানে মেনে নিচ্ছ যে হবে। এখন কথাটা এই, রুশী কমিউনিস্টদের মধ্যে যারা ইংরেজি বলতে পারে তাদের সংখ্যা কি খুব বেশি? আমি তা মনে করি না। ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভারত দখল করেছে, প্রায় অর্ধেক দুনিয়া দখল করে নিয়েছে, সমস্ত রকমের কালো ও কৃষ্ণ মানুষদের ওপরে নির্যাতন চালাচ্ছে। এটা কী ধরনের ব্যাপার? একদিন ওদের ওখানে সোভিয়েত শাসন হবে, কিন্তু বহু ইংরেজ কমিউনিস্টের কোনো ধারণাই থাকবে না নগ্ন শ্রেণী-শত্রু কী। অভিজ্ঞতার অভাবে তারা তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। তখন আমি বলব, আমাকে ওখানে পাঠানো হোক, আমি ওদের শিক্ষা দেব। আর যেহেতু আমি ওদের ভাষা জানি, ওখানে পৌঁছনো মাত্তর যা করা দরকার আমি শুরু করে দিতে পারব। বলব, 'তোমরা বিপ্লব করেছ? কমিউনিস্ট বিপ্লব—তাই তো? তাহলে কাজে লেগে পড়ো। যতো পুঁজিবাদী আর সেনাপতি আছে তাদের পিষে পিষে মেরে

কেন। ১৯১৭ সালে রুশদেশে আমরা এতই নিরীহ ছিলাম যে ওদের স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, পরে ওই লোকগুলোই আমাদের গলা কাটতে এসেছিল। ওদের পিষে মেরে ফেল, তাহলে আর পরে তোমাদের কোনো ভুল করতে হবে না। সবকিছু হয়ে যাবে একেবারে 'ঠিক ঠিক'।' নাকের ফুটো ফুলিয়ে খ্রাজদিয়োৎনভের দিকে চোখ টিপল মাকার, 'এজন্তেই ওদের ভাষাটা আমার শেখা দরকার—বুঝলে? আমি সারারাত জেগে থাকব, যতোটুকু স্বাস্থ্য আমার অবশিষ্ট আছে তাও ক্ষয় করব, কিন্তু—' ছোট ছোট ঘননিবদ্ধ দাঁতগুলো কিড়মিড় করতে করতে সে বলে চলল, 'এই ভাষাটা আমি শিখবই! বিশ্বের প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় আমি কথা বলব একটিও কোমল বা মোলায়েম শব্দ ব্যবহার না করে! এখন থেকেই ওরা ভয়ে কাঁপতে থাকুক, ইঁদুরের দল! মাকার নাগুলনভের হাতে ওদের যে···হুঁম···অন্য কেউ হলে যা হত সে-রকম নয়! মাকার নাগুলনভ বিন্দুমাত্র দয়া দেখাবে না। 'তোমরা কি ইংরেজ জমিকশ্রেণীর, ভারতীয়দের ও অন্যান্য নির্যাতিত জাতির রক্ত চুষে খাওনি? তোমরা কি অন্য মানুষদের শ্রম শোষণ করোনি? ওরে রক্তচোষা কীটের দল, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়া! হ্যাঁ, এই হবে ব্যাপারটা! সবার আগে এই শব্দ-গুলো আমাকে শিখতে হবে, যাতে ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে সেগুলো বলতে পারি।'

তারপরে আরো আধঘণ্টা তারা নানা বিষয়ে কথা বলল। তারপরে আস্তেই চলে যেতে নাগুলনভ আবার ডুবে গেল তার বইয়ের মধ্যে। ঠোঁটদুটো বিড়বিড় করে নড়তে লাগল, ঘন ভুরুজোড়া ঘামে ভিজে গেল ও কুঁচকে উঠল, আর এমনিভাবে বই নিয়ে সে বসে রইল আড়াইটা পর্যন্ত।

পরদিন ঘুম থেকে উঠল খুব ভোরে, দু গেলাস দুধ খেল, তারপরে গেল যৌথখামারের আস্তাবলে।

আস্তাবলে যে লোকটি ডিউটি দিচ্ছিল তাকে বলল, 'বেশ তেজী দেখে একটা ঘোড়া নিয়ে এসো তো আমার জন্যে।'

তামাটে রঙের চালু পিঠ একটি ঘোড়া বার করে আনল লোকটি। এই ঘোড়াটির যেমন দম, তেমনি গতি। লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'অনেক দূরে যেতে হবে নাকি?'

'সদরে। দাভিদভকে বোলো আমি রাত্তিরবেলা ফিরে আসব।'

'ঘোড়ার পিঠে, না, গাড়িতে?'

'ঘোড়ার পিঠে। একটা জিন আনো।'

ঘোড়ায় জিন পরাল মাকার, কাঁদের বড়িটার বদলে লাগিয়ে নিল চমৎকার একটা লাগাম—যেটা আগে ছিল ভিক্তোরের। তারপরে কাঁটা-লাগানো রেকাবে অভ্যস্ত পা রাখল। ঘোড়াটা রওনা দিল দুলকি চালে, কিন্তু গেটের বাইরে এসেই আচমকা পায়ে হোঁচট খেল, হাঁটুর কাছে পা বেঁকে গিয়ে প্রায় পড়ে যাবার মতো অবস্থা, কিন্তু কোনোরকমে ভারসাম্য বজায় রেখে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফ দিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

'কমরেড নাগুলনভ, এটা খারাপ লক্ষণ, ফিরে এস!' শ্চুকার দাদু সবেমাত্র গেট দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল, ব্যাপার দেখে লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছে। কোনো জবাব না দিয়ে মাকার খটখট করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, গ্রাম পার হয়ে এসে পড়ল বড়ো রাস্তায়। গ্রাম সোভিয়েতের কাছে জনা কুড়ি স্ত্রীলোক কী একটা বিষয় নিয়ে উত্তেজিতভাবে কলকল করে কথা বলছিল।

'সরে যাও, সরে যাও ছাতারপাখিরা, নইলে আমি তোমাদের মাড়িয়ে চলে যাব।' ঠাট্টার সুরে চিৎকার করে বলল মাকার।

স্ত্রীলোকরা জবাব না দিয়ে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল। কিন্তু স্ত্রীলোকদের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময়ে একটা গলা কানে এল তার। ফিসেফে ভেঙে যাওয়া গলায় কে যেন বিড়বিড় করে তার পেছন থেকে বলছে, 'ওরে হারামজাদা, তুই নিজেই নিজেকে মাড়িয়ে যাস কিনা দেখে নিস! একদিন না একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে বড়ো বেশি দূরে চলে আসবি তুই।'

জেলা কমিটির ব্যুরোর মিটিং শুরু হল এগারোটার সময়ে। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল বীজ বোনার প্রথম পাঁচদিনের অগ্রগতি সম্পর্কে জেলা ভূমি বিভাগের প্রধান বেগলিখ-এর রিপোর্ট। ব্যুরোর সদস্যরা ছাড়া সভায় উপস্থিত আছে জেলা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান সামোখিন এবং জেলা প্রসিকিউটর।

'বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ে তোমার ব্যাপারটি তোলা হবে, কাজেই চলে যেও না যেন', সংগঠনী কর্মসচিব খোমুতভ আগে থেকেই নাগুলনভকে সাবধান করে রাখল।

বেগলিখের আধঘণ্টার রিপোর্ট বেশ কষ্টের সঙ্গে চুপচাপ শুনে গেল সবাই। জেলার কোনো কোনো অংশে বীজ-বোনার কাজ এখনো শুরুই হয়নি, যদিও জমির অবস্থা বারো আগে থেকেই ভালো। কোনো কোনো গ্রাম সোভিয়েত তাদের বীজ-ভাণ্ডার পুরোপুরি সংগ্রহ করেনি, ভোইস্কোভোই-তে যৌথখামারের পূর্বতন

কৃষকরা বীজশস্যের প্রায় সম্পূর্ণ মজুদটাই নিয়ে নিয়েছে, [illegible] যৌথ-খামারের পরিচালকমণ্ডলী নিজেরাই পুরনো সদস্যদের বীজ দিয়ে দিয়েছে। বীজ-বোনার ব্যাপারে যে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়নি তার কারণগুলো নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার পরে বক্তা বলল, 'কমরেডগণ, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বীজ-বোনার কাজে আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি, বরং বলা চলে আমরা যে দাঁড়িয়ে পড়েছি, যাকে বলা চলে শূন্যের কোঠায়, তার কারণ হচ্ছে এই যে গোটাকতক গ্রাম সোভিয়েতে যৌথখামার স্থাপন করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মীদের চাপে পড়ে—যাদের লক্ষ্য ছিল যৌথীকরণের এক অতিরঞ্জিত সংখ্যা লাভ করা। তাছাড়া, আপনারা জানেন, কোনো কোনো জায়গায় বন্দুকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে যৌথখামারে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এইসব যৌথখামার কোনো স্থিরতা লাভ করেনি, এগুলো একেবারে মাটির দেয়ালের মতো ধসে পড়ছে। আর এইসব জায়গাতেই সদস্যদের নিয়ে বেগ পেতে হয়। তারা মাঠে যেতে চায় না, কিংবা যদি যায় তো অধৈর্য মন নিয়ে কাজ করে।'

জেলা কমিটির সেক্রেটারি বক্তাকে সতর্ক করে দেবার জন্যে জলভরা বোতলের কাচের ছিপির ওপরে পেনসিল দিয়ে টোকা মারল।

'সময় হয়ে গিয়েছে!'

'আমি এক্ষুনি শেষ করছি, কমরেডগণ। আমি এবারে সিদ্ধান্ত টানতে চাই। আমি আগেই আপনাদের জানিয়েছি, ভূমি বিভাগের হিসেব অনুসারে প্রথম পাঁচটি দিনে জেলায় বীজবপন হয়েছে মাত্র ১,০২৬ একরে। আমি মনে করি, এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে জেলার সকল রাজনৈতিক কর্মীকে সামিল করা এবং অবিলম্বে তাদের যৌথখামারগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া। আমার মতে, আমাদের হাতে যা-কিছু উপায় আছে সবই ব্যবহার করতে হবে সদস্যদের যৌথখামার ত্যাগ করে যাওয়া বন্ধ করার জন্য, এবং পার্টি-গ্রুপগুলির পরিচালকবর্গকে ও সেক্রেটারিবর্গকে এই নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যে তাঁরা যেন যৌথখামারীদের মধ্যে দৈনন্দিন ব্যাখ্যামূলক কাজ চালিয়ে যান এবং প্রধান জোর যেন ব্যাপক তথ্য প্রচারের ওপরে... যাকে বলা চলে অংকের ব্যাপক চিত্র, যা থেকে বোঝা যাবে যৌথখামারগুলিকে রাষ্ট্র কতখানি সুযোগসুবিধা দিচ্ছে—কেননা এটা এমন একটা বিষয় যা অনেক অনেক জায়গায় মোটেই ব্যাখ্যা করা হয়নি। যৌথখামারের কৃষকদের মধ্যে অনেকেই এখনো জানে না যৌথখামারগুলিকে রাষ্ট্র কী কী ঋণ দিচ্ছে, ও এমনি সব ব্যাপার। আমি আরো একটি প্রস্তাব পেশ করতে চাই।

অবিলম্বে আমাদের তদন্ত করতে হবে চরমপন্থার অপরাধীদের সম্পর্কে, যাদের জন্যে বপনের কাজ চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দেখতে হবে কেন্দ্রীয় কমিটির ১৪ই মার্চ তারিখের প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন্ কোন্ লোককে তাদের পদ থেকে সরানো দরকার। আমার প্রস্তাব, তাদের সকলের সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত হোক এবং তাদের সকলকে পার্টির কাছে গুরুতররূপে দায়ী করা হোক। এই আমার বক্তব্য।'

বেগ লিখের রিপোর্ট সম্পর্কে কারও কিছু বলার আছে?' সমাবেশের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করল। ইচ্ছে করেই সে নাগুলনভের দিকে তাকাল না।

'কী আর বলার থাকতে পারে, ছবিটা যথেষ্ট পরিষ্কার।' জোরে নিশ্বাস ফেলে বলল ব্যুরোর একজন সদস্য ও জেলা মিলিসিয়ার প্রধান। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার ক্ষুদে মানুষটি অনবরত ঘামছেন, পরনে ফৌজী উর্দি, চকচকে কামানো খুলির ওপরে অজস্র কাটা দাগ।

'বেগলিখের বক্তব্যকেই কি আমরা তাহলে আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে ধরব?' সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই।'

'এবার তাহলে নাগুলনভের ব্যাপারটায় আসা যাক। মিটিঙের সারা সময়ের মধ্যে এই প্রথম সেক্রেটারি মাকারের দিকে মুখ ফেরাল, বিরূপ ও অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্যে, 'আপনারা সকলে আগেই জেনেছেন যে গ্রেমিয়াচি পার্টি গ্রুপের সেক্রেটারি হিসেবে নাগুলনভ পার্টির বিরুদ্ধে কয়েকটি অপরাধ করেছে। জেলা কমিটির নির্দেশের বিরোধিতা করে সে যৌথীকরণের সময়ে ও বীজভাণ্ডার সংগ্রহ করার সময়ে বামপন্থী লাইন চালিয়েছে। ব্যক্তিগত একজন মাঝারি চাষীকে সে রিভলবার দিয়ে মেরেছে। উত্তাপের ব্যবস্থা নেই এমন একটি কামরায় যৌথখামারীদের আটক করে রেখেছে। কমরেড সামোখিন নিজে গিয়েছিল গ্রেমিয়াচিতে এবং দেখে এসেছে নাগুলনভ কতখানি খোলাখুলি বিপ্লবী নিয়মকানুন অমান্য করেছে ও কতখানি ক্ষতিকরভাবে পার্টির লাইন বিকৃত করেছে। সামোখিন কী বলে শোনা যাক। কমরেড সামোখিন, ব্যুরোকে আপনি বলুন নাগুলনভের অপরাধমূলক তৎপরতা সম্পর্কে আপনার বদ্ধমূল ধারণা কী হয়েছে।' সেক্রেটারি তার ফুলো-ফুলো চোখের পাতা নামিয়ে টেবিলের ওপরে ঠকাস করে কনুই রাখল।

জেলা কমিটিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই নাগুলনভ বুঝতে পেরেছিল তার ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে রয়েছে এবং কারও কাছ থেকে অনুকম্পা পাবার কোনো আশা তার নেই। সেক্রেটারি তাকে সম্ভাষণ জানিয়েছে অস্বাভাবিক সংযমের সঙ্গে। স্পষ্টতই বোঝা গেল, তার সঙ্গে যাতে কথা বলতে না হয় সেজন্যে সঙ্গে সঙ্গে জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির কাছে কী একটা জানতে চেয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

খানিকটা ইতস্তত করে মাকার জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার ব্যাপারটার কী অবস্থা, কোরচ্‌জিন্‌স্কি?'

'ব্যুরো সিদ্ধান্ত নেবে।' অনিচ্ছার সঙ্গে সেক্রেটারি জবাব দিয়েছে।

অন্য যারা ছিল সকলেই মাকারের সপ্রশ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওদের যেটুকু করার তা ওরা আগেই সেরে রেখেছে, তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। একজন মাত্র—মিলিশিয়ার প্রধান বাগাবিন—মাকারের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে হাসল এবং তার হাতটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল।

'ঘাবড়িও না, নাগুলনভ! তুমি ভুল করেছিলে, তালগোল পাকিয়েছিলে, অতুল করেছিলে—কিন্তু আমরা তো কেউ-ই এখনো পর্যন্ত রাজনীতিতে খুব একটা সড়গড় হয়ে উঠিনি। তোমার চেয়ে চালাকচতুর লোকেরাও ভুল করেছে!' এই বলে বর্তুলাকার মাথাটা ঘুরিয়ে নিল, ঘুড়ির মতো শক্ত ও মসৃণ সেই মাথা। তারপরে খাটো লাল ঘাড় থেকে ঘাম মুছে নিয়ে পুরু ঠোঁট নাড়িয়ে আক্ষেপসূচক চু-চু শব্দ করল। খানিকটা উৎসাহ বোধ করল মাকার, বাগাবিনের কালচে মুখখানার দিকে তাকাল, যখন বুঝতে পারল যে এই মানুষটা তার ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, তাকে বুঝতে পেরেছে ও তার প্রতি সহানুভূতি বোধ করছে, তখন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হাসল। মনে মনে ভাবল, 'হয়তো ওরা আমাকে প্রচণ্ড শাস্তি দেবে আর সেক্রেটারির পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেবে।' উদ্বেগের সঙ্গে তাকাল সামোখিনের দিকে। চওড়া কপালওলা এই বুড়ো মানুষটা, যে নাকি বিবাহবিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না, সে-ই তাকে যতোটা উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে এমন আর কেউ নয়। তারপরে সামোখিন যখন তার অ্যাটাচি-কেস থেকে মস্ত একটা ফাইল বার করল তখন নাগুলনভ অনুভব করল একটা আতংকের যন্ত্রণাকর শিহরণ। তার বুকটা প্রচণ্ডভাবে ওঠানামা করছে, মাথায় রক্ত উঠে এসেছে, মুখে জ্বালা ধরেছে, আর গলায় উঠে এসেছে আবছা আচ্ছন্নকারী একটা অসুস্থতা।

এমনি অনুভূতি সবসময়েই তার হয়ে থাকে মূর্ছা যাবার আগে। মনে মনে ভাবল, 'আমি নিশ্চয়ই মূর্ছা যাচ্ছি।' সাম্যোখিনের ধীর ও বিবেচনাপূর্ণ গলার স্বর শুনতে শুনতে তার অন্তরাত্মা কাঁপতে লাগল।

'জেলা কমিটি ও জেলা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নির্দেশে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি তদন্ত করেছি। এজন্যে আমি উক্ত নাগুলনভকে এবং যৌথখামারী চাষীদের ও তার কার্যকলাপের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগত চাষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, সাক্ষীদের দেওয়া সাক্ষ্যের ওপরে ভিত্তি করেছি। এই সবকিছু করার পরে আমি যা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি তা এই: নাগুলনভের ওপরে পার্টি যে আস্থা ন্যস্ত করেছিল নাগুলনভ নিঃসন্দেহেই তার উপযুক্ত নয়। নাগুলনভ যা করেছে তার ফলে পার্টির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। যেমন বলা যায়, যৌথীকরণ যখন হচ্ছিল, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে, সে গ্রামের মধ্যে বাড়ি থেকে বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, রিভলবার উঁচিয়ে মানুষদের সব শাসাতে থাকে, তাদের বাধ্য করে যৌথখামারে যোগ দিতে। এমনিভাবে সে সাতজন মাঝারি চাষীকে যৌথখামারে 'টেনে আনে।' এমনকি নাগুলনভ নিজেও এটা অস্বীকার করে না।'

'ওরা ছিল বেহদ্দ হোঁৎকা!' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় নাগুলনভ চিৎকার করে উঠল।

'আমি তোমাকে কথা বলার অনুমতি দিইনি। চুপ করো!' তাকে কঠোরভাবে বাধা দিয়ে সেক্রেটারি বলে উঠল।

'...দ্বিতীয়ত, বীজ-ভাণ্ডার সংগ্রহের সময়ে সে একজন মাঝারি-কৃষক ব্যক্তিগত চাষীকে রিভলবারের বাঁট দিয়ে উপর্যুপরি এমনই মারধারে যে লোকটা অজ্ঞান হয়ে যায়। ঘটনাটা ঘটে যৌথখামারের চাষীদের চোখের সামনে। গ্রাম সোভিয়েতের বার্তাবহরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, তারাও দেখেছে। এই মাঝারি চাষীটিকে মারা হয়েছিল এ-কারণে যে সে বীজ-ভাণ্ডারের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য ছেড়ে দেয়নি।'

'লজ্জার কথা!' জোর গলায় বলে উঠল প্রসিকিউটর।

নাগুলনভ হাত দিয়ে নিজের গলা ঘষছে আর ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটি কথাও বলল না।

'তারপরে শুনুন কমরেডগণ, সেই একই রাতে যৌথখামারের তিনজন চাষীকে সে একটা ঠাণ্ডা ঘরে আটক করেছিল আর সারারাত ধরে সেখানেই রেখে দিয়েছিল —সেই পুরনো কালে স্থানীয় পুলিসের কোনো কোনো কর্তা যেমন করত। তার-

পরে বীজধানা গজে গজে ছেড়ে দেয়নি বলে রিভলবার তুলে তাদের শাসিয়েছিল।'

'আমি ওদের শাসাইনি।'

'কমরেড নাগুলনভ, ওরা নিজেরা আমাকে যা বলেছে আমি তাই এখানে বলছি। আর আমার কথায় বাধা দিও না, এই তোমাকে বলে দিলাম। নাগুলনভের জবরদস্তিতে মাঝারি চাষী গায়েভকে উৎখাত করা হয়েছিল ও নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। অথচ গায়েভকে উৎখাত করার মতো কোনো কারণ কোনো দিক থেকেই ছিল না। গায়েভের সম্পত্তির অবস্থা এমন ছিল না যে কোনো দিক থেকে তাকে কুলাক বলা চলে। নাগুলনভ প্রস্তাব খাটিয়ে এটা করেছিল। তার যুক্তি ছিল এই যে ১৯২৮ সালে গায়েভ একজন মজুর লাগিয়েছিল। কিন্তু কী রকমের মজুর? কমরেডগণ, সেই 'মজুরটি' ছিল সেই একই গ্রাম গ্রেমিয়াচি লগের একটি মেয়ে। ফসল কাটার সময়ে তাকে কাজে লাগানো হয়েছিল। গায়েভ মেয়েটিকে কাজে লাগিয়েছিল শুধু এই কারণে যে ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে গায়েভের ছেলের ডাক পড়েছিল লালফৌজে। গায়েভের নিজের ছিল অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, তাই একা সে সমস্ত কাজ করে উঠতে পারত না। সোভিয়েত আইন অনুসারে এমনি ধরনের মজুর নিয়োগে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। গায়েভ এই মেয়েটিকে কাজে লাগিয়েছিল চুক্তির ভিত্তিতে এবং তার পুরো টাকা মিটিয়ে দিয়েছিল। কমরেডগণ, এই ঘটনা আমি নিজে যাচাই করে দেখেছি। আরও কথা আছে, নাগুলনভের যৌন জীবন বিশৃঙ্খল, একজন পার্টি সদস্যের চরিত্র বিচার করতে হলে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নাগুলনভ তার বৌয়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেছে, বা, বরং বলা উচিত, নাগুলনভ বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত করেনি তার বৌকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাড়িয়ে দিয়েছে কুকুরের মতো, একাজ করার পিছনে তার একমাত্র কারণ এই যে তার বৌ নাকি গ্রেমিয়াচি গ্রামের একটি ছোকরার মনোযোগকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এক কথায় বলা চলে, গাঁয়ের গালগল্পের সুযোগ নিয়েছে নাগুলনভ আর নিজের হাত খালি রাখার জন্যে বৌকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যৌন জীবনের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে সে এখন কী ধরনের জীবন কাটাচ্ছে? আমি জানি না। কিন্তু সমস্ত ঘটনা থেকে মনে হয়, নিশ্চিতরূপেই সে লম্পটপনায় গা ভাসিয়েছে। নইলে সে তার বৌকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে কেন? নাগুলনভের বাড়িউলী আমাকে বলেছে নাগুলনভ রোজই অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। কোথায় সে যায় তা তার বাড়িউলী জানে না। কিন্তু কমরেডগণ, আমরা ভালো করেই জানি কোথায় সে যেতে পারে। আমরা

শিত নই, আমরা জানি বৌকে যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং নানা ধরনের মেয়েমানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য খোঁজে সে কোথায় যায়। আমরা জানি! কমরেডগণ, এই হচ্ছে স্বল্পকাল সময়ের মধ্যে নৈরাশ্যজনক রকমের অসফল গ্রুপ সেক্রেটারি নাগুলনভের বীরোচিত কর্মকাণ্ডের (অভিযোগ পেশ করতে করতে এই কথাটি বলার সময়ে সামোখিন বিদ্বেষপূর্ণ হাসি হাসল) সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তার ফল কী দাঁড়ায়? এ-ধরনের চালচলনের মূল কারণগুলো কী? একথা খোলাখুলি বলতেই হবে যে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই নয় যে সাফল্য মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, যে-কথা কমরেড স্তালিন চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন, এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অকৃত্রিম ও অখণ্ড বামপন্থী ঝোঁক, পার্টির সাধারণ লাইনের বিরুদ্ধে আক্রমণ। যেমন ধরুন, মাঝারি চাষীদের উৎখাত করা আর রিভলবারের ভয় দেখিয়ে তাদের যৌথখামারে যোগ দিতে বাধ্য করার জন্যে নাগুলনভ উঠেপড়ে লেগেছিল। শুধু তাই নয়, সে এমনকি ঘরোয়া হাঁসমুরগি এবং খুদে গোয়াল ও দুধেল গাইগোরুকে পর্যন্ত বারোয়ারী করে তোলার জন্যে সিদ্ধান্ত পাকিয়ে তুলেছিল। সে চেষ্টা করেছিল, যৌথখামারের কোনো কোনো চাষী যে-কথা বলেছে, একেবারে নিষ্ঠুরতম শৃঙ্খলা খাড়া করতে।'

'হাঁসমুরগি ও খুদে গোয়াল সম্পর্কে জেলা কমিটি থেকে কোনো নির্দেশ ছিল না।' শান্তভাবে বলল নাগুলনভ।

শরীরটাকে সিধে খাড়া করে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে, থিঁচুনি ধরার মতো তার বাঁ-হাতটা চেপে রেখেছে বুকের ওপরে।

'না, না, মোটে না, আমাকে মাপ করতে হল!' সেক্রেটারি যেন ঝলসে উঠল, 'জেলা কমিটি নির্দেশ দিয়েছিল। অন্যের ওপরে দোষ চাপাবার চেষ্টা কোরো না! যৌথখামারের জন্যে একটি সনদ রয়েছে, আর তুমি এমন কচিখোকাটি নও যে সেই সনদ তোমার বোধগম্য হবে না।'

সামোখিন বলে চলল, 'গ্রেমিয়াচি যৌথখামারে আত্মসমালোচনা চেপে দেওয়াটাই সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। ওখানে নাগুলনভ এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। অন্য কাউকে সে একটি কথা বলতে দেয় না। কোথায় সে চাষীদের কাছে ব্যাখ্যা করার কাজ চালিয়ে যাবে, তা নয়, তার বদলে হুমকি চালায়, মাটিতে পা দাপায়, আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে লোককে ভয় দেখায়। গ্রেমিয়াচি যৌথখামারে সমস্ত যে ভণ্ডুল পাকিয়ে গেছে তার কারণ হচ্ছে এই। এখন এই খামারের অবস্থা এমনই যে দলে দলে লোক বেরিয়ে যেতে চাইছে। ওদিকে বপনের কাজ পবে

শুরু হয়েছে, কাজেই নিশ্চিতভাবেই ধরে নিতে পারি যে বপনের কাজ শেষ করা যাবে না। জেলা নিয়ন্ত্রণ কমিশন অবশ্যই নাগুলনভের ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত টানবেন, কেননা জেলা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাজই হচ্ছে নির্মাণকার্যের মহান কর্তব্যপালনে যারা আমাকে বাধা দিচ্ছে সেই অধঃপতিত লোকদেরও সমস্ত রকমের সুবিধাবাদীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা।'

'শেষ হয়েছে?' সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'এবার তাহলে নাগুলনভের কথা শোনা যাক। নাগুলনভ আমাদের বলুক কি করে তার এমন অধঃপতন হল। তুমি বলো, নাগুলনভ।'

সামোখিনের কথার শেষে প্রচণ্ড একটা ক্রোধ নাগুলনভের মধ্যে ফুঁসে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা নির্মূল হয়ে মিলিয়ে গেল। তার বদলে দেখা দিল অনিশ্চয়তা ও ভয়। 'কী ওরা করছে আমাকে নিয়ে? তাই কি করতে পারে নাকি? ওরা চায় আমাকে শেষ করে দিতে!' টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হতভম্ব হয়ে সে ভাবল। সামোখিনের বক্তৃতা চলার সময়ে কামড়-ধরানো কিছু কিছু মন্তব্য মনে মনে তৈরি করে রেখেছিল, সেগুলোর কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। তার মাথার ভেতরটায় বিরাট এক শূন্যতা। জবাব দেবার মতো উপযুক্ত একটি শব্দও সে খুঁজে পেল না। অস্বাভাবিক একটা কিছু তার মধ্যে ঘটে যাচ্ছে।

'কমরেডগণ, সেই বিপ্লবের সময় থেকেই আমি পার্টিতে আছি। আমি লালফৌজে ছিলাম।'

'ওসব কথা আমরা সবই জানি। আসল কথায় এসো।' অধৈর্য হয়ে সেক্রেটারি তার কথায় বাধা দিল।

'সমস্ত ফ্রন্টে আমি হোয়াইটের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আর প্রথম অশ্বারোহী বাহিনীতে আমাকে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল...'

'আসল কথায় এসো।'

'এটা কি আসল কথা নয়?'

'পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না, নাগুলনভ। আগেকার কালে কত-কি করেছ সে-সব কথা বলার চেষ্টা করে এখন আর কোনো লাভ নেই।' জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি বাধা দিয়ে বলে উঠল।

'কমরেডকে নিজের কথা বলার একটা সুযোগ দিতে হবে! এভাবে ওর মুখ বন্ধ করা হচ্ছে কেন?' ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল বাজাবিন। তার গোল

মস্তণ মাথার চূড়ো হঠাৎ বেগুনী হয়ে উঠেছে, সন্ন্যাসরোগীদের যেমন হয়ে থাকে।

'ওকে ঠিক ঠিক কথা বলতে হবে।'

নাগুলনভ তখনো দাঁড়িয়ে আছে তার বাঁ হাতটা বুকের ওপরে চেপে ধরে, তার ডানহাতটা আস্তে আস্তে উঠে এল তার গলার কাছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে খুব কষ্টের সঙ্গে সে বলতে লাগল, 'আমাকে বলতে দিন। আমি শত্রু নই, আপনারা কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময়ে আমি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলাম। কাস্তোরনায়াতে গোলা-কাটার শব্দে আমার স্নায়ু বিকল হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল ভারী গোলা, সাঁজোয়া গাড়ী বসানো মঞ্চের ওপরে ফেটে পড়েছিল।' গলা ভেঙে যেতে সে থেমে গেল, কালো হয়ে যাওয়া ঠোঁটদুটো নাড়িয়ে শশব্দে বাতাস টানতে লাগল।

একটা গেলাসে নিপুণ হাতে জল ঢেলে নিল বাদাবিন, মাকারের দিকে না তাকিয়ে গেলাসটা বাড়িয়ে ধরল।

কোর্চজিন্‌সি তাকাল নাগুলনভের দিকে, তারপরে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। গেলাসটা নাগুলনভের হাতে ঠকঠক করে কাঁপছে, নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

সবাই চুপ, শুধু শোনা যাচ্ছে গেলাসের কিনারে লেগে মাকারের দাঁতের জোর ঠকঠকানি।

'অত ভেঙে পড়ছ কেন হে, কথা বলো।' বাদাবিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল।

কোর্চজিন্‌সি ভুরু কোঁচকাল, অনভিপ্রেত একটা করুণা তাকে আপ্লুত করছে। কিন্তু জোর করে সামলে নিল নিজেকে। এ-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই যে নাগুলনভ পার্টির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর! নাগুলনভকে শুধু যে তার পদ থেকে সরানো দরকার তাই নয়, একেবারে পার্টি থেকেই বহিষ্কার করা দরকার। বাদাবিন বাদে আর সকলেই তার মতে সায় দিয়েছে।

ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে নিল মাকার, এতক্ষণে দম ফিরে পেল যেন, তারপরে বলতে শুরু করল:

'সামোখিন যা-যা বলেছে সবই আমি স্বীকার করছি। সত্যি কথা যে ওই কাজগুলো আমি করেছি। কিন্তু সেটা এই কারণে নয় যে আমি পার্টির বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছিলাম। সামোখিন এ-কথাটা মিথ্যে বলেছে। আর আমার লাম্পট্য নিয়ে যা বলেছে তাও একেবারে ডাহা মিথ্যে। বানানো কথা! মেয়েমানুষ

থেকে আমি দূরে থাকছি, মেয়েমানুষ নিয়ে চলার মতো সময় আমার নেই।'

'তাই কি তুমি তোমার বৌকে তাড়িয়ে দিয়েছ?' বিদ্রূপের স্বরে খোমুতভ জিজ্ঞেস করল।

গুরুগম্ভীর স্বরে নাকার জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সেই কারণেই।...কাজটা আমি করে-ছিলাম বিপ্লবের মুখ চেয়ে। হয়তো ভুল করেছিলাম। জানি না। আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আপনারা পাঠচক্রে পড়েছেন, আপনাদের তো জানা উচিত। আমি সাফাই গাইতে চেষ্টা করছি না। আপনাদের যেমন ইচ্ছে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। আমি আপনাদের শুধু একটি বিষয় বিবেচনা করতে বলব...' আবার তার হাঁপ ধরে গেল, কথার মাঝখানে থেমে গেল সে। মিনিটখানেক তার মুখে কথা নেই। তারপরে বলতে লাগল, 'ভাইসব, আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি যা কিছু করেছি পার্টির বিরুদ্ধে কোনো মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে নয়। বান্নিককে আমি পিটুনি দিয়েছিলাম ঠিকই, সেটা এই কারণে যে পার্টি নিয়ে সে তামাসা করেছিল আর মজুদ গম শুয়োরগুলোর দিকে ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল।'

'বটে বটে, ওসব বানানো কথা শুনতে চাই না।' বিদ্বেষভরা গলায় সামোখিন বলল।

'যা ঘটেছে তাই আমি আপনাদের বলেছি। ওই বান্নিকটাকে কেন খুন করিনি এই আক্ষেপ এখনো আমার মনে থেকে গিয়েছে। আমার আর কিছু বলার নেই।'

কোর্ৎজিন্‌সি সোজা হয়ে বসল, শরীরের ভারে কিঁচকিঁচ করে উঠল তার চেয়ারটা। এই অপ্রিয় ব্যাপারটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সে শেষ করে দিতে চাইছে। তাড়াহুড়ো করে সে বলতে লাগল, 'কমরেডগণ, তাহলে দেখুন সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। নাগুলনভ নিজেই সব স্বীকার করেছে। কতকগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপারে সে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু তার সাফাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। কেউ যখন ধরা পড়ে তখন তার সবসময়েই চেষ্টা থাকে নিজের দোষ ছোট করে দেখাতে বা নিজের দোষ অপরের ওপরে চাপাতে। নাগুলনভ ইচ্ছাপূর্বক যৌথখামার আন্দোলনে পার্টি লাইনের বিরুদ্ধাচার করেছে, কমিউনিস্ট হিসেবে নাগুলনভ হীন ব্যক্তিগত জীবন যাপন করছে, অতএব আমি মনে করি নাগুলনভকে পার্টির সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা উচিত। অতীতে নাগুলনভ কী বড়ো কাজ করেছে তা আমরা বিবেচনা করব না—সেই পর্ব পার হয়ে গিয়েছে। অন্যদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্যে তাকে অবশ্যই

শাস্তি দিতে হবে। কেউ যদি পার্টির ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, পার্টিকে টেনে নিতে চায় ডাইনে কিংবা বাঁয়ে—তাহলে তাকে নির্মমভাবে খতম করতে হবে। নাগুলনভ বা তার মতো লোকদের বেলায় আধাআধি ব্যবস্থা কিছু হতে পারে না। এমনিতেই যথেষ্ট বেশি দিন ওদের আমরা আগলে রেখেছি। এমনকি গত বছরেও যখন জমি সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছিল, ও বাঁয়ে ঝুঁকে পড়ে। তখনই আমি ওকে সাবধান করেছিলাম। সেটা ও গ্রাহ্য করেনি, কাজেই দোষ একমাত্র ওর নিজেরই! বিষয়টাকে ভোটে দেওয়া যাক। নাগুলনভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার পক্ষে কে আছ? আমার বোধহয় বলার দরকার নেই, ভোট দিতে পারবে একমাত্র ব্যুরোর সদস্যরা। চারজন পক্ষে, তাই তো? কমরেড বালাবিন, তুমি কি বিপক্ষে?'

টেবিলের ওপরে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল বালাবিন। তার রগের শিরাগুলো কেমন একটা জট পাকিয়ে ফুলে উঠল।

'আমি শুধু বিরুদ্ধে নই, আমি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবাদ জানাতে চাই। এই সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।'

'তোমার অবশ্যই নিজস্ব মত থাকতে পারে।' শান্তভাবে কোর্চ্‌জেন্‌স্কি বলল।

'না, আমি বলতে চাই।'

'এত দেরিতে কিছু বলার আর কোনো অর্থ হয় না, বালাবিন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নাগুলনভকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'কিন্তু যা হল সেটা তো আমলাতান্ত্রিক ধরনে মানুষের বিচার। উঁহু, কিছুতেই না, ব্যাপারটাকে কিছুতেই এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না! আমি আঞ্চলিক কমিটির কাছে লিখব। পার্টির একজন পুরনো সদস্য, লাল পতাকার অর্ডার প্রাপক, তাকে কিনা পার্টি থেকে বহিষ্কার করা! কমরেডগণ, তোমরা কি পাগল হলে? আর কি কোনো শাস্তি নেই?'

'ও নিয়ে আলোচনা করার কোনো দরকার নেই। ভোট হয়ে গিয়েছে!'

'যারা এইভাবে ভোট দেয় তাদের মার দেওয়া দরকার!' বালাবিনের গলার স্বর চড়া পর্দায় উঠে চিরে বিকৃত হয়ে গেল, তার স্ফীত ঘাড় আরো ফুলে উঠল, যতোক্ষণ-না মনে হতে লাগল যে আঙুলের একটু ছোঁয়া লাগলেই ওই জায়গাটা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

'ওসব মার-টার দেওয়া সম্পর্কে সময়ে কথা বললেই ভালো করবে।' কথাটা

বলেছে সংগঠন ম্যানেজার খোমুৎভ, কুচক্রীর মতো, 'জানো তো, ইচ্ছে করলে তোমাকেও আমরা লিখে করে দিতে পারি। মনে রেখ, তুমি রয়েছ তোমার মিলিলিয়া আপিসে নয়, পার্টির জেলা কমিটির আপিসে।'

'সে আমি জানি, তোমার বলার দরকার ছিল না। কিন্তু তোমরা আমাকে বলতে দেবে না কেন?'

'কেননা আমি মনে করি তার কোনো প্রয়োজন একেবারেই নেই।' এবারে গর্জন করে উঠেছে কোর্চ্‌জিনস্কি, বালাবিনের মতো সেও লাল হয়ে গিয়েছে, আর চেয়ারের হাতলদুটো আঁকড়ে ধরে আছে, 'আমি হচ্ছি জেলার সেক্রেটারি, আমি তোমাকে বলতে দেব না। আর তবুও যদি পীড়াপীড়ি করো যে তুমি বলবেই, তাহলে বাইরে গিয়ে বলো।'

'বালাবিন, কেন মিথ্যে মেজাজ গরম করছ। এত সব হৈ-হট্টগোলেরই বা অর্থ কী? কেউ তো বারণ করছে না, আঞ্চলিক কমিটির কাছে তোমরা লিখে পাঠাও। কিন্তু লড়াই যখন শেষ হয়ে গিয়েছে তখন আর ঘুঁষি পাকিয়ে লাভ কি।' কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি মিলিসিয়ার কর্তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে।

উর্দির আস্তিন ধরে বালাবিনকে সে টেনে নিয়ে গেল কোণের দিকে, আর ফিসফিস করে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

এদিকে, বালাবিনের সঙ্গে এই ঠোকাঠুকিতে কোর্চ্‌জিনস্কি রেগে উঠেছে, ফোলা ফোলা চোখের পাতার তলা দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকাল মাকারের দিকে। মাকারের প্রতি শত্রুতাকে গোপন করবার কিছুমাত্র চেষ্টা তার নেই, শত্রুতা প্রকাশ করেই বলল, 'ব্যাপারটা চুকে গিয়েছে, নাগুলনভ! ব্যুরোর সিদ্ধান্ত অনুসারে তুমি আমাদের দল থেকে বিতাড়িত। তোমার মতো লোককে দিয়ে পার্টির কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার সদস্যপদের কার্ডটা ফেরৎ দিয়ে দাও!' টেবিলের ওপরে লোমশ হাতের একটা চাপড় মারল সে।

নাগুলনভ মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড একটা কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে তার সারা শরীরের মধ্যে, তারপরে কথা যখন বলল তার গলার স্বর শুনতে না পাওয়ার মতো।

'আমি আমার পার্টি-কার্ড দেব না।' বলল সে।

'তোমাকে আমরা দেওয়াব।'

'আঞ্চলিক কমিটিতে যাও, নাগুলনভ!' কোণ থেকে চিৎকার করে উঠল বালাবিন, তারপরে কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে

ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময়ে কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

'আমি তোমাকে আমার পার্টি-কার্ড দেব না!' কথাটা আবার বলল মাকার, তার কপাল ও দৃঢ়গঠিত চিবুক থেকে নীলচে পাণ্ডুরতা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, 'আমার প্রয়োজন পার্টির কাছে ফুরিয়ে যায়নি। পার্টি ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না! তোমাদের কাছে আমি হার মানব না! এই দেখ, আমার সদস্যপদের কার্ড, আমার বুকপকেটে। এটা নেবার চেষ্টা করে দেখ! তোমাদের গলা চিরে শেষ করে দেব না!'

'এই শুরু হল না নাটুকেপনা!' প্রসিকিউটর কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, 'এই হিস্টিরিয়া-গ্রস্তরা গেলে বাঁচি!'

তাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে মাকার কোর্চ্‌জিন্‌স্কির মুখোমুখি দাঁড়াল, কথা বলতে লাগল আস্তে আস্তে, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে :

'পার্টিকে বাদ দিয়ে কোথায় যাব আমি? কেনই বা যাব? না, আমার পার্টি-কার্ড আমি ছেড়ে দেব না! এর জন্যে আমি আমার সমস্ত জীবন দিয়েছি… আমার সমস্ত জীবন…' হঠাৎ সে করুণভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মতো টেবিল হাতড়াতে লাগল, যেন একটা বুড়ো মানুষ, আর অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'তাই যদি হয় তাহলে বরং আমাকেও নিয়ে নাও, আর…ছেলেদের বলে দাও… আমাকে বরং যেন শেষ করে দেয়। আর তো কিছুই নেই…জীবন নিয়ে এখন আর আমি কী করব। ওই জীবন থেকেও এখন আমাকে বহিষ্কার করে দাও। কুকুর যতোদিন ঘেউ-ঘেউ করেছে ততোদিন কুকুরের আদর ছিল! এখন সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে, এখন তাকে লাথি মেরে উঠোন থেকে বার করে দিতে হবে!'

মাকারের মুখখানা প্লাস্টারের মুখোসের মতো টান-টান হয়ে উঠেছে, কাঁপছে ও নড়ছে শুধু তার ঠোঁটদুটো। কিন্তু এই শেষ কথাগুলো যখন সে বলেছে, বয়স্ক মানুষটার সারাজীবনের মধ্যে এই প্রথম জল বেরিয়ে এসেছে তার ঘষা চোখ থেকে। প্রচুর জল, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে, অবিন্যস্ত দাড়ির ছুঁচলো ডগায় আটকে যাচ্ছে, গায়ের জামার ওপরে গাঢ় ছোপের নক্‌সা ফুটিয়ে তুলছে।

'যথেষ্ট হয়েছে। ওতে তোমার কোনো সাহায্য হবে না কমরেড!' কষ্টের সঙ্গে সেক্রেটারি ভুরু কোঁচকাল।

'তুমি মোটেই আমার কমরেড নও!' নাগুলনভ ফেটে পড়ল, 'তুমি হচ্ছ গিয়ে একটা নেকড়ে! আর বাদবাকি তোমরা সবাই বিষাক্ত সাপ! হাতে চাবুক

পেয়ে গিয়েছ! নরম নরম কথা বলতে শিখেছ! ওহে খোমুতভ, দাঁত বার করে হাসছ কেন শুনি? আমার চোখের জল দেখে হাসি পাচ্ছে বুঝি? সেই তুমি! মনে আছে, একুশ সালে যখন কোমিন ও তার দলবল জেলার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তুমি আঞ্চলিক কমিটিতে হাজির হয়েছিলে, মনে পড়ে? ওহে কুকুরীর লাঙুল, মনে পড়ে? হাজির হয়েছিলে কেন? না, পার্টি-কার্ড দিয়ে দেবার জন্যে। বলেছিলে তুমি নাকি চাষের কাজ নিয়ে থাকতে চাও। কোমিনকে তুমি ভয় পেতে। তাই তুমি তোমার পার্টি-কার্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে···তারপরে আবার গুঁড়ি মেরে মেরে পার্টির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, পিছল মাছ-উকুনের মতো! আর সেই তুমি এখন আমার বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছ? আমার চরম দুঃখের সময়ে আমাকে নিয়ে তামাশা করছ?'

'যথেষ্ট হয়েছে নাগুলনভ, আর নয়, দয়া করে আর চিৎকার কোরো না। আমাদের আরো আলোচনার বিষয় আছে।' কালো সুন্দর চেহারার খোমুতভ তুষ্ট করার সুরে কথাগুলো বলল, তাই বলে সে কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করছে না, তার কালো গোঁফের নিচে তখনো একটা শান্ত হাসি ফুটিয়ে রেখেছে।

'যথেষ্ট হয়েছে তোমার পক্ষে, কিন্তু ন্যায়বিচার আমি পাবই! কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যাব আমি!'

'ঠিক আছে! তাই যাও! ওখানে সবকিছুর মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। ওরা তো অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে···'খোমুতভ হাসল।

নিঃশব্দে মাকার হেঁটে গেল দরজার কাছে, দরজার খুঁটিতে কপালটা ঠুকে যেতেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। একটু আগে তার যে রাগ ফেটে পড়েছিল সেটা তাকে সম্পূর্ণ অবসন্ন করে দিয়ে গেছে। মনের মধ্যে আর কোনো চিন্তা বা অনুভূতি নেই, এমনি অবস্থায় সে গেটের কাছে পৌছলো, বেড়ায় বাঁধা ঘোড়াটা খুলে নিল, আর যে-কোনো কারণেই হোক রাশ ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। শহরের প্রান্তে এসে সে চেষ্টা করল ঘোড়ায় চাপতে, কিন্তু পারল না। চারবার রেকাবিতে পা তুলল, কিন্তু মাতালের মতো এমন টলছিল যে খোবনা থেকে হাতের মুঠি খুলে গেল।

একজন খোসমেজাজী বুড়ো বসে ছিল রাস্তার শেষ কুটিরটা ঘিরে তোলা মাটির দেয়ালের ওপরে। তার মাথায় ঝালরবিশিষ্ট চুড়োওলা কসাক টুপি, তার তলা দিয়ে তাকিয়ে মাকারকে সে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিল, যখন ঘোড়ায় চাপতে চেষ্টা করছিল মাকার।

'এ যে ভারি রসের মানুষ গো! এখনো আকাশে সূয্যি গনগন করছে, আর ও কিনা নিজের পা পর্যন্ত তুলতে পারছে না! এত সকাল সকাল এত মদ গিলতে গেল কেন কে জানে। নাকি আজ ছুটির দিন?'

'তাই বটে, কেদোৎ দাদু!' তার পড়শী বেড়ার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আজ তো কুঁড়ে সাইমনের পরব। আজ তো সব পানশালা থেকে পানশালায় ঘুরে তীর্থযাত্রা করছে।'

বুড়ো হেসে বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। মদের চেয়ে জোয়ান আর কি আছে বলো? দেখ দিকি, সে এই লোকটাকে কেমন জিন থেকে সটান হটিয়ে দিচ্ছে। ওহে কসাক, ওখানটা শক্ত করে ধরো হে!'

দাঁত কিড়মিড় করে উঠল মাকার, তারপর রেকাবিতে পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁইয়েছে কি ছোঁয়াইনি, ঠিক একটা পাখির মতো উড়ে গিয়ে জিনের ওপরে বসে গেল।

তেত্রিশ

সেইদিনই সকালে ইয়ারস্কোই গ্রাম থেকে গ্রেমিয়াচি লগে এসে এসে হাজির হল যৌথখামারের তেইশটি গাড়ি। হাওয়াকলের সামনে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বান্নিকের। তাঁর কাঁধে একটা লাগাম, সে চলেছে স্তেপে তার ঘোটকীর সন্ধানে। প্রথম গাড়িটা তার পাশাপাশি এসে গেল।

'ভালো তো, ভাইসব।'

'ভালো।' জবাব দিল কালো গোঁফওলা একজন কসাক। একজোড়া বেঁড়ে-লেজ ঘোড়া চালিয়ে এসেছে সে।

'গাড়িগুলো কোথা থেকে এল গো?'

'ইয়ারস্কোই থেকে।'

'আচ্ছা, তোমার ওই ঘোড়াছুটোর লেজ নেই কেন বলো দিকি? এমন কী হল যে ঘোড়াছুটোর অমন বেহদ্দ হাল করতে হয়েছে?'

'হায়, হায়, সে-কথা আর বোলো না, শয়তানের ঝাড়! ওরা ওর লেজ কেটে নিয়েছে, কিন্তু ওর লাফঝাঁপ তেমনি চলেছে। জিজ্ঞেস করছ, ওদের লেজের এই দশা হল কি করে? সরকার থেকে কেটে নিয়েছে। শহরের মেয়েছেলেরা এখন ওই লেজ ছুলিয়ে মাছি তাড়াবে গো। একটু ধোঁয়া-টোয়ার ব্যবস্থা আছে নাকি, দোস্ত? থাকে তো এই এক চিমটে দাও, আমাদেরটা ফুরিয়ে গেছে।'

কসাক গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এল।

পেছনের গাড়িগুলো এসে গিয়েছে। বান্নিকের অনুতাপ হতে লাগল কেন সে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গিয়েছে। অনিচ্ছার সঙ্গে যখন তামাকের থলেটা টেনে বার করছে তখন দেখতে পেল অন্য গাড়িগুলো থেকে পাঁচজন কি, তারও বেশি কোচোয়ান তার দিকে এগিয়ে আসছে ও সিগারেট পাকাবার জন্যে কাগজ ছিঁড়ছে।

'তোমরা দেখছি আমার সমস্ত তামাক শেষ করে দেবে…' আফসোসের সুরে বান্নিক বলল। লোকটা কৃপণ বটে।

'জানো তো ভাই, এখন আমরা যৌথখামার পেয়ে গিয়েছি। সবকিছু সকলের সম্পত্তি।' শুঁকো কসাক কড়া গলায় বলল। তারপরে, তামাকের থলেটা যেন তার নিজের, এমনিভাবে সেই থলের ভেতর থেকে ঘরে-তৈরী তামাকের বেশ অনেকখানিই তুলে নিল।

সিগারেটে আগুন ধরাল ওরা। বাস্রিক তাড়াতাড়ি করে তামাকের থলেটা পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছে। তারপরে, প্রায় গোড়া থেকে কেটে নেওয়া ঘোড়াগুলোর লেজের মুড়োর দিকে তাকিয়ে কৃপাপরবশ হাসি হাসল। বসন্তকালের রক্তলোভী মাছির ঝাঁক ঘোড়াগুলোকে বিরক্ত করে মারছে, অবাধে গিয়ে বসছে ঘোড়াগুলোর ঘামে-ভেজা পাছার ওপরে কিংবা বল্‌গার ঘষায় গরম হয়ে ওঠা ঘাড়ের ওপরে। অভ্যেসমতো ঘোড়াগুলো চেষ্টা করছে লেজের ঝাপটা মেরে মাছি তাড়াতে, কিন্তু ছোট ছোট মুড়োগুলো দিয়ে কোনো কাজই হচ্ছে না।

'ঘোটকীটা ওর লেজ কোন্‌ দিকে তাক করেছে বলো তো?' স্লেষের সঙ্গে বাস্রিক জিজ্ঞেস করল।

'সবসময়ে একই দিকে। যে দিক গিয়েছে যৌথখামারে। কেন, তোমাদের ঘোড়াগুলোর লেজ কি ওরা কেটে নেয়নি?'

'নিয়েছে, কিন্তু মাত্তর চার ইঞ্চির মতো।'

'কে করেছে জান, আমাদের সোভিয়েতের সভাপতি। এজন্যে একটা পেরাইজও পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘোড়াগুলোর যদি চুলকানি হয় তাহলে ওদের দফা শেষ। যাক গিয়ে, আমরা তাহলে চলি। তামাক খাইয়ে কাজটা খুব ভালো করেছ। ধোঁয়ায় বুকের ভেতরটা নরম হয়ে গিয়েছে। তামাক না থাকার জন্যে এখানে আসতে গিয়ে সারাটা পথ হাঁপিয়ে মরেছি।'

'তা এখন যাচ্ছ কোন্‌দিকে?'

'গ্রেমিয়াচি।'

'ওটা যে আমাদের গেরাম গো। কী জন্যে যাচ্ছ শুনি?'

'বীজের জন্যে।'

'বীজের জন্যে। কথাটা তো বুঝলাম না।'

'জেলা থেকে হুকুম পেয়েছি, চারশো তিরিশ পুড নিতে বলা হয়েছে আমাদের। হেট্‌, হেট্‌, চল্‌ রে!'

'এমন যে হবে জানতাম!' বাস্রিক চিৎকার করে উঠল, তারপরে লাগামটা ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে ফিরে এল গ্রামে।

ইয়ারকোই-এর গাড়িগুলো পরিচালনা আপিসে পৌঁছবার অনেক আগেই গ্রামের অর্ধেক মানুষ জেনে গেল ইয়ারকোই-এর লোকেরা বীজ সংগ্রহ করার জন্যে এসেছে। বাম্বিক তার পা-দুটোকে বিশ্রাম দেয়নি, ঘর থেকে ঘরে ছুটোছুটি করেছে।

প্রথমে মেয়েরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে জড়ো হয়ে গেল। একে অপরকে ডাকাডাকি করছে আর ভয়-পাওয়া তিতির-ছানাদের মতো কিচির-মিচির লাগিয়েছে।

'শুনেছ বোন, ওরা আমাদের মুখের গেরাস কেড়ে নেবার জন্যে এয়েছে!'

'খেতে রুইবার জন্যে আর কিছু থাকবে নি গো!'

'কী মুশকিলেই পড়া গেল!'

'বারোয়ারী গোলায় গুদাম না করলেই ভালো হত।'

'বেটাছেলেরা যদি আমাদের কথা শুনত!'

'চলো আমাদের মরদদের গিয়ে বলি বীজ যেন কিছুতেই না ছাড়ে।'

'আমরা নিজেরাই যাব, কিছুতেই ওদের নিতে দেব না! কই গো মেয়েরা, চলে এসো—গোলায় যাই। লাঠিঝাঁটা যা পাও নিয়ে নাও। আমরাই দোর আগলাব।'

তারপরে পুরুষরা হাজির হল। তাদের কথাবার্তাও প্রায় একই ধরনের। ভিড় ক্রমেই বাড়ছে আর রাস্তা থেকে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে। আর সবাই মিলে চলেছে গোলার দিকে।

জেলা কৃষি ইউনিয়নের সভাপতির কাছ থেকে একটি সরকারী লিপি নিয়ে এসেছিল ইয়ারকোই-এর লোকেরা। সেটি ইতিমধ্যে দাভিদভের হাতে এল।

লুপেণ্ড লিখেছে, 'কমরেড দাভিদভ, গতবার ফসল তোলার পরে তোমাদের কাছ থেকে সরকারের ৭৩ সেন্টনার* গম পাওনা ছিল। সেটা তোমাদের গোলায় থেকে গিয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি, পুরো ওই গম (পুরো ৭৩ সেন্টনার) ইয়ারকোই যৌথখামারকে তোমরা দিয়ে দাও। এ-বিষয়ে আমি রাষ্ট্রীয় দানাশস্য সরবরাহ দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যবস্থা করেছি।'

লিপিটা পড়ার পরে দাভিদভ গম ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিল। ইয়ারকোই-এর লোকেরা গাড়ি নিয়ে আপিসের উঠোন থেকে বেরিয়ে গোলার দিকে যেতে গিয়ে

* সেন্টনার মানে হন্দর। ১ হন্দর ১১২ পাউণ্ড বা প্রায় ৫১ কিলোগ্রামের সমান। —অ

যেখন গোলার দিকে যাবার রাস্তা লোকে লোকে বন্ধ। শ'-দুয়েক কসাক পুরুষ ও নারী গাড়িগুলোকে ঘিরে ফেলল।

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'আমাদের গম নিতে যাচ্ছ? শয়তান বুঝি পাঠিয়েছে তোমাদের এখানে?'

'ফিরে যাও!'

'গম আমরা তোমাদের দেব না!'

দিয়োম্‌কা উশাকভ ছুটে চলে গেল দাভিদভকে ডাকতে। দাভিদভ ছুটতে ছুটতে গোলায় এসে হাজির।

'ভাইসব, ব্যাপারখানা কী? এত ভিড় কিসের?'

'ইয়ারস্কোইর এই লোকগুলোকে আমাদের গম কেন তুমি দিয়ে দিচ্ছ? আমরা কি ওদের জন্যে গম মজুদ করেছিলাম?'

'গম ছেড়ে দেবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে, দাভিদভ?'

'আমরা তাহলে বীজ রুইব কী দিয়ে?'

সবচেয়ে কাছের গোলাঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দাঁড়াল দাভিদভ, তারপরে শান্ত স্বরে বুঝিয়ে বলল যে জেলা কৃষি ইউনিয়নের নির্দেশে সে সরকারের কাছে পাওনা দানাশস্য দিয়ে দিচ্ছে, বীজগম দেয়নি।

'ভাইসব, আপনারা চিন্তা করবেন না, আমাদের দানাশস্য ঠিকই থাকবে। আর এখানে তো আপনাদের কোনো কাজ নেই, তবু কেন আপনারা ঘুরঘুর করছেন। তার চেয়ে আপনারা বরং ক্ষেতে চলে যান। মনে রাখবেন দলনেতারা হিসেব রাখবে কারা কাজে হাজির থাকছে না। কাজ যারা করবে না তাদের জরিমানা করা হবে।'

কসাকরা কেউ কেউ রাস্তা ছেড়ে দিল। দাভিদভের ঘোষণায় আশ্বস্ত হয়ে অনেকেই চলে গেল ক্ষেতের কাজে। গোলাঘরের ভাঁড়ারী ইয়ারস্কোইর লোকদের দানাশস্য দেবার ব্যবস্থা শুরু করল। দাভিদভ ফিরে গেল আপিসে। কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতেই মেয়েদের মতিগতি আচমকা বদলে গেল, তারা এতক্ষণ গোলার ওপরে নজর রেখে চারদিকে ঘোরাঘুরি করছিল। ব্যাপারটা শুরু করেছে ইয়াকভ লুকিচ, জনকয়েক কসাককে চুপিচুপি সে বলেছে, 'মিথ্যে কথা বলছে দাভিদভ। বীজদানাই নিচ্ছে ওরা। যৌথখামারের বীজ রোয়া তো চলছেই। ব্যক্তিগত কৃষকরা যা দিয়েছে সেটা চলে যাচ্ছে ইয়ারস্কোইতে।'

মেয়েদের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। বাল্লিক, মুখচোরা দেমিদ,

বুড়ো ফোনেৎস্কভ ও আরো অন্য তিরিশেক কসাক একসঙ্গে সলাপরামর্শ করে নিল, তারপরে গিয়ে দাঁড়াল ওজন করার পাল্লার কাছে।

'আমরা দানাশস্য দেব না!' সকলের মুখপাত্র হয়ে ফোনেৎস্কভ ঘোষণা করল।

'তুমি কে হে,' দিয়োম্‌কা উশাকভ তার ওপরে রুখে উঠল।

শুরু হয়ে গেল দুজনের গালিগালাজ। ইয়ারাখোইর লোকেরা মদত দিচ্ছে দিয়োমকাকে। কালো গোঁফওলা সেই প্রকাণ্ড চেহারার কসাক, যাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাস্নিক তামাক খাইয়েছে, সে একটা খাঁচার ওপরে উঠে টান হয়ে দাঁড়াল, মিনিট পাঁচেক ধরে প্রচণ্ডভাবে গালিগালাজ চালিয়ে গেল, তারপরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তোমরা কেন আইনকানুন ভাঙছ? তোমরা কেন আমাদের মুখে থুতু ছেটাচ্ছ? এতটা পথ পেরিয়ে আমরা এখানে এলাম—কম তো নয়, চল্লিশ ভার্স্ট* পথ, আর যখন কিনা বছরের সবচেয়ে কাজের সময়—আর তোমরা কিনা সরকারী দানাশস্য আটক করে রাখছ! গু-খেকোর বেটারা, এখন উচিত কাজ হবে তোমাদের সবাইকে ধরে ধরে আরো উত্তরে পাঠিয়ে দেওয়া! সেই যে পোকখোড়ার খাবারের ভাবনায় কুকুর শুয়ে ছিল, নিজেও খায় না, অপরকেও খেতে দেয় না—তোমরা সেইরকম কুকুরের পাল। না খাবে নিজেরা, না খেতে দেবে অপরকে। তোমরা ক্ষেতের কাজে যাচ্ছ না কেন? আজ কি তোমাদের ছুটির দিন?'

জামার আস্তিন গুটিয়ে খাঁচার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বাচ্চা আকিম হুংকার ছাড়ল, 'তাতে তোমার কী হয়েছে হে! মোচে সুড়সুড়ি লেগেছে বুঝি? তোমার হয়ে আমারা ওটা আঁচড়িয়ে দিতে পারি। তার জন্যে মিনিটখানেকের বেশি সময় আমাদের লাগবে না।'

ইয়ারখোইর গোঁফওলা কসাক লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ল। পরনের রং-চটা বাদামী জামার আস্তিন সে গোটায়নি, কিন্তু বাচ্চা আকিমের দিকে ছুটে গিয়ে তার চোয়ালে ভারী হাতুড়ির ঘা পড়ার মতো এমন এক ঘুষি চালাল যে আকিম হাওয়াকলের ডানার মতো হাত নাড়তে নাড়তে সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছিটকে গিয়ে পড়েছে গজ পাঁচেক দূরে।

শুরু হয়ে গেল মারামারি, এমন মারামারি গ্রেমিয়াচি লগে বহুকাল হয়নি। ইয়ারখোইর লোকেরা মার খেল ও রক্তাক্ত হয়ে গেল, তখন তারা দানাশস্য ভর্তি থলে নামিয়ে পড়ি-কি-মরি করে গাড়িতে গিয়ে উঠল, ঘোড়ায় পিঠে চাবুক কষাল,

* এক ভার্স্ট এক কিলোমিটারের সামান্য বেশি।—অ

চিৎকার করতে থাকা মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল।

আর তখন গোলমাল শুরু হল গ্রেমিয়াচি লগে। লোকে এই বলে চিৎকার করতে লাগল যে দিয়োমকা উশাকভের কাছ থেকে বীজ-গোলার চাবি নিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু দিয়োমকার হাওয়া বুঝতে দেরি হয় না, লড়াই যখন চলছিল তখনই সে গা-ঢাকা দিয়ে চলে গিয়েছে আপিসে।

'কমরেড দাভিদভ, এই চাবির গোছা নিয়ে এখন আমি কী করি? আমাদের লোকেরা ইয়ারস্কোইর লোকদের পিটুনি দিচ্ছে। আমার মনে হয় ওরা আমাদের ওপর চড়াও হল বলে!'

দাভিদভ শান্ত স্বরে বলল, 'চাবির গোছা আমাকে দাও।'

চাবির গোছা নিয়ে সে পকেটে পুরল, তারপরে হেঁটে চলে গেল গোলার দিকে। মেয়েরা তার আগেই আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভকে গ্রাম-সোভিয়েতের ভেতর থেকে টেনে বার করে এনেছে আর উন্মত্তের মতো চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, 'এক্ষুনি সভা ডাকো!'

রাজমিয়োৎনভ চেষ্টা করছে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে, 'ওগো মেয়েরা! সোনামণিরা! আদরের ধনেরা! এক্ষুনি একটা সভা ডাকতে আমরা পারি না। এখন আমাদের কাজ বীজ রোয়া, সভা ডাকা নয়! আর সভা কেন ডাকতে চাইছ শুনি? দৈনিকরা কী বলে জানো তো। তিনটি বছর পরিখায় বসে কাটাতে পারো তো তবেই সভার বিষয়ে কথা বোলো। আগে তোমাকে যেতে হবে যুদ্ধে, উকুনরা ভালোরকমই জানুক তোমার শরীরের আস্বাদটা কেমন, একমাত্র তখনই সভার বিষয়ে কথা শুরু করতে পারো!'

কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। তার পাৎলুন, জামার আস্তিন ও শার্টের তলা ধরে টানতে টানতে ভুরু কুঁচকে থাকা আন্দ্রেইকে ইস্কুলের দিকে নিয়ে চলল।

'পরিখায় বসতে আমরা চাই না!'

'যুদ্ধে যেতে আমরা চাই না!'

'সভা ডাকো, নইলে আমরা নিজেরাই সভা ডাকব!'

'মিথ্যে কথা বোলো না, মুখপোড়া মিনসে! তুমি হচ্ছ গিয়ে সভাপতি; তুমি ইচ্ছে করলেই যে-কোনো সময়ে সভা ডাকতে পারো!'

মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দিল আন্দ্রেই, আঙুল চাপা দিয়ে দুটো কান বন্ধ করল, তারপরে সবাই যাতে শুনতে পায় এমনিভাবে গলা চড়াল:

'গোল কোরো না, হারামজাদীরা। সরে দাঁড়াও! সভা যে একটা ডাকতে চাইছ সেটা কী জন্তে শুনি?'

'গম! গম! আমরা গম নিয়ে কথা বলতে চাই!'

শেষপর্যন্ত রাজমিয়োৎনত বাধ্য হল ঘোষণা করতে যে সভা শুরু হোক।

'আমি বলতে চাই।' দাবি জানাল স্বামী-পরিত্যক্তা ইয়েকাতেরিনা।

'আচ্ছা বলো বলো, আর জাহান্নমে যাও!'

'আমাকে গালিগালাজ কোরো না, সভাপতিমশাই! নইলে তোমার এমন দশা করব যে গালিগালাজ দিয়েও পার পাবে না। কে তোমাকে অনুমতি দিয়েছে গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের গম পাচার করতে? কে বলেছে যে ইয়ারকোইর লোকেরা এই গম পেতে পারে? কি জন্তে পাবে শুনি?'

পাছায় দু-হাত রেখে জবাবের অপেক্ষায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ইয়েকাতেরিনা।

হাত নাড়িয়ে আন্দ্রেই তাকে এমনভাবে সরিয়ে দিল যেন একটা বিরক্তিকর মাছি তাড়াচ্ছে:

'ব্যাপারটা কমরেড দাভিদভ তোমাদের কাছে সরকারীভাবেই ব্যাখ্যা করে বলেছে। ওই বাজে কথা নিয়ে আলোচনা করার জন্তে আমি সভা ডাকিনি। আমি সভা ডেকেছি কেন জান…'আন্দ্রেই জোরে নিঃশ্বাস নিল, 'এই কারণে, ভাইসব, পাহাড়ী ইঁদুরের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে।'

আন্দ্রেইর এই চাল নিষ্ফল হল।

'কিসের পাহাড়ী ইঁদুর!'

'চুলোয় যাক পাহাড়ী ইঁদুর!'

'আমাদের গম দাও!'

'তোর সারা শরীরে সজারুর কাঁটা বিঁধুক, হারামজাদা! এখন কিনা পাহাড়ী ইঁদুরের কথা তুলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে! গমের কী হল শুনি?'

'এ-বিষয়ে নতুন করে আর কিছু বলার নেই!'

'কিছু বলার নেই! বটে! আমাদের গম ফিরিয়ে দাও!'

ইয়েকাতেরিনাকে সামনে রেখে মেয়েরা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আন্দ্রেই দাঁড়িয়ে ছিল বক্তার জন্তে নির্দিষ্ট টিনে ঘেরা খাঁচার ধারে। মুখে হাসি নিয়ে সে মেয়েদের সামনে দাঁড়াল বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। মেয়েদের মাথার রুমালে রুমালে তৈরি হওয়া সাদা ঢেউ খেত

ছাড়িয়ে পেছনের দিকে যে কসাকরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চেহারাও এমন থমথমে যে দেখে ভরসা হয় না।

'কি শীত কি গ্রীষ্ম, পায়ে বুট চাপিয়ে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ, আর আমাদের কিনা একজোড়া চটি কেনারও সংস্থান নেই!'

'পুরোদস্তুর কমিসার যে!'

'এই তো কিছুকাল আগেও মারিনার স্বামীর পাৎলুন পরে ঘুরে বেড়িয়েছে—তাই না?'

'চাঁদবদনটি দেখ একবার—কী ঠাসাই ঠেসেছে!'

'ওগো মেয়েরা, ওর পায়ের বুট ছাড়িয়ে নাও দিকি!'

চিৎকার-চেঁচামেচি বাজ-পড়ার মতো ফেটে পড়ছে, এলোপাথাড়ি গোলা ফাটছে যেন। মঞ্চের একেবারে কিনার ঘেঁষে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে এককুড়িরও বেশি মেয়ে। আন্দ্রেই বৃথাই চেষ্টা করছে সবাইকে চুপ করাতে। তার গলার স্বর শুনতেই পাওয়া যাচ্ছে না।

'ওর পায়ের বুট ছাড়িয়ে নাও! কই গো মেয়েরা, চলে যাও, ধরো লোকটাকে!'

হঠাৎ এক-দঙ্গল হাত মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল। আঁকড়ে ধরল আন্দ্রেইর বাঁ পা। রাগে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে আন্দ্রেই থাঁচাটা চেপে ধরেছিল, কিন্তু তার পায়ের বুটজুতো তার আগেই টেনে খুলে নেওয়া হয়েছে এবং পেছনের দিকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। অনেকগুলো হাত সেই জুতোটা ধরে নিল এবং ছোঁড়াছুঁড়ি করতে করতে পেছনের দিকে দূর থেকে দূরে চালান করে দিল। আর সেই সঙ্গে শোনা গেল কুৎসিত ও ক্রুর হাসি। পেছন থেকে পুরুষরা আরও উৎসাহ দিয়ে চিৎকার করছে :

'সব ছাড়িয়ে নাও!'

'একটু না হয় পাৎলুন ছাড়াই ও থাকুক!'

'এবারে অন্য পায়ের জুতোটা দাও দিকি!'

'চালিয়ে যাও, মেয়েরা! পিষে ফেল শুয়োরটাকে!

আর তখন আন্দ্রেইর অন্য পায়ের জুতোও টেনে নেওয়া হল। লাথি ছুঁড়ে পা-ঢাকা কাপড়টা ফেলে দিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল আন্দ্রেই: 'এটাও চাই নাকি? সবটাই নিয়ে যাও! নাক মোছার জন্যে ব্যবহার করতে পারবে!'

একদল ছোকরা দ্রুত পায়ে মঞ্চের কাছে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন

হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষক ইয়েফিম ক্রবাচভ। তার ঠোঁট পুরু, চেহারা দৈত্যের মতো। তার বাবা ছিলেন আতামান বাহিনীতে এবং তিনি নিজেও ছিলেন ছ'ফুটের ওপর লম্বা। ইয়েফিম মেয়েদের ঠেলেঠুলে পথ করে নিল এবং মঞ্চের ওপরে উঠে এল।

'তোমার ওই পা-ঢাকা ন্যাকড়া আমরা চাই না। কিন্তু চেয়ারম্যান মশাই, তোমার ওই পাৎলুন আমরা নিয়ে নেব ভাবছি।' দাঁত বার করে হেসে আর জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ইয়েফিম বলল।

'গোটাকতক পাৎলুন আমাদের খুবই দরকার! এখানকার পরিষদের পরবার মতো পাৎলুন নেই। কুলাকদের পাৎলুনও এত বেশি ছিল না যে সবাই পেতে পারে।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলল অপর একজন ছোকরা, বয়েসে কম, শরীরে খাটো, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যায় গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে আরো বেশি ওস্তাদ।

এই ছেলেটির নাম দিমোক, অস্বাভাবিক রকমের কোঁকড়া চুল তার মাথায়। ধোঁয়া-বরণ এলোমেলো রাঙা চুলগুলো তার টুপির চুড়োর তলা থেকে উদ্দাম কুণ্ডলীতে বেরিয়ে পড়ে, আর তখন মনে হতে থাকে এই চুলে জীবনে কোনোদিন চিরুনি পড়েনি। দিমোকের বাবা জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, দিমোকের মা টাইফাস রোগে মারা গিয়েছেন, দিমোক মানুষ হয়েছে তার কাকার কাছে। ছেলেবেলায় এটা-ওটা চুরি করত—সবজির ক্ষেত থেকে শশা ও গাজর, ফলের বাগান থেকে চেরি ও আপেল, ক্ষেত থেকে বস্তাভর্তি তরমুজ। বড়ো হবার পরে মেয়েদের নিয়ে তার এমনই একটা দুর্নাম হয়েছে যে ঘরে যাদের সোমত্ত মেয়ে আছে এমন মায়েরা প্রত্যেকেই যেই-না এই লোকটির ছোটখাটো গাঁট্টাগোঁট্টা বাজ-পাখির মতো চেহারা দেখতে পেয়ে যায় অমনি মাটিতে থুতু ফেলে একেবারে হিসিয়ে ওঠে, 'ওই চলেছে সাদা-চোখো শয়তানটা! গাঁয়ে চক্কর দিতে ওই বেরিয়েছে নোংরা পুঁচকে কুকুরটা!' অন্যদিকে নিজেদের মেয়েদের ধমক দিয়ে ওঠে, 'হাঁ করে দেখছিস কী? কিসের জন্যে এই জানলার কাছে ঘুরঘুর করছিস? যদি কোনোদিন দেখি ওর কাছ থেকে কোনো কিছু নিয়ে বাড়ি এসেছিস, একবারটি নিয়ে দেখ তুই—তাহলে নিজের হাতে তোর গলা টিপে ধরব। হারামজাদী, এখন যা, উনুনের জন্যে গোটাকতক ঘুঁটে নিয়ে আয়, তারপরে বাইরে গিয়ে গাইটাকে দেখ!'

ছেঁড়া হাটি নিয়ে বুনো জন্তুর মতো নরম পায়ে হেঁটে যায় দিমোক, দাঁতের ভেতর

দিয়ে শান্তভাবে শিস দিতে দিতে চলে, হাঁটতে হাঁটতে পার হয়ে যায় বেড়া ও ফেয়ার, উজ্জ্বল কোঁকড়ানো ভুরুর তলা দিয়ে দৃষ্টিপাত করে জানলা ও উঠোনের দিকে। কিন্তু যেই-না কোনো মেয়ের মাথায় রুমাল কোথাও চোখে পড়ে যায় অমনি পলকের মধ্যে দিমোকের ঢিমেতেতালা ভাবখানা হারিয়ে যায় যেন। ঝাঁ করে মাথা ঘুরিয়ে দাঁড়ায় সে, কোনো সন্দেহ নেই যে একটা বাজপাখির মতোই, তারপরে টান করে দেয় নিজেকে। কিন্তু তখনো তার সেই ঝাপসা-নীল চোখ-দুটোতে এমন কিছু নেই যাকে বলা চলে হিংস্র—মাধুর্য ও কোমলতায় ভরা দুটি চোখ। এমনি সময়ে এমনকি দিমোকের চোখদুটিরও রঙ বদলে যায় যেন—গ্রীষ্মের আকাশের মতো অনন্ত নীল হয়ে ওঠে। 'ফেক্‌তুশ্‌কা! আমার নীলমণি লতা! অন্ধকার হলে আমি উঠোনের পেছনে থাকব। আজ রাতে কোথায় ঘুমোবে তুমি?' 'ঢঙ দেখে বাঁচি না!' কড়া গলায় মেয়েটি জবাব দেয়, তারপরে মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় পাশ দিয়ে।

মুখে সমঝদারের মতো হাসি নিয়ে দিমোক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে নিজের পথে চলে যায়। সূর্য ডুবে গেলে সে গিয়ে বসে বারোয়ারী গোলার পাশে, আর একর্ডিয়ন বাজাতে থাকে, যে-একর্ডিয়নটা একসময়ে ছিল তার নির্বাসিত বন্ধু নাকথোয়া তিমোফেইর। কিন্তু যেই-না নীল ছায়া নেমে আসে বাগানে ও পপ্‌লার ঝোপে, যেই-না মানুষের গলার স্বর ও গোরুছাগলের ডাক মিলিয়ে যায়, আস্তে আস্তে পা ফেলে গোটা রাস্তা পার হয়ে সে চলে যায় ফেক্‌তুশ্‌কার বাড়ির আঙিনায়। ঝিরঝির করা পপ্‌লার ও নিঃশব্দ গ্রামের ওপরে চাঁদ ওঠে—ওই চাঁদও দিমোকের মতোই নিঃসঙ্গ, দিমোকের মুখের মতোই গোলপানা।

দিমোকের জীবনে মেয়েরাই একমাত্র সান্ত্বনা নয়। সে ভালোবাসে ভদ্‌কা, তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে মারামারি। কোথাও মারামারি হলে দিমোক সেখানে থাকবেই থাকবে। প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকে আর হাতদুটো পিঠের দিকে শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে ও মাথা নিচু করে লক্ষ করে যায়, তারপরে তার হাঁটুর এমনই কাঁপুনি শুরু হয় যা থামানো তার অসাধ্য, তারপরে নিজের ভেতরকার উত্তেজনা আয়ত্তে রাখতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারামারির মধ্যে। কুড়ি বছর বয়স হতে না হতেই সে কম করে আধা-ডজন দাঁত খুইয়েছে। একাধিক বার এমনই মার খেয়েছে যে গলা থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে গলগল করে। তার এই মার খাওয়া সবসময়েই মেয়েদের ঠকাবার জন্যে এবং অন্যদের ঘুষোঘুষিতে নাক গলাবার

জন্যে। কিন্তু মার খেলে কি হয়, দিমোক একবার কাশে, থুতুর সঙ্গে রক্ত ফেলে, আর তারপরে তার চিরদুঃখিনী কাকীমার ঘরে গিয়ে মাসখানেক উনুনের ধারে কাটায়। তারপরে আবার সন্ধেবেলা বেরিয়ে আসে গাঁয়ের মাঠেঘাটে। আর তার হালকা-নীল চোখদুটো আরো উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করে, তার আঙুলগুলো বাদ্য-যন্ত্রের চাবির ওপরে আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে নেচে বেড়ায়, অসুখের পরে শুধু তার গলার স্বর হয়ে ওঠে আরো মোটা ও আরো কর্কশ—পুরনো একতিয়নের ফ্যাশফেশে আওয়াজের মতো।

দিমোককে চিট করা যেমন-তেমন কর্ম নয়—বেড়ালের মতো অনেক জীবন তার। কমসোমল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে, গুণ্ডামি ও রাহাজানি করার জন্যে তার বিচার হয়েছে। একাধিকবার আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ তাকে শান্তিভঙ্গ করার জন্যে গ্রেপ্তার করেছে এবং গ্রাম-সোভিয়েতের চালাঘরে সারারাত আটক রেখেছে। বহুকাল ধরেই আন্দ্রেইর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড একটা আক্রোশ পুষে এসেছে দিমোক। আর এখন ভাবছে প্রতিশোধ নেবার এই উপযুক্ত সময়। তাই পুরনো হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দেবার জন্যে মঞ্চের ওপরে উঠে এল।

আন্দ্রেইর কাছে চলেছে সে, আরো কাছে, আরো আরো কাছে। প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে তার হাঁটুদুটো, দেখে মনে হয় সে যেন নাচছে।

'তোমার পাৎলুন আমাদের দাও,' জোরে নিশ্বাস ফেলে দিমোক বলল, 'চলে এসো তোমরা, পাৎলুনটা খুলে নাও।'

একপাল মেয়ে মঞ্চের ওপরে ভিড় করে চলে এল। ভিড়ের মধ্যে থেকে অনেকগুলো হাত ঘিরে ধরল আন্দ্রেইকে, অনেকগুলো মুখ তার মুখের ওপরে আর ঘাড়ের ওপরে গরম নিশ্বাস ফেলতে লাগল। একটা দুর্ভেদ্য চক্রে বাঁধা পড়ে গেল আন্দ্রেই।

'আমি এখানকার চেয়ারম্যান!' রাজমিয়োৎনভ চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করা আর সোভিয়েত শক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা একই কথা। সরে দাঁড়াও! কাউকে আমি গম নিতে দেব না! আমি ঘোষণা করছি, সভা শেষ!'

'গম আমরা নিজেরাই নিয়ে নেব!'

'হা-হা! ও নাকি সভা শেষ করে দিচ্ছে!'

'আমরা চালিয়ে যাব!'

'চলো দাভিদভকে গিয়ে ধরি, ওকেও খানিকটা নাড়া দেওয়া দরকার!'

'চলো, চলো, আপিসে চলো!'

'আমি বলি কি, রাজমিয়োৎনভকে বরং এখানেই রেখে যাওয়া থাক!'

'ওহে ছোকরারা, দু-একটা লাগাও না ওকে!'

'ওর দিকে তাকিয়ে অমন দাঁড়িয়ে আছ কেন শুনি?'

'ও স্তালিনের বিরুদ্ধে!'

'ওকে আটক করো!'

মঞ্চের টেবিলের ওপরে লাল সাটিনের কাপড় পাতা ছিল। একজন মেয়ে সেই কাপড়টা টেনে নিল, তারপরে পেছন থেকে রাজমিয়োৎনভের মাথার চারদিকে কাপড়টাকে পাক দিল। আর রাজমিয়োৎনভ যখন চেষ্টা করছে ধুলোভর্তি কালির-গন্ধ-মাখানো কাপড়টা ঝেড়ে ফেলতে, দিমোক তার পাঁজরে ছোট করে একটা ঘুষি চালাল।

মাথাটা মুক্ত করে নিল আন্দ্রেই, তারপরে দিশেহারা রাগে আর যন্ত্রণায় ফোঁস-ফোঁস করতে করতে রিভলবারটা টেনে বার করল পকেট থেকে। আঁতকে উঠে চিৎকার করতে করতে মেয়েরা পিছিয়ে গেল। কিন্তু দিমোক, ক্রবাচভ ও মঞ্চের ওপরে উঠে আসা আরো দুজন কসাক তার হাতটা আঁকড়ে ধরে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিল।

'মানুষজনকে গুলি করে মারতে চাও তুমি! হারামজাদা!' মাথার ওপরে রাজমিয়োৎনভের রিভলবারটা নাচাতে নাচাতে ক্রবাচভ সোল্লাসে চেঁচাচ্ছে। রিভলবারটায় একটিও গুলি ভরা ছিল না।...

গোলাঘরের দিক থেকে শাসানির মতো একটা হুংকার একটানা ভেসে আসছে। শুনে দাভিদভ নিজের অজান্তেই চলার গতি কমিয়ে ফেলল। পুরুষদের ভারী গলা ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে মেয়েদের কান-ফাটানো সরু গলার চিৎকার। চিৎকারটা উঠছে অনেকগুলো গলার স্বরের জমাট একটা পিণ্ড থেকে, যেমন শোনা যায় তুষার-মগ্ন শরতের অরণ্যে পালের চিৎকার ছাপিয়ে শিকারী মাদী কুকুরের উদ্দীপ্ত ফোঁপানো গর্জন—যখন সেই শিকারী মাদী কুকুর ভালো শিকারের গন্ধ পায়।

'দ্বিতীয় দলটিকে বরং ডেকে পাঠানো যাক, নইলে ওরা সমস্ত গম নিয়ে নেবে,' দাভিদভ ভাবল। তখন ঠিক করল আপিসেই ফিরে যাবে, গম মজুদ করা আছে যে গোলায় তার চাবি লুকিয়ে রাখবে। একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল ফিয়োমকা উশাকভ।

'কমরেড দাভিদভ, আমি বরং একটু গা ঢাকা দিই। নইলে চাবির জন্যে ওরা আমাকে পাকড়াও করবে।'

'দ্বিতীয় দল থেকে কেউ এখানে আসেনি ?'

'কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ।'

'কোথায় সে ? এখানে কী করছে ?'

'ও এসেছে বীজ নেবার জন্যে। ওই তো ও, ওই ওখানে।'

মাইদান্নিকভ তাদের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল। খানিকটা দূরে থাকতেই হাতের চাবুক দুলিয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'আস্ত্রেই রাজমিয়োৎনভকে জনতা গ্রেপ্তার করেছে! মাটির নিচের কুঠরিতে ওকে ওরা তালা দিয়ে রেখেছে, আর সবাই চলেছে গোলার দিকে। কমরেড দাভিদভ, একটু গা-ঢাকা দাও, নইলে খুবই মুশকিল হতে পারে। লোকগুলোর মাথায় শয়তান ভর করেছে মনে হয়!'

'আমি লুকোচ্ছি না! ক্ষেপেছ তুমি? এই চাবিগুলো নাও, আর দলের কাছে চলে যাও। লুবিশ্‌কিনকে বোলো ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে জনা পনেরো লোককে যেন সরাসরি এখানে পাঠিয়ে দেয়। গণ্ডগোল যে হবে তা বোঝাই যাচ্ছে। এই নিয়ে জেলার কাছে যেতে চাই না, আমরা নিজেরাই ফয়সালা করব। এখানে তুমি এলে কি করে ?'

'ঘোড়ার গাড়িতে।'

'ঠিক আছে, একটা ঘোড়া নিয়ে নাও আর উড়ে বেরিয়ে যাও!'

'আমি এক্ষুনি ওখানে হাজির হচ্ছি!' চাবিগুলো নিজের পকেটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে মাইদান্নিকভ একটা গলিপথ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

গোলার দিকে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল দাভিদভ। তার এগিয়ে আসার জন্যে জনতা যখন অপেক্ষা করছে সেই সময়ে জনতার কোলাহল একটু কমল। 'ওই আসছে শয়তানটা!' তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল একজন স্ত্রীলোক। তাড়াতাড়ি পা চালাবার কোনো চেষ্টাই করল না দাভিদভ। প্রত্যেকটা লোকের পুরোপুরি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, পকেট থেকে সিগারেট বার করল, তারপরে দেশলাইয়ের কাঠি ধরাবার জন্যে বাতাসের দিকে পিঠ করে দাঁড়াল।

'চলে আয়! ধোঁয়া টানবার সময় পরে অনেক পাবি রে!'

'পরপারে গিয়ে যতো খুশি ধোঁয়া টানিস!'

'চাবি আছে তো কাছে? না, নেই?'

'চাবি ঠিকই আছে ওর কাছে! বেটা জানে কী আমরা চাই ওর কাছে।'

পকেটে হাত পুরে আর সিগারেট টানতে টানতে দাভিদভ এসে দাঁড়াল ভিড়ের প্রথম সারির একেবারে সামনেটিতে। তার শান্ত, আত্মপ্রত্যয়শীল চেহারা দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সমবেত গ্রামবাসীদের ওপরে। কারও কারও ধারণা হল এই চেহারার মধ্যে রয়েছে শক্তির সচেতনতা এবং তার দিকে বেটা রয়েছে সেই প্রাধান্যের সচেতনতা। অন্তরা তার এই বাইরের ধৈর্য দেখে রেগে গেল। চিৎকার উঠল লোহার ছাদের ওপরে শিলা পড়ার মতো ঝনঝন করে:

'ওই চাবিগুলো আমাদের দিয়ে দাও!'

'যৌথখামারটা ছেড়ে দাও দিকি!'

'দূর হও এখান থেকে! কে তোমাকে আসতে বলেছিল?'

'ওই বীজ আমাদের দাও!'

'আমরা বীজ ফেলতে চাই—তুমি কেন তা হতে দিচ্ছ না?'

মৃদু একটা বাতাস মেয়েদের রুমালগুলোর কোণা নিয়ে খেলা করছে আর গোলাঘরের চালের ছাউনির মধ্যে শনশন আওয়াজ তুলছে। এই বাতাস স্তেপ থেকে নিয়ে আসছে শুকিয়ে-ওঠা মাটির কটু গন্ধ ও সদ্য-গজানো ঘাসের সুবাস—না-গাঁজানো মদের মতো। ফুলে-ওঠা পপলার কুঁড়ির মধু-সুগন্ধ এমনই আচ্ছন্ন-কর মিষ্ট যে দাভিদভ যখন কথা বলতে শুরু করল তার মনে হল ঠোঁট চটচটে হয়ে রয়েছে, তালুতে জিভ ঠেকতে জিভে মধুর স্বাদ পাচ্ছে।

'ভাইসব, এ কী হচ্ছে? সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ তোমরা মানছ না কেন? ইয়ারস্কোইর লোকদের গম নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিলে কেন? এ হচ্ছে বসন্তকালের বপন বানচাল করার একটা চেষ্টা—তোমরা কি ভাবো এজন্যে তোমাদের আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না? হবে, নিশ্চয়ই হবে! সোভিয়েত শাসন এজন্যে তোমাদের ক্ষমা করবে না!'

'তোমার ওই সোভিয়েত শাসনকে আমরা পাকড়াও করে ফেলেছি। ও এখন মাটির নিচের কুঠরিতে ভেড়ার ছানার মতো বসে আছে।' কথাটা বলেছে মিরোন দোব্রোদিয়েভ নামে একজন কৃষক, খোঁড়া ও বেঁটেখাটো একটি লোক।

কেউ কেউ হেসে উঠেছে, কিন্তু বানিক সামনের দিকে এগিয়ে এল ও রাগত-ভাবে চিৎকার করে উঠল:

'তুমি এখানে এসে যে-ধরনের কাজ করছ তা করার কথা সোভিয়েত শাসন বলেনি। তুমি ও নাকার নাগুলনভ যে-ধরনের সোভিয়েত শাসন মাথা থেকে বার

করেছ তা আমরা মানবো না! চাষীরা বীজ বপন করবে—সেটা তাদের করতে না দেবার পেছনে নতুন কথাটা কী শুনি? বলো না? এটা হচ্ছে পার্টির বিকৃত, হ্যাঁ তাই!'

'আমরা বীজ বপন করতে দিচ্ছি না কাকে—তোমাকে?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছ কি?'

'তুমি কি তোমার বীজ যৌথখামারে এনেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি সেটা ফেরত পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?'

'তাহলে বলো তুমি, কে তোমাকে বীজ বপন করতে দিচ্ছে না? গোলাঘরের চারদিকে এই যে তুমি ঘুরঘুর করছ —সেটা কেন?'

কথার মোড় এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে যেতে বান্নিক কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, কিন্তু সে চেষ্টা করল যা-হোক করে কাটান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে।

'নিজের জন্যে আমি ভাবছি না, ভাবছি সেইসব লোকের কথা যারা যৌথ-খামার ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে তাদের দানাশস্য ও সম্পত্তি ফিরে পাচ্ছে না! আর আমাকে যে জমি তোমরা দিয়েছ সেটা কী ধরনের জমি শুনি? সেটা কেন এত দূরে?'

'চলে যাও এখান থেকে!' দাভিদভের ধৈর্য শেষ হয়ে গিয়েছে, 'তোমার সঙ্গে পরে আমরা কথা বলব, কথা দিচ্ছি! যৌথখামারের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, যদি গলাও তো ওটা উড়িয়ে দেব! মানুষজনকে তুমি উস্‌কে তুলতে চাইছ! বেরিয়ে যাও এখান থেকে, আমি বলছি!'

বিড়বিড় করে শাসানি দিতে দিতে বান্নিক পিছিয়ে গেল। তার জায়গা নিল এক দঙ্গল মেয়ে, একসঙ্গে এগিয়ে এল তারা। এসেই সমস্বরে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল, দাভিদভকে একটি কথা বলতে দিল না। দাভিদভ চেষ্টা করছে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে, যাতে লুবিশ্‌কিন ও তার লোকেরা গ্রামে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েরা তাকে সাঁড়াশির মতো ঘেরাও করেছে, কানে তালা লাগিয়ে চিৎকার করছে, আর পুরুষরা পেছন থেকে নিঃশব্দে তারিফ জানাচ্ছে তাদের।

চারদিকে একবার চোখ ঘোরাতেই মারিনা পোয়ারকোভাকে দেখতে পেল দাভিদভ। মারিনা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় থেকে একটু দূরে, তার শক্তসমর্থ হাতদুটো

কনুই পর্যন্ত খোলা, হাতদুটো মুড়ে রেখেছে বুকের ওপরে আর উত্তেজিতভাবে আরো কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। দাঁড়কাকের মতো কালো তার ভুরুজোড়া নাকের ফালির ওপরে একসঙ্গে টানা হয়ে গিয়েছে। মারিনার রুষ্ট চাউনি চোখে পড়ল দাভিদভের, আর প্রায় একই সময়ে দেখতে পেল মারিনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াকভ লুকিচ। উত্তেজিতভাবে, যেন কিছু একটা আশা করছে এমনিভাবে হাসছে, আর ফিসফিস করে কী যেন বলছে মুখচোরা দেমিদকে।

'চাবি দাও আমাদের! এখনো সুযোগ আছে, ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও আমাদের, কথাটা কানে যাচ্ছে কি?'

একটি মেয়ে এসে দাভিদভের কাঁধ আঁকড়ে ধরল আর হাত ঢুকিয়ে দিল তার পাৎলুনের পকেটে।

খানিকটা জোরেই দাভিদভ ঠেলে সরিয়ে দিল মেয়েটিকে। টলতে টলতে মেয়েটি চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল মাটিতে আর এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন তার ভয়ানক চোট লেগেছে, 'বাবা গো, আমাকে খুন করল গো! কে আছ তোমরা, বাঁচাও আমাকে!'

'এ কি কাণ্ড!' ভিড়ের পেছন থেকে কাঁপা কাঁপা সরু একটা গলা শোনা গেল, 'ও কি মারামারি লাগাতে চায় নাকি? তবে তাই হোক, কয়েক ঘা লাগিয়ে ওর নাক থেকে রক্ত ঝরিয়ে দাও দিকি!'

পড়ে-যাওয়া মেয়েটিকে তুলে ধরবার জন্যে দাভিদভ সবে পা বাড়াতে যাচ্ছে, একটা ঘুষিতে তার মাথার টুপি উড়ে গেল, কয়েকটা ঘুষি এসে পড়ল তার মুখে ও ঘাড়ে, তার হাতদুটো পাকড়াও হয়ে গেল।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়া মেয়েগুলোকে সে সরিয়ে দিল। কিন্তু মেয়েগুলো আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে, চিৎকার করতে লাগল, তার শার্টের কলার ছিঁড়ে দিল, আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার পকেটগুলো উলটে দিল।

'ওর কাছে তো চাবি নেই!'

'চাবি কোথায়?'

'দিয়ে দাও দিকি! নইলে তালা আমরা ভাঙবোই!'

সম্ভ্রান্ত এক বৃদ্ধ মহিলা—মিশ্‌কা ইগ্‌নাতিয়োনকের মা—রাগে গসগস করতে করতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল দাভিদভের দিকে, কুৎসিত ভাষায় তাকে গালাগালি দিল, তার মুখে থুতু ফেলল।

'ওরে নাস্তিক শয়তান, এই তোর শাস্তি!'

দাভিদভ ক্যাকাশে হয়ে গেল, নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চেষ্টা করল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু পারল না। কারণটা স্পষ্ট, মেয়েদের সাহায্য করার জন্যে জনকয়েক কসাক পা চালিয়ে এগিয়ে এসেছে। শক্ত, কড়া-পড়া আঙুলে খাঁকড়ে ধরেছে তার কনুই আর পেছন থেকে মোচড় দিচ্ছে—সাঁড়াশি দিয়ে মোচড় দেবার মতো। তখন দাভিদভ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা ছেড়ে দিল। সে বুঝতে পেরেছে অনেকদূর গড়িয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা, এই ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ তাকে সমর্থন করবে এমন আশা না করাই ভালো। তখন স্থির করল যে অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখবে।

'ভাইসব, গোলাঘরের চাবি আমার কাছে নেই। চাবি রয়েছে···' দাভিদভ ইতস্তত করতে লাগল। সে বলতে যাচ্ছিল চাবি সে নিজের কাছে রাখে না। কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, কথাটা শুনলেই ভিড়ের লোকগুলো ছুটে যাবে দিয়োমকা উশাকভের সন্ধানে, সম্ভবত খুঁজেও পাবে, আর তাহলেই দিয়োমকার দফা শেষ—ওকে ওরা খুন করবে। 'আমি ওদের বলব চাবি রয়েছে আমার ঘরে, তারপরে ঘরের ভেতরে খোঁজাখুঁজি করব, আর বলব যে চাবি হারিয়ে গিয়েছে। এইভাবে যতোটুকু সময় কাটানো যাবে তার মধ্যেই লুবিশ্‌কিন এসে পড়বে আমাকে ওরা খুন করবে, তা মনে হয় না—চুলোয় যাক ওরা!' একটু থামল কাঁধ দিয়ে গাল থেকে রক্ত মুছে নেবার জন্যে, তারপরে বলল, 'চাবি আছে আমার ঘরে, কিন্তু চাবি আমি তোমাদের দেব না। আর যদি তোমরা তালা ভাঙো তাহলে তোমাদের নামে গুরুতর অভিযোগ উঠবে আর সেজন্যে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে। আমি বাজে কথা বলছি এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই!'

'ওখানে আমাদের নিয়ে চলো! চাবি আমরা নিজেরাই খুঁজে নেব!' ইস্‌নাভিয়োনকের মা ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

মহিলার থলথলে গাল ও নাকের ওপরকার প্রকাণ্ড আব উত্তেজনায় কাঁপছে, কুঞ্চিত মুখে ঘাম ফুটে উঠেছে। সে-ই আগু বাড়িয়ে দাভিদভকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। দাভিদভ স্বেচ্ছায় কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল তার ঘরের দিকে।

'ঘরের মধ্যে আছে তো ঠিক? তোমার ভুল হয়নি তো?' বান্নিকের বৌ আভ্‌দোতিয়া তাকে জেরা করতে শুরু করেছে।

'আছে বৈকি, ওখানেই আছে।' দাভিদভ তাকে আশ্বাস দিল, তারপরে হাসি গোপন করবার জন্যে মাথা নিচু করল।

চারটি মেয়ে তার হাত ধরে আছে। পঞ্চম আরেকজন প্রকাণ্ড একটা খুঁটি

হাতে নিয়ে পেছনে পেছনে চলেছে। পুরুষের মতো পা ফেলে ফেলে ডানদিকে চলেছে ইগ্‌নাতিয়োকের মা, সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে। অন্য মেয়েরা দলে দলে ভাগ হয়ে বাঁ-দিক দিয়ে চলেছে। পুরুষরা আসেনি, চাবির জন্যে তারা গোলাঘরের কাছেই অপেক্ষা করছে।

'ওগো মেয়েরা, আমার হাত ছেড়ে দাও, আমি পালাব না।' দাভিদভ বলল।

'বলি ও মুখপোড়া, তোমার কথায় বিশ্বাস কি, পালাতেই চাইছ হয়তো!'

'না, আমি পালাব না।'

'আমাদের সঙ্গেই থাকো না কেন, তাহলে আমাদের আর দুশ্চিন্তা করতে হয় না।'

দাভিদভের বাড়িতে পৌঁছে গেল ওরা, কঞ্চির গেট ও বেড়া ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ির উঠোনে।

'যাও, চাবি নিয়ে এসো। যদি না আনো তাহলে সোজা ডেকে পাঠাব কসাকদের, আর ওরা একবার এলে তোমার হাড়মাস আর আস্তো থাকবে না।'

'ওগো মেয়েরা, কত সহজেই তোমরা ভুলে যাও যে একটা সোভিয়েত শাসন রয়েছে। তোমরা যা করছ তার জন্যে কিছুতেই পার পাবে না, মনে রেখ!'

'মার তো কপালে আছেই—ধাড়ী হলেও আছে, ছানা হলেও। এজন্যে এখন যদি আমাদের জবাবদিহি করতে হয় তাহলেও যা, আর এখন বীজ ফেলা হয়নি বলে শরৎকালে যদি আমাদের না খেয়ে মরতে হয় তাহলেও তাই। যাও, চাবি খুঁজে আন!'

দাভিদভ তার ঘরে গেল। সে জানত তার ওপরে চোখ রয়েছে, তাই ভান করল যেন ভয়ানকভাবে খোঁজাখুঁজি করছে। ব্যাগের মধ্যে আর টেবিলের ওপরে সমস্ত কিছু ওলোটপালোট করে ফেলল, কাগজপত্র নাড়াচাড়া করল, খাটের নিচে আর ধনুকের মতো পায়াওলা টেবিলের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল।

'চাবি এখানে নেই।' সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে ঘোষণা করল।

'কোথায় গেল চাবি তাহলে?'

'নিশ্চয়ই নাগুলনভের কাছে।'

'কিন্তু নাগুলনভ তো চলে গিয়েছে!'

'তাতে কি হয়েছে! চাবি রেখে যেতেও তো পারে। তাই হয়তো রেখেছে। আজ আমাদের দ্বিতীয় দলকে বীজ দেবার কথা ছিল।'

ওরা তাকে নাস্তুনভের ঘরে নিয়ে গেল। রাস্তায় যেতে যেতেই ওরা তাকে মারতে শুরু করে দিল। প্রথমে মারছিল আলতোভাবে চড়-চাপড় গোছের, কিন্তু তাতেও যখন দাভিদভ হাসছিল আর ঠাট্টাতামাসা চালিয়ে যাচ্ছিল তখন রেগে উঠেছে ও পুরোদস্তুর মার দিতে শুরু করেছে।

'ওগো মেয়েরা, আমার ছোট্ট টুনটুনিরা, আমাকে লাঠি দিয়ে অমনভাবে মেরো না গো।' সে অনুনয়-বিনয় করে চলেছে। কথা বলছে আর সবচেয়ে কাছের মেয়েদের গায়ে চিমটি কাটছে, জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে মাথা নিচু করছে।

তার চওড়া টান-টান পিঠের ওপরে ওরা তাকে বেধড়ক পিটতে শুরু করে দিল। কিন্তু সে শুধু খানিকটা ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ বার করল আর কাঁধঝাঁকুনি দিল। ওদিকে যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠাট্টা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে:

'আরে দিদিমা, করো কি! তোমার তো এতদিনে ইহলোক থেকে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল, আর তুমি কিনা এখনো মারপিট চালিয়ে যাচ্ছ! আমি তোমার ওপরে একবার হাত চালাব নাকি, মাত্র একবার, কী বলো?'

'ওরে পাষণ্ড, তোর শরীরে কি সাড় নেই নাকি, তোর শরীরটা কি পাথরের নাকি!' অল্পবয়সী নাস্‌তেন্‌কা মোনেৎকোভা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করছে আর নিজের ছোট শক্ত মুঠি দিয়ে দাভিদভের পিঠের ওপরে প্রচণ্ডভাবে ঘুষি মেরে চলেছে: 'আমার হাতটা তো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবুও এই লোকটার কিচ্ছুটি হল না গো!'

'লাঠি দিয়ে মেরো না!' দাঁতে দাঁত চেপে দাভিদভ একবার শুধু হুংকার দেবার মতো করে বলেছিল। তারপরে একটি মেয়ের হাত থেকে শুকনো উইলো ডালের খুঁটিটা কেড়ে নিয়ে হাঁটুতে চেপে ভেঙে ফেলল।

তার কান দিয়ে রক্ত পড়ছে, তার ঠোঁট ও নাক কেটে গিয়েছে। তবুও ফুলে-ওঠা ঠোঁট ফাঁক করে ও সামনের ফোকলা দাঁত বার করে হাসছে। এবং কোনোরকম জাহির না করে ও তাড়াহুড়ো না করে এমনভাবে গা নাড়াচ্ছে যেন সবচেয়ে বেশি আক্রোশ নিয়ে তার ওপরে হামলা চালাচ্ছে যে-সব মেয়ে তাদের সরিয়ে রাখা যায়। তার পক্ষে সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে ইগ্‌নাতিয়োনকের বুড়ী মা, যার নাকের ওপরের আব প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে! বুড়ীর ঘুষিগুলো যন্ত্রণাদায়ক, আর ঘুষিগুলো চালাতে চেষ্টা করছে তার রগের ওপরে কিংবা দুই চোখের মধ্যিখানে। আর বুড়ীর ঘুষিগুলো অন্যদের মতো নয়, বুড়ী ঘুষি চালায়

তার মুঠির পেছন দিয়ে তার পাকানো গাঁট দিয়ে। দাভিদভ বৃথাই চেষ্টা করে বুড়ীর দিকে পেছন ফিরে থাকতে। বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ঠেলেঠুলে পথ করে নেয় আর তার সামনে এসে দাঁড়ায় আর ভাঙা গলায় খাবি খেতে খেতে হুংকার ছাড়ে, 'দেখি বেটার নাক! ওই নাকের ওপরেই আমি ঘুষি মারতে চাই!'

বুড়ীর ঘুষি এড়াবার চেষ্টা করতে করতে নিরুত্তেজ আক্রোশ নিয়ে দাভিদভ ভাবল, 'ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা কর রে ধাড়ী ব্যাঙ! লুবিশ্‌কিন এসে পড়ুক —এক ঘুষিতে তোকে ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে দেব!'

লুবিশ্‌কিন ও তার অশ্বারোহী লোকেরা তখনো এসে পৌঁছয়নি। ওরা নাগুলনভের বাড়িতে পৌঁছে গেল। এবারে দাভিদভের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল মেয়েরাও। সমস্ত কিছু একেবারে ওলোট-পালোট করে ফেলল, ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলল বই, কাগজপত্র ও পোশাক, এমনকি বাড়িউলীর ঘরে পর্যন্ত চাবি খুঁজল। অবশ্যই কিছু পেল না, তখন ঠেলতে ঠেলতে দাভিদভকে নিয়ে এল সিঁড়ির কাছে।

'চাবি কোথায়? তোমাকে আমরা খুন করব!'

'চাবি অস্ত্রোভনভের কাছে,' দাভিদভ জবাব দিল। দাভিদভ যখন গোলাঘরের কাছে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল তখন ম্যানেজারের মুখে উল্লসিত হাসি দেখেছিল —সেই হাসির কথা মনে পড়ে গিয়েছে দাভিদভের।

'মিথ্যে কথা! ওকে আমরা আগেই জিজ্ঞেস করেছি। ও বলেছে চাবি তোমার কাছে!'

'ওগো বোনেরা!' ভয়ংকরভাবে ফুলে ওঠা নাকে হাত বুলোতে বুলোতে দাভিদভ নিঃশব্দে হাসল, 'তোমরা যে আমাকে এভাবে মারলে তার কোনো প্রয়োজন আদৌ ছিল না। চাবি রয়ে গিয়েছে আপিসঘরে আমার টেবিলে। এখন আমার ঠিক-ঠিক মনে পড়ছে।'

'ও আমাদের সঙ্গে তামাসা করছে!' চেরা গলায় চিৎকার করে উঠেছে ইয়েকাতেরিনা, গোলাঘর থেকে আগেই সে ছুটে এসে হাজির হয়েছিল।

'বেশ তো, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো, তোমাদের সঙ্গে কেন আমি তামাসা করতে যাব! কিন্তু মারপিট আর নয়, কেমন তো!'

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল দাভিদভ। তৃষ্ণায় সে কষ্ট পাচ্ছে, একটা অসহায় ক্রোধ আস্তে আস্তে গ্রাস করছে তাকে। আগেও একাধিক বার মার খেয়েছে

সে ! কিন্তু এই প্রথম মার খেতে হল মেয়েদের হাতে, এ এক বড়ো অস্বাভাবিক অনুভূতি। 'কিছুতেই যেন মাটিতে পড়ে না যাই, তাহলে ওরা উন্মত্ত হয়ে যাবে, আর আমাকে একেবারে শেষ করে দেবে। এমনিভাবে যদি মরতে হয় সেটা হবে ভারি বিশ্রী ব্যাপার—যথার্থই তাই !' এমনি ভাবতে ভাবতে অনেক আশা নিয়ে গিরিশিরার দিকে তাকাল। অশ্বারোহী কোনো দলের ধেয়ে আসার কোনো চিহ্নই নেই। গিরিশিরা ছড়াতে ছড়াতে দূর দিগন্তের টিবির কাছে মিলিয়ে গেছে। রাস্তাগুলো একই রকমের জনহীন। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক জড়ো হয়েছে গোলাঘরের আশেপাশে। সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে উত্তেজনাপূর্ণ গলার স্বরের মিলিত একটা সোরগোল।

আপিসঘরে পৌঁছতে যতোটা সময় লাগল তারই মধ্যে দাভিদভের ওপরে এমনই উত্তম-মধ্যম চালানো হল যে দাভিদভ আর দাঁড়াতে পারছে না। সে এখন আর ঠাট্টা করছে না, সমতল রাস্তায় চলতে গিয়েও আরো ঘনঘন হোঁচট খাচ্ছে, আরো ঘনঘন হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরছে, আর ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে চেরা গলায় অনুরোধ জানাচ্ছে, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে দেখছি ! আমার মাথাটাকে রেহাই দাও। আমার কাছে চাবি নেই ! আমি তোমাদের নিয়ে রাত্তির পর্যন্ত ঘোরাঘুরি চালিয়ে যেতে পারি—কিন্তু চাবি আমার কাছে নেই। চাবি আমি দিতে পারব না !'

'কী বলিস ? রাত্তির পর্যন্ত ?' ক্রুদ্ধ মেয়ের দল হুংকার দিয়ে উঠল, তারপরে আবার জোঁকের মতো এঁটে রইল দাভিদভের ক্লান্ত শরীরটার ওপরে—আঁচড়াচ্ছে, মারছে, এমনকি কামড় পর্যন্ত দিচ্ছে।

পরিচালনা আপিসের উঠোনের বাইরে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল দাভিদভ। তার ক্যানভাসের শার্ট রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে, তার খাটো শহুরে পাৎলুন (পুরনো হয়ে যাওয়ার দরুন যার নিচের দিকে সুতো আলগা আলগা) হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে গিয়েছে, শার্টের ছেঁড়া সামনের দিকের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার উলকি-দেওয়া গাঢ় বুক। সে হাঁপাচ্ছে, শন-শন করে নিশ্বাস নিচ্ছে, হয়ে উঠেছে বড়ো করুণ এক দৃশ্য।

'চল রে শুয়োরের বাচ্চা !' পা দাপাতে দাপাতে চিৎকার করছে ইগ্নাতিয়েনকের বুড়ী মা।

'কিন্তু এ তো তোমাদের জন্যে, চুলোয় যাও তোমরা—' অস্বাভাবিক এক জলদস্বরে গলায় দাভিদভ বলে উঠল, দু-চোখে এক অদ্ভুত নতুন আলো নিয়ে তাকাল

চারদিকে, 'এ তো তোমাদের জন্যে আমরা এত সব করছি। আর তোমরা কিনা আমাকে খুন করছ। ধিক তোমাদের! তোমাদের আমি চাবি দেব না, বুঝেছ? না, দেব না! কী করবে তোমরা?'

'ওকে ছেড়ে দাও!' ছুটতে ছুটতে এসে একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠেছে, 'কসাকরা তালা ভেঙে ফেলেছে। ওরা গম ভাগাভাগি করছে!'

আপিসঘরের গেটের বাইরে দাভিদভকে ফেলে রেখে মেয়েরা ছুটল গোলা-ঘরের দিকে।

প্রচণ্ড চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল সে, উঠোনে ঢুকল, এক বালতি অল্প-গরম জল বয়ে নিয়ে গেল সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত, লোভীর মতো জল খেল, তারপরে মাথার ওপরে জল ঢালতে শুরু করল। গোঙাতে গোঙাতে রক্ত ধুয়ে ফেলল মুখ ও ঘাড় থেকে, অলিন্দের রেলিঙে ঝুলে থাকা একটা ঘোড়ার কাপড় দিয়ে মুছে নিল নিজেকে, তারপরে দরজার সিঁড়িতে বসে পড়ল।

উঠোনে একটি জনপ্রাণী নেই। কোথা থেকে যেন একটা মুরগির উদ্বিগ্ন ডাক শোনা যাচ্ছে। কালো পালকে ঢাকা একটা ভরতপাখি তার মাথাটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে বহুরূপীর বাক্সের ছাদের ওপরে ডাকাডাকি করছে। স্তেপ থেকে শোনা যাচ্ছে সুস্লিকের শিস। সরু থাক কাটা কাটা পিঙ্গল মেঘের একটা পুঞ্জ সূর্যকে আড়াল করেছে। কিন্তু বাতাস তবুও এত ভারী আর গুমোট যে উঠোনের মাঝখানে ছাইয়ের গাদায় ছটোপাটি লাগিয়ে দেওয়া চড়ুইগুলো পর্যন্ত নিথর হয়ে গিয়েছে, তাদের মাথাগুলো একপাশে হেলানো, কচিৎ কখনো ছোট ছোট পাখার মতো ঝুলে-পড়া ডানাগুলো নাড়াচ্ছে।

ঘোড়ার খুরের আলতো চাপা খটাস-খটাস আওয়াজ কানে যেতে দাভিদভ মাথা তুলল। পূর্ণবেগে ছুটে এসে গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকে এসেছে চালু-পিঠ পিঙ্গল একটি ঘোড়া, তার পিঠে জিন। ঝাঁ করে ঘুরে গিয়ে, সামনের পা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কেটে ঘোড়াটা উঠোনের চারদিকে ঘুরতে লাগল—ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে আর জিনের পেটি থেকে গরম মাটির ওপরে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফুট-ফুট সাদা ফেনা। আস্তাবলের দরজার সামনে ঘোড়াটা থামল আর সিঁড়ির ধাপ শুঁকতে লাগল।

রুপোলী খোদাই করা তার চমৎকার বল্‌গা ভেঙে গিয়েছে, তার লাগামের প্রান্ত আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে, তার জিন ঘাড়ের দিকে আধাআধি উঠে এসেছে, তার বুকের কলারের ভাঙা ফিতে মাটিতে ঝুলঝুল করছে আর ঘোড়ার খুরের

পিঙ্গল-কালো ফুটো ছুঁয়ে আছে। পাশাপাশি নাকের ফুটো ফুলিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে ঘোড়াটা। তার সামনের দিকের সোনালী চুলে ও পাকানো কেশরে আটকে আছে বাদামী শুকনো বীজ।

দাভিদভ অবাক হয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল। ঠিক সেই সময়ে খড়ের গাদার দরজাটা কিঁচ-কিঁচ শব্দ তুলে আস্তে আস্তে খুলে গেল আর বুড়ো শ্চুকারের মাথাটা বেরিয়ে পড়ল। একটু পরেই বাইরে চলে এল সে। দরজাটা খুলেছে অতিমাত্রায় সতর্কতার সঙ্গে, ভয়ের চোখে চারদিকে উকিঝুঁকি দিতে দিতে।

শ্চুকারের ঘামে-ভেজা জামা খড়ের বীজে পুরু হয়ে ঢাকা পড়েছে, তার পাকানো দাড়িতে ছেয়ে আছে ঘাসের ভারী বীজ, শুকনো ঘাস আর পাতা আর ছিটিয়ে রয়েছে কাঁটা-গুল্মের হলদে রেণু। তার মুখ চেরির মত লাল আর সেই মুখে সীমাহীন আতঙ্কের ছাপ। তার রগ থেকে দাড়ি ও গাল বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ছে।

পা টিপে টিপে সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত এসে অনুনয় করার মতো করে ফিসফিস করে সে বলল, 'কমরেড দাভিদভ, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ো, প্রভুর দোহাই! ওরা এখন আমাদের মারতে শুরু করেছে, খুন করতেও পারে। হায় ভগবান, তোমার মুখখানার কী হাল যে ওরা করেছে—আমি তো তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না। আমি লুকিয়েছিলাম খড়ের গাদার মধ্যে। কিন্তু ওর ভেতরটা এমন গুমোট যে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আমার সারা শরীর ঘামছিল। কিন্তু বিশ্বাস করো, ওখানে আরো অনেক শান্তি ছিল! এই গোলমালটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত সবুর করা যাক। এসো আমরা দুজনে একসঙ্গেই গা-ঢাকা দিই, কি বলো? একা থাকাটাই বড়ো একটা ভয়ংকর ব্যাপার। আমরা কেন এমন কিছু করতে যাব যাতে মারা পড়তে পারি? আর কি জন্যেই বা করতে যাব তা কেউ বলতে পারে? শুধু একবার শোনো, মেয়েগুলো ঠিক একপাল ভীমরুলের মতো চেঁচানি লাগিয়েছে—দম বন্ধ হয়ে মরুক ওরা! মনে হচ্ছে ওরা নাগুলনভকে পেয়ে গিয়েছে। ওই যে ঘোড়াটা ছুটে এসেছিল ওটা নাগুলনভের ঘোড়া। ওই ঘোড়ায় চেপে ও আজ ভানিস্তায় গিয়েছিল। গেট দিয়ে যখন বেরোচ্ছিল তখন ঘোড়ার পা হড়কে যায়। তখন আমি তাকে বলেছিলাম, 'ফিরে এসো হে মাকার, ওটা খারাপ লক্ষণ!' এই কথা বলি। কিন্তু ও কি আর এমন লোক যে জ্ঞানী লোকের কথা শুনবে? কখনোই না! সবসময়ে চেয়েছে ও যেমনটি চায় তেমনটিই চলুক। আর এবারে ওরা ওকে খুন করেছে। ও যদি ফিরে আসত তাহলে অনায়াসে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারত।'

'কিন্তু এখন বোধহয় সে বাড়িতে আছে, কী বলো?' অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

'বাড়িতে! তাহলে কেন ওর ঘোড়াটা ওকে ছাড়াই ফিরে এল? আর এমনভাবে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল যেন ওর নাকে মড়ার গন্ধ গিয়েছে? এই সমস্ত লক্ষণ আমি খুব ভালোভাবেই জানি, আমার ভুল হয় না। এ তো দিনের মতো পরিষ্কার। জেলা থেকে ফিরে এসে ও দেখতে পায় ওরা গোলা থেকে গম লুটপাট করছে। আগুনভরা ওর চিত্ত নিয়ে এ-ব্যাপারটা ও সহ্য করতে পারে নি। হয়তো একটু বেশিই বলে ফেলেছিল। তাই ওরা ওকে খুন করেছে।'

দাভিদভ চুপ করে রইল। গোলাঘরের দিক থেকে এখনো শোনা যাচ্ছে মানুষের গলায় খিন্ন গর্জন, তার সঙ্গে মেশানো গরুর গাড়ির কিঁচকিঁচ ও হাতগাড়ির চাকার সতেজ খটাখট। দাভিদভ ভাবল, ওরা গম নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু নাগুলনভের হল কী? ওরা ওকে খুন করেছে, তা হতেই পারে না! আমি বরং যাই।' সে উঠে দাঁড়াল।

বুড়ো শ্চুকার ভাবল দাভিদভ বুঝি তার সঙ্গে খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে রাজী। এই ভেবেই উত্তেজনায় ডগমগ হয়ে কথার খৈ ফুটিয়ে চলল:

'হ্যাঁ, চলে এসো, এসব ঝামেলা থেকে আমরা সরে থাকি! এখানে থাকাটা ঠিক নয়, কেউ হয়তো এসে পড়বে আর তোমাকে ও আমাকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে যাবে—তাহলেই আমাদের দফা শেষ। এজন্যে ওদের এক পলকের বেশি সময় লাগবে না! আর ওই খড়ের গাদার মধ্যে থাকাটা যে কী চমৎকার। খড়ের গন্ধ নাকে গেলেই মনটা ভারমুক্ত হয়ে যায়, সুখে ভরে ওঠে। যদি দেখি বাইরে ব্যাপারটা অসুবিধাজনক তাহলে আমি ওখানে একমাস শুয়ে থাকতে পারি। শুধু খানিকটা গোলমাল পাকিয়েছিল ওই ছাগলটা। ওই হাড়-জ্বালানো বিটকেল-টাকে পিটিয়ে পিটিয়ে আমি শেষ করব, দেখে নিও! বুঝেছ কিনা, আমি তো শুনতে পাচ্ছিলাম মেয়েরা যৌথখামার চুরমার করছে, গমের জন্যে তোমাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে। আর কি, তখন আমি নিজেকে বলি, ওহে শ্চুকার, ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় এই তোমার শেষ, কানাকড়িও দাম নেই আর! ওই যে মেয়েরা, ওরা ভালো করেই জানে কমরেড দাভিদভ, এই আমরা দুজন, তুমি আর আমি, বিপ্লবের দিনগুলো থেকে ওই মকের ওপরে যা-কিছু ঘটেছে, যা গড়ে তুলেছে গ্রেমিয়াচিতে যৌথখামার আর কুলাক হিসেবে তিতোককে উৎখাত করেছে, সবেতে আমরাই। একেবারে গোড়া থেকেই যাদের ওরা খুন করতে চেয়েছে তারা

কারা? তুমি ও আমি—কোন সন্দেহ নেই তাতে! হাঁ, আমরা বড়োই বিপাকে পড়েছি, তাই তো ভাবলাম, আমি বরং লুকিয়ে পড়ি, নইলে ওরা ঠিক এসে পড়বে আর প্রথমে খুন করবে দাভিদভকে, তারপরে আমাকে। তাহলে তো কমরেড দাভিদভের মৃত্যু সম্পর্কে ইন্‌সপেক্টরের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্যে কেউ আর থাকেই না! তাই পলকের মধ্যে আমি গিয়ে ঢুকলাম ওই খড়ের গাদার মধ্যে, একেবারে ধড় মুণ্ডু সমেত, সেখানেই পড়ে রইলাম, জোরে নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত সাহস হচ্ছিল না। আর তখন আমি কী শুনছিলাম জানো? খড়ের গাদায় ঠিক আমার ওপরে কে যেন গুঁড়ি মেরে মেরে চলেছে। তারপরে সেটা আমার পেট মাড়িয়ে গেল। আমি নড়লাম না পর্যন্ত, যদিও ভয়ে আমার হৃদপিণ্ডটা শরীরের ভেতর থেকে লাফিয়ে আসতে চাইছিল। দিন শেষ হওয়া মানুষের মতো সেখানে পড়ে রইলাম, কেননা আমি জানতাম অন্য কোনো জায়গায় যাবার জায়গা আমার নেই! তারপর সেটা ঠিক আমার মুখের ওপরে পা দিয়ে দাঁড়াল! আমি হাত দিয়ে খাকড়ে ধরলাম—ও মা, এ যে দেখছি খুর, আর গোটাটাই লোমে ঢাকা! আমার তো মাথার চুল একেবারে খাড়া, মনে হতে লাগল আমার চামড়া গা থেকে খসে পড়বে। ভয়ে আমি নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছিলাম না! লোমে ঢাকা খুরটা হাতের মধ্যে টের পেয়ে তখন আমি কী ভেবেছিলাম জানো? ভেবেছিলাম স্বয়ং শয়তান এসে হাজির হয়েছে। খড়ের গাদার ভেতরটা ভয়ংকর রকমের অন্ধকার, আর যতো দুষ্ট আত্মা তারা তো অন্ধকারই ভালোবাসে। আমি ভাবলাম, এবার ওটা আমাকে ধরবে আর সুড়সুড়ি দিয়ে দিয়ে আমাকে মারবে। তার চেয়ে ওই মেয়েরা আমাকে মারুক, সেটা বরং ভালো। সে যে কি আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম সেটা বলে বোঝানো যাবে না। আমার জায়গায় যদি অন্য কেউ হত, ওই যারা ভীরু প্রকৃতির তাদের মধ্যে কেউ একজন, তাহলে তো আমার মনে হয় হার্টফেল করে বা নাড়ি ফেটে সে অক্কা পেত। মানুষ যদি আচমকা ভয় পেয়ে যায় তাহলে এমন-টিই হয়ে থাকে। আমি কিন্তু শুধু একটুখানি ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিলাম আর সেখানেই থেকে যাই। আর তখনই টের পেলাম চারদিক থেকে অতি প্রচণ্ড ছাগলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তিতো-কের যে ছাগলটা ছিল সেটা থাকত এই খড়ের গাদাতেই। হতচ্ছাড়া জানোয়ার-টার কথা একেবারেই মনে ছিল না। আর তখন আমি বাইরে তাকালাম, তাই তো, এটা তো তিতোকের ছাগল, খড়ের ওপরে গুটিগুটি পা ফেলছে, সোমরাজের পাতা খুঁটছে, সেজ্‌পাতার সন্ধান করছে। তারপরে আর কি, ধাঁ করে উঠে পড়-

লাম, আর সেটাকে নিয়ে পড়লাম। টেনে হিঁচড়ে কিছু আর বাকি রাখলাম না, এই দাড়ি ধরে, এই অন্ত যা-কিছু হাতের মুঠোয় পাই তাই ধরে। ওরে দাড়ি-ওলা শয়তান, গাঁয়ে যখন গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে তখন খবরদার এই খড়ের গাদায় ঘোরাঘুরি চলবে না! ওরে দুর্গন্ধ-পা, শয়তানের ঝাড়, বিনা দরকারে যেখানে সেখানে পা ফেলা চলবে না! আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে ইচ্ছে হচ্ছিল ওটাকে ওখানেই খতম করে দিই। তুমি একটা জানোয়ার হতে পার, আমি বলি, কিন্তু তোমার জানা উচিত কিসে থেকে কী হয়, তোমার জানা উচিত খড়ের গাদায় ঘুরে বেড়ানো কখন চলতে পারে, আর কখন তোমাকে শান্ত হয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে। একি, কোথায় চলেছ তুমি, কমরেড দাড়িদন্ত ?'

কোনো জবাব না দিয়ে দাড়িদন্ত খড়ের গাদা পার হয়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলল।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?' আতঙ্কিত বুড়ো শচুকার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

আধখোলা ফটক থেকে উঁকি দিয়ে সে দেখল, টলতে ,টলতে পা ফেলে কিন্তু দ্রুত পায়ে দাড়িদন্ত চলেছে যৌথখামারের গোলার দিকে, যেন জোরালো বাতাসের একটা ঝাপটা পেছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে।

চৌত্রিশ

রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে একটা কবরখানার ঢিবি। পুরনো সোমরাজ ও কাঁটাগুল্মের নেড়া ডালগুলো ঢিবির বাতাসতাড়িত চূড়োয় বিষণ্ণভাবে ঝিরঝিরিয়ে ওঠে। কাঁটাগাছের বাদামী ঝাড়গুলো ম্রিয়মাণ হয়ে মাটিতে নুয়ে পড়ে। পালকের মতো হলুদ স্তেপ-ঘাসের জটলায় ঢিবির চূড়ো থেকে তল পর্যন্ত ঢাকা। রোদে ও জলেবাতাসে মলিন ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ সেই স্তেপ-ঘাস তাদের সুতোর মতো পাত ছড়িয়ে দেয় প্রাচীন বিরস জমির ওপরে। এমনকি বসন্তকালেও যখন ঘাসে ঘাসে উদায় ফুল ফোটে তখনো ঢিবিটাকে দেখে মনে হয় প্রাচীন ও বিষণ্ণ এবং প্রাণহীন। একমাত্র যখন শরৎকাল এসে পড়ে তখনই ঢিবিটা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল এবং গরিমামণ্ডিত তুষারময় শুভ্রতা নিয়ে ঝকঝকে। একমাত্র শরৎকালেই মনে হয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুভ্রময় রুপোলী বর্ম এঁটে ঢিবিটা স্তেপভূমির ওপরে মহিমান্বিত প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রীষ্মকালে অস্তগামী সূর্যের আভায় স্তেপের সোনালী ঈগল ঢিবির চূড়োর ওপরে নেমে আসার জন্তে একেবারে মেঘের তলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডানা ঝাপটিয়ে নেমে আসে মাটিতে, বেঢপভাবে এক-পা দু-পা এগিয়ে যায়, বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে তার ছড়ানো ডানার বাদামী পাখা ও ম্যাড়মেড়ে পালকের লেজ পরিষ্কার করতে শুরু করে, আর তারপরেই হয়ে যায় ঝিমন্ত স্থির—মাথাটা পেছনদিকে ঠেলে, কালো চক্কর ঘেরা হলুদ চোখদুটো আকাশের অনন্ত নীলের দিকে মেলে দিয়ে। সন্ধ্যার শিকারের আগে এমনিভাবে সেই ঈগল বিশ্রাম নেয়—অবিকল এক শিলার মতো, নিশ্চল, বাদামী ও সোনালী। তারপরে হালকাভাবে মাটি থেকে উঠে পড়ে, হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দূরে চলে যায়। সূর্যাস্তের আগে বহুবারই দেখা যাবে তার মহিমান্বিত ডানার ধূসর ছায়াটি স্তেপভূমির এধারে-ওধারে ইতস্তত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

শরৎকালের হিমেল বাতাসে কোথায় উড়বে সে? ককেসাসের নীল পাহাড়ের পাদদেশে? মুগানস্কের স্তেপভূমিতে? পারস্যে? আফগানিস্তানে?

আর শীতকালে, যখন কবরখানার টিবি উদ্‌বেড়ালের লোমের মতো শাদা বরফের আলখাল্লায় ঢাকা পড়ে, তখন প্রতিদিন ভোর হবার আগে নীল-পাণ্ডুটে ঊষাকালে এক বুড়ো ধূসর-বুক শেয়াল এসে হাজির হয় টিবির চুড়োয়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে, মৃতের মতো স্থির, যেন শিখা-হলুদ কারারা মার্বেলপাথর থেকে কুঁদে তৈরী। তার রোমশ পিঙ্গল লেজ লাইলাকসদৃশ বরফের ওপরে ছড়ানো, তাঁর ছুঁচলো ধোঁয়াটে কালো নাকের ডগা বাতাসের মধ্যে উদ্যত। সেই সময়ে বিজড়িত গন্ধের বিশাল এক জগতে সজীব থাকে একমাত্র তার ভিজে প্রবাল নাক। তার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে প্রবলভাবে প্রবিষ্ট হয় সেই গন্ধ—বরফের নিস্তেজ সর্বব্যাপী গন্ধ, সোমরাজের দুর্মর তিক্ততা, সন্নিহিত রাস্তা থেকে ঘোড়ার বিষ্ঠার উৎফুল্ল ঘাস-গন্ধী ঘ্রাণ, দূরের ঝোপ-গজানো পাড়ে পাখির বাসায় তিতিরের ছানার তীব্র উত্তেজক কিন্তু প্রায় অননুভবনীয় গন্ধ।

তিতিরের গন্ধে এতবেশি নিবিড়ভাবে বিজড়িত মাত্রা যে বুড়ো শেয়ালকে তার নাসারন্ধ্রের তৃপ্তির জন্যে অবশ্যই নামতে হয় টিবি থেকে, ঝকমকে বরফ থেকে তার থাবা প্রায় না তুলে তুহিনকণায় মোড়া প্রায়-নির্ভার তার শরীরটাকে পিছলিয়ে নিয়ে যায় একশো গজ বা তারও বেশি দূরে। একমাত্র তখনই সেই অন্ধকার থ্যাবড়ানো নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় সেই কড়া জ্বালা-ধরানো স্রোত, তারই সঙ্গে আনীত পাখির সন্তপতিত পুরীষের ঝাঁঝালো অম্লতা আর পালকের যৌগিক ঘ্রাণ। ওপরের দিকে যেখানে তুষারভেজা পালক ঘাস ছুঁয়ে থাকে সেখান থেকে পাওয়া যায় সোমরাজের তেতো বাস ও কালো স্তেপ-ঘাসের ঝাঁঝ, আর নিচের দিকে অর্ধেক মাংস-ঢাকা ঘোর-নীল পালক থেকে পাওয়া যায় রক্তের উষ্ণ ও নোনতা গন্ধ।

বিশুষ্ক বাতাস টিবির ঘনীভূত ও স্তম্ভিত মাটিকে চূর্ণ করে, দুপুরের সূর্য তাকে ঝলসায়, বৃষ্টি তাকে ধুয়ে দেয়, এপিফানি তুষার তাকে ছিঁড়ে ফেলে। তবুও স্তেপের ওপরে টিবির অক্ষুণ্ণ আধিপত্য থেকে যায়। যেমন থেকেছিল হাজার বছর আগে যখন নিহত এক পোলোভ্‌ৎসীয় প্রিন্সের কবরের ওপরে এটি নির্মিত হয়। প্রিন্সের কবরে মাটি দিয়েছিল বালা-পরা কালো হাত দিয়ে তার পত্নীরা, তার যোদ্ধারা, আত্মীয়রা ও দাসরা।

গ্রেমিয়াচি লগ থেকে আট ভার্স্ট দূরে এই টিবি। কসাকরা বহুকাল ধরে এটিকে বলে আসছে 'যমের টিবি'। গল্প শোনা যায়, পুরাকালে এক আহত কসাক নাকি এখানে মারা গিয়েছিল। সম্ভবত সেই কসাক সম্পর্কেই পুরনো এই

গানটি গাওয়া হয় :

ধারালো তলোয়ারে আগুন শানিয়েছিল সে,
সোমরাজের কোপ ধরা পড়েছিল শিখায়,
তপ্ত নিশ্বাসে তার উষ্ণ হয়েছিল বসন্ত,
মারাত্মক ক্ষত তার ধুয়ে দিয়েছিল জল।
'ক্ষত, আমার ক্ষত, অনেক রক্ত ঝরেছে অনেক
চঞ্চল হৃদয় আমার রক্ত ঝরে ঝরে শেষ।'

পুরো কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে স্তানিত্সা থেকে প্রায় কুড়ি ভার্স্ট চলে এসেছিল নাগুলনভ, যমের ঢিবিতে না-পৌঁছনো পর্যন্ত একবারও বাদামী ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরেনি। এবারে সে ঘোড়া থেকে নামল, হাতের তালুর কিনার দিয়ে ঘোড়ার ঘাড় থেকে ফেনা চেঁছে চেঁছে ফেলে দিল।

বাতাসে এমন উষ্ণতা যা বসন্তকালের শুরুর পক্ষে অস্বাভাবিক। রোদ্দুরে মাটি ঝলসে যাচ্ছে, যেন এখনই এটা মে মাস। ঢেউতোলা দিগন্তের ওপরে একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা কাঁপছে। স্তেপের মধ্যে দূরের পুকুর থেকে ভেসে আসছে রাজহাঁসের ডাক, পাতিহাঁসের প্যাঁক প্যাঁক, জলমোরগের বিলাপ।

ঘোড়ার লাগাম খুলে নিল মাকার, রাশ বেঁধে রাখল ঘোড়ার সামনের পায়ের সঙ্গে, জিনের বাঁধন আলগা করে দিল। ঘোড়াটা লোভীর মতো মুখ বাড়াল সদ্য-গজানো ঘাসের দিকে, আর তা করতে গিয়ে গত বছরের ঘাসের শুকিয়ে যাওয়া ডগাগুলো ভেঙে ফেলল।

টানা-টানা কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকতে ডাকতে একঝাঁক হাঁস উড়ে গেল ঢিবির ওপর দিয়ে, পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। শূন্যমনে মাকার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল হাঁসগুলোর উড়ে যাওয়া আর পাথরের মতো পুকুরের ওপরে পড়ে যাওয়া। দেখল নলখাগড়ায় ভরা ছোট একটা দ্বীপের কাছে তাদের ডানার ঝাপটায় জল চলকে চলকে ওঠা। ভয় পেয়ে একদল রাজহাঁস তক্ষুনি উঠে পড়ল বাঁধ থেকে।

শূন্যতার মধ্যে স্তেপ মৃত। ঢিবির তলায় অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল মাকার। পেছনে দিকে ঘোড়ার পা-দাপানি ও নাকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল, বল্গার লোহাটা টুংটুং করছিল দূরে নয়। তারপরে ঘোড়াটা উপত্যকার দিকে চলে যায়। সেখানে ঘাস আরো প্রচুর এবং এমন একটা নিস্তব্ধতা যা আসে শরৎকালের একেবারে গভীর থেকে—যখন ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে আর মানুষজন স্তেপ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

'বাড়ি যাব, আগ্রেই ও হাভিদভের কাছে বিদায় নেব, সেই ওভারকোটটা পরব যেটা পোল্যাণ্ডের ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসার সময়ে আমার গায়ে ছিল। তারপরে নিজেই নিজেকে গুলি করব। জীবনে আমার আর কোনো বন্ধন নেই। আর বিপ্লবের পক্ষেও তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। বিপ্লবের পক্ষে তো প্রচুর লোক রয়েছে। একজন লোক বেশি বা একজন লোক কম হলে কিছু যায় আসে না।'...এমন উদাসভাবে কথাগুলো ভাবছে নাকার যেন তার এই চিন্তা নিজেকে নিয়ে নয়, অন্য কারও সম্পর্কে। খাসের চাপড়ার ওপরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে—'আমি অনুমান করতে পারছি হাভিদভ আমার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, 'নাগুলনভ পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু সে ছিল সৎ কমিউনিস্ট। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তার এই আত্মহত্যা করাটা আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু বিশ্ব-প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে সে লড়াই করে গিয়েছে সেই লড়াই আমরা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব।' তখন অসাধারণ স্পষ্টভাবে দেখতে পেল বানিকের মূর্তি। মুখে উল্লাসের হাসি নিয়ে বানিক ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ক্যাকালে গোঁফে তা দিতে দিতে বলছে, 'একটা গেছে কবরে, জয় প্রভু! কুকুরের মরণ কুকুরের মতোই!'

'ওরে বেটা ছুঁচো! কিছুতেই না, কিছুতেই আমি নিজে নিজেকে গুলি করব না! তোকে আর তোর মতো সবকটাকে আগে খতম করি।' চিৎকার করে উঠল নাকার, তারপরে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, যেন কেউ তাকে কামড়িয়েছে। বানিকের চিন্তা মাথায় আসতেই সিদ্ধান্ত পালটে গেল তার। তারপরে চারদিকে তাকিয়ে যখন ঘোড়াটার খোঁজ করছে, তার আগে থেকেই মনে মনে ভেবে চলেছে, 'না, হতেই পারে না! চুলোয় যাক সব! আগে তোদের সবকটাকে খতম করে নিই তারপরে নিজের সঙ্গে হিসেব চোকাব! আমি মরব আর তোরা আহ্লাদে ডগমগ হবি, সেই সুযোগ তোদের দিচ্ছি না! আর ওই যে কোর্চজিন্‌স্কি, ওর কথাই কি আর শেষ কথা, তা কেন হবে? আগে শুয়োর কাজটা শেষ করি, তারপরে যাব আঞ্চলিক কমিটির কাছে। ওরা আবার আমাকে পার্টিতে ফিরিয়ে নেবে! যাব এলাকা কমিটির কাছে, মস্কোতে! আর আমাকে যদি ফিরিয়ে না নেয় তাহলে পার্টির বাইরে থাকা মানুষ হিসেবে শুয়োর-গুলোর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাব!'

চোখে ফুটে উঠেছে নতুন উজ্জ্বলতা, দুনিয়াটাকে নিজের চারদিকে ছড়ানো

বলে মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনুভব করছে তার অবস্থা কয়েকঘণ্টা আগেও যতোটা অপূরণীয় ও আশাহীন বলে মনে হয়েছিল তা আদৌ নয়।

তাড়াতাড়ি পা চালাল উপত্যকার দিকে, যেখানে ঘোড়াটা চলে গিয়েছিল। তার পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে গিয়ে সন্ত বাচ্চা বিয়নো একটা মাদী ভালুক ঝোপঢাকা ঢাল থেকে উঠে দাঁড়াল আর বিশাল কপালের তলা থেকে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারপরে কানদুটো পেছনে ঘুরিয়ে নিল, লেজ গুঁজে দিল দুই পায়ের মধ্যে, নিঃসাড়ে একটা খাদের মধ্যে গা ঢাকা দিল। ঝুলানো পেটের নিচে ঝুলঝুল করে দুলছে তার কালো ঝোলানো বাঁট।

মাকার যেই-না ঘোড়ার কাছে গিয়েছে, জন্তুটা তেজের সঙ্গে মাথা ঝাঁকুনি দিল। সেই ঝাঁকুনিতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল তার পায়ের সঙ্গে বাঁধা রাশ।

'আয় আয়, ভাসেক, আয় আয়!' শান্তভাবে ডাকল মাকার, আর চেষ্টা করল পেছন থেকে বেয়াড়া ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কেশর বা রেকাব চেপে ধরতে।

ঘোড়াটা মাথা ঝাঁকিয়ে আরো জোরে ছুটে দিল আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল তার সওয়ারকে। দৌড় শুরু করে দিল মাকারও, কিন্তু ঘোড়াটা কিছুতেই তাকে সামনে এগুতে দেবে না, পাগলের মতো পা ছুঁড়ছে। তারপরে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে পুরো কদমে ছুট লাগাল সেই রাস্তা ধরে যেটা গিয়েছে গ্রামের দিকে।

ঘোড়াটাকে গালি দিয়ে মাকার পেছনে পেছনে চলল। প্রায় তিন ভার্স্ট তাকে যেতে হল খোলামাঠের ওপর দিয়ে, যার শেষে আছে গ্রামের বাইরের দিকের ক্ষেত-গুলো। বুনো ঘাসজমি থেকে উঠে আসছে স্তেপের বাস্টার্ড পাখি ও জোড়বাঁধা তিতির। দূরের খাদের ঢালুতে একটা মদ্দা বাস্টার্ড সগর্বে পা ফেলে ফেলে ঘুরছে আর শুয়ে বসা তার সঙ্গিনীর শান্তিরক্ষা করছে। সঙ্গম করার অদম্য কামনায় আচ্ছন্ন হয়ে সে তার ছোট লালচে লেজ পাখার মতো ছড়িয়ে দিল, সেই লেজের নিচের দিকে মরিচা-সাদা পালক ছিল। নামানো ডানা দিয়ে শুকনো মাটি আঁচড়াল, মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল গোড়ার দিকে লালচে লোমের ঝাড় দেওয়া পালক।

সারা স্তেপ জুড়ে চলেছে সৃষ্টির বিরাট ফলপ্রসূ কর্ম। মাটি ফুঁড়ে উঠছে ঘাস, পাখিরা ও পশুরা জোড় বাঁধছে। মানুষেরই যারা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে শুধু চাষের জমি, মূকভাবে আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার যো়া-ওঠা অনাবাদী ক্ষেত।

রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে জমাট-বাঁধা ডেলা-পাকানো জমির ওপর দিয়ে হেঁটে গেল

মাকার। ঝাঁ করে নিচু হয়ে একমুঠো মাটি তুলে নিল আর হাতের তালুতে সেই মাটি ধবল। ধুলোভরা কালো মাটি, মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে আছে শুকনো ঘাসের খসখসে আঁশ—মাটিটা শুকনো ও গরম। বড়ো বেশি সময় ধরে এই জমি অনাবাদী পড়ে আছে। ওপরের দিকের এই গুটলি-পাকানো চাপড়া-ধরা জমির ওপর দিয়ে টেনে নেওয়া চাই ভারী দাঁত বসানো মই, লোহার দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা চাই অবহেলিত জমি। একমাত্র তখনই গুঁড়িয়ে-যাওয়া আলপথ দিয়ে বীজ ফেলার যন্ত্র চালানো যাবে, গমের সোনালী দানা গিয়ে পড়বে মাটির গভীরে।

'আমরা সবাই পিছিয়ে আছি! আমরা জমির সর্বনাশ করছি!' যন্ত্রণাকর আক্ষেপ নিয়ে কালো অনাদৃত আবাদী জমির ভয়ংকর নগ্নতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাকার ভাবল, 'আর একটা কি দুটো দিন কাটলেই এই আবাদী জমির সর্বনাশ হয়ে যাবে। একমাত্র আমরা, এই মানুষরা ছাড়া আর সবকিছুই এ-ব্যাপারে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। সমস্ত জীবজন্তু, সমস্ত গাছপালা, আর মাটি জানে কখন প্রজননের সময়, কখন বীজ বোনার সময়, কিন্তু মানুষরা…এই মানুষগুলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট সবচেয়ে নোংরা জীবের চেয়েও খারাপ! ওরা বীজ বুনতে আসবে না, কেননা সম্পত্তির ধারণা ওদের মধ্যে ছাপ ফেলছে ও বিস্তারলাভ করছে। হারামজাদার দল! ফিরে গিয়ে আমি সবটাকে ধরে ধরে মাঠে বার করে দেব! একটাকেও ছেড়ে দেব না!'

আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে সে, মাঝে মাঝে ছুট লাগাচ্ছে। টুপির তলা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম, শার্টের পিঠের দিক কালো হয়ে যাচ্ছে, ঠোঁট যাচ্ছে শুকিয়ে, এবং ক্রমেই আরো বেশি বেশি প্রকটভাবে একটা অসুস্থ ছোপ-ছোপ রক্তিমতা ফুটে উঠছে তার গালে।

পঁয়ত্রিশ

যখন সে গ্রামে ঢুকল তখন বীজদানার ভাগাভাগি পুরোদমে চলেছে। লুবিশ্‌কিন ও তার দলের লোকেরা তখনো মাঠে। গোলাঘরকে ঘিরে প্রচুর মানুষের ঠেলাঠেলি। বস্তা বস্তা গম বাটিতি ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে দাঁড়িপাল্লার ওপরে, অবিরাম গাড়ি যাতায়াত করছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা গম নিয়ে যাচ্ছে থলে বোঝাই করে কিংবা তাদের অ্যাপ্রনে, ছিটকে পড়া গম পুরু হয়ে জমে আছে মাটির ওপরে ও গোলাঘরের সিঁড়ির ওপরে।

ব্যাপারটা কী হচ্ছে তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে গেল নাগুলনভ। গ্রামের মানুষদের ঠেলে সরিয়ে পথ তৈরি করে নিয়ে চলে এল দাঁড়িপাল্লার কাছে।

গম ওজন ও ভাগ-বাঁটোয়ারা করছে প্রাক্তন যৌথখামারী ইভান বাতাল্‌শ্‌চিকভ, তাকে সাহায্য করছে পুঁচকে আপোলোন পেস্‌কোভাৎস্কভ। গোলাঘরের ধারেকাছে কোথাও দাভিদভ বা রাজমিয়োৎনভ বা অন্য কোনো দল-নেতার চিহ্নমাত্র নেই। ইয়াকভ লুকিচের ভ্যাবাচাকা মুখখানা অল্পক্ষণের জন্যে দেখা গেল, পরক্ষণেই গায়ে গায়ে ঠাসা গোরুর গাড়ির ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

'কার হুকুমে তোমরা গম নিয়ে যাচ্ছ?' হুংকার দিয়ে উঠল মাকার, তারপরে বাতাল্‌শ্‌চিকভকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়িপাল্লার ওপরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভিড়ের মানুষগুলো নির্বাক।

'গম ওজন করে বিলি করার অধিকার কে তোমাদের দিয়েছে?' গলা একটুও না নামিয়ে বাতাল্‌শ্‌চিকভকে জিজ্ঞেস করল মাকার।

'জনগণ।'

'দাভিদভ কোথায়?'

'আমি দাভিদভের পাহারাদার নই!'

'পরিচালনার লোকেরা কোথায়? তারা কি এটা হতে দিয়েছে?'

মুখচোরা দেমিদ দাঁড়িপাল্লার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁত বার করে হেসে সে জামার আস্তিন দিয়ে ঘাম মুছে নিল। সরল আশ্বাস নিয়ে গমগম করে উঠল তার জবরাট গভীর গলা: 'এটা আমরা নিজেরাই হতে দিয়েছি, পরিচালনার

ডাকবের অপেক্ষায় থাকিনি। আমরা নিজেরাই নিচ্ছি।'

'নিজেরাই? তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার!' দুই লাফে নাগুপনত উঠে এল গোলাঘরের দরজার ধাপে। চৌকাঠের ওপরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, এক ঘুষিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিল, ধটাং করে বন্ধ করে দিল দরজাটা, বন্ধ দরজার ওপরে শক্তভাবে পিঠ রেখে দাঁড়াল: 'সরে যাও এখান থেকে: একদানা শস্যও আমি দিচ্ছি না! গোলাঘরের সামনে যে-কেউ আসবে তাকে আমি সোভিয়েত গভর্নমেন্টের শত্রু বলে ঘোষণা করব!'

'আহা রে!' দিমোক একজন পড়শীকে তার ঠেলায় শস্য বোঝাই করতে সাহায্য করছিল, সেই অবস্থাতেই উপহাস করে উঠল।

নাগুপনতকে হাজির হতে দেখে বেশির ভাগ মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছে। জেলা-কেন্দ্রে তার যাওয়ার আগে গ্রেমিয়াচিতে অনবরত এই রটনা শোনা যাচ্ছিল যে বারিককে মারধোর করার জন্যে নাগুপনতের বিচার হবে, তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, এবং সম্ভবত তাকে কয়েদ করা হবে। সেদিন সকালেই মাকার রওনা হয়ে গিয়েছে শুনে বারিক জাহির করে বলেছিল:

'নাগুপনতকে আর খবরদারি করতে হচ্ছে না। সোপর্দ করার কর্তা নিজে আমাকে বলেছে, ওর রেহাই নেই! বুড়ো মাকারের চেতনা হবে এবার। পার্টি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে ওরা ওকে। এরপরে গাঁয়ের মানুষজনের গায়ে হাত তোলার আগে দুবার ভাববে ও। পুরনো দিন আর নেই হে।'

এই কারণেই দাঁড়িপাল্লার কাছে মাকারের উপস্থিতিতে সবাই হতভম্ব হয়ে ও ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গিয়েছে। তারপরে যখন সে দাঁড়িপাল্লার কাছ থেকে ছুটে গোলাঘরের সিঁড়িতে গেল আর গোলাঘরের দরজা আগলে খুঁটি নিয়ে দাঁড়াল ততোক্ষণে অধিকাংশ মানুষের মনোভাব সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে নিয়েছে। দিমোক চিৎকার করে ওঠার পরেই শোনা গেল অনেকের চড়া গলা:

'এখন আমরা নিজেদের সরকার পেয়েছি!'

'জনগণের সরকার!'

'কথাটা ওকে সমঝিয়ে দাও তো হে!'

'যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও!'

'কী ভাবে ও, ও-ই যেন কর্তা।'

দিমোকই প্রথম গোলাঘরের দিকে এগিয়ে এসেছে, চালিয়াতের মতো কাঁধ-ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর ভিড়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দাঁত বার করে হাসছে। অন্ত

কয়েকজন কসাক ইতস্তত করতে করতে তার পেছনে এল। তাদের মধ্যে একজন নিচু হয়ে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়েছে।

কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে পাৎলুনের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করল নাগুলনভ, চাবি টিপে গুলি ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত করে রাখল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দিমোক; দাঁড়িয়ে পড়ল অন্যরাও। যে লোকটি ভারী একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে অস্ত্র শানিয়েছিল সে সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করল, তারপরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারা সকলেই জানত নাগুলনভ একবার যখন রিভলবার প্রস্তুত করেছে তারপরে প্রয়োজন ঘটলে সেটা চালাতে ইতস্তত করবে না। আর মাকারও সঙ্গে সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাদের একেবারে নিঃসন্দেহ করে দিল।

'সাতটা ছুঁচোকে আগে আমি খুন করব তারপরে কেউ যদি গোলাঘরে ঢুকতে পারো! কই, কে আসতে চাও প্রথমে, এসো দিকি!'

কেউ আসতে চায় বলে মনে হল না। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন দিশেহারা। দিমোক কি যেন একটা ভাবছে, কিন্তু গোলাঘরের দিকে এগোতে সাহস করছে না। রিভলবারের নলটা নিচু করে নাগুলনভ চিৎকার করে উঠল, 'সরে পড়ো, এক্ষুনি সরে পড়ো, নইলে গুলি চালাতে শুরু করব!'

তার কথাটা শেষ হবার আগেই লোহার একটা ডাণ্ডা ভুস করে এসে লেগেছে পেছনের দরজার গায়ে। মাকারের মাথা লক্ষ্য করে সেটা ছুঁড়েছে দিমোকের বন্ধু ইয়েফিম ক্রবাচভ। কিন্তু যখন দেখল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তাড়াতাড়ি একটা গাড়ির পেছনে ডুব দিয়ে গা ঢাকা দিল। নাগুলনভ চট করে ঠিক করে ফেলল সে কী করবে, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে। ঝাঁ করে সরে দাঁড়িয়ে ভিড় থেকে ছুঁড়ে মারা একটা ইট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল, তারপরেই মাচা থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নিচে চলে এল। ভিড় ছত্রভঙ্গ। ঠেলাঠেলি করতে করতে সামনের সারির লোকগুলো পিছু ফিরে ছুটতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে শকটদণ্ড ভাঙার ও টুকরো করার আওয়াজ। একজন স্ত্রীলোককে কসাকরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল, আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সে।

'পালাচ্ছ কেন তোমরা! ওর তো গুলি আছে মাত্তর ছটা!' বান্নিক কোথা থেকে যেন হাজির হয়েছে আর পালাতে-থাকা কসাকদের সাহস দিতে ও থামাতে চেষ্টা করছে।

মাকার গোলাঘরের কাছে ফিরে এল, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল না।

তার বদলে দেয়ালের ধারে এমন একটা জায়গা আগলে দাঁড়াল যেখান থেকে অস্ত্র সমস্ত গোলাঘরের ওপরে চোখ রাখা যায়।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো,' দ্বিবোক, ক্রবাচভ ও অন্য যারা আবার দাঁড়িপাল্লার দিকে এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল মাকার, 'খবরদার আর এগিও না বলছি, এগোলেই নিপাত করব।'

ভিড়টা জড়ো হয়েছিল গোলাঘরগুলো থেকে শ'খানেক পা দূরে, সেই ভিড় থেকে পা বাড়িয়ে এগিয়ে এল ইভান বাতালশ্চিকভ, আত্তামানচুকভ ও যৌথ-খামারের আরো তিনজন প্রাক্তন সদস্য। কারসাজি করার মতলব এঁটে এসেছিল ওরা। প্রায় তিরিশ পা দূর পর্যন্ত হেঁটে আসার পরে বাতালশ্চিকভ সাবধান করার ভঙ্গিতে হাত তুলে বলে উঠল, 'কমরেড নাগুলনভ, একটু সবুর করো, বন্দুক তুলো না যেন।'

'কী চাও তোমরা? ভিড় না করে চলে যাও এখান থেকে, আমি তো বলেছি!'

'আমারা এক্ষুনি চলে যাচ্ছি, তুমি কিন্তু অকারণে মাথা গরম করছ…গম নিয়ে যাবার অনুমতি আমরা পেয়েছি।'

'কে দিয়েছে অনুমতি?'

'অঞ্চল থেকে একজন এসেছিলেন, যতোদূর মনে হয় কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে। তিনি অনুমতি দিয়ে গেছেন।'

'তিনি এখন কোথায়? কোথায় দাভিদভ? রাজমিয়োৎনভ?'

'আপিসঘরে মিটিং করছে।'

'সব মিথ্যে কথা, ছুঁচো কোথাকার! ওই দাঁড়িপাল্লার কাছ থেকে সরে যাও বলছি! যাবে না?' বাঁ হাতটা কনুইয়ের কাছে বেঁকিয়ে নাগুলনভ রিভলবারের নলটা রাখল সেই বাঁকের ওপরে। রিভলবারটা এত পুরনো যে তার নল সাদা হয়ে গিয়েছে।

বাতালশ্চিকভ তবুও দমল না, বলতে লাগল, 'আমাদের কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তো নিজেই দেখ না গিয়ে। আর যেতে না চাও তো বলো ওদের সরাসরি এখানে নিয়ে আসছি। কমরেড নাগুলনভ, তোমার বন্দুক উঁচিয়ে আমাদের শাসিও না, গণ্ডগোল হবে কিন্তু! কাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছ তুমি? জনসাধারণ? গোটা গ্রাম?'

'খবরদার সামনে এগিও না, যেখানে আছ সেখানেই থাকো! তোমরা

আমার কমরেড নও! রাষ্ট্রের পর চুরি করতে শুরু করেছ যখন, তোমরা হয়ে গিয়েছ প্রতিবিপ্লবী! সোভিয়েত শাসনকে খর্ব করবে তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

বাতাল্‌শ্‌চিকভ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে গোলাঘরের বাঁক ঘুরে দাভিদভ উপস্থিত। প্রচণ্ড মার খাওয়া চেহারা, সারা গায়ে কাটাছেঁড়া আর আঁচড় আর কালশিটে, টলতে টলতে ও বেসামাল পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে। তাকিয়ে তাকে দেখল নাগুলনভ, তারপর ছুটে গেল বাতাল্‌শ্‌চিকভের দিকে, হুংকার দিয়ে উঠল, 'ওরে বেটা শয়তান! চালাকি করা হচ্ছিল, না? মেরে ঠাণ্ডা করতে চাস আমাদের, কেমন কিনা?'

বাতাল্‌শ্‌চিকভ ও আতামানচুকভ ছুটতে শুরু করেছে। তাদের লক্ষ্য করে দু-বার গুলি ছুঁড়ল নাগুলনভ, কিন্তু কোনোটাই তাদের গায়ে লাগল না। দিয়োক চলে গিয়েছিল পাশের দিকে, বেড়া থেকে একটি খুঁটি ভেঙে নিল সে। অন্যরা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই বিড়বিড় করছে, কিন্তু কেউ সরে গেল না।

'আমি থাকতে হতে দেব না…সোভিয়েত শাসনকে…অমান্য করা…হতে দেব না!' দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করতে করতে মাকার সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিড়ের ওপরে।

'মার লাগাও ওকে!'

'কারও হাতে যদি একটা বন্দুক থাকত!' পেছন থেকে আফসোসে গুমরে উঠল ইয়াকভ লুকিচ, বে-আক্কেলের মতো ঠিক এই সময়েই গা-ঢাকা দেওয়ার জন্যে পোলোভৎসেভকে সে মনে মনে গালাগালি দিচ্ছে।

'ওহে কসাকরা, পাকড়াও না লোকটাকে, কী না বীর!' ঝাঁঝালো গলা সপ্তমে চড়িয়ে মারিনা পয়ারকোভা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে আর ছুটে-আসা মাকারের মোকাবিলা করার জন্যে কসাকদের সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুখ-চোরা দেমিদের হাতদুটো চেপে ধরে সে ঘৃণার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'নিজেকে কসাক বলো তুমি? ভয় পেয়েছ নাকি?'

আর তখনই হঠাৎ ভিড়ের মানুষগুলো দু-ভাগ হয়ে গিয়ে চারদিকে ছুটতে শুরু করে দিল, এমনকি মাকারের দিকেও।

'মিলিটারি এসে গিয়েছে!' দিশেহারা আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল নাস্তেন্‌কা দোনেৎস্কোভা।

প্রায় তিরিশজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে ঢালু দিয়ে নেমে এসেছে গ্রামের

মধ্যে, গড়িয়ে আলা হিমবাহের মতো। ঘোড়ার খুরের চাপে কালকালের পুরু পুরু ধুলো উঠছে হালকা স্বচ্ছ মেঘের মতো।

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোলাঘরের সামনের মাঠ ফাঁকা, রইল শুধু দাভিদভ ও নাকার। ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ কাছে আরো কাছে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘোড়সওয়ারদের এতক্ষণে সাধারণ চারণভূমিতে দেখা গেল। সবার আগে পাতলো লুবিশকিন—লাপ্‌শিনভের ঘোড়ায়। তার ডানদিকে ঘোড়ায় পিঠে আগাফন দুব্‌ৎসোভ, হাতে মুগুরায়, তার বসন্তের দাগওলা মুখে ফুটে রয়েছে ভয়ংকর সংকল্পের ছাপ। তার পেছনে নানারঙের ঘোড়ার পিঠে চেপে এলোমেলোভাবে রয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের যৌথখামারী কৃষকরা।

সন্ধে নাগাদ একজন ফৌজী লোক জেলা থেকে হাজির হল, যাকে দাভিদভ ডেকে পাঠিয়েছিল। মাঠ থেকে গ্রেপ্তার হল ইভান বাতাল্‌শ্‌চিকভ, আপোলোন পেস্কোভাৎস্কভ, ইয়েফিম ক্রবাচভ এবং প্রাক্তন যৌথখামারী কৃষকদের মধ্যে থেকে আরো কয়েকজন 'সক্রিয় কর্মী'। নিজের কুটির থেকে গ্রেপ্তার হল ইগ্‌নাতিয়োনক বুড়ী। তাদের সকলকে জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হল, সাক্ষী সহ। দিমোক নিজেই এসে হাজির হল গ্রাম সোভিয়েতে।

'এসে গিয়েছ বাপ!' সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানাল তাকে রাজমিয়োৎনভ।

দিমোক যে চোখে রাজমিয়োৎনভের দিকে তাকাল তার মধ্যে কৌতুকের ভাব ছিল। সেই'ভাবেই জবাব দিল, 'এই তো আমি এখানে। তোমাদের হাতের তাস এতই চড়া যে এখন আর লুকোচুরি খেলে কোনো লাভ নেই।'

'তাস মানে?' রাজমিয়োৎনভ ভুরু কুঁচকিয়েছে।

'তাস মানে? তাসের জুয়ো খেলতে বসেছ তোমরা। যদি দেখা যায় তাতে একুশ হয়ে গিয়েছে তাহলে তোমাদের তাস খুবই চড়া। যাক গিয়ে, কোথায় যেতে হবে এখন আমাকে?'

'যেতে হবে জেলায়।'

'তাহলে তো মিলিটারি চাই—সে কোথায়?'

'সে এল বলে, তোমার অস্থির হবার কোনো দরকার নেই! কি-ভাবে চেয়ারম্যানদের মারধোর করতে হয় সেই শিক্ষা গণ-আদালতের কাছে তুমি ভালোভাবেই পেতে পারবে! ঠিক-ঠিক তাস ওরা দেবে তোমাকে!...'

'তা তো বটেই!' সাগ্রহে সম্মতি জানাল দিমোক, তারপরে একটা হাই তুলে বলল, 'ইচ্ছে করছে একটু ঘুমিয়ে নিই। আমাকে গোলাঘরে নিয়ে চলো আর

'ওর ভেতরে তালাবন্ধ করে রেখে দাও। খিদিটাহি না খাওয়া পর্যন্ত আমি বরং একটু গড়িয়ে নিই। রাজমিয়োৎনভ, দোহাই তোমার, আমাকে তালাবন্ধ করো। নইলে হয়তো ঘুমের মধ্যে পালিয়ে যাব।'

পরদিন তারা চুরি-যাওয়া বীজদানা সংগ্রহ করতে শুরু করল! যে-সব বাড়ির মালিক শস্যদানা নিয়ে গিয়েছে সেখানে যাচ্ছে নাগুলনভ এবং কোনোরকম সম্ভাষণ না জানিয়ে, চোখের দিকে না তাকিয়ে, শান্তভাবে জিজ্ঞেস করছে, 'গম এনেছিলে?'

'এনেছিলাম।'

'ফেরৎ দেবে কি!'

'দিতেও পারি।'

'দিলেই ভালো।' তারপরে আর একটিও কথা না বলে সে চলে যাচ্ছে।

প্রাক্তন সদস্যদের অনেকে বীজদানা নিয়েছে গোড়ায় যতোটা তারা দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি। ভাগাভাগিটা হয়েছে শুধুমাত্র কথার ওপরে নির্ভর করে। 'কতটা গম তুমি দিয়েছিলে?' বাতাল্‌শ্‌চিকভ অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল। 'একরে তিন পুড হিসেবে কুড়ি একরের।' 'দাঁড়িপাল্লায় তোমার বস্তা চাপিয়ে দাও!'

আসলে কিন্তু সংগ্রহ করার সময়ে লোকটি দিয়েছিল, যতোটা সে দাবি করছে, তার চেয়ে সাত বা চোদ্দ পুড কম। তাছাড়া প্রায় একশো পুড গম নিয়ে গিয়েছে মেয়েরা তাদের অ্যাপ্রনে বা থলেতে, কোনোরকম ওজনপত্তর করেনি।

সন্ধের মধ্যে সমস্ত দানাশস্য ফিরে পাওয়া গেল, মাত্র কয়েক পুড বাদে। ঘাটতি পড়ল মাত্র কুড়ি পুডের মতো বার্লি আর কয়েক বস্তা ভুট্টা। সেইদিনই সঙ্ঘের ব্যক্তিগত চাষীদের বীজদানা পুরোপুরি ফিরিয়ে দেওয়া হল।

গ্রামের লোক যখন একটা সভায় জড়ো হল তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ইস্কুলের মাঠে বিশাল এক জন-সমাবেশে দাভিদভ বলল :

'ভাইসব, যৌথখামারের প্রাক্তন সদস্যরা আর জনকয়েক ব্যক্তিগত চাষী গতকাল যে কাণ্ডটা করল তার অর্থ কি? অর্থ এই যে কুলাকদের দিকে তারা চলে পড়েছে! হ্যাঁ, এই হচ্ছে খাঁটি কথা, তারা চলে পড়েছে আমাদের শত্রুদের দিকে। ভাইসব, গতকাল তোমরা যারা দানাশস্যের জন্যে গোলাঘরে হানা দিয়েছিলে, আর মূল্যবান দানাশস্য মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়েছিলে আর অ্যাপ্রনে ভরে চুরি করেছিলে, তাদের পক্ষে কাজটা খুবই লজ্জাজনক হয়েছে।

তোমাদের মধ্যে কারও কারও রাজনৈতিক সচেতনতা এতই কম ছিল যে মেয়েদের ডাক দিয়ে বলেছিলে আমাকে যেন পিটুনি দেয়। আর মেয়েরা হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই দিয়ে আমাকে পিটুনি দিয়েছে। একজন তো এমনকি চিৎকার শুরু করেছিল, কেননা আমি দুর্বলতার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছি না। এই যে মেয়ে, তোমার সম্পর্কেই কথাগুলো বলছি।' এই বলে দাভিদভ নাস্তেন্কা দোনেৎস্কোভার দিকে আঙুল বাড়াল। নাস্তেন্কা দাঁড়িয়েছিল দেওয়ালের পাশে আর দাভিদভ বলতে শুরু করতেই তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকেছিল— 'তুমিই তো হাতের মুঠি পাকিয়ে আমার পিঠে কিল মারছিলে আর রাগের সঙ্গে এই বলে চিৎকার করছিলে, 'আমি ওকে মেরেই চলেছি, কিন্তু ওর শরীরটা মনে হচ্ছে পাথরের তৈরী, একটা পুতুল!"

রুমালের নিচে নাস্তেন্কার মুখখানা ভীষণ একটা লজ্জায় পুড়ে যেতে লাগল। সভার সমস্ত লোক তাকিয়েছে তার দিকে, আর বিভ্রান্ত ও বিব্রত হয়ে সে রয়েছে মাথা নিচু করে, ঘাড় বাঁকাচ্ছে আর পিঠ দিয়ে ঘষে ঘষে দেয়ালের চুনকাম খসিয়েদিচ্ছে।

'কাঁটাকলে ধরা পড়া সাপের মতো কিলবিল করছে!' গলা ফাটিয়ে বলে উঠল দিয়োমকা উশাকভ।

'দেয়াল থেকে সমস্ত চুনকাম খসিয়ে ফেলল রে!' কথার পিঠে কথা জুড়ে দিল আগাফন দুব্‌ৎসভ।

'ছটফট কোরো না, পাকানো-চোখ! কি-ভাবে মারতে হয় সেটা তো জানতে, এবারে শিখে নাও সভার সামনে চোখ তুলে কি-ভাবে দাঁড়াতে হয়!' লুবিশ্‌কিনের গলা গমগম করে উঠল।

দাভিদভ নির্দয়ভাবে বলে চলেছে। কিন্তু তবুও তার ফাটা ঠোঁটের ফাঁকে অল্প একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল যখন সে বলছে, 'ও চেয়েছিল আমি হাঁটু মুড়ে বসি, দয়া ভিক্ষা চাই, আর গোলাঘরের চাবি ওর হাতে তুলে দিই। কিন্তু ভাইসব, আমরা বলশেভিকরা অমন ধাতুতে গড়া নই। কারও ক্ষমতা নেই পেষণ চালিয়ে খুশিমতো আকার দিতে পারে আমাদের। গৃহযুদ্ধের সময়ে ক্যাডেটরা আমাকে ধরে মেরেছিল, কিন্তু আমার ভেতর থেকে শাঁস বার করতে পারেনি! বলশেভিকরা কারও সামনে নতজানু হয়নি, কখনো হবে না—যথার্থই তাই!'

'একেবারে ঠিক কথা!' মাকার নাগুলনভের কাঁপা-কাঁপা উত্তেজিত গলার স্বর গভীর আবেগে ঝনঝন করে বেজে উঠল।

'—ভাইসব, আমরা যা করে থাকি, প্রোলেতারিয়েতের শত্রুদের নতজানু হতে

বাধ্য করি। এবং এ-কাজ আমরা করে চলব।'

'সারা বিশ্ব জুড়ে!' নাগুলনভ আবার কথার পিঠে কথা যোগান দিল।

'···এবং আমরা তা করব সারা বিশ্ব জুড়ে। কিন্তু গতকাল তোমরা ওইসব শত্রুর কোলের দিকেই ঝুঁকেছিলে আর তাদের মদত দিয়েছিলে। ভাইসব, একবার ভাবো দিকি তোমরা কি-সব কাণ্ড করেছ। গোলাঘরের তালা ভেঙেছ, আমাকে ধরে মেরেছ, আর রাজমিয়োৎনভকে প্রথমে বেঁধেছ, তারপরে মাটির নিচের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছ, তারপরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছ গ্রাম সোভিয়েতে, নিয়ে যাবার সময়ে কেউ কেউ ওর গলায় একটা ক্রুশ পর্যন্ত বাঁধতে চেয়েছ। এসব কথার অর্থ কি? এ তো একেবারে সাদামাটা প্রতিবিপ্লবী কাজ! মিখাইল ইগ্‌নাতিয়োনকের মা, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আমাদের যৌথখামারের একজন কৃষক—তারই মা, সে কিনা রাজমিয়োৎনভকে যখন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন চিৎকার করে বলছিল, 'ভাখ, ভাখ, নরক থেকে খ্রীষ্ট-বিরোধী একটা শয়তানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!' আর অন্ত মেয়েদের সাহায্য নিয়ে সে চেষ্টা করেছিল রাজমিয়োৎনভের গলায় একটা ক্রুশ বেঁধে দিতে। কিন্তু আমাদের কমরেড রাজমিয়োৎনভ একজন সৎ কমিউনিস্ট, সে কখনো এভাবে নিজেকে উপহাসের পাত্র হতে দিতে পারে না! সেই মেয়েদের আর ধর্মীয় ধাপ্পায় যাদের মগজ বিগড়ে গিয়েছে সেই বুড়ীগুলোকে সে বলেছিল, 'শোন তোমরা! আমি খ্রীষ্টান নই, আমি কমিউনিস্ট! তোমাদের ওই ক্রুশ নিয়ে আমার সামনে এসো না!' ওরা তবুও ওকে নাস্তানাবুদ করে চলল, কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিল না। এটা চলতেই থাকল যতোক্ষণ-না ও দাঁত দিয়ে কামড়ে সুতোটা দু-টুকরো করে ফেলে আর মাথা ও পা চালিয়ে ওদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। এবারে তোমরা বলো, একে কী বলা যায়? এ হচ্ছে খোলাখুলি প্রতিবিপ্লব! গণ-আদালতে এর বিচার হবে, এই মিখাইল ইগ্‌নাতিয়োনকের মা ও তার মতো আর যারা ব্যঙ্গবিদ্রূপ চালিয়েছে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।'

সামনের সারি থেকে ইগ্‌নাতিয়োনক চিৎকার করে বলল, 'আমার মায়ের জন্তে জবাবদিহি করার কথা আমার নয়। নাগরিকের অধিকার আমার মায়েরও আছে, আমার মা-ই জবাবদিহি করুক!'

'তা নয়, তোমাকে নিয়ে আমি কিছু বলছি না। আমি বলছি সেই মানুষদের সম্পর্কে যারা গির্জা বন্ধ করে দেবার জন্তে এমন সোরগোল তুলেছিল। গির্জা-গুলো বন্ধ হওয়াতে ওদের আপত্তি, কিন্তু একজন কমিউনিস্টকে জোরজবরদস্তি

করে যখন ক্রুশ পরাতে চায়—তাতে কোনো দোষ নেই। আর এখন কি চমৎকারভাবেই না ওদের ভণ্ডামিটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে! এই সমস্ত গণ্ডগোল যারা শুরু করেছিল আর যারা সক্রিয়ভাবে পাকিয়ে তুলেছিল তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু অন্য যারা নির্বিচারে কুলাকদের টোপ গিলেছিল তাদেরও মাথা ঠিক করতে হবে ও বুঝতে হবে যে তারা ভুল পথে গিয়েছিল। আমি যা বলছি তা একেবারে ঠিক কথা! সভা থেকে কেউ একজন মঞ্চের ওপরে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'একথা কি সত্যি যে দানাশস্য যারা নিয়েছিল তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হবে ও নির্বাসনে পাঠানো হবে, আর তাদের বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে?' 'না ভাই, এটা ঠিক কথা নয়! বলশেভিকরা প্রতিশোধ নেয় না, শুধুমাত্র শত্রুদের নির্মম শাস্তি দিয়ে থাকে! তাই, যদিও কুলাকদের কথায় ভুলে গিয়ে তোমরা যৌথখামার ত্যাগ করেছ, যদিও তোমরা দানাশস্য চুরি করেছ আর আমাদের মারধোর করেছ—তবুও আমরা তোমাদের শত্রু বলে মনে করি না। তোমরা হচ্ছ দোদুল্যমান মাঝারি কৃষক যারা সাময়িক বিপথচালিত হয়েছ। তোমাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা আমরা নেব না। কিন্তু বাস্তবের দিকে তোমাদের চোখ খুলে দেব।'

চাপা একটা গুনগুনানি ইস্কুলঘরের মধ্যে দিয়ে আলোড়িত হয়ে গেল। দাভিদভ বলে চলেছে:

'আর তোমরা, মেয়েরা, শুনে রাখ, তোমাদের ভয় পাবার কোনো প্রয়োজন নেই। মুখ থেকে ঢাকা সরাও। কেউ তোমাদের স্পর্শ করবে না, যদিও তোমরা গতকাল আমাকে বেশ ভালোরকমই পিটুনি দিয়েছিলে। কিন্তু আগামী কাল যখন তোমরা মাঠে যাবে বীজ রুইতে তখন যদি খারাপভাবে কাজ করো তাহলে কিন্তু আমার হাতে উত্তম-মধ্যম খেতে হবে—মনে রেখো কথাটা! আর সেটা যে পিঠের ওপরেই পড়বে, তা নয়। পড়বে আরো নিচের দিকে, যাতে আর বসতেও না পারো, শুতেও না পারো—একেবারে শেষ হও!'

আড়ষ্ট একটা হাসির ঝলক জোরালো হয়ে উঠতে উঠতে যখন পেছনের সারিতে পৌঁছল তখন সেটা হয়ে উঠল মুক্ত এক বজ্রনির্ঘোষী হুংকারের মতো।

'তাহলে ভাইসব, গোলমাল পাকানোর কাজটা যেটুকু তোমাদের করার, তা তো হয়ে গেল। কিন্তু এখানেই যেন শেষ হয়! বড়ো বেশি সময় ধরে জমি অপেক্ষা করে আছে, সময় চলে যাচ্ছে, কাজ আমাদের করতেই হবে, কুঁড়েমি করলে চলবে না। যথার্থই ভাই! বীজ রোয়ার কাজটা আমাদের শেষ করতে

হবে, তারপরে যতো চাও মারামারি ঠেলাঠেলি করার সময় পাবে। আমি তোমাদের কাছে সাফ কথা বলে রাখতে চাই : সোভিয়েৎ গভর্নমেন্টের যারা যারা পক্ষে তারা অবশ্যই কাল মাঠে বেরিয়ে পড়বে। সোভিয়েত গভর্নমেন্টের যারা বিপক্ষে তারা বাড়িতেই থেকে গিয়ে সূর্যমুখীর বিচি চিবিয়ে যেতে পারো। তবে মনে রেখ, কাল যারা বীজ রুইবার জন্যে মাঠে যাবে না, তাদের জমি যৌথ-খামার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে আর সেই জমিতে আমরা নিজেরাই বীজ রুইব।'

মঞ্চের কিনার থেকে পিছিয়ে গিয়ে দাভিদভ টেবিলের পেছনে বসল। তারপরে যখন সে জলের বোতলের জন্যে হাত বাড়িয়েছে তখন পেছনের সারি থেকে, বাতির কমলা আভায় আলোকিত ছায়া-ছায়া অন্ধকার থেকে উষ্ণ ও উৎফুল্ল একটি ভরাট গলা গভীর আবেগমাখত স্বরে বলে উঠল :

'দাভিদভ, জয় হোক তোমার। ভালোমানুষ দাভিদভ! প্রিয় দাভিদভ! কেননা তোমার মনের মধ্যে তো বিদ্বেষ পুষে রাখো না...পুরনো অন্যায়কে তো মনে করে রাখো না! এখানকার সব মানুষের মনে খুব লেগেছে...আমরা জানি না কোন্‌দিকে তাকাব, এত লজ্জা পেয়েছি আমরা। আর মেয়েদের তো ভিরমি খাবার অবস্থা। কিন্তু আমাদের তো একসঙ্গেই থাকতে হবে। সমস্ত মিটিয়ে ফেলা যাক, কি বলো দাভিদভ, যা হয়ে গিয়েছে তার আর জের টানা নয়—তাই না?'

পরদিন সকালে পঞ্চাশজন প্রাক্তন সদস্য দরখাস্ত দিল যে তাদের আবার খামারে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। ভোর না হতেই ব্যক্তিগত চাষীরা ও গ্রেমিয়াচি যৌথখামারের তিনটি দল ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরিয়ে এল স্তেপে।

গোলাঘরে পাহারা রেখে যাবার কথা তুলেছিল লুবিশ্‌কিন, কিন্তু দাভিদভ হেসে উঠে বলেছে, 'মনে হয় না তার আর কোনো দরকার আছে।'

চারদিনের মধ্যে যৌথখামারীরা শরৎকালে লাঙল দেওয়া জমির প্রায় অর্ধেকটায় বীজ বোয়ার কাজ শেষ করে ফেলল। ২রা এপ্রিল তারিখে তৃতীয় দলটি বসন্তকালে লাঙল দেওয়া জমিতে হাত দিল। আর এই সময়ে দাভিদভ আপিসে হাজিরা দিয়েছে মাত্র একবার। শক্তসমর্থ প্রত্যেকটি লোককে সে মাঠে পাঠিয়েছে, এমনকি বুড়ো শ্‌চুকারকে আস্তাবলের কাজ থেকে সরিয়ে এনে দ্বিতীয় দলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে নিজে প্রতিদিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ে দলের সঙ্গে, গ্রামে ফেরে মাঝরাতের পরে—যখন মোরগগুলো উঠোনে এসে সকালের ডাকাডাকি করার মহলা শুরু করে দিয়েছে।

ছত্রিশ

যৌথখামারের আপিসের ঘাস-গজানো উঠোন নিঝুম, গাঁয়ের বাইরের এজমালি চারণ-ভূমির মতো। দুপুরের রোদ্দুরে গোলাঘরের চালার মরচে-ধরা টালিগুলোয় ঈষৎ উজ্জ্বলতা ও উষ্ণতা। কিন্তু চালার ছায়ায় দোমড়ানো ঘাসে এখনো ঝুলছে ধোঁয়াটে পাটল শিশিরের গলিত ভারী দানা।

বিকট রোগা ও লোমশ একটি ভেড়ী দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের মাঝখানটিতে। আর একটা ভেড়ার ছানা, মায়ের মতোই যার সারা গায়ে সাদা লোম, হাঁটু মুড়ে বসে নিপুণভাবে মায়ের দুধের বাঁটে ঢুঁ মারছে।

একটা বাচ্চা ক্ষুদে ঘোটকীর পিঠে চেপে লুবিশকিন উঠোনে ঢুকল। চালার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে, দেখতে পেল চাল থেকে একটা ছাগল একজোড়া শয়তানী-ভরা সবুজ চোখের দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রচণ্ড রাগে ছাগলটার দিকে শপাং করে চাবুক মেরে হুংকার ছাড়ল, 'আবার ছাতে ওঠা হয়েছে, নোংরা ভূত! ভাগ! ভাগ!'

লুবিশকিনের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। ঘোড়ায় চেপে সে আসছে স্তেপ থেকে, বাড়ি যায়নি, সোজা চলে এসেছে আপিসে! ক্ষুদে দুরন্ত ঘোটকীর পেছনে ঠুকঠুক করে পা ফেলে আসছে সরু-পা ফোলা-গোড়ালি একটা বাচ্চা ঘোড়া, তার গলায় বাঁধা ঘণ্টাটা বাজছে টুংটুং করে, তার গোছ-ধরা লেজ উঁচুতে তুলে ধরা। লুবিশকিনের মতো ঢ্যাঙা মানুষের পক্ষে ঘোটকীটা এতই ছোট যে আলগা রেকাবি দুটো প্রায় তার হাঁটুর নিচে দুলছে। উবু হয়ে বসে থাকা অশ্বারোহীকে দেখাচ্ছে রূপকথার সেই দৈত্যের মতো যে দু-পায়ের মধ্যে একটা ঘোড়া তুলে নিয়েছিল।

দিয়োমকা উশাকভ বারান্দা থেকে লক্ষ করছিল লুবিশকিনকে, হঠাৎ তার প্রাণে ফুর্তি এসে গেল:

'তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন যীশুখ্রীষ্ট গাধার পিঠে জেরুজালেমে ঢুকছেন! একেবারে সেই রকমটি!'

'পাধা চচ্ছ তুমি নিজে!' কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে লুবিশকিন ঘোড়ায় চেপে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে এল।

'পা-দুটো তুলে ধরো হে, তুমি তো দেখছি পা দিয়ে উঠোন চষে ফেলছ!'

দিয়োমকার কথার কোনো জবাব না দিয়ে লুবিশকিন ঘোড়া থেকে নামল, বারান্দার রেলিঙে ঘোড়ার রাশ জড়িয়ে রেখে গুরুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'দাভিদভ আছে?'

'আছে বৈকি, খুব আছে। সে তো তোমার অপেক্ষাতেই দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। দু-দিন কিচ্ছুটি খায়নি, গলা পর্যন্ত ভেজায়নি, খালি বলছে, 'কোথায় গেল আমার পাজেল লুবিশকিন, ওকে যে ভোলা যায় না! ওকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব। লুবিশকিনই যদি না থাকে তাহলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না'।"

'বটে! খুব যে জিভের আড় ভেঙেছে দেখছি! ওই জিভটি আর একবার নাড়ো দেখি, থেঁতলে না দিই তো কী বলেছি!'

লুবিশকিনের চাবুকের দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে দিয়োমকা চুপ করে গেল। দুম দুম করে পা ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল লুবিশকিন।

মায়েদের সভা থেকে একটি প্রতিনিধি-দল এসেছিল শিশুদের নার্সারি তৈরি করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে, সেই আলোচনা সবে শেষ করেছে দাভিদভ ও রাজমিয়োৎনভ। মায়েরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত লুবিশকিন অপেক্ষা করল, তারপরে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। তার পরনের সুতির শার্ট আলগা হয়ে ঝুলছে, তার কাঁধের কাছে পুরু ময়লা, তাতে ঘাম রোদ্দুর ও ধুলোর গন্ধ।

'কাজের জায়গা থেকে আসছি।'

'কেন এসেছ?' দাভিদভ ভুরু তুলে তাকাল।

'আমি কোনো কাজ করাতে পারছি না! কাজের উপযোগী লোক আমার হাতে থেকে গিয়েছে আটাশজন, কিন্তু কেউ কাজ করতে চায় না, শুধু কুঁড়েমি করে সময় কাটায়। ওদের কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। লাঙল নামিয়েছি বারোটা, কিন্তু লাঙল ঠেলবার লোক বড়ো একটা নেই। কাজের লোক বলতে আছে মাত্র একজনই—কোন্‌দ্রাৎ মাইদান্নিকভ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ষাঁড়ের মতো খাটছে লোকটা। কিন্তু আর যারা, ধরো গিয়ে আকিম বেস্‌খ্‌লেবনভ, বা সেমিয়ন কুজেনকভ, বা ওই মুখফোড় গল্পবাজ আতামানচুকভ, বা অন্যরা—ওদের দেখে শুধুই কপাল চাপড়াতে হয়। মনে হয় জীবনে ওরা কোনোদিন লাঙলের হাতল ধরেনি'!

আর কি যে ওদের কাজের ছিরি! একটা সীরানি* শেষ হল তো অমনি বসে গেল সব ধোঁয়া টানতে। কিছুতেই আর ওঠানো যায় না।'

'দিনে কতখানি জমিতে লাঙল পড়ে?'

'মাইদান্নিকভ আর আমি—আমরা দুজনে দু একর করে চাষ দিই। কিন্তু ওই দলের লোকগুলো—লাঙলপিছু এক একরের বেশি নয়। এমনি যদি চলে তো তুষ্টা রুইতে রুইতে মাইকেলমাস উৎসব এসে পড়বে।'

কোনো জবাব না দিয়ে দাভিদভ পেনসিলের ডগা দিয়ে টেবিলের ওপরে টোকা দিতে লাগল, তারপরে ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল, 'বেশ তো, কিন্তু এখানে কিজন্যে এসেছ বলো দিকি? তুমি কি চাও তোমার হয়ে তোমার চোখের জল আমরা মুছিয়ে দিই?' বলতে বলতে তার চোখে ক্রুদ্ধ একটা ঝিলিক খেলে গেল।

লুবিশকিন ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'চোখের জল নিয়ে আমি এখানে আসিনি। আমাকে লোক দাও, আরো লাঙল দাও, আর ওসব ঠাট্টাতামাসা নিজেকেই শুনিও। ঠাট্টাতামাসা যতো চাও আমিও করতে পারি, সেজন্যে তোমার সাহায্যের দরকার হবে না!'

'হ্যাঁ, ঠাট্টাতামাসা করতে তুমি জান, সেটা ঠিক। কিন্তু কাজ করিয়ে নেবার ব্যাপার যদি হয় তাহলেই তোমার ইস্কাপন চিনে! দলের সর্দার তুমি যা হয়েছ, খুবই চমৎকার! কুঁড়েগুলোকে সামলাতে পার না! আর কি করেই বা পারবে, যদি শৃঙ্খলা বলে কিছু না থাকে, যদি সবকিছু বরদাস্ত করে চলতে চাও!'

'শৃঙ্খলা! শৃঙ্খলা কোথায় আছে দেখাও তুমি আমাকে!' উত্তেজনায় ঘামতে ঘামতে লুবিশকিন গলা চড়াল, 'ওদের পাণ্ডা হচ্ছে আতামানচুকভ। ও তো শুধু আমার লোকজনকে উসকাচ্ছে। যৌথখামার ছেড়ে যাবার জন্যে অনবরত ওদের তাতিয়ে তুলছে। কিন্তু ওই ছুঁচোটাকে খেদাও দিকি, নিজে তো যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে আদ্দেক লোককে টেনে নিয়ে যাবে। সেমিয়ন দাভিদভ, তুমি কি আমাকে নিয়ে মজা করতে চাইছ, নইলে এর অর্থ কী! একপাল অথর্ব আর হুলোকে চাপিয়ে দিয়েছ আমার ওপরে, আর তারপরে কিনা বলছ কাজ করে যাও! এই যে বুড়ো শচকার, ওকে দিয়ে আমি কী কাজ করাব বলতে পার? ওই ঢ্যাঙা-টাকে বড়ো জোর কাকতাড়ুয়া হিসেবে তরমুজের খেতে খাড়া করে রাখা যেতে পারে, যাতে পাখিরা ভয়ে পালায়! আর তুমি কিনা বেছে বেছে ওই লোকটাকেই

---

* ইংরেজি furrow শব্দের অর্থ সীতা বা লাঙলপদ্ধতি। এই অর্থেই সীরানি। এটি একটি লৌকিক শব্দ।—অ

আমার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছ! ওকে দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? ও লাঙল ঠেলতে পারে না, চালক হিসেবে সুবিধের নয়। ওর গলার স্বর চড়ুইয়ের মতো, বলদগুলো ওকে ভয় পায় না, কেননা বলদগুলো পর্যন্ত ওকে মানুষ মনে করে না। শয়তানটা করে কি, হাল ধরে ঝুলে পড়ে, একটা সীমানিও শেষ হয় না তার আগেই বার দশেক মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। এই হয়তো জুতোর ফিতে বাঁধছে, এই হয়তো হানিয়া ঠিক করার জন্যে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে জুটো ঠ্যাঙ খাড়া মাথার ওপরে তুলছে। মেয়েরা পর্যন্ত বলদগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে আসে শ্চুকারের কী হল দেখার জন্যে। সবটাই মজা করা, আর কিছু নয়! ওর হানিয়া আছে সেটা বিবেচনা করে গত-কাল ওকে আমরা রান্নার কাজে লাগিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানেও শুধুই গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আমরা ওকে খানিকটা চর্বি দিয়েছিলাম পরিজে দেবার জন্যে। ও করেছে কি, পুরো চর্বিটা নিজের ভোগে লাগিয়েছে আর পরিজে প্রচুর নুন ঢেলে সেটাকে নুনকাটা করে তুলেছে, আর রান্না করেছে গাঁজলা বা অন্য কিছু দিয়ে। এমন লোক নিয়ে আমি কী করতে পারি?' কালো গোঁফের নিচে লুবিশকিনের ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল। চাবুকটা তুলল সে, তখন দেখা গেল বগলের নিচে তার ময়লা জামাটায় একটা রঙচটা ঘাম-পচা তালি পড়েছে। হতাশ গলায় সে বলে উঠল, 'দলের সর্দারি করার এই কাজ থেকে আমাকে সরিয়ে নাও। যা সব লোকজন, এদের জুটিয়ে নিয়ে চলার ধৈর্য আমার নেই। আর ওদের যা কাজের ধরন, তাতে আমিও খোঁড়া হয়ে পড়ছি!'

'কাঁদুনি গাইবার জন্যে আমার কাছে এসো না, যথার্থই তাই! তোমার কাজ থেকে কখন তোমাকে সরিয়ে দিতে হবে সেটা আমরাই দেখব। এবারে মাঠে চলে যাও আর আজ সন্ধের মধ্যে তিরিশ একর জমির চাষ শেষ করে ফেল। আর তা যদি না পারো তাহলে তোমার যে কী হবে দেখে নিও! কী হচ্ছে দেখার জন্যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমিও ওখানে যাচ্ছি। যাও এবারে।'

যেন ভেঙে ফেলতে চায় এমনিভাবে দরজাটা সজোরে ঠেলে দিয়ে লুবিশকিন বেরিয়ে এল, তারপরে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে লাগল।

বারান্দায় বেঁধে রাখা ঘোটকীকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তার বেগুনী চোখদুটোয় চকচক করছে সোনালী রোদ্দুরের ফুটকি। রোদে গরম হয়ে ওঠা খোলা জিনের ওপরে চটের কাপড়টা টান করে বিছিয়ে দিল লুবিশকিন, তারপরে আস্তে আস্তে জিনের ওপরে চেপে বসল।

চোখ টিপে ঠাট্টার সুরে উশাকভ জিজ্ঞেস করল, 'কমরেড লুবিশকিন, মহাশয়ের

দল নিশ্চয়ই প্রচুর চাষ করে ফেলেছে?

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'ও, দরকার নেই বুঝি, তোমাকে যখন আমি জুড়ি করব তখন বুঝবে আমার দরকারটা কী!'

জিনের ওপর থেকে ঘুরে লুবিশকিন তার বিশাল বাদামী মুঠি পাকাল, এমনই জোরে যে আঙুলগুলো রক্তহীন হয়ে গেল একেবারে। তারপরে শাসিয়ে বলে উঠল, 'চলে এসো, দেখি তোমার কতখানি সাহস! ওরে ট্যারা চোখ শয়তান, ওই চোখদুটোকে একেবারে সিধে-সেঁদিয়ে দেব, বরাবর মাথার পেছনদিকে, তখন পেছনটাকে সামনে করে হাঁটতে পারবে।'

ঘেন্নায় থুতু ফেলল দিয়োমকা, 'আরে, আরে, কে আমার ডাক্তার এল রে! তুমি বরং তোমার চাষীদের রোগ সারাও গিয়ে, যাতে ওড়িঘড়ি লাঙল চালাতে পারে।'

প্রচণ্ড বেগে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল লুবিশকিন, যেন এক ঘোড়সওয়ার আক্রমণ করতে চলেছে। ঘোড়া ছুটিয়ে স্তেপের দিকে চলে গেল। বাচ্চা ঘোড়াটার ঘাড় থেকে ঝুলন্ত ঘণ্টার টুংটুং আওয়াজ তখনো মিলিয়ে যায়নি, এমন সময়ে দাভিদভ বারান্দায় বেরিয়ে এসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে দিয়োমকাকে বলল, 'দিন কয়েকের জন্যে আমি দ্বিতীয় দলের কাছে চলে যাচ্ছি। আমার সহকারী হিসেবে তুমি এখানে থাকবে। এই নার্সারিগুলোর বন্দোবস্ত করার দিকে চোখ রেখো, ওদের কাজে সাহায্য কোরো। আর তৃতীয় দলকে কিছুতেই বই দিয়ো না—শুনছ তো? যদি কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায় তাহলে ঘোড়া ছুটিয়ে আমার কাছে এসো—বুঝলে তো? এবারে একটা ঘোড়ায় জিন পরাও আর রাজমিয়োৎনভকে বলো যে আমার জন্যে যেন একটু ঘুরে যায়! আমি আমার ঘরে আছি।'

দিয়োমকা প্রস্তাব করল, 'এক কাজ করলে হয়, আমার দলের লোকজন নিয়ে আমি চলে যাই অনাবাদী জমিতে, লুবিশকিনকে একটু মদৎ দিই।' কিন্তু কথাটা শুনেই দাভিদভ প্রচণ্ড গাল পেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'বাজে কথা রাখো তো! ওদের কাজ ওদেরই করতে হবে! যাচ্ছি আমি ওখানে, ওদের রস খানিকটা মেরে দিয়ে আসছি! আর তাহলেই ওরা ঠিকমতো চাষ করবে! লাগাম আঁটো!'

পরিচালনা-কর্তৃপক্ষের একটি মদ্দা ঘোড়া জোতা গাড়ি চালিয়ে রাজমিয়োৎনভ দাভিদভের বাসায় এল। বগলে একটা পুঁটুলি নিয়ে দাভিদভ গেটের কাছে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'লাফিয়ে উঠে পড়ো। ওটা কী—সঙ্গে খাবার নিচ্ছ বুঝি?' হাসিমুখে রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল।

'না, বাড়তি গেঞ্জি।'

'বাড়তি গেঞ্জি? কেন?'

'ভেতরের জামা বদল করার দরকার হয় তো।'

'ভেতরের জামা বদল করার দরকারটা পড়ছে কেন?'

'চলো ভিকি, এত প্রশ্ন কেন? আমি যাচ্ছি দলের সঙ্গে যোগ দিতে। আর ঠিক করেছি চাষের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থেকে যাব।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি আশা করি। চাষের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানে তুমি কী করবে?'

'চাষ করব।'

'আপিস ছেড়ে চলে এসে চাষের কাজে লেগে পড়া? বা, বা, চমৎকার ব্যাপার!'

দাভিদভ ভুরু কোঁচকাল, 'হয়েছে, হয়েছে, এখন চলো তো!'

'এত তাড়া করার কোনো দরকার নেই!' রাজমিয়োৎনভ রেগে উঠেছে মনে হল, 'আমার কাছে ব্যাপারটা একটু ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলো তো। তুমি না থাকলে ওখানকার কাজকর্ম চলবে না নাকি? তোমার কাজ হচ্ছে আমাদের চালানো, লাঙল চালানো নয়। তুমি হচ্ছ খামারের চেয়ারম্যান।

দাভিদভের চোখ রাগে ঝলসে উঠল, 'তুমি আমাকে শেখাতে চাইছ নাকি! আমি সবার আগে কমিউনিস্ট, তারপরে যৌথখামারের চেয়ারম্যান—যথার্থই তাই।' ওখানে আমাদের চাষের জমির সর্বনাশ হতে চলেছে, আর তুমি কিনা চাইছ আমি আপিসে বসে থাকি? চলো তো দেখি!'

'যাক গিয়ে, আমার এতে কিছু যায় আসে না। ওহে মিটমিটে শয়তান, লেগে পড়ো!'

ঘোড়াটার পিঠে চাবুক চালাল রাজমিয়োৎনভ। আচমকা একটা ঝাঁকুনিতে দাভিদভ একেবারে চিৎ, গাড়ির সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে তার কনুইয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। গড়গড় করে ঘুরছে গাড়ির চাকা, চলেছে স্তেপের দিকে গরমকালের রাস্তা ধরে।

গাঁয়ের সীমানায় এসে রাজমিয়োৎনভ রাশ টেনে ঘোড়ার গতি কমিয়ে নিয়ে এল, কাটাদাগে ভরা কপাল মুছল জামার আস্তিন দিয়ে।

'কাজটা তোমার বেকুবি হয়ে যাচ্ছে দাভিদভ! এমন ব্যবস্থা করে দাও যাতে ওদের দিয়েই কাজটা চলে, আর তুমি ফিরে এসো। চাষের কাজ তো যে কেউ

করতে পারে, নয় কি? ভালো সেনাপতি নিজে কখনো সৈন্যদের সঙ্গে এগিয়ে যায় না। তার কাজ হচ্ছে ঠিক-ঠিক হুকুম দেওয়া—আমার কথাটা শোন।'

'তোমাকে আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে, ধন্যবাদ! ওদের আমি কাজ করতে শেখাব, আলবৎ শেখাব, যথার্থই তাই! নেতৃত্ব দিতে হয় তো এমনিভাবে! প্রথম ও তৃতীয় দল বীজ-জমির কাজ শেষ করেছে, কিন্তু ভাঙন ধরেছে এইখানে। অবস্থা দেখে মনে হয়, লুবিশকিন ঠিকমতো সামলাতে পারছে না। তার ওপরে কিনা তুমি শুরু করে দিয়েছ তোমার ওই 'ভালো সেনাপতি' আর এমনি সব কথা। কেন তুমি আমাকে উলটো-পালটা বোঝাতে চাইছ? তোমার কি ধারণা, আমার কালে কোনো ভালো সেনাপতি আমি দেখিনি? ভালো সেনাপতিরা বেগতিক অবস্থায় দৃষ্টান্ত দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। আর আমি ঠিক তাই করতে চাইছি।'

'প্রথম দল থেকে গোটা দুয়েক লাঙল ওদের কাছে পাঠিয়ে দিলেই কাজ হতে পারে।'

'মানুষ লাগবে না? মানুষ কোথায় পাব? চলো, চলো, এগিয়ে চলো।'

আর কোনো কথা না বলে তারা গিরিশিরায় পৌঁছে গেল। একটা গাঢ়-বেগুনী ঝোড়ো মেঘ বাতাসের তাড়নায় পুঞ্জীভূত হয়ে ঠিক মাথার ওপরে ঝুলে আছে ও সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। মেঘের কিনারগুলো ফেনিল আর তুষারের মতো ঝকঝকে। কিন্তু তার কালো চুড়োটি সুতীব্র নিথরতা নিয়ে অতি ভয়ংকর। মেঘের মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো বেরিয়ে আসছে আর সেই আলোয় ফাঁকের বেড় কমলা। তীরুক কিরণ ঝরে পড়ছে চওড়া ঝাপরের মতো। বিপুল আকাশে সেই কিরণ সূক্ষ্ম ও বর্শার মতো ধারালো, কিন্তু পৃথিবীতে নেমে আসার সময়ে নানা ধারায় ছত্রখান। তার স্পর্শ লেগেছে দিগন্তের ওপরে বাদামী স্তেপভূমির দূরস্থিত ভাঁজে : স্তেপভূমিকে করে তুলেছে সুন্দর, কোনো এক আশ্চর্য ও উল্লসিত উপায়ে তাকে দিয়েছে নবীন তারুণ্য।

মেঘের ধোঁয়াটে ছায়ায় স্তেপভূমি নিঃশব্দে ও বিনীতভাবে অপেক্ষা করছে বৃষ্টির জন্যে। বাতাসে এরই মধ্যে আর্দ্রতার সুবাস, যে-বাতাসের নাড়া খেয়ে রাস্তার ওপরে নীল-ধূসর ধুলোর স্তম্ভ উঠেছে। পরক্ষণেই বৃষ্টি এল—ছিটে-ছিটে, ছড়ানো-ছড়ানো। বড়ো বড়ো ঠাণ্ডা ফোঁটা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রাস্তার ধুলোর মধ্যে, সেখানে গড়াগড়ি দিতে দিতে হয়ে উঠল কাদার ছোট ছোট গোলক। কাঠ-বিড়ালিগুলো অস্ত শিস দিতে শুরু করেছে, তিতির পাখির ঝংকৃত সুর হয়ে উঠেছে

আরো স্পষ্ট, ক্ষেপভূমির বাস্টার্ডের কাছে-তাকা আবেগ-মথিত চিৎকার থেমে গিয়েছে। একটা ভুঁই-বাগান ছুটে গেল জোয়ারের নাড়ার মধ্যে দিয়ে আর শুকিয়ে-যাওয়া বৃক্ষগুলো ঝনঝনিয়ে উঠল। ক্ষেপভূমি ভরে গেল মরা আগাছার দীর্ঘ মর্মরে। মেঘের গা ঘেঁষে একটা কাক তার ছড়ানো ডানায় বাতাসের একটা স্রোতকে ধরবার জন্যে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে ভাসতে ভাসতে পুবদিকে চলে গেল। সাদা ঝিলিক তুলে চমকে উঠল বিদ্যুৎ, আর কাকটা গভীর ভরাট গলায় কা-কা করে ডেকে আচমকা নিচের দিকে ঝাঁপ দিল। মুহূর্তের জন্যে আলকাতরায় জলন্ত মশালের মতো ঝলসে উঠল সূর্যের আলোয় সর্বাঙ্গ প্রজ্বলিত সেই কাক। শিস-দেওয়া ঝড়ের গর্জন তুলে তার ডানার পালকের মধ্যে দিয়ে ছিঁড়েফেঁড়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে— সেই শব্দ তখন শোনা যেতে পারত। কিন্তু কাকটা যখন মাটি থেকে কয়েক-শো ফুট ওপরে তখনই ঝাঁপ বন্ধ করে শুরু করল খাড়া ওঠা। আর ঠিক তখনই কানে-তালা-লাগানো সুতীক্ষ্ণ ফাটা আওয়াজ তুলে বাজ পড়ল।

রাজমিয়োৎনভ লক্ষ করল ঢালু বেয়ে একটি লোক তাদের দিকে নেমে আসছে। তখনই দেখা গেল গিরিশিরার ওপরে দ্বিতীয় দলের শিবির। লোকটি আসছে খোলা জমির ওপর দিয়ে পথ করে নিয়ে, খানাখন্দ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। মাঝে মাঝে তার চলাটা হয়ে উঠছে অস্থির আর বুড়োমানুষের মতো তড়বড়ে। রাজমিয়োৎনভ ঘোড়ার মুখ তার দিকে ঘুরিয়ে দিল আর দূর থেকেই চিনতে পারল লোকটি হচ্ছে শ্চুকার্দাদু। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বুড়োকে নিয়ে কিছু একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে ঘোড়ার গাড়ির কাছে এল। তার খালি মাথার ওপরে ও ভুরুর ওপরে চুলগুলো বৃষ্টিতে ভিজে লেপ্টে রয়েছে। তার যৎসামান্য ভিজে দাড়ির ওপরে সেদ্ধ জোয়ারের পুরু প্রলেপ। নীলচে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে শ্চুকার, আতঙ্কিত, তাকে দেখে দাভিদভের মনে একটা কষ্টকর চিন্তা জেগে উঠল, 'দলের মধ্যে একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। একটা হাঙ্গামা।'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

হাঁপাতে হাঁপাতে শ্চুকার বলল, 'কোনোরকমে পালিয়ে এসে জান বাঁচিয়েছি! ওরা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

'কারা?'

'দুবিৎসকিন আর অন্তরা।'

'কারণ কী?'

'কারণ এই যে ওরা হচ্ছে বড্ড বেশি খুঁতখুঁতে....ব্যাপারটা শুরু হয় পরিজের

রান্না নিয়ে···আমি মানুষটা কথায় কখনো হটতে রাজী নই, বেপরোয়া হয়ে কথা বলি, আর তাই বলেওছিলাম···আর লুবিশকিন তখন একটা ছুরি বার করে আমার দিকে ছুটে আসে। আমি যদি এত চট করে পালিয়ে না আসতে পারতাম তাহলে ওই ছুরির ডগায় আমার শরীরটা বিঁধে থাকত। মরে ভূত হয়ে যেতাম!'

'তুমি গাঁয়ে ফিরে যাও, পরে আমরা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখব।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দাভিদভ হুকুম দিল।

আধঘণ্টা আগে শিবিরে যে-ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছে তা এই: আগের দিন পারিজ রান্না করতে গিয়ে শ্চুকারদাদু বড়ো বেশি নুন দিয়ে ফেলেছিল। তাই ঠিক করে এমন কিছু করবে যাতে দলের সকলের মন জয় করা যায়। সেদিন সন্ধেবেলা সে গাঁয়ে চলে গেল এবং রাতটা গাঁয়েই কাটাল। সকালবেলা একটা থলে নিল বাড়ি থেকে, তারপরে শিবিরে যাবার পথে রাস্তা ঘুরে চলে এল আফানাসি ক্রাসনোকুতভের মাড়াইঘরের দিকে। আফানাসি ক্রাসনোকুতভের ঘর গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে, সেখানে গিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল আর একটা ভুসির স্তূপের আড়ালে চোরের মতো লুকিয়ে রইল। শ্চুকার-দাদু পরিকল্পনাটি যা করেছে তা এতই সরল যে একমাত্র প্রতিভাবানের পক্ষেই এমনটি সম্ভব। সে এখানে একটা মুরগির জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, মুরগি কাছে এলেই সেটাকে নিঃশব্দে পাকড়াও করবে ও তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলবে, তারপরে তাই দিয়ে রান্না করবে মুরগির ঝোল। এমনিভাবে লাভ করবে তার প্রতি দলের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা। দম বন্ধ করে প্রায় আধঘণ্টা ঘাপটি মেরে বসে থাকে, কিন্তু এমনই তার কপাল যে মুরগিগুলো বেড়ার ধারেই কুটকুট করে ঘোরাঘুরি করতে থাকে, ভুসির স্তূপের কাছে আসতে সেগুলোর কোনো আগ্রহই দেখা যায় না। তখন শ্চুকারদাদু গলা নামিয়ে ডাকতে শুরু করে, 'চুক-চুক-চুক! চুক-চুক চিকি! চুক-চুক-চুক!' নিশ্বাস ফেলে চেপে চেপে, শিকারী পশুর মতো ভুসির স্তূপের পেছনে গুড়ি মেরে বসে থাকে। এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি, ঠিক সেই সময়ে বুড়ো ক্রাসনোকুতভ মাড়াইঘরের কাছাকাছি ছিল। সে শুনতে পায় চাপাগলায় কে যেন মুরগিগুলোকে ডাকছে: সেই শুনে বেড়ার আড়ালে বসে পড়ে। কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা না করে মুরগিগুলো এগিয়ে যায় স্তূপের কাছে আর ঠিক তখনই ক্রাসনোকুতভের চোখে পড়ে, স্তূপ থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে ফুটফুট দাগওলা একটা মুরগির ঠ্যাঙ ধরে টেনে নিয়েছে। মুরগিটার ঘাড় মুচড়ে দেয় শ্চুকার, এমন দ্রুততার সঙ্গে যা বুড়ো চতুর খট্টাসের পক্ষেই সম্ভব।

তারপরে যখন মুরগিটাকে থলের মধ্যে পুরছে, শুনতে পায় শান্ত স্বরে কে যেন বলছে, 'মুরগি পরখ করা হচ্ছে নাকি ?' আর দেখতে পায় বেড়ার পেছন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে ক্রাসনোকুতস্কের মূর্তি। শ্চুকারবাবু এখনই হ্যাবাচাকা খেয়ে যায় যে থলেটা পড়ে যায় তার হাত থেকে, দিন-রাত্তিরের জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে আমতা-আমতা করে বলে ওঠে, 'দুপুরটা চমৎকার, খবর ভালো তো আফানাসি পেত্রোভিচ !' শেষোক্ত জন জবাব দেয়, 'প্রভুর দয়া ! কিন্তু আমি যা বলছিলাম, মুরগি সম্পর্কে আগ্রহ আছে বুঝি ?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে ! আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে ফুটফুট দাগওলা তোমার মুরগিটা চোখে পড়ে গেল। কী আশ্চর্য রঙের বাহার মুরগিটার পালকে, আমি তো স্তম্ভিত। তখন ভাবলাম, মুরগিটাকে ধরব আর চোখের সামনে এনে ভালো করে দেখব কী আশ্চর্য পাখি সে। এমন অদ্ভুত জীব জীবনে কখনো দেখিনি !'

কিন্তু শ্চুকারের চতুরতা এক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়ে গেল। সবকিছুর নিষ্পত্তি করে দিয়ে ক্রাসনোকুতস্ক বলে, 'ওহে দামড়া বুড়ো, মিথ্যে বোলো না ! মুরগিকে ভালো করে দেখার জন্যে লোকে সেটাকে থলের মধ্যে পোরে না। এবারে ঠিকঠাক কবুল করো তো, মুরগিটা কেন চুরি করছ ?' তখন শ্চুকার দোষ স্বীকার করে আর ক্রাসনোকুতস্ককে বলে যে সে তার দলের চাষীদের মুরগির ঝোল রান্না করে খাওয়াতে চেয়েছিল। শ্চুকার অবাক হয়ে যায় যখন দেখে তার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ক্রাসনোকুতস্ক কোনো কথা বলে না। বরং বলে, 'ঠিক আছে, চাষীদের খাওয়াতে চেয়েছিলে, তাই যদি হয় তাহলে তো ভালোই। এবারে শোনো, তুমি তো একটাকে পাকড়াও করেছ, ওটাকে বরং থলের মধ্যে রেখে দাও। আর থাকতে থাকতে আরেকটাকে ধরে নাও। না, না, এটা নয়, ওই ওটা, ওই যে ওখানে, যার পালকগুলো সব আগোছালো, ওটা এখন আর ডিম দেয় না। গোটা দলের জন্যে যদি ঝোল রান্না করতে হয় তাহলে একটা মুরগি দিয়ে হতেই পারে না। ওটাকে ধরো, আর তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। ঈশ্বর করুন, বুড়ী যেন টের না পায়। বুড়ী যদি তোমাকে দেখে ফেলে তাহলে তুমি একা নও, আমাদের দুজনেরই চরম দুর্ভোগ আছে !'

ধরা পড়ে যেতে ঘটনা যে রূপ নেয় তাতে শ্চুকার তো মহা খুশি। তখন দ্বিতীয় মুরগিটা পাকড়াও করে ও বেড়া পার হয়ে রওনা দেয়। দু-ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যায় শিবিরে। লুবিশ্‌কিন যখন গ্রাম থেকে এসে গেল ততোক্ষণে প্রকাণ্ড কড়াইভর্তি জল ফুটছে, সুপক্ক জোয়ার সেই জলে ডুবছে আর ভাসছে, মুরগির

মাংসের টুকরোগুলো থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে চর্বি। সেদ্ধ হল ঠিক যতো-খানি দরকার ততোখানি। শুধু একটা কথা ভেবে শ্চুকারের দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কাছের একটা পাতলা শ্যাওলা-ঢাকা ডোবা থেকে বদ্ধ জল টেনে এনে সে রান্না করেছে, রান্নায় হয়তো সেই জলের দুর্গন্ধ থেকে যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেল শ্চুকারের এই ভয় অমূলক। প্রত্যেকেই পেট পুরে খায় ও রান্নার উচ্চ প্রশংসা করে। আর স্বয়ং দলপতি লুবিশকিন এমন কথাও বলে যে 'জীবনে কখনো এমন চমৎকার খাওয়া খাইনি। বুঝেছ দাদু, দলের সবাই এজন্যে তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবে!'

পাত্রটা অল্পক্ষণের মধ্যেই খালি হতে চলল। আর হস্ত-চালনায় যারা পটু তারা তার আগেই কাঁই ও মাংসের জন্যে পাত্রের তলা হাতড়াতে শুরু করেছে। এমন সময়ে যে-ব্যাপারটি ঘটে তার ফলে সারা জীবনের মতো পাচক হিসেবে শ্চুকারের খ্যাতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়।...সবাইকে টেক্কা দিয়ে লুবিশকিন একটুকরো মাংস তুলতে পেরেছিল আর সেটা প্রায় মুখের মধ্যে ফেলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা সরিয়ে নিল আর ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আঙুলের ডগায় একখণ্ড সুসিদ্ধ সাদা মাংস তুলে ধরে উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে শ্চুকারকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'মনে হচ্ছে, ডানা।' শান্তভাবে জবাব দিল শ্চুকারদাদু।

প্রচণ্ড রাগে লুবিশকিনের মুখটা আস্তে আস্তে হয়ে উঠল নীলচে লাল। তারপরে গর্জন করে উঠল, 'ডানা? ওহে পাচকমশাই, আরেক বার তাকিয়ে দেখ তো!'

একজন স্ত্রীলোক চোখ কপালে তুলে বলে উঠল, 'আরে আমার পোড়াকপাল! এতে তো দেখছি নখ রয়েছে!'

স্ত্রীলোকটিকে দাবড়ানি দিয়ে শ্চুকারদাদু বলল, 'হতচ্ছাড়ী ডাইনী! ডানার মাংসে নখ আসে কোথা থেকে শুনি—অ্যাঁ! নখের সন্ধান কর গিয়ে তোর স্কার্টের তলায়!'

হাতের চামচটা নিচে কাপড়ের ওপরে ফেলে দিয়ে সে তাকিয়ে দেখল। লুবিশকিনের কাঁপা-কাঁপা হাত থেকে ঝুলছে একটা মড়মড়ে হাড় আর সেই হাড়ের শেষের দিকে ঝিল্লির মধ্যে ক্ষুদে ক্ষুদে নখ।

আতঙ্কে উঠে আকিম বেস্খ্লেবনভ চিৎকার করে বলে উঠল, 'হায়, হায়, ভাইসব! আমরা একটা ব্যাঙ খেয়ে ফেলেছি!'

তারপরে শুরু হয়ে গেল বিরাট চাঞ্চল্য। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ছিল

যে অন্যদের চেয়ে বেশি খুঁতখুঁতে ও বদমেজাজী, সে করল কি, কাতর চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, তারপরে হাতটা মুঠো করে মুখের ওপরে চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘরের পেছন দিকে। কোল্লাৎ মাইদাম্রিকভ এক পলক তাকাল শ্চুকারদাদুর চোখের দিকে—প্রচণ্ডতম বিস্ময়ে সেই চোখদুটো শ্চুকারদাদুর মাথা থেকে বেরিয়ে আসছে প্রায়—তারপরে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল আর চিত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে কোনোরকমে একটু দম নিয়ে বলতে পারল, 'কই গো মেয়েরা, তোমরা তো দেখছি ভালোই উপোস ভেঙেছ!' পুরুষদের মধ্যে যারা অতটা খুঁতখুঁতে নয় তারা মাইদাম্রিকভের পক্ষে দাঁড়াল। কপট হতাশার ভঙ্গি করে কুজেনকভ বলে উঠল, 'হায়, হায়, যীশুর শেষ নৈশভোজের উৎসবে তোমরা আর যোগ দিতে পারবে না!' কিন্তু এই হাসি দেখে আকিম বেস্‌খ্‌লেবনভ মহা খাপ্পা, হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠে সে, বলল, 'এতে হাসার মতো কিছু নেই। ওই যে শ্চুকার, ওকে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া দরকার।'

'কিন্তু পাত্রের মধ্যে একটা ব্যাঙ এসে গেল কি করে?' লুবিশকিন জানতে চাইল।

'ও জল এনেছে ডোবা থেকে। তাকিয়েও দেখেনি জলের মধ্যে কী আছে—'

'ওরে শয়তানের ছা! ওরে পাকাচুল দত্যি! কী দিয়ে কী যে খাইয়েছ তুমি আমাদের!' চেরা গলায় চিৎকার করে উঠল দোনেৎস্কভের ছেলের বৌ আনিস্কা, তারপরে বিলাপ জুড়ে দিল, 'আমি তো পোয়াতি, এইসব খেয়ে এখন যদি আমার পেটেরটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে! ওরে খুনে, তাহলে!'

এই বলে আনিস্কা তার বাটির খাবার গোল্লা ছুঁড়ে মারল শ্চুকারদাদুর মাথার দিকে।

তারপরেই প্রচণ্ড হট্টগোল। স্তম্ভিত ও আতঙ্কিত শ্চুকার যতোই প্রতিবাদ করুক সেদিকে বিন্দুমাত্র কান না দিয়ে মেয়েরা একযোগে ধেয়ে এল তার দাড়ি লক্ষ করে।

চিৎকার করে সে বলল, 'তোমরা শান্ত হও! এটা ব্যাঙ নয়, যীশুর দোহাই, এটা ব্যাঙ নয়!'

'কী তবে?' তাকে লক্ষ করে প্রচণ্ড রাগে হুংকার দিয়ে উঠল আনিস্কা দোনেৎস্কোভা।

শ্চুকার ভড়কি দিতে চেষ্টা করল, 'যা নয় তাই তোমরা ভাবছ! যা নয় তাই তোমরা দেখছ!'

কিন্তু লুবিশকিন যখন "খা নয় তাই" সেই হাড়ের টুকরো তাকে দিল সেটা কায়দাতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল সে। ব্যাপারটা হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যেত, যদি-না মেয়েদের ব্যবহারে শেষপর্যন্ত মেজাজ হারিয়ে বসে শচুকার চিৎকার করে বলে উঠত, 'ওরে ঝিঙ্গী বেল্লিকের দল! ওরে স্কার্ট-পরা শয়তানের পাল! তোদের সাহস তো কম নয় যে আমার মুখের কাছে মুঠি পাকাস! অথচ তোদের এটুকু জ্ঞানও নেই যে একটা ব্যাঙ ও একটা শামুকের মধ্যে তফাৎ ধরতে পারিস!'

'একটা ক-ক কী?' মেয়েরা হতভম্ব।

'শামুক! সহজ স্পষ্ট ভাষাতেই তো তোমাদের বলছি, শামুক! ব্যাঙ তো নিচুজাতের জীব, কিন্তু শামুক—শামুকের শরীরে বইছে নীল রক্ত। আগেকার আমলে আমার এক আত্মীয় ছিল খোদ জেনারেল ফিলিমোনোভ-এর চাপরাশি। তার কাছে শুনেছি, জেনারেল মশাই খালি পেটে শ'য়ে শ'য়ে শামুক গিলতেন। সদ্য সদ্য ধরে আনা শামুক—জ্যান্ত! তার আগে করতেন কি, শামুক তো রয়েছে খোলের মধ্যে, তিনি একটা কাঁটা নিয়ে লেগে পড়তেন। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে আনতেন শামুক, বাস্, শামুকের দফা শেষ! কোঁৎ করে একটা আওয়াজ শুধু আর সমস্তটাই তার গলা দিয়ে নিচে নেমে যেত। তোমরা আর কতটুকু জান, এমন তো হতে পারে, এই যে হাড় তা এসেছে একটা শামুক থেকে? জেনারেল মশাই এই শামুক খুবই পছন্দ করতেন। ভাবো না কেন, আজকের রান্নায় একটা শামুক আমি ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছি। বুঝেছ হে বোকার দল, এটা করেছি যাতে তোমরা রান্নায় আরেকটু সোয়াদ পাও!'

লুবিশকিনের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। একটা তামার হাতা তুলে নিয়ে, আসন থেকে আধাআধি উঠে, গলা সপ্তমে চড়িয়ে গর্জন করে উঠল, 'জেনারেল মশাই—না? আরো সোয়াদ—না? এই আমি, আমি হচ্ছি রেড পার্টিজান, আর তুমি চাইছ কোন্ এক গু-খেকো জেনারেলের মতো আমাকে ব্যাঙের মাংস খাওয়াতে!'

শচুকারের ধারণা হল, লুবিশকিনের হাতে যা সে দেখছে সেটা একটা ছুরি। পিছু ফিরে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে চোঁচা দৌড় লাগাল সে।

পুরো কাহিনীটা দাভিদভ শুনেছিল শিবিরে আসার পরে। ইতিমধ্যে শচুকারদাদুকে সে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে আর রাজমিয়োৎনভকে অনুরোধ করেছে ঘোড়া আরো জোরে ছোটাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দ্বিতীয় দলের শিবিরে

পৌঁছে গেল। স্তেপের ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা তখনো টিপটিপ করে পড়ছে। আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে—গ্রেমিয়াচি লগ থেকে দাল্‌নি পুকুর পর্যন্ত—ছড়িয়ে আছে কুঁজোপিঠ একটা রামধনু। শিবিরে জনপ্রাণী নেই। ইয়াকভ লুকিচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাভিদভ এগিয়ে গেল চাষের জমির সবচেয়ে কাছের ফালিটার দিকে। সেখানে দেখা গেল জোয়াল থেকে ছেড়ে দেওয়া বলদ চরে বেড়াচ্ছে আর চাষী আকিম বেস্‌খ্‌লেবনভ এতই কুঁড়ে যে শিবির পর্যন্ত যেতে পারেনি, মাথার ওপরে কোটটা টেনে দিয়ে একটা সীমানির ধারে শুয়ে রয়েছে আর বৃষ্টির ফোঁটার অস্ফুট কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঝিমোচ্ছে।

দাভিদভ তাকে জাগিয়ে তুলল, 'তুমি চাষ করছ না কেন?'

অনিচ্ছার সঙ্গে আকিম উঠল, তারপরে দাঁত বার করে হেসে হাই তুলল।

'কমরেড দাভিদভ, বৃষ্টি শুরু হলে চাষ করা চলে না। তুমি জান না বুঝি? বলদ তো আর ট্রাক্টর নয়। বলদের ঘাড়ের কাছে লোম যদি সামান্যও ভিজে থাকে আর সেই ভিজে লোমে জোয়ালের ঘষা লেগে ঘরি বা হয়—বাস্‌, সেই বলদকে দিয়ে আর কোনোকালে চাষের কাজ চলবে না। আমি সত্যি কথাই বলছি।' শেষ কথাটি বলল দাভিদভের চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখে। তারপরে পরামর্শ দিল, 'তার চেয়ে ভালো হয় তুমি যদি ওখানে গিয়ে ওই ছুটো লড়াকু মোরগকে আলাদা করে দিতে পারো। কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ সারাটা সকাল আতামানচুকভের পেছনে লেগে আছে। ওই ছাখ, ওখানে দুজনের লড়াই সমানে চলছে। কোন্দ্রাৎ বলছে বলদগুলোকে জোয়াল থেকে খুলে দেওয়া দরকার। আর আতামানচুকভ কিছুতেই তা করতে দেবে না। 'আমার বলদের ব্যাপারে মাথা গলাতে এসো না, এলে মাথা গুঁড়িয়ে দেব।' ও বলছে। দেখ একবার ওদের, মনে হচ্ছে যে-কোনো সময়ে ওরা একে অপরের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

একটা টিলা পেরিয়ে দ্বিতীয় ফালির শেষদিকে দৃষ্টি দিতে দাভিদভের চোখে পড়ল লড়াইয়ের মতো একটা কিছু সত্যিই ওখানে ঘটছে। মাইদান্নিকভের হাতে রয়েছে একটা লোহার ডাণ্ডা, আর সেটা সে তলোয়ারের মতো ঘোরাচ্ছে। লম্বা আতামানচুকভ একহাতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, আর অন্য হাতটা মুঠো পাকিয়ে রেখেছে পিঠের দিকে। ওদের গলা শোনা যাচ্ছে না। দ্রুতপায়ে ওদের দিকে যেতে যেতে দাভিদভ দূর থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কী, হচ্ছে কী!'

'ছাখ, ছাখ, লোকটার কাণ্ড দেখ দাভিদভ, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তবুও

কিনা ও চায় চাষ চালিয়ে যেতে। বলদের ঘাড়ে যদি ঘা লেগে যায়—তখন! আমি ওকে বলছি, 'জোয়াল খুলে নাও, যতোক্ষণ না বৃষ্টি থামে', আর ও আমাকে গাল দিচ্ছে আর বলছে 'ওই নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।' তাই নাকি, ওরে শুয়োরের বাচ্চা, ভাবনাটা তাহলে কার? ওরে গলাবাজ শয়তান, কাকে ভাবতে হবে শুনি?' আতামান চুকভের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাইদান্নিকভ চিৎকার করছে আর হাতের লোহার ডাণ্ডাটা তার দিকে আস্ফালন করছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দুজনের মধ্যে খানিকটা হাতাহাতি আগেই হয়ে গিয়েছে। মাইদান্নিকভের একটা চোখের ওপর কুলফলের মতো নীলচে কালো কালশিটে। আতামানচুকভের শার্টের সামনেটা আড়াআড়িভাবে ছেঁড়া, পরিষ্কার কামানো চিবুক ফুলে উঠেছে আর তার ওপর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

দাভিদভ হাজির হতে মাইদান্নিকভ উৎসাহ পেয়েছে, চিৎকার করে সে বলল, 'আমি কিছুতেই তোমাকে যৌথখামারের ক্ষতি করতে দেব না। ওগুলো এখন যৌথখামারের বলদ, আমার নয়। আর ও ভাবছে ওগুলো তো যৌথখামারের, ওগুলোর গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিলেই বা ক্ষতি কি! ওরে ছুঁচো, খবরদার বলছি, বলদ থেকে দূরে থাক!'

'আমাকে হুকুম দেবার তুই কে শুনি! আমার গায়ে হাত তোলার কোনো অধিকার তোর নেই! ফের যদি গায়ে হাত দিস তাহলে আমার হাতের এই বুরুশ দিয়ে তোর মুখের ভূগোল পালটে দেব একেবারে, তখন আর নিজেকেই চিনতে পারবি না। আমার ভাগের জমি আমি চাষ করব তাতে বাধা দেবার তুই কে!' ফ্যাকাশে-মুখ আতামানচুকভ ভাঙা-ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল। শার্টের সামনের দিকটা সে বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে, চেষ্টা করছে বোতাম লাগাতে।

দাভিদভ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বৃষ্টির সময় কি চাষ দেওয়া চলে?' কোনোৎ এগিয়ে এসে তার হাত থেকে ডাণ্ডাটা নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আতামানচুকভের চোখদুটো চিকচিক করে উঠল। রোগা ঘাড়টা বেঁকিয়ে হিংস্রভাবে হিসিয়ে উঠল সে: 'ব্যক্তিগত মালিকানার খামার যদি হয় তো চলে না, যৌথখামারে চালাতেই হয়!'

'কী বলতে চাও তুমি—'চালাতেই হয়'!'

'পরিকল্পনা পূরণ করতেই হবে! বৃষ্টি হোক বা না হোক চাষ চালিয়ে যেতেই হবে। যদি না চালাও তো সারাক্ষণ মুবিশ্‌কিনের প্যানপ্যানানি লেগেই থাকবে, লোহার ওপর মরচে লেগে থাকার মতো।'

'ও ধরনের কথা শুনতে চাই না! কাল তো দিন খুব চমৎকার ছিল, কাল তোমার ভাগের জমি সবটা চাষ করেছিলে?'

'যেটো পেরেছি করেছি।'

মাইদান্নিকভ ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল, 'আধ একর চষেছে! অথচ ওর বলদ-জুটোর দিকে তাকিয়ে দেখ একবার। তোমার চেয়েও ওরা লম্বা। কিন্তু কেমন চাষ দিয়েছে তা যদি দেখতে! কমরেড দাভিদভ, এদিকে এস, একবারটি দেখে যাও!' দাভিদভের আস্তিন ধরে তাকে নিয়ে চলল একটা সীমানির ওপর দিয়ে। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বিড়বিড় করে বলল, 'আমরা ঠিক করেছিলাম অন্তত ছ-ইঞ্চি গভীর করে চাষ দেব, কিন্তু এটা কী হয়েছে? তুমি নিজেই মাপ নিয়ে দেখ!'

উবু হয়ে বসে নরম আঠালো মাটির মধ্যে দাভিদভ তার আঙুল ঢুকিয়ে দিল। তলা থেকে ওপরের চাপড়া পর্যন্ত গভীরতা তিন থেকে চার ইঞ্চির বেশি নয়।

'একে কি চাষ দেওয়া বলে? এ হচ্ছে নিতান্তই মাটি আঁচড়ানো, চাষ নয়। ওর এই কাজের জন্যে আজ সকালে ওকে একটা দাবড়ানি দেব ভেবেছিলাম। সব জায়গায় একই রকম করেছে, কোথাও এর চেয়ে বেশি গভীর নয়।'

'এদিকে এসো! তোমাকে বলছি, হ্যাঁ, তোমাকেই!' আতামানচুকভকে চিৎকার করে ডাকল দাভিদভ। আতামানচুকভ তখন অনিচ্ছার সঙ্গে জোয়াল থেকে বলদ খালাস করছিল।

অলসভাবে পা ফেলে এগিয়ে এল আতামানচুকভ।

'এইভাবেই তুমি চাষ দাও নাকি?' ফোকলা দাঁত বার করে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

'কতটা চাও তোমরা? চোদ্দ ইঞ্চি?' চোখজুটোকে হিংস্রভাবে ধারালো করে তুলল আতামানচুকভ, কামানো মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথা নোয়াল, 'হার মানছি। বরং তোমরা একবার চেষ্টা করে দেখ আরো গভীর করে চাষ দিতে পারো কিনা। কথা বলাটা খুবই সহজ, কিন্তু কাজ করতে এলে দেখা যায় আমাদের মধ্যে অনেকেই গরহাজির!'

'আমরা কী চাই তা তোমাকে বলে দিতে পারি। আমরা চাই তোমাকে যৌথখামার থেকে বার করে দিতে—পাজি বদমায়েস!' রক্তের উচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠে দাভিদভ হুংকার ছাড়ল, 'এ-কাজটি আমরা করবই—হ্যাঁ!'

'তাহলে আমি তো কৃতার্থ হই। আমি নিজের থেকেই ছেড়ে চলে যাব। আমি এমন হতভাগা নই যে এখানে তোমাদের দাসত্ব করে জীবন কাটাব। মাথার

খাব পায়ে ফেলে এখানে জীবনপাত করছি যে কিসের জন্যে আমি নিজেই জানি না।' এই বলে শিস দিতে দিতে সে শিবিরে চলে গেল।

সেদিন সন্ধেবেলা দলের লোকজন শিবিরে এসে জড়ো হতে দাভিদভ বলল, 'দলের সামনে আমি এই প্রশ্নটি বিবেচনার জন্যে রাখছি। যৌথখামারে এমন একজন ভুয়ো সদস্য যদি থাকে যে যৌথখামার ও সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে নষ্টামি করতে চেষ্টা করে, ছ-ইঞ্চি গভীর করে চাষ দেয় না, জমি নষ্ট করে, আর মাত্র তিন ইঞ্চি গভীর চাষ দেয়—তাকে নিয়ে আমরা কী করব? এমন একজন লোক যদি থাকে যে বৃষ্টির সময়ে ইচ্ছে করে কাজ করে যাতে বলদগুলোর সর্বনাশ হয়, কিন্তু ভালো আবহাওয়ায় করে বরাদ্দ কাজের আধাআধি—তাকে নিয়ে আমরা কী করব?'

'লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও!' বলল দুবিশকিন।

মেয়েরা তাকে বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে সমর্থন জানাল।

'তাহলে শোন, তোমাদের দলে এমনি বিনাশকারী একজন আছে। ওই সে!' আতামানচুকভের দিকে আঙুল দেখাল দাভিদভ—আতামানচুকভ বসে ছিল একটা গাড়ির ধুরোর ওপরে—'দলের সবাই এখানে উপস্থিত আছে। প্রশ্নটা আমি রাখছি ভোট নেবার জন্যে। এই বিনাশকারী ও বাউণ্ডুলে আতামানচুকভকে যৌথ-খামার থেকে বহিষ্কার করার পক্ষে কারা?'

উপস্থিত সাতাশজনের মধ্যে তেইশজন প্রস্তাবের পক্ষে ছিল। আরেক বার হাতগুলো গুণল দাভিদভ, তারপরে বিরস গলায় আতামানচুকভকে বলল, 'বেরিয়ে যাও! তুমি আর যৌথখামারী নও, যথার্থই তাই! একবছর পরে আবার আমরা বিবেচনা করে দেখব। যদি দেখি তোমার উন্নতি হয়েছে, তোমাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। কমরেডগণ, এবারে শোন কয়েকটি জরুরি বিষয় তোমাদের কাছে বলতে চাই। তোমরা প্রায় সকলেই খারাপভাবে কাজ করছ, খুবই খারাপভাবে। মাইদান্নিকভ ছাড়া আর কেউ পুরো বরাদ্দ করছে না। দ্বিতীয় দলের কমরেডগণ, এটা লজ্জার ব্যাপার। আমাদের নাম ধোঁয়ার মতো কালো করার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট! আমাদের সকলকে লজ্জায় ফেলে রাখার পক্ষে আর থামিয়ে দেবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। স্তালিন যৌথখামারে কিনা এমনি লজ্জাকর ব্যাপার চলছে! এটা এক্ষুনি বন্ধ হওয়া দরকার!'

'বরাদ্দ বড়ো বেশি! বলদগুলো এতটা করতে পারে না।' বলল আকিম।

'বড়ো বেশি? বলদের পক্ষে? বাজে কথা! তাহলে মাইদান্নিকভের বলদের পক্ষে এই বরাদ্দ বেশি নয় কেন? আমি তোমাদের দলের সঙ্গে থেকে

যাচ্ছি। ওই আতামানচুকভের বলদ নিয়েই কাজ করব আর জীবন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখাব যে দিনে আড়াই একর চাষ করা সম্ভব, এমনকি তিন একরও।'

'ওহে দাভিদত, মানুষটা তুমি বড়ো চতুর গো! তুমি বুঝতে পার কখন তোমার হাতে ভালো জিনিসটা এসে গিয়েছে।' সাদা হয়ে আসা ছোট্ট দাড়ির গোছা হাতের মধ্যে মোচড়াতে মোচড়াতে কুজেনকভ হাসতে লাগল, 'আতামান-চুকভের বলদ যদি পাও তাহলে শয়তানকেও হারিয়ে দিতে পারবে। ওই বলদ পেলে আমি নিজে আড়াই একর চাষ দিতে পারি।'

'তুমি যে বলদ পেয়েছ তাই দিয়ে সেটা পারো না বুঝি?'

'কখনোই নয়।'

'বেশ, তাহলে বদলানো যাক। তুমি নাও আতামানচুকভের, আমি নিই তোমার। ঠিক আছে?'

কুজেনকভ একটুখন ভাবল, তারপরে কথার ওপরে গুরুত্ব দিয়ে ও সতর্কভাবে বাঁচিয়ে জবাব দিল, 'বেশ তো, চেষ্টা করে দেখাই যাক না!'

রাত্তিরটা দাভিদত কাটাল ছটফট করে। মাঠের কুঁড়ের মধ্যে সে ঘুমিয়েছিল, কিন্তু বারবার তার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। এই হয়তো বাতাসে টিনের চাল ঝনঝন করে উঠেছে, এই হয়তো মাঝরাতের ঠাণ্ডা তার স্যাঁতসেঁতে ওভারকোটের তলা দিয়ে সেঁদিয়ে গিয়েছে, এই হয়তো মাছি ভনভন করছে যে মাছিতে তলায় পেতে শোওয়া ভেড়ার চামড়াটা ভর্তি।

ভোরবেলা কোন্দ্রাৎ মাইবাদ্রিকভ তাকে জাগিয়ে তুলল। গোটা দলকে সে ইতিমধ্যেই জাগিয়ে তুলেছে। লাফিয়ে উঠে দাভিদত বাইরে চলে এল। দিগন্তের পশ্চিম প্রান্তে তখনো তারাগুলো আবছা ঝিকমিক করছে, আকাশের সোনালী নীল বর্ণের ওপরে সোনালী তবকের মতো জ্বলজ্বল করছে নবীন চাঁদ। পুকুর থেকে জল নিয়ে গায়ে ছিটিয়ে নিল দাভিদত। কোন্দ্রাৎ দাঁড়িয়েছিল তার পাশে, হলদেটে গোঁফের প্রান্ত বিরক্তির সঙ্গে চিবোতে চিবোতে বলছে, 'দিনে দু একর—বড়ো বেশি হয়ে গেল। কমরেড দাভিদত, কাল তুমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ! নিজেদের বোকা বানাতে আমরা চাই না।'

'সবকিছুই আমাদের ওপরে নির্ভর করছে, সবকিছুই আমাদের হাতে! আরে ভাই, ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?' দাভিদত তাকে উৎসাহ দিল, কিন্তু মনে মনে ভাবল, 'হয় আমি এ-কাজ করব, নয়তো ফেটেই মরব! রাত্তিরবেলা প্রদীপ জ্বালিয়ে চাষ করব আমি। ওই আড়াই একর আমাকে চাষ করতেই হবে। যদি

না পারি তো গোটা প্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সেটা লজ্জার বিষয় হবে।'

ক্যানভাসের জামার ঝুলে-থাকা অংশ দিয়ে দাভিদভ যখন মুখ মুছছিল ততোক্ষণে কোন্দ্রাৎ তার নিজের ও দাভিদভের বলদ জোয়ালে জুড়ে ফেলেছে।

'চলে এস!' চিৎকার করে বলল সে।

লাঙলের চাকা থেকে কিঁচ-কিঁচ শব্দ হচ্ছে, তারই মধ্যে বলদ নিয়ে চাষ করার সরল সাবেকী নিয়মগুলো দাভিদভের কাছে ব্যাখ্যা করে চলেছে কোন্দ্রাৎ।

'সেরা লাঙল এখন যা পাওয়া যায়, আমরা মনে করি, তা হচ্ছে সাকোভস্কি। তবে যদি জানতে চাও, আক্সাইস্কিও ভালো লাঙল, তবে সাকোভস্কির তুলনায় অনেক খাটো। এতে ব্যবস্থাটা অন্যরকম। আমরা যে উপায়ে চাষ দেব ঠিক করেছি সেটা এই রকম। প্রত্যেকের জন্যে আমরা একটা করে ফালি বরাদ্দ করি, সে তাতেই শুরু করে দেয়। শুরু করে বেস্খ্লেবনভ, আতামানচুকভ, ক্রমেনকভ—পেছনে পেছনে থাকে লুবিশকিনও। ওরা চেয়েছিল একজনের পেছনে আরেকজন চাষ দিয়ে চলবে। বলে কিনা, 'এখন আমরা যৌথখামার পেয়েছি, আমাদের সমস্ত লাঙলকে এখন এক লাইনে পাওয়া চাই।' ওরা তাই করেছে। কিন্তু আমি দেখলাম, এই প্ল্যানে ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না। সুমুখের লাঙল যখন থেমে যায়, অন্য লাঙলগুলোও থেমে পড়ে। যদি সুমুখের লোকটি কাজে গড়িমসি করে তাহলে অন্যদেরও তাই করতে হয়—তারা চাক বা না-চাক। তখন আমি বিদ্রোহ করে বসি, বলি, 'হয় তোমরা আমাকে সুমুখে দাও, নয়তো প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বরাদ্দ করে দাও।' তারপরে লুবিশকিনেরও চৈতন্য হয় যে ওভাবে চাষ করাটা কোনো কাজের নয়। একটা মানুষ কতখানি কাজ করেছে সেটা বিচার করা যায় না। তখন আমরা জমিটাকে ফালিতে ফালিতে ভাগ করে ফেলি, আর অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যাই। শুরুটা আমি চমৎকার করে দিয়েছিলাম, কিন্তু হলে হবে কি, শয়তানের দল! আমাদের প্রত্যেকটা ফালির মাপ আড়াই একর, লম্বায় তিনশো-সত্তর গজ, আড়াআড়িতে পঁয়ত্রিশ।'

ফালির কিনারের দিকে নজর পড়তে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এই কিনারগুলোতে তোমরা চাষ দাও না কেন?'

'তাহলে শোন, তোমাকে বলি। লম্বার দিকে চাষ দিয়ে তুমি তো একটা সীমানা শেষ করলে, তারপরে শেষ মাথায় এসে তোমাকে তো পুরোপুরি ঘুরতে হবে—নয় কি? খুব অল্প জায়গা নিয়ে যদি তুমি ঘোরো তাহলে বলদের ঘাড়ে জোয়ালের ঘষা লাগবে, তারপরে আর সেই বলদ চাষের পক্ষে খুব একটা কাজের

হবে না। তাই লম্বার দিকে চাষের কাজ শেষ করার পরে তোমাকে লাঙলের ফাল তুলে বইতে হবে, আর ঘুর নেবার জন্যে পঁয়তিরিশটি গজ যেতে হবে বিনা চাষে। অবিশ্যি তোমার ওই ট্রাকটর যদি হয় সেটা খুবই অল্প জায়গার মধ্যে ঘুরে নেয়। ট্রাকটরের সামনের দুটি চাকা পুরোপুরি ঘুরে যেতে পারে। তখন সেই শীরানি দিয়ে আবার ফিরে চাষ চলে। কিন্তু তিন বা চার জোয়ালের বলদকে এমনিভাবে ঘোরানো যায় না—যায় কি? আর ওদের ঘোরাতে হবে বাঁ পায়ের দিকে, সার দিয়ে চলা সৈনিকদের মতো। তাহলে আর কোনো জমি না-চষা থাকে না। এই কারণে বলদ দিয়ে যদি চাষ করতে হয় তাহলে জমির মাপ বড়ো রাখা চলে না। ট্রাকটর যদি হয় তো শীরানি যতো লম্বা হবে ততোই সুবিধের। কিন্তু বলদের বেলায় কী করছি? না, তিনশো সত্তর গজ চাষ দিচ্ছি লম্বার দিকে, তারপরে পুরো ফালিটা পার হচ্ছি মাটি থেকে লাঙল তুলে নিয়ে। আচ্ছা তোমাকে আমি ছবি এঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ!' কোজ্রাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরে লাঙলের লাঠির ধারালো দিকটা দিয়ে মাটির ওপরে একটা আয়তক্ষেত্র আঁকল, 'মনে করো এটার মাপ দশ একর। লম্বায় তিনশো-সত্তর গজ আর আড়াআড়িতে একশো-চল্লিশ। এবারে এসো, প্রথম শীরানিতে চাষ দেওয়া যাক। হল তো। আমাকে যদি আড়াই একরে চাষ দিতে হয় তাহলে শেষমাথার জমিতে বিনা চাষে আমাকে যেতে হবে পঁয়তিরিশ গজ। কিন্তু আমাকে যদি দশ একরে চাষ দিতে হয় তাহলে এই শেষমাথার জমিতে যেতে হবে পুরো একশো-চল্লিশ গজ। হিসেবটা বুঝতে পারলে তো? এতে সময় নষ্ট হয়।'

'তাই বটে। তুমি একেবারে মোক্ষমভাবে ব্যাপারটা প্রমাণ করে দিয়েছ।'

'চাষের কাজ আগে কখনো করেছ?'

'না ভাই, কখনো নয়। লাঙল সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আমার আছে। কিন্তু মাঠে কি-করে লাঙল চালাতে হয় সে-সম্পর্কে কিছুই জানি না। তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি চট করে কাজ শিখে নিতে পারি।'

'ঠিক আছে, এবারে আমি তোমার লাঙলটা ঠিকমতো তৈরি করে দেব আর গোটা দুই শীরানিতে একসঙ্গে চাষ দেব দুজনে। তারপরে কৌশলটা তুমি নিজেই রপ্ত করে নিতে পারবে।'

দাভিদভের লাঙলটা ঠিকঠাক করে দিল কোজ্রাৎ—উত্তোলক খুঁটির ওপরে আঁকড়াটা সরাল একটু, গভীরতার মাপ রাখল ছ-ইঞ্চি। তারপরে চলা শুরু আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা। নিজের অজান্তেই তার সুর হয়ে উঠল আরো অন্তরঙ্গ:

'আমরা এখন চাষ করতে চলেছি। যদি ভাখ বলদগুলোর টানতে কষ্ট হচ্ছে, তাহলে এই যে এখানে যন্তরটা রয়েছে সেটা খানিকটা এঁটে দেবে। এটাকে আমরা বলি 'চোঙা'। দেখতে পাচ্ছ, চোঙাটা রয়েছে একটা আলগা শেকলের ওপরে, অন্য শেকলটা আঁটা। চোঙাটা ঘুরিয়ে দাও, তখন দেখবে লাঙলের ফাল একটু হেলে পড়েছে। তাতে মাটি কাটা পড়ছে আরো খাড়াভাবে আর সীরালি কাটা হচ্ছে আট-ইঞ্চির বদলে ছ-ইঞ্চি চওড়া করে। তখন বলদগুলো আরো সহজেই টানতে পারবে। এবার তাহলে এসো, শুরু করা যাক! চল-রে! যাদু আমার, চল-রে! পুরো তাকৎ লাগাও, কমরেড দাভিদভ!'

দাভিদভের তরুণ চালক ফটাস করে চাবুক চালাল আর বলদগুলো মরীয়া হয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল। খানিকটা থতমত ভাব নিয়ে দাভিদভ লাঙলের হাতলটা মুঠো করে ধরেছে আর লাঙলের পিছু পিছু চলেছে। লক্ষ করে দেখছে কালো চটচটে মাটির চাকড লাঙলের ফালে কাটা হয়ে জোঁকার চকচকে লোহার তলা থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে আর একটা খিম-ধরা মস্ত মাছের মতো পাশের দিকে উলট দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

সীরালির শেষ মাথায় পৌঁছতেই মাইদান্নিকভ ছুটে এল দাভিদভের কাছে, বলল, 'লাঙলটা বাঁ-দিকে হেলিয়ে ধরো, যাতে মাটি কাটা বন্ধ হয়। তাহলে, দেখছ তো, লাঙলের ফাল আর পরিষ্কার করতে হচ্ছে না—এই যে, দেখে নাও, এইভাবে।' লাঙলের ডান হাতলে চাপ দিয়ে সেটাকে আলতোভাবে তুলে ধরল, এমনভাবে যাতে জোঁকার তলা দিয়ে আড়াআড়ি চলে যাওয়া শক্ত মাটির ঘষা লেগে সমস্ত কাদামাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। 'এমনিভাবে করতে হয়!' লাঙলটাকে ঘুরিয়ে ধরে কোন্দ্রাৎ হাসল, 'দেখলে তো, এ-কাজ করতে হলেও দক্ষতা চাই! লাঙলটা যদি আলতোভাবে তুলে না ধরতে তাহলে লাঙলের আড়া দিয়ে জোঁকায় লেগে থাকা কাদামাটি চেঁছে চেঁছে তুলতে হত। ওদিকে বলদগুলো ইতোক্ষণে ফালি বরাবর এগিয়েই চলেছে। কিন্তু এখানে ভাখ, লাঙল একেবারে পরিষ্কার ঝকঝকে, যেন এক্ষুনি জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে। কাজেই এখন তুমি, যতোক্ষণ ধরে ফালি পার হচ্ছ, ইচ্ছে করলে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে একটু মৌজ করেও নিতে পার। এই নাও!'

একটা তামাকের থলে সে বাড়িয়ে ধরল দাভিদভের দিকে। নিজের জন্যে একটা তৈরি করে নিল, তারপরে নিজের বলদগুলোর দিকে মাথা বাঁকাল।

'ভাখ, ভাখ, আমার বুড়ী কেমন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! লাঙলটা বেশ বুঝেসুঝেই

বসেছে, খুব একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে না। মনে হচ্ছে বুড়ী আমার একা একাই লাঙল চালিয়ে যেতে পারবে।'

'তার মানে, নিজের বৌকে তুমি লাঙলের চালক হিসেবে লাগিয়ে দিয়েছ?' দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'তাই বটে। ওকে নিয়ে কাজ করাটা অনেক সহজ। মাঝেমধ্যে গালিগালাজ দিলেও কিছু মনে করে না। মনে যদি করেও, সেটা রাত্তির পর্যন্ত। রাত্তিরবেলা সব মিটমাট হয়ে যায়, তখন রক্তেমাংসে আমরা দুজনে এক—জানোই তো।'

একগাল হেসে কোন্দ্রাৎ চষামাটির ওপর দিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে গেল।

প্রাতরাশের আগে আধ-একর জমিতে চাষ দিল দাভিদভ। পরিশ্রম যেন টের পাচ্ছে না এমনি ভাবে। তারপরেও বলদগুলোর খাওয়া শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করতে হল। 'শুরু করা যাক, কি বলো?' চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল কোন্দ্রাৎকে।

'আমি তৈরি। আচ্ছা, বলদগুলোকে নিয়ে এসো দিকি।'

আবার সেই একই রকম। সীরানির পর সীরানি, মাটির যে শক্ত ঢেলা শতাব্দীর পর শতাব্দী চাপ বেঁধে ছিল সেই এখন লাঙলের ফাল থেকে গোল হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। বুনো ঘাসের ওপড়ানো শেকড়গুলো দলা পাকানো অবস্থায় শূন্যে ছড়ানো থাকে, তাদের খণ্ডখণ্ডে ভাঙা শিরাগুলো কালো নালির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। ফোঁকা থেকে মাটি বুদবুদের মতো ফেটে পড়ে ও গড়ায় — যেন এই মাটিই ভাসমান। কালো মাটির ভিজে গন্ধ মিষ্টি লাগে ও শরীরে বল আনে। যদিও দিন এখনো নবীন, কিন্তু এরই মধ্যে দ্বিতীয় বলদের অবসন্ন পিঠটা ঘামে কালো। সন্ধ্যার মধ্যেই জুতোর ঘষায় দাভিদভের পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল আর কোমরের কাছে পিঠটা টনটন করতে লাগল। হোঁচট খেতে খেতে ফালির মাপ নিল সে, তারপরে শুকিয়ে-যাওয়া ধোঁয়ায়-কালো-হয়ে-ওঠা ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। একটি দিনে সে আড়াই একর জমিতে চাষ দিয়েছে।

কোনোরকমে পা টেনে টেনে শিবিরে পৌঁছল দাভিদভ, আর সে পৌঁছতেই চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক নিয়ে কুজেনকভ জিজ্ঞেস করল, 'এই যে, কতখানি?'

'কী মনে হয়, কতখানি হতে পারে?'

'একরখানেক পেরেছ কি?'

'না হে, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পুরো আড়াই একর।'

বিদে-মইয়ের দাঁতে লেগে কুজেনকভের পা কেটে গিয়েছিল, আর সেই কাটা জায়গায় সে পাহাড়ী ইঁদুরের তেল লাগাচ্ছিল। কথাটা শুনে তেল লাগাতে লাগাতে

থেমে গেল, গলা থেকে একটা বোবা আওয়াজ বার করে উঠে গেল দাভিদভের চষা জমির মাপ নেবার জন্যে। ফিরে এল আধঘণ্টা পরে, যখন ঘোর সন্ধে। আগুন থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

'কুন্দেনকভের মুখে কথা নেই কেন ?' দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'আমার পায়ে ব্যথা করছে। তাছাড়া বলবার আছেই বা কী! যদি করে থাক, বেশ তো, করেছ। তাতে হলটা কী!' বিরস মুখে কথাগুলো বলল কুন্দেনকভ, তারপরে মুখের ওপরে কোটটা টেনে দিয়ে আগুনের ধারে শুয়ে পড়ল।

মুখ টিপে হেসে কোন্দ্রাৎ বলল, 'ওইতেই তোমার মুখে কুলুপ পড়ে গেল, নাকি গো? কলকলানি থামবে তো এবার?' কুন্দেনকভ নির্বাক, এমন ভান করছে যেন সে কিছু শোনেনি।

কুঁড়ের পাশে শুয়ে পড়ে দাভিদভ চোখ বুজল। আগুন থেকে কাঠের ছাইয়ের গন্ধ উঠছে। পায়ের পাতায় জ্বালা করছে, ঊরু ভার হয়ে আছে আর টনটন করছে। পা-দুটো যে ভাবেই রাখুক, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না, অনবরত জায়গা বদল করার ইচ্ছে হচ্ছে। শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পাক খেয়ে খেয়ে ওঠা কালো মাটি। লাঙলের ফালের সাদা ফলক নিঃশব্দে মাটি কেটে কেটে চলেছে আর তার পাশটিতেই কালো মাটির স্পন্দিত ধারা ফুঁসে উঠছে ও আলকাতরার মতো ফুঁসেফেঁপে উঠছে।

দাভিদভ কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছে, কেমন যেন বমি-বমি ভাব। চোখ খুলে সে কোন্দ্রাৎকে ডাকল।

'ঘুম আসছে না বুঝি ?' কোন্দ্রাৎ সাড়া দিল।

'না, কেমন যেন বমি-বমি লাগছে, আর কেবলই দেখছি লাঙলের তলা থেকে মাটি উঠে আসছে।'

'তাই বুঝি, আরে তাই তো হবে, সকলেরই হয়।' কোন্দ্রাতের গলার স্বরে সহানুভূতি প্রকাশ পেল, 'ওই যে সারাটি দিন পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, তাইতেই গা গুলিয়ে ওঠে। আর কি জান, মাটির একটা গন্ধ আছে, শয়তানের গায়ের গন্ধের মতো, এতই নির্ভেজাল যে মাতাল করে তোলে। শোন দাভিদভ, কাল যখন মাঠে নামবে নিজের পায়ের দিকে খুব বেশি তাকিও না, মাঝেমাঝে নিজের চারদিকটায় চোখ রেখো।'

সেদিন রাতে দাভিদভ মড়ার মতো ঘুমোল—মাছির কামড় টের পেল না, ঘোড়ার ডাক শুনতে পেল না, শুনতে পেল না পাহাড়ের চুড়োয় বাজের মতো

আবার নিতে আসা একদল হাঁসের কিলবিল ডানা-ঝটপটানি। ঘুম যখন ভাঙল তখন প্রায় ভোর, দেখল কোট মুড়িসুড়ি দিয়ে কোন্দ্রাৎ চালার দিকে আসছে।

'কোথায় গিয়েছিলে?' ঘুমচোখে মাথা তুলে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

'আমার আর তোমার বলদগুলোর তদারক করছিলাম। ওরা পেট পুরে খেয়ে নিয়েছে। ওদের খাদের দিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে প্রচুর সরেস ঘাস।'

কোন্দ্রাতের ভাঙা-ভাঙা গলার স্বর যেন অতি দ্রুত দূরের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার কথার শেষটুকু দাভিদভ শুনতে পায়নি। ঘুম এসে আবার তার মাথাটা টেনে নামিয়ে নিয়েছে শিশিরভেজা ভেড়ার চামড়ার দিকে আর বিস্মৃতির মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই দাভিদভ চাষ করল আড়াই একর ও দু শীয়ানি, লুবিশকিন পুরোপুরি আড়াই একর, কুজেনকভ আড়াই একরের কিছু কম। আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সবচেয়ে বেশি চাষ করল রুকপাখি আকিপ, যে নাকি তখনো পর্যন্ত ছিল সেই দলে দাভিদভ যার নাম দিয়েছিল 'কম-জোরীর দল।' কাজে সে নেমেছিল তিতোকের রোগা বলদগুলো নিয়ে, দুপুরের বিরতির সময়েও প্রকাশ করেনি কতটা চাষ করেছে। চাষের সময়ে বলদগুলো চালিয়েছিল তার বৌ, সে-ই সন্ধ্যার খাবার পরে দু-পাউণ্ড ওজনের বিশেষ পশুখাদ্য নিজের অ্যাপ্রন থেকে বলদগুলোকে খাওয়াল। গুঁড়ো গুঁড়ো রুটি কাপড়ের গায়ে লেগে ছিল, আকিপ সেই গুঁড়োগুলোকে পর্যন্ত বৌয়ের অ্যাপ্রনের মধ্যে ছিটিয়ে দিল যাতে বলদগুলো খেতে পারে। ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেল লুবিশকিনের, মুখ টিপে হেসে সে বলল, 'এই যে আকিপ, কষে টান লাগিয়েছ মনে হচ্ছে!'

'টান আমি ঠিকই লাগাব! কুঁড়ের বংশ থেকে আমরা আসিনি!' রুক এমনভাবে জবাব দিল যেন লড়াইয়ের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। বসন্তকালের রোদ রুককে করে তুলেছে আরো কালো।

আর টান সে সত্যিই লাগাল। সন্ধেবেলা দেখা গেল তার চাষ দেওয়া জমির মাপ তিন একর। কিন্তু অন্ধকার হয়ে যাবার পরে কোন্দ্রাৎ মাইদান্নিকভ যখন তার বলদগুলো নিয়ে ফিরে এল আর দাভিদভ তাকে জিজ্ঞেস করল 'কী, কতটা?', মোটা ভারী গলায় সে জবাব দিল, 'কিছু কম সাড়ে-তিন। আগে আমাকে এক চিমটে তামাক দাও তো দেখি…সেই দুপুর থেকে একবারও ধোঁয়া টানিনি।' এই বলে ক্লান্ত ও বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল দাভিদভের দিকে।

রাতের খাওয়ার পরে দাভিদভ মোট ফলাফল তুলে ধরল:

'দ্বিতীয় দলের কমরেডগণ, আমাদের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা বেশ নাড়া দিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা বেশ বড়ো বড়ো পা ফেলেই চলতে পারছি। আপনারা যে-ভাবে চাষ দিয়েছেন তার জন্যে পরিচালনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রকৃত বলশেভিক অভিনন্দন জানাই। কমরেডগণ, আমরা খারাপ সময় কাটিয়ে উঠেছি, যথার্থই তাই! আর এখন যখন বাস্তব কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে বরাদ্দ পূরণ করা অসম্ভব নয় তখন আর কিসে আমাদের আটকাবে? এবারে বিদে-মই দেবার জন্যে আমাদের উঠে-পড়ে লাগতে হবে। আমরা অতি অবশ্যই তিনটি সারিতে এক-একবারে মই দেব। আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই মাইদান্নিকভকে। সে প্রকৃতই এক জোর-কদমী কর্মী!'

মেয়েরা থালাবাসন ধুয়ে ফেলল, চাষীরা ঘুমোতে গেল, বলদগুলোকে চারণ-ভূমিতে তাড়িয়ে নেওয়া হল। কোন্দ্রাতের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, এমন সময়ে তার বৌ এসে গুটিসুটি হয়ে তার কোটের নিচে ঢুকে গেল, আর তার পাঁজরে খোঁচা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ গো, দাভিদভ তোমাকে সম্মান দেখিয়েছে, তাই না? শুনে মনে হল প্রশংসার কথা বলছিল…কিন্তু ওই যে বলল জোর-কদমী কর্মী, কথাটার মনে কী?'

কথাটা কোন্দ্রাৎ আগেও অনেকবার শুনেছে, কিন্তু কথাটার অর্থ তার জানা নেই। একটু রাগের সঙ্গেই মনে মনে ভাবল, 'দাভিদভের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।' কিন্তু বৌয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে তার চোখে খেলো হয়ে যাবে, এমন হতেই পারে না। অতএব কথাটাকে সে যথাসাধ্য এইভাবে ব্যাখ্যা করল: 'জোর-কদমী কর্মী? কী বোকা তুমি, এটুকুও জান না! জোর-কদমী কর্মী? হুঁম। মানে, ব্যাপার হল গিয়ে….কিভাবে বললে যে তুমি ঠিক বুঝবে? যেমন ধরো, একটা রাইফেল। এই রাইফেলের মধ্যে আছে একটা পিন যেটা গিয়ে টোটার মাথায় ঘা দেয়। এই হচ্ছে জোরে। এই জোরে রাইফেলের গুলি ছোটে। এখানে পিনটা হচ্ছে জোর-কদমী কর্মী, ওটা না থাকলে গুলি ছোঁড়া যায় না। যৌথখামারেও একই কথা। জোর-কদমী কর্মীই হচ্ছে সেখানকার আসল লোক, বুঝতে পারলে? এবারে যাও তো, ঘুমোও গিয়ে, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না!'

সাঁইত্রিশ

মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জেলার বেশির ভাগ দানাশস্য বোয়া হয়ে গেল। গ্রেমিয়াচি লগের স্তালিন যৌথখামার ওই তারিখের মধ্যেই তার রোয়ার পরিকল্পনা পুরোপুরি পূরণ করেছে। ভুট্টা ও সূর্যমুখী ফুল—এই দুটি সারি-তোলা ফসল রুইতে যে কুড়ি একর বাকি ছিল তার কাজ তৃতীয় দল শেষ করে ফেলল দশ তারিখের দুপুরবেলা। দাভিদভ সঙ্গে সঙ্গে লোক-মারফৎ জেলা পার্টি কমিটির কাছে খবর পাঠাল যে রোয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

বসন্তকালের গোড়ার দিকে বোয়া গমের শিষ বেরিয়ে আসছে, এটা দেখেও আনন্দ। কিন্তু দ্বিতীয় দলের এলাকায় প্রায় আড়াই-শো একর এমন জমি ছিল যেখানে মে মাসের গোড়ার দিকে বোয়া হয়েছিল কুবান্‌কা গম। দাভিদভের ভয় ছিল এত দেরিতে বোয়া এই কুবান্‌কা গম থেকে ঠিকমতো শিষ বেরোবে না। একই আশংকা লুবিশকিনেরও। ইয়াকভ লুকিচ তো বেশ জোর দিয়েই বলল 'ওখানে শিষ গজাবে না। যাই করো না কেন, কিছু হবার নয়! তুমি কি ভাবো সারা গ্রীষ্মকাল ধরে রুইতে থাকবে আর তবুও তা থেকে ফসল পাবে? বইয়ে পড়েছি, মিশরে ওরা বছরে দু-বার রুইতে পারে, আর দু-বার ফসল তোলে। কিন্তু গ্রেমিয়াচি লগ তো আর মিশর নয়। কমরেড দাভিদভ, রোয়ার কাজে এখানে কিন্তু কড়াকড়ি সময়-নির্ঘণ্ট বজায় রাখতে হবে।'

'থাক, থাক, তোমাদের এসব সুবিধাবাদী কথা আমি অনেক শুনেছি!' দাভিদভ সক্রোধে ফুঁসে উঠল, 'ফসল আমাদের তুলতেই হবে! যদি দরকার পড়ে তাহলে বছরে দুটো করে ফসল আমরাও তুলব। এটা আমাদের জমি, এ জমির মালিক আমরা, আমরা যেমনটি চাই তেমনটি এই জমি থেকে নিংড়ে বার করে নেব, যথার্থই তাই!'

'এসব ছেলেমানুষী কথা!'

'দেখা যাক। কমরেড অস্ত্রোভনভ, তোমার কথাবার্তায় কিন্তু দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে এই বিচ্যুতি অবাঞ্ছনীয় ও ক্ষতিকর। এই বিচ্যুতিকে অনেকবারই বেগে দেওয়া হয়েছে—

কথাটা ভুলে যেও না।'

'আমি বিচ্যুতির কথা বলছি না। বলছি জমির কথা। তোমরা এই যে সব বিচ্যুতির কথা বলো ও-বিষয়ে আমি কিছু জানি না।'

কুবান্‌কার প্রাণশক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দাভিদভ কিন্তু শঙ্কিহীন না হয়ে থাকতে পারল না। পরিচালনা-কর্তৃপক্ষের একটি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রোজই সে বেরিয়ে পড়ে রোদে-পোড়া চষা জমি চাক্ষুষ দেখতে। জমিতে চাষ পড়েছে খুবই ভালো, কিন্তু তার ধু-ধু নিষ্প্রাণতা আতঙ্কজনক।

জমি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে। অঙ্কুর বেরিয়ে আসা ফসলের পুষ্টি সামান্য আর সেই ফসলের শিষ মাটি থেকে মাথা তুলতে পারছে না। শিষের ফলা যতোই ধারালো হোক, তা কম-জোরী ও নরম, উষ্ণ রোদগন্ধী মাটির ভাঙা ভাঙা ঢেলার নিচে সেই ফলা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। আলোর দিকে উঠে আসার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু শক্ত-হয়ে-ওঠা আর্দ্রতাহীন জমির স্তর ভেদ করার ক্ষমতা তার নেই। চষা-জমিতে এসে দাভিদভ ঘোড়া থেকে নামে, হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসে, আঙুল দিয়ে মাটি আঁচড়ায়, আর তারপরে যখন গমের দানাটি ও তা থেকে অঙ্কুরিত খুদে শিষটি পরীক্ষা করতে থাকে তখন মনে পড়ে মাটির নিচে রয়েছে এমনি লক্ষ-লক্ষ বীজ, কত-না কষ্টে তারা চাইছে সূর্যের দিকে উঠে আসতে, অথচ একথা প্রায় নিশ্চিত যে তারা কেউ বাঁচবে না। তখন এই লক্ষ-লক্ষ বীজের জন্যে করুণার এক তিক্ত অনুভূতি বোধ করে সে। তার যে কিছু করার নেই এই বোধ ক্ষিপ্ত করে তোলে তাকে। এখন চাই বৃষ্টি, তাহলেই কুবানকা গমের সবুজ প্রলেপ পড়বে জমির ওপরে। কিন্তু বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই, আর জমি অতিমাত্রায় ভরে উঠছে শক্ত গোক্ষু ও দুর্নিবার আগাছায়।

একদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধদের একটি প্রতিনিধি-দল বাসায় এসে দাভিদভের সঙ্গে দেখা করল।

মুরগি-যাচনদার আকিমদাদু বলল, 'আমরা তোমার কাছে অতি বিনীত একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি।' এই বলে দাভিদভকে সম্ভাষণ জানিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বৃথাই খুঁজতে লাগল কোথাও কোনো ধর্মীয় মূর্তি আছে কিনা যার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকা যেতে পারে।

'অনুরোধটা কী? এখানে কোনো ধর্মীয় মূর্তি নেই, দাদু, চারদিকে তাকিয়ে কোনো লাভ হবে না।'

'নেই বুঝি? ঠিক আছে, আমরা যে-করে হোক চালিয়ে নেব···তার জন্যে

কিছু নয়। আমরা, বুড়োরা, তোমাকে যে অনুরোধ জানানোর জন্যে এসেছি তা হচ্ছে…'

'কই, বলো, তা হচ্ছে?'

'দ্বিতীয় দলের জমিতে অঙ্কুর গজাবে না, বলেই মনে হয়—তাই না?'

'নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না দাদু।'

'নিশ্চিত করে বলা যায় না, ঠিকই। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, অঙ্কুর আর গজাবে না।'

'তাহলে?'

'বৃষ্টি চাই।'

'হ্যাঁ বৃষ্টি চাই।'

'তোমার যদি দায় থাকে তাহলে আমরা একজন পুরুত ডাকি আর তাকে দিয়ে পুজো করিয়ে নিই।'

'তাতে কি কিছু ভালো ফল হবে?' দাভিদড লাল হয়ে উঠেছে।

'সবাই জানে পুজো করালে ভালো ফল কী হয়। প্রভু আমদের জন্যে বৃষ্টি পাঠাবেন।'

'তাহলে শোন দাদু বলি…এ ধরনের কথা আর বলতে এসো না, তোমরা যেতে পারো।'

'আর বলতে আসবে না কোন্ ধরনের কথা? জমি তো আমাদের?'

'জমি যৌথখামারের।'

'বেশ তো, তাহলে আমরা কার? আমরাই তো যৌথখামারী।'

'আর আমি হচ্ছি যৌথখামারের সভাপতি।'

'আমরা সেটা বুঝি, কমরেড। ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস নেই, তাই আমরা কখনো বলব না ঈশ্বরের পতাকা তুমি তুলে ধরো। কিন্তু আমাদের তুলে ধরতে দাও—আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী।'

'আমি তা হতে দেব না। তোমাদের কি যৌথখামারের কোনো সভা থেকে পাঠানো হয়েছে?'

'না। আমরা, বুড়োরা, নিজেরাই এ-ব্যাপারটা ঠিক করেছি।'

'তাহলেই দেখ। তোমরা তো সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন, মিটিং থেকে কখনো তোমাদের পাঠাতে পারে না। বুঝলে দাদু, আমাদের চাষ করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, পুরুতদের দিয়ে নয়।'

দাভিদত অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে গেল, চেষ্টা করল এমন কৌশল নিতে যাতে বৃদ্ধদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ঘা না লাগে। বৃদ্ধরা নির্বাক থেকেছে। শেষদিকে আকার নাগুলনভ এসে হাজির। সে শুনেছিল বৃদ্ধরা ধর্ম-বিশ্বাসীদের একটি প্রতিনিধি-দল হিসেবে দাভিদভের কাছে গিয়েছে পুজো করার অনুমতি চাইবার জন্যে। তাই সে আর দেরি করেনি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে মুরগি-যাচনদার আকিম বলল, 'তাহলে এটা তুমি হতে দেবে না?'

'না, এর কোনো প্রয়োজন নেই। পুজো ছাড়াই বৃষ্টি হবে।'

বৃদ্ধরা বেরিয়ে গেল। তাদের পেছনে পেছনে নাগুলনভও বেরিয়ে এল বাইরের অলিন্দে, বাইরে থেকে দাভিদভের ঘরের দরজাটা এঁটে বন্ধ করে দিল।

চাপা গলায় বলল সে, 'ওহে প্রাচীনের দল, তোমাদের নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। তোমরা চেষ্টা করে চলেছ তোমাদের নিজস্ব ধরনে জীবন কাটাতে, একগুঁয়ে শয়তানের দল! তোমরা চাইছ সারাটা সময় কাটাতে সাধুসন্তদের নামে উৎসব করে, ধর্মের ধ্বজা তুলে স্তেপে ঘুরে বেড়িয়ে, ফসলের শিষ পায়ে পায়ে মাড়িয়ে। যদি তোমরা নিজেদের গরজে ওই পুরুতকে এখানে ডেকে আনো আর তাকে নিয়ে স্তেপে যাও, তাহলে তোমাদের পেছনে পেছনে আমিও যাব দমকল সঙ্গে নিয়ে, আর হোজপাইপ থেকে জল ঢেলে ঢেলে তোমাদের হাড় পর্যন্ত ভিজিয়ে দেব। বুঝেছ তো? ওই পুরুত যদি নিজের মঙ্গল চায় তো এখানে যেন মুখ দেখাতে না আসে। আমি তাহলে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে ভেড়ার লোম কাটার লম্বা কাঁচি দিয়ে ওই লম্বাচুলো ঘোড়াটার মাথা কামিয়ে দেব। তাকে সমস্ত রকমে অপদস্থ করে ফেরৎ পাঠাব। বুঝেছ তো?'

তারপরে সে দাভিদভের কাছে ফিরে গেল। বিষণ্ণ ও বিরস মুখে সিন্দুকের ওপরে বসে রইল।

'বাইরে গিয়ে ওই বুড়োদের সঙ্গে ফিসফিস করে কী বলছিলে?' সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

'কিছু নয়, এই আবহাওয়া সম্পর্কে একটু কথা বলছিলাম।' চোখের পাতা পর্যন্ত না কাঁপিয়ে নাগুলনভ এই জবাব দিল।

'তারপরে?'

'তারপরে তারা পাকাপাকি স্থির করেছে যে পুজো আর হবে না।'

'কী বলল ওরা?' হাসি গোপন করার জন্যে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দাভিদভ

জিজ্ঞেস করল।

'ওরা বলল যে ওরা বুঝতে পেরেছে ধর্ম হচ্ছে আফিং। কিন্তু সেমিয়ন, তুমি আমার পেছনে এমনভাবে লেগে আছ কেন বলো তো? তুমি লোকটা দেখছি দাদের মতো খারাপ—কিছুতেই তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। আমি কী নিয়ে কথা বলেছি, আমি কী নিয়ে কথা বলেছি? কথা আমি বলেছি, বাস্ চুকে গেল! তোমার জন্যেই এইসব গণতান্ত্রিকতা এতখানি প্রশ্রয় পায়—তোমার ওই কাকুতি-মিনতির জন্যে, তোমার ওই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাবার জন্যে। বুড়োদের সঙ্গে কথা বলার এটা মোটেই ধরন নয়। ভুল চিন্তায় ও আজেবাজে ধারণায় ওদের মগজ ঠাসা হয়ে আছে। কাজেই ওদের সঙ্গে থানাই-পানাই করার কোনো প্রয়োজন নেই—দিয়ে স্পষ্ট হুকুম দিয়ে ওদের চালাতে হয়!'

মুখ টিপে হাসল দাভিদভ আর হাতের একটা হতাশাসূচক ভঙ্গি করল। সত্যি, নাকারকে আর সংশোধন করা যাবে না!

পক্ষকাল হল নাকার পার্টির বাইরে। ইতিমধ্যে জেলা-কমিটির নেতৃত্ব বদলে গিয়েছে। কোর্চিন্স্কি ও খোমুত্ভ তাদের পদ থেকে অপসৃত।

নতুন সেক্রেটারি আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছ থেকে নাগুলনভের আবেদনটি পেয়ে পার্টি-ব্যুরোর একজন সদস্যকে গ্রেমিয়াচি লগে পাঠিয়েছিলেন নতুন করে অনুসন্ধান করার জন্যে। তারপরে ব্যুরো নাগুলনভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার পূর্ব-সিদ্ধান্ত নাকচ করেছে। নাকচ করার কারণ, অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা হয়ে গিয়েছে বড়ো বেশি কঠোর। উপরন্তু, নাগুলনভের বিরুদ্ধে আরো যে-সব অভিযোগ তোলা হয়েছিল ('নৈতিক অধঃপতন', 'যৌন স্বেচ্ছাচারিতা' ইত্যাদি) সেগুলো দ্বিতীয় অনুসন্ধানে বাতিল হয়ে গিয়েছে। শুধু ভর্ৎসনা করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নাকারকে। ব্যাপারটার এখানেই শেষ।

গ্রুপ সেক্রেটারির দায়িত্ব সাময়িকভাবে পালন করছিল দাভিদভ, সেই দায়িত্বভার নাকারের হাতে তুলে দেবার সময়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'শিক্ষা হয়েছে তো? চরমপন্থা যথেষ্ট হয়েছে তো?'

'হ্যা, শিক্ষা ভালোরকমই হয়েছে। কিন্তু চরমপন্থায় গিয়েছিল কে? আমি, না, জেলা-কমিটি?'

'তোমরা দু-পক্ষই। দু-দিকেই একটু একটু করে।'

'কিন্তু আমি মনে করি, আঞ্চলিক কমিটিও চরমপন্থার দিকে যাচ্ছে।'

'যেমন?'

'এই যে, খামারের প্রাক্তন সদস্যদের গাইবলদ ফেরত দেবার বদলে কেন ওরা আমাদের দিচ্ছে না? এটা কি বাধ্যতামূলক যৌথীকরণ নয়? একেবারেই তাই। একটা লোক যৌথখামার ছেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে তার গাইবলদ ও তার যন্ত্র ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে এ তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে বেঁচেবর্তে থাকার জন্যে লোকটির কিছু থাকছে না, কোথাও সে যেতে পারছে না। তখন অনিবার্যভাবেই তাকে ফিরে আসতে হবে যৌথখামারে। সে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিতে পারে, কিন্তু ফিরে তাকে আসতেই হয়।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না কেন যে সমস্ত গাইবলদ ও সমস্ত যন্ত্র চলে গিয়েছে যৌথখামারের ভাণ্ডারে, তা আর ভাগাভাগি করা চলে না।'

'চুলোয় যাক তোমার ভাণ্ডার! যে ভাণ্ডার লোককে যৌথখামারে ফিরে আসতে বাধ্য করে, কী সার্থকতা সেই ভাণ্ডারের? দিয়ে দাও না সবটাই! আমি হলে তো বলতাম, 'এই যে, নিয়ে যাও, তোমার সব যন্ত্র নিয়ে যাও, নিয়ে হামলে পড়ো আর দম বন্ধ হয়ে মরো!' আমি হলে ওই লোকগুলোকে যৌথ-খামারের ধারেকাছে আসতে দিতাম না। কিন্তু তুমি ওই সব দলত্যাগীদের মধ্যে থেকে শ'খানেককে ফিরিয়ে নিয়েছ। তুমি কি মনে করো ওরা গণচেতনা-সম্পন্ন যৌথখামারী হতে পারবে? কস্মিনকালেও নয়। হারামজাদারা থাকবে যৌথ-খামারে, কিন্তু মরবার দিন পর্যন্ত লালায়িত থাকবে ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে। আমি ওদের হাড়ে-হাড়ে চিনি! ওদের গাইবলদ আর খামারের যন্ত্রপাতি ওদের ফেরৎ না দেওয়াটা হচ্ছে বামপন্থী বিচ্যুতি, আর যৌথখামারে ওদের ফেরৎ নেওয়াটা হচ্ছে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি। বুঝেছ ভায়া, এখন আমিও অনেকখানি রাজনৈতিক পরিপক্বতা লাভ করেছি। এখন আর তুমি আমাকে বেকায়দায় ফেলতে পারবে না!'

'এই নাকি তোমার রাজনৈতিক পরিপক্বতা! অথচ তুমি এটুকুও বুঝতে পারছ না যে চাষের বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাক্তন সদস্যদের সঙ্গে সমস্ত রকমের মীমাংসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'না, আমি বুঝতে পারি না।'

'তোমাকে আর কী বলব মাকার, পাগলের মতো তোমার ওই সব ধ্যানধারণা ছাড়া তুমি দেখছি বাঁচতেই পার না।'

দুজনের মধ্যে বহুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলল, এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটল বিবাদে। তখন দাভিদভ বেরিয়ে গেল।

দু-সপ্তাহের মধ্যে গ্রেমিয়াচি লগে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। সারা গ্রামের লোককে অবাক করে দিয়ে মুখচোরা দেমিদকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করল মারিনা পোয়ারকোভা। দেমিদ উঠে এল মারিনার কুটিরে, রাত্রিবেলা নিজের গাড়ির সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিয়ে নিজের যা সামান্য মালপত্র সবই সরিয়ে আনল, আর নিজের কুটিরের দরজা-জানলা মোক্ষমভাবে এঁটে রেখে এল।

গ্রেমিয়াচির লোকেরা বলাবলি করল, 'তাই বটে, মারিনা এতদিনে সঙ্গীর মতো সঙ্গী পেয়েছে। ওরা দুজনে যদি একসঙ্গে কাজ করে তাহলে ট্রাক্টরও ওদের কাছে হার মানবে।'

এতগুলো বছর ধরে যে ছিল তার মানসী তার এই বিয়েতে আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ খুবই বিচলিত। লোকের দিকে যদিও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়েছে কিন্তু পরে ভেঙে পড়ল, এবং দাভিদভের দৃষ্টি থেকে পালিয়ে পালিয়ে মদ ধরল। দাভিদভ কিন্তু টের পেয়ে গেল, আন্দ্রেইকে সাবধান করে দিল, 'ওসব বন্ধ করো আন্দ্রেই, কাজটা ভালো হচ্ছে না।'

'বন্ধ আমি করব ঠিকই। কিন্তু সেমিয়ন, এটা আমার পক্ষে অপমান। খুবই খারাপ হল ব্যাপারটা! আমার বদলে কিনা অমন একটা লোককে!'

'ওটা ওর নিজস্ব ব্যাপার।'

'জানি, কিন্তু তোমার কি মনে হয় না এটা —.এর পক্ষে অপমান?'

'অপমান যদি হয় তো অপমান। তাই বলে মদ খেয়ো না! এটা মদ খাবার সময় নয়। শিগগিরই আমাদের আগাছা পরিষ্কার করার কাজে লাগতে হবে।'

কিন্তু এমনই কপাল যে ঘটনাচক্রে মারিনার সঙ্গে বারেবারেই দেখা হয়ে যেতে লাগল আন্দ্রেইর, আর মারিনাকে দেখে মনে হল তৃপ্ত ও সুখী।

মারিনার ছোট ঘরবাড়ির মধ্যে মুখচোরা দেমিদ কাজে লেগে গিয়েছে পুরস্কার-জেতা বলীবর্দের মতো। কয়েকদিনের মধ্যেই উঠোনের ঘরগুলোকে ঠিকঠাক করেছে, একদিনের মধ্যেই দশফুট গভীর মাটির নিচের ভাঁড়ার খুঁড়েছে, দশ পুড বা তারও বেশি ওজনের কাঠ ও বীম পিঠের ওপরে তুলেছে। অন্য-দিকে মারিনা তার জন্যে করেছে ধোলাই-সাফাই ও সেলাই-ফোঁড়াই। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে দেমিদের কর্মক্ষমতার প্রশংসায় মারিনা একেবারে পঞ্চমুখ:

'এই হচ্ছে একটা মানুষ ঘর-গৃহস্থালির পক্ষে যে খুবই কাজের। গায়ে ওর ভাল্লুকের মতো ক্ষমতা। কাজে হাত লাগাল তো কাজ শেষ। আর এই যে

ওর মুখ বন্ধ করে থাকার ব্যাপারটা, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বরং ভালোই তো, আমাদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদটা কম হবে।'

লোকের মুখে মুখে কথাটা রাজমিয়োৎনভেরও কানে এল যে নতুন স্বামী নিয়ে মারিনা খুবই খুশি। সকাতর নিশ্বাস ফেলে নিজের মনেই ফিসফিস করে বলল রাজমিয়োৎনভ, 'হায় মারিনা! দু-একটা চালাঘর ছেয়ে দেওয়া, মাটির নিচের ভাঁড়ার খুঁড়ে দেওয়া,—ওসব কি আমিও পারতাম না? তুমি আমার এই নবীন জীবনটাকে চিরকালের মতো নষ্ট করে দিয়ে গেলে!'

জমি থেকে উৎখাত হওয়া গায়েভ নির্বাসন থেকে গ্রেমিয়াচি লগে ফিরে এসেছে। আঞ্চলিক নির্বাচনী অধিকার কমিশনের রায়ে পুনরায় লাভ করেছে তার নাগরিকত্ব। গায়েভ ও তার বৃহৎ পরিবারবর্গ গ্রামে ফিরে আসামাত্র দাভিদভ তাকে পরিচালনা দপ্তরে ডেকে পাঠাল। বলল, 'গায়েভজী, এখন আপনি কি-ভাবে জীবনযাপন করবেন ভাবছেন? নিজস্ব মালিকানার লাইনে যাবেন, না, যৌথখামারে যোগ দেবেন?'

'দেখি, যা হয়।' জবাব দিল গায়েভ। সে যে ব্যবহার পেয়েছে তার জন্যে এখনো সে ক্ষিপ্ত।

'কথাটার মানে কী?'

'মনে হচ্ছে যৌথখামারই বুঝি।'

'তাহলে আপনার দরখাস্তটা পাঠিয়ে দেবেন।'

'আমার বিষয়সম্পত্তির কী হবে?'

'আপনার গাইগোরু যৌথখামারে রয়েছে। আপনার যন্ত্রগুলোও তাই। অন্য মালপত্র ও অস্থাবর সম্পত্তি আপনার যা ছিল আমরা বিলি করে দিয়েছি। ওগুলো নিয়ে খানিকটা অসুবিধে আছে। কিছু কিছু আপনাকে ফেরৎ দিতে পারব। বাকিটা আপনি নগদ দামে নিতে পারেন।'

'আপনারা তো আমার শস্যদানা বলতে একেবারে কিছুই রাখেননি।'

'ওটা সহজ ব্যাপার। আপনি ম্যানেজারের কাছে চলে যান। ম্যানেজার ভাঁড়ার-রক্ষককে বলে দেবে। আর ভাঁড়ার-রক্ষকের কাছে আপনি প্রথম কিস্তিতে দশ-পুড আটা পেয়ে যাবেন।'

মাকার যখন শুনল গায়েভকে যৌথখামারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে দাভিদভ ইচ্ছুক, তখন সে রাগে ফেটে পড়ল, আর রাজমিয়োৎনভকে বলল,

'ব্যাপারটা কি, যাকে পাচ্ছে তাকেই ডেকে নিয়ে আসছে যৌথখামারে! ব্যক্তিক বরং কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিক—যে-কেউ নির্বাসন থেকে ফিরে আসবে তাকেই নিয়ে নেওয়া হবে গ্রেমিয়াচি যৌথখামারে।'

রোয়ার পর থেকে গ্রেমিয়াচি পার্টি-গ্রুপ আকারে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। পার্টির সভ্যপদের জন্যে প্রার্থী হচ্ছে পাভেল লুবিশকিন যে তিনবছর ধরে ছিল বিভোরেকের অনুচর, নস্তর কোশচিভিন যে তৃতীয় টীমের যৌথখামারী ও বিয়োবকা উশাকভ। লুবিশকিন ও অন্যদের পার্টির সভ্যপদে গ্রহণ করার জন্যে যেদিন গ্রুপ-মিটিং হবার কথা সেদিন মাইদাল্লিকভের কাছে নাগুলনভ প্রস্তাব করল:

'পার্টিতে যোগ দাও, কোন্দ্রাৎ। আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার নাম সুপারিশ করব। সৈন্যবাহিনীতে তুমি আমার অধিনায়কত্বে কাজ করেছিলে, তখন তুমি ছিলে অতি চমৎকার অশ্বারোহী সৈনিক, আর এখন তুমি হচ্ছ একজন সেরা যৌথখামারী। পার্টি থেকে তুমি বাইরে থেকে যাচ্ছ কেন? ব্যাপার যেদিকে চলেছে, যে-কোনোদিন আমরা বিশ্ব-বিপ্লব আশা করতে পারি। এমনও তো হতে পারে, আবার আমরা একই বাহিনীতে আছি আর সোভিয়েত ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্যে একসঙ্গে লড়াই করছি। আর এই সারাটা সময় তুমি কিনা তবুও পার্টির বাইরে থেকে যাচ্ছ। না, না, সেটা ঠিক নয়! চলে এসো, আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।'

কোন্দ্রাৎ গভীর একটা নিশ্বাস টানল, তারপরে মনের গোপন কথা নাগুলনভের কাছে প্রকাশ করল: 'না, কমরেড নাগুলনভ, এক্ষুনি পার্টিতে যোগ দিতে আমার বিবেক আমাকে বাধা দিচ্ছে। যদি দরকার পড়ে আবার আমি সোভিয়েত ক্ষমতার জন্যে লড়াই করতে যাব, যৌথখামারের জন্যে প্রাণ দিয়ে খাটব, কিন্তু পার্টিতে আমি যোগ দিতে পারি না।'

'কিন্তু কেন?' ভুরু কুঁচকে মাকার জিজ্ঞেস করল।

'মানে, ব্যাপারটা এই রকম। এখন তো আমি যৌথখামারে আছি, কিন্তু বিষয়সম্পত্তি হারাবার দুঃখ এখনো আমার মধ্যে রয়ে গেছে।' কোন্দ্রাতের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তারপরে চাপা গলায় দ্রুত বলে যেতে লাগল, 'আমার বলদগুলোর জন্যে আমার বুকের ভেতরটায় যে কী তোলপাড় করে কি বলব। বলদগুলোর জন্যে আমার কষ্ট হয়। যতোটা যত্ন ওদের পাওয়া উচিত ততোটা পায় না। আকিম বেস্‌খ্লেবনভ আমার ঘোড়াটা দিয়ে গাড়ি টানিয়েছিল।

আমার ঘোড়ার ঘাড়ে সেই জোয়ালের ঘা লেগেছে। ব্যাপারটা চোখে পড়তে সারাদিন আমি আর কিছু খেতে পারিনি।...ভাবো একবার, ওই বিশাল জোয়াল, সেটা কিনা চাপিয়েছে ওই ছোট্ট ঘোড়ার ওপরে! এজন্যেই আমি এখনো পার্টিতে যোগ দিতে পারছি না। এখনো বিষয়সম্পত্তি থেকে আমি মুখ ফেরাতে পারিনি, তাই পার্টিতে যোগ দিতে আমার বিবেক আমাকে বাধা দিচ্ছে। এইভাবেই আমি ব্যাপারটাকে দেখছি।'

খানিকক্ষণ ভাবল মাকার, তারপরে বলল, 'কোন্দ্রাৎ, এই যে তুমি কথাগুলো বললে, ঠিক কথাই বলেছ। পার্টিতে যোগ দেবার আগে আরো একটু দেখ তুমি। যৌথখামারে যা-কিছু ঘাটতি সবের বিরুদ্ধে আমরা নির্মমভাবে লড়াই করব। জোয়ালগুলো যাতে ঠিক-ঠিক মাপের হয় তা আমরা দেখব। কিন্তু তোমার যে বলদগুলো ছিল সেগুলো তুমি যদি এখনো স্বপ্নে দেখে চলো তাহলে পার্টিতে তোমার স্থান হতে পারে না। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে তোমার কোনো দুশ্চিন্তা যখন থাকবে না তখনই পার্টিতে যোগ দিতে পারো। যখন তুমি পার্টিতে যোগ দেবে তোমাকে হতে হবে পরিপূর্ণ শুদ্ধ, আর তোমার অন্তঃকরণে থাকবে একটি-মাত্র চিন্তা— বিশ্ববিপ্লব ঘটানো। আমার বাবা রীতিমতো অবস্থাপন্ন ছিলেন। তিনি আমাকে ছেলেবেলা থেকেই বিষয়সম্পত্তি ভালোবাসবার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিষয়সম্পত্তি কখনো আমাকে আকর্ষণ করেনি। বিষয়-সম্পত্তি আমার কাছে ছিল অর্থহীন স্বচ্ছল জীবন ও চার-হালের বলদ ছেড়ে দিয়ে আমি মজুরগিরির দারিদ্র্য বেছে নিয়েছিলাম। না, যতোক্ষণ-না ওই বিষয়-সম্পত্তিরূপ নোংরা থেকে নিজেকে তুমি পুরোপুরি পরিষ্কার করে তুলছ ততোক্ষণ পার্টিতে যোগ দিও না।'

লুবিশকিন, উশাকভ ও লোশ্‌চিলিন পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, এই খবর গ্রেমিয়াচি লগে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। শ্‌চুকারদাদুকে ঠাট্টা করে বলল একজন কসাক, 'এই যে দাদু, তুমি কেন দরখাস্ত দিচ্ছ না! ওরা তোমাকে পার্টির পদস্থ ব্যক্তি করে দেবে, তখন তুমি নিজের জন্যে কিনতে পারবে চামড়ার ব্রীফকেস। সেটা বগলের তলায় চেপে নিয়ে হেলতে দুলতে সারা গাঁয়ে চক্কর দিতে পারবে।'

কথাটা শ্‌চুকারের মনে ধরল, আর সন্ধেবেলা অন্ধকার হতেই সোজা গিয়ে দেখা করল মাকারের সঙ্গে, মাকারের ঘরে।

'এই যে মাকার, চাচ্ছ আমার!'

'কি খবর। তা, এখানে কী মনে করে ?'

'লোকে পার্টিতে যোগ দিচ্ছে।'

'বটে ?'

'বাবা মাকার, বট হচ্ছে মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা একপ্রকার গাছ।'

'আর কী বলার আছে তোমার ?'

'আমার বলার কথাটা এই। আমিও তো পার্টিতে যোগ দিতে পারি। সারাটা জীবন আমার কাটবে কতগুলো মাদী ঘোড়ার সঙ্গে, সেজন্যে আমার জন্ম হয়নি। ওই মাদী ঘোড়াগুলোর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, তা তো আর নয়।'

'কি চাও তুমি বলো তো ?'

'আমি তো পরিষ্কার ভাষাতেই বলেছি—আমি পার্টিতে যোগ দিতে চাই। সেজন্যেই এসেছি। আমি জানতে চাই পার্টিতে যোগ দিলে কী ধরনের পদ আমি পেতে পারি, তাছাড়া আর কী। আমাকে শুধু একবারটি দেখিয়ে দাও কী আমাকে লিখতে হবে আর কেমনভাবে লিখতে হবে।'

'কি বললে তুমি ? তুমি কি ভাবো লোকে পার্টিতে যোগ দেয়, পদ পাবার জন্যে ?'

'পার্টির লোক এখানে যতোজন আছে সকলেই কোনো না কোনো পদ পেয়েছে।'

নিজেকে সামলে নিয়ে মাকার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল :

'ইস্টারের সময়ে পুরুতমশাই আসেনি তোমার কাছে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি তাকে কিছু দাওনি ?'

'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম বৈকি। একজোড়া ডিম আর আধ-পাউণ্ড শুয়োরের মাংস।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, তুমি এখনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করো ?'

'মানে, ব্যাপারটা হল গিয়ে, খুব যে একটা করি তা নয়। তবে আমার যদি অসুখ করে বা একটা কিছু গোলমেলে অবস্থার মধ্যে পড়ে যাই বা প্রচণ্ড একটা বাজ পড়ে, তখন অবশ্যই আমি প্রার্থনা করি, ভগবানের কথা ভাবি।'

মাকার ঠিক করেছিল ঠাণ্ডামাথায় শ্চুকারদাদুর সঙ্গে কথা বলবে, ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে কেন তাকে পার্টিতে নেওয়া চলে না। কিন্তু যেই-না শ্চুকার তার

কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করেছে, তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে ফেটে পড়ল!

'বুড়ো ভাম, জাহান্নমে যাও তুমি! পুরুতমশাইকে ভিন দেওয়া হচ্ছে! তুমি তো দেখছি পবিত্র জল নেবার জন্যে বরফের পাহাড় ভেঙে চলতে পারো। উঁচু পদে বসার স্বপ্ন দেখছ! কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে, ঘোড়ার জাব পর্যন্ত ঠিকমতো তৈরি করতে পারো না। তোমার মতো অকালকুষ্মাণ্ডকে নিয়ে পার্টির কী লাভটা হবে শুনি? তুমি কি তামাশা করতে এসেছ? তোমার কি ধারণা যে-কোনো ভূস্বামী পার্টিতে আসতে পারে? একমাত্র যে-কাজটি তুমি পারো তা হচ্ছে তোমার ওই জিভটি নাড়িয়ে চলা—তার মানে, একরাশ মিথ্যে বলা। এখান থেকে সরে পড়ো, আমাকে ঘাটিও না, আমার স্নায়ু সহজেই বিকল হয়ে যায়। তোমার সঙ্গে ঠাণ্ডামাথায় কথা বলব, আমার শরীরের অবস্থা তেমন নয়। 'আমি বলছি, চলে যাও এখান থেকে!'

'ভুল সময়ে দেখা করতে এসেছি। উচিত ছিল রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পরে আসা।' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে গেটটা বন্ধ করতে করতে আফসোসের সঙ্গে শচুকারদাদু ভাবল।

সর্বশেষ যে খবরটি গ্রেমিয়াচি লগকে আলোড়িত করেছে, বিশেষ করে গ্রেমিয়াচির মেয়েদের, তা তিমোকের মৃত্যু।

গণ-আদালতে শাস্তি পেয়েছিল ইয়েফিম ক্রবাচভ ও বাতালশ্‌চিকভ, তারা লিখে জানিয়েছে যে স্টেশনে যাবার পথে তিমোক হঠাৎ মুক্ত হবার জন্যে ও গ্রেমিয়াচি লগে ফিরে যাবার জন্যে ভীষণভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং পালাবার চেষ্টা করে।

মিলিশিয়ার যে পাহারাদার বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছিল সে তিনবার চিৎকার করে, 'থামো!' তিমোক মাটিতে উবু হয়ে পড়েছিল আর হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন সেই পাহারাদার হাঁটু মুড়ে বসে ও রাইফেল তাক করে। তার তৃতীয় বুলেটে তিমোক মারা যায়।

একমাত্র খুড়ী ছাড়া অনাত্মীয় এই ছেলেটির জন্যে শোক করার কেউ ছিল না। আর মেয়েদের কথা যদি বলতে হয়, যে-মেয়েদের তিমোক শিখিয়েছিল অকৃত্রিম ভালোবাসার শিল্প, তাদের শোক হয়ে থাকলেও তা ক্ষণস্থায়ী।

'ভালোবাসা রয় না নবীন, শরীর যে হয়ে চলে ক্ষীণ…' আর মেয়েদের চোখের জল সকালের রোদ্দুরে শিশিরের মতো।

আটত্রিশ

১৯৩০ সালে এই প্রথম কৃষিকাজে "মরা ঋতু" বলে আর কিছু থাকল না। আগেকার কালে লোকে যখন পুরনো ধরনে জীবন কাটাত তখন যে মাসের শুরু থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত এই দুটি মাসকে "মরা ঋতু" বলার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল। বীজ বোনার কাজ শেষ হবার পরে চাষীরা একটু একটু করে তৈরি হত খড় তৈরি করার জন্যে। বলদ ও ঘোড়াগুলো চারণভূমিতে ঘুরে বেড়াত আর শক্তি সঞ্চয় করত! কসাকরা তাদের উকনঠেলার জন্যে নতুন হাতল বানাত, গোরুর গাড়ি সারাই-মেরামতি করত, ফসল-কাটার যন্ত্রে জোড়া-তালি লাগাত। যে মাসে কেউ বড়ো একটা মাঠে চাষ করতে যেত না। ঘুমঘোরী স্তব্ধতায় গ্রামগুলো ডুবে থাকত। দুপুরবেলা নিষ্প্রাণ রাস্তাগুলোতে জনপ্রাণী দেখা যেত না। কসাকরা হয় বাইরে চলে যেত, কিংবা নিজেদের কুটিরে বা মাটির নিচের ঘরে বিশ্রাম নিত, কিংবা কুড়ুল নিয়ে অলসভাবে ঠোকাঠুকি করত। ঘুমচোখ মেয়েরা কোথাও না কোথাও নিজেদের জন্যে একটা ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজে নিত আর একে অপরের মাথায় উকুন বাছত। গ্রামগুলোতে বিরাজ করত শূন্যতা ও মন্থর স্তব্ধতা।

কিন্তু যৌথখামারের জীবন শুরু হবার একেবারে প্রথম বছরটিতেই গ্রেমিয়াচি লগে "মরা ঋতু" বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ফসলের শিষ অংকুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল আগাছা পরিষ্কার করার কাজ।

'আগাছা পরিষ্কার করার কাজটা আমরা করব তিনবার, যাতে যৌথখামারের ক্ষেতে একটি আগাছাও না থাকে।' সভায় ঘোষণা করল দাভিদভ।

ইয়াকভ লুকিচ অস্বোভনভ দারুণ খুশি। মানুষটি সে অস্থির প্রকৃতির, ছুটোছুটি করে কাজ করা তার স্বভাব, এ ধরনের কাজের পরিকল্পনা তার খুবই ভালো লাগে। সে অনুভব করতে চায় গোটা গ্রাম সচল হয়েছে আর উদগ্র কর্মব্যস্ততায় ভরে গিয়েছে। মনে মনে ভাবে, 'সোভিয়েতের ক্ষমতা অনেক উঁচু দিয়ে চলেছে, কেমনভাবে মাটিতে নেমে আসে সেটা দেখার বিষয়! কাজ

তো কত—আগাছা পরিষ্কার করা, পশুভর্ত জমিতে আবাদ, গবাদি পশুকে খাওয়ানো, যন্ত্রপাতির সারাই-মেরামতি। কিন্তু লোকে কি কাজ করবে? আগাছা পরিষ্কার করার কাজে মেয়েদের কি লাগানো যাবে? কখনো শোনা যায়নি। গোটা ডন প্রদেশে কেউ কখনো নিড়ান দিয়েছে এমন ব্যাপার ঘটেনি। কিন্তু না-দেওয়াটা ভুল হয়েছিল। নিড়ান দিলে আরো অনেক ভালো ফসল পাওয়া যেত। আমার নিজেরও উচিত ছিল নিড়ান দেওয়া, কী বোকাই ছিলাম। গোটা গ্রীষ্মকালটা আমার বাড়ির মেয়েদের হাতে কোনো কাজই থাকত না।' মনে মনে এই ভাবে আর আফসোস করে যে নিজের খামার নিয়ে যখন চাষ করত তখন কখনো মাঠের ফসলকে আগাছামুক্ত করার কথা ভাবেনি।

দাভিদভের সঙ্গে কথা বলার সময়ে সে বলে, 'কমরেড দাভিদভ, এবারে ফসল যা হবে—দুর্দান্ত। আগেকার কালে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। মাঠে বীজ ছড়িয়ে দিলেই মনে করা হত কাজ শেষ। যা-হোক কিছু ফসল গজিয়ে উঠবেই, তার জন্যে শুধু অপেক্ষা করা হত। ফসল গজাত ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে উঠত বুনো ঘাস, বুনো যই, কাঁটাগাছ, আরো কত রকমের বিশ্রী সব আগাছা। তারপরে গম তো মাড়াই করা হল, দেখে মনে হত ঠিকই আছে, কিন্তু ওজন করার পরে টের পাওয়া যেত প্রতি একরে পনেরো পুডেরও কম পাওয়া যাচ্ছে।'

সেই যেদিন গ্রেমিয়াচির লোকেরা বীজদানার জন্যে গোলাঘরে হামলা করেছিল, তারপরে দাভিদভ ঠিক করেছিল অস্ত্রোভনভকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরিয়ে দেবে। দাভিদভের মনে ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল, অস্ত্রোভনভকে যখন সে ভিড়ের মধ্যে গোলাঘরের কোণায় দেখতে পায় তখন বুড়োর মুখের ওপরে শুধু যে একটা হতবুদ্ধির ছাপ ছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে ছিল উল্লসিত প্রত্যাশার একটা চাপা হাসিও। দাভিদভের অন্তত তাই মনে হয়েছিল।

পরদিন ইয়াকভ লুকিচকে সে নিজের ঘরে ডেকে পাঠায় এবং অন্য সবাইকে ঘর থেকে বার করে দেয়। চাপা স্বরে কথা বলে দুজনে।

'গোলাঘরের কোণায় গতকাল তুমি কি করছিলে?'

'চেষ্টা করছিলাম লোকজনকে বোঝাতে, কমরেড দাভিদভ। চেষ্টা করছিলাম শত্রুদের শুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনতে, যাতে তারা বিনা অনুমতিতে যৌথ-খামারের শস্যদানা নিয়ে না যায়।' ইয়াকভ লুকিচ বিনা দ্বিধায় জবাব দেয়।

'তাহলে মেয়েদের বেলায় কী বল? মেয়েদের কেন বলেছিলে যে গোলাঘরের চাবি আমার কাছে আছে?'

'আমি? ঈশ্বরের দিব্যি, আমি বলিনি! কারও কাছে কি বলেছি? এ-ধরনের কথা কারও কাছে নয়।'

'মেয়েরাই আমাকে বলেছে যখন ওরা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'মিথ্যে কথা! আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, মিথ্যে কথা! ওরা বানিয়ে বলেছে আমাকে খাড়া করে নিজেদের বাঁচাবার জন্তে।'

ফলে দাভিদভের প্রতিজ্ঞা টলে ওঠে। আর অল্পকালের মধ্যেই নিশান দেবার প্রস্তুতিতে ইয়াকভ লুকিচ এত বেশি তৎপর হয়ে ওঠে, মাহুষজনের খাওয়াদাওয়ার জন্তে এমন বন্দোবস্ত করে, পরিচালনা-কর্তৃপক্ষের কাছে এত বেশি দরকারী পরিকল্পনা ও মতামত প্রবল ধারায় উপস্থিত করতে থাকে যে মাহুষটার উদ্যোগ ও উদ্দীপনার কাছে দাভিদভ পুনরায় নতি স্বীকার করল।

ইয়াকভ লুকিচ প্রস্তাব দিয়েছে যে বিভিন্ন টীমের খেতির এলাকার মধ্যে নতুন নতুন পুকুর তৈরি করা হোক। সে এমনকি গিরিখাতের কয়েকটি জায়গাও দাগ দিয়ে দেখিয়েছে যেখানে বসন্তকালের বন্যার জল সবচেয়ে সহজে আটক করা যেতে পারে। তার পরিকল্পনাটা এই রকম—পুকুরগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে কোনো টীমের পশুকেই জল খাবার জন্তে আধ-কিলোমিটারের বেশি যেতে না হয়। দাভিদভকে এবং পরিচালনা-বোর্ডের অন্ত সদস্যদের স্বীকার করতে হল যে অস্ত্রোভনভের প্রস্তাবটি খুবই মূল্যবান। কেননা, পুরনো পুকুরগুলো যখন তৈরি হয়েছিল তখন যৌথখামারের প্রয়োজন বিবেচনা করার কোনো প্রশ্ন ছিল না। স্তেপের ওপরে সেগুলো এমনভাবে ছড়ানো-ছিটনো রয়েছে যে পশুদের জল খাওয়াতে হলে টীমের শিবির থেকে তিন-চার কিলোমিটার তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। জল খাবার জায়গায় গিয়ে ফিরে আসতে ক্লান্ত বলদগুলোর সময় লেগে যায় প্রায় দু-ঘণ্টা। অথচ এই সময়টুকু কাজে লাগালে অনেক সীমানিতেই হাল চালানো যেত বা মই দেওয়া যেত। নতুন নতুন পুকুর তৈরি করার পরিকল্পনায় পরিচালনা-কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেল। মাঠের কাজ সে-সময়ে ঢিলে ছিল, তারই সুযোগ নিয়ে ইয়াকভ লুকিচ দাভিদভের অনুমতি নিয়ে গাছ কাটার জোড়জোড় করতে লাগল। বাঁধ তৈরি করার জন্তে কাঠ চাই।

এখানেই শেষ নয়। ইয়াকভ লুকিচ প্রস্তাব দিয়েছে যে ছোট একটি ইটের ভাটি তৈরি করা হোক। ইটের ভাটি তৈরি করাটা আর্থিক দিক থেকে লাভজনক

হবে কিনা এই নিয়ে লাভের কারবারী আরকাশ্‌কা প্রশ্ন তুলেছিল। ইয়াকভ-লুকিচ সহজেই প্রমাণ করতে পেরেছে যে নিজেদের গোয়ালঘর ও আস্তাবল তৈরি করার জন্যে প্রয়োজনীয় ইঁট নিজেরা পুড়িয়ে নেওয়াটাই অনেক বেশি লাভজনক। নইলে সেই ইঁট গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসতে হয় আটাশ কিলোমিটার দূরের জেলা-শহর থেকে—তাও প্রতি শত চার রুবল পঞ্চাশ কোপেক দরে। আবার এই একই ইয়াকভ লুকিচ তৃতীয় টীমের চাষীদের বলেকয়ে এই কাজটি করতে রাজী করিয়েছে যে দুরনয় গিরিখাতটি তারা বুজিয়ে দেবে। এই গিরিখাতের জন্যে বছরের পর বছর গ্রামের কাছাকাছি যে উর্বর জমিটি ভেসে যায় সেখানে জোয়ার ফলে এবং আশ্চর্য বড়ো ও সুমিষ্ট তরমুজ জন্মায়। তার নির্দেশে সেই গিরিখাতের আড়াআড়ি খুঁটি পোঁতা হয়েছে, তারই মধ্যে মধ্যে ডাঁই করা হয়েছে ঝোপঝাড় গোবর ও পাথর, ভাঙতে-থাকা ঢালু জমিতে সারি দিয়ে বসানো হয়েছে পপ্‌লার ও উইলো গাছের চারা—যাতে এই সমস্ত গাছের শেকড় আলগা মাটিকে এঁটে ধরে ও নড়তে না দেয়। এমনিভাবে ক্ষয় থেকে বাঁচানো হয়েছে বেশ বড়ো আয়তনের একখণ্ড জমি।

এই সমস্ত কিছু ব্যবস্থায় মোট ফল দাঁড়িয়েছে এই যে যৌথখামারে ইয়াকভ লুকিচের বিচলিত মর্যাদা আবার জোর পেয়েছে। দাভিদভ দৃঢ়তার সঙ্গে মনস্থির করেছে যে ম্যানেজারকে আর ছাঁটাই করা হবে না এবং ম্যানেজারের অফুরন্ত উদ্যোগকে সমস্ত প্রকারে সমর্থন করে চলবে। ইয়াকভ লুকিচের প্রতি এমনকি নাগুলনভের মনেও খানিকটা নরম ভাব এসে গেল।

পার্টির একটি গ্রুপ-মিটিঙে সে বলল, 'ভাবনাচিন্তার দিক থেকে আমাদের সঙ্গে ওর হয়তো মিল নেই, কিন্তু চাষী হিসেবে ও খুবই বুদ্ধিমান। ওর মতো জ্ঞান আছে এমনি একজনকে যতোদিন-না আমাদের মধ্যে থেকে গড়ে তুলতে পারি ততোদিন অস্ত্রোভনভকেই আমরা ম্যানেজার হিসেবে রেখে দেব। আমাদের পার্টির মন বিশাল। তার মধ্যে আছে লক্ষ-লক্ষ মন, তাই সেটি এত ধারালো। কখনো কখনো দেখা যায়, অতি হারামজাদা এমন এক ইঞ্জিনিয়ারকে পাওয়া যাচ্ছে যে ভেতরে-ভেতরে আমাদের ঘৃণা করে, তার মনোভাবের জন্যে অনেক আগেই তাকে দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা উচিত ছিল, কিন্তু পার্টি তা করে না, বরং তাকে কাজ দেয় আর বলে, 'তুমি পণ্ডিত লোক, এই নাও টাকা, যতো পার নাও, ঠেসে ঠেসে নাও, তোমার বৌ যতো জোড়া সিল্কের মোজা চায় তাকে কিনে দাও, কিন্তু তোমার মস্তিষ্কের চাকাগুলোকে একটু ঘুরিও, বিশ্ব-বিপ্লবের

খাটিয়ে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মটি করে দিও।' করে সে দেয়। যদিও ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকে তার সেই পুরনো জীবনের দিকে, তবুও সে করে। ওকে গুলি করলে তোমার কতটুকু লাভ হত? একজোড়া পুরনো পাৎলুন আর হয়তো একটা মোহর লাগানো ঘড়ি—বাস্, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু ওকে যদি গুলি না করো তাহলে ওর কাছ থেকে এমন ভালো কাজ পাবে যার দাম বহু হাজার। আমাদের অস্ত্রোভনভের বেলাতেও একই কথা। গিরিখাত বোজাতে চায়, বোজাক। নতুন পুকুর খুঁড়তে চায়, খুঁড়ুক। এতে সুবিধে হচ্ছে সোভিয়েত ক্ষমতার, আর আওয়াজ হচ্ছে বিশ্ব-বিপ্লব!'

ইয়াকভ লুকিচের জীবনে আবার কিছুটা ভারসাম্য এসেছে। সে বুঝতে পেরেছে, যে-সব শক্তি পোলোভৎসেভের পেছনে দাঁড়িয়েছিল এবং একটা অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল তা এবারে ব্যর্থ হয়েছে। তার এই দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে এখন আর কোনো অভ্যুত্থান আদৌ হবে না। কেননা অপরিহার্য সময়টি পার হয়ে গিয়েছে, এখন মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এমনকি সেইসমস্ত কসাকদের মধ্যেও যারা ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। 'মনে হচ্ছে পোলোভৎসেভ ও লাতিয়েভস্কি সীমান্ত পার হয়ে পালিয়েছে,' ইয়াকভ লুকিচ ভাবল। সোভিয়েত ক্ষমতাকে উৎখাত করার আর কোনো সুযোগই পাওয়া গেল না, এজন্যে মনের মধ্যে আফসোসের তীব্র একটা যন্ত্রণা ছিল—কিন্তু তারই সঙ্গে মিশে ছিল স্বস্তিকর আনন্দ ও সন্তোষ এখন আর এমন কিছু নেই যার দ্বারা ইয়াকভ লুকিচের মঙ্গল বিঘ্নিত হতে পারে। এখন আর স্থানীয় মিলিশিয়ার লোককে গ্রেমিয়াচি লগে আসতে দেখলে সে আতঙ্কের তাড়নায় ধড়ফড় বোধ করে না। অথচ কিছুকাল আগেও মিলিশিয়ার লোকের কালো ওভারকোটের আভাসমাত্র দেখলেও সে আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করত।

অস্ত্রোভনভের বুড়ী মা তাকে একা পেলেই জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ রে, এই পাপী সরকার কবে শেষ হবে? আর কতদিন? আমাদের সরকার কবে শুরু হচ্ছে?'

আচমকা এই প্রশ্নে ইয়াকভ লুকিচ খুবই বিরক্ত হয় এবং বিরসভাবে জবাব দেয়, 'আচ্ছা মা, কোন্ সরকার থাকছে তাতে তোমার আর কিছু যায়-আসে কি?'

'কেন যাবে-আসবে না শুনি? ওরা গির্জে বন্ধ করে দিয়েছে।'

'মা, তোমার তো বয়েস হয়েছে, তোমার এখন উচিত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা। এসব জাগতিক ব্যাপারে তুমি আর নাক গলিও না। একটা জিনিস

ধরলে তুমি তাই নিয়েই বড্ডো বেশি লেগে থাকো মা।'

'সেই অফিসাররা গেল কোথায়? সেই নচ্ছার একচোখো তামাকখেকো লোকটা—সে-ই বা কোথায় পালাল? আর সেই সঙ্গে তুইও! তুই না একদিন আমার আশীর্বাদ চেয়েছিলি, কিন্তু এখন সেই সরকারেরই সেবা করছিস!' বুড়ীর মুখে সেই এক কথা। বুড়ী এখনো বুঝতে পারে না কেন তার ছেলে ইয়াশ্‌কা এখন আর "এই সরকারকে বদলাতে" রাজী নয়।

'মা, তোমার কথা শুনে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। বোকার মতো তোমার এই সমস্ত বকবকানি বন্ধ করো! এসব কথা কেন আবার তুমি মুখে আনছ? কোন্‌দিন মুখ ফসকে বাইরের লোকের সামনে বলে ফেলবে! তাহলে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে, মা। তুমি তো নিজেই বলো, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। জীবনটা যেমন পাচ্ছ তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো। তোমার নাকের দুটি ফুটো তো ঠিকই আছে, তাই দিয়ে নিশ্বাস টেনে নাও, আর চুপ করে থাকো। এমন অবস্থায় তুমি কখনো পড়বে না যে তোমার খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বেশি আর কী চাও তুমি?'

মায়ের সঙ্গে এমনি কথাবার্তার পরে ইয়াকভ সুকিচ অলিন্দ থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়, যেন ফুটন্ত জলে তার গা ঝলসে গিয়েছে। তারপরে বহুক্ষণ নিজেকে আর শান্ত করতে পারে না, সেমিয়ন ও বাড়ির মেয়েদের ওপরে আরো কঠোরভাবে হুকুম জারি করে:

'ওই বুড়ীর ওপরে চোখ রেখো! ওই বুড়ীর জন্যেই আমি মারা পড়ব, ওই বুড়ীর জন্যেই! অপরিচিত কোনো লোক যদি দোরগোড়ায় আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঘরের মধ্যে পুরে তালাবন্ধ করে রেখো।'

তখন তারা বুড়ীকে সারাদিন সারা-রাত্তির তালাবন্ধ করে রাখতে শুরু করে। কিন্তু রবিবার ছেড়ে দেয়, যেখানে খুশি তাকে যেতে দেয়। বুড়ী গিয়ে হাজির হয় তার বয়সী অন্যান্য জরাগ্রস্ত বুড়ীর কাছে। তাদের কাছে নালিশ জানায়:

'হায় গো, ভালো মানুষের মেয়েরা, আমার আপন জনেরা! তোমাদের আর কি বলব, আমার ইয়াকভ আর তার বৌ, ওরা কিনা আমাকেই তালাবন্ধ করে রাখে। ওরা আমাকে খেতে দেয় শুধু উপোসের দিনের খুদকুঁড়ো—আর কিছু না। চোখের জলে ভিজিয়ে তাই আমি খাই। আগে যখন উপোসের দিন আসত তখন সেই অফিসাররা থাকত আমাদের সঙ্গে। ইয়াকভের ওপরওলা আর তার বন্ধু। তখন আমাকে খেতে দেওয়া হত কপির ঝোল আর কলের

অচল। কিন্তু এখন ওরা আমাকে কী কষ্টটাই না দেয়, কী কষ্টটাই না দেয়! ওরা কিনা আমারই ছেলের বৌ আর আমারই ছেলে! কোথায় যাব গো এ কী হাল হল গো আমার! আমার নিজের ছেলেই কিনা আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে! কেন যে করে তা আমি নিজেই জানি না। আগে আমার কাছে আসত আর এই পাপী সরকারকে উৎখাত করার জন্যে আমার আশীর্বাদ চাইত। কিন্তু এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথাও আমি বলতে পারি না। যদি বলি আমাকে ও গালিগালাজ করে ও শাপ দেয়।'

যাই হোক, ইয়াকভ লুকিচের যে শান্ত জীবনে মেঘ জমত একমাত্র তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে, সেই জীবনে অল্প কিছুকাল পরেই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক অবসান ঘটে গেল।

উনচল্লিশ

লুশ্‌কা নাগুলনভা এখন এক বিবাহবিচ্ছেদ-হওয়া স্ত্রী ও আমোদ-আহ্লাদে গা-ভাসানো ফূর্তি-আসক্ত যুবতী নারী। বীজবপনের সময়ে সে ক্ষেতের কাজ শুরু করেছে। তাকে বরাদ্দ করা হয়েছে তৃতীয় টীমে। এই টীমের কুঁড়েতেই সানন্দে ডেরা বেঁধেছে সে। দিনের বেলা সে আফানাসি ক্রাস্নোকুতভের বলদ চালায়। আর রাত্রিবেলা, যে ছোট লাল কুঁড়েতে সে থাকে, তাকে ঘিরে টুংটাং করে ওঠে বালালাইকা, নিচু সুরে ঝনঝনিয়ে ওঠে অ্যাকর্ডিয়নের চাপা ফিসফিসানি ও দীর্ঘশ্বাস, সকাল না হওয়া পর্যন্ত ছোকরা-ছুকরীরা নাচে ও গান গায়। আর লুশ্‌কা হচ্ছে এই উদ্বেল আনন্দ-উৎসবের প্রাণ ও আশা।

লুশ্‌কার কাছে এই জগৎ সবসময়েই উজ্জ্বল ও সরল। তার চিন্তাহীন মুখের ওপরে কখনো উদ্বেগ বা আতঙ্কের একটি রেখাও পড়ে না। জীবনকে সে গ্রহণ করে যেমনটি পাওয়া যায় তেমনিভাবে। তার স্নেহাতুর চোখদুটো সবসময়েই কি-এক আকাঙ্ক্ষায় উত্তোলিত হতে থাকে, যেন আশা করছে যে-কোনো সময়ে নতুন কোনো আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে। বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মাকার নাগুলনভের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছে। তিমোফেই দামাস্কভ চলে গিয়েছে অনেক দূরের কোনো এক জায়গায়। কিন্তু লুশ্‌কা কি সেই পাত্রী যে হারিয়ে-যাওয়া প্রণয়ীর জন্যে শোক করতে বসবে?

আগাফন দুব্‌ৎসোভ একবার লুশ্‌কাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাকে চূড়ান্ত হার স্বীকার করতে হয়েছে।

'আমি আমার কাজ ঠিকই করে যাই, তারপরে যদি আমি নাচি আর ফূর্তি করি সেটা বন্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই। আগাফন কাকা, মিথ্যে মেজাজ খারাপ করছ, তার চেয়ে বরং কোট চাপা দিয়ে ঘুমোও গিয়ে। আর আমাদের দেখে যদি তোমার ঈর্ষা হয়ে থাকে আর নিজেকে একটু উসকিয়ে তোলার ইচ্ছে—তাহলে চলে এসো! বসন্তের দাগওলা মানুষকেও আমরা দলে নিই। শোনা যায় ভালোবাসার ব্যাপারে দাগীরা নাকি একেবারে গরম মাল!'

হাসতে হাসতে আগাফনকে ঠাট্টা করে বলে উঠল লুশকা।

আর গ্রামে পৌঁছেই দাভিদভের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাল আগাফন।

'কমরেড দাভিদভ, তোমার কাজের ধরনটা বড়োই অদ্ভুত দেখছি!' কাঁদোর সুরে বলল সে, 'লুবিশকিনের ঘাড়ে ঠেলে দিয়েছ শ্‌চুকারদাদুকে আর আমার ঘাড়ে লুশকা নাগুলনভাকে। আমাদের ওপরে এই লোকগুলোকে চাপিয়ে দিয়েছ কী জন্যে? একদিন শুধু রাত্তিরবেলা এসে তুমি দেখে যেও শিবিরে কী ঘটছে। আমার দলের ছেলেদের পাগল করে তুলেছে লুশকা, সকলের দিকেই ওর সোহাগভরা চাউনি। আর কী নাচটাই ওরা নাচে সারা রাত্তির ধরে, ওদের পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে থাকে। আর যে-ভাবে ওরা পা দাপায় তাতে ওদের পায়ের ওপরে কতখানি যে ধকল পড়ে সেই ভেবে সত্যিই কষ্ট হয়। দাপিয়ে দাপিয়ে মাটি একেবারে সমান করে দিয়েছে মাড়াইঘরের মেঝের মতো! তারা ভুলে যায় তখনো আমাদের শিবিরে এক হৈ-হল্লা যেন মেলা বসেছে। সারা রাত্তির যারা দাপাদাপি করে তারা কি আর দিনের বেলা কাজের লোক থাকতে পারে? হাঁটতে হাঁটতেই ঘুমিয়ে পড়ে। কমরেড দাভিদভ, হয় লুশকাকে আমার দল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে তাকে বলো ঘরের বৌয়ের মতো যেন তার চালচলন হয়।'

'আমাকে তুমি কী ভেবেছ বলো তো?' দাভিদভ ফুঁসে উঠল, 'আমি কে? ওর শিক্ষক? দূর হও এখান থেকে, শয়তানের মায়ের কাছে যাও! যত সব নোংরা ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে আসা হচ্ছে! তুমি কি ভাবো, আমি ওকে সভ্যতা-ভব্যতা শেখাতে যাব? ও যদি খারাপ কাজ করে, হটিয়ে দাও ওকে দল থেকে, যথার্থই তাই! আর এই হচ্ছে তোমাদের স্বভাব—কোথাও সামান্য একটু গণ্ডগোল হয়ে গেল তো ছুটতে ছুটতে আপিসে এসে হাজির হওয়া—এর কোনো অর্থ হয়? 'কমরেড দাভিদভ, হাল ভেঙে গিয়েছে!' 'কমরেড দাভিদভ, ঘোড়ার অসুখ করেছে।' আর এখন কিনা এসেছ এই বলতে যে একটা মেয়েমানুষ তার পুচ্ছ তুলে ধরেছে, আর তোমার কথা যদি শুনতে হয়, আমাকে নাকি গিয়ে ওকে শেখাতে হবে যে এটা করা উচিত নয়। চুলোয় যাও! হাল সারাবার দরকার যদি হয় তো যেতে হবে কামারের কাছে! ঘোড়ার যদি অসুখ করে থাকে তো যেতে হবে ঘোড়ার ডাক্তারের কাছে! কবে যে তোমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে শিখবে? দড়ি লাগিয়ে আর কত-দিন যে তোমাদের

পথ দেখিয়ে চলতে হবে আমাকে? যাও এখান থেকে।'

দাভিদভের ব্যবহারে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে আগাফন চলে গেল। আর আগাফন চলে যেতেই দাভিদভ করল কি, সোঁ সোঁ করে টান দিয়ে পর-পর দুটো সিগারেট শেষ করে ফেলল, ঠাস্ করে সজোরে দরজা বন্ধ করল, আর তারপরে তালা লাগিয়ে দিল।

দুব্‌ৎসোভের কাহিনী দাভিদভকে উদ্বিগ্ন করেছে। সে যে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি আর হুংকার দিয়ে উঠেছে তা এজন্যে নয় যে দলের নেতারা নিজেদের কাজে অনভ্যস্ত হওয়ার দরুন পরিচালনাগত প্রতিটি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও তার পরামর্শের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে তাকে প্রকৃতই ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে, তার আসল কারণ, দুব্‌ৎসোভের ভাষায়, "সকলের দিকেই লুশ্‌কা সোহাগভরা চাউনি" দিচ্ছে।

সেই যেদিন আপিসের কাছে লুশ্‌কার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায় তখন হালকা মেজাজে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল, আধ-বোজা চোখের পাতার নিচে বিস্ফুরিত হাসি নিয়ে লুশ্‌কা তাকে বলেছিল "নজর এড়িয়ে গিয়ে থেকে গিয়েছে" এমন একটা স্বামী খুঁজে দিতে, তারপরে জানিয়েছিল দাভিদভের বৌ হতেও সে রাজী—তারপর থেকে নিজের অজান্তেই লুশ্‌কা সম্পর্কে দাভিদভের মনোভাব বদলে গিয়েছে। হালে প্রায়ই নিজের কাছে ধরা পড়ে যায় যে তার চিন্তা জুড়ে রয়েছে এই তুচ্ছ অন্তঃসারশূন্য যুবতী স্ত্রীলোকটি। আগে সে ওর সঙ্গে ব্যবহার করেছে বিদ্বেষপূর্ণ করুণা ও উপেক্ষার মনোভাব নিয়ে। কিন্তু এখন তার মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই দুব্‌ৎসোভ যখন লুশ্‌কা সম্পর্কে অবাস্তব একটা অভিযোগ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হল, সেটা দাভিদভের কাছে হয়ে উঠেছে তার অস্থিরতাকে প্রকাশ করার সম্পূর্ণ বাহ্যিক একটা উপলক্ষ মাত্র।

স্পষ্টত কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও রাত্রিবেলা প্রায়ই সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, ধূমপান করে, নিশাচর পাপিয়ার চমক-দেওয়া শিস শুনতে শুনতে পাগলের মতো কপাল ঘষে, প্রচণ্ড রাগ নিয়ে সশব্দে জানলা বন্ধ করে দেয়, সুতোর কম্বলের নিচে মাথা ডুবিয়ে রাখে, সকাল পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় চোখের পাতা না বুজিয়ে, উল্‌কি-কাটা চওড়া বুকটা সজোরে বালিশের ওপরে চেপে রেখে।

আর ১৯৩০ সালের এই উচ্ছল ও উদ্দাম বসন্ত সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাগানে-বাগানে আর পপ্‌লারের কোণে-কোণে বহু সংখ্যক পাপিয়া। তারা যে শুধু আকাশ-কাঁপানো সুর তুলে রাত্রির মৌন শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলছে তাই নয়,

এমনকি দিনের বেলাও নিজেদের সংবত রাখতে পারছে না। পাপিয়াদের প্রণয়-ক্রীড়ার পক্ষে বসন্তকালের সংক্ষিপ্ত রাত যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। 'জবর শিকটে চালিয়ে যাচ্ছে শয়তানগুলো!' ভোরবেলা ফিসফিস করে দাভিদত বলে।

বপনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত লুশ্‌কা নাগুলনভা ছিল তার দলের সঙ্গে। কিন্তু সারি দেওয়া ফসলের কাজ শেষ হতেই তার দল যখন মাঠ ছেড়ে চলে এল, সে এল দাভিদভের সঙ্গে দেখা করতে।

দাভিদভ তখন রাতের খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে 'প্রাভ্‌দা' পড়ছে। কে যেন সদর দরজাটা ঠেলে খুলল, ক্ষীণ শব্দ হল ইঁদুরের কিঁচ-কিঁচ করার মতো, তারপরে শোনা গেল নরম মেয়েলি গলার স্বর: 'আসতে পারি?'

'এসো।'

লাফিয়ে উঠে পড়ল দাভিদভ, তাড়াহুড়ো করে জ্যাকেটটা পরে নিল।

ভেতরে ঢুকে লুশ্‌কা নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার গায়ের কালো শাল রোদে-বাতাসে তামাটে হয়ে যাওয়া তার মুখটাকে একটু বুড়োটে করে তুলেছে। তার গালে ঘন হয়ে ছড়ানো ছিল যে ছিটছিট ছুলি, সূর্যের তাপে সেগুলো এখন আরো প্রকট। কিন্তু শালের ঘেরাটোপের মধ্যে তার চোখদুটো হাসছে এবং আরো অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করছে।

'দেখতে এলাম কেমন চলছে তোমাদের।'

'এসো, বোসো।'

লুশ্‌কাকে দেখে দাভিদভ অবাক হয়েছে, খুশিও। একটা টুল টেনে দিল ওর বসার জন্যে। জ্যাকেটের বোতাম আটকাল, বিছানার ওপরে বসল।

কিছু একটা শোনার আশায় দাভিদভ চুপ করে রইল, মনে মনে বিহ্বলতা ও অস্বস্তি বোধ করছে। লুশ্‌কা স্বচ্ছন্দে হেঁটে এল টেবিল পর্যন্ত, অগোচর নিপুণ হাতে স্কার্টটাকে উলটোদিকে একটা ভাঁজ দিল (যাতে কুঁচকে না যায়), তারপরে বসল।

'যৌথখামারের সভাপতি মশাই, দিন কাটছে কেমন?'

'মন্দ নয়, কেটে যাচ্ছে।'

'একা লাগে না?'

'একা লাগার সময় কই, আর একা লাগবেই বা কেন।'

'আমি ছিলাম না বলে একা লাগেনি?'

দাভিদভ, যার সবসময়ে এতখানি আত্মবিশ্বাস, সেই মানুষটিও লজ্জায় একটু

লাল হয়ে উঠল, আর ভুরু কুঁচকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে লুশকাও ভালোবাছবির একটা ভাব মুখের ওপরে ফুটিয়ে তুলে চোখ নামিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে কেঁপে কেঁপে উঠছে অদম্য একটা হাসি।

'কী যে সব অদ্ভুত কথা বলো তুমি!' কেমন এলোমেলো একটা জবাব দিল সে।

'এতটুকুও একা লাগেনি?'

'না, একেবারে নয়। তুমি কি কোনো দরকারে আমার কাছে এসেছ?'

'হ্যাঁ, কাগজের খবর কি? বিশ্ব-বিপ্লব সম্পর্কে কি বলছে সবাই?' দুই কনুইয়ের ওপরে ভর রেখে লুশ্‌কা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার মুখের চেহারা এখন গুরুগম্ভীর—যে বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে তার উপযোগী।

'কত রকমের কথাই তো বলছে। তুমি কি-জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?' দাভিদভ নিজের ঠাট বজায় রাখতে চাইছে।

বাড়িউলী সম্ভবত ওদের কথাবার্তা শুনছে। দাভিদভের মনে হল তার অবস্থা যেন তপ্ত ইটের ওপরে বেড়ালের মতো। একটা অসম্ভব ও অচিন্তনীয় পরিস্থিতিতে পড়েছে সে। বাড়িউলী কালই সারা গ্রেমিয়াচিতে রটিয়ে বেড়াবে যে মাকারের প্রাক্তন বৌ তার ভাড়াটের ঘরে রাত্তিরবেলা হাজির হচ্ছে। বাস্, তারপরে আর দেখতে হবে না, এতকাল দাভিদভের যে অকলঙ্ক খ্যাতি ছিল, তা শেষ। গাঁয়ের মেয়েরা তো এ-ধরনের গালগল্প শোনার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যগ্র, তারপরে শুরু হয়ে যাবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বা কুয়োর চারধারে তাদের অবিশ্রান্ত কলকলানি। যৌথখামারীরা তাকে দেখে অর্থপূর্ণভাবে মুচকি হাসবে। রাজমিয়োৎনভের বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য শোনা যাবে একজন কমরেড সম্পর্কে যে লুশকার জালে ধরা পড়েছে। তারপরে ব্যাপারটা হয়তো গড়াবে জেলা পর্যন্ত, জেলা কৃষি ইউনিয়ন পর্যন্ত। তার পরের ধাপেই শুরু হবে তদন্ত, আর তারা বলবে, 'সারাক্ষণ যার ঘরে মেয়েরা এসে হাজির হচ্ছে সে যে বপনের কাজ দশ তারিখের আগে শেষ করতে পারবে না তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বপনের চেয়ে প্রণয় করার দিকেই ওর বেশি ব্যস্ততা।' এখন বোঝা যাচ্ছে পঁচিশ হাজারী-দের জেলায় জেলায় পাঠাবার সময়ে আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারি যে এই কথা-গুলো বলেছিলেন তা অকারণে নয়: 'বিপ্লবের অগ্রবাহিনী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী—এই শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব গ্রামগুলোতে বজায় রাখতে হবে উচ্চতম স্তরে। কমরেডগণ, আপনারা ঠিকমতো আচরণ করে চলবেন, যতোখানি সম্ভব সতর্ক হবেন এ-বিষয়ে।

শুধু বড়ো বড়ো ব্যাপারে নয়, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো বিষয়েও আপনাদের সজাগ থাকতে হবে। গ্রামে গিয়ে এক কোপেক খরচ করলেই হয়তো এক-গেলাস মদ খেতে পারবেন, কিন্তু তার দরুন যে-গালগল্প ছড়াবে তার দাম দিতে হবে একশো রাজনৈতিক রুবল দিয়ে।'

তার সঙ্গে লুশ্‌কার দেখা করতে আসা এবং লুশ্‌কার সঙ্গে তার এই বিপজ্জনক কথাবার্তা—এসবের ফল কী হতে পারে তা ভেবে আচমকা দাভিদভের কপালে ঘাম দেখা দিল। ভুল-বোঝাবুঝির বিষম এক আশংকার মধ্যে পড়তে হয়েছে তাকে। কিন্তু লুশ্‌কা তেমনি বসে আছে, দাভিদভকে যে কী যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। উত্তেজনায় গলার স্বর ভেঙে গেল দাভিদভের, কড়া করে আবার বলল, 'কি চাও তুমি? বলে ফেল, তারপরে চলে যাও। তোমার সঙ্গে এমনি-এমনি সময় নষ্ট করব, অত সময় আমার নেই। যথার্থই তাই।'

'তুমি সেদিন আমাকে কী বলেছিলে মনে আছে? মাকারের কাছে আমি চাইতে যাইনি, কিন্তু আমি তো জানি সে এর বিরোধী।'

দাভিদভ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আর হাত নাড়ছে।

'আমি এখন ব্যস্ত আছি! এখন নয়। পরে!'

এই মুহূর্তে দাভিদভের ইচ্ছে হচ্ছে লুশ্‌কাকে শান্ত করার জন্যে ওর হাসিভরা মুখের ওপরে হাত চেপে ধরে।

লুশ্‌কার বুঝতে বাকি রইল না, ঘৃণার সঙ্গে ভুরু কপালে তুলে বলল, 'হুঁ: ! এই হচ্ছ তুমি! আর তুমি কিনা নিজেকে বলো…যাক গিয়ে, আমাকে তোমার একটা কাগজ দাও, এমন একটা কাগজ যাতে পড়ার মতো লেখা আছে। এ জন্যেই আমি এসেছিলাম। তোমাকে খুবই বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে কোরো না!'

লুশ্‌কা চলে গেল আর দাভিদভ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই দেখা গেল মাথার চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে সে টেবিলের সামনে বসে আছে আর ভাবছে, 'আমি একটা হতভাগা নিরেট বোকা! এ-ব্যাপারে কে কী বলল তা নিয়ে মরতে আমি কেন মাথা ঘামাতে যাই—আমার কী! কোনো একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারে না নাকি! আর আমিই বা কোন্ সাধুমহারাজ, নাকি আর কিছু? তাছাড়া, দরকারটা কার—তাই শুনি? ওকে আমার ভালো লাগে, কাজেই ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি কিছুক্ষণ কাটাতে

পারি। শুধু দেখতে হবে, কাজের ক্ষতি হচ্ছে কিনা। কাজের ক্ষতি যদি না হয় তবে আর কথা কী! ও আর আমার কাছে আসবে না—যথার্থই তাই! ওর সঙ্গে আমি ইতরের মতো ব্যবহার করেছি। আর আর আমি যে খানিকটা ভয়ও পেয়েছিলাম সেটা ও লক্ষ করেছে। লক্ষ্মীছাড়া আমি, সব মিলিয়ে কী গণ্ডগোলই না পাকিয়ে তুলেছি!'

দাভিদভের ভয় অমূলক। লুশ্‌কা সেই জাতের মানুষ নয় যারা সহজেই তাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করে। আর লুশ্‌কার মতো পরিকল্পনা আছে তার একটি হচ্ছে দাভিদভকে জয় করা। আর যাই হোক না কেন, গ্রেমিয়াচি গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গে সারাজীবনের মতো নিজেকে বেঁধে ফেলায় কোনো ইচ্ছে তার নেই। কেনই বা থাকবে? বুড়ো বয়সে চুল্লীর ধারে শুকিয়ে মরতে? না, স্তেপভূমিতে বলদ আর চষাজমির মধ্যে নিজের সৌন্দর্য নষ্ট করতে? আর দাভিদভ মানুষটা চমৎকার, কি চ্যাটালো কাঁধ, কি সুন্দর স্বভাব। মাকারের মতো একেবারেই নয়—মাকার তো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে তার কাজ নিয়ে আর বিশ্ব-বিপ্লবের জন্তে দিন গুণে। অন্তদিকে তিমোফেইয়ের মতোও নয়। একটা মাত্র সামান্ত খুঁত আছে দাভিদভের—তার ভাঙা দাঁত। একেবারে সামনের দাঁতটাই ভাঙা, যেটা সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে। কিন্তু লুশ্‌কা তার মনের মানুষের চেহারায় এই সামান্ত ক্রটিটুকু মেনে নিয়েছে। তার ছোট জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতায় এটুকু শিক্ষা তার হয়েছে যে পুরুষমানুষের দাম যাচাই করার সময়ে দাঁত খুব একটা জরুরী বিষয় নয়।

পরদিন সন্ধে হতেই লুশ্‌কা আবার এসে হাজির। আজ সে পরে এসেছে তার সেরা পোশাক, যা চিত্তে আরো বেশি দোলা দেয়। আসার উপলক্ষ সেই খবরের কাগজ।

'তোমার কাগজ ফেরৎ এনেছি। আরো কিছু কাগজ দেবে আমাকে? আর তোমার কাছে যদি বই থেকে থাকে—তাও। আমি চাই ভালোবাসা নিয়ে লেখা কোনো বই—যা মন কেড়ে নেয়।'

'কাগজ তুমি নিতে পারো। কিন্তু এখানে কোনো বই নেই। এটা একটা লাইব্রেরি নয়।'

বলার অপেক্ষা না করেই লুশ্‌কা বসে পড়ল, তারপরে গুরুগম্ভীরভাবে বলতে শুরু করল তৃতীয় টীমের বীজবোনা সম্পর্কে এবং গ্রেমিয়াচি লগে সম্প্রতি সংগঠিত ডেয়ারি ফার্মের কাজকর্মে ঘাটতি সম্পর্কে। অভিনয় নয়, নির্ভেজাল

সরলতার সঙ্গে লুশ্‌কা নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে দাভিদভের জগতের সঙ্গে, যে-সব আগ্রহ নিয়ে দাভিদভ বেঁচে আছে বলে তার ধারণা সেইসব আগ্রহের চক্রের সঙ্গে।

গোড়ার দিকে দাভিদভের সন্দেহ ছিল, কিন্তু বিষয়টি এমন যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভেসে গেল। তখন দাভিদভ বলতে শুরু করল ডেয়ারি ফার্ম সম্পর্কে তার পরিকল্পনার কথা এবং প্রসঙ্গক্রমে বলে গেল বিদেশে অবলম্বিত দুগ্ধজাত সামগ্রী প্রক্রিয়ণের সর্বশেষ পদ্ধতির কথা। সবশেষে বলল নিজের কিছু আশা-ভঙ্গের কথা।

'টন টন টাকা চাই আমাদের। প্রচুর দুধ দেয় এমন গাই থেকে জন্মানো কয়েকটি বাছুর আমাদের কিনতে হবে। আমাদের চাই কয়েকটি ভালো জাতের ষাঁড়। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলো করে ফেলতে হবে। ডেয়ারি ফার্ম যদি ঠিকমতো দাঁড় করানো যায় তাহলে তা থেকে বিরাট লাভ আসবে। তার ফলে যৌথখামারের ব্যয়বরাদ্দ যে মজবুত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন কী আছে বলো? পুরনো একটা ছাকুনি যার দাম একটা ফুটো পয়সাও নয়। বসন্তকালে যে দুধ পাওয়া যায় সেটুকুর কাজও ওটা দিয়ে হয় না। বাস্‌, ওইটুকুই সম্বল। দুধ মন্থন করার একটি ব্যবস্থাও নেই। সেই মান্ধাতার আমলে যেমন করা হত তেমনি আজও ওরা পাত্রের মধ্যে দুধ ঢালাঢালি করে। এতে কী লাভ হয় বলো? তুমি বলছ, ওদের দুধ নাকি টকে যায়। কেন যায়? খুব সম্ভব এই কারণে যে দুধ ওরা ঢালাঢালি করে নোংরা পাত্রে।'

'পাত্রগুলো ঠিকভাবে পোড়ানো হয় না, তার ফলে চর্বি থেকে যায়। তাতেই দুধ টকে যায়।'

'আমি তো তাই বলছিলাম। ওরা পাত্রগুলোর দিকে ঠিকমতো নজর দেয় না। এ-কাজটা তুমি হাতে নাও, সব ঠিকঠাক করে ফেল। যা-কিছু করার দরকার, করো। পরিচালনা-কর্তৃপক্ষ সবসময়ে তোমার পেছনে থাকবে। নইলে কী হবে বুঝতে পারছ তো? দুধ সবসময়েই নষ্ট হয়ে চলবে—যদি কেউ পাত্র-গুলোর দিকে নজর না দেয়, যদি গোয়ালিনীরা—সেদিন আমি যা দেখলাম —তেমনিভাবে দুধ দুয়ে চলে। কী দেখলাম জান, গোয়ালিনী দুধ দুইতে বসেছে —না ধুয়েছে দুধের বাঁট, না ধুয়েছে নিজের হাত! ব্যাপারটার দিকে নজর দেবার মতো সময় আমি এখনো করতে পারিনি। কিন্তু সময় আমি করবই। আর তোমাকেও বলি, এত সব পাউডার ঘষাঘষি, এত সব সাজের ঘটা—এসব না করে

এই ডেয়ারিটা দেখাশোনা করার ভার তুমি নাও না কেন? আমরা তোমাকে ম্যানেজার করে দেব, তোমাকে ট্রেনিং নেবার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তুমি শিখে আসতে পারবে কাজটা কি-করে বৈজ্ঞানিকভাবে করা যায়। তুমি হবে ট্রেনিংপ্রাপ্তা মহিলা।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লুশ্‌কা বলল, 'ওয়াই ওটা চালাক, আমাকে বাদ দিক। সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্যে আমাকে বাদ দিয়েও প্রচুর মেয়ে আছে ওখানে। ম্যানেজার হতে আমি চাই না। আর ট্রেনিং নেবার জন্যে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে আমার নেই। বাব্বাঃ, ওতে বড়ো বেশি হট্টগোল, বড়ো বেশি ঝামেলা—আমি ওতে নেই। আমি চাই সহজ কাজ, আমি চাই জীবনের স্বাধীনতা। কাজ পছন্দ করে বোকারের।'

'এই দেখ, আবার তুমি বাজে কথা বলতে শুরু করেছ!' বিরক্ত হয়ে বলল বটে দাভিদভ কিন্তু লুশ্‌কার সঙ্গে কোনো বাদপ্রতিবাদে যাবার চেষ্টা করল না।

একটু পরেই লুশ্‌কা বলল যে তাকে বাড়ি যেতে হবে। লুশ্‌কাকে এগিয়ে দিতে এল দাভিদভ। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে, কিন্তু বহুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। তারপরে লুশ্‌কা কথা বলল, আশ্চর্য কম সময়ের মধ্যে সে জেনে গিয়েছে দাভিদভের সমস্ত উৎকণ্ঠা কি নিয়ে। লুশ্‌কা জিজ্ঞেস করল, 'তুবান্‌কার অবস্থা দেখার জন্যে আজকালের মধ্যে গিয়েছিল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখলে?'

'খারাপ! যদি এ-মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তাহলে আমার তো ভয় হচ্ছে শিষ গজাবে না। তাহলে যে কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছ। সেই যে বুড়োরা আমার কাছে এসেছিল পুজো করার অনুমতি চাইতে তারা তো আনন্দে নেত্য করবে, যথার্থই তাই! ওরা বলবে, 'কেমন, হল তো, যেমন তুমি আমাদের পুজো করতে দাওনি তেমনি ঈশ্বরও বৃষ্টি পাঠাননি!' কিন্তু ওদের এই ঈশ্বরের সঙ্গে এ-ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক নেই। বায়ুমানযন্ত্রে যখন খবর থাকে যে আবহাওয়া 'ভালো' তখন আর বৃষ্টি আসে কোত্থেকে। কিন্তু বৃষ্টি না হলে আরো জোরদার হয়ে উঠবে ওদের নির্বোধ বিশ্বাস। এ হচ্ছে চরম একটা বিপর্যয়ের ব্যবস্থা। খানিকটা দোষ আমাদের নিজেদেরও। আমাদের উচিত ছিল ভরমুজ ও দারি-ভোলা ফসলের চাষ বন্ধ করে রেখে গম রোয়ার কাজ আরো আগে শেষ করা। এই আমাদের একটা ভুল হয়ে গিয়েছে! একই ভুল আমরা করেছি

'বেলিওনোপাল' নিয়ে। ওই নুবিশকিন গবেটটার কাছে আমি তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি যে আমাদের অবস্থার পক্ষে বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী এটাই সবচেয়ে ভালো জাতের গম।'

দাভিদভ আবার উত্তেজিত। মনের মতো বিষয় পেয়ে গিয়েছে সে, এখন মহা উৎসাহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতে পারে। লুশ্‌কার কিন্তু স্পষ্টতই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, দাভিদভকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'দোহাই তোমার, সারাক্ষণ শুধু গমের কথা বলে সময় কাটিও না। এসো, এখানে একটু বসি।' এই বলে সে একটা খাদের কিনারের দিকে আঙুল দেখাল। চাঁদের আলোয় খাদটা দেখাচ্ছে আবছা নীল।

জায়গাটার দিকে হেঁটে গেল দুজনে। লুশ্‌কা তার স্কার্ট গুটিয়ে নিয়ে বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো দাভিদভের কাছে প্রস্তাব করল, 'তোমার জ্যাকেটটা মাটিতে বিছিয়ে দাও না কেন। আমার স্কার্টটা নোংরা করতে চাই না। এটা আমার সবচেয়ে ভালো স্কার্ট।'

তারপরে ওরা জ্যাকেটের ওপরে পাশাপাশি বসল। লুশ্‌কার মুখখানা হঠাৎ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে, আর অদ্ভুতরকমের সুন্দর। সেই মুখখানাকে সে দাভিদভের কিছুত হাসিমাখানো মুখের খুব কাছে এনে বলল, 'গম আর যোথখামারের কথা অনেক হয়েছে। ওসব কথার সময় এখন নয়। পপ্‌লারের নতুন পাতার গন্ধ কি পাচ্ছ না তুমি?'

দাভিদভের মনের মধ্যে একটা দোলা ছিল—একদিকে লুশ্‌কার আকর্ষণ, অন্যদিকে নিজের কর্তৃত্ব হারাবার ভয়। এবারে সেই দোলা বন্ধ হয়ে গেল।

…পাপিয়া গান গেয়ে চলেছে। এই গান সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।…

দাভিদভ উঠে দাঁড়াল। তার পায়ের তলা থেকে শুকনো কাদা খসখস শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়ল খাদের মধ্যে। পাখির গান যেন ঝিকঝিক ঝরনার মতো, শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠে দাভিদভ ভাবল, 'এই পাখিটা তো দেখছি বড়োই আপদ, সবচেয়ে বড়ো সাধু যে বেঁচে আছে তাকেও এই পাখি এমনি খাদের মধ্যে টেনে আনতে পারে, যথার্থই তাই!'

লুশ্‌কা তখনো চিত হয়ে শুয়ে আছে, হাতদুটি ছড়ানো, চোখদুটি অবসন্নের মতো বোজা। কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। তারপরেই আচমকা একটা গা-ঝাড়া দিয়ে লুশকা উঠে বসল, হাঁটুর পাশ দিয়ে দু-হাতের বেড় দিল, আর নিঃশব্দ হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এমন হাসি লুশ্‌কার যেন কেউ তাকে কাতুকুতু দিচ্ছে।

'কী হল?' খানিকটা ক্ষুব্ধ, খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল হাভিদত্ত।

আর তখন ঠিক তেমনি আচমকা লুণ্‌কার হাসি থেমে গেল। পা-দুটো ছড়িয়ে দিল সে, দু-হাতের তালু দিয়ে উরু ও পেটের ওপরে আলতো চাপড় মারতে মারতে খানিকটা ভাঙা-ভাঙা আর খুশি-খুশি স্বরে বলল, 'আঃ, কী হালকা যে লাগছে নিজেকে!'

'তাহলে আর কি, একটা পালক গুঁজে নাও, তাহলেই তো উড়তে পারবে?' খানিকটা মেজাজ দেখিয়ে হাভিদত্ত বলল।

'না, না. অমন করে বোলো না···আমার ওপরে রাগ করতে পারবে না তুমি। আরে বোকারাম, আমি আর কী করতে পারি—কাঁদব? বোসো বোসো, অমন-ভাবে লাফিয়ে উঠে পড়লে কেন?'

দাভিদত্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বসল। ভাবল, 'এখন আমি ওকে নিয়ে কী করতে পারি? যে করে হোক ব্যাপারটাকে একটা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। নইলে বড়ো বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হবে মাকাদের কাছে, সকলের কাছে····এই আরেক ভাবনার বিষয় এসে গেল, ভাবনার বিষয় বড়ো কম ছিল যেন!' আড়চোখে লুণ্‌কার মুখের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় লুণ্‌কার মুখটা এখন সবুজ দেখাচ্ছে।

মাটিতে হাত না ছুঁইয়ে আলতোভাবে উঠে পড়ল লুণ্‌কা, তারপরে সরু চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তোমার ভালো লাগে—না?'

দাভিদত্ত উঠে দাঁড়াল, লুণ্‌কার পাতলা কাঁধের ওপর দিয়ে হাতের বেড় দিয়ে অস্পষ্ট জবাব দিল, 'মানে, কি-ভাবে যে বলি···'

চল্লিশ

গ্রেমিয়াচি লগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে যাবার পরের দিন ইয়াকভ লুকিচ ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়েছে। যাবে ক্রাস্নায়া জঙ্গলে, ওখানে নিজের হাতে সেই ওকগাছ-গুলোতে মার্কা দিয়ে আসবে যেগুলো পরদিন কাটা যেতে পারে। বাঁধের জন্যে কাঠ কাটতে পরদিন তৃতীয় টীমের প্রায় পুরো দলটির জঙ্গলে হাজির হবার কথা।

ইয়াকভ লুকিচ ভোরে উঠেই রওনা দিয়েছে। কোনো তাড়া নেই, ঘোড়া চলেছে মন্থর পা ফেলে হেঁটে হেঁটে, সুন্দরভাবে পাট করা লেজটি নাচিয়ে নাচিয়ে। ঘোড়ার সামনের দুটো খুর-না-পরানো-পা চটচটে পেছল মাটিতে হড়কে হড়কে যাচ্ছে। ইয়াকভ লুকিচ তবুও চাবুক তুলছে না, রাশ ফেলে রেখেছে জিনের ঘেরের ওপরে, সিগারেট টানছে, আর গ্রেমিয়াচি লগের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ক্ষেতভূমিকে পর্যবেক্ষণ করছে। এখানকার প্রতিটি নালা, প্রতিটি খাদ, প্রতিটি ইঁদুরের গর্ত ছেলেবেলা থেকে তার চেনা, তার অন্তরের প্রিয়। দেখে কী ভালোই লাগল বৃষ্টির পরে মুড়মুড়ে দলা-পাকানো চষামাটি, বৃষ্টিভেজা তাজা নুয়ে-পড়া ফসলের শিষ। বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ভাবল, 'ওই ফোকলা-দেঁতো শয়তানটা তাহলে বৃষ্টি পেয়ে গেল! আর কিছু না হোক, ফুবান্কায় এবার শিষ গজাবে। ব্যাপারটা কি, মনে হচ্ছে এমনকি ঈশ্বরও যেন এই পাপ গভর্নমেন্টের পক্ষে! আগে তো অজন্মা লেগেই থাকত, কিন্তু ১৯২১ থেকে প্রতি বছরেই প্রচুর ফলন হয়ে চলেছে! এমনিভাবে প্রকৃতিই যদি সাহায্য করে চলে তাহলে তো বহু বছর লেগে যাবে সোভিয়েত শাসন ভেঙে পড়তে। না, ওই 'মিত্রদের' সাহায্য যদি না পাই তাহলে আমরা নিজেরা কখনো কমিউনিস্টদের খেদিয়ে দিতে পারব না। ওই তোমার পোলোভৎসেভই বলো বা আর যে-ই বলো, ওই কমিউনিস্টদের সঙ্গে পাল্লা তারা দিতে পারবে না—যতোই তাদের বুদ্ধি থাকুক। খড়ের ওপরে জোর খাটালে খড় কি তা সহ্য করতে পারে—জোরের বিরুদ্ধে কারই বা কী করার আছে! আর আজকাল তো নোংরা আর শয়তানিতে ঠাসা মানুষ চারদিকে এত বেড়ে গিয়েছে। এরা একে অপরের পেছনে লাগে, আর ওপরের মহলে গিয়ে একে অপরের নামে লাগিয়ে আসে। নিজেদের গায়ের চামড়া বাঁচানো ছাড়া

এদের আর কোনো চিন্তা নেই, হারামজাদার দল। যতোই খারাপ সময় আসছে; দু-এক বছরের মধ্যে ওরা যে আমাদের নিয়ে কী জারিজুরি লাগিয়ে দেবে তা স্বয়ং শয়তানও বলতে পারবে এমন আমার মনে হয় না। তবে স্বীকার করতেই হবে আমার কপালটা ভালো। নইলে পোলোভৎসেভের সঙ্গে ওই ব্যাপারটা এমন ভালোয় ভালোয় মিটে যেতে পারত না। এতদিনে নিশ্চয়ই ওই বুড়ো ষাঁড়ের গতি হয়েছে কসাইখানায়। যাই হোক, প্রভুর দয়া যে সবকিছু ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে। কপালে কী আছে সে পরে দেখা যাবে। এখনো পর্যন্ত সোভিয়েত গভর্নমেন্টকে বিদেয় করা যায়নি। দেখা যাক, পরের বারে কপাল ভালো হতেও পারে।'

রোদমাখা ঘাসের ডাঁটিতে আর তেজী নবীন ফসলের অংকুরে সুতোয় গাঁথা মালার মতো শিশিরের বিন্দুগুলো কাঁপছে। পশ্চিমী বাতাস ঝাঁকুনি দিয়ে গেল আর রামধনুর মতো বিচিত্র রঙের ঝলক তুলে ফোঁটাগুলো খসতে লাগল। পড়ল গিয়ে বৃষ্টির সুগন্ধ মাখা স্নেহময়ী মাটির বুকে, যা তাদের কাম্য।

বৃষ্টির যে জল এখনো মাটির ভেতরে ঢোকেনি তা জমা হয়ে আছে রাস্তার ওপরে খানাখন্দে। কিন্তু গ্রেমিয়াচি লগের ওপরে সকালবেলায় গোলাপী কুয়াশা ইতিমধ্যে পপ্‌লারের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছে। আর একটা নবীন রূপোলী চাঁদ ভোরের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে বৃষ্টির ধারায় তকতকে করে ধোয়া আকাশের আবছা নীলের মধ্যে ঝুলতে ঝুলতে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

চাঁদের ছবিটা খোদাই করা ছবির মতো পরিষ্কার, আর সেটা ঝুলে আছে খানিকটা কাৎ হয়ে। ভঙ্গিটা এমন যাতে রয়েছে প্রচুর বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি। ইয়াকভ লুকিচ চাঁদের দিকে তাকাল, আর তারপরে নিঃসংশয়ে ও চূড়ান্তভাবে ধারণা করে নিল ফসল এবার ভালোই হতে চলেছে।

জঙ্গলে পৌঁছল দুপুরের কাছাকাছি সময়ে। ঘোড়ার পা একত্রে বেঁধে রেখে ঘোড়াকে ছেড়ে দিল চরে খাবার জন্যে। নিজের কোমরের বেল্ট থেকে টেনে বার করল ছোট একটা ছুতোরের কুড়ুল। তারপরে, ওকগাছে মার্কা দেবার জন্যে চলে গেল জঙ্গলের সেই অংশে যেটা বনরক্ষক গ্রেমিয়াচি লগ যৌথখামারের জন্যে বরাদ্দ করেছে।

একটা গর্তের ধারে ছ'টা ওকগাছে মার্কা দিয়ে চলে গেল পাশেরটির দিকে। এই ওকগাছটি বিশাল ও বিপুল, মাস্তুলের মতো উঁচু, গুঁড়ির কাছে এমন সিধে খাড়া যা সচরাচর দেখা যায় না। প্রাচীন এল্‌ম্‌গাছগুলোর খাটো খাটো ডালপালা

ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে মাথা তুলেছে। একেবারে চুড়োয়, চকচকে সবুজ পাতার ঘন জালের মধ্যে থরথরে ঝোপের মতো ঝুলে আছে একটা কাকের বাসা। গুঁড়ির বেড় দেখে বিচার করলে মনে হয়, এই গাছ ও ইয়াকভ লুকিচ প্রায় সমবয়সী। হাতের তালুতে থুতু ফেলে আর অস্বস্তি ও বিষণ্ণ মনে ইয়াকভ লুকিচ আস্পেন গাছটির দিকে তাকাল।

গাছের গুঁড়িতে খাঁজ কেটে মার্কা দিল, আর ছাল-ওঠা কাঠের ওপরে কপিং পেনসিল দিয়ে লিখে রাখল তিনটি অক্ষর—'প. ম. ফ'। পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ভিজে রস-চোয়ানো ছালের টুকরোগুলো। তারপরে ধূমপান করার জন্যে বসে পড়ল। ওকগাছের তাঁবুর মতো চুড়োটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, 'অনেক বছর ধরে বেঁচে আছ তুমি ভাইটি! কেউ কখনো তোমার ওপরে আধিপত্য করতে পারেনি। কিন্তু এবারে তোমার মরবার সময় হল। ওরা এসে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেবে, ফালা ফালা করে কাটবে, কুড়ুলের ঘা দিয়ে দিয়ে ছেঁটে ফেলবে তোমার সমস্ত সৌন্দর্য, তোমার সমস্ত শাখা আর ডালপালা। তোমাকে নিয়ে যাবে পুকুরের মধ্যে বাঁধের খুঁটি হিসেবে দাঁড় করাবার জন্যে। তারপরে সেই যৌথখামারের পুকুরে তুমি পচতে থাকবে, যতোদিন-না তুমি একেবারে খসে পড়ো। তখন বসন্তকালের বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে হয়তো কোনো খাদের মুখে। সেখানেই তুমি শেষ!'

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ইয়াকভ লুকিচ হঠাৎ দুর্বোধ্য একটা আকাঙ্ক্ষা ও আতঙ্কের যন্ত্রণা অনুভব করল। কিছু অমঙ্গল ঘটতে চলেছে এমনি একটা বোধ গ্রাস করল তাকে। 'কেন আমি তোমাকে বাঁচাব না! কেন আমি তোমাকে খণ্ড-খণ্ড করতে যাব! সবকিছুই যৌথখামারের গ্রাসে কেন যাবে!' তখন ভারি একটা আনন্দময় স্বস্তি বোধ করল আর স্থির করল, 'বেঁচে থাক তুমি! আরো সুন্দর হয়ে বড়ো হয়ে ওঠ! কেন বাঁচবে না তুমি! তোমাকে তো কোনো কর দিতে হয় না, নিজের ওপরে বোঝা চাপাতে হয় না, যৌথখামারে যোগ দিতে হয় না। বেঁচে থাক তুমি, যেমন প্রভুর অভিরুচি!'

তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, হাতভর্তি কাদা তুলে নিল, কাটা খাঁজের ওপরে সেই কাদা সযত্নে লেপে দিল। সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হয়ে সরে এল গর্তের কাছ থেকে।

নরম মন ইয়াকভ লুকিচের, তবুও সাতষট্টিটা ওক গাছে মার্কা দিল, ঘোড়ায় চাপল, জঙ্গলের কিনার দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে রওনা দিল।

'ইয়াকভ লুকিচ, একটু দাঁড়াও!' ফাঁকা জায়গার ধার থেকে কি যেন ডাকছে। কাঁটাঝোপের আড়াল থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। তার মাথায় কালো ভেড়ার চামড়ার টুপি, গায়ে ফৌজী কাপড় দিয়ে তৈরি করা পুরু বোতাম-খোলা জ্যাকেট। তার মুখ কালো ও জলেবাতাসে পোড় খাওয়া, গালের হাড়ের ওপরে চামড়া টান-টান, চোখ কোটরে ঢোকা, কিন্তু তার শাদাটে ফাটা-ফাটা ঠোঁটের ওপরে কালো কুচকুচ করছে খাপের মতো নবীন গোঁফ।

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

লোকটি মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলেছে, সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। আর তখনই লোকটিকে চিনতে পারল ইয়াকভ লুকিচ—ফাটা তিমোফেই।

'কোথেকে এসেছ তুমি?' ইয়াকভ লুকিচ জিজ্ঞেস করল। তিমোফেই এমনই বদলে গিয়েছে যে তাকে আর চেনা যায় না, তার শরীর শুকিয়ে গিয়েছে। তিমোফেইর এই চেহারা দেখে আর তিমোফেইর সঙ্গে এমনিভাবে দেখা হয়ে যাওয়াতে ইয়াকভ লুকিচ খুবই অবাক।

'যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। নির্বাসন থেকে। কোৎলাস থেকে।'

'তার মানে, পালিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছি। ইয়াকভ কাকা, তোমার কাছে কিছু খাবার আছে? রুটি টুটি?'

'আছে।'

'যীশুর দোহাই, আমাকে খেতে দাও! চারদিন আমি শুধু পচা বুনো-আপেল খেয়ে আছি…' সারা মুখে খিঁচুনি তুলে ঢোঁক গিলল সে।

আর ইয়াকভ লুকিচ যখন তার জ্যাকেটের তলা থেকে পুরু এক ফালি রুটি টেনে বার করছে, সেদিকে তাকিয়ে তিমোফেইর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, নেকড়ের মতো ধকধক করে চোখ জ্বলতে লাগল।

প্রচণ্ড খিদে থাকলে লোকে যেমন উন্মত্ত হয় তেমনিভাবে রুটিটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিমোফেই। তাই দেখে ইয়াকভ লুকিচ তো স্তম্ভিত। তিমোফেই তার দাঁত দিয়ে বাসি পোড়া চামড়াটা ছিঁড়ে ফেলল, আঁকশির মতো আঙুল দিয়ে রুটির নরম অংশে থাবা বসাল, তারপরে হিংস্রভাবে গিলতে লাগল—চিবোল খুবই কম। তার উঁচু হয়ে থাকা কণ্ঠমণিটা কষ্টে ওঠা-নামা করছে। রুটির শেষ টুকরোটা যখন গলাধঃকরণ করতে পারল একমাত্র তখনই মাতালের মতো

চোখদুটো তুলে তাকিয়েছে ইয়াকভ লুকিচের দিকে। দুই চোখে একটু আগেও জ্বরো রুগীর মতো জ্বলুনি ছিল, এখন সেটা যেন খানিকটা কম।

'ইস্, কী খিদেই পেয়েছিল তোমার', সহানুভূতি জানাল ইয়াকভ লুকিচ।

'আমি তো বলেছি চারদিন আমি শুধু বুনো-আপেল আর শুকনো জাম খেয়ে আছি। উপোস দিয়েই কাটিয়েছি।'

'এবারে বলো তো, কি করে তুমি এখানে এলে?'

'স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে। রাত্তিরবেলা।' ক্লান্ত গলায় জবাব দিল তিমোফেই।

এখন তাকে স্পষ্টতই আরো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, যেন তার শেষ শক্তিটুকু খরচ করে ফেলেছে খেতে গিয়ে। এমন হিক্কা উঠছে যা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না, হিক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সারা শরীর, মুখটা যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে।

'তোমার বাবা বেঁচে আছেন? বাড়ির লোকজন কেমন আছে ওখানে?' ইয়াকভ লুকিচ প্রশ্ন করে চলল। কিন্তু ঘোড়া থেকে নামেনি, আর মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠার সঙ্গে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে।

'উদরী হয়ে বাবা মারা গেছেন। মা ও বোন ওখানে আছে। গাঁয়ের লুশ্কা নাগুলনভার খবর কী?'

'ওর সঙ্গে ওর স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।'

'কোথায় আছে ও এখন?' সঙ্গে সঙ্গে তিমোফেই জিজ্ঞেস করল।

'আছে ওর মাসির সঙ্গে, ওই মাসিই এখন ওর দেখাশোনা করে।'

'ইয়াকভ কাকা, একটা কথা বলি তোমাকে। আমার জন্যে একটা কাজ করে দিতেই হবে। গাঁয়ে ফিরে গিয়েই লুশ্কাকে তুমি বলবে আমার জন্যে যেন কিছু খাবার নিয়ে আসে। আমি উপোস দিয়ে আছি। আমি তো আর নিজে যেতে পারি না। দিনের বেলা আমাকে লুকিয়ে থাকতেই হবে। তাছাড়া আমার শরীরটাও ভেঙে গিয়েছে। অচেনা দেশের মধ্যে দিয়ে রাত্তিরবেলা একশো-সত্তর ভার্স্ট হেঁটে আসাটা যে কী ব্যাপার তা নিশ্চয়ই বোঝ। ঠিক অন্ধের মতো পথ চলতে হয়। লুশ্কাকে বোলো আমার জন্যে যেন কিছু খাবার নিয়ে আসে। শরীরের বল একটু ফিরে পেলেই আমি গাঁয়ে চলে আসব। দেশগাঁয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমার কাছে নরকযন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছে।' অপরাধীর মতো হাসল তিমোফেই!

'এর পরে তুমি কি-ভাবে থাকবে ঠিক করেছ?' ইয়াকভ লুকিচ তবুও প্রশ্ন করে

চলল। জিয়োকেইর সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে খুশি হয়নি, আর অবাক হয়েছে।

চোখমুখ পাকিয়ে তুলে জিয়োকেই বলল, 'আমাকে আর জিজ্ঞেস করছ কি, জানো না তুমি? আমি এখন দলছাড়া নেকড়ে। প্রথমে খানিকটা বিশ্রাম নেব। তারপরে রাত্তিরবেলা আসব গ্রামে। মাটি খুঁড়ে আমার রাইফেল তুলে নেব। রাইফেলটা পোঁতা আছে কাড়াইঘরের মেঝের নিচে। তারপরে শুরু হবে আমার কাজ! এখন আমার সামনে একটিই রাস্তা খোলা। নিজেরটা ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছি আমি। কেউ একজন আমার কাছ থেকে একটা উপহার পেতে চলেছে… সেটা তাকে ভীষণভাবে ধাওকে তুলবে। শরৎ পর্যন্ত আমি এই জঙ্গলেই থাকব, তুষার পড়তে শুরু করলে চলে যাব কুবানে বা অন্য কোথাও। এই জগৎটা যথেষ্ট বড়ো আর আমার মতো বেশ কয়েক-শো লোক এখানে-ওখানে হন্তো দিয়ে ফিরছে।'

'মাকারের লুশ্‌কা মনে হয় যৌথখামারের সভাপতির দিকে ঝুঁকেছে।' খানিকটা অনিশ্চিতভাবে কথাটা বলল ইয়াকভ লুকিচ; একাধিক বার সে লুশ্‌কাকে দাভিদভের বাসার দিকে যেতে দেখেছে।

পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা উঠতে তিমোফেই একটা ঝোপের নিচে সটান শুয়ে পড়েছে। সেই অবস্থাতেই ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে, থেমে থেমে, বলে চলল:

'প্রথমে তাহলে ওই দাভিদভ শুয়োরটাকেই…ওকে তুমি খরচের খাতায় লিখে রাখতে পারো…কিন্তু লুশ্‌কা আমার কাছে অবিশ্বাসের কাজ করেনি। পুরনো ভালোবাসা কেউ তোলে না…ভালোবাসা তো আর খাবার দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়। লুশকার মন জয় করার রাস্তা আমি সবসময়েই খুঁজে পাব আমার তো মনে হয়, লুশকা এমন মেয়েই নয় যে এই রাস্তাটাকে বেমালুম মিলিয়ে যেতে দেবে। কিন্তু কাকা, তোমার ওই রুটিটা খেয়ে আমার খুবই কাহিল অবস্থা…পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন…লুশ্‌কাকে জানিও—ওকে বোলো রুটি আর মাংস আনতে। অনেক অনেক রুটি!'

ইয়াকভ লুকিচ তিমোফেইকে সাবধান করে দিল যে আগামীকাল জঙ্গলে গাছকাটা শুরু হচ্ছে। তারপরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফাঁকা জায়গাটা ছেড়ে এল। এবারে তার গন্তব্য দ্বিতীয় টীমের এলাকা যেখানে কুবান্‌কা রোপন করা হয়েছে। ওখানে ক্ষেতের অবস্থা একবার নিজের চোখে দেখে আসতে চায়। দেখল, অল্প কিছুকাল আগেও যেখানকার গোটা এলাকায় ছিল কয়লার মতো কালো মাটি সেখানে উদগত শিষের ঝকঝকে পেলব সবুজ প্রলেপ পড়েছে, ফসলের অংকুর

শেষপর্যন্ত বাটি ছুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

গ্রামে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল ইয়াকভ লুকিচের। যৌথখামারের আস্তাবল থেকে যখন হেঁটে বাড়ি ফিরল তখনো তিমোফেইর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাই ভাবছে। সারাদিন তার মনে এই চিন্তাটাই ভার হয়ে থেকেছে। তখনো জানত না বাড়িতে এসে তাকে নতুন সংকটে পড়তে হবে, অতি ভয়ংকর সংকটে।

সবে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে, বৌমা রান্নাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় তাকে সতর্ক করে দিল:

'বাবা, বাড়িতে অতিথি এসেছে।'

'কে?'

'পোলোভ্‌ৎসেভ আর সেই…সেই একচোখো লোকটি। অন্ধকার হবার একটু পরেই হাজির হয়েছে। মা আর আমি দুধ দুইছিলাম। ওরা অলিন্দে বসে আছে। পোলোভ্‌ৎসেভ তো পুরো মাতাল, অন্য জনের অবস্থা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দুজনেরই অবস্থা বড়ো ভয়ংকর! সারা গায়ে উকুন ঘুরে বেড়াচ্ছে…এমনকি ওদের জামার ওপরেও উকুন দেখা যাচ্ছে!'

অলিন্দ থেকে শোনা যাচ্ছে মানুষের গলার স্বর। লাতিয়েভস্কি কাশছে আর ঠাট্টামেশানো চড়া সুরে বলছে:

'…বটে! বটে! প্রিয় মহাশয়, আপনি কে? মান্যবর গোস্‌পোদিন পোলোভ্‌ৎসেভ, আপনাকে আমি এই প্রশ্ন করছি। ঠিক আছে, আমিই বলছি আপনি কে। শুনতে চান তো? আমি সানন্দে বলতে রাজী আছি। আপনি হচ্ছেন এমন এক দেশপ্রেমিক যার দেশ নেই, এমন এক সেনাপতি যার সৈন্যবাহিনী নেই। এই উপমাগুলো কি আপনার কাছে বড়ো বেশি উচ্চ ও বিমূর্ত মনে হচ্ছে? তাহলে শুনুন, আপনি হচ্ছেন নগণ্য এক জুয়াড়ী যার পকেটে একটি পয়সাও নেই।'

জবাবে শোনা গেল পোলোভ্‌ৎসেভের ভারী কর্কশ গলা। শুনতে শুনতে ইয়াকভ লুকিচ দুর্বলভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাতে মাথা চেপে ধরল।

যা হয়ে গিয়েছে তাই আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে।